

4

72505

MIC 11	
Acc. No.	72505
Class No.	780.954
	CHA
Date	5.4.72
Ext. Card	Ch.
Class.	Reg
Cat.	Reg
Blk. Card	✓
Checked	Reg

সঙ্গীত মুক্তাবলী ।

প্রথম ভাগ ।

অর্থাৎ

ভারতের জাতীয়, সামাজিক, পৌরাণিক,

ঐতিহাসিক, ধর্ম ও বিবিধ বিষয়ক

গীত-সংগ্রহ ।

কলিকাতা সঙ্গীত রচয়িতাগণের সংক্ষেপে পরিচয় সহ ।

[চতুর্থ সংস্করণ ।]

(বিশেষরূপে সংশোধিত)

“দানাতঃ পরতঃস্মিতঃ”

ববিবাক্য ।

শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ।

কলিকাতা,

৫ নং নীলমারগ সেনের সেন

বণিক স্ট্রেট,

শ্রীজগদীশ ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত ।

বঙ্গাব্দ ১৩০৩ । খৃঃ অব্দ ১৮৯৭ ।

সঙ্গীতের গুণকীৰ্ত্তন ।

“সঙ্গীত অতি উচ্চ অঙ্গের জিনিষ—পরম রমণীয়, পরম সুখকর, পরম পবিত্র—যেন এ কর্কশ পৃথিবীর জিনিষই নয়, যেন স্বর্গীয় উপকরণে নিষ্পিত । হৃদয়ের সুপ্ত ভাব জাগরিত করিতে, হৃদয়ের অস্পষ্ট অভাব প্রকাশ করিতে, হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে, উন্নত করিতে, প্রসারিত করিতে, পবিত্র করিতে, এমন আর কিছুই নাই । পৃথিবীতে স্বীকৃতি এবং সঙ্গীত না থাকিলে, মানুষ বৃষ্টি পশু হইত । মনুষ্যহৃদয়ের অনেক যাতনা, অনেক ব্যাকুলতা, অনেক ভাব, মনুষ্য ভাষার অতীত—তাহা প্রকাশ করিবার উপযোগী বাক্য মনুষ্য ভাষায় নাই ; তাহা কেবল সঙ্গীতেই পরিব্যক্ত হয় । নিৰ্জ্জনে, একাকী যখন একটা অজ্ঞাত বিরহের ভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভূত হয়, সে ঔদাস্যের অভি-
ব্যক্তি—কেবল সুর, কেবল আত্মগত গুণ গুণ । বিধবার রোদন কেবল সুর, কেবল আত্মগত গুণ গুণ । দেশীয় এবং বৈদেশিক শাস্ত্রে সঙ্গীতের মহিমাকীৰ্ত্তন অজস্র দেখা যায় । সেক্সপীয়র বলেন—সঙ্গীতে যে বিগলিত না হয়, তাহাকে কখন বিশ্বাস করিও না ; সে নরহত্যা করিতে পারে । ডাক্তার স্লীম্যান বলেন, শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও যে ভাব ব্যক্ত করা যায় না, একটা ক্ষুদ্র সুরে তাহা স্পষ্টীকৃত হয় । হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন, মনুষ্য-
হৃদয়ের অভ্যন্তরে অনেক গভীর ভাব চিরনিষ্প্রিত অবস্থায় থাকে, যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হয় ত জানি না, এবং যাহার অর্থও বুঝি না, সে সকলকে সঙ্গীতই জাগরিত করিয়া দেয় । ভাবুক-
প্রধান রিচটার বলেন, যাহা কখন দেখি নাই, কখন দেখিব না,

সঙ্গীতই আমাদের কাছে তাহার কথা বলে। প্রবাদ আছে, সঙ্গীত
এবং জ্ঞানের আপেক্ষিক উৎকর্ষ লইয়া প্রাচীন ভারতে একবার
তর্ক উঠিয়াছিল। তর্কের মীমাংসা দেবতাদের হস্তে স্থাপ্ত হইলে
পর আকাশবাণী দ্বারা দেবতারা আপনাদের মত ব্যক্ত করিয়া-
ছিলেন। সে আকাশবাণী কেহ শুনিল “জ্ঞানাৎ পরতরো
নহি, কেহ শুনিল গানাৎ পরতরো নহি”। আৰ্য্য ঋষিরা ইহাও
বলিয়াছেন যে, গানে “মুক্তির্গসংশয়ঃ”।—দৈনিক।

শীঘ্রই এই দুই ভাগ একত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। এই দুই ভাগে প্রণয়-সঙ্গীত, গ্রাম্য-গীত, রহস্য সঙ্গীত, কবি ও বাজা সঙ্গীত এবং অবশিষ্ট সকল প্রকার সঙ্গীত স্থান পাইবে। ইহার বিশেষ বিজ্ঞাপন পুস্তকের শেষে দেওয়া হইল।

দেশের পত্রিকা সম্পাদক, সঙ্গীতরচয়িতা এবং সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের বিশেষ সাহায্য ও পরামর্শ না পাইলে, আমরা কখনই এই সঙ্গীত সংগ্রহকার্যে কৃতকার্য হইতে পারিতাম না। যাহারা অল্পগ্রহ পূর্বক তাঁহাদের সঙ্গীত গ্রহণে আমাদেরকে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, এবং যাহারা নানা স্থান হইতে আমাদেরকে সঙ্গীত সংগ্রহকার্যে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। আমরা অনেক সঙ্গীত পুস্তক হইতেও বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি। পূর্ববঙ্গালার অধিকাংশ সঙ্গীত আমরা লোকের নিকট লনিয়া, নিজে বিশেষ অধ্যয়ন ও পরিশ্রম করিয়া সংগ্রহ করিয়াছি। কোন সঙ্গীত কাহার রচিত, সঙ্গীত মুক্তাবলী প্রকাশের পূর্বে অনেকেই তাহা নিশ্চয়রূপে অবগত ছিলেন না। বিশেষতঃ ব্রহ্মসঙ্গীত গুলির রচয়িতার নাম আমরাই সর্ব প্রথম প্রকাশ করি। অত্যাশ্চর্য সঙ্গীত সংগ্রহকারণ অধিকাংশ রচয়িতার নাম আমাদের পুস্তক হইতে নিয়াছেন। একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাহারা আমাদের পুস্তক হইতে সঙ্গীত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গীত রচয়িতার নাম সন্মুখে আমাদের ভ্রম হইয়াছে মনে করিয়া, নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—“কর তাঁর নাম গান, যত দিন রহে দেহে প্রাণ”

বাবু বিজ্ঞাননাথ ঠাকুর রচিত গীতটী রাজা রামমোহন রায়ের বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । “কোথায় আনিলে আমার” রাম-রতন মুখোপাধ্যায়ের গানটীও উক্ত রাজার বলিয়াছেন । “দিবা অবসান হলো কি কর বসিয়ে মন” ঢাকা জিলাবাসী ৮ অমৃত লাল গুপ্তের গীতটীও রাজা রামমোহনের বলা হইয়াছে । এই প্রকার ভুল অনেক হইয়াছে । অনেকগুলি প্রচলিত প্রাচীন সঙ্গীতের রচয়িতার নাম আমরা কিছুতেই প্রাপ্ত হইলাম না বলিয়া হুঃখিত আছি তৃতীয় সংস্করণ পুস্তক মুদ্রিত হওয়ার পর কোন কোন গানের রচয়িতার নাম জানিতে পারিয়াছি । তাহা ভবিষ্যতে সংশোধন করিবার ইচ্ছা রহিল ।

গেওয়ারিয়, ঢাকা । } শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ।
১লা আষাঢ়, ১৩০০ । }

চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গবাসী সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে দিন দিন “ভারতীয় সঙ্গীত স্কুলাবলী” পুস্তকের আদর বদ্ধিত হওয়াতে, ইহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল । এই সংস্করণে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই । পূর্ব সংস্করণে যে সকল ভ্রম প্রমাণ ছিল তাহা সংশোধিত হইয়াছে ।

১৩০০ সন }
২০ পৌষ । }

সংগ্রহকার ।

সঙ্গীত সাগর হইতে যে সকল রত্ন বহু অমূল্যমান ও যত্নে সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা সমস্তই প্রকাশিত হইতে পারে। আমরা যে গুরুতর ও বৃহৎ কার্যে হস্তার্পণ করিয়াছি, দুঃখের বিষয় তাহা সম্পন্ন করিতে পারি, আমাদের তদনুযায়ী সংস্থান নাই। নচেৎ সমগ্র ভারতের উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রত্নগুলি সংগ্রহ করিয়া স্বদেশ-বাসীদের হস্তে অর্পণ করিবার বিশেষ বাসনা ছিল। সংসারে সঙ্গীতের ন্যায় সুন্দর, পবিত্র, মনোমুগ্ধকাব্যী, শান্তিপ্রদ সামগ্রী আর নাই। এবিধ সুন্দর জিনিষগুলি ভারতের যেখানে সেখানে অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে। অনেকগুলি লুপ্তও হইয়া গিয়াছে। লোকের মুখে মুখে কত সুন্দর গীত শুনিতে পাওয়া যায়। এখনও যত্ন করিলে অনেক রক্ষা করা যাইতে পারে। ভারতের সঙ্গীতরত্ন সংগ্রহ করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করাই ভাবতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা তাহা আংশিক ভাবে করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আমরা বলিয়াছি যে গত ৪১৫ বৎসর এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে নাই। ইতি মধ্যে কলিকাতা হইতে সঙ্গীত মুক্তাবলীর অমূল্যকরণে, উহা হইতে বহু সঙ্গীত লইয়া, এমন কি উহার “জাতীয়, সমাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক” ইত্যাদি সঙ্গীত বিভাগগুলি পর্য্যন্ত অবিকল গ্রহণ করিয়া কয়েক খানা সঙ্গীত-সংগ্রহ পুস্তক বাহির হইয়াছে। উহার অধিকাংশই বটতলা হইতে প্রকাশিত। দেশের উৎকৃষ্ট গীতগুলি যত বাহুল্য রূপে প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই

যে, আমাদের অল্পকরণে এবং আমাদের পুস্তক হইতে অনায়াসে সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া বাঁহারা পুস্তক ছাপাইয়া লাভবান হইয়াছেন, তাঁহারা সঙ্গীত মুক্তাবলী হইতে যে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাদের পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারাই সর্ব প্রথম বহুযত্ন ও পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালার নানাবিধ সঙ্গীত প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ ব্যবহার যে অতীব নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু “ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী” যে বাঙ্গালা ভাষার আদি ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সঙ্গীতসংগ্রহ পুস্তক, তাহা সঙ্গীত মুক্তাবলীর সমালোচক ও শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, এখনও কবিবন। কারণ, এ পর্য্যন্ত যে কয়খানা সঙ্গীত সংগ্রহ পুস্তক বাহির হইয়াছে, উহার একখানাও ছাপা, কাগজ, সঙ্গীত নিক্সাচন ও শৃঙ্খলা সঙ্গীতের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলীর সহিত তুলনা হইতে পাবে না। একটা বিষয়ে সঙ্গীত মুক্তাবলীর সহিত এই সকল পুস্তকের বিশেষ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। সঙ্গীত মুক্তাবলীতে অঙ্গীল সঙ্গীত নাই। কিন্তু ছুংখের বিষয় ঐ সকল পুস্তকে অঙ্গীল গীতের অভাব নাই। যে সঙ্গীত, পশু প্রকৃতি মনুষ্যকে দেবতা কবে, তাহাতে অঙ্গীলতা দোষ, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে। ধর্ম সঙ্গীতের সহিত অঙ্গীল সঙ্গীতের স্থান দিয়া, সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশকগণ দেশের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি সঙ্গীত মুক্তাবলী দ্বিতীয় ভাগও নিঃশেষ হইয়াছে। ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশ করিব প্রতিশ্রুত ছিলাম।

নবকান্ত বাবু বহু যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এই উপাদেয় গ্রন্থখানির সঙ্কলন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক, নানা-বিষয়ক সঙ্গীত-মুক্তা সকল প্রথিত হওয়াতে “সঙ্গীত মুক্তাবলী” সঙ্গীতপ্রিয় ভারতবাসী সকল সম্প্রদায়েরই—হিন্দু, ব্রাহ্ম, শাক্ত, বৈষ্ণব, খ্রীষ্টান, মুসলমান সকলেরই কণ্ঠভূষা হইবার উপযোগিনী হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এরূপ গ্রন্থ আর প্রচারিত হয় নাই। আয়তন তুলনায় মূল্যও অধিক নহে; সুতরাং নবকান্ত বাবুর শ্রম, যত্ন ও অর্থব্যয় বিফল হইবে না, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই। সঙ্গীত জাতীয় হৃদয়ের প্রধানতম আদর্শ এবং চিত্তরঞ্জনের—ভজন সাধনের উৎকৃষ্টতর উপায়। আমরা ভরসা করি, দেশহিতৈষীরা এই গ্রন্থখানির যথোচিত আদর করিবেন এবং নবকান্ত বাবু যে, জাতীয় হৃদয়ের উপাদেয় আদর্শ স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির, পৃথক পৃথক সময়ের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবের সঙ্গীত সকল গীত, পঠিত ও প্রচলিত রাখিবার অভিলাষ করিয়াছেন, এখানেই তাহা পরিসমাপ্ত হইতে দিবেন না।—ঢাকাপ্রকাশ।

ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সংগৃহীত “সঙ্গীত মুক্তাবলী” নামক পুস্তক এক খণ্ড আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। পুস্তকের মূল্য ১০ টাকা, ও ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়। ষাঁহার সঙ্গীত ও কবিতা ভালবাসেন, তাঁহাদের নিকট এই পুস্তক আদরের দ্রব্য হইবে সন্দেহ নাই। পুস্তকে ধর্ম, নীতি, সামাজিক ও জাতীয় প্রভৃতি নানা বিষয়ক এক হাজার সঙ্গীত সংগ্রহ করা হইয়াছে; সুতরাং ইহার মূল্য ১০ টাকা।

অতি অল্প হইয়াছে। এই পুস্তকে বিখ্যাত কয়েক বাঙ্গির কবিতা আছে। ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি ভাল সঙ্গীত ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবপণের উত্তম উত্তম কীর্তন ও রামপ্রসাদ প্রভৃতি শাক্তগণের কয়েকটা উত্তম সঙ্গীত ইহাতে আছে। এইরূপ পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল; স্মরণ্য নবকান্ত বাবুকে সকলেরই উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

এ পর্য্যন্ত যত রকম সঙ্গীত পুস্তক আমরা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে একখানিও একপ দেখি নাই। যখন “ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ”; তখন সঙ্গীত পুস্তকেও ভিন্ন ভিন্ন রুচিব সঙ্গীত থাকা আবশ্যক। অনেক দিন হইতে আমরা একপ ভিন্ন রুচিসম্পন্ন একখানি সঙ্গীত পুস্তকের অভাব বোধ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু নবকান্ত বাবু আজ আমাদের সেই অভাব আংশিকরূপে মোচন করিলেন। ইহাতে প্রধান প্রধান লোকের রচিত অতি উচ্চ দরের জাতীয় সঙ্গীত, সামাজিক সঙ্গীত, পৌরাণিক সঙ্গীত, ঐতিহাসিক সঙ্গীত, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই এই উৎকৃষ্ট সঙ্গীতগুলি একবার গড়া উচিত।—সারস্বত পত্র।

My dear sir,

“I have to thank you very much for the copy of your collection of songs which you have sent me.

প্রথম সংস্করণ
ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী

সম্বন্ধে

পত্রিকা-সম্পাদক এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মত ।

ইহা বলা অনাবশ্যক যে, এই গ্রন্থখানি অতি মূল্যবান সংগ্রহ । যে গ্রন্থে প্রায় সহস্র সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যদি তন্মধ্যে সকল গুলিই সুখ-সৌন্দর্য্যশূন্য অকর্ম্মণ্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে দেশশুদ্ধ লোকের যেরূপ নিন্দা, সংগ্রহকারের নিন্দা তেমন নহে । বস্তুতঃ, এই ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী সঙ্গীত-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রের নিকটেই সমাদৃত হইবার যোগ্য সামগ্রী । বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এই সংগ্রহ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বুঝান কঠিন । আমাদের এই নিমিত্ত ভরসা আছে যে, ষাঁহারা তাঁহার এই পরিশ্রমের উপযুক্ত প্রতিদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত সমস্ত অংশের উপরই এক বার নয়নাবর্ত্তন করিবেন ।—বান্ধব ।

Babu Navakanta Chatterjee, Jagannath College, Dacca, brother of our well known countryman Dr. Nisikanta Chatterjee, has presented us a copy of his "*Sangita Muktavoli*." The book is the first of its kind ; it contains about 1000 songs—Social,

Moral, National and Religious. Considering the value, printing and bulk of the book we think the price Rs. 1-8 is very low. The book is well got up. Selected songs of Brahmas, Vaisnavas and Saktas have been included in the book. Lovers of poetry and music should have a copy of these collections. We cannot refrain noting that it is very amusing to see bigot Brahmas and the bigot Hindus side by side in these collections.—Amrita Bazar Patrica.

“Better late than never.” On this ground we beg to excuse ourselves from not noticing the *Bharatia Sangit Muktavoli* earlier than this. It is a compilation of National, Social, Pouranic, Historical, Religious and Miscellaneous songs, in Bengali, also of some Hindee, Guzrati and Oorya songs, the composition of the best geniuses of India on these particular subjects, by Babu Navakanta Chatterjee of Dacca. The collection comprises nearly 1,000 songs. The want of such a book was greatly felt in our society, and we have no hesitation in assuring our readers, that this huge collection of songs will not only entertain but instruct them. In our opinion, no nation of India should be without a copy of this wonderful work.

Bengal Public Opinion.

It is the best collection of Bengali songs that I have seen, and I have sent for two more copies of the work. It was a happy idea to collect in one volume all the best songs in all different subjects, in the language; and you have carried out the idea in a way which leaves nothing to be desired. I have met with in the pages of the book most of the finest songs that I have heard; and it was a real pleasure to me to occasionally come across an old friend whom I have vainly tried to recollect for years past. Your collection of national songs is good, but I was specially interested in the old Pauranic songs of which you have given so good a collection. Nothing that has been composed in our language can excel these songs in pathos and tenderness".

Yours truly,

R. C. Datta, B. C. S, Barisal.

আপনার "সঙ্গীত মুক্তাবলী" পাইয়া পরম সুখী হইলাম। সংগ্রহটি অতি উপাদেয় হইয়াছে। উদার ও বিশ্বজনীন ভাবে সংগ্রহকার্য সম্পাদিত হইয়াছে, এই উহার প্রধান গুণ।

রাজনারায়ণ বসু, শেওড়ার।

My dear Naba Kanta,

"I am very glad to find that you have been able so successfully to accomplish the task in which you have been engaged so long. Your collection

of songs is really an important contribution to our literature. I find in the book almost all the best Bengali songs that I have heard in different parts of the country. I am quite sure your book will have a rapid sale, and you will soon have to print a second edition. You should try, when doing so, to put in as many more songs, especially those of Dhiraj and Baul, as possible. Your book will be one of great importance to the future historian of our literature and of the progress of popular thought in the country."

Yours sincerely,

Dina Nath Sen,

Joint Inspector of Schools, Eastern Circle.

ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী অশ্রুত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত। মূল্য ১১০ টাকা। ইহাতে ধর্ম সঙ্গীত, জাতীয়, সামাজিক ও পৌরাণিক প্রভৃতি নানা বিবিধ মনোহর সঙ্গীতাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার এতগুলি বিভিন্ন প্রকারের সঙ্গীত পুস্তকাকারে আবদ্ধ করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আজ কাল শিক্ষার গুণে লোকের রুচি যে প্রকার দিন দিন স্ফুর্জিত হইতেছে, তাহাতে সঙ্গীত-প্রিয় অনেকেই বুদ্ধ পিতামহদিগের সমকালীন আদিরস-কলুষিত সংগৃহীত সকল গান করিতে বিশেষ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হন। অনেকে আবার অস্বস্ত সঙ্গীতের অভাবে সময়ে ও অসময়ে ব্রহ্ম সঙ্গীত পাইয়া থাকেন। বাহারা ভগবদ্ভক্তির

সমাদর করেন, তাঁহারা এ প্রকার ভাবহীন সঙ্গীত করাকে নামাপরাধ জ্ঞানে দৃষ্ণীয় মনে করেন। গ্রন্থকার সেই সমস্ত সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া সকল প্রকারের সঙ্গীত ইহাতে নিবিষ্ট করিয়াছেন। গ্রন্থখানি এইরূপে সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়াতে যে সকলের মনোরঞ্জে সমর্থ হইবে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। আমরা আশা করি যে, সঙ্গীত-বিদ্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেই এই মনোহর গ্রন্থখানি ক্রয় করিয়া সংগ্রহকারের প্রশংসনীয় যত্ন ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের সমুচিত সম্মান করিবেন।—সঞ্জীবনী।

আমরা “ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী” নামক একখানি গানের বই সমালোচনার জন্ত পাইয়াছি। এই পুস্তকে ভাল ভাল যাত্রাগান, ব্রহ্ম সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, বাউলের গান এবং বৈষ্ণবী ও কালীবিষয়ক অনেক ভাল ভাল গান আছে। বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে আমরা এই চমৎকার পুস্তকখানির জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। এই পুস্তকে প্রায় এক হাজার গান আছে, অথচ পুস্তকের মূল্য দেড় টাকা মাত্র। আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে ঐহাদিগের একটু অধিক বয়স হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই এই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করেন, এই আমাদের অনুরোধ। ছোট ছেলে মেয়েরা, ঐহারা গানগুলি পড়িয়া তাহার ভাব বুঝিতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে আমরা এ অনুরোধ করি না।—সখা।

“ভারতীয় সঙ্গীত যুক্তাবলী” জীবনকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত, মূল্য ১৮০ টাকা। নানা বিষয়ক সঙ্গীতে পুস্তকখানির ৫৪৬ পৃষ্ঠা পূর্ণ। আমরা এই পুস্তকখানি পাইয়া বিশেষরূপ উপকৃত হইয়াছি। আমাদের দেশে যত ভাল ভাল সঙ্গীত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। নবকান্ত বাবু পুস্তকখানিকে সর্বোৎকৃষ্ট সন্মান করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। সূচীপত্রে সঙ্গীত রচয়িতাদিগের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। একত্রে সকল শ্রেণীর পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত পাওয়া বড়ই আঙ্কাদের কথা। নবকান্ত বাবু সর্বসাধারণের অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ করিয়া কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। ব্যক্তিগত কুৎসাপূর্ণ ছুই একটি সঙ্গীত দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। এই উপাদেয় সঙ্গীত-পুস্তকখানি যে বহুল পরিমাণে বিক্রীত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ সঙ্গীতের আদর যে দেশে হয় না, সে দেশ আশান তুল্য।—নব্যভারত।

এই সংগ্রহে প্রাশংসা করিবার জিনিষ অনেক আছে। যে সকল ব্রহ্ম সঙ্গীত ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অতি সুন্দর—জ্ঞানগর্ভ, সরস এবং বিশুদ্ধভাব সম্বিত। বাউলের গানের সকলগুলি না হউক, অনেকগুলিই বেশ উপাদেয়।—দৈনিক।

এই সঙ্গীত-সংগ্রহ সার্ব পাঁচ শত পৃষ্ঠা পূর্ণ; সংগ্রহকার
পরিশ্রমের কৃটি করেন নাই। যাহারা পেশাদার গানবাবসারী
নহেন, তাঁহারা বোধ হয়, সকলেই স্বরচিত গান ছাড়া আর যত
গান জানেন, তাহার বার আনা গান এই সঙ্গীত মুক্তাবলীতে
দেখিতে পাইবেন। সংগ্রহকারের পক্ষে এটা অল্প প্রশংসার
কথা নহে।—সাধারণী।

আপনার দক্ষিণ “ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী” গ্রন্থ খানি
প্রাপ্ত হইয়া যদিচ পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করা অধিক
সময় সাপেক্ষ, তথাপি স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তোষ
লাভ করিয়াছি, যেহেতু বঙ্গীয় কবিগণকে ত্রিভুবী করাই আপ-
নার উদ্দেশ্য। আপনার এই মহত্বদেষ্ণু নিবন্ধন আপনাকে
অস্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। অবকাশক্রমে সমুদয়
পুস্তকখানি পাঠ করিবার অভিলাষ রহিল।—ঐগৌরীন্দ্রমোহন
ঠাকুর।

“ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী” নামক একখানি পুস্তক
সকৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই আনন্দলাভ
করিয়াছি। যতদূর পড়িয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি
যে পুস্তক খানিতে যেরূপ বহুবিধ ভাবের ও বহুবিধ রসের বহুল
গীতি প্রথিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা অবশ্যই সর্ব প্রকার সম্প্র-
দায়ের ঐতিকর ও সুকচিবোধক হইবে; কলতঃ, পুস্তকখানি
উত্তম হইয়াছে, সার্বজনিক সুখকর ও প্রমোদপ্রদ হইয়াছে,

এবং সুযোগ্য সংগ্রহকারকের শ্রম সকল হইয়াছে।—শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার, চুঁচুড়া।

* * * এই নূতন সঙ্গীত পুস্তকখানির বড়ই আদর করিতেছি। এতগুলি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত যে পুস্তকে সম্মিলিত হইয়াছে, তাহা যে বাঙ্গালী সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট অতিশয় উপাদেয় গ্রন্থ হইবে, তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।—সোমপ্রকাশ।

ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী—সঙ্গীত মুক্তাবলীর স্থায় বিস্তৃত সঙ্গীত-সংগ্রহ পূর্বে আমরা দেখি নাই। রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মবিষয়ক ও অস্বাস্থ্য প্রকারের প্রায় ২০০ গান সঙ্গীত মুক্তাবলীতে সম্মিলিত হইয়াছে। ৬ দেওয়ান মহাশয়, রসিকচন্দ্র রায়, প্যারিমোহন কবিরত্ন, রমাপতি রায়, মহারাজ মহাতাপট্টাদ, মোহনচাঁদ, রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁ, বাবু গণাধর চট্টোপাধ্যায়, রূপচাঁদ পক্ষী, প্রভৃতির কিছু কিছু গীত সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হইত বটে, কিন্তু এ অসম্পূর্ণটুকু সঙ্গেও মুক্তাবলী সকল সম্প্রদায়ের কাছেই শোভা পাইবে, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। ৬ রামনিধি গুপ্ত মহাশয়ের টপ্পা ও টপ্পা-অঙ্গের অস্বাস্থ্য গীতগুলি নবকান্ত বাবু বোধ হয় ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা হুঃখিত নহি, কারণ ঈদৃশ সঙ্গীত থাকিলে সঙ্গীত মুক্তাবলী তরলমতি বালক বালিকাদিগের হস্তে বড় ভয়ে ভয়ে দিতে হইত, এখন

আশা ও উৎসাহ সূচক, ভজন ও বন্দনা, ব্রহ্মোৎসব সঙ্গীত, অহুষ্ঠান সঙ্গীত (জন্ম, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, গৃহপ্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা, ধর্মদীক্ষা, বর্ষশেষ ও নববর্ষ সঙ্গীত), পিতৃ মাতৃ স্নেহ-সম্বন্ধীয় গীত, হিন্দী, মহাবাঙ্গীয়, গুজরাটী, উড়িয়া ও সংস্কৃত ভাষায় ব্রহ্মসঙ্গীত; নানক, কবীর ও তুলসীদাসের গীত, ব্রহ্মসঙ্গীর্ভন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়। শ্রীমাদবিষয়ক সঙ্গীত—কবিরঞ্জন-রামপ্রসাদ সেন, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, দেওয়ান রামচন্দ্রলাল মুন্সী, আশুতোষ দেব (ছাত্তু বাবু), কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, দাসরথী রায়, ভুবনচন্দ্র রায়, নাটোব ও নদীয়ার রাজাদিগেব, রাজ-মোহন আশ্বলী এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মালিনী গীত।

৭ম অধ্যায়। বাউল সঙ্গীত—কাজাল ও ফিকিরচাঁদ ককিরেব গীত, দীন বাউলেব গীত, অক্ষয়কুমার গুপ্ত, যক্ষনাথ মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, প্যারীমোহন কবিরত্ন প্রভৃতির গীত।

৮ম অধ্যায়। হরিনাম সঙ্গীত ও সঙ্গীর্ভন—প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বচিত হরিনামের মাহাত্ম্য বিষয়ক গীত।

৯ম অধ্যায়। খ্রীষ্টীয়ান ধর্মসঙ্গীত—খৃষ্টের জন্ম, মৃত্যু, বিশ্রাম বার, পবিত্রতা ইত্যাদি বিষয়ে।

১০ম অধ্যায়। বিবিধ ধর্ম-সঙ্গীত—পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী), কৃষ্ণকান্ত পাঠক, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়, কালিলদাস ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, ৮ প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর), মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন, ভানসেন, হরিনাথ মজুমদার, গৌরমোহন রায়, বিশ্বনাথ দে,

নীলকণ্ঠ অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, নীলাশ্বর মুখোপাধ্যায়, মীরাবাই, লোকনাথ দাস, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তুকারাম, তুলসীদাস, সুরদাস, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, পাগলা কানাই, লালন ককীর, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, চন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতির গীত।

১১শ অধ্যায়। বিবিধ সঙ্গীত—কল্যাণায়, বিবাহের পণ, পয়সার মাহাত্ম্য, জুবিলী গীত, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ও তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে, কৃষ্ণদাস পাল, দ্বারকানাথ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির মৃত্যু বিষয়ে, মহারণী স্বর্ণময়ী, গঙ্গা-সাগরে সন্তান ভাসান, সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস, গোলাপ ফুল, হিমালয়, ময়ূর ও পাহাড়ের প্রতি, অন্নপূর্ণার প্রতি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, গ্যাসের আলো, কলের জল, ওকালতী, নীলকর অত্যাচার, মাইকেল দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু বিষয়ে, ডাক্তার হানিমান সম্বন্ধে, কেশব বাবু, রামকৃষ্ণ পরমহংস, রামপাল সম্বন্ধে, ভিক্টোরিয়ার প্রতি, জলযুদ্ধে প্রিন্স নেপোলিয়ানের উক্তি, সত্ৰাট নেপোলিয়ান সিডান যুদ্ধে। কোকিল, শৈশবকাল, শিশুহাসি, নিদ্রার প্রতি, লাহোর সালিমার উদ্যান, বৃন্দাবন, জয়পুর ঘাট, হস্তিনাপুর ইত্যাদি দর্শনে, আর্থ্য সন্তানগণের প্রতি।



সঙ্গীত সংখ্যা ।

১। জাতীয় সঙ্গীত.....	৭৪	(National songs)
২। সামাজিক সঙ্গীত.....	৫৩	(Social songs)
৩। পৌরাণিক সঙ্গীত.....	১৯৩	(Mythological)
৪। ঐতিহাসিক সঙ্গীত.....	৩০১	(Historical)
৫। ব্রহ্মসঙ্গীত..	৩২৩	} Religious songs
৬। শ্রামাবিষয়ক সঙ্গীত...	২৫৬	
৭। বাউলে সঙ্গীত.....	১০৫	
৮। হরিনাম সঙ্গীত ও সঙ্কীৰ্ত্তন.....	৬২	
৯। খৃষ্টীয়ান ধর্ম সঙ্গীত.....	১১	
১০। বিবিধ ধর্ম সঙ্গীত.....	১২৯	Religious songs (Miscellaneous)
১১। বিবিধ সঙ্গীত.....	৭৩	Miscellaneous songs

মোট গীত সংখ্যা ১৫৮০

পুস্তকের সংক্ষেপ বিষয় ।

১ম অধ্যায়। জাতীয় সঙ্গীত।—উদ্দীপনা ও শোচনা-
সূচক। বিবিধ, মুদ্রশাসন-আইন, জম্মাভূমি, বঙ্গভাষা, দিল্লী-
দরবার, নবাবদের প্রতি, ভিক্টোরিয়ার প্রতি, জাতীয় মহাসমিতি
সম্বন্ধে—ইত্যাদি।

২য় অধ্যায়। সামাজিক সঙ্গীত—নারীজাতির হীনাবস্থা, অবরোধ প্রথা, নরনারী সম্মিলন, বালাবিবাহ ও বৈধব্যা, কোলিত্ত, বহুবিবাহ ও কল্হাপণ, জাতিভেদ, দারিদ্র্য, সুরাপান, দেশাচার বিষয়ক গীত।

৩য় অধ্যায়। পৌরাণিক সঙ্গীত।—দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, আগমনী, শুভ-নিশুভ যুদ্ধ, ঋব প্রক্লাদ চরিত্র, হরিশ্চন্দ্র ও নলোপাখ্যান, সাবিত্রী ও শকুন্তলোপাখ্যান, ক্রীমন্ত সংবাদ, অজবুভাস্ত, গোষ্ঠলীলা, অকুর সংবাদ।

৪র্থ অধ্যায়। ঐতিহাসিক সঙ্গীত।—বাল্মীকি ও বুদ্ধদেবের প্রতি, রামের রাজ্যাভিষেক, বনবাস, লঙ্কাসমর, সীতার বনবাস, অভিমহু্য বধ, তরঙ্গীসেন বধ, মেঘনাদ বধ, সীতাহরণ, নিমাই-সন্তাস (চৈতন্যলীলা), দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ, শূন্তদ্রাহরণ, বিজয়-বসন্ত, ভীমসিংহের প্রতি আলাউদ্দৌলার উক্তি, সিরাজদ্দৌলার উক্তি, লক্ষণ সেনের প্রতি পদ্মিনীর উক্তি, রাজা রামমোহন রায় সহস্র, তাজমহল দর্শনে, কাণপুর হত্যাকাণ্ড, ১৮৫৭ সালে দিল্লী অধিকার, পাণ্ডবনির্কাসন, প্রতাপ সিংহ, বিশ্বমঙ্গল ইত্যাদি।

৫ম অধ্যায়। ব্রহ্ম সঙ্গীত।—প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের উপদেশ হৃচক গীত, উদ্বোধন বা বোধন সঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত, সন্ধ্যা ও রজনী সঙ্গীত, স্বভাব সঙ্গীত (ভরুর প্রতি, হিমালয় দর্শনে, পর্বত, সিদ্ধ, পক্ষী, চন্দ্র, সূর্য, নদী, পুষ্প ইত্যাদির প্রতি) সংসারের অনিত্যতা বিষয়ক, দৈবের মাছুভাবহৃচক, আরাধনা ও কৃতজ্ঞতা হৃচক, অহুতাপ ও প্রার্থনা প্রতিপাদক,

সে ভয় নাই। সঙ্গীত-পিপাসা মানুষ হৃদয় মাঝেই আছে।
এত দিন পিপাসা শাস্তির বিষ হইতেছিল, নবকান্ত বাবু সে
বিষ দূর করিয়া হিন্দু অহিন্দু সকলেরই ধন্তবাদের পাত্র
হইলেন। *—নববিভাকর।

এই সমুদয় সমালোচনা ব্যতীত “মুর্শিদাবাদ পত্রিকাতে”
এই পুস্তকের অতি সুদীর্ঘ এবং উৎকৃষ্ট সমালোচনা বাহির
হইয়াছিল। স্থানান্তরে দেওয়া গেল না।

নড়াল হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—

“আপনি বঙ্গদেশের বিশেষ একটা অভাব পূরণ করিয়া দেশের
কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভবিষ্যতে আপনার নিকট এ
দেশ ধর্মী থাকিল। ভাবীকালে ইহা ধনিগুরুত্ব মণিষ্য জ্ঞান
প্রতীত হইবে।”

পূর্ণচন্দ্র বসু,
উকীল, নড়াল।

সুবিধায় “ইণ্ডিয়ান মিরর” পত্রিকা-সম্পাদক এই পুস্তকেও
বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। স্থানান্তরে সমালোচনা দেওয়া
গেল না।

* এই সমালোচনাতে উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের অনেক সঙ্গীত পুস্তকে দেওয়া
হইয়াছে।—সংগ্রহকার।

সূচীপত্র ।

পুস্তকের সংক্ষেপ সূচী ।

—•—

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
১ম অধ্যায়—জাতীয় সঙ্গীত ...	১—৬৯
২য় অধ্যায়—সামাজিক সঙ্গীত ...	৭০—১০৮
৩য় অধ্যায়—পৌরাণিক সঙ্গীত ...	১০৯—২০৫
৪র্থ অধ্যায়—ঐতিহাসিক সঙ্গীত ...	২০৬—৩৫৪
৫ম অধ্যায়—ব্রহ্মসঙ্গীত ...	৩৫৫—৫২৭
৬ষ্ঠ অধ্যায়—শ্রামাবিষয়ক সঙ্গীত ...	৫২৮—৬৫২
৭ম অধ্যায়—বাউলে সঙ্গীত ...	৬৫৩—৭২০
৮ম অধ্যায়—হরিনাম সঙ্গীত ও সঙ্কীৰ্ত্তন ...	৭২১—৭৫১
৯ম অধ্যায়—খগীয়ান ধর্ম সঙ্গীত ...	৭৫২—৭৫৭
১০ম অধ্যায়—বিবিধ ধর্ম সঙ্গীত ...	৭৫৮—৮৩৩
১১শ অধ্যায়—বিবিধ সঙ্গীত ...	৮৩৪—৮৮২
প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতাগণের সংক্ষেপ পরিচয়	৮৮৩—৯১৭

—

গীতের সূচী ।

(অক্ষরানুসারে)

(অ)

অখিল তারণ বলে	৪৭৮
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি	৪২৬
অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব	৩৬০
অজ্ঞান ভাবেতে দিন	৬১০
অতি হরারাম্য তা ।	৪৮৩
অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী	৮৩৫
অতুল জ্যোতির জ্যোতি	৩৮০
অধরে ফুটেছে হাসি	৪৩৫
অনন্ত কালসাগরে	৪৫২
অনন্ত ষাতনা ভূগিতে হবে না	১৫৫
অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া	৮৫৪
অস্তিমের সে দিনের	৭১৩
অন্নদার দ্বারে আজি	৬৪৫
অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী	৬৩৪
অন্ধ জনে দেহ আলো	৫১৮
অনাধিনী দীন ছাধিনী	৭৮১
অনিত্য বিষয়ে কর	৫০৬
অপরোধিনী আমি বাট	৩১২

অপার হরিনামের মহিমা	৩৩৮
অবধান কর মহামুনি	২৪৪
অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি	৬৩৪
অভয়ার অভয় পদ	৬০৯
অমৃতধনে কে জানেনরে	৩৬১
অমৃতনাম হরি গাও মেরে রসনা	৪৭৩
অগ্নি বিষাদিনী বীণা	৩৪
অগ্নি স্মরণী উষে	৩৭৫
অযোধ্যানগরে	২০৮
অলসে থেক না আর	৪২৩
অসার প্রেমতে ভুলে কেন	৮০৬
অহঙ্কারে মত্ত সদা	৩৬১
অক্ষয় অক্ষয় কীর্তি	৮৪৫
অক্ষয় আনন্দ ধামে	৫১৬
আই আই পালাই	১২৩
আগুন আছে ছেয়ের ভিতরে	৭০০
আগে চল আগে চল ভাই	৬৭
আগো মুক্তিপ্রদা মুক্তকেশী	৫৭৬
আচ্ছা এক রঙ্গভূমি	৬৬০
আছে অস্ত্রে অশোক বনে	২২৫
(আছে) তোার বিলক্ষণ বীরত্ব	৩১০
আজ একা কেন এলি নন্দী	১১৯
আজ কেন চারিদিক হেরি মধুময়	৪২৭

আজকের মতন রেখে যা বলাই	১৯৩
আজ গোষ্ঠে যেওনা গোপাল	২০৫
আজব ছনিয়ার একি	৬৯২
আজ তোদের চরিনাম দিবরে	৭৫১
আজ মনে আনন্দ অপার	৪৪৫
আজ মনের সাধে	৪৩৮
আজ শুভ নিশি পোছাইল	১২৭
আজ হ'তে তোমার হাতে	৪১৭
আজি এ আনন্দ দিনে	৭১
আজি এত বিলম্ব কেনে	২৫০
আজি এ শুভদিনে	৪৪৪
আজি এ সম্ভান হুটী	৪৪৩
আজি কি কারণে ভারতগগনে	৮৪০
আজি কিসের এ দিন	৫৮
আজি কি সুদিন মম	১৪৯
আজি কেন পূর্ণশশী	৩৭৯
আজি গো সজনী তোমায়	৩৩২
আজি পাণ্ডব যশো-রব	২৬১
আজি শুভদিনে মরি কি আনন্দ হইল	৭৫
আজি শুভদিনে, পিতার ভবনে	৪২৭
আদর করে হৃদে রাখ	৫৯১
আঁধার ভারতে আলো	৫৯
আনন্দ বদনে বল	৪৮৫

আনন্দ মনে বিমল হৃদয়ে	৩৭০
আনন্দময়ী হয়ে গো	৬১৮
আপনারে আপনি দেখ	৫২৪
আভা যার নিরখিয়ে	৮৬৭
আমরা রাখাল বালক	৩৫০
আমরি সুন্দরী ভুবনমোহিনী	৬২৭
আমায় আব মের না বে	২৫৩
আমায় ছুঁওনা রে শমন	৫৩৭
আমায় ছেড়ে দেও ছেড়ে দেও	৭৪২
আমায় দেও না তবীলদাবী	৫২৮
আমায় বাঁদিস্নেহে মা নন্দবাণী	৭২৪
আমার আপন খবর	৮২৬
আমার উমা যাব কৈলাসে	১৪৪
আমার উমা সামাগ্র মেঘে নয়	১২৬
আমার এই বাঁদনা	৪১৩
আমার এমন দিন কি হবে	৮১৫
আমার এ সাধেব বীণে	৭৬১
আমার ঐ ভয় মনে	১৪১
আমার কি হ'ল কি হ'ল	১৬১
আমার কি ফলের অভাব	২২৬
আমাব হুংখ পাশবা নয়নতারা	১৩৭
আমার নিকটে মরণ	২২৪
আমার প্রাণের সীতে	২২৩

আমার বংশীবদন শ্রাম	২০২
আমার মন ভুললে যে	৩৮৫
আমার মন ভুলিল	১৮৮
আমার মন মজিল	৬০১
আমার মন যদি পার হবি	৭৪১
আমাব মন বেন আজ করেরে কেমন	৭৩৫
আমার রসনার বাসনা	৫৬২
আমারে পাগল ক'রে যে জন পালায়	৫১৩
আমি আছি গো তারিণী ঋণী তব পায়	৫৪৮
আমি আর কিছু ধন চাই না	৭২৩
আমি একদিন না দেখলাম তারে...	৮২৬
আমি কি করিব আর	৬০০
আমি কি দুখেবে ডরাই	৫৪১
আমি কি ভুলিতে পারি	১৮৩
আমি কেমন ক'রে	৩৩৩
আমি নই তোর ওকপ ছেলে	৬০২
আমি প্রেমের ভিখারী	২৭০
আমি মুক্তি চাইনে হরি	৭৪৩
আমি সহজে মিলিত হই পাপীব সনে	৮০১
আমি সুধু রইলু বাকী	৮০৫
আমি হই আমি করি	৫০৮
আমি হে তব রূপার ভিখারী	৪০৮
আমি সাধে কাদি	৮৪৭

আয় আয় আয় গুটি গুটি চলি	৩৩৪
আয় আয় ভাই আয়রে	৬৬
আয় আয় সবে ভাই	৬১
আয় আয় ভাই আয়রে সবে	৬৭
আয়রে আয়রে ভারতবাসী	৬০
আয় রে আয় কানাই বলাই	২০৪
আয় দেখি মন চুরি করি	৬৩২
আয় দেখি রে শমন	৫৭৭
আয় বসন্ত আয়	৩০৪
আয় মন বেড়াতে যাবি	৫৩২
আয় মা উমা আয়	১৩৫
আয় মা সাধন সমরে	৫৮০
আয় রে বেতাল সাজ তাল	১২৩
আয় রে আয় জগন্নাথ মাধাই	৭২৮
আয় রে একবার জেনে আয়	৪৮৮
আয় রে ভাই সবে	৪৩৯
আয় রে শিশু আয় রে কোলে	৪৩২
আয় লো আমরা কুলীন বাড়ীর বিয়ে	৮৯
আয় লো সজনি ত্যজি স্থখ নিকেতন	৩৩৫
আয় লো স্থিতি আয়	১৭
আয় সারি সারি	৩১৭
আয় করিম	৪৭০
আয় অভিমান করিস্নে মা	১১৫

আর আমার কাজ কি বিষয়ে	৮৪
আর কতকাল ভুগবো কালী	৬২৬
আর কতদিন রবে মা গো	৭৭৮
আর কত যন্ত্রণা	৫৬৫
আর কাজ কি আমাব কালী	৫৩১
আর কারে ডাকি গো মা	৫১৩
আর কি এবার ভাবনা রে আছে	৬৭২
আর কিছু নাই শ্রামা	৫৯০
আর কি তারা	৫৭৬
আর কি তেমন ক'রে দাসের গলা ধরে	৮৬৮
আর কি ফল	২২৭
আর কেঁদ না প্রাণ উমা	১৮০
আর ঘুমাও না মন	৩৫১
আর নাই মোচন	২২৯
আর বল্ব কি যেমন	৪৮১
আরে ও ব্রজের বালক	৭৪৯
আরে তোর দিল্কা ভিতর	৮০২
আশীর্বাদ কর বিভূ	৪২৮
আসি ভারত ভূমে	৩০
আসিয়ে মাদক দানব	৯৮
আহা আয় বে বাছা আয় রে কোঁলে	২০১
আহা কি অপকৃপ হেরি নয়নে	৪৩০
আহা কি সুন্দর শোভা	৪৩৩

আহা) গেল রে ভারত রসাতলে	...	১০৫
মাছা মরি এ কি হেরি	...	১৬৯
মাছা রে এ কি হ'ল রে	...	২৩৮
(ই)		
চ্ছা আছে মা মনে	...	৫৯৮
য়ে জগদরশন	...	৪৭০
(উ)		
ঠ ঠ ঠ ঠ সবে	...	৬
ঠ ঠ ঠ ঠ প্রাণনাথ	...	১৫৯
ঠ ঠ ঠ ঠ প্রাণপতি	...	১৬৪
ঠ ঠ ঠ ঠ বীরবর	...	৩২৮
ঠ ঠ ঠ ঠ মহারাজ	...	২১৯
ঠ রে প্রাণাধিক	...	২৮৭
ঠ সবে ধামুকা	...	৮৭৩
পায় কি করিব এখন	...	৩৪৫
মা আমার কেমন ছিলে হবেরি ঘরে	...	১৩৬
মা এলি কি গো মা কৈলাস-চন্দ্রমা	...	১৩৩
মা যাও কি মা	...	৩৪৮
রগো বানি বীণাপাণি	...	৫৬
(এ)		
ই কি মা তোর অঙ্গপূর্ণা নামের মতিমা	...	৭৫৯
ই কি সেট আৰ্য্যস্থান আৰ্য্যসন্তান	...	৮৮১
এই কি সে স্থান সেন-রাজধানী	...	৮৫২

এই ছিল কি মোর কপালের লিখন	...	২১৫
এই ত সে মধুর অণয়	...	৪৪১
এই দশা হ'ল ভাই নন্দী	...	১১৯
এই দেহ রেল রোডের কল	...	৬৬২
এই দেহের এত অহঙ্কার	...	৩৯৪
এই ধরাতেলে	...	২৬৭
এই বলি চরণে তোমার	...	৬১৩
এই বিশ্ব মাঝে যেখানে যা সাজে	...	৩৮২
এই বেলা তারিণী	...	৬৪৪
এই বেলা মন নেয়ে	...	৬২৫
এই যে ছিল কোথায় গেল	...	৩২৯
এই লয় মনে বাছা রাম ধনে	...	২১১
এই সংসার ধোকার টাটি	...	৬৩৬
এই সংসার স্নেহের কুটি	...	৬৩৬
এই সময় তারিণী তোমার	...	৬৫২
এই হরিনাম খাসা অমুরি	...	৭১০
এই হ'ল এই হবে	...	৫০৪
এক অথগু অনন্ত	...	৪৭৬
একটি সম্ভান পিতা	...	৪৫০
একদিন যদি হবে অবশ্য মইল	...	৩৯২
একদিন হায় এমন হবে	...	৩৯৬
একবার উঠ মা গৌরী	...	১৩৬
একবার উঠে আয় বসন্ত	...	৩০৭

একবার জাগ মা কুল কুণ্ডলিনী	১৪৩
একবার এস হে	১৮১
(একবার) ডাক রে বীণে তারে	৭২৪
একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক	৬৪
একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে	৫০৫
একপুত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন	৮৬১
একাকী কাননে বসি	৫৩
একা কে কাকের ধ্বজরথ	৬২১
একাধারে রাখাক্ষক বিরাজে	৩৪৯
একি অপরূপ হেরিলাম কাননে	১৯১
এ কি অপরূপ হেরি	৩৮৭
একি বিচার শঙ্করী	৫৪৯
একি ভুল মন	৫০৮
একি ভুলে রয়েছ মন	৫০৯
একি শুনি মধুর নাম	৩১০
একি হ'লরে আমার বামকে	২০৯
একি হ'ল মম দেহর লক্ষণ	৩৩৭
এখন আমার যোগী সাজায়ে	২১১
এখন কেন গোপাল আমার গৃহে না এলো	১৯৪
এখনো কি ব্রহ্মময়ী	৬১৭
এ গৃহ উদ্যানে নাথ	৪৩১
এ ঘোর ভবসাগরের জলে	৬৬৯
এ জীবনের নাইরে আশা	৭৬৪

এত কে পারে ভালবাসিতে	৮৩২
এত দয়া পিতা তোমার	৪০৪
এতদিন কার বেগারে ছিলাম	৬৫৭
এতদিনে গোহাইল	৪২২
এতদিনে বুঝি বোন	৭৬
এত ভালবাস থেকে আড়ালে	৭৭৭
এতক্ষণে বুঝি এলি রে	২২০
এতেক দিনের পরে	৩৩১
এ দিন তো রবে না	৫০১
এদেশের দুঃখে কার	৯
এ দুর্গতি গতাগতি	৫১০
এ নারীকে নারি চিনিতে	৬২০
এবার কালী তোমায় খাব	৫৮০
এবার জানবো তারা	৫৭২
এবার বাজি ভোর হ'ল	৫৩৫
এবার রাবণ রাজা খেলছে	৩২৪
(এবার) হরি প্রেমানলে	৪৯৬
এ বিপদে কোথা বিশ্ব বিপদ নাশন	৩২৩
এ ভাবে নবাব তব কত দিন যাবে বল	৮৭১
এমন আশ্রয় বিষয়	৮৩০
এমন কি হে দিন যাবে চিরকাল	৪১০
এমন দিন না রবে	৩৯৬
এমন দিন কি হবে তারা	৫৭৯

এমন দিন মোর	৫৭৫
এমন সুন্দর ক'রে	৪৩৭
এমন সুন্দর হরি নাম	৭৫০
এমন সুধার হরি নাম	৩৫৪
এ মা ভবানী	৫৬৩
এ মেয়ে সমরে এলো	৬৫০
এ যে বিষম নদী দেখে	৬৭৭
এল কৃষ্ণ এল ওই	৩৫৩
এলো তোর খ্যাপা দিগম্বর	২০৩
এলো প্রেম রসের কাঁসারি	৭০৩
এস এস এস আজি	৪৫০
এস এস চিরবন্ধু	৮৬৫
এস কোলে করি উমা	১৪৩
এস গো বস গো সীতে	২৮৫
এস দয়াল দীনবন্ধু	৪৮০
এস না শমন আর	৩২৮
এস মা, এস মা	১৩৮
এস শান্তিময়ী দেবী	৮৬৬
এস হে ভারতবাসী	৫৫
এ সুখ সন্ধ্যায় আজি	১৮
এসেছে এক নূতন মাতাল	৭০১
এসেছে এসেছে কানাই	২০৪
এসেছে ব্রহ্মনামের তরঙ্গী	৫১১

এসে সংসার প্রবাসে	৬৬৬
এহি মনোরথ মেরা	৪৭২

(ঐ)

ঐ দেখরে ছুকে আমার বসন ভেসে যায়	১৭২
ঐ বে দেখা যায় আনন্দধাম	৮২০

(ও)

ওই কে অমরবালা	৭৮৬
ও কি শোভা রে	২৯৭
ও গান গাস্‌নে গাস্‌নে	৬৪
ও গো উমা আয় গো মা	১৮৭
ও গো এস মা রামপ্রিয়ে	...	!	২৪৫
ও গো জয়া বল জয়া	১৭৭
ও গো ত্রিনয়না	৫৬৮
ও গো নিদ্রা দেবি	১২৯
ও গো শিবে	৬৪৯
ও গো সখি তোরা কি তাই পারবি	৭০২
ও তাই ভাবি রে মনে	৩৪৪
ও দিন গেল দয়াল বল না	৪৭৭
ও বাছা বলরাম রে	১৭২
ও ভাই মজো না সুরাপানে	৯১
ও মন ময়রা তুই বল্‌না	৭১৯
ও মা কৃপণতা করো না	৬০২

ও মা জানকি ওন আমার বচন	২৩৫
ও মা জানকি বল মা একি	২৪৫
ও মা পরমেশ্বরী	৫৭৬
ও মা বর্গে বর্গে তব নাম	৬০২
ও মা ভিক্টোরিয়া বল্ব কিছু ছুথের সমাচার	৮৫৯
ও মা সতী কুমতি ঘুচাও	৮০৩
ও মা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী	৪৫৭
ও মা স্নেহেরি আধার	৪৫৬
ও মা হর গো তারা	৫৩৫
ও মা হরি হরি বল না	২০১
ও যার হবার হয়	৬৬২
ও রামশশী হবি কাননবাসী	২১৫
(ওরে) অবিলম্বে কর্ তোরা	২৮৪
(ওরে) এতদিনের পর লক্ষণ হারালেম	২৮৬
ওরে কিশুনাগি লব-কুশ	২৫৫
ওরে কুসন্তান	২৮৭
ওরে জীবন ধন	২১৯
ওরে দয়াল নামে ভাস সুখে মন আমার	৩৬৫
ওরে নিদারুণ বিধি	২৬১
ওরে বলরে আমার মন একবার হরিবল	৭৪৯
ওরে বাপ ধন, না জানি কখন	১৫৮
ওরে বৃন্দাবনের লোক	৭৬৪
ওরে তাই কিসের লেগে	৬২

ওরে ভাই সকল ফাঁকি	৬৯৩
ওরে ভাই হিমগিরি	৮৭৯
ওরে মন কি ব্যাপারে এলি	৫৩২
ওরে মন তোর কোম্পানীর কাঁগজে কেন মন	৭০৫
ওরে মন তোমার আজ বাদে	৭০৬
ওরে মন নীলবরনী	৬১৬
ওরে মন পাখী চাতুরী	৬৫৩
ওরে ময়ূর বল রে মোরে	৮৭৮
ওরে মৃগ আমায় বল	৮১৭
ওরে যাহ্নমণি	৮৭৭
ওরে যোগী চোর	২২৩
ওরে রাম কেমনে দি বিদায়	...	!	২০৯
ওরে লব কোথা লুকালি	৩৪৬
ওরে লক্ষণ একি হেরি	২৩৩
ওরে শুভ সেনাপতি	১৪৬
ওরে শোভায় অতুল গোলাপের ফুল	৮৭৭
ওরে সুরাপান করিনে	৫৩৬
ওরে সুবল রে এ ছুধিনী নয় কান্দালিনী	১৭৬
ওহে ঋষিকেশ এ জনমের শেষ	২২৯
ওহে কোথা পিতঃ ধনঞ্জয়	২৯০
ওহে দয়াময়, তুংহি বিশ্বময়	২৯৩
ওহে দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো	৫১৯
ওহে দীন দয়াময়	১০৬

ওহে দীননাথ কর আশীর্বাদ	৪২১
ওহে ধর্মরাজ বিচারপতি	৪২৫
ওহে নৃপতি মাবধ মাবধ	১৫৫
ওহে পথিক মন	৩৫৯
ওহে পক্ষীরাজ	২৮৫
ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে	১৪০
ওহে প্রাণপতি	২৮৮
ওহে প্রাণেশ্বর	২৯৫
ওহে প্রভু দয়াময়	৪৩৫
ওহে ভূপ বধ করেছে	২২১
ওহে মন্ত্রীবর অঙ্গ জর জর	১৪৪
ওহে মহারাজ আজ কি হেরি নয়নে	৫৬০
ওহে মহারাজ আর যুদ্ধ করা অকারণ	২৭৬
ওহে রমাপতে	২৯৪
ওহে সিন্ধু	৩৮৮

(ক)

কই উমা কই আমার কই উমা কৈ	১৩২
কই কৃষ্ণ এলো	৩৫২
কই সে ছুঁধিনী ধনী	১১৮
কণ্ড বিবরণ, কেনহে	৩২০
কণ্ড মা ছিলে কেমনে ভিখারী শিবের ঘরে	১৮০
কত আর নিদ্রা যাও	৪২৩
কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে	৩৯৩

কতই করুণা হতেছে বরষণ	৪০১
কত কাল পরে বল ভারতরে	৪৮
কত দয়া তব মানবে	৪০২
কত দিন আর ঘুমাইবে বল	১০০
কত দিন দহিবে	২৮
কত দিন বল ভারত রমণী	৭৫
কত দিনে হবে প্রেমের সঞ্চার	৮১৫
কত নেচেছিল ময়ূবী সনে	৩২৫
কত প্রিয়তম, কে বুঝিতে পারে	৫২
কত ভালবাস গো মা	৪৯৪
কত যে কর করুণা	৪৪৭
কপালে আমার বিধি	১৫৭
কপালে কি আমার ছিলরে	২৭৭
কপালে যা আছে কালী	৬৪৭
কবে এ হৃদয়নাথ	৭৫৭
কবে সহজে মা	৪৯৭
কবে সমাধি হবে	৬৪৭
কবে সে দিন হবে	৫৬৭
কমল নয়নদ্বয়	২৪২
কর গো দক্ষিণে কালী	৫২৭
কর তার নাম গান	৩৬৮
ক'র না হে আমার কেশ আকর্ষণ	৩০২
করালবদনী কালী	৬৫১

করি নতি উড়ুপতি	১৮৭
করিছ পরেব কারণ	৬৮১
করি প্রণিপাত	২৫৮
করিব করিব কুরুবংশের সংহার	২৯৪
করুণা করুণা কুরুমে করুণা	৬৪৫
ক'রে দেও হে নাথ সংসার ধর্মের সম্মিলন	৭৮৩
করো না করো না তার অপমান	১০
কলকর্ষময়ী গঙ্গে	২৬
কলিকালের আচার অতি চমৎকার	৭১৭
কলিকালে সবাই হলো নেশাখোর	৭১৮
কলিকালে হরি বিনে উপায় নাই	৭১৭
কলুষ বিনাশিনী! কালী	৫৬১
কাল্গালিনী ক'রে মোরে	১১৬
কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী	৭০৪
কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় তাই	৪১৪
কাঁদয়ে কাঁদরে আর্ধ্য	৩৯
কাঁদে গো পরাণ আজি	১৪০
কাণপুর হয়েছে যমপুর	২৮১
কাত্ত হে কাত্ত হও	৩০৮
কাহ্ন পরশমণি আমার	৭৪৬
কার চোকে দিচ্ছ ধূলি	৬৮২
কার পানে বা চাবে পিতঃ	৮৭
কার প্রাণ নাশন	২৯৬

কায় ভাবে গোরবেশে	২৬৯
কায় সাধ্য ও মা সীতে	৩২৯
কায় হিসাব লিখ্ছিহু বসে	৬৭৬
কালভয় বারিণী	৬৪৫
কালভয়ে কি ভয় আছে আমার	৭৭১
কালরাত্রি পোহাইল উদিত সুখ-তপন	৫
কাল হারা'লাম কালের বশে	৫৭১
কালী অকুল ঙ্গারে	৫৬১
কালী এরূপে আর গত হবে কত কাল	৬৪১
কালী এই কর	৫৬২
কালী কল্লভরু উদয় কর	৭৯৪
কালী কল্লভরু মূলে	...	!	৬৪১
কালী করুণাময়ী কখন বলিব না...	৬১১
কালী কালী বলে ডাক	৫৯৩
কালীকৃষ্ণ গড় ধোদা কোন নামে নাহি বঁধা	৭৯৮
কালী নালি ও ন লেংটা ফির	৫৪০
কালী নামে	৫৪২
কালী নাম অগ্নি লাগিল	৬১০
কালীর নামে গণ্ডী দিয়া	৫৩৭
কালীপদ পঙ্কজে	৬২৭
কালী বল মন আমার	৬২৬
কালী মুক্ত কর মা আমারে	৬২৫
কালী যে কেমন ধন কে জানে	৬২৪

কালী সব সূচালি লেঠা	...	৫৯২
কাহা মেরি বৃন্দাবন	...	৩৪৯
ক্যা শোট মেহ	...	৪৬৫
কি অপরূপ হেরিলাম গিরিরাজ	...	১৭৮
কি অমিয়ে আমায়	...	১৫২
কি আছে কি দিব গুরো আমার	...	৮৬৬
কি আনন্দ উদয় আজি	...	২০৮
কি আর জানাব নাথ	...	৪২০
কি আর তোমার কাছে	...	৪১৮
কি কর দরশন	...	৬১৯
কি কব মাধব-সুত	...	২৬২
কি কররে বিজয়চন্দ্র	...	৩০১
কি করে কর দয়া	...	৫৯৭
কি কালনিদ্রায়	...	২৩৩
কি জ্ঞে ভবরোগে	...	৫৬৮
কি জানি কি হলো আমার মনে	...	১২৫
কি দিব কেশব পরিচয় তব	...	১৪৭
কি দেখিলাম রে কেশব ভারতীর কুটীরে	...	২৭০
কি দেহজ্যোতি	...	২৬২
কি দোষ করেছি তোমার	...	২২০
কি পাপে পাঠালে বিধি করে বঙ্গনারী	...	৭২
কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে	...	৪৩১
কি ব'লে প্রার্থনা বল করি আর	...	৪১৩

কিবা অপরূপ মরি মরি	৬১৮
কিবা অপরূপ মরি হায় হায়	৬৩৮
কিবা জল কিবা স্থল	৭৮৮
কিবা নাচিছে, সিংহাসুরে	৬১৫
কি বাহার গ্যাসের আলো	৮৪২
কিবা মনোহর করি সাজায়েছে এই ধরা	৮৭১
কিবা শোভা মনোলোভা হেরিছু কাননে			৮২
কি বুঝিবে জীবে তব লীলার কৌশল	৩২০
কিবে চন্দ্র-মহিষীগণে	১১৯
কিবে রূপ জগৎমোহিনী	২২৮
কি ভাবে কিসের অভাবে	২৬৮
কি ভাবিলাম হায় রে	৩১৩
কি ভিক্ষা আজ দিবছে তোমারে	২২২
কি মজার ফুল ফুটেছে	৮২২
কি মধুর বেগুরব	৩৭৮
কি গুনালি ও ভাই ভারত রে	২১৩
কি গুনালে গিরিবর উমা কি ভবনে এলো	১৩৭
কিশোরীর প্রেম নিবি আগ	৩৫৩
কি শোভা মহিষমর্দিনী	৬০৫
কিস্ শোচ বিচার মে	৪৬০
কি স্বদেশে কি বিদেশে	৪০০
কি সাথে বিবাদ ঘটিল	২১৭
কি স্নেহে বিহঙ্গবর	৮৬৪

কি হবে উপায় তাই	৬১২
কি হবে কি হবে ভীম	২৫৬
কি হবে কি হবে ভবরাগী ভবে	৫৭৮
কি হবে গো তারা	৬১২
কি হলো মরি	৩৩৩
কি হলো কি হলো মরি	২৬৩
কি আনন্দ ভাব	২৩৭
কি আর জানা ক কেরে আমার	১১৪
কি আর তোম ত্রিলোচন	১৮৫
কি কর রে কেন কাদ গো বিরলে	৮৫
কুলান তনয়া হয়ে অকূলে ভাসিয়া যাই	৮২
কে আছি দেবী এসে	৬৬
কে আছে অবোধ আর আমারি মতন	২৪৭
কে আছে এমন মায়ের মতন	৪৫৪
কে আমার ডাকে বিদেশী সাধু	৩৭১
কে আলি আমার রতনমণি	১৭৭
কে ও কামিনী	৫৫২
কে ও গভেজ গামিনী	৬১৪
কে ও বিহরে হর জুপিপরে	৫৫৮
কে ও রমণী নীরদ বরণী	৬২৩
কে কাদিছা	৮২
কে গো কুমি চিত্ হয়ে	৬২৫
কে তোমার তারা	৫৫০

কে জানে মহিমা তোমার বিভূ	৮৭০
কে তায় সাজাবে জটাধারী	৩৪০
কে তুমি গাইছ ওই আখ্যান গান	...	১৯
কে তুমি বিজনে বসি	৩৭
কে তুমি শিররে বসে	৩৭৮
কে তুমি হে জটাধারী	৩২২
কৈদনারে অনাপিনী	৮২
কে দিল এমন জ্যোতি	৩২০
কেন্দে কহে নন্দী	১১২
কেরে বাধ রাঙ্গীব লোচন	২২৮
কেরে রণ মাঝে প্রাণ মন	৩১৫
কোর হরজীবির যুদ্ধে নয়ন জল	...	৮৪৫
কেন উইম্ ফেন্ বল অকারণ	৮৬৩
কেন উষে কেন আজ তুমি ভারত মাকার	...	৮৫০
কেন ওহে প্রাণনাথ	২১৮
কেন কি কারণ, হেরি প্রিয়ে মলিন বদন	...	১৬৪
কেন কেন রাম আজ	৩২১
কেন গঙ্গাবাসী হব	৫৩৬
কেন গো আনন্দে আজি	৬০
কেন গো ধরেছ নাম দয়াময়ী	৬৪৪
কেন চিত্ত চঞ্চল	৩২১
কেন জাগে না জাগে না	৫১৮
কেন তোমায় ভুলি দয়াময়	৪৪৭

কেন দাব খেলতে এলি বল	...	৬৭১
কেন প্রাণ দীন জনে হইলে নিদ্র	...	৮১১
কেন নখিলে হে বিবস বদনে	...	১৮৪
কেন বৃথা ভাব রাজা	...	২৭৫
কেন ভাগীরথী হাসিলে হাসিলে	...	৪০
কেন ভাবিলিনে ভাই	...	৫৫২
কেন ভোল ভোল চির অহুদে	...	৩৬২
কেন ভোল মনে কর তারে	...	৫০১
কেন মা বিবস বদনে	...	২৪৪
কেন মিরজাকর আশি	...	৮৫
কেন যোগী বেণে	...	৮৯
কেন রে আমরুণ্ডী মাঝে বল কলিঙ্গ	...	৬৬
কেন রে ধরে নেত্র ত্রক্ষপুল	...	৮৫০
কেন রে মলিন মুখ	...	১২০
কেন সজ্জন লর কারণে ভজন	...	৫০৭
কেন হে কান্ত	...	২২০
কেন হে বিলম্ব আর স'জ সন্তোর সংগ্রামে	...	৪২২
কে নাম দিল ত্রিংশ ধারিণী	...	১৩২
কেবা পারে মায়া বুকিতে	...	৮২১
কেনে তাতিব এখন গোকুল	...	১২৭
কেনে দি বিদায় তোরে	...	২৩৪
কেনে আমি রাধিবরে জানকীরে	...	২৩৭
কেনে পাপ অরাস্রোত প্রবেশিল	...	২৪

কেমনে হব পারি গো	৬০৮
কেমনে হবে পারি সংসার পারাবার	৩৫২
কে যেন কি ভাবে আসে জানি না	৮৩১
কে রচিবে মধুচক্র	৮০৯
কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি	৩৮০
কে রণ রত্নিনী	৫৬৪
করে বাম করে অসি ধরা	৬০৩
করে বামা নিবিড় নীরদ বরণী	৫২২
করে বামা বারিদবরণী	৬৪২
করে বামা হর হৃদি পরে মগনা	৫৮
করে রণ মাঝে	৫৮১
করে হরউরসি	৬১৬
করে হরিবোল ব'লে যায়	৭৩৩
কেশব কুরু কঙ্কণ	২৬৯
কে শিখা'লে বীণা যন্ত্রে রামায়ণ	২৫০
কে সমরে শবোপরে	১৪৬
কেহ কি আপনার আছে	৫২২
কৈলাস ভূধরোপরি	১২১
কৈ হে গিরি কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী	১২২
কোথা আছে দেখ এসে মহাভক্তি রামমোহন	২৭৮
কোথা আছে প্রভু	৪২৫
কোথা আছে হে কৃষ্ণ	১৪৮
কোথা এ সময় হরি	২৪২

কোথা গেল বাসমোহন	২৭৮
কোথা গেলি ওরে পুখু	২৬৪
কোথা গেলো প্রাণনাথ	৩২৭
কোথা গেলো প্রিয়সীর পাব আমি দরশন	১৬৪
কোথা গো দক্ষিণে কালী	৬০৪
কোথা গো ভারতী মাতা	৮৫৫
কোথা গো মা ভিক্টোরিয়া	৬৫
কোথা থেকে এলো বামা	১৪৫
কোথা দয়াময় বিপদ সময়	২৮২
কোথা দীনভাষী তোরা	৬৬৪
কোথা পঙ্কজমুখী	৩২৭
কোথা পেলো সুহাসি	৩২১
কোথা মা ধরিত্রে	২৫০
কোথার আছ নারায়ণ	৩৩৪
কোথার আছ হে দীতার প্রাণ	৩১১
কোথার আছ গো শঙ্করী	৮০২
কোথার আছ দীনবন্ধু	৪১৬
কোথার আছ পদ্মপলাশলোচন	১২২
কোথার আছ হৃদয়পাল ধরনী	৩২১
কোথার আলিঙ্গনে আশ্রয়	৭৮৫
কোথায় ওরে নাথ মন	৬০৩
কোথায়	৭২৭
কোথায়	৫৮৪

কোথায় চলে শ্রিয়ে	১৬০
কোথায় দরাময়	৪৮৬
কোথায় রহিলে দুঃখিনীর তনয়	২১২
কোথায় রহিলে শ্রিয় জননী আমার	৪৫৫
কোথায় রহিলে সব ভারত ভূষণ	৩৮
কোথায় চে কাঙ্গালের নিধি	৪১৫
কোথা যাও স্রোতস্বতী	৩৯০
কোথা যাব বসন্তরে	৩০৫
কোথা যাস্ অগ্নি	৩০৪
কোথা সে অযোধ্যাপুর	২৬
কোথায় সে জন জানে কোন জন...	৮১১
কোথা হে অনাথের জীবন	১৫৩
কোথা হে এ সময় রহিলে	২২৫
কোথা হে ককণাময়	২৯৮
কোন্ প্রাণে জানকী রতনে	২৩৭
কোন্ ফুলেব সৌরভ রে নিতাই	৭৩২
কোলে আয় মা তবদাবা	১৮১
কৃষ্ণ প্রেম থামা চলে	৭১২
কৃষ্ণ-প্রেমের মশারী	৭১০
(খ)			
খরশরাহত মৃগযুগ:	১৬৫
খাসমহলে গোল লেগেছে	৭২০
খেল না খেল না পাশা	৩৩২

খেও না খেও না ছুঁও না ছুঁও না মদ	...	২৭
খোঁজে তার কোন্ স্বরূপে মনের মাহুয় মিলে গেছে	...	৭১৬
(গ)		
গগনময় খাল রবিচন্দ্রদীপক বশে —	...	৪৬৪
গগনের খালে	...	৩৮২
গভীর অতলম্পর্শ	...	৪২৫
গভীর বিষাদে বসম প্রমাণে	...	১০৪
গাইতেছ কার যশ	...	৩৭৯
গাও তারে গাও সঙ্গ	...	৩৮১
গাও রে আনন্দে আজ	...	৩৭১
গাও রে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্মজয়...	...	৩৭৪
গাও রে জগত জন	...	১৬২
গাও রে জগপাণ্ডু জগবন্দন	...	৩৬২
গাও বে ভারত সঙ্গীত সবে প্রাণভরে	...	৪
গাও হে তাঁহার নাম রচিত যার বিশ্বধাম	...	৩৭০
গাঁটকাটা ছয় বেটা	...	৭১৬
গা তোল ওহে প্রাণেশ	...	২২৯
গা তোল গা তোল বাধ মা কুন্তল	...	১৩৫
গা তোল ধরণী সূতা	...	২৩৯
গ্রাস করে কাল-পরমায়ু প্রতিক্রমে	...	৫০৫
গ্রিগাছে কি সুখময় শৈশব আমার রে	...	৮৬৫
গিরি এবার আমার উমা এলে	...	১২৮
গিরি কি সুখাণ্ড হে সমাচার	...	১৩০

গিরি গৌরী আমার এসেছিল	১২৮
গিরিবর আর আমি পারিনে হে	১২৫
গিরিবর কার লাগি	৩৮৭
গিরিশ গৃহিণী	৫৬৬
গুরু দয়াল হইলে হবে কি	৭৬৩
গুরু ভজ্জলে মন	৭৮৫
গুরু যে ধন দিয়াছে তোরে	৬৫৪
গুরো কি শিখ'লে গো আজি আমার	২০২
গুরো সাধের স্বপন ভেঙ্গে দিলে	২০২
গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে	৫৪৩
গেল বিভাবরী	৩৭৭
গেল বিভাবরী ভুবনমোহিনী উষা অই	৫১৪
গোপ গিরিরে	৩৮৬
গোরা সন্ন্যাসী নবীন	২৭৩
গোর প্রেম উথলিয়ে যায় রে	৭৫০
গোর প্রেমের ভরে	৭৪৭
গোর পাব কি সাধনে	৬৫৯
গৃহধর্ম নিত্যকর্ম	৩৭৩
(ঘ)		
ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছ	৭০৫
ঘরের মাঝে অনেক আছে	৬৫৫
ঘরের মানুষ ঘরেই আছে	৬৬৫
ঘুমা'নে ঘুমা'নে আর	২৭৫
ঘোর সমর মাঝারে কে ওরে বামা	৮২৭

(৫)

চঞ্চল অতি ধাওল মতি	৪৮৬
চঞ্চকিরণ অঙ্গে	৩৫১
চরমে পরম পদ	৬৪৯
চর্যচক্ষে রামকে দেখে	৩৪২
চল চল প্রাণেশ্বর	২৬৫
চল চল ভাই গৌর প্রেম তীর্থধামে যাই	৭৩৭
চল তাঁরে সবে মিলে	৩৪০
চলতেছে আজব ঘড়ী	৬৯৪
চল বুটনের যত স্নতগণ	২৮২
চল ভবের হাটে	৫৬০
চল ভাই আর ঐদরি নাই	৬৭৩
চল মন সুদরবারে	৫৫৫
চল যাই কাজ নাই	৫৬২
চল যাই দেশ বিদেশে	৭৬১
চল সবে ভার লয়ে যাই	৩১৭
চল সবে মিলে বিভূপদে	৪২৯
চলিল বীরভদ্র বীর	১২০
চাকুভাষিণী স্নেহময়ী	৪৫৬
চা'ল দিয়ে মুড়কি খাওয়া নয়	৭৬৩
চিন্তা করে ধনের চিন্তা	৭১৮
চিন্তা কি চিন্তামণি রাম	২৫১
চিন্তা কি হে চিন্তামণি	২৯৮

চিগায়ী সোনাতনী	৬০৭
চিস্তামনি চরণাশুজ	৩২৫
চির তব অলুগামী হব	৭৫৬
চিরদিন কখন সমান না যায়	৩২৮
চেয়ে দেখ দীনবন্ধু ভারত রমণী পানে	৭৩
চেয়ে দেখ দেখ ওহে ভারত সন্তানগণ	৭৪
ছাড় ছাড় রাজ্য আশা	২৭৬
ছি ছি ধর্মরাজ	২৫৫
ছিল গো ভারত তব একই অধিকার	৫৪
ছিল ভাস্ক ধর্ম তমোময়	২৭৯
ছেড়ে গেল মেঘনাদ	২৯৯

(জ)

(জগৎ) দেখে চেয়ে	৩১৬
জগদম্বার কোটাল	৫৪৬
জন্ম হবে শেষকালে	৭১৫
জনক (জননী) বিরোগ-শোক	৪৪৯
জন সমাজে ভবে	৫৭১
জননী আমি আর আর গো	১১৫
জননী জন্মভূমি স্বর্গ ভূমি মহিতলে	৫৬
জননী জন্মের মতন যাই	২৫৮
জননী বলি গো	২৫৪
জননী বিদীর্ণা হও	২৫০
জননী সন্ধান করেন পাশন	৩৬২

অন্ন জীশা মুসা মহম্মদ	৮৫৭
অন্ন কলী অন্ন কালী	৬৩৯
অন্ন গন্ধে অন্ন অন্ন গন্ধে	৮১০
অন্ন জানকীরঞ্জন	৩২৬
অন্ন জ্যোতির্ময় অন্নদাশ্রয়	৪০২
অন্ন দেব অন্ন দেব	৪২৪
অন্ন নারায়ণ বিয় বিনাশন	৭২১
অন্ন নারায়ণ ব্রহ্ম পরায়ণ	৮১১
অন্ন নিত্যানন্দ গৌর	৩৪০
অন্ন প্রভু যিশু	৭৫৩
অন্ন ভবকারণ অগত জীবন	৩৭৫
অন্ন যিশু গুণনিধি	৮৫৬
অন্ন দচিনন্দন	২৭২
অন্নায়ু নিবাসী	২৫৯
অন্ন অন্ন চিতা বিগুণ বিগুণ	২৬৫
অগ্নি অগ্নি কুলকুণ্ডলিনী	৬১৪
অগ্নি মাতা জানকী	৭৬১
অগ্নিরে নিদ্রিত জীব	৭৫৮
অগ্নি দেখরে	৩৭৩
অগ্নি সকলে	৩৭৬
অন্নময় জ্যোতিকে যে জানে	৪১১
অন্নকী অন্ন কি তুমি	৩১২
অন্নকীরে অন্ন কিরে দশানন	২২১

ଆହୁବୀର ଡିରେ ହରି ବଳେ କେ	୧୫୬
ଜାନି ଆମି କେନ ଗେଲ ଭାରତେର ସିଂହାସନ	୨୬
ଜାନି କାର ରୂପସାଗରେ ଝାଁପ ଦିଅଁ...	୧୧୫
ଜାନି ଗୋ ଜାନି ଗୋ ତାରା	୧୫୧
ଜାନି ତୁମି ମଞ୍ଜୁଲମୟ	୧୧୬
ଜାନିତେଛ ହୃଦୟ ବାସନା	୫୨୦
ଜାନିତେ ସେ ଜନ ଚାହ ଯଦି ମନ	୮୧୫
ଜାନି ମା ତୋର ଦୟାମାୟା	୧୧୫
ଜାନି ହେ ଜାନି ହେ ହରି	୧୬୧
ଜୀବନ୍ତ ଝିଅର ଏହି ତୋ ବର୍ତ୍ତମାନ	୫୦୫
ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଜ୍ୱଳୁଛିରେ ଘରେ	୧୦୨
ଜୀବ କେନ ରେ ଅଟେଚନ୍ତା	୧୨୭
ଜୀବନେ କି ଅସୌଜନ	୨୨୬
ଜୀବ ମାନରେ ଜୀବନ ଗେଲ	୧୧୦
ଜୀବ ସାଜ ସମରେ	୧୧୦
ଜୀବେର ଥାକ୍ତେ ଚେତନ ହରିବଳ ମନ	୧୭୧
ଜୁଢ଼ାହିତେ ଚାହି କୋଥାୟ ଜୁଢ଼ାହି	୮୦୫
ଜେନେଛି ଜେନେଛି ତାରା ତୁମି ଜାନି ଭୋଜେର ବାଜି	୧୧୧
ଜେନେଛି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ	୭୨୫

(୫)

ଠକ ବାଚୁତେ ହୟ ଗ୍ରାମ ଉଜ୍ଜଡ଼	୧୧୨
ଠାକୁର ଡେଇଁ ଶରଣାହି ଆସା	୫୬୨

(ড)

ডাক রে মন বিগু বলে একবার	৭১৪
ডুব দে মন কালী বলে	৫২২
ডুবিল সোণার দেশ পাপের সাগরে	৭৭

(চ)

চাকো রে মুখ চন্দ্রমা	৩৩
--------------------------	-----	----

(ত)

তন্ মনু সে যো ঈশ্বর কো জানে	৭৮৭
তব চরণ জুখানি	৬০৬
তব স্তন সন্নিধানে	৪৪২
তবে এস প্রাণ প্রিয়ে	১৮৬
তবে বাই নাথু রেখ হে স্মরণ	১৭২
তরী লেগেছে ঘাটে	৭৫২
তরু বলরে বল	৩৮৩
তাকৈ মণি মন্দির	১১৮
তাই কালরূপ ভালবাসি	৫৮২
তাই তারা তোমার ডাকি	৬১২
তাই তোমারে ডাকি	৭৪৭
তাই প্রাণ প্রাণ ধন	১৫৮
তাই বলিহে রাবণ	৩১৬
তাই ভাবিগো মনে বিনা নিমন্ত্রণে	১১০
তব শিবের নরন ভুলেছে	৫৮৫
তব কি শমনে ভর মা যার শ্যামা	৬৪৬

তার গুণে পূর্ণ জগত	৪০৩
তার গো তারিণী	৬০৭
তার দীনে নিজগুণে	৭৬৮
তার হে দীনবন্ধু দয়াল	৪১৪
তারা আপন জোরে	৫৭৪
তারা এবার আমারে কর পার	৭৭০
তারা কোন অপরাধে	৫৯৬
তারা তুমি কতরূপ	৫৬৬
তারা তোমার আর কি	৫৪৩
তারিণী দিলে না দিলে না দিন	৫৮২
তারে দূর জানি ভ্রম	৫০২
তারে মার্লি কেন ওরে মাধাই	৭৪৮
তারো নাথ	৪৬৬
তালে তালে পা ফেলে	১৫৬
তাহার আরতি করে চন্দ্র তপন	৫৯২
তিনি পরমাআ পরম ধন	৪৭৭
তিলেক দাঁড়াও ওরে শমন	৫৩৮
তিলেক দাঁড়াও ঘাতুকগণ	১৫০
ত্রিলোচন হুঃখ বিমোচন	১৮৩
তীর্থে কি হইবে ফল	৫৭৮
তীর্থবাসী হওয়া মিছে	৬৫৬
তুই কি আলিরে রামবন	২১৯
তুই কি এলি মা গৌরী	১৩৮

তুর্ক সে হাম্‌নে দেল্‌কো লাগিয়া	৪৬৩
তু দয়াল দীন হৌ	৪৬৪
তুমি কার কে তোমার	৩২৩
তুমি গো রজনী	১৩২
তুমি জ্ঞান প্রাণ	৪০০
তুমি জ্যোতির জ্যোতি	৪০৭
তু মেরে প্রাণ আধার	৪৫৮
তুলি বাতি যুতি মালা	৩৪১
তুহি ভজ ভজরে মন	৭৬৮
তুহি মেরা প্রভু পূরণ ধন হারি	৪৬২
তোমরা সবাই ভাল (ওগো)	৮৫৫
তোমরা ছতাই পরম দয়াল	৬৫২
তোমাতে যখন মজে আমার মন	৪১৮
তোমার উপমা কেবল মা তুমি	৮২৮
তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম	৪২৮
তোমার মত কে আছে আর এ সংসারে	৫১৭
তোমারি অনন্ত মায়া	৫৫৭
তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন	৩৮১
তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ	৫১৫
তোমারি করুণায় নাথ	৪০৭
তোমারি জয় তোমারি জয়	৫২৪
তোমারি তরে মা সঁপিছু দেহ	৩৩
তোমারি নাথ	৪১৪

ତୋମାରେ ଯେ ଜନ କରେନ ଗ୍ରହଣ	୮୨
ତୋର ଛଃଥେ ମା ଆମି ଛଃଥୀ	୮୦୬
ତୋର ନାମ ରେଖେଛି ହରିବଳା	୧୧୧
ତୋର ମତ ମନ ବୋକା ଟାସୀ	୧୦୮
ତୋରା ଆସରେ ପୁରବାସୀଗଣ	୫୮୦
ତୋରା ଆସରେ ଭାହି	୫୨୦
ତୋରା କେଉଁ ଧର୍ତ୍ତେ କୁଳୋ	୧୨୫
ତୋରା କେ ନିବି ଲୁଟି ଲୁଟିନେ	୧୦୦
ତୋରା କେ ଯାବି ରେ	୫୧୮
ତୋରା ଦେଖି ଗୋ ସତୀ କଥା କହ ନା	୧୧୧
ତୋରା ବଳେ କରବି କି	୧୨୧
ତୋରା ଶୁନେ ଯା ଆମାର ମଧୁର ବଚନ	୫୮
ତୋରା ସବ ଫିରେ ଯା ଭାହି ତିହୁରେ	୧୫୧
ତୋରେ ଶ୍ରାଣ ଖୁଲେ ଡାକ-ନଈମ ଡାକେ	୮୦୧
ତୋରେ ସେତେ ଦିବ ନା ମା ଶକ୍ତରୀ	୧୧୧

(ଖ)

ଥାକ ଅଭିମ୍ନ ହୃଦରେ	୧୮୮
ଥାକ ଥାକ ଥାକ ନୟନ ଧାରୀ	୧୦୦
ଥେକ ନା ଥେକ ନା ଦୂରେ ନାଥ	୫୦୮

ଘ)

ନନ୍ଦଭାବେ କତ ରବେ	୧୦୬
ନୟା କର ଦେବ	୧୨୧
ନୟା କରୋ ଶ୍ରୀଭୁ	୫୧୮

দয়াময় কি মধুর নাম	৪৮৪
দয়াময় দীনবন্ধু	৪০৫
দয়াময় নাম বল রসনার অবিভ্রাম	৪২১
দয়াময় হৃদয় সাথী	৪৭৫
দয়াময়ী স্বর্ণময়ী বক্র মহিলে	৮৪৬
দয়ার সাগর পিতা	৩৬৪
দয়াল বল জুড়াক হিয়ায়ে	৪৮২
দরমা দে থাড়ে দবলারা	৪৬২
দরশন দাওহে কাতরে	৪০৮
দাও গো জননী	২৫৭
দাদা দিও না ধর্ম বিসর্জন	৩০৮
দারুণ বিধি	৩০৩
দিনগত কিন্তু নয় হে রাম	৩০০
দিন যায় দীনতায়	৫৫৫
দিন যায় মন	৫৫২
দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন	২৪
দ্বিজ হও ক্ষত্র হও	৮
দিব না গোষ্ঠে বিদায় মোর নীলামণি ধনে	২০৫
দিবা অবসান হল কি কর বসিয়ে মন	৩২৪
দিবা অবসান হলো এখন	১২৭
দিবা নিশি করিয়া বতন	৪১১
দিলাম বাধিয়ে কবরী	৩৩২
দিয়ে করতালি এস হরি বলি	৩৪০

পা	তারিখী	৪১৪
পা	সহকারী	৪১১
পা	সহকারী	৪২৬
পা	সহকারী	১৫২
পা	সহকারী	৪২
পা	সহকারী	২৭
পা	সহকারী	১৭
পা	সহকারী	৪৬
পা	সহকারী	২৬
পা	সহকারী	২৩
পা	সহকারী	৬৩১
পা	সহকারী	৪১
পা	সহকারী	৪৮০
পা	সহকারী	২৬৮
পা	সহকারী	২১৪
পা	সহকারী	৪৪০
পা	সহকারী	৫০২
পা	সহকারী	১৭৬
পা	সহকারী	২৫
পা	সহকারী	২২১
পা	সহকারী	৩৭২

প্ৰনাম না লেয়েৎ গোৱাৰা	৪৭২
প্ৰনাম না জানে ঠিকানা	৪৬৫
প্ৰনাম সীয়াৰ	৪৭১
প্ৰনাৱীৰ হৃদয়ে মা গো বিহৰিছ বৰাননে	৪২৬
প্ৰনাহি চাহি ৰাজ্য ধন জন	১৫২
প্ৰনাহি স্বৰ্ঘ্য নাহি জ্যোতি	৮০৫
প্ৰনিক্স এামে পৰ গৃহে	৫১১
নিতাই চৈতন্য নামে	৭৪০
নিতান্ত যাবে দিন	৫৪৩
নিত্য নিরঞ্জন নিখিল কাৰণ	৩৫৬
নিদয় বিধাতা কেন রে আমাৰে	৭২
নিৰ্জ্ঞান আশাৰ দীপ	৮০	৮০	২২
নিৰ্জ্ঞান গেরাবু খেলার	৬৩১
নিৰ্মল সলিলে বহিছ সদা	৪১
নিৰ্মল হইবে যদি	৪৮০
নিমাই কোন্ প্ৰাণে	২৬৮
নিয়ে জানকীৰে, আৰ কি ঘৰে কিৰে	২১৪
নিৰখি তোমাৰ পানে	৪৪০
নিৰূপম্ভৱ উপমা	৫০২
নিলম্বনি নীলমণি যে দিন	১৭৬
নিলে যদি বঙ্গবাসী আমাৰ আশ্ৰয়	২৫
নিশিতে দেখিছ সীতে স্বপন	২২১
নিশি গো কোথা বাও চলি	৩৭২

মিতার তারিণী তারা	৬৫১
নীলব ভারতে কেন ভারতীর বীণা	২২
নীলবে আসিছে সন্ধ্যা মলিনমুখী	৮৫০
নীলদর্পণে লং সাহেব	৮৫১
নীলমণি ধন দিব না আর গোষ্ঠেতে	১৭৫
নীলবরনী নবীন। রমণী	৫৫৭
নীলবরনী কে কামিনী	৫৭২
নীলবানরে সোণার বাসলা	৮৬৫
নেংটা মাথের এত আদর	৬৪৭
(এই সি) নেমক হারাম মুলুক বিগাড়া	৮৬২

(প)

পঞ্চ বদনেতে একবারে	১২৫
পণ করি পার্শ্ব	২৬০
পড়িয়ে ভব সাগরে	৫৬৬
পবিত্র প্রেমবন্ধনে	৪৩২
পর দুঃখ হেরি যার কাঁদে প্রাণ	৮৭৪
পর নিম্না পব পীড়া	৩৬০
পরমেশ্বর এক তুহি ভজরে	৪৫২
পরমেশ্বর দয়ার লেশে	৬২২
পরিচয় কি দিব হে তোমারে	২৮৫
পরিপূর্ণমানন্দ	৪৭৫
পরের কপার আর কি ভুলি	৫২১
পাঁচ মাতি সেই কথাটী বল না	৬৮২

পাগ্লা কানাই বলে গড়া রথ	৮২১
পাগুলী মেয়ে এলি মা গো	৭৮৭
পাপে মলিন মোরা	৪৭৭
পাপের যাতনা আর সহিতে না পারি	৪১২
প্যারে তুঁহি ব্রহ্মা তুঁহি বিষ্ণু	৭৬৯
পায়ে ধরে বলি তুমি	৬৬১
পার কর মা আমার শ্রামা	৫২৮
পালা অভিমত্যা	২৫৭
পাশ করা না বাঙ্গালীদের নাশ করা কেবল	৮৩৪
পাষণের ভার নয়রে গুরু	৩৪০
পাহাড় বল্‌রে বল	৮৮০
পিতঃ কর এই ভিক্ষা দান	১৫৪
পিতঃ ক্ষম অপরাধ	৪১৭
পিতা একবার হরি বল হরি বল	২০০
পিতা গো একবার	৪২০
পিলেয়ে অবধু	৪৬৭
পুত্রশোকানলে	২২৩
পুণ্য পাপের বিষম বিবাদ লোকসমাজে	৮০৮
পুণ্য পুঞ্জন	৫০০
পূর্ববাসীয়ে তোরা যাবি যদি	৩৭০
পূরণ পূরণ মতে বীর চাপি রণ রথে	৮৪২
প্রণব শ্রুতগে প্রভু	৪৪৬
প্রত্যাহ ইহল ভুবন গাইল	

প্রভু অপরূপ তোমার করুণা	৩৯৯
প্রভু এই তব পদে করি নিবেদন	৫০
প্রভু করুণা কুরু কিস্তি	৪৮৩
প্রভু কোথা হে পাই	৪০৩
প্রভুজী আর সো ন ম	৪৬১
প্রভুজী তুহি	৪৬১
প্রভু দয়াল সাধুসুখে আমি ওনেছি	৪৭৯
প্রভু যেন কভু সংসারে মজিয়ে	৪৫৪
প্রহ্লাদ আমার গুরুর গুরু	২০০
প্রাতঃ সময়ে জাগারে হৃদয়	৩৭৬
প্রাণ কান্দে বহি ত ভারতের বিবরণ	৩১
প্রাণ গা রে মন গা রে	৩৩৯
প্রাণ গৌরান্ন হে	৭৪৫
প্রাণ ত আর বাঁচে না	৩১৩
প্রাণ থাকিতে তোরে	২৩১
প্রাণনাথ ক কভ	৭৬৫
প্রাণতরে অয় হরি বলি	২৭০
প্রাণ যায় না আমার বিদেশে	৮৬৩
প্রাণ যায় রে কখন জানি যায়	৫৫১
প্রাণান্ত লা আজি	২৩০
প্রাণের মত রে	২১৬
প্রাণের আশ্রয় কর	১৮৫
প্রাণের পায় সকলে	৭৪৮

(সেই) প্রেম কি চা লে মিলে	৮১৭	৮৬
প্রেম বিনে কি এসে ন মিলে	৭৮২	৮৩
প্রেমময় আজি তুমি	৪৪১	৪১
প্রেমমুখ দেখ রে তাঁহার	৩৬২	৪০
প্রেমসিদ্ধ হে	৭৮	৫৫৪
প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বভবুর	৫০০	৭৪
প্রেমের এমন চিহ্ন দেখি নাইকো ভাই	৮৭১	৪১
প্রেমের দাগ মাথা রাগ অন্তরে যার	৭৭৪	১২
(ফ)			১৪
ফকিরী কব্বি	৬৬৪	১২
ফিরে চাও প্রেমিক সন্ন্যাসী	২০৩	৪২
ফুটিল আশার ফুল	৫০	৮৮
ফুরাল বঙ্গের লীলা	৮৪৫	৫৫
(ব)			৩৩৮
বঙ্গে একি দেখি অত্যাচার	৭৭২	১১
বচন অতীত যাহা	৫০	৯২
বড় আশা করে	৪৩১	৩৪
বড় বেজার দর বাড়ালে বরের	৮৩	১২
বণিক বেশে এসে দেশে	২৬২	৫
বদনে বল কাগী	৫৭১	১
বনবাস শুনে	২১১	১
বনবাসে যাবিরে রাম	২২৮	১
বনে গেলিনে বলেরে তাই	৩৫৮	৬

বনে যাই আমি মনোহুঃখে	১৪৭
বন্দে মাতরং	৫১
বর খোঁ কর্ছ	৪৭০
ল আনন্দ বদনে ব্রহ্মনাম	৪৮১
এই কি সেই ভারত	২৭
ল কালী কালী বল	৮০৫
ল কি করে শোকবারি	২২৭
বল কি কাজ ছার প্রাণে	২২৭
বল কি সন্ধানে যাই সেখানে	৭০১
বল) তুই কেমন কোরে	৬৮৭
ল দেখি ভাই কি হয় মলে	৫৪২
ল্ব কি ওরে ভাই	১৪৫
ল্ব কি বল্ব কি প্রাণ দহে অনলে	১৬৩
কিহে কমলাক্ষ	২৮৮
ল বল গৃহরাজ গুনি	২৮০
ল বল বল পিতঃ	১৮৫
মা তারা দাঁড়াই কোথা	৬৪০
মা মঙ্গলা তব সর্দাদীন মুমঙ্গল	১৮৪
ভাই হরি হরি	৭৫৮
মিত্রবর কি করি উপায়	২৩২
র বলরে বলরে ব্রহ্ম রূপাহি কেবলং	৫২২
ই ডাকিস্ নেরে	১৭৩
ই ডেকে না মা না দিলে যাওয়া হবে না	১৭৪

বঙ্গালী তুই যারে বাঙ্গালা ছেড়ে	৮৬
বলি বেন স্মরণ থাকে	১৬৩
বলিহারী কি আশ্চর্য্য মানবের বুদ্ধি কৌশল	৮৪১
বলিহারী তোমারি চরিত মনোহর	৪০১
বলে রাখি সকলকে	৪১৪
বলো বলো নারদ সুনি	১৭৪
বলোরে লক্ষণ তাঁরে	২৪১
বংশীধর পিণাক ধর	৮১২
বদিলেন মা হেমবরনী	১৩৪
বহিছে জীবন শ্রোত	৪৫২
বহিয়ে দুঃখের ভরা	৪৪২
বহুদিন পরে এসেছি	৮৮
বহুদিন ৪'তে রে ভাই	৫৫
বাঁকা হয়ে দেখা দিয়ে	৩৩৮
বাঁছা তরনীরে	২২১
বাঁছা বালিরে অকালে জীবন দিও না	৯২
বাঁছা কিছু পূর্ণ তবে	১৩৪
বাক্সের শিশু বাক্স এই রবে	১২
বাড়ীর গিরি আজ চলে কোথায়	৬২৫
বানিয়েছে পাঁচ ভূতে	৭১১
বাঁবা সঙ্গে গেলে	১১
বাঁবা কেরে এলো চিকুরে	৫৮
বাঁবা বরসে নবীন	৫৮৫

বাঁশের দোলাতে উঠে	৩৬৮
বিগত বিশেষঃ	৪৭৪
বিচিত্র করিতে গৃহ	৫১০
বিজয় বসন্ত আমার	৩০৩
বিজয় বসন্তে আমি জীবনান্তে	৩০২
বিদায় দাও গো মাতঃ	২৩১
বিদায় দাও রামধনে আমার	২১২
বিদায় হই প্রাণ সখিগণ	১৬৭
বিদায় হলেম গো জননী	১৪৭
বিধাতার লীলা খেলা	১৫৬
বিধি এই তব মনে ছিল	১৬০
বিধি যদি হল বাদী	১৫২
বিনায়ে বঙ্গ জননী	৮৭৫
বিপদ কলে কলের জলে	৮৪২
বিপদে কোথায় রইলে গো	৪১২
বিপাকে পড়িয়ে হরি	৭২১
(বিভো) কত ভংগ দিবে আর বল	২৪
বিমল জ্ঞানের স্নিগ্ধবারি	২১
বিরলে বিজ্ঞান বনে	৮৭৩
বিশ্বরাজ হে আনায় কেন ডাক	৫২১
বশল তড়াগ নীরে	৮৬৭
বসন্তে মন তৃপ্তি কি মানে	৪০২
বিশ্বায় সেই সব ভব	৪৬৭

বুঝ্বে কে পাগলের খেলা	৬৬০
বুঝিব আর কেমনে	২৭৩
বেগশাগী বাষ্পরথ	৮৬৮
বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হয়ে	৭৯
বেদ্যা ধররে	৮০২
বেঁধেছ প্রেমের পাশে	৪৯৩
বৃথা এ জীবন ভার	৪৪৮
বৃথা দিন গেলরে বীণে	৮০৩
বৃথা ভবে খেলতে এলি	৬৭০
বৃথার জনম আমার	১০৪
বৃথারে লক্ষণ করিয়ে যতন	২৩৪
ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং	৪৮২
ব্রহ্মনাম কি মধুর রে ভাই	৫২৩
ব্রহ্মনামটী ধরে থাক পড়ে	৫২৬
ব্রহ্মনাম বিনে আর কি ধন আছে	৫২৫
বোলো তারে কারাগারে	১৯৮

(ভ)

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়	৬৮৫
ভক্তিভাবে গান কর	৭৮৪
ভক্তিভাবে ডাক্তার আমি রইতে পারি কই	৮১৫
ভজ অকাল নির্ভয়ে	৫০৫
ভজ গোবিন্দ চরণাবিন্দ মন	৮১৯
ভজরে সত্যং	৪৭৪

ভব তিমির নানা	১৮২
ভব পাবাবাবে যতে	৭৫০
ভব পাবাবাবে তব	৩৯৫
ভব ব্যাপির মহৌষধি	৭৯৯
ভবের তাস খেলাব বসে	৭১৩
ভবের নাপারী ভাই	৬৫৫
ভবের বাণবাণ কপে	৭৮৯
ভবে মাখ হয়ে কীৰ	৫০৭
ভবের শোভা দলীকাব	৭০৮
ভবে সেই সে পরমানন্দ	৬৩৯
ভয় কবিল গারে	৩৫৬
ভয় কি শমন তোরে	৫৭১
ভয় কিবে দাগ মন	৬১৪
ভবসা তোমাব নাথ	১৪৮
ভাইব কে তুমি	৬৭৮
ভাইবে স্বপল বল্লর স্ববল	১৭৫
ভাব মন আপন তারণ	৬৯০
ভাব মন শিবানশি	৬৭৪
ভাব সেই এক	৩৫৫
ভাবত উদ্ধার বল হবে হে কেমনে	৭
ভাবত ভাবিনা আমি	২৯
ভাব নাবীর দশা দেখে অশ্রু করে	৭০
ভাব নাবীর দশা ভাবিত গ্রাণ বিদরে	৭৪

ভারত ভূমি সমান	৭
ভারত যশ কীর্তন	৬
ভারত যো দীন সো দীনরে	৩৭
ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণু রাশি	৩৫
ভারত শশ্মান মাঝে আমিঝে বিধবা বালা	৭৮
ভারতী জননী মলিন বদনী	২৩
ভৈরবী ভব ভাবিনী	৬১১
ভারতীয় আ টি নাম	২৫
ভাল ব্যাপার মন কণ্ঠে এলে	৫৩৯
ভাল স্থলযাত্রা হুনিদ্রায়	৬০১
ভিখারীর নারী বলে	১১৫
ভিখারীর রক্ত মিত্র	২৩৪
ভুগড়ে মিছে পাপের বিকারে	৭১১
ভুবনেশ্বরী মা	৬২০
ভুল না নিষাদ কাল	৩৫৫
ভুল না ভুল না মন	৫০৪
ভুলো না ভুলো না প্রাণ-সখারে	৩৬৪
ভূবন ভূগালে	৬৩৭
ভূষণে হয়ে ভূষিতে	৫৩০
ভেবে ত দেখ না কেউ	৬৮৩
ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে	৪০৬
ভৈরবী ভব বক্রন বিনাশিনী	৬১১
ভোর ভয় পক্ষীগণ বোলে	৪৫২

ভোলা মন কি করিতে কি করিলি	...	৬৭৫
ভ্রাতা ভগিনী সবে মিলি	...	৪৫১
ভ্রান্তিতে শান্তি আমার	...	৭২৫

(ম)

মঙ্গল আনন্দ ধ্বনি	...	৪৪৫
মদন মথন মনোহারিনী	...	৩২৩
মধুর দয়াল ব্রহ্মনার	...	৪২০
মধুর ব্রহ্মনার	...	৪৮০
মধুর সন্ধ্যা মধুব মিলন	...	৫১৫
মন একবার হরি বল হরি বল	...	৭৩৯
মন একি ভ্রান্তি তোমার	...	৩৫৬
মন কালী কালী বল	...	৬৩৭
মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া	...	৫৩০
মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি	...	৬৩২
মন চল নিজ নিকেতনে	...	৩৬৩
মন চল জানা মার নিকেটে	...	৫২৪
মন তার কি পুণ্য পাপ আছে	...	৫৭৭
মন তুমি আর কর উপার্জন	...	৭১৮
মন তুমি খেলাও না পাশা	...	৪৮৩
মন তোমার এই ভ্রম	...	৫৩০
মন ঘোর এত ভাবনা কেনে	...	৫২৫
মন ঘোর কে ভুলালে হাঙ্গ	...	৫০২
মন ঘোর কে ভুলালে হাঙ্গ	...	৮৩

মন হুঃখ গুন বামিনী	৩২৬	৩৬
মন না হলে সোজা	৬৮৬	১০
মন পবনের নৌকা বটে	২৯৫	১৫
মন পাখি আমার বশ-তো	৬৯৯	৫১
মন ব্যাপারী	৬৫৬	৩০
মন ভেবেছ কপট ভক্তি	২৩৩	১২
মন ভ্রমে ভুলেছ কেনে	২০	১
মন-মাঝি তোর	৬৬৪	০
মন মানসে জপ না	৫৬৭	১
মন যদি তুই বাঁচাবি মাথা	৭১১	২০
মন যদি মোর ভুলে	৬৩	৫০০
মন রে কৃষিকাজ জান না	৫৩১	৭
মন রে তুই ডাক	৪৮২	
মন রে তোর কি বিবেচনা	৫৪	১
মন রে দিনান্তরে	৬৫৫	
মনসাধে আজি নাথ	৪৫৩	
মন হারালি কাজের গোড়া	৫৩৮	
মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর	৩৯২	
মনে কর শেষের সে দিন সুখকর	৭৯৬	
মনে কি পড়েছে তোমার দাঁদ বলে গুণমণি	৩০২	
মনে না বিবেক হলে	৬৮৯	
মনের আনন্দে হরিগুণ গাও	৭৩১	
মনের হুঃখ বল্ব করে	৮১	

মনের বাসনা প্রাণা	৬৩৮
মনের মানুষ খুঁজিয়ে বেড়াই	৭৬২
মনোহাঃখে হৃদয় বিদরে	২১
মনোমোহন মুরতি আজি মা তোমার	৩৯
মনোয়া ভজ্জলে সীতারাম	৭৮৫
মম নয়ন অন্তরে	৬১৭
মম অখোদয় যে দিনে উদয়	৬২৮
ময়ুর মুকুট পীতাম্বর	৭৬৯
মরি কিবা মূবতি ভীষণ	১০৩
মরি কি অশ্বের সখস্ব	৩৬৪
মরি কি শুনাগি রে	২২৫
মরি মরি কি মাধুরী	৭৬০
মরি রে প্রাণকুমার	৩৩০
মরি হর বামে হরি বসি	১২২
মরি হার হার সুরার তরঙ্গে বৃষ্টি	১০১
মলিন মুখ চক্রেমা ভারত তোমারি...	২২
মলিন পঙ্কিল মনে	৪১২
মহারাজ কে কাল কামিনী সমরে	৬৫১
মহিষাসুর মর্দিনী	১৮৩
মৃগ রাজোপরে কেরে বিহরে	৬৪২
মা আমার সুরাবে কত	৫২৯
মা আমার অন্তরে	৫৬৯
মা আমারে কর কোলে	৩৯৭

মা আমার আমি তার	৭২৬
মা আমি কি আটাসে ছেলে	৬৪০
মা কত কর	৬৬৫
মাগো কেন কর তর	১৫১
মাগো তারা ও শঙ্করী	৬৩৩
মাগো বিদায় হইলাম	১২২
মা দাক্ষায়ণী শুন নিবেদন	১০৯
মানিলাম হও তুমি পরম স্তম্ভ	৩২৩
মানুষ জনম সফল হো বার	৪৫৯
মা বলে ডাকিস্ নারে	৫৩৯
মা মা বলে আর ডাকব না	৫৩৩
মা হওয়া কি মুখের কথা	৬৩৫
মায় গৌলাম	৪৬৯
মায়াবেশে রসোন্মাসে	৫১১
মায়ের এমনি বিচার বটে	৫৩৭
মা যোগ মায়া	৬০৪
মা হেরষ জননী	৬০৬
মিছে আর কেন	১২১
মিলে সব ভারত সন্তান	১
মুখে দীনবন্ধু হরির নাম তুই তুলিস্ না রে	৭৩৬
মুনি এলো বর পরিধান বাঘাধর	১২৪
মেরে মন এক নাম	৪৬৮
মেল ভাদ্র মেল ভাদ্র	৮৭

মোকা কাঁহা ঢুড়ো বন্ধে	৭৮৩
বোহন গুণমণি রতন	৩৩১
মোক্ষ ধন তুই বন্ধ কর	৬০১
(য)			
যতদিন দাদা আমার	২১১
যতনে গেঁথেছি মালা	৪৪১
যদি একান্ত বসন্ত ধনে	৩০২
যদি গায়ে গাও বসে ছুথের কাহিনী	৫২
যদি চাও হে সুখ	৩৬৬
যদি চাসু মন জগতের ভলিবাঙ্গ	৭২০
যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্তরে	৫১২
যদি তরাবে জগুং জনে	৪১৬
যদি বাঁচিরে মন	৬১২
যদি ভবনদী পার হতে থাকে বাসনা	৫৫৮
যদি ভাই খেয়ে মদ	৬৯৭
যদি বাবে নাথ আমার পরিহরি	৩১২
যবে ছোড়ে চলে লক্ষ্মী নগরী	৮৬৯
যমে ফাকি দিতে জাগার কীবে চিতে	৮০৯
যাই যজ্ঞ দেখিবারে	১১২
যাই যাই জননী গো	১৭০
যাই লো সই	৮৫
যাও যাও গিরি আনিতে পৌরী	১৩৭
যাওরা যুক্তি যুক্ত নয়	৩০৭

যাওরে অনন্ত ধামে	২২১
যাচি হে হরি	৭৩১
যাচ্ছ যদি গোকুলে	১২৬
যাদের চাহিয়ে তোমায়ে ভুলেছি	৫১৫
যাদের হরি বলিতে নমন করে	৭৩৫
যাব না আর অযোধ্যা ভুবনে	২৮৮
যাবে অনাধিনী করে	৩১২
যাবে কি হে দিন আমার	৪১৫
যায় মায়া বাসনা জলে	৭৮৮
যায় যাবে প্রাণ	৩২৬
যা যা যা তেল দিগে যা	৩৩২
যার গুরুপদে ঠিক আছে মন	২৪৮
যার পরমা নাই ওরে ভাই সংসারে তার মরণ ভাল	৮৩৬
যার জন্তে পাগল হয়ে	৮৩০
যার মা আনন্দময়ী	৩২৮
যার যার যেরূপ উদয় হয় মনে	৭৭৫
যারে মন দিলে মন পাইতে পার	৭৭৮
যারে যা নগরপাল	৩০ ২
যারে শমন এবার কিরি	৬৪১
যিধির দেখ্ তাঁহ	৪৬৮
যিনি মহারাজা বিশ্ব যার প্রজা	৩৬৭৭
যীশু শুণ গাও আজি	৭৫৫
যীশুতে আশ্রয় রাখ	৭৫৫
যীশু পরম ধন	৭৫৬
যেও জানো তেঁও তার মী	৪৬১

ସେଠ ନା ସେଠ ନା ଭୂମି	୭୧୧
ସେଠ ନା ସେଠ ନା ସତୀ	୧୧୨
ସେ ଜନ ବ୍ୟାକୁଳ ଶ୍ରାଣେ ତୋମାରେ ଡାକେ	୧୧୬
ସେନ ସନ ଭୁଲେ ନା	୧୧୭
ସେନେ ଆସ ମାଧାହି ରେ	୧୧୮
ସେୟୋ ନା ରଜନୀ	୧୧୯
ସେ ଅଥେ କରେଇ ଅଧୀ	୧୨୦
ସେ ଅଞ୍ଜିଳ ଶୋଭାମୟ	୧୨୧
ସାହିବର ପାଷାଣେର ଯେରେ	୧୨୨
ସାହିବୀ ଏସେଇ ଦ୍ଵାରେ	୧୨୩
ସାହିବୀ ଆଗେ ଭୋଗୀ ରୋଗୀ କୋଥାର ଆଗେ	୧୨୪
(୨)			
ସଫୁବର ରାମ କହୋ ଭାହି	୧୨୫
ସଂ ମହଲେ ଲୁଟ କରେ ଭାହି	୧୨୬
ସଂ କଞ୍ଚିତେ ସଂ	୧୨୭
ସଂ ରଜନୀ ଶ୍ରୀ ଭାତ ଚଳ	୧୨୮
ସଂ ତନ ଆସନେ ସଂ ତନ ଭୂଷଣେ	୧୨୯
ସଂ ତନ ଗୃହ କେରେ	୧୩୦
ସଂ ସାମାନ୍ତର ଭାଷାବେନେ	୧୩୧
ସଂ ଶେ ଭାଷା ଦିଓ ନା	୧୩୨
ସଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଗମ୍ବରୀ	୧୩୩
ସଂ ସଂ ଆଜ ନାରାୟଣ	୧୩୪
ସଂ ସନାଥ କାଳୀ କାଳୀ ବଳ	୧୩୫
ସଂ ଟା କାଳ ଭାଷାବେନେ ନା	୧୩୬
ସଂ ଟା ଭୂମି ଅମ୍ଳ୍ୟ ମାଲ୍ୟ ଗାଧିରାହ	୧୩୭

রাখ মা মায়ের ধর্ম	৫৬৩
রাণী এক ছুই তিন	১০০
রাণী কর কর মঙ্গলাচরণ	১৩১
রাণী গো শুধু তোমারি বেদনা	১৭২
রাণী দ্বারে তব দাঁড়াইয়ে উমাধন	১৮৬
রাণী পাঠায় কোন্ গ্রাণে	১৯৪
রাণীয়ে তারহে চিরায়ু কর হে	৮৫৬
রাধা বই আর নাইক আমার	৩৩৮
রাম নাম গাওরে বনের পাখী	৩২৬
রাম নামের প্রেম	৩৩২
রাম রঘুপতি	২৪৮
রাম সমরে যেতে	২৯১
রামের তুল্য পুত্র	৩১১
রিপু বশে	৬০১
রূপেরা দাক্ করে অঞ্জল	৮৩
রেখ রেখ রেখ বাছা	১৮৮
রেখে দেও রেখে দেও	৯
রে জীব অস্ত্রকালের	৫৫১
রে নিকুপমা রূপ	৫৮৮
রে বিধি কেন আবারে	৫৭
(ল)			
লজ্জারূপা লজ্জাভীত	৬১৩
লজ্জা রাখ শিবরানি	৩২৫
লজ্জার ভারত বশ	২৩
লক্ষণ কাজ নাই	২৫২

১৪	৫০	১৫
লক্ষণ বল আমিায়	...	২৪০
লক্ষণ রে কোথা রে	...	৩২৩
লোক জিজ্ঞাসিলে বল	...	৫০১
(৭)		
শকর মনোমোহিনী তারা	...	৫৮৪
শকরী করুণা কর	...	৬৪৪
শক্তি নাম	...	৫৭৩
শত্রু গর্ষ করো না	...	২৫১
শমন মিছে আশা কর	...	৭৭১
শ্মশান ভবনে	...	৩৪৫
শান্তি কোথা আছে আর	...	৩৬৬
শ্রামা ধন সাধন কর	...	৩২৩
শ্রামা ধন কি সর্বাই পায়	...	৫৭৫
শ্রামাক ভঙ্গী	...	৬২১
শ্রামা পদে রাখরে মন	...	৬০০
শ্রামা পূজা (শক্তি পূজা) কথার কথা নয়	...	৮১৮
শাখতম ভয়	...	৩৫৮
শিব শত্ৰু সদানন্দ	...	৬১৫
শিব স্তম্ভর চরণে মন	...	৩৬৭
শিশু অধাময় হাসি হাস আরবার	...	৮৬৪
শ্রবণ মঙ্গলঃ	...	৭২১
ঐচরণে স্থান দাও হে	...	১১৬
ঐবাসের আদিনার মাঝে	...	৭৫১
ঐরাধার মন্দিরে	...	৬৬৩
ওধু ঘটে পটে	...	৬৬১

শুদ্ধ করো মেয়া মনকো প্রভুজী	৪৬৬
শুন গো রজনী করি মিনতি তোমায়ে	...	১৪২
শুন তো ক্রান্ত অশান্ত মন	৩৫৮
শুন প্রাণধন	২২৮
শুন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ	১৭০
শুনরে পাষণ মন আমার	৭২২
শুন শুন এত জান	৭৮০
শুন শুন ওরে মারিচ	২২৪
শুন হরদারা	৬১৩
শুন হে স্নানরী	৩১০
শুনালে কি সমাচার	৩১৪
শুনি প্রাণ কাঁপে	১৮৯
শেষের সে দিন মন কর রে স্মরণ	৩২৫
শোকমাথা চাকুচিভ্র ভীষণ শ্মশান...	...	১৬১
শোন ভাই আমি রথের কথা বলে যাই	...	৮২৩
শোন মন রে আমার কপাল মন্দ...	...	৮২১
শোনে বীণে কি শুন্বিনে	৭২৭
(স)		
সকলই করিতে পার কালী	৬৪৩
সকলের প্রাণ তুমি	৬৪৮
সখি কৈ লো আমার	২৫৯
সখি চল চল সবে কাননে যাই	১৬৬
সখি বিজ্ঞানোরে যাই	৩৪৩
সঙ্গী কর রঘুবর	২৮৩
সঙ্গল নয়নে ভাসি	৫৭০

সতী কেন যজ্ঞে এল না	১১৪
সতী শোকে পতিতপাবন	১২০
সত্য বল না	২৫৭
সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি	৫১৬
সত্য শিব সুন্দর	৪৮৪
সত্য সূচনা বিনা সকলি ব্যর্থ	৫০৩
সত্য সূচনা বিনা সকলি ব্যর্থ, যেমন বদন থাকিতে	৫০৮
সদা কালী কালী কালী বল মন	৫৭৪
সদা দয়াল দয়াল দয়াল বলে ডাকরে রসনা	৪৮৩
সদানন্দস্বরী কালী	৫৮৯
সদা মনে হারাই হারাই	৩১৭
সব দিন নাহি বরাবর বাতি ছো	৭৬৯
সবে নবীন প্রেম-বসন	৪৫৩
সবে বল গিষ্ঠ জয়	৭৫০
সবে নিলে গাওরে এখন	৩৭২
সবে মিণে সমস্তবে	৩৭৭
সবে হচ্ছে পার	৬৮০
সর্বত্র বিদ্যানান	৪৯৯
সমর আলো করে	৫৮৬
সরলা বালিকা প্রাণের অধিকা	১৮৯
সংসারের যত সুখ	৭০৪
সংসার জালায় জলে সবাই মরতে চায়	৬৭৯
সংসারের কি ধার ধারি না	৮৩৩
সংসার মন্দিরে	৪৯৫
সংসারের উজান স্রোত	৬৫৮

অপনে মন বে কেবন	৭৫৯
অকপের বাজারে থাকি	৭৬৮
অর পরমেশ্বরে	৮০৫
অরিলে পূর্বের কথা	৭২
সাঁচী শ্রীতি	৮৬৯
সাধু সজ্জনকো সংসঙ্গ মিলে	৭৮৩
সাধু সাধু বলে করি প্রশংসা তাহার	৭৬৬
সাধের ভারত ভূমি	১০২
সাধে কি আজ কাঁদি	২৪৬
সাধে কি হরেছি সীতে	২৮৯
সাধের খাঁচা পড়ে রবে	৬৯৮
সাফি মেলা রাখে দেলমে	৮৬০
সামাল সামাল মন মাঝিরে	৬৭৩
সার কপেরি আমি শ্রামা	৫২৯
সারাদিন সাধি মাগে	৮০১
সাহা জাদে আলাম তেরে লিয়ে	৮৭০
সিংহবাহিনী ত্রিশূল ধারিণী	৬০৮
সীতাপতি ঈশবেন্দ্র	৩১৫
সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুবর	৩১৩
সীতার বিরহে রাম	২৪৮
সীমা-কে জানে জননী	৩২৮
সুখ ঘাই উকীল মহলে	৮৩৭
সুখে থাক যেয়ে স্বামী সদনে	১৬৭
সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হইবে	৮০
সুখাও কি গো ভয়ী	২১৩

স্বধার ভাণ্ডার তুমি	৩২৭
স্বধামাথা নাম তোমার	৭৮১
স্বমন হিলোলে আজি	৩৩২
স্বরাঙ্গলন সংগ্রামে সাজি সবে বজ্রগণ	৯২
সেই একদিন এই একদিন	৮৫২
সেই দিনেহে আমার	৩২৬
সেই প্রেমরতন	৬৮৫
সে দিন আমার কবে হবে	১৭৯
সে দিন কেমন ভাবলি না মন	৭০৩
সে ধনে কাননে	২৪৬
সে পুর ঢুকতে ভুর	৭০০
সোণার ভারত আজ যবনাধিকারে	১১
সৌরভোক্তে অগং মেতেছে	৭০৪
(হ)			
হও রথ বাও রথে	১২৬
হওহে সদয় বিভো	১০৬
হবে কি ভারতে পুনঃ এমন সুদিন	৮
হবে কুলকণ তথায় বিলক্ষণ	১১১
হরেছি ব্যাকুল অন্তর	৪০৯
হরেছি মা জোর ফরিয়াদী	৫৪০
হরে রাজকন্তে কেন কিসের অস্ত	৩২২
হর কর অহুমতি যাই হিমালয়	১৮১
হর হুঃখ হর মনোমোহিনী	৫৭৮
হর কিরে মাতিয়া	৫৪৫
হর-শিরবিহারিণী	৭৬৬

হরি দয়াময়	৩৩৩
হরিনাম খালা গুড়ুক	৭১২
হরিনামে পাষণ গলে	১৯৯
হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে	৭৩০
হরিনাম বড় ভালবাসি	১৫৫
হরিনাম ব্রহ্ম জপরে	৭৩৮
হরিনাম বিমে আর কি ধন আছে সংসারে	৭২৭
হরিনাম সুখা সিদ্ধনায়ে	৭৪৪
হরিনাম সুখারসে	৭২৩
(মধুর) হরিনামের নাই তুলনা সলা হরি বল	৭৩৬
হরিপ্রোমে মত্ত গৌর নিতাই	৭৩৭
হরি বল্‌ব আর চল্‌ব ব্রহ্মের পথে	৭২৯
হরিবল মন রসনা	৭৪৪
হরি বল বল জগাই মাধাই	৭৪২
হরি বল বল ভাই দিন যায় বয়ে	৭৩১
হরি বল বলরে ভাই আর বেলা নাই	৭৪৮
হরি বল বলবি আর কোন্ কালে	৭১৪
হরি বল হরি বল হরি বল ভাই	৭২১
হরি বল হরি বল বলে কে যায় নদের	...	হরি দিয়েরে	৭৩৪
হরি বল হরি বলরে ও মন	৭৩০
হরি বলে আমার গৌর নাচে	৭৩৪
হরি বলে ডাকরে রসনা	৭২২
হরি বলে সবাই নাচে	১৫৬
হরি বলে ডাকরে মন	৮৭১

হরি মন মজা'রে লুকা'লে কোথায়	...	৩৩৭
হরি যে ভাবে তোমায় যে ভাবে	৭২৪
হরিশ্চন্দ্র বিনে হেরি	...	১৫৭
হরি হরি বল ওরে আমার মন	৭২৬
হরি হরি বলে ভাসাওরে তরণী	৭৭১
হরি সে লাগি রহোরে ভাই	...	৭৮৫
হল দিবা অবসান	...	৪২২
হ'লে কেন ভ্রাস্ত	...	২২৬
হার আমি কি কবিলেম	...	১৭২
হার কি তামসী নিশি	...	৩২
হার কি শু'নিলেম আমি	...	২৭২
হার কি হলো কোথা	...	৩২৭
হার কি হলরে বিচার	...	৮৭৬
হার কি চইল	...	২০৮
(হারি!) কেন এ ভাব নুপতি তব	১৬৮
হারি বালা বিধবা চুঃখিনী	...	৮১
হারি বিধিক হইল	...	১৬৩
হারি মা একি বরিলি	...	৮৫৮
হাররে কি হেরি	...	২৬৪
হাররে কেমনে তোমায়	...	১৬২
হাররে তোদের হাতে	...	২৩
হাররে দাকুণ বিধ	...	২০২
হার হার কি মজার দোকান	...	৬৮৮
হার হার বিধ কেমন দাকুণ	...	১৬৭
হার হার হার খেদে শ্রাণ বার	...	১০৭

হারে রে রে রে রে উঠরে কানাই	১৭৩
হাস শিশু মধুব হাসি	৪৩৪
হিন্দু হিটৈতথী কে আর দেশের মাঝার	...	৮৭৪
হে ঈশ্বর এই কর	৭৮৪
হে করুণা কর দীন-সখা	৪০১
হে অগদীশ দীন দয়ালী	৪৭৬
হে দয়াময় তব তুলনা কি মিলে	৪৩২
হেন কেন হে দেবর লক্ষণ	২৩৬
হে নিরদয় নীলকরগণ	৮৬২
হে ভগবতি সতি	৬০৮
হের কার রমণী নাচেয়ে	৫৪৪
হের মা আপাঙ্গে	৫৬১
হের মা এ দীনে	৬০২
হের বিশ্রাম দিন	৭৫৪
হেলাতে রতন হারাও না মন	৭২৬
হৃদকমল যে হরি	৪৭৩
হৃদয় কুটীর মম কর নাথ পুণ্যপ্রিয়	...	৪২৭
হৃদয় চিরিয়ে মোর	২৬৬
হৃদয় ছাড়া করব না	৩০৬
হৃদয় বলভে কেন হেরি এ কাননে	...	১৬৮
হৃদি পদ্মাসনে কেরে	৬২০
(ক)		
কণ মিহ চিন্তা কর	৫০২
কাপা তুই আছিস্ আপন খেরাল ধ'রে	...	৭২৭
কৌরোদ সিদ্ধ নীরে	৮০১
কুখাতে প্রাণ যায় পৌ	৩০৪

যে সময়ে যে রাগ ও রাগিণী অনুসারে গান করিতে
হয়, তাহা নিম্নে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া গেল।

রাগ রাগিণী।	সময়।	ইং ঘণ্টা।
মালকোষ, সোহিনী ...	উষা	৪—৫০
ললিত ...	প্রভাত	৫০—৬
(ভয়রোঁ) ভৈরব ...	ঐ	৫০—৬
ভৈরবী, রামকেলী ...	পূর্বাহ্ন	৬—৮
বিভাস, দেবগিরি, কুবব, আলাইয়া, সরফরদা ...	ঐ	৮—১০
সিদ্ধ, কাকি, টোড়ি (তোড়ী), আসোয়ারী, সিন্দুরা ...	ঐ	১০—১২
শায়ক, গোড় শায়ক ও শামস্ত ...	মধ্যাহ্ন	১২—২
মুলতান, মুলতানী ...	ঐ	১২—২
বারোঁয়া, পিলু ...	অপরাহ্ন	২—৪
পুরবী, গোরী ...	ঐ	৪—৬
কল্যাণ, ইমন কল্যাণ, জয়জয়ন্তী, অহং, ভূপালী, ইমন ভূপালী, হাঝীর শ্রাম, কেদারা ...	সারাহ্ন	৬—১০
কানেড়া, বাগেজী, সাহানা পাহাড়ী, খাম্বাজ, ঝিঝিট, পরজ, বাহার ...	রাত্রি	১০—১২
বেহাগ, শঙ্করা বসন্ত মেঘ, মেঘমল্লার, সুরট, সুরটমল্লার, দেশ বসন্ত ...	নিশীথে	১২—৪
গৌর মল্লার বাউলের সুর ...		সকল সময়।

ভারতীয়
সঙ্গীত মুক্তাবলী ।

প্রথম অধ্যায় ।

জাতীয় সঙ্গীত ।

উদ্দীপনা ।

ভারত-সঙ্গীত ।

বাহাদুর—আড়াঠেকা ।

মিলে সবে ভারত-সন্তান,

একতান-মন-প্রাণ,

গাও ভারতের যশোগনে ।

২

ভারত-ভূমি ব তুল্য আছে কোন্ স্থান ?

কোন্ অঙ্গি হিমাদ্রি সমান ?

ফলবতী বশুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,

শত-ধনি-রত্নের নিধান ।

হোক ভারতের জয়,

জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,
 কি ভয় কি ভয়,
 গাও ভারতের জয় ॥

৩

রূপবতী সাক্ষী সতী, ভারত-ললনা,
 কোথা দিবে তাঁদের তুলনা ?
 শিষ্টা নাবিহী সীতা, দয়ন্তী পতিরতা,
 অতুলনা ভারত-ললনা ।
 হোক ভারতের জয়,
 জয় ভারতের জয়,
 গাও ভারতের জয়,
 কি ভয় কি ভয়,
 গাও ভারতের জয় ॥

৪

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
 বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
 বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
 কবিকুল ভাবত ভূষণ ॥
 হোক ভারতের জয়,
 জয় ভারতের জয়,
 গাও ভারতের জয়,
 কি ভয় কি ভয়,
 গাও ভারতের জয় ॥

৫

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী ;
 অধীনতা আনিল রজনী,
 সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি ববে চিব,
 দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি ॥
 হোক্ ভাবতের জয়,
 জয় ভারতের জয়,
 গাও ভারতের জয়,
 কি ভয় কি ভয়,
 গাও ভারতের জয় ॥

৬

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি শব্দ,
 পৃথ্বীজ্ঞ আদি বীরগণ ?
 ভাবতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু.
 আর্জুন হুগের দমন ॥
 হোক্ ভারতের জয়,
 গাও ভারতের জয়,
 কি ভয় কি ভয়,
 গাও ভারতের জয় ॥

৭

কেন ডব, ভীক, কর সাহস আশ্রয়,
 যতো ধর্মস্তুতো জয় ॥

ছিন্ন ভিন্ন স্বীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
 মায়ের মুখ উজ্জল করিতে কি ভয় ?
 হোক ভারতের জয়,
 জয় ভাবতেব জয়,
 গাও ভারতেব জয়,
 কি ভয় কি ভয়,
 গাও ভারতের জয় ॥ ১ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

জংলাট—খেমটা ।

গাও বে ভারতসঙ্গীত, সবে প্রাণ ভাবে
 ভাবতীব অবতীতে ভক্তিপূত বীণা-কবে
 মিলি আঁধ প্রাণে প্রাণে, জনম তীর্থস্থানে
 জননীৰ নাম গানে, ভাস অনন্দ-সাগরে ।
 কত আর যুমে ব'বে, জাগ বে জাগ সবে,
 ঐ শুন বাজে ভেঁবি আশার মোহন সবে ।
 দাখনায় সিঁদ্ধি ফলে, সাধিলে মন্ত্র-বলে
 এ কথা কণ্ঠ খলে, ছোস সবে ঘবে ঘবে ।
 গিরি বিদরে যদি, শুধে যায় সিদ্ধু নদী
 তথাপি যন্ত্রযোগে, সাধিলে মন্ত্র অস্তবে ।
 দ্বন্দ্বে আবাবনা, বসনার উদ্দীপনা,
 আহুতি প্রাণ মণ, শক্তিব সোপান পবে ॥ ২

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ।

(এই হৃৎসমরী উষে—হর)

ললিত—আড়া ।

কালরাত্রি পোহাইল উদিত সূর্য-তপন ।

আর কি ভারত যুবা রবে যুমে অচেতন ?

তুখ শোক ঘর ঘরে, সে কি গো মঘুতে পারে,

তার কি উচিত কছু থাকে যুমে অচেতন ;

অধীনতা কারাগারে, অজ্ঞানতা অন্ধকাবে,

কোটি কোটি নারী নরে, উঠে কর দরশন ।

কাবাব বন্দিনী প্রায়, বৃথা দিন চলে যায়,

রহিল পশ্চাতে পড়ে যত ভারত-ললনা ;

বিধবার হাহাকাবে, প্রাণ ফাটে ঘরে ঘরে,

রমণীব নেত্রাসারে ভাসিছে বিধুবদন ।

যুবক যুবতী যত, পশবন্ধ পাখীর মত,

দাবিদ্রা-তুর্দশাক্রেশ কত যে কবে বহন ;

বহু পবিবাব ল'য়ে, অর্থাভাবে জ্ঞান হ'য়ে,

অশেষ যজ্ঞাণা স'য়ে বিষাদে কাটে জীবন ।

এই সব মহাপাপে, এই সব মনস্তাপে,

পড়েছ কি অভিশাপে, আছ হ'য়ে বিচেতন ;

করো না হে অবহেলা নাহি খুমা'বার বেলা,

বিধাতা ডাকি'ছেন দ্বারে, উঠ হে মেল নয়ন ॥ ৩

শিবনাথ শাস্ত্রী ।

সঙ্গীত মুক্তাবলী ।

বিভাস—রাগভাল ।

উঠ উঠ উঠ সবে, ভারত-সন্তানগণ ;
 থেকে না থেকে না আর, মোহ-নিজার অচেতন ।
 পোহাইল হুঃখ-নিশি, সুখ সূর্য্য ঐ বে ;
 পথিক বলে হাসিতেছে, দেখ রে মেলে নয়ন ।
 ঘোবতর অন্ধকার, পাপ-নিশাচর আর,
 ঐ দেখ পলাইল, আর হুঃখ রবে না ;
 জ্ঞানালোক প্রকাশিল, সুপবন বহিল,
 ভারত-কাননে ডাকে, আশা বিহঙ্গিনীগণ ।
 সুপ্রভাতে শুভক্ষণে, চল সবে সমতনে,
 আলস্ত-ঔদাস্য-বশে আর কেহ থেকে না ;
 প্রেমের পতাকা তুলি বিভূষণ সবি বে ;
 ভাসাও জীবন তবী কব শীঘ্র আয়োজন । ৪ অনন্দচন্দ্র মিত্র ।

খাঙ্গাজ—একতাল।

ভারত যশ কীর্ত্তন
 করিয়ে কাটা'ব এ ছার জীবন ।
 বেদ বীণা' ল'য়ে করে, স্বদেশী-বিদেশী-ঘরে,
 গাইব করুণ স্বরে, করে'ছি মনন ।
 উচল-অচল-শিরে, গহন-বন-মাকারে,
 গাইব সাগর-তীরে, যখন তখন ।
 বনের বিহঙ্গ ধ'রে, শিখা'ব যতন ক'রে ;
 গাইবে মধুর স্বরে, ছাইয়া গগণ ।

দেখা ক'রে অলি-সনে ব'লে দিব কাণে কাণে,
গাইবে কুসুম-বনে, মাতা'য়ে পবন ।
নিজ্জীব সজিব হ'বে, মরুভূমি ফল দেবে ;
গা'বে অয় অয় রবে, জনন্ত তপন । ৫ রাধানাথ মিত্র ।

স্মিথিট—কাওয়ালি ।

ভারতভূমি-সমান, আছে ভবে কোন্ স্থান !
ভারতের গুণ গান, সবে মিলি গাও রে ।
ভারতে যে ধন নাই, কোথা তাহা নাহি পাই ;
অতুলনা এই ঠাই, দেখিতে না পাও রে ।
যে ধনে হয়ে অভাব, ভারতের এই ভাব ,
করি তাহা অহুভব, তাঁহা'রে মিল্যে রে ।
অধীনতা অপমানে, দুঃখিনী ব্যথিতা প্রাণে ;
জননীর দুখপানে, বারেক না চাও রে ।
পেলে তিনি হারা ধন, জুড়া'বেন প্রাণ মন ;
কবি হেন সমাপন, বাসনা পূবাও রে ।
থাকিলে না কোন দুঃখ, হইবে পরম সুখ :
সকলে কেন বিমুখ, এ সুখ না চাও রে ? ৬
রাধানাথ মিত্র ।

মল্লার—আড়াঠেকা ।

ভারত-উদ্ধার বল, হবে হে কেমনে ।
ধর্মবল মহাবল লভ প্রীতি জনে ।

সঙ্গীত মুক্তাবলী ।

বচনে বল কোথায়, ভেগে'ছে মানবচর,
 জীবন উৎসর্গ বিনা, বাঁচে না জাতি-জীবন ।
 ভেনে'ছ যাহা উচিত, কিবা যাহা অসুচিত,
 কার্যো কর পরিণত, দৃঢ়তা দেখাও জীবনে ।
 সত্যোতে নির্ভর যার, ঈশ্বর সহায় তার,
 জাতীয়-মোরব চাহ, গঠন কর জীবনে । ৭
 শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ইমন—আড়াঠেকা ।

হ'বে কি ভারতে পুনঃ এমন স্মৃদিন,
 ভারত-সজ্জন কি রে হইবে স্বাধীন ?
 ভীষ্ম, কর্ণ, ভীমার্জুন, অশ্বখামা আর্ঘ্য দ্রোণ,
 জামদগ্ন্য বীর পুনঃ জন্মিবে কি কোন দিন ?
 কাঁপিবে বিমান পৃথ্বী, পুনঃ বিক্রমে নবীন,
 রহিবে না পুণ্য ভূমি চিবপরাধীন । ৮ দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ।
 [যবন কর্তৃক সিদ্ধ আক্রমণ সময়ে ।]

হরট সন্ন্যাস—আড়া ।

দ্বিজ হও, কত্র হও, বৈশ্য শূদ্র আর,
 যে করে'ছ এক দিন অস্ত্র ব্যবহার ।
 সেই রণ-বেশে সাজ, করে খর অসি ভাঁজ,
 নতুবা যবন-হস্তে আর নাই রে নিস্তার ।
 বধিবে শিশুর প্রাণ, না র'বে নারীর মান,
 নরাদম, পাতাপাত্র করে না বিচার ।

বীর রক্ত বার শিরায়, সে কাপুরুষের প্রায়,
কেমনে দেখিবে এই পাপ ব্যবহার ।
অসহায় রমনীর, রক্ষা হেতু দিবে শির,
যে থাক এমন বীর, ধর রাখি * তার ।
এস দলে দলে যুটে, রণক্ষেত্রে যাও ছুটে,
বীরপুত্র, বীরধর্ম রাখ আপনার । ৯
স্বারকানাথ গাঙ্গুলী ।

সিদ্ধু ভৈরবী—একতাল ।

এ দেশের ভেঁধে কার না সরে চথের জল ।
নিদ্রায় নিখুম তবু আমরা সকল ॥
উঠ জাগ সকলেতে, সজীব কর ভারত,
ভাই ভাই মিলে সবে হও এক দল ॥
ভাই ভাই ঠাই ঠাই, কত কাল র'বে ।
বিনা মিলে কোন কায হয় কি সফল ॥ ১০ হিন্দুমেল ।

সন্ন্যাস—আড়া ।

(রেখে দেও রেখে দেও)
রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত-স্বরে রে ।
কেন ও কুহক আর ভারত-ভিতরে রে ।
যাও চলি পরভূত চাই না ও মৃচ্ছ গীত,
গাওরে পাণ্ডিত্য তবে ভাল'য়ে অশ্বরে রে ।

তনিয়া মুরলী-গান, আগিবে না আৰ্য্য প্রাণ,

ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণ কুহরে রে ।

উঠ তবে পার যদি, রে তুরী গগনভেদী,

উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে ।

শঙ্কর-গৌতম-কথা, প্রতাপের বীরগাথা,

গাও আজি পথে পথে নগরে নগরে রে ।

মিলি আৰ্য্য কবিগণে, গাও রে উন্নত মনে,

নীরব পুরাণ গীত সানন্দ অন্তরে রে ।

রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত-স্বরে রে । ১১

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।

গৌরী—স্বধামান ।

(করো না করো না তার অপমান ।)

আৰ্য্য ! যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,

পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান ।

ছিল এ একদা দেবলীলা-ভূমি ;—

করো না করো না তার অপমান ।

আজিও বহিছে গঙ্গা গোদাবরী,

যমুনা নৰ্শদা সিদ্ধ বেগবান ;

ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি ;—

করো না করো না তার অপমান ।

নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,

পুণ্য হলদীঘাট আজো বর্তমান ?

নাই উজ্জয়িনী অযোধ্যা হস্তিনা ?—

করো না করো না তার অপমান ।

এ অমরাবতী, প্রতিপদে যায়

দলিছ চরণে ভারত-সন্তান ।

দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত ;—

করো না করো না তার অপমান !

আজো বুক-আত্মা প্রতাপের ছায়া

ভ্রমিছে হেথায়—আর্য্য সাবধান !

আদেশিছে শুন অদ্রাক্ষ ভাষায় ;—

“করো না করো না তার অপমান” । ১২

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।

(লক্ষ্য ভারত বশ গাইব কি করে—হর)

মল্লার—আড়া ।

সোণার ভারত আজ যবনাধিকারে ।

ভারত-সন্তান-বক্ষঃ ভাসে অশ্রু-ধারে ।

জ্ঞান রক্তাদির খনি, সভ্যতার শিরোমণি,

আজি সেই পুণ্ড্রভূমি, ডোবে গভীর আঁধারে ।

যার ধমনী-প্রবাহে, আশ্বের শোণিত বহে,

সে কি রে কখন সচে, এ ভীষণ অত্যাচারে ।

সে বংশে যে আছে থাক, জাতির সম্মান রাখ,

যবনের রক্তে আঁক আর্য্যাকীর্তি চরাচরে ।

পুরুষেরা অস্ত্র ধর, যুদ্ধে যেয়ে মেরে মর,
 অনলে প্রবেশ কর, ঘত রমণী নিকরে।
 ভারত স্বাধীন হোক, মরু হ'য়ে পড়ে রো'ক,
 তবু অধীনতা-বেড়ি, রেখ না রে পায়ে ধরে। ১৩
 দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি।

—
 অহা—একতাল।

বাজ রে শিলা বাজ্ এই রবে—
 “সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
 সবাই আশ্রিত মানের গোরবে,
 ‘ ভারত শুধুই সুমা’য়ে রয় ॥”

আরব্য, মিসর, পাবস্ত, তুরকী,
 তাতার, তিব্বত, অস্ত্র কব কি,
 চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য আপন,
 তা’রাও স্বাধীন, তা’রাও প্রধান,
 দাসত্ব করিতে, করে ছেয় জ্ঞান,
 ভারত শুধুই সুমা’য়ে রয়।

বিংশতি-কোটি মানবের বাস,
 এ ভারত ভূমি যবনের দাস,
 র’য়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বঁধা !
 অধ্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহার,
 সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?

জন কত শ্রু গ্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগে'ছে ধাঁধা ?

ধিক হিন্দুকুলে, বীর-ধর্মভূলে ।
আশ্র অভিমান ছুবা'য়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোণার ভারত করিতে হার ।

হীনবীৰ্য্য-সম হ'য়ে কুতাজলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদধূলি,
হাদে দেখে ধায় মহা কুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলান্দার ॥

এসেছিল যবে আর্ধ্যাবর্ত-ভূমে,
দিক অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রক্তমত্ত পূর্ব পিতৃগণ
যখন তাহারা করে'ছিল রণ,
করে'ছিল অর পঞ্চনদগণ,
তখন তাহারা কজন ছিল ?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসে'ছিল তারা অর-ডঙ্কা তুলে,
যমুনা-কাবেরী-নন্দনা-পুলিনে,
দ্রাবিড়-তৈলঙ্গ-দাক্ষিণাত্য-বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাহারা কজন ছিল ?

এখন-তোরা যে শত-কোটি তার,
 স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ হার,
 পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
 শ্রমেই অবধি কুমারী হইতে,
 বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
 বারেক জাগিয়ে করিলে পণ ।

তবে ভিন্ন-জাতি-শত্রু-পদতলে,
 কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
 কেন না ছিড়িয়া বন্ধন শৃঙ্খলে,
 স্বাধীন হইতে করিস্ মন ।

অই দেখ্ সেই মাথার উপরে,
 রবী শশী তার দিন দিন ঘোরে,
 স্মৃতিত যে রূপে দিক্ শোভা ক'রে,
 ভারত যখন স্বাধীন ছিল ।

সেই আৰ্য্যাবৰ্ত্ত এখনো বিচ্ছৃত,
 সেই বিদ্যাগিরি এখনো উন্নত,
 সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
 পুরাকালে তারা যে রূপে ছিল ।

কোথা সে উজ্জল হতাশনসম,
 হিন্দু-বীর-দৰ্শ বুজি পারক্রম,
 কাপিত বাহাতে স্বাবর জঙ্গম,
 গান্ধার অবধি জলধিসীমা ।

সকলি ত আছে সে সাহস কই ।

সে গভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই,

প্রবল উন্নয় সে উন্নতি কই ।

যুঁচিয়া গিয়াছে সে সব মহিমা ।

হয়েছে শাস্ত্রান এ ভারতভূমি,

কা'রে বা উচ্ছে ডাকিতেছি আমি,

গোলামের জাতি শিখিছে গোলামি,

আর কি ভারত সজীব আছে ।

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,

বীর-পদভরে মেদিনী দুলিত,

ভারতের নিশি প্রভাত হইত,

হায় রে সে দিন যুঁচিয়া গে'ছে ।

এখনো জাগিয়া উঠ রে সবে,

এখনো সোঁতাগ্য উদয় হ'বে,

রবিকর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে,

ভারতের মুখ উজ্জল ক'রে ।

এক বার স্মৃ জাতিভেদ ভুলে,

কম্মিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূত্র মিলে,

কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে,

তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা ।

জপ তপ আর যোগ আরাধনা,

পূজা হোম বাগ প্রতিমা-অর্চনা,

এ সকলে এবে কিছুই হ'বে না,
ত্বীর কৃপাণে কর রে পূজা ।

বাও সিঁহুনারে, ত্বধর-শিখরে,
গগণের এহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উকাপাৎ বজ্র-শিখা ধ'রে,
স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হও ।

তবে সে পারিবে বিপদ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে,
স্বাধীনতা-রূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাতৃকা বও ।

হিল বটে আগে তপস্তার বলে,
কার্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে,
সংগ্রাম করিত অমরগণ ।

এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত উদ্ধার,
হ'বে না, হ'বে না, খোল্‌ তরবার,
এ সব দৈত্য নহে তেমন ।

অত্র পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণ-রঙ্গরসে হও বে উদ্ভাদ,—
তবে সে বাঁচিবে, যুচিবে বিপদ,
অগতে বদ্যপি থাকিতে চাও ।

কিসের লাগিয়া হ'লি দিশেহারা,
 সেই হিন্দুজাতি, সেই বশুন্ধরা,
 জ্ঞান-বুদ্ধি-জ্যোতিঃ তেমতি প্রথরা,
 তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও ।

অই দেখ সেই মাথার উপরে,
 রবি শশি তারা দিন দিন ঘোবে,
 ঘুরিত যে রূপ দিক শোভা ক'রে,
 ভারত যখন স্বাধীন ছিল ।

সেই আর্ঘ্যাবর্ত এখনো বিস্তৃত,
 সেই বিক্ৰচাল এখনো উন্নত,
 সে জাহ্নবীবারি এখনো ধাবিত,
 কেন সে মহত্ব হ'বে না উজ্জ্বল ।

বাজু রে শিক্ষা বাজু এই রবে,
 গুনিয়া ভারতে জাগক সবে,
 সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
 সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
 ' ভারত শুধু কি ঘুমা'য়ে র'বে । ১৪

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

(কতকাল পরে—হর)

লয়ী—হুংরী ।

আয় লো স্মৃতি ! আয় দয়া ক'রে আয় ।
 (সেই) পুরাণ সংগীত শুনা লো আমার ।

যুগ যুগ হ'ল, সে গান নীরব ।
 সে সুখ-স্বপন ফুরাইল হার ।
 যখন পশ্চিমে যবন প্রাবন,
 আসিল নগরী বন উপবন ।
 মনোম্বল্লাসে মরি, আর্ধ্যকুলনারী,
 দেহ-তরী হেলায় ভাসাইল তায়
 যবে রাজবারার সমর-অনল,
 ধু ধু করি চারি ভিতে জলিল ।
 রাজপুত-সতী রাখিতে কুলমান ।
 সে'ণাব শরীর চালিল চিতায় ।
 কুলেব মহিলা, কেশে বাধি ছিল,
 স্নেহ-সমবে তৈরবী ছুটিল ।
 পতির উদ্দেশে ভিখারিণী-বেশে,
 দেশে দেশে ভ্রমি করিল দেহ ক্ষয় ।
 তোমাদের দশা হেরে কাঁদে প্রাণ
 তোমরা কি হায় ! তাঁদের সন্তান ।
 উঠ উঠ বোন, ত্যজ মলিন বেশ ।
 পূবে সুখববি ঐ দেখা যায় । ১৫

দীনেশচরণ বসু ।

(দিবা অবসান হল—সর)

পূর্বী—আড়া ।

এ সুখ সন্ধ্যায় আজি আগ রে নিম্নিত্ত মন ।
 আশাব কুম্ব তুলি গাঁথ মালা স্মৃতিকণ ।

ভারত-উগ্গানে কত, কুটি পুষ্প শত শত,
অকালে পড়িল ধসি, স্মরিলে কাঁদে পরাণ ।
নাহি সে বসন্ত আর, নাহি সে পিক-বজ্রার ।
নীরব বাস্মাকি-বীণা, নীরব কবি-কানন ।
নাহি গাণ্ডিব-টঙ্কার, নাহি সে বীর-ছঙ্কার,
কণল-নিদ্রা-কোলে আজি জীবকুল অচেতন ।
ভারত-জননী, শোকে তাপে বিবাদিনী,
তুমি কি মন এ সময়ে রবে যুমে অচেতন । ১৬

দীনেশচরণ বসু ।

(ডুবিল সোণার দেশ—স্বর)

বাহার—৪৭ ।

কে তুমি গাই'ছ ওই আ'র্য্যগুণগান ।
আছে কে লইতে পারে সে পবিত্র নাম ।
অ'র্য্যের ধৰ্ম ছিল, শক্তি ছিল অতুল ।
আছিল মহিমা তাঁর, ছিল জ্ঞান মান ।
ধৰ্ম নাই জ্ঞান নাই, মহিমা শক্তি নাই,
কি সাহসে গাইতেছ, বল হেন গান ।
চন্দ্রবংশে অশ্ব ল'য়ে, খড়্গোৎসমান হ'য়ে,
চাহিতে সে চন্দ্রপানে,—নাহি লজ্জা-জ্ঞান ।
সে ধৰ্ম সে শক্তি, সে জ্ঞান-মহিমা-জ্যোতি,
নিঃস্বার্থতা লভ তবে, লও আ'র্য্য-নাম ।
হিন্দু আর মুসলমান, যত ভারত-সন্তান,
তাই ভাবি মিল (তবে) গে'ও আ'র্য্যগুণগান ।

আর্য্যেয় সম্ভান সবে, ভারত-নিবাসী সবে,
 এ কি স্বার্থ, এ কি সব, (তবে) কেন অভিমান।
 ক্ষুদ্র স্বার্থ বিনাশিয়ে, সবে সম্মিলিত হ'য়ে,
 না পার খাটিতে (তবে) নাহি, নিও আর্থানাম । ১৭
 শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ।

(ওহে বীননাথ—হয়)

বিভাস—একতারা ।

গা তোল ভগিনী, ভারত-রমণি ।
 হুংখের রজনী বুঝি বা পোছায় ;
 নিবাস-আধার, বহু হুংখভার,
 ঘুচিবে এবার পিতার কৃপায় ।
 বহু'ভাগ্য-ফলে অশ্রি' শুভ ফণে,
 সে আশাব জ্যোতি দেখিছ নয়নে ;
 তাই ভয়ী গণে, ডাকি প্রাণপণে,
 উঠ উঠ বোন্, বেলা ব'য়ে যায় ।

র'য়েছ পড়িয়ে দেব কত কাল,
 জনসে থাকিয়া বাড়া'ও না লাজ,
 উৎসাহের বলে উঠ গো সকলে,
 ডাকেন বিধাতা শুন গো সবায় ।

যতক ভগিনী মিলিয়া প্রাণয়ে,
 এস সবে যাই পিতার আলয়ে ;
 তাঁহার চরণে পাইব শরণ,

ঘুচিবে দুর্দশা তাঁহার কৃপায় ।

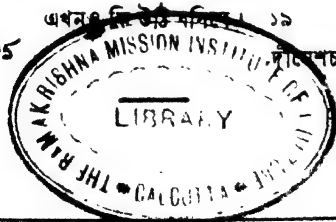
ও হে বিশ্বরাজ, ও হে বিশ্বপতি,
 প্রভু কক্ষাদের গুন হে মিনতি
 সম্পদে বিপদে, য়েখ পদে পদে,
 ডাকিলে কাতরে দিও পদাশ্রয় । ১৮
 অজ্ঞাত ।

বিখিট—কাওয়ালী ।

বিমল জ্ঞানের নিগধ বারি
 ঐশ-ভরি, পান কর লো সবে
 অজ্ঞানতার তিমির ঘোর,
 মনের আঁধার দূরে যাবে ।
 ভাবিয়ে দেখ লো ভগিনীগণ,
 যে দেশের ভালে শোভে রতন,
 খনা লীলাবতী যার কিরণ,
 কাল-সিদ্ধ উজলিছে
 তোমরা কি সেই ভারতভূমে,
 ছবি আঁধারে রহিবে যুমে,
 পূরব-ভাঙ্গ যার পশ্চিমে,

এখনও নি উঠ বসিবে । ১৯

72505



দীর্ঘশচরণ বসু ।

শোচনা ।

নট বেহাগ—পোস্ত ।

নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা ।
 সোণার প্রতিমা, আজি শোকে মলিনা ।
 কুঞ্জে কুঞ্জে যার, কোকিল-কণ্ঠে খেলিত সুখ-তরঙ্গে ;
 সে কবি-নিকুঞ্জ আজি, অশ্রুশয্যায় সমাধি ।
 বীর-রাগমদে, যেই তানে গর্জিত ভারত,
 আজি সে দীপক-রাগ, শ্রবণে শুনি না । ২০

কালীধ্বজের ঘোষ ।

নট বেহাগ—পোস্ত ।

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি ।
 রাত্রি দিবা বরিছে শোচন-বারি ।
 চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
 আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি ।
 এ মুখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি । ২১
 বিজ্ঞাননাথ ঠাকুর ।

বিবিট—কাওরালী ।

দেখিলাম এক নারী নগেন্দ্র-কক্ষরে বসি ।
 রাহ-ভয়ে শব্দ যেন ভূতলে পড়েছে খসি ।
 আলুলায়িত কেশা, ছিন্ন ভিন্ন মলিন-বেশা,
 আহা মরি কি দুর্দশা, স্বর্ণবর্ণ যেন মসী ।
 বলে ধনী—হে বিধাতাঃ ! হ'য়ে ভারত-বীরেন্দ্র-
 মাতা, বিজাতি-বিশ্বক-হাতে তইলাম লালিত ।

(হার) পুত্র হ'য়ে যাকৃ হুঃখ কেন না নাশি'ছে আদি ।
 অতঃপর জানিলাম তিনি সাধারণের জননী ;
 ভারত স্বাধীনতা-বনী, অক্ষমুখী দিবানিশি । ২২
 কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

(ডুবিল সোণার দেশ—হর)

বাহার—৫৭ ।

লক্ষায় ভারত-যশ গাইব কি করে ।
 লুটিতেছে পরে এই রত্নের আকরে ॥
 সাধিলে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই ।
 হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে ।
 দেশান্তর-জনগণ, ভুলে ভারতের ধন,
 এ দেশের ধন হায়, বিদেশী'ব তবে ।
 আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা
 মাহের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে । ২৩
 গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

দুঃ বিধিট—একতারা ।

ভারতী-জননী, মলিন-বদনী,
 অক্ষয়ল মুখে, শোক-শেল বৃকে
 কাঁদেন ভারত হুঃখে দিবস রজনী ।
 ভারত অশানে সজারিতে প্রাণে,
 সাধেন কি শক্তি ধ্যানে মৃতসঞ্জীবনী ।

যদি পুনঃ আগে, সে দীপক রাগে
নির্জীব ভারতে হ'বে পুনঃ জরফনী । ২৪

ঐসমচন্দ্র বিজ্ঞারত ।

ভৈরবী—একতালা ।

দিমের দিন, ল'বে দিন, ভাবত হ'য়ে পরাধীন ।

অগ্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-অবে জীর্ণ,

অনশনে তহু কীর্ণ ।

সে সাহস বীৰ্য্য নাহি আৰ্য্যভূমে,

পূৰ্ব্ব গৰ্ব্ব সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম হ'লো ক্রমে,

চন্দ্র-সূৰ্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে,

লক্ষ্মী-রাহ-মুখে লীন ।

অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,

যাহুকর-জাতি মত্তে উড়াইল,

কেমনে হরিল কেহ না জানিল,

এরি কৈল দৃষ্টিহীন ।

ভুঙ্গদীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,

সার শস্ত্র আসে, যত ছিল দেশে,

দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে,

হায় গো রাজা কি কঠিন ।

তাঁতি কর্ণকার, করে হাচাকার,

হতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,

দেশী বঙ্গ, অঙ্গ বিকায় নাক আর,
হলো দেশের কি হৃদ্বিন।
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বশন বিনা কিসে র'বে লাজ,
ধ'রবে কি লোক তবে দিগন্তরের সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপিন।
ছুচ স্মৃতি পৰ্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটা আলিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন। ২৫

মনোমোহন বন্দ্য।

কি'রিট—আড়াঠেকা।

ভারতীয় আৰ্য্যনাম এখনো ধরায় ?
আৰ্য্যের শোণিত আজো আছে কি শিরায় ?
তা' যদি থাকিত তবে এ দশা কেন রে হ'বে,
কেন বা ভাসিতে হ'বে নয়ন-ধারায় ?
আৰ্য্যনামে পরিচয় দিবার এ কাল নয়,
অনার্য্য অধম এবে ভারতবাসী ;—
আৰ্য্য স্বাধাতে রবে, ভারতে নাহি তা' এবে,
মুখে আৰ্য্যনাম ভাণে গৌরব কোথায় ? ২৬
রাজকৃষ্ণ রায়।

(কোথায় আনিলে আশায়—হৃদয়)

বাসেই—আড়াঠেকা ।

কোথা সে অযোধ্যাপুর, মথুরা এখন,
 কোথা সেই কুরুক্ষেত্র সময়-প্রাকণ ?
 কোথা সে বীরত্ব লীলা, কোথা সে অসির খেলা,
 কোথা সেই হৃৎকোর ক্ষয়কম্পন ।
 কোথা সেই ধনুর্কাণ, কোথা বীর-কণ্ঠগান,
 কোদণ্ড-টঙ্কার ঘোর এবে রে কোথায় ।—
 বীরমাতা হ'য়ে তুমি, হইলে অবীর তুমি,
 ভাবত রে, ভাগ্যে তোর বিধি বিড়ম্বন । ২৭ ঐ ।

পরজ-খাণ্ডাজ—যযাযা ।

কলকণ্ঠময়ী গঙ্গে ! এখনো সাগরপানে
 কোন মুখে ঢলি চলেছ মৃদল তানে ।
 পূর্বে তুমি দিবানিশি কনক-কণিকারানি
 প্রবাহে বহিরা তব, ধাইতে মধুর গানে ?
 এবে এ ভারতে আর কই স্বর্ণ-কণাভার,
 রাশি রাশি পঙ্ক, সতি ! ভারত ভরিয়া ;
 এ পঙ্ক লইয়া মিছে কেন যাও সিঁহুকাছে,
 যেও না যেও না আর, ফিরহ পুন উজানে । ২৮ ঐ ।

সাহাবা—খাণ্ডাজ ।

জানি আমি, কেন গেল ভারতের সিংহাসন,
 জানি আমি ভারতের বুকে কেন হত্যাশন,

কেন যে ভারত হেন, এ ঘোর কুদিন কেন,
 তাও জানি, আরো জানি, যা না জানে অশ্রু জন ।
 কিন্তু কি হুঃখের কথা, জানি না কেন একতা
 ভারতবাসীর নাই, এ কি বিধি-বিড়ম্বন ;—
 হায়, কত দিন আর রসানাদ একতার
 লবে না এ মুখ জাতি, ধৈর্যে ধরিয়া মন । ২৯ ঐ ।

গারা—একতাল ।

বল এই কি সেই ভারত । বল এই সেই ভারত হে ।

যে ভারত-বৃক্ষ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ

ফলেছিল শ্রুশোভিত কত ।

যে ভারতের বস্ত্র চন্দ্র সূর্য্য তারা,

অগ্নি বায়ু বারি বজ্র বিদ্যুৎধারা,

যে ভারতের ছিল অধীনেতে ধরা,

যে ভারতের কীর্ত্তি গায় মহাভারত ।

যে ভারতে শত শত মুনি ঋষি,

যাগ-যজ্ঞে রত ছিলেন অহিনিষি,

যে ভারতে ছিলেন সর্পাদবিনাসী,

তবদশী মহেশাদি দেব যত ।

যে ভারতে ছিল বেদাদি প্রধান,

যে ভারতে ছিল ব্রহ্ম-অমুঠান,

যে ভারতে সদা হ'ত সামগান,

যে ভারত ছিল নিত্যোৎসবে রত ।

যে ভারতে ছিল সর্ব্ব কক্ষে ধর্ম্ম,
 আহারে বিহারে ব্যবহারে ধর্ম্ম,
 জীবনে ধর্ম্ম মরণে ধর্ম্ম,

যে ভারতে ক'র্ভেন ধর্ম্মরাজ রাজধ্ব ।
 এই কি সেই তেজঃপুঞ্জ আধ্যাত্মান ?
 কার্য্য দেখে কিছুই হয় না অহুমান,
 মনে হ'লে পরে অ'লে উঠে প্রাণ,
 ব'লব কি আর মনে রইল মনোগত ॥ ৩০

বিকুরাম চট্টোপাধ্যায় ।

দুঃখ বিবৃতি—গোড়া ।

কত দিন দহিবে এ তুষ-অনলে (হায়) মম অন্তর ।
 কে নিবা'বে এ আগুন, কেবা আছে আমার ;
 কত জাতি হ'লো গেল, মম হুঃখ না ফুরাল,
 অদৃষ্টের মন্দ ফল না বুচিল কভু আর ।
 যে ভারত-অয়-রোলে, কাঁপিত জাতিমণ্ডলে,
 সে ভারত পদতলে, কত হুঃখ এবে তার ।
 নিরে যার বৃদ্ধি ভাতি, গর্ব্ব করে কত জাতি,
 সেই আমি হতমতি, করে সবে অনাদর ।
 পূর্ব্ব সুখ মনে হ'রে, দ্বিগুণ জলে যে হিরে,
 অসহ যাতনা ল'য়ে বাঁচি তবে কেন আর ॥ ৩১
 কেশরনাথ ঘোষ ।

[জরাজীর্ণতা-প্রাপ্ত ভগ্নাশ ভারত-সন্তানের স্বদয়োচ্ছ্বাস]

(কি আর জানাব নাথ—হয়)

গাহাড়ী—ঝাড়া ।

নির্করণ আশার দীপ, সব অন্ধকার ।

পারি না বহিতে এ পাপ জীবন আর ॥

রোগে শোকে জীর্ণ জর। জীয়ন্তে হ'য়েছি মরা ।

মিছে কেন বশুন্ধরা, বহ এ দেহের ভার ।

নিজ দেহে দেহ ঠাই, মাটি হ'য়ে মিশে যাই,

লুপ্ত হ'ক একবারে, শেষ চিহ্ন অভাগার ।

ভালবাসা স্নেহ প্রীতি, মুছে ফেল পূর্বস্মৃতি,

বাসিয়াছ যারা ভাল নিজ গুণে আপনাব,

কান্দা'য়েছি, কান্দিয়াছি, এই শেষ ভিক্ষা যাচি,

অরিও না হতভাগ্যে ফেলিও না অশ্রুধার ।

অশ্রুযোগ্য নয় সে যে কর্মক্ষেত্র যেই তাজে,

না উৎসর্গি দেহ প্রাণ, করিতে দেশ উদ্ধার । ৩২

দাবকানাথ গাঙ্গুলী ।

গাহাড়ী—ঝাড়া ।

ভারত হুঃখিনী আমি পরভাগ্য পরাধিনী,

কেমনে এ পাপ-মুখ দেখাইব কলঙ্কিনী,

মৃতপ্রায় অধোমুখে, কলঙ্কী সন্তান বুকে,

কান্দে পর-গঞ্জনায়ে, কান্দি আমি অভাগিনী,

চন্দ্রসূর্য্য-বংশে আজি নিস্তেজ নক্ষত্ররাজি,

বিরাজে, কহিব কা'রে হেন হুঃখের কাহিনী ।

অন্নমতি হীনপ্রাণ, অর্ঘ্য তেজ অভিমান,
 হারাইয়া পরপদ সেবিছে দিবাযামিনী ।
 হিমপিরি ভেঙ্গে পড়, পাতালে প্রবেশ কর,
 কোন্ লাজে উচ্চশিরে চে'য়ে আছ হতমানী !
 সাগর প্রসার প্রাস, এ মাটির দেহ নাশ,
 ৭২৫০৫
 এ কলঙ্ক চিহ্ন বৃকে, মুছে ফেল মা ধরণি,
 চন্দ্র সূর্য্য খসে পড়, এস আদি- অঙ্ককার,
 ঢেকে বাধ পাপমুখ এ অপাব ভুংখগ্নানি ॥ ৩৩
 ——— দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ।
 সিদ্ধু কাকি—টিমতেতাল ।

আসি ভারতভূমে, এক বার দেখে যাও অর্ঘ্যগণ ।
 কোথা ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি আদি জনক সনক সনাতন ।
 বুক ফাটে কি বলিব আর, ভারতভূমি চেনা ভাব,
 নাই আচাব, নাই অধিকাব, আশ্চর্য্য পরিবর্তন ।
 পাপেতে পূরেছে রাজ্য, লোপ হ'য়েছে বৈধ কার্য্য,
 হারাইযে বল বীর্য্য, হলো দাসত্ব অবলম্বন ।
 ছিল যে গৌরব কত, সকলি হইল গত,
 কীর্ত্তি হত, বৃত্তি হত, এবে হত হয় জীবন ।
 ধনধান্য রত্নভার, সব যায় সিদ্ধুপার,
 উঠিয়াছে হাহাকার, কেহ না করে শ্রবণ ।
 রেখে গিয়াছিলে যেই শাস্ত্ররূপ শস্ত্র এই,
 আজও রক্ষা পায় সেই কোন রূপে ধর্ম্মধন ।
 ভ্রাতৃত্ব আর নাই দেশে, দগ্ধ হয় দেশ দ্বেষে দ্বেষে
 আর একবার সত্বদেশে, কর সব ভুংখ মোচন । ৩৪ হিন্দুমেল ।

সিদ্ধু-তৈয়বী—বধামান ।

প্রাণ কাঁদে বলিতে ভারতের বিবরণ ।
 ভূমণ্ডলে নাহি মেলে দ্বিতীয় আর এমন ।
 যেন, নির্মাণ করিয়া ক্ষিতি, আপনি করিতে স্থিতি,
 নিরমিলেন জগৎপতি, এই ভুবন-ভূষণ ।
 ব্রহ্মপুত্র সিদ্ধু নদী, হিমাদ্রি রত্নজলধি,
 চতুর্দিকে শোভিছে কেমন ;
 শোভিতেছে ফল ফুলে, গাইছে বিহঙ্গকুলে,
 নিত্যনব ভাব তোলে, ষড়্ভুত সুখসাধন ।
 ধনধান্য রত্নে ভরা, সুখী তায় সমস্ত ধরা
 ভারতভূমি সুখের প্রস্রবণ ;—
 বিচিত্র নগর গ্রাম, কত যে পবিত্র ধাম,
 ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম, চতুর্বিধ হয় সাধন ।
 রাগ তাল বাদ্যভাণ্ড, কুলশীল ক্রিয়া কাণ্ড
 কোথা আছে ভারতে যেমন ;—
 বেদ আদি শাস্ত্রালাপ, আর সে মহাপ্রতাপ,
 মনে হ'লে অশ্রুজলে ভাসিতে থাকে নয়ন ।
 সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, কত কত মহাবলী,
 করেছিলেন, জনম গ্রহণ ;—
 সসাগরা ধরাতলে, কে ছিল বিক্রমবলে,
 সে ভাগ্য-শম্বী গেছে চলে ;—কি আছে আর এখন ।
 কোথা ভিমাঙ্গুন এবে, ধরিয়া যাঁদিকে সেবে,
 কোথা সে বিক্রমাদিত্যাগণ ;—

কি নক্ষ সমুদ্র গুপ্ত, সব হ'য়েছে বিলুপ্ত,
 স্বদেশে করিতে দীপ্ত, যাঁরা করেন প্রাণপণ ।
 না ভাঙবে যদি কপাল, তবে কি ঘবন-ভূপাল
 পর্শিতে পাবিত এ রতন ;—
 ভারত তোমার সৌন্দর্য্য, ভারত তোমার সুধৈশ্বর্য্য
 হইয়াছে অনিবার্য্য, আপদ বিপদের কারণ । ৩৫
 হিন্দুমেল ।

[ভারত লক্ষীর উক্তি ।]

পাহাড়ী—একতালা ।

দেখ গো ভারত মাতা তোমারি সন্তান ।
 ঘুমা'য়ে রয়েছে সব হ'য়ে হতজ্ঞান ॥
 সব বলবীৰ্য্যহীন, অন্ন বিনা তহু ক্ষীণ ।
 হেরিয়ে এদের দশা বিদরিয়া যায় প্রাণ,
 মরি এ দশা তোমার, হেরিতে না পারি আর,
 অপার অলখিপার চলিলাম ছাড়ি এ স্থান ॥ ৩৬
 নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ক্বিঞ্চিট—মধ্যমান ।

হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল ।
 সোণার ভারত আহা বোর বিষাদে ডুবিল ॥
 শোক-সাগরেতে ভাসি, ভারত-মা দিবানিশি,
 অরি পূৰ্ণ যশোরশি, কান্দিতেছে অবিরল ;
 কে এখন নিবারিবে, জননীর অঞ্জনল ! ৩৭
 উপেন্দ্রনাথ দাস ।

শৌড়—বল্লার।

ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা ! জলদে ; বিহগেরা থ'মো থামো ;

আঁধারে কাঁদ গো তুমি ধরা !

গা'বে যদি গাও রে সবে, গাও রে শত অশনি মহানিনাদে,

ভীষণ প্রলয়-সঙ্গীতে জাগাও, জাগাও জাগাও রে এ ভারতে ।

বন-বীহঙ্গ তুমি ও সুখ-গীত গে ও না

প্রমোদ-মদিরা ঢালি প্রাণে প্রাণে,

মল্লিকা মালিকা এত গাঁথিছে এত হরষে ?

ছিড়ে ফেল বীণা, আজি বিবাদের দিনে । ৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

অরুণোদয়ী ।

তোমারি তরে মা সঁপিছ দেহ

তোমারি তরে মা সঁপিছ প্রাণ

তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,

এ বীণা তোমারি গাইবে গান !

যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল

তোমারি কার্য্য সাধিবে,

যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন

তোমারি পাশ নাশিব ।

যদিও হে দেবী শোণিতে আমার

কিছুই তোমার হবে না—

তবুও গো মাতা পারি তা ঢালিতে

এক তিল তব কলঙ্ক কালিতে,
 নিবা'তে তোমার যাতনা ।
 যদিও জননি, যদিও আমার
 এ বীণায় কিছু নাহিক বল
 কি জানি যদি মা, একটা সন্তান
 জাগি উঠে শুনি এ বীণা তান ! ৩৯
 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

—
 বাহার ।

অগ্নি বিবাদিনী বীণা আর সখি,
 গা লো সেই সব পুরাণো গান,
 বছদিনকার লুকানো স্বপনে,
 ভরিয়া দে না লো আঁধার প্রাণ ।
 হা রে হত বিধি মনে পড়ে তোর
 সেই এক দিন ছিল ;—
 আমি আর্ধ্যলক্ষ্মী, এই হিমালয়ে
 এই বিনোদিনী বীণা করে ল'য়ে
 যে গান গেয়েছি সে গান শুনিয়া—
 জগৎ চমকি উঠিয়াছিল !
 আমি অর্জুনেরে, আমি বৃষিঠিরে
 করিয়াছি স্তন দান,
 এই কোলে বসি বাসিকী কোরেছে
 পুণ্য রামায়ণ গান ;
 আজ অভাগিনী, আজ অনাথিনী

ভয়ে ভয়ে ভয়ে লুকা'য়ে লুকা'য়ে
 নীরবে নীরবে কাঁদি,
 পাছে জননীর রোদন শুনিয়া
 একটা সন্তান উঠে রে আগিয়া—
 কাঁদিতেও কেহ দেয় না বিধি ।

হায় রে বিধাতা, জানে না তাহারা

সে দিন গিয়াছে চলি

যে দিন মুছিতে বিন্দু অজ্ঞান

কত না করিত সন্তান আমার,

কত না শোণিত দিত রে ঢালি । ৪০

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ভৈরবী ।

ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাধুর্বাণি

যত দিন সিঁদু না ফেলিবে গ্রাসি,

তত দিন তুই কাঁদ রে !

এই হিমগিরি স্পর্শিয়া আকাশ,

প্রাচীন হিন্দুর কীর্ত্তি ইতিহাস,

যত দিন তোর শিরে দাঁড়ায়ে,

অজ্ঞানে তোর বক্ষ ভাসাইবে,

তত দিন তুই কাঁদরে ।

যে দিন তোমার গিয়াছে চলিয়া,

সে দিন ত আর আসিবে না,

যে রবি পশ্চিমে পড়ে'ছে চলিয়া

সে আর পূরবে উঠিবে না ।

এমনি সকল নীচ হীন প্রাণ
জনমেছে তোর কলঙ্কী সন্তান
একটি বিন্দু অক্ষও কেহ

তোমার তরে দেয় না ঢালি ।

যে দিন তোমার তরে শোণিত ঢালিত,
সে দিন যখন গিয়াছে চলি,
তখন ভারত কাঁদরে ।

তবে কেন বিধি এত অলঙ্কারে
রেখে'ছ সাজারে ভারত-কার ?
ভারতের বনে পাখী গায় গান,
স্বর্ণ-মেঘ মাথা ভারত বিমান,

হেথাকার লতা ভুলে ফল ভরা,

স্বর্ণ-শস্ত্রময়ী হেথাকার ধরা,

প্রহুঁত তটিনী বহিরে যায় ।

কেন লজ্জাহীনা অলঙ্কার পরি,
রোগ-শুষ্ক মুখে হাসিরাশি ভরি, ^

রূপের গরব করিস হার,

যে দিন গিয়াছে সে ত কিরিবে না

তবে রে ভারত কাঁদ রে ।

ভারত তোর এ কলঙ্ক দেখিয়া,

শরমে মলিন মুখ লুকাইয়া,

আমরা যে কবি বিজনে কাঁদিব,

বিজনে বিবাদে বীণা কঁদারিব,

তাতেও যখন স্বাধীনতা নাই,

তখন ভারত কাঁদে রে। ৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাকি—৪৭।

কে তুমি বিজনে বসি কপোলে রাখিয়া কর;

কি তাপে তাপিত তুমি নয়নে করে নিবর,

যেন নভচ্যুত নক্ষী, কাননে পড়ে'ছে ধসি;

অথবা বিজলীরাশি, ত্যজে জলধনিকর।

এমন কণ্টকবনে, এমন অমূল্য ধনে;

কে রেখেছে সংগোপনে, হ'য়ে কঠিন অন্তর?

চিনে'ছি চিনে'ছি মরি, এ যে ভারতশুদ্ধিরী;

হুঃখিনী করে'ছে অরি, কাঁদিয়ে ভেসে'ছে স্বর। ৪২

রাধানাথ মিত্র।

পাহাড়ী জংলা—চুংরি।

ভারত যো দীন, সো দীন রে!

কত কাল গেল, কত কাল এল;

রহে জ্বীন রে।

কত শত দেশ, ধরে রাজবেশ;

কত চুং শেখ, নাহি হ'ল রে।

হুটি অন্নলাগি, পরদারভাগী,

নিজ ধনে যোগী আজি তুমি রে।

কোটি কোটি স্মৃত, হবে পরাহৃত ;
 কত্র রাজপুত্র, শুধু নামে রে ।
 পরে ছিন্ন বাস, মুখে শোক-হাস ;
 সদা স্বদিত্বাস, প্রাণভয়ে রে । ৪৩
 বাধানাথ মিত্র ।

(এক দিন যদি হবে স্মর)

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

কোথায় রহিলে সব, ভারত-ভূষণ ;
 এক বার এসে হুঃখিনীয়ে কর দরশন ।
 সুরমা কুসুমবন, দাবানলে দহে যেন,
 নির্ভর স্থাপন পদে করিছে দলন ।
 কোথা রাম রঘুমণি বীরব-ধীরত্ব-ধনি,
 কোথা সীতা, কোথা সতী ভারতের প্রাণধন ;
 কোথা ভীষ্ম ভীমার্জুন, কোথা যোগী অবিগণ,
 কোথা সেই নবরত্ন অমূল্য রতন ।
 অজ্ঞানতা-অন্ধকারে, অধীনতা-পারাবারে,
 ভাদিছে ভারত ঐ, ভরসা নাহি সংসারে ;
 অননীর এ যাতনা, কেউ দেখেও দেখে না,
 পথিক বলে সবে মোহ নিদ্রায় মগন । ৪৪
 অনন্সচন্দ্র মিত্র ।

[বিষণ্ণা ডারভী ।]

জয়জয়ন্তী—একতালা ।

মনোমোহন মুর্তি আজি মা তোমার,
 মলিন হেরিতে মাগো পারি না যে আর ।
 কেন মা আজি নীরব, বীণার কাকলি তব,
 কেন বা পড়িয়ে বীণা আছে এক ধার ?
 নাহি ভবভূতি ব্যাঘ, নাহি মাঘ কালিদাস,
 তাই কি মলিন বেশে কঁাদ অনিবার ?
 পর-ভয়ে স্বর তুলে, পার না স্বদয় খুলে,
 গাইতে স্বাধীন ভাবে কঙ্কারিয়া আর ?
 তাই তব অশ্রু-জল, করে কি মা অবিরল,
 তাই কি নীরব তব বীণার কঙ্কার ।
 লও বীণা তুলি করে, মধুর গভীর স্বরে,
 গাও মা স্বর্গীয় গীত জগতে আবার । ১৫
 বিজ্ঞানলাল রায় ।

সিদ্ধিচরিত্রী—একতালা ।

(কঁাদ রে কঁাদ রে আর্ধ্য ।)

কঁাদ রে কঁাদ রে আর্ধ্য কঁাদ অবিরল ।
 শুকা'বে জীবন-নদী শুকা'বে না আঁধি-জল ।
 এ জগতে একা বসি, কঁাদ হুখে দিবানিশি,
 নয়নের জলে তোর ভাসাইয়ে ধরাভল ।

কাদ রে কাদ রে আৰ্য্য কাদ অনিবার ।
 পেয়েছিলি এক দিন যবে প্রাণ ভরে ।
 হাসিতিস্ আৰ্য্য তুই জগত-ভিতরে,
 সে দিন নাহিক আর, কাদ তবে অনিবার,
 নিবিবে জীবন-দীপ নিবিবে না চিতানল ।
 কাদ রে কাদরে আৰ্য্য কাদ অবিরল । ৪৬
 বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায় ।

(কেন ভাগীরথী ।)

কেন ভাগীরথী হাসিয়ে হাসিয়ে
 নাচিয়ে নাচিয়ে, চলিয়ে যাও গো ।
 চলিয়ে চলিয়ে সৈকত-পুলিনে,
 বহি এ ভারতে কি সুখ পাও গো ।
 নিরখি মা আজ ভারতের দশা,
 এ হুখে আনন্দে কি গান পাও গো ।
 কি সুখে বল মা নীলাশ্বর পরি,
 হরবিত মনে সাগরে যাও গো ।
 অধীন ভারতে বহি(ও) না মা আর,
 এ কলঙ্ক-রেখা মুছা'য়ে দাঁও গো ।
 উথলি তটিনী গভীর পরজে,
 সমুদ্র ভারত-জদর ছাও গো । ৪৭

বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায় ।

সঙ্গীত মুক্তাবলী ।

৫

স্বাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও ।
কাপিল দেশ, তুরগ-গজ-ভারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও ।

৬

তব জল-তীরে, পৌরব-বাদব,
পাতিল রাজ-সিংহাসন ও ।
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও । ✓

৭

দেখিলে কি ভূমি, বৌদ্ধ-পতাকা,
উজ্জৈতে দেশ বিদেশে ও ।
তিব্বত-রাজ্য, ব্রহ্ম তাতারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও ।

৮

এ জল-ধারে, ধারৈ-বহিল কভু,
প্রেম বিরহ-আধি-নীর ও ।
নাচিল গাইল, কত সুখ সম্পদ
এ তব সৈকত-পুলিনে ও ।

৯

এ তম্ব-মুকুরে, আসি পূর্ণশশী,
নিরখিত সুখ হবে শরদে ও ।

ভাসিত লশ দিশি, উৎসব রঙ্গে,
প্রাবিতো চিত্ত-সুখ-উৎসে ও ।

১০

সে তুমি সে শশী, ধীর অনীল সে,
তবু সব পক্ষ্ম বিবাদে ও ।
নাহিক সে সব, প্রয়োদ উৎসব,
প্রাসিল সকলে কালে ও । //

১১

যে দুর্গলী-রঙ্গে, নিবিড় নিশীথে,
উদ্ভাসিত ব্রজ-বালা ও ।
আকুল প্রাণে, তব তৃপ্ত-পাশে,
ধাইত রব সন্ধানে ও ।

১২

বর্জিত বিরহে, শ্বাস-পবন কত,
বিরচিতো বলি তব জগদে ও ।
স্বপ্ন-সমাপনে, পুন এই দর্পণে,
প্রতিবিম্বিতো মিত হাসি ও ।

১৩

সে সব কোতুক, কাল-কবল আজি,
লেশ না রাখিলে শেষ ও ।
কই সেই গৌরব, নিকুঞ্জ-সৌরভ,
হ'লো পরিণত শত কাহিনী ও ।

১৪

কছু শত ধারে, এ উভ পারে,
 পাঠান আকগান যোগল ও ।
 চালিল সেনা, জাসি নিবাসী,
 ঘোর সে ভারত বন্ধনে ও ।

১৫

অহো ! কি কু দিবসে গ্রাসিল রাহ,
 মোচন হইল না আর ও ।
 ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালাট,
 লুটি নিল কা ছিন সার ও ।

১৬

সে দিন হইতে, অন্ধ মনোগৃহে,
 পরবল-অর্গল-পাতে ও ।
 সে দিন হইতে, অশান ভারত,
 পর-অসি-ঘাত-নিপাতে ও ।

১৭

সে দিন হইতে, তব অল তরলে,
 পরশে না কুলবালা ও ।
 সে দিন হইতে, ভারত-নারী,
 অবরোধে অবরোধিত ও ।

১৮

সে দিন হইতে, তব তট গগনে,
 নৃপুং-নাথ বিনীরব ও ।

জাতীয় সঙ্গীত ।

সে দিন হইতে, সব প্রতিভূলে,
যে দিন ভারত-বন্ধন ও । ✓

১৯

এ পরঃ-পারে, কত কত জাতীয়,
ভাঙিল কত শত রাজ্য ও ।
আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজ্য,
রচি ঘর কত পরিপাটী ও ।

২০

কত শত দুর্জয়, দুর্গম দুর্গে,
বেড়িল তব তট-দেশে ও ।
নগর প্রাচীরে, ঘেরিল শেষে,-
চির-যুগ সন্তোষ-আশে ও ।

২১

উপহসি সর্কে, মানব-গর্কে,
কাল প্রবল চিরকালে ও ।
গৃহ গড় পুঞ্জ, কতিপয় তুঞ্জ,
রাখিল করি বিকল-কৃতি ও । /

২২

ঐ পুরোভাগে, ভয় বিভাগে,
গৃহবর শেষ শরীরে ও ।
দেখিছ যে সব, উজ্জল লেখা,
সে গত বোবন-রেখা ও ।

২৩

এর অলিন্দে, শুল্করী-বৃন্দে,
মোগল নরপতি-কেশরী ও ।
বসি ও মর্দরে, উল্লাস-অন্তরে,
তৌলিত মোহন রূপে ও ।

২৪

কতু এ গবাক্ষে, কোতুক চক্ষে,
নিরখিত পরিজন লইয়ে ও ।
নিম্ন প্রদেশে, সে গজ-মুখে,
ভীষণ প্রাণ-বিনাশক ও ।

২৫

এ কর-মাবে, নারী-সমাজে,
বসি কতু খেলিত চৌসর ও ।
রাখিত পাশে, সে তরবারী,
কাকর-কণ্ঠ-বিদারী ও ।

২৬

কৈ ? সব আজি, সময়-সমুদ্রে,
মজ্জিত সহ শত আশা ও ।
দেখিল শত শত, হ'লো কি নিবারিত,
নিহপ মল্লজ-পিপাসা ও ।

২৭

যে গৃহ-পাশে, কাপিত জ্বাসে,
দুপতি-পদবিক্ষেপে ও ।

সে সব ভবনে, কত শত অধমে,
পরিছে মূত্র পুরীষে ও ।

২৮

যে ঘর-মধ্যে, সুরভি সমৃদ্ধে,
সম্মোহিত চিত্ত কালে ও ।
সে সব সদনে, উত্তবে বমনে,
পূতি গন্ধ বিকীরণ ও ।

২৯

যে গৃহ-অঙ্গে, বহুবিধ রঙ্গে,
বিখচিত ছিল মণিরাজি ও ।
সে সব কালে, হরি ! এক কম্বে,—
ঢাকিল লুতা জালে ও । ✓

৩০

ঐ ভব তীরে, শুভ্র শরীরে,
দণ্ডায়িত গৃহ-রাজ ও ।
যার সুরূপে, দিকদিক হইতে,
কর্ষে মন্থজ-সমাজে ও ।

৩১

কত নর-পঙ্করে, নিখিল ইহায়ে,
শোষি পোষিত কোষে ও ।
দর্শাইতে সব, দর্শক লোকে,
ঐমদা-গৌরব শেষে ও ।

৩২

অহো ! কত কাল, রবে এ জীবিত,
 তটনি ! তট তব শোভি ও ।
 কৃষ্ণ হইয়ে, তব জল নীলে,
 বাঞ্ছিতে মন-অভিলাষে ও ।

৩৩

হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে,
 পরিমিত স্মর-পরমায়ু ও ।
 রহিবে শেবে, এ গৃহ-দেশে,
 আকাশে স্মৃৎ বায়ু ও ।

৩৪

যদি এই শেব, রবে সব শেব,
 জীবন-স্বপন প্রভাতে ও ।
 তহু মন করিয়ে, হৃৎ শত সইয়ে,
 রিছে লোক কি আশে ও ? ৫৮
 গোবিন্দচন্দ্র রায় ।

ভারত-বিলাপ ।

ধাওয়াল-লক্ষ্মীমুনি ।

কত কাল পড়ে, বল ভারত রে !
 হৃৎ-সাগর সাঁতারি পার হবে ।

(৩) এই কবিতাটিকে সঙ্গীত রাসিকিতে হিন্দুস্থানী ধরণে গান করা
 যাইতে পারে ।

বিবিধ ।

তিলকামোর—খাঁপতাল ।

(বন্ধে মাতরং)

সুজলাং সুফলাং, মলয়জ শীতলাং,

শস্য জামলাং, মাতরং ।

শুভ্র জ্যোৎস্না পুনর্কিত বামিনীঃ

~~কল কল কল~~

বাণ মৃগ

লাবণ্য তবু অগার, বনকূলে অশোভনা ।

নাহি লিন বেগে, বল কি ভাবিছ বনে,

জলধি বাও ভেসে, কোন ছুখে বিনোদিনী ।

তোমারই হৃদয় তরা লজ্জা মালা অসি,

মন্দিরে মন্দিরে লাল গনী ।

অং হি দুর্গা দশ প্রহরগ-ধারিনী র এ হৃদয়া,

কমলা কমল-দল-বিহারিণী হি জানি । ৫০

বাণী বিদ্যাদারিনী বিজ ।

নমামি ত্বাং ।

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং

সুজলাং সুফলাং মাতরং

বন্ধে মাতরং ।

শ্রামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং

ধরকীং ভরকীং মাতরং । ৫১

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

[জন্ম-ভূমি]

বিষিট বাবাজ—ভূমি ।

কত প্রিয়তম, কে বুঝিতে পারেন,

সুখ-জন্মভূমি, জননীসম রে ।

শ্রামল হৃদয়, মনচিহ্ন-হর,

রিছে লোক—

মোবিন্দচন্দ্র রায়

ভারত-বিলাপ ।

বাবাজ—দেবীভূমি ।

কতই স্নেহমাধা, বত বালা-সখা,

সুখ-স ছিল পুষ্পিত যে বনে ধরে ধরে ।

প্রেম-কমলিনী,

হ'লো বিকশিত যেই সুখ-সরে ।

সে শ্বশু-সরসে পরিমল আশে

ভূষিত মানস-মরাল বিহরে ।

সেই পুণ্য দেশে, ফল ফুলে হাসে,

কল্প-কানন এ অবনী-মাঝারে ।

সে দেশের তরে, হু নয়ন করে,

হেরি ভয় দশা জয় বিদরে । ৫২

আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

[বঙ্গভাবার ঐতি ।]

(এক দিন হবে যদি—হয়)

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

বানসে বসি, কে তুমি বল রমণি ।

ভাব সুন্দর অতি, নব রসে রসবতী

শত কোটি চন্দ্র-জিনি ঐভাময় মুখখানি ।

নাহি কোন অলঙ্কার মণি মুক্তা চন্দ্রহার,

লাবণ্য তবু অপার, বনফুলে স্রোতিণী ।

বিষাদে মলিন বেশে, বল কি ভাবিছ বসে,

নয়ন-জলে যাও ভেসে, কোন্‌ দুঃখে বিনোদিনী ।

ছাড় ঐ জীর্ণ বান্ধি তরা লহ মালা অসি,

আমি যাহা ভাল বাসি, সাজ রণ-বিলাসিনী ।

পথিক বলে মাতৃভাবা, হায় তোমার এ দুর্দশা,

কত দিনে মনের আশা, পূর্ণ হবে নাহি আনি । ৫৩

আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

(যুক্তশাসন আইন সম্বন্ধে — ১২৮৬ সাল ।)

খাষাধ—আড়ঠেকা ।

ছিল গো ভারত তব একই অধিকার ।

তাহেও বঞ্চিতপ্রায় হইলে এবার ।

অবিচার উৎশীড়নে, দহিলে পরাধ-মনে,

যুক্তকণ্ঠে স্বাধীনতা, ছিল তব কাদিবার ।

দুঃখ-দাবানলে দহি, দুঃখের কাহিনী কহি,

একই উপায় ছিল, শাস্তিবারি লভিবার ।

এমনি কপাল তোর, দুঃখদাহে দহি ঘোর,

সে ঘোর দুঃখের কথা, কহিতে নারিবে আর । ৫৪

শ্রীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ।

রামপ্রসাদী হর ।

মন রে তোর কি বিবেচনা !

(আহা) রাজমাতা এ ভারত করেন পরের আরাধনা ।

দুঃখিনীর দুঃখ দেখে, তোর কি দুঃখ হয় না ।

অমূল্য ধন তার, পেছে চুরি তাই ত তাঁর এ যাতনা ।

কেন যে এমন হ'ল জেনেও যেন জান না ।

দেশী খাবার কেলে দিয়ে খেতে চাও বিদেশী খানা ।

হ্যাট কোট পেটুলন ভাল, খুতি চান্দর ভাল লাগে না ।

খারাপ পরের লও রে বেছে, ভালগুলি কেন শিখ না । ৫৫

রাধানাথ মিত্র ।

কালেকড়া—আড়াঠেকা ।

এস হে ভারতবাসী প্রীতির কুসুম-হারে,
 পূজিব সকলে মিলি বীণাপাণি সারদারে !
 ওঠ বান্দুকি ব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
 বাজাও ভৈরবে বীণা গভীর মেঘ-মল্লারে !
 ওঠ অয়দেব বসন্তে, মধুর মুরলী-সঙ্গে
 বাজাও মধুর তানে বৃহৎ বসন্তবাহারে !
 কেন রহিলে নীরবে, গাও একতানে সবে,
 আগায়ে ভারত স্মৃতি গিরি বন পারাবারে ! ৫৬
 গোবিন্দচন্দ্র দাস ।

হুলতান—আড়াঠেকা ।

বহু দিন হ'তে রে ভাই জিহীনা অমরাপুরী,
 আগের নাহি সে কিছু ঐশ্বর্য্য রূপ-মাধুরী ।
 অশ্রুর দাম্পত্য বশে, প্রবেশি ত্রিদিব-দেশে
 লুটিয়াছে রত্নাগার—কহিছুর গে'ছে চুরি !
 দেবতার স্মৃতি যাঁহা, দানবের ভোগে তাঁহা,
 কত কষ্ট অমরের—আহা আহা মরি মরি !
 সহে না পরাণে আর, এ যাতনা অনিবার,
 এস ভাই একবার সবে প্রাণপণ করি—
 ভাগ্য-সিদ্ধি দেবতার, বহুতর গর্ভে তার—
 উদ্যম-মল্লকে মখি আশার বাসুকী ধরি ।
 উঠিবে সে ঐরাবত, ধন রত্ন শত শত,
 লইয়া অমৃত-কুণ্ড উঠিবে সে ধ্বজধরী ।

যদি উঠে হলাহল, করিব কঠোর তল,
বল না কি ভয় তাহে ? প্রতিজ্ঞা “বাঁচি কি মরি” । ৫৭
গোবিন্দচন্দ্র দাস ।

[অন্নভূমি]

অংলাট—খেমটা ।

জননী অন্নভূমি স্বর্গ ভূমি মহীতলে ।
পূজিব পা-দুখানি আজি মোরা অঞ্জলি ।
আমরা অভাজন, জানি না মা কেমন
তবু মা পালিতেছ অন্নজলে রাধি কোলে ।
নাহি মা অঙ্গে বল, সঞ্চল অঞ্জলি,
দিব তাই ভক্তি-হুলে স্ত্রীমল পদ-কমলে ।
হৃদয়ের ছিন্ন তারে, ডাকি আজ মা তোমারে,
অদরে ভাত' তুমি কুল খেত শতদলে । ৫৮
কালীপ্রসন্ন ঘোষ ।

[আবাহন ।]

কাহ্নি—একতালা ।

উর গো বাণি বীণাপাণি
উর গো কল্প-কাননে ।
উর গো বঙ্গ-বিনোদিনী আজ,
বীণার মধুর নিঃসনে ।

আছে দেহ, তাহে নাহি প্রাণ,
না চলে ধমনী, নাহি জ্ঞান ;
প্রাণময়ি কর প্রাণ দান ।

পীযুষ-শক্তি দিঞ্জে ।
আছে আঁধি নাহি দেখি তায়,
জীবিত না মৃত, হা কি দায়,
জীবনে জীবনী দেও মাতঃ,
তাড়িত-তেজ-ক্ষুরণে । ৫৯

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ।

[ভারতোক্তি ।]

বাগেশ্বরী—অলদ তেতাল ।

রে বিধি ! কেন আমারে, নানা রত্ন অলঙ্কারে,
ভূষিত করিয়াছিলে ।

এতেক সদয় যদি, না হ'তে তুমি রে বিধি,
আসিতো না নির্ঘ্যাতিতে নানা জাতি দম্ভ্যললে ।
ছিহ্ন ভূবে সিদ্ধ্ব অলে, আদরে হ'করে তুলে,
হিমাদ্রি-কোলেতে কেন আমারে স্থাপিলে ।

করিয়ে পরের দাসী, পরের অন্ন প্রত্যাঙ্গী,
তবে কেন ওরে বিধি, আগে মান বাড়াইলে ।
আর্য্যকুল-নারী আমি, আর্য্য-ধর্ম্ম অহুগামী,
যবন-করেতে তুমি, আমারে সমর্পিলে ।

বিস্তৃত ঐ সিঙ্কুনীরে, কেন না ডুবা'লে মোরে,
ঘটিত না এই সব তা হ'লে এ দৃষ্ট ভালে । ৬০

দীননাথ ধর ।

(দিল্লী-দরবার ।)

আজি কিসের এ দিন !

করহ চিন্তন, ভারত-সত্ততিগণ ।

যেই সুবিখ্যাত স্থানে, ভারত-আদি ভূপগণে,

আর্য্যজ্ঞাতি যশঃ-কীর্ত্তি করিল স্থাপন,

ভারতেরি ভাগ্য ক্রমে, আজি সেই পুণ্যভূমে,

অধীশ্বরী ভিক্টোরিয়া হইছে ঘোষণ ।

জ্যোতিহীন আর্য্যজ্ঞাতি, নাহি সে অন্তর-ভাতি,

অলীক আলোকে তাই পুলকিত মন ।

পিতৃগণ যে প্রদেশে, ধারিত বীরের বেশে,

আজি তথা নটসাজে আর্য্যের নন্দন ।

পূজি যথা স্বর্ঘ্যদেবে, পূর্ব পূজা আর্য্য সবে,

যবন স্নেহে পদে করিল দলন ;

আজি আর্য্যসুত তথা, প্রাণভয়ে হেটমাথা,

দেবমালি পূজিতেছে স্নেহেরি চরণ ।

এ দীন দৃষ্ট মানসে, ভাবিয়া দীন প্রকাশে,

পুত্রহীন ভীষ্মার্জুন, প্রকৃত বচন । ৬১

দীননাথ ধর ।

বসন্ত বাহার—একতারা।

অঁধার ভারতে আলো কে আর আলিবে রে।
 আলোকিতে ছিল যারা, একে একে গেছে তারা,
 ত্যজি যায় সুখ-তারা, যেমন প্রভাতে রে।
 বিদেশী-চাতক আসি, পিয়িতেছে জল রে।
 হুখে ভারতজননী, করিছে রোদন-ধ্বনি,
 হারাইলে মণি ফণী, যেমন বিবাদে রে।
 আর কি চকোর হাসি, পিয়িবে রে সুধারাসি,
 পূর্বে ভারত-শশী যেমন উদিলে রে।
 ভারত বিহগগণ, গাবে কি মধুর গান,
 তারা পূর্বে যেমন, গাইত উল্লাসে রে।
 সে সুখের দিন হয়, আসিবে কি পুনরায়,—
 পলাবে কি ছুরালয়, ভারতের মসী রে।
 অঁধার ভারতে আলো কে আর আলিবে রে ॥ ৬২

অবিনাশচন্দ্র মিত্র।

(অগ্নি হৃৎময়ী উবে—হর।)

ললিত—আড়া।

যদি গাবে গাও বন্ধে হৃৎকের কাহিনী।
 মিলিয়া সহস্র স্বরে মাতাও মেদিনী ॥
 কামিনী-কোমল-গানে, মোজ না যুবকগণে—
 রসাতলে যেও না কো মদিরা সেবনে ;
 উষোধিয়া সাধুভাবে, আগাও নিস্ত্রিত জীবে,
 পুলকে বন্ধের অঙ্গে নাচুক ধমনী।

আর দুখ সহে না, দেখিলে যাতনা,
 দিবা নিশি দেখিতেছ তবুও ভাব না ;
 বঙ্গের বিলাপ গীত, উঠুক গগণে,
 ভাসুক নয়ন-নীরে, বঙ্গের ভামিনী । ৬৩

জগদীশ্বর সেন ।

(ধস্ত ধস্ত ধস্ত আজি—হর ।)

কিঁকিট—একতারা ।

আয় রে আয় ভারতবাসী, আয় সবে মিলে,
 প্রণমি ভারত-মাতার চরণ-কমলে ।
 আয় রে মুলমান ভাই, আজি জাতি-ভেদ নাই,
 এ কান্ডেতে ভাই ভাই, আমরা সকলে ।
 ভারতেব কাজে আজি, আয় রে সকলে সাজি,
 ঘরে ঘবে বিবাদ যত, সব যাই ভুলে ।
 আগে তোরা পর ছিলি এখন তোরা আপন হ'লি,
 হই রে তবে গলাগলি, ভাই ভাই ব'লে ।
 ভারতেব যেমন মোরা, ও রে ভাই তেমনি তোরা,
 ভেদাভেদ যত কিছু, কোথা গে'ছে চলে ।
 আয় রে ভাই সবে মিলি, মাখি ভারতের ধূলি
 এমন আর পবিত্র ধূলি, নাহি ভূমণ্ডলে ।
 এ ধূলি মস্তকে ল'য়ে ভাবেতে প্রমত্ত হ'য়ে,
 সিন্ধু যবন কাজ করিব, জাতিভেদ ভুলে ।
 এই ধূলিতে আকবর তোদের,
 এই ধূলিতে জিরাম মোদের,

আরও শৌর্য বীৰ্য কত, মিশিয়াছে কালে ।
 ওরে ভাই এ ধূলির গুণে, ঋটি সবে প্রাণপণে,
 ভারতের দুর্দশা মোরা, নাশিব সমূলে ॥ ৬৪
 অশ্বিনীকুমার দত্ত ।

বেহাগ—আড়া ।

আয় আয় সবে ভাই যাই দ্বারে দ্বাবে,
 ভারতের ভাগ্য দেখি ফেবে কিনা ফেরে ।
 সোণার এই রাজ্য ছিল, ক্রমে ক্রমে সকল গেল,
 এমন যে ভারতবর্ষ গেল ছারেখারে ।
 অন্নপূর্ণ রাজ্যে হা রে, হা অন্ন হা অন্ন করে,
 লক্ষ্মীর ঘরে এমন কষ্ট কে সহিতে পারে;
 ছিল ধন-খাত্তে ভরা, হ'ল এমন কপাল পোড়া,
 অন্নভাবে হা হতোহস্মি, প্রতি ঘরে ঘরে ।
 এই দেশেতে ভুলা হয, এই ভুলা বিলাতে যায়,
 এই ভুলাতে কাপড় তথায়, বোনে মাঞ্চেষ্টারে ;
 মাঞ্চেষ্টার হ'তে এসে, ঘরের টাকা নেয় রে শুবে,
 এ দিকে দেশের তাঁতি, অনাহারে মরে ।
 এই কি দেশের ভালবাসা, তাঁতি ভাইদেব এই দশা,
 তাদের এই দুঃখ তোরা, দেখিন্ কেমন করে ;
 আয় রে চেষ্টা করি সবে, দেশী কাপড় বিক্রী হবে,
 রাজ্যাব দেশী তাঁতি সবে, ধন-রত্ন-হারে ।
 ইংরাজ শিল্পী দেখ গিয়ে, বান্ধালীর টাকা নিয়ে,
 তেতালা চৌতালয় কেমন, স্রুখে বিরাজ করে ;

(আর) বাঙ্গালী শিল্পী যারা, অনাহারে মরে তারা,
 দেখে তাদের এ চূর্ণশা, প্রাণ যে কেমন করে।
 এক সমান জিনিষও হ'লে, যেটী ইংরাজের বলে,
 দেশী জিনিষ ছেড়ে সেট, নেয় কুলাঙ্গারে ;
 কেন কুলাঙ্গার হব, দেশের মোরা ধন বাড়াব,
 মুখে রাখিব যত, দেশী লোকান্দারে।
 আর সবে ধারে ধারে, ভাই সকলের পায়ে প'ড়ে,
 (যাতে) দেশী লোকের টাকা হয়, বলিগে সবারে ;
 বিলাতি কাকিতে ভুলে, আর যেন না টাকা কেলে,
 যতন যেন করে যাতে, দেশের টাকা বাড়ে। ৬৫
 অশ্বিনীকুমার দত্ত।

[নব্য বঙ্গের প্রতি]

(জানি কার কপসাগরে—হর।)

ওরে ভাই কিসের লেগে দিনে দিনে এমন হ'লে।
 ওরে অর্থ্য-কূলে জনম ল'য়ে, সকলই কি ভুলে গেলে ?
 কিসে যে ভাই এমন হ'ল, বিদ্যা বুদ্ধি সকল গেল,
 ওরে কপাল ভেঙ্গে এমন করে কি যে পেল,
 ওরে ইন্দ্রিয় সেবাতে ভাই রে দিবা নিশি মজে র'লে।
 (ও ভাই) নাচে গানে থিয়েটাবে, কেমন এক মূর্তি ধ'রে,
 (বেড়াও) মিলে সব পান চিবিয়ে দলে দলে,
 ওরে দিনান্তরে দেশের দশা একবারও ভাই না ভাবিলে।
 দেশী তাঁতি কর্ণকারে, অনাহারে ভাতে মরে,
 (তুমি) বিদেশী বিলাসের খেঁজে কাল কাটা'লে,

ওরে দেশের ভালবাসা নাইরে জনমিরে আঁখিকূলে ।
ইংরাজী নভেল পড়ে, বেড়াও সদা গরু করি,
ও ভাই অর্থ্য ঋষির গাঁথা বত জলে কেলি,
এ ভাব দেখে তোমার, ভাই রে আমার,
ভাসি সদা নয়নজলে । ৬৬

অধিনীকুমার দত্ত ।

[দিল্লী দরবার ।]

ললিত—একতালা ।

কেন গো আনন্দে আজি সকলে মেতেছে ।
বিজয়-পতাকা কেন বিমানে উড়িছে ॥
আনন্দ-বাজনা বাজায়ে বাজায়ে,
হিন্দু রাজগণ আসিতেছে ধেরে,
ভেটীতে কাহারে পুলকিত হ'রে,
নানা দিক হতে কেন গো আসিছে ।
হেরি কি সভা শোভার বাহার,
হাসিতেছে ধরা আনন্দে অপাব,
কিসের আনন্দ হইল এবার,
তোপের ধনিত্তে ধরঙ্গী কাঁপিছে ।
কোথা জীবীকেশ পাণ্ডবতারণ,
পাণ্ডব প্রোখাল প্রকাশ কারণ,
রাজহুয় কিহে পুনঃ আয়োজন,
এত কাল পরে পুনঃ কি হ'তেছে ॥ ৬৭

কালীচরণ ঘোষ ।

বেহাগড়া ।

ও গান গাস্নে—গাস্নে—গাস্নে ;

যে দিন গিয়েছে, সে আর ফিরিবে না,

তবে ও গান গাস্নে ।

হৃদয়ে যে কথা লুকান রয়েছে, সে আব জাগাস্নে । ৬৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ধিঞ্চিট—একতাল ।

একবার তোর! মা বলিয়ে ডাক,

জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক,

হিমাদ্রি-পাষণ কেঁদে গ'লে যাক,

মুখ তুলে আজি চাহবে ।

দাঁড়া দেখি তোর! আশ্বপূর তুলি,

হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজলী,

প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি,

নির্ভয়ে আজি গাহবে ।

বিশকোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে,

রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,

বিশকোটি ছেলে মাথেরে ঘেরিলে,

দশদিক মুখে হাসিবে ।

সে দিন প্রভাতে নূতন তপন,

নূতন জীবন করিবে বপন,

এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে, সে দিন আসিবে ।

আপনার মাকে, মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভা'রে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপতাপ দূরে যায় চলে,
পুণ্য প্রেমের বাতাসে ।

সেখায় বিরাজে দেব আলীর্কাদ,
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
যুচে অপমান, ভ্রোগে উঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে । ৬৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বাংলা—চৌতাল ।

কোথা গো মা ভিক্টোরিয়া মিনতি করি চরণে ।
মা হ'য়ে মা কেমন ধারা সন্তানে না কর মনে ।
কব কত দুঃখের কথা, জানাব কি মনের ব্যথা,
দয়া কর ও গো মাতা, তব দীন পুত্রগণে ।
চারিদিকে হাহাকার, অসন্তোষের নাহি পার,
অগ্ন্যভাবে বাঁচা ভার, কেমনে ধরি জীবনে ?
অলুগ্রহ নাহি চাই, যেন সুবিচার পাই,
এই ভিক্ষা তব ঠাই, করি মা একান্ত মনে । ৭০

অজ্ঞাত ।

কীর্তন ।

(১৮২০ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় জাতীয় বহাসমিতি উপলক্ষে ।)

কে আছিল দেখুসে এসে, কেমন শোভা হ'য়েছে !

(আজ) দেশ বিদেশের সবাই এসে, আলো করে বসেছে !

(কারো) নাইকো জাতি, কুলের অভিমান ;

(ওরে) কোল দিয়েছে হিন্দু-মুসলমান !

একটি গানে একটি তানে,—সবাই বীণা সেখেছে ;—

(আজ) ভারতবাসী, মায়ের নামে মহাযজ্ঞ মেতেছে ।

(ওরে) সামান্য জন নয়কো এরা,

(একদিন) এরাই ছিল অগণ সেরা ;

(এখন) যতন বিনে, দিনে দিনে,—দশাহারা হ'য়েছে ;

—কপাল দোবে, কালের বশে,—প্রাণে মরে রয়েছে ।

কোথায় গো মা মহারানি !

(আমরা) তোমা বিনে কুল দেখিনি !

“মা” বলে মা ! সবাই যে তোর মুখের পানে চেয়ে আছে ।

“ছেলে” বলে কোলে নে মা ।

ভয়াতুরে অভয় দে মা !

মায়ের পরাণ কেমন ক'রে, চূপ করে আজ রয়েছে । ৭১

স্বরেন্দ্রচন্দ্র বসু ।

[ভারতসভার উৎসব উপলক্ষে গীত ।]

কীর্তন—বেদী ।

আর আর ভাই আরয়ে সব ।

কোটি প্রাণ ধুলে, কোটি তান ফুলে,

কাঁপায়ে গগণ, কাঁপায়ে ভুবন,
জয় জয়ভূমি, জয় জয় রবে ।
শিখ মুসলমান, হিন্দুর সন্মান,
কোটা কোটা ভাই, এক হ'য়ে ঘাই,
কি ভয় কি ভয় আর এ ভবে ? ৭২ অজ্ঞাত ।

—
বেহাগ ।

আগে চল আগে চল ভাই
পড়ে' থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মোরে' কিবা ফল ভাই ?
আগে চল আগে চল ভাই ।

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়
সময় সময় করে' পাঞ্জি পুঁথি ধরে'
সময় কোথা পাবি বল ভাই ?
আগে চল আগে চল ভাই ।

দেখ যাত্রী যায় জয় গান গায়
রাজ পথে গলাগলি ;
এ আনন্দ স্বরে কে রয়েছে ঘরে
কোনে কয়ে দলাদলি ?

বিপুল এ ধরা চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান্ মানব জন্ম,

যারা বসে' আছে তারা বড় মর,
 ছাড় ছাড় মিছে হল ডাই,
 আগে চল আগে চল ডাই ।
 চিরদিন আছি ভিখারীর মত
 জগতের পথ পাশে,
 যারা চলে' যায় কুপা চক্ষে চায়,
 পদধূলী উড়ে আসে ।
 ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে,
 মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
 তা যদি না পার, চেয়ে দেখ তবে
 ওই আছে রসাতল, ডাই,
 আগে চল, আগে চল ডাই । ৭৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

[আশার স্বপন ।]

মিষ্ট-কেশরা—একতারা ।

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
 শুনে যা আমার আশার কথা,
 আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
 প্রাণের তবুও বুচেছে ব্যথা ।
 এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে
 ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে
 কি জানি কখন কি মোহন বলে
 সুমায়ে কণেক পড়িছ হেথা ।

আমি শুনিছ জাহ্নবী যমুনার তীরে
 পুণ্য দেব-স্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
 কৃষ্ণা গোদাবরী নৰ্থদা কাবেরী
 পঞ্চনদকূলে একই প্রথা ।

আর দেখিছ যতেক ভারত সন্তান
 একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান
 আসিছে যেন গো তেজোমূর্তিমান,
 অতীত স্মৃতিতে আসিত যথা ।

ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি,
 ধীর শিশুকুল দেয় করতালি,
 মিলি যত বাল্য গাঁথি জয়মালা,
 গাহিছে উল্লাসে বিজয় গাথা । ৭৪

কুমাবী কামিনী সেন ।

(কামিনী বায়)

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সামাজিক সঙ্গীত ।

নারীজাতীর হীনাবস্থা ।

(সঙ্ঘার ভারত-বন্দন—দ্বয় ।)

বাহার—৭৭ ।

ভারত-নারীর দশা দেখে অশ্রু করে ;

করে নয়নের বারি অবিরত ধারে ।

নাই জ্ঞান, নাই মান, সবে করে অপমান,

- - মাছুষ বলিয়া কহু কেহ না আদরে ।

ক্লীড়ার পুতলি প্রায়, অথবা দাসীর স্তায়,

বার্ষপণ পুরুষেরা সদা ব্যবহারে ।

হার ববে নিরঞ্জে এ সব একান্ত মনে—

ভাবি, দংশে চিন্ত-দেহ কালবিষধরে ।

ইচ্ছা হয় সব ছাড়ি, এদেরে মোচন করি,

সঁপি, আছে বাহা কিছু, ইহাদের তরে । ৭৫

ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ।

(কত কাল পরে—দ্বয় ।)

বাহার—লক্ষ্মীটুংরি ।

না আগিলে সব ভারত-সমনা,

এ ভারত আর জাপে না জাপে না ।

অতএব আগ, আগ গো ভগিনী,
হও "বীর-আয়া, বীর-প্রসবিনী ।"
তুনাও সন্তানে, তুনাও ভবনি,
বীর গুণ-পাখা, বিক্রম-কাহিনী,
সুস্ত হৃদ্য হবে পিয়াও জননী ।
বীরগর্বে তার, নাচুক ধমনী,
তোরা না করিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর আগে না আগে না । ৭৬

— ভারতানাথ গাঙ্গুলী ।

(লক্ষ্মীর ভারত-বন্দন—স্বর ।)

রিমিট—ঠুংরি ।

আজি এ আনন্দ-দিনে মিলে সকলে ;
করি হে আনন্দ-ধ্বনি, হৃদয় ধুলে ।
বঙ্গের যতেক নারী অজ্ঞান-অঁধারে,
পাশবদ্ধ-পাখী-প্রায় ছিল এতকাল ;
চেয়ে দেখ এবে তারা পেয়ে সুসময়,
চলেছে উন্নতি পথে মন-কুতূহলে ।
অমরা কি তবে বল এ শুভ সময়ে,
উদাসীন ভাবে সবে থাকিব ঘুমা'য়ে ?
যার যতটুকু বল আছে দেহমনে,
প্রদানিব তাঁহাদের সহায়তা তরে ।
দুর্কল ব'লে মোরা করিব না ভয়,
এ শুভ কাজে ঈশ হউন সহায় । ৭৭

— আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

[অবরোধ-প্রথা সম্বন্ধে ।]

(লক্ষ্মায় ভারত-বশ—হয় ।)

খিখিট খাখাঝ—ঠংরি ।

কি পাপে পাঠালে বিধি করে বঙ্গনারী ।

প্রকৃতিরঞ্জিত ছবি জন-মনোহারি ॥

জলে স্থলে শূন্যে একা, সুরূপ লাংগ্য মাখা,

এ পোড়া নয়ন আছে, দেখিতে না পারি ।

পিঞ্জরের পাখীসম, দিবানিশি অষ্ট যাম,

যুরে ফিরে এক ঠাঁই, বার বার তা নেহাবি ।

সেই বাড়ী সেই ঘর, সেই দ্বার নিরন্তর,

দেখে দেখে ক্রান্ত আঁখি আর ত দেখিতে নারি ।

এ চক্ষেব কি এই ফল, দিবানিশি অশ্রুজল,

বহিছে অজস্রধারে, যেন নির্ঝরের বারি ।

মোরে অন্ধকাবে রাখ, প্রকৃতির রূপ ঢাক,

তামসী নিশাব সম বোর আঁধার প্রসারি ॥ ৭৮

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ।

ভৈরবী—কাওয়ালি ।

স্মরিলে পূর্বের কথা অশ্রুজলে আঁখি ভাসে ।

পূরব সৌভাগ্যারবি, হায়, পশ্চিম-আকাশে ; —

যে দিন প'ড়েছে ঢ'লে, ভূবেছে সে দিন হতে,

অভাগী ভারতনারী, ঘোর অজ্ঞান তামসে ।

কোথা গাগী, কোথা ধনা, মৈত্রেয়ীর জ্ঞানপণা,

সকলি হ'য়েছে লুপ্ত, করাল কালের প্রাসে ;

সে শিক্ষা সে জ্ঞান বল, কিছু নাই, হা, কেবল
 দুর্গতির শেখ, নারীজন্ম ভারতবরষে ।
 বল হে শিক্ষিত দল, সুশিক্ষার এই ফল ?
 মাতৃকূলে এ দুর্গতি সঙ্কর অনায়াসে !
 এস ভাই কর দান, এই দেহ, এই প্রাণ,
 যে সম্পত্তি আছে, ঢেঁলে দাও মনের হরষে ॥
 তবে আর্থ্য-অঙ্গনার, না রবে এ দশা আর ;
 ভরিবে বিপুল ধরা, পুনঃ তাহাদের যশে । ৭৯
 দ্বারকানাথ গান্ধুলী ।

ভৈরবী-কাওয়ালি ।

চেয়ে দেখ দীনবন্ধু ভারত-রমণী-পানে ।
 কে দেখে তাদের দশা দীননাথ তোমা বিনে ।
 অজ্ঞান-অঁধারে তারা, হ'য়ে আছে পথহারা,
 হইয়ে গো শান্তিহারা ত্রমিছে-ভব কাননে ।
 কোমল কুসুমসম, প্রাণের ভগিনী মম,
 অবরোধ-কারা মাঝে, বিষাদে কাটে জীবন ;
 সমাজ চরণতলে, তাদের সতত দলে,
 রাখ হে রাখ হে প্রভু দুখিনী রমণী গণে ।
 বিধবা-নয়নাশ্রয়, ঝরিতেছে অনিবার,
 ভাসা'য়ে ভারত যদি, দেখিয়ে বাঁচি কেমনে ;
 তোমা বিনে কে গো বল, মুছাইয়া অঁধিজল,
 উদ্ধারিবে দুখীনিরে, জুড়া'বে তাপিত প্রাণে ॥ ৮০
 সুলক্ষীমোহন দাস ।

(কলরে থাক হে নাথ—হর ।)

খিঁকিট—আড়া ।

ভারতনারীর দশা ভাবিতে প্রাণ বিদরে ;
 দেখে বিবাহ-মুরতি হৃদয়নে অক্ষ করে ।
 রূপে গুণে অতুলনা, বস ভারত ললনা,
 দলিত কুসুমসম অনাদরে অত্যাচারে ।
 যে দেশে সাবিত্রী জনা, সীতা দময়ন্তী, ধনা,
 অগ্নেছিল সেই দেশে ঢেকেছে কি অন্ধকারে ?
 ভারতযুবকগণ, কর কর দরশন,
 জননী ভগিনীগণ, ভাসিছে হৃৎধসাগরে ।
 গৃহলক্ষ্মীরূপা বীরা, মৃত প্রায় আছে তাঁরা,
 তাই এত পাপ তাপ, ভারতের ঘরে ঘরে ।
 অবলার যত্ন বিনা, ভারতের এ বাতনা,
 বুচিবে না বুচিবে না শত যুগ যুগাকরে । ৮১
 আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

(কত দিন দহিবে—হর ।)

খাখা—আড়া ।

চেরে দেখ দেখ গুহে ভারত-সন্তানগণ ;
 জননী জন্মভূমি চির বিবাহে মগন ।
 হারাইয়া রক্তাসন, অরণ্যে করে ত্রমণ ;
 অনাদরে অত্যাচারে, নীরবে করে রোদন ।
 অজ্ঞানতা অধীনতা, পাপ তাপ দরিদ্রতা ;
 শত শত চিতানলে ভারতে করে দাহন ।

না জানি কি মহাপাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে ;
 কণকপুতলিশয়, ভারত-রমণীগণ
 শক্তিরূপা যে রমণী, গৃহলক্ষ্মীরূপা যিনি ;
 (সেই) অসহায় অভাগিনী, হেরিতে বিদরে প্রাণ ।
 কিন্তু হায় যত দিন, অবলা রহিবে হীন ;
 রবে চির অন্তগত, ভারত-সুখ-তপন । ৮২
 আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

কত কাল গরে—হর ।)
 কিছুট খাখাজ—লকৌড়ুরি ।
 কত দিন বল ভারত-রমণী ।
 কাঁদিয়ে কাটাবে দিবস যামিনী ।
 অজ্ঞান-আঁধারে, অকূল সাগরে ।
 ডুবিল অবলার জীবন তরলী ।
 তারাও রমণী, রান্নিও রমণী ।
 (তবে) করুণা কেন না করিবেন তিন ।
 যাচে যোড়করে, রান্নির ছয়ারে ।
 খুঁচাও তা'দের হৃৎকের রজনী । ৮৩
 অমরচন্দ্র দত্ত ।

[নরনারী সম্মিলন ।]
 (ধস্ত ধস্ত ধস্ত আজি—হর ।)
 কিছুট—একতাল ।
 আজি শুভদিনে মরি কি আনন্দ হইল ।
 স্বদরে স্বদরে আনন্দলহরী নাচিয়া নাচিয়া উঠিল ।

কিবা স্মৃথে আজি পোহাইল নিশি,
 চালিল প্রকৃতি লাবণ্যের রাশি ;
 উঠিল তপন মুহু হাসি হাসি, উল্লাসে পবন বহিল ।
 ভারতজননী চির বিবাদিনী, পুত্র কস্তা ল'য়ে বসিলা আপনি ;
 বহু দিন পরে দেখে দেখে রে আঁহা কিবা শোভা হইল ।
 ঐ দেখে চেয়ে পত কথা স্মরি, বহিছে নয়নে বিবাদের বারি ;
 ঐ দেখে আশা, ঐ দেখে ঐতি বদনেতে পুনঃ ভাঙিল ।
 যে আনন্দ আজ দেখিলাম সবে, ভুলিব কি প্রাণ যতদিন রবে,
 ওভরিনে আজ মৃত প্রাণে ভাই জীবন-সঞ্চার হইল ।
 যদেশের হিত করিতে সাধন, এস তবে ভাই করি প্রাণপণ,
 হয় বিহু জয় গাও রে সকলে, ভারতের হুঃখ যুটিল । ৮৪
 - আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

সাহাবা—সাপতাল ।

এত দিনে বৃষ্টি, বোন হুঃখনিশা অবসান,
 উদয় মোদের ভাগ্য, উদিত স্মৃথ তপন ।
 জনমে জানিনে কতু, জ্ঞান কি পরম ধন ;
 যুগ যুগান্তর আছি, হ'য়ে অজ্ঞানে মগন ।
 হ'য়ে স্মার্পপরবশ, কারার বন্ধিনীপ্রায়,
 অজ্ঞান-তিমিরে ঘারা রেখেছিল গো সবায়
 ঐ দেখে তারা সবে, সাজিয়ে এসেছে এবে,
 সাজাইতে আমাদিগে, দিবে জ্ঞান-আভরণ ।
 সন্মুখে দেখ না চেয়ে, উপহার-ডালা ল'য়ে,
 ভেটতে আসিছে তারা, চল লই গে বরিয়ে ;

যদি হ'য়ে অশ্রুসর, বাড়াইয়ে দিল'ল কর,
হাত ধরাধরি করি চলি তবে ভাই বোন । ৮৫
অজ্ঞাত ।

[বাল্যবিবাহ ও বৈধব্য ।]

বাহার—৮৭ ।

ডুবিল সোণার দেশ পাপের সাগরে,
পরিপূর্ণ দশ দিক্ ঘোর হাহাকারে ॥
মহাপাপ শিশু বিয়ে, এ দেশে প্রবেশ পেয়ে,
ছারখার করিল রে, স্বর্ণ-ভারতেরে ॥
ধন মান বুদ্ধি বল সব গেল রসাতল ;
জাগ রে ভারতবাসী, উদ্ধার মায়েরে ॥ ৮৬
ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ।

ললিত বাঁধা—একতারা ।

বন্ধে একি দেখি অত্যাচার, গুণ-জ্ঞান-যুত বন্ধেরি সন্তান,
জ্ঞান-অভিধানে করে অভিমান, কিন্তু একি জ্ঞান না পাই সন্ধান,
অজ্ঞানের মত যত ব্যবহার ।
তুৎপোষ্য-বালক বালিকারি সনে, আবদ্ধ করিছে বিবাহ বন্ধনে,
বারেক ভাবিয়ে নাহি দেখে মনে,
কি বিষম ফল ফলিবে তাহার ।
স্বার্থপর হয়ে জনক জননী, সন্তানের শুভাশুভ নাহি গণি,
বাল্য পরিণয়ে করিছে বন্ধন,—একি দেশাচার ।
অন্ধ কি তাহার। নিজমঙ্গল জ্ঞানে, বারেক হেরিয়ে না দেখে নয়নে

কেবল মাত্র এই শিশাচ-বন্ধনে,
 জুখার্ণবে ভাসে কত পরিবার ।
 কতদিনে বিধি অহুঙ্কল হবে, এ দাক্ষণ শ্রুতি বঙ্গ ছাড়ি যাবে,
 মনুষ্যধর্মমতে মানবে চলিবে, যুচিবে এ দেশের রোদন হাহাকর । ৮৭
 কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি ।

[বিধবার উক্তি ।]

লুম্বি ঝিঝিট—পোতা ।

ভারত-শাসন-মাঝে, আমিহে বিধবা বাল্য ।
 বিধেব মুরতি ক'বে, বিধি আমায় পাঠাইলা !
 জানি না কেমন পতি, মনে নাই রে সে মুরতী ;
 তথাপি যুবতী হ'য়ে, পেটে অন্ন নাই হু'বেলা ।
 বিবাহ কি তাও জানিনে, কেবল মাত্র পড়ে মনে,
 অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক জুখের খেলা ।
 পিতা মাতা নিদয় হ'য়ে পরের হাতে সঁপে দিয়ে ;
 ছিঁড়ে নিয়ে কোমল কলি, কটকে গাঁথিল মালা ।
 না বুঝিলেম ভালবাসা, নাহি শ্রুত নাহি আশা ;
 কাবে ক'ব এ জুখশা, কে বুঝিবে মর্ম্মজালা ।
 পথিক বলে দেশাচারে, গেল ভারত ছাবেধারে ;
 পাণিষ্ঠ ভারতবাসী, পাষণ হ'য়ে না দেখিলা । ৮৮
 আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

[বিধবার উক্তি ।]

আলাইয়া—বৎ ।

নিদ্র বিধাতা কেন রে আমারে,
পাঠা'লে ভারতে রমণী করেছে ।
কি দোবে বলরে, কি ভাবি অন্তরে,
ভাসা'লে আমারে হুঃখ পারাবারে ।
ভারত-পুরুষ, অশ্রু-সুখ-বশ,
অবলা স্রুতে কাতর নহেরে ।
বৈধব্য যজ্ঞা তারা ত জানে না,
পত্নীর বিয়োগে অন্তেতে মজেরে ।
হে বিদ্যাসাগর, কেশব কি কর,
হয়ে অগ্রসর, এ হুঃখ নাশরে । ৮৯ অঙ্কাত ।

[স্বর্ণীয় বিদ্যাসাগর যখন প্রথম বিধবা বিবাহের আন্দোলন করেন,
সেই সময় বঙ্গদেশের সর্বত্র নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গীত হইত ।]

ফিফটি থাউজন্ড—আড়া থেমটা ।

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে ।
কবে হবে এমন দিন, প্রচার হবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম,
সধবাদের সঙ্গে যাব, বরণডালা মাথায় লয়ে ।
আর কেন ভাবিস লো সই, ঈশ্বর দিয়াছেন সই,
এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই,

রাধাকান্ত মনোহাস্ত দিলেন নাকো সই,
 লোকমুখে শুনে আমরা আছি লোকলাজ ভয়ে ।
 একাদশী উপসের আলা, কর্ণেতে লাগিত তালা,
 মুঁচৈ যাবে সে সব আলা, জুড়াবে জীবন,
 দুজনতে পালঙ্কেতে, করিব শয়ন—
 বিনানিয়া বাঁধবো খোঁপা গুজিকাটি মাথায় দিয়ে ।
 যে দিন হতে, মহা প্রসাদ, শুনেছি তাই এ সখাদ,
 সে দিন হতে আনন্দেতে হয় না রেতে ঘুম—
 পছন্দ করেছি বর, না হতে হকুম ।
 ঠাকুরপোরে করিব বিয়ে, ঠাকুরকিরে বলে কয়ে ॥ ৯০

অজ্ঞাত ।

[উপরোক্ত গানের অন্তরকম ।]

(ঐ—হর ।)

সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে ।
 সদরে করেছে রিপোর্ট, বিশ্ববাদের হবে বিয়ে ।
 কবে হবে শুভদিন প্রকাশিবে এ আইন,
 দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেকবে হকুম,
 বিশ্ববা রমণীর বিয়ের, লেগে যাবে ধুম,
 মনের সুখে থাকুবো মোরা মনোমত পতি লয়ে ।
 এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য বজ্রণা যাবে,
 আভরণ পরিব সব, লোকে দেখবে তাই,—
 আলো চাল কাঁচকলা মালসার মুখে দিয়ে ছাই ;—
 এয়ো হয়ে, যাব সব, বরণডালা মাথায় লয়ে ॥ ৯১

অজ্ঞাত ।

বধূকানের হর—তেতাল ।

মনের দুঃখ বলব কারে ।

অনাথ বিধবা বলে, কে চাহিবে দয়া করে ।

হুঃসহ জীবন-ভার, বহিতে পারিনে আর,

এ বিষম অত্যাচার, কেন অবলার উপরে

বিবাদে ভগ্ন হৃদয়, সব দেখি শূন্যময়,

কাদিব আর কত হায়, শোকেতে প্রাণ বিদরে ।

কে আছ লহ এক বার, হুঃখিনীর সমাচার,

বিপদে কর উদ্ধার, ষাঁচাও হে প্রাণে । ৯২

হৈলোক্যনাথ সন্ন্যাস ।

(বধূকানের হর ।)

মল্লার—কাওয়ালী ।

হায় ! বাল্যবিধবা হুঃখিনী ; হ'য়ে চির পরাধিনী,

কাদে শোকে দিবস যামিনী ।

মলিন মুখ কমল, বরিছে নয়ন জল,

রোদনমাত্র সম্বল, বাণবিদ্ধ যেন কুরঙ্গিনী ।

নাহি শুধ পান ভোজন, বিচিহ্ন বসন ভূষণে,

পড়ে সদা ধরাসনে, যেন মেঘে ঢাকা সৌদামিনী ।

যাতনার শরীর শীর্ণ, কালিমা হ'য়েছে বর্ণ,

বিবাদে সদা বিবগ্ন, যেন মাতঙ্গ-দলিত নলিনী ।

একা বসিয়ে বিরলে, ভাসিতেছে অজ্ঞানে,

কেহ নাই ভ্রমণে, শুনিতে তার হৃৎকের কাহিনী

ওহে বঙ্গবাসী সবে, কত আর নিজা যা'বে,
 অবলার শোকে বিলাপে, পূর্ণ হল গগন যেদিনী । ৯৩
 ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ।

[আর্ধা-বিধবা ।]

আসাবরী—আড়া ।

কেঁদ না রে অনাধিনি কেঁদ না কেঁদ না আর !
 পারি না হেরিতে অঙ্গ আর নয়নে তোমার ।
 সহ অবনতমুখে, নীরবে মনের দুখে,
 দারুণ অনলদাহ জ্বলয়েতে অনিবার ।
 ভাঙিত স্বর্গীর শোভা যে চাক আননে,
 ভাসিত ত্রিবিদ-জ্যোতিঃ যে বুগল লোচনে ;
 বিবধ সে মুখ হেরি, সে নয়নে অঙ্গবারি,
 নিরখি উথলি মম যার শোক-পারাবার ।
 সাজিতে নবীন বেশে ভূষিত রতনে,
 বাধিতে চিকুরদামে আনন্দে যতনে ;
 আজি মলিন সে বাস, আনুলিত কেশপাশ,
 পারে না হেরিতে মাতঃ হার হার নয়নে আমার ।
 কেঁদ না রে অনাধিনি কেঁদ না কেঁদ না আর । ৯৪
 বিজ্ঞানেশ্বরীয়া যার ।

বাসেশ্বরী—আড়া ।

(কে কানিছ ?)

কে কানিছ একাকিনী বসি এ নির্জন স্থানে ;
 কেন বা গাইছ রুদ্র এত সঙ্কল্প গানে ।

এত যে করুণ তান, কি ব্যথা পেয়েছে প্রাণ,
 প্রতি উচ্চ তানে মম কারুণ্য ঢালিছে কাণে ।
 নিশীতে ঝরিলে অক্ষ বিবাদে কমল,
 মুছান অরুণ আসি তার নেত্র-জল,
 বুধাই কি তুমি হুখে, কাদিলে সম্মল হুখে,
 মুছাবে না কি ও অক্ষ তপন কিরণ-দানে ।
 হেরিয়া দুখিনী আজ এ দশা তোমার,
 বিদীর্ণ দারুণ শোকে জ্বলয় আমার,
 বল কোন জন্ম ফলে, আসিলে এ পাপ-স্থলে,
 যথা পূজা দেশাচার বধিয়ে রমণী-প্রাণে । ৯৫
 বিশ্বেন্দ্রলাল রায় ।

(কোলীশ, বহুবিবাহ ও কন্যাপণ ।)

[অমৃত কুলীন কন্যাগণের উক্তি ।]

(জীব সাজ সময়ে—হর ।)

মনহুঃখ ক'ব কার,
 হুঃখ কে বুঝিবে এই হুঃখময় ধরায় ।
 পিতা কপাল দোষে,
 কাপালিক প্রায়, লিপ্ত আছেন কুললক্ষীর সেবার,
 আজন্ম পালিয়ে এ সব কুলমেয়ে,
 বলি দিবে কুলময়ির পায় ॥
 আমরা অবলা হুবতী, কি হইবে গতি,
 না দেখি স্মৃদ্ধ এ জুবনে, কঠিন পিতা মাতা ভায়,

স্নেহ মমতার জলাঞ্জলি দিলে হৃ'জনে,
 (কেবল) জাতৃ-জায়াগণের দাস্তবৃত্তি করে,
 পোড়া উদর পোষি আজীবন ভরে,
 আছি জাতার মন চেয়ে, জাতা পাছে কোন ক্রটি পায় ।
 সদা মরি মনস্তাপে,
 না জানি কি পাপে পাপিনী জেনেছে বিধাতার (তাতে)
 পাপ ভেবে চিতে, পাপীণীদের হাতে,
 দেবে বিজে নাহি অন্ন খায় ।
 (হার) মোদের যে যম পতি, সবার করে গতি,
 চক্ষু খেয়ে নাহি দেখে এ যুবতী,
 বুঝি মরা দেবীঘরে থেকে যমঘরে,
 (নিতে) বারণ করে যম রাজ্যায় । ৯৬

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ।

[শিশু বরের ঐতি বুদ্ধার উক্তি ।]

(কুক্কাক্ত পাঠকের—হয় ।)

আর আমার কাজ কি বিয়ের সাজ পরিয়ে বুদ্ধকালে ।
 শিশু-বরের পাশে কোন্ বা রসে,
 ঘোমটা দিব পাকনা চূলে ॥
 গারে দিয়ে নামাবলী, গাই শিব-নামাবলি,
 নিয়েছি মালার ধলি হস্তে তুলে,
 ভাল কল্লো কল বজ্রালিতে মিল্ল বর এক কচমা ছেলে ।
 হায় লাঠি ভর করিয়ে, এ শিশু-বরকে নিয়ে,
 কেমনে ঘুরব আমি কলাতলে,

(একে) বলব বা কি, বলবে বা কি,
বলবে বা কি এয়োকুলে ।

আমার এ অন্তকালে, ওর শুভ দৃষ্টি হ'লে,
ছেলেটী ডরবে এ চাঁদ মুখ দেখিলে,
নিয়ে ছুঙ্কের বর, কল্লের ঘর, ডাকবে সে ঠাকুরমা বলে । ৯৭
রানবিহারী মুখ্যোপাধ্যায় ।

[বুদ্ধ বরের প্রতি বালিকার উক্তি ।]

(কৃষ্ণকান্ত পাঠকের—হর ।)

যাই লো সই, ঐ অশুরে বুড় হেরে ডরে মরে ।
দিলে কাশটা, সে আকাশটা
ফাটে, কাঁপে লাঠির বাঁশটা ধরে ।
সাজায়ে পাটকাপড়ে, আটকায়ে মুকুট শিরে,
বলে মায় দেখিস বরে নয়ন ভরে,
দেখি পাটে সে মাথাটা ঢেকে, পাটে বসেছে ঠাট্ট করে ।
মোটকা সব ঘটকা এসে, শুনালে চোটকা ভাষে,
বুড়টা ঠোট কাঁপায়ে হাস্ত কবে,
আমি অন্তরেতে ডরি লো তার মস্ত কৈতে দস্ত লড়ে । ৯৮

ঐ

(হে দয়াময় তব তুলনা কি মিলে—হর ।)

ললিত—আড়া ।

কুল-মেয়ে কেন কান্দ গো বিরলে ।
কি দোষে হয়েছে দোষী কি চুরি করিলে ॥

বল কোন হুঁরাচারে ; ছুঁমি সরলা বালারে ;

এ কঠোর কারাগারে ; অবিচারে দিলে ।

নেত্রে বহে বারিবিন্দু, মলিন বদন-ইন্দু,

নাই কোন সিন্দুর-বিন্দু ; স্নানর কপালে ।

কেন যেন কাকালিনী, থাক দিবস যামিনী,

কেউ তোমার কি নাই হুঃখিনী এ মহিমণ্ডলে ।

দিন কাটাও দাসীভাবে, ভ্রাতৃবধূর পদ সেবে,

নিশায় কাতর ভেবে ভেবে, কোন পাপফলে ।

অনাথা কুলিনের মেয়ে, কি খেঁদ তব স্বদয়ে,

দেখ কেন রয়ে রয়ে, সধবা সকলে । ৯৯

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ।

(দেখলাম বস নারী বসে নীরে—হর ।)

বঙ্গালী তুই যারে বঙ্গালা ছেড়ে ।

ছুল ভারত কদাচারে,

সোণার বঙ্গালা যায় রে ছারেধারে ।

জগহত্যা সঙ্গে ক'রে, ব্যভিচার তুই যা রে মরে,

পাপস্রোতে ভাসালি রে বঙ্গ-মায়েরে অপার পাধারে ।

কমলিনী সমাজে সব কুলিনের মেয়ে,

অনাখিনীর বেশে থাকে মলিনা হয়ে,

(এরে) ওদের দশা মনে হলে, জুঃখেতে পাষণ গলে,

কেউ নাই ওদের ধরাতলে, সদা মনানলে জলে মরে ।

শ্রোত্রিয় বংশজ বংশ গেল রে নিপাত,

(এরে) কুমারী কুলীন-কুমারী করে অক্ষপাত,

(এরে) বিদ্যাশূন্য বৃহস্পতি, তারা বলে সমাজপতি,
ঘটকসনে করে যুক্তি, দন্তে কাঁপায় বঙ্গ পদভরে । ১০০
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ।

(দেখলার যত নারী বসে নীরে—হয়) ।

মেল ভান্স মেল ভান্স কুলীন সবে ।
তবে সে মঙ্গল হবে, সমাজেতে রবে হে গৌরবে ।
মেলে মেলে নাহি মিল, এথে কিরে ফল বল,
মিল মেলে মেলে মিল, জাতি কুল সকল রহিবে ।
ঘরে ঘরে কুলমেয়ে হুখে ভেসে যায়,
(এরে) কেননে দেখ নয়নে পাষাণের প্রায়,
(এরে) বল বল খড়্‌ ফুলে, কি গৌরবে আছ ফুলে,
দেশ নালিশে সমূলে, আর কত কাল রবে এ গৌরবে !
সযতনে অন্নদানে কুল-কঙ্কাগণ, (এরে)
মুক্‌ মুকপাখীসম কবেছ পোষণ (এরে)
তাতে কেন হ'য়ে ব্যাধ, সে পাখী জীবন্তে বধ,
ওদের কিবা অপরাধ, কেন এত বাদ সাধ তবে । ১০১
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ।

[মরণোন্মুখ পিতার প্রতি অনুঢ়া কন্টার উক্তি ।]

(পারব না রাজ সত্য বোঝে—হয় ।)

কার পানে বা চাবে পিত এ হুঃখিনী কুলমেয়ে,
কি ধন দিয়ে যাও হে তুমি,
রেখে যাও হে কার করে আশ্রয়ে ।

জাতা নহে জাতার মত, সে যে যায়ার অহুগত,
 (আর) দাসী হয়ে রব কত, জাত-বধুর মুখচেয়ে ।
 অনাথিনী তনয়ারে, আজীবন পালন করে,
 শেষে পিত কার করে যাও হে তা'রে সমর্পিয়ে ।
 চির হুঃখ ভোগের তরে, কেন পুষেছিলে মোরে,
 (এখন) তুমি চলে তোমার ঘরে, হুঃখিনীয়ে ভাসাইয়ে । ১০২
 রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ।

[কোন বহুবিবাহকারী স্বীকে মাতৃ সন্দোহন ।]

(হারে বিধি তোরে যদি বিয়লেতে পাই রে—হয় ।)

বহু দিন পরে এসেছি, চিনি না কো খণ্ডরবাড়ী,
 কোন পথে যাইব মা গো, বিশ্বনাথ বাবরীব বাড়ী ।
 যা'র! ছিল ছেলে পিলে, তা'দের চ'ল ছেলে পিলে,
 নিয়ে কবেই গেলুম কৈলে, বয়ে গেল বছর কুড়ি ।
 বাড়ী ঘর তা নাহি চিনি, (কেবল) খণ্ডরেরই নামটী জানি,
 উত্তবেতে বাগানখানি, সুপারি সব সাবি সাবি ।
 বাড়ীর মধ্যে এক একচালা, তাবি মধ্যে হাঁড়ি চুলা,
 কক্ষে নিয়ে ভিক্ষার কোলা, বেড়িয়ে বেড়াব বাড়ী বাড়ী ।
 বিশ্ব বাসবিহারী বলে, আর ত হাসি রাখতে নারি,
 তুমি থাকে মা বলিলে, সে বটে তোমারি নারি । ১০৩
 রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ।

[কুলীন কুমারীগণের বিবাহ দর্শনার্থী প্রতিবেশিনী-
গণের উক্তি ।]

(গুরু-চিন্তা কর মন যে দিন ত বয়ে যায়—হয় ।)

আয় লো আমরা কুলীন-বাড়ীর বিয়ে সবাই দেখতে যাই,
তোরা এমন বিয়ে দেখিস্ নাই ।
শুনেছিস্ দানসাগর বিয়ে, ওদের বিয়ের ঘটে তাই,
নৈলে নিদান পক্ষে বুঝোৎসর্গ, একটা বৎস চারিটা গাই,
(দিবে) এক বরেই চারিটি মেয়ে লোকের মুখে শুনেতে পাই,
(আহা) ওদের কেমন কঠিন হিয়া, পিতা মাতার দয়া নাই । ১০৪
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ।

[কুলীন কল্লার উক্তি ।]

ধাধাজ—আড়াঠকা ।

কুলীন তনয়া হয়ে অকুলে ভাসিয়া যাই,
অবলা ডুবিয়া মরি, কোন কুল নাহি পাই ।
হইয়া কুলীন বালা, সহে না সহে না আলা,
মরণ হইলে বাঁচি, আর কিছু নাহি চাই ।
বহনারী হয় যার, রমণী হইলে তার,
হয় সার হাহাকার জীবন যজ্ঞণা ঠাই । ১০৫
কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী ।

[সুরা পান ।]

(ওহে দীননাথ—হয় ।)

ললিত বিভাস—একভালা ।

তোমাতে যে জন, করেন গ্রহণ,

তাহার কখন ভাল নাহি হয় ।

তুমি সৰ্কনাসী, বন্ধ ভূমে আসি,

নাশ রাশি রাশি মানবনিচয় ।

যে দিকে যেখানে ছেঁরি বন্ধভূমে,

সে দিকে পুণ্ডিত তোমারই ধূমে ;

ধরি মায়া-বেশ, নাশ বন্ধদেশ,

তোমারই তরে হাহাকারময় ।

যকুৎ গ্ৰীহাদি ঝাল-কাশ যত,

সাংঘাতিক রোগ আছে নানা মত ;

সেই সমুদয়, তোমা হ'তে হয়,

আহা কত তায়, মরে জীবচয় !

ও বে সুধা তোর হেরে অত্যাচার,

বসে বন্ধমাতা কাঁদে অনিবার ;

নীরবে নিষ্কর্মে, ব্যাকুলিত মনে,

সে দুঃ হেরিলে বিদরে জন্ম । ১০৬

হবনাথ বসু ।

[ওহে দীননাথ—স্বয়ং ।]

খাণ্ডাক—একতাল ।

ধবি ছুটী পায়, বলি গো তোমায়,

কান্ত হও পিতা ত্যজ সুরাপান ।

দেখ গো এক বার, ছুবিলা সংসার,

আমাদের প্রতি হ'য়ে কৃণাবান্ ।

জীবিত থাকিতে তুমি গো ধরায়,

বহিব কি মোরা হ'য়ে নিরাশ্রয়,

চিরহুঃখী দীনহীন নিরুপায়,

অনাথ দরিদ্র-বালক-সমান ।

তোমার অত্যাচারে জননী আমার,
কাঁদেন দিবানিশি করি হাহাকার,
শোকে ভগ্ন-দেহ অস্থিচর্মসার,
দেখিলে সে ছুঁখে বিদরে পাষণ । ১০৭

— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ।

বাঁধাজ—টিমে তেতালা ।

মনোহুঁখে হৃদয় বিদরে । (হায় হায় রে)
হইল সংসার ছারখার সুরাপান করে ।
জনক জননী মোর, হইয়ে শোকে কাতর,
তাজিলেন কলেবর অন্ন বিনা অনাহারে ।
পতিব্রতা প্রাণপ্রিয়ে, অশেষ ক্রেশ সহিয়ে,
অনাথিনী প্রায় এবে ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে ।
জনম-দুঃখী সন্তান, ক্ষুধায় মৃতসমান,
তার আর্ন্তনাদ আর শুনিতে না পাবি রে ।
সঞ্চিত ধন-সম্বল, যা ছিল সকল গেল,
দুর্ভিক্ষের ঐতিক্ষল হাতে হাতে পেলাম রে । ১০৮

— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ।

(মন চল নিজ নিষ্কেতনে—হর ।)

হরট বদায়—একতালা ।

ও ভাই ম'জোনা সুরাপানে ।

বলি দিনয় করে, ছুটি পায়ে ধরে,
রাখ অহরোধ থাক সাবধানে ।
কত গুণবান প্রিয়দর্শন,
ভারত-মাতার হৃদয়ভূষণ,

যৌবন বয়সে, মজে সুরারসে,

অকালে মরিল প্রাণে ।

ভাঙ্গা'য়ে সকলে হুঃখের পাথারে,

চির শোকানল জ্বালিয়ে অন্তরে,

পিতা মাতার কোল গেল শূন্য করে,

বিবস্ম শেল বৃকে হেনে ;

দেখ দেখ কত বুঝ বলবান,

মদে মত্ত হ'য়ে হারাইল জ্ঞান,

সাংসারিক রোগে সদা জ্বরমাণ,

না পায় স্মৃতি জীবনে । ১০৯

—

ত্রৈলোক্যনাথ সারস্বত ।

মজার—আড়াঠেকা ।

সুরাদলন সংগ্রামে সাজ সব বজ্রগণ ।

কর চূর্ণ মদপাত্র, পাপ-গুণিকাবন ।

প্রচণ্ড অসুরদল, প্রচারি সুরা-গরল,

মহা পাপে ডুবাইল, ধর্মনীতি জ্ঞান ধন ।

কীদি'ছে বিধবা কত, হইয়ে সর্বস্ব হত,

গুনিলে বিদরে প্রাণ বরে হুনয়ন ;

বাতিচার কুদৃষ্টান্তে, প্রবল কলঙ্ক-শ্রোতে,

করিতেছে সর্বনাশ, ঘোর অনিষ্ট সাধন । ১১০

—

ত্রৈলোক্যনাথ সারস্বত ।

[ভারত-মাতার উক্তি ।]

ললিত—তিওট ।

বাছা বলি রে অকালে জীবন দিও না ।

(মায়ের কথা রাখ রে)

আগু স্মৃধে মত্ত হ'য়ে, নিজ নিজ হাতে তুলে,
সুঁরা-গরল খেও না ॥

অভাগিনীর পুত্র যত, সুরাপানে হ'য়ে রত,
আমার মরমে দিল কত বেদনা ।

সে কথা স্মরণ করি, সদা বহে চক্ষে বারি,
আমারে আর কাঁদা'ও না ॥ ১১১

হরিনাথ মজুমদার ।

হায় রে তোদের হাতে ধরে করি রে মানা ।

তোমরা কেউ স্মৃধা বলে, হাতে তুলে,
(সুঁরা-গরল) পান করো না, রে ॥

১। মদ্য হয় কাল ভুজ্জ, ওরে' যে করে তাহারি সঙ্গ, -
হয় বে তার ধন সাক্ষ, জীবনো রহে না ;

এই যে গরল পানে, মলো প্রাণে, (সোণার হরিশ),
আর তো উঠে বসিল না (রে) ॥

২। ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গশশী, তারে খেলে ঐ রাক্ষসী,
এর মত সর্কনাশী, এমন আর দেখি না ;

খেলে কত রতন, যতনের ধন, তবু উদর পুরিল না ॥ (রে)

৩। মাইকেল জীমুহুদন, ওরে ছিল বঙ্গের অনূল্য ধন,
করিলে সাধন এখন, সে ধন আর মেলে না ;

সে যে গরল খে'লো, চলে প'লো,

না বলে আর ডাকিল না, রে ॥ (সাধের মধুহুদন)

৪। আমার যে কপাল পোড়া, বেচে কাটনার স্মৃত কলার ছড়া,
শিখালাম লেখাপড়া, পেয়ে রে যাতনা ;

এমন মন্ত মদে, রও আমোদে, (কঁদে মরি)

মারের কথা কেউ শোন না, রে । (মদে মন্ত মদা)

৫ । কান্দাল কর মনের বাধা, কঁদে বন্ধুমাথা, রাখ তাঁর কথা

ওরে ভাই, আপনার মাথা আপনি ধেও না ;

ওরে, কঁদিতে তাঁর জনম গেল, মাকে আর ভাই কঁদা'ও না রে

(তোদের পায় ধরি) । ১১২ হরিনাথ মজুমদার ।

(কি আর জানাব নাথ—হর ।)

পাহাড়—আড়াঠেকা ।

কেমনে ভারতে পাপ সুরাস্রোত প্রবেশিল,

অনল-প্রাবনে দেশ একেবারে ভাসাইল !

সুধু এ অনল নয়, এ বহিঃ গরলময়,

অনন্ত প্রবাহবলে ভারতেরে বিনাশিল !

হায় রে সোণাব বসে, এ পাপ-সুবা-তরঙ্গে,

অস্ত্রার কবিল সব যা কিছু সম্পদ ছিল !

দেশের ভরসা যারা, হায় এ অনলে তারা,

ঐশ্বর্য বিভব সহ জীবন আহুতি দিল ।

পুত্র শোকে অবিরত, কঁদে অশ্রুভূমি কত,

অবিরল অশ্রুজলে এ অনল না নিবিল ! ১১৩

গোবিন্দচন্দ্র দাস ।

(যাবে কিহে দিন আমার—হর ।)

মুলতান—আড়াঠেকা ।

(বিভো !) কত হৃৎ ধরে আর বল,

হারাইয়া রাজ্যধন, হারাইয়া সিংহাসন,

বাঁচিয়া ছিলাম দেখে যা'দের মুখকমল !

সুরার ঐবল ভ্রোতে, যায় তারা অধঃপাতে,
কাদা'য়ে অভাগী মায়—হায় কি পাপের ফল ।
দেখ বন্ধে অবিরত, সন্তান-অশান কত,
অলিতেছে মহা ঘোরে পোড়াইয়া মর্মান্বল । ১১৪
গোবিন্দচন্দ্র দাস ।

[সুরার উক্তি ।]

লক্ষ্যে হুঁরি ।

নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয়,
'অগন্ত্য গণ্ড' কর পিপে সমুদয় ।
গ্রামে গ্রামে খোলাভাটি, আছে বেশ পরিপাটি,
জীবন-মুক্তির পথ বহুদূর নয় ।
খাও ত্রাণী এক প্লাস, কাটিবে ভবের ফাঁস,
আপনি সচ্চিদানন্দ হইবে চিন্ময় ।
ভুলে যাও আত্মপর, ঘেঘ হিংসা পরস্পর,
কর হে যোগীর মত উদার হৃদয় ।
কুকুরের গলা ধরি, থাক ভূ-শয্যায় পড়ি,
কর দোহে ত্রাতৃভাবে নব পরিচয়,
নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয় ।

১

[সুরাপায়ীগণ ।]

জয় ত্রাণী শাস্ত্রীন্, তুমি হইকি তুমি জিন্,
নাহি জানি তব পরিচয় ।
ক্যারেট মেডেরা সেরি, তুমি রম্ ধাত্তেশ্বরী,
খোলা ভাটি তুমি বঙ্গময় ।

পামর পাখও যারা, তব নিন্দা করে তারা—
 কে বলিবে কত পুণ্যে হয় ।
 তোমার পিপার গাছ, তোমার বোতলে কাচ,
 জয় সুরেশ্বরী জয় জয় ।

২

[সুরা ।]

খাও হে আরেক প্রাস—কিসের সংসার ?
 বুজিলে চক্ষের পাতা কেবা থাকে কাব
 করিলে চপেটাঘাত, করিও না অশ্রুপাত,
 ফিরাইয়া দিও অন্ত কপোল তোমার ।
 প্রদানি মুখের আস, পরের পুরাও আশ,
 যত সাধ্য পার কর পর-উপকার ।
 আপনার ঘর বাড়ী, পরেরে দিযেছ ছাড়ি,
 বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা—প্রশংসা তোমার ।
 খাও হে আরেক প্রাস—কিসের সংসার ।

৩

[সুরা ।]

কাদিবে জননী যদি কাদিবে কাঁচুক,
 ভগিনী তোমর তরে, যদি অশ্রুপাত কবে,
 সোদর ছুরিকা ঘাতে যদি চিরে বুক,
 কতি লাভ কিবা তায়, হৃদিনে ভুলিবে হায়,
 এমন সংসারে বল আছে কিবা মুখ ?
 সমুখে ত্রাণীর প্রাস—দেও না চুমুক ।

[স্মরণার্থীগণ ।]

কি বলিলে রাক্ষসী রে ?—ওনিলে কি ভাই ?

খাইয়া বুকের রক্ত আশা মিটে নাই ?

আয় দেখি এক সাথে, দূর করি পদাঘাতে,
 মায়ের বুকের শেল দেশের বালাই !

ভাঙ্গিয়া বোতল গ্লাস, যাহা কিছু সর্বনাশ,
 ভারত-সাগরে দিব ভাসাইয়া ভাই ।

আয় রে এখনি গিয়ে, এখনি আঙণ দিয়ে,
 পোড়াইয়া খোলা ভাঁটী করি ছাই ছাই ।

মায়ের বুকের শেল দেশের বালাই । ১১৫

গোবিন্দচন্দ্র দাস ।

—
জংলা—একতারা ।

খেওনা খেওনা, ছুঁওনা ছুঁওনা, মদ বদ জিনিস ভাই রে ।

অদেয় অপেয় হেয় বস্তু অতি,

মতিমান নরে করে হীনমতি,

অন্ন দিনে ঘটে অশেষ দুর্গতি, সর্বনাশের ঠাই রে ।

বিনাশে পদ, ঘটায় বিপদ,

করে দুঃশয়, করে চতুঃপদ,

নরকের নদ, পাতকের হ্রদ, মদ আপদের খাঁই রে ।

সর্বনেশে স্মরা চাপে ফার ঘাড়ে,

কলেবর ত্যাগ করে অভাগারে,

চিনি রিকাইন হয় তার হাড়ে, অলস্মীর বাড়ে ঠাই রে ।

অভক্ষ্য-ভক্ষণ, অগম্যা-গমন,
 অহরহ অপকর্মে আকিঞ্চণ,
 অধর্ম ময়দানে করায় বিচরণ, বাছে না বলদ গাইরে।
 যারে দংশায় সুরা-কাল-সাপ,
 কলঙ্ক-সাগরে সেই দেয় কাঁপ,
 নানা রোগ ভোগে, পায় পরিতাপ, অসুস্থ সদাই রে।
 নেশায় ঢুলু ঢুলু নেত্র জবাফুল,
 বিষয়ে বিরক্ত কাজ কর্ত্ত্ব ভুল,
 হিত উপদেশ যেন বাজে শূল, রেগে হতে হয় কাঁই রে।
 কথাতে বেতাল, মুখে ভাসে লাল,
 চলে যায় বঁকে, লোকে বলে মাতাল,
 পথে ঘাটে প'ড়ে ধায় কতগাল,
 ছিছি! এমন পাজি নেশা নাই রে। ১১৬
 প্যারিমোহন কবিরত্ন।

বাউলের হর—ধেংটা।

অগ্নিস্নেহে মাদক-দানব, নাশিল সব,
 ভারতভূমে দেখে রে তোরা।
 ঐ দেখে ইডেন সৃষ্টি, খোলাভাঁটা,
 গরিব লোকদের করে সারা,
 দেশী মদ সত্তা পেয়ে, অনেক খেয়ে,
 ধনে প্রাণে ম'লো তারা।
 ছাড়িয়ে সকল কর্ম, গৃহধর্ম,
 করে কেবল সুরা সুরা।

দু'বেলা পায়না অন্ন, জরাজীর্ণ,
 বেড়ায় যেন দিশেহারা ।
 দেখ তাদের দারাস্থত, দীনেশ মত,
 সার করেছে ভিক্ষা করা ;
 হায় ! তাদের দেখলে পরে, নয়ন বরে,
 যেন জনম বাপ মা মরা ।
 আবার ঐ বিলাতি মদ, করিল বধ,
 ছিল যত বাবু ভায়া ।
 সাহেবী কর্তে গিয়ে, ত্রাণি খেয়ে,
 হ'ল পিলে যকুৎ জরা ।
 আছা ! কি মোহে পড়ে, সকল ছেড়ে,
 মদের তরে হ'লো সারা ;
 মদ কিন্চে, বেচে বাড়ী জুড়ী,
 শেষে শুঁড়ীর পায়ে ধরা ।
 মাছুষকে পশু খানায়, ফেলে খানায়,
 আরো কত করে সুরা ।
 হায় হায়, এ দেখেও কি, হয় না বুদ্ধি,
 ছাড়ে না মদ কেন তারা !
 দেখ গাঁজা চণ্ডু খেয়ে, পাগল হয়ে,
 ম'ছে কত গরীবেরা ।
 দিতেছে থাকিঃ গুলি, নরবলি,
 ধরে ধরে কত তারা ।
 আবার ঐ মাদং চরস, আর তালের রস,
 একবারে দেশকে ক'লে সারা ;

সিদ্ধিটা বুদ্ধিনেশে, হেসে হেসে,
 লোককে করে চিন্তা-জরা ।
 তামাক চুরুট নস্তেতে হয় উদরাময়,
 দৌর্ভাগ্য আর মাথা ঘোরা ;
 আনিরে বক্ষা কাশি, প্রাণটী নাশি,
 করে হুকুম হাসিল তারা ।
 হায় ! পেয়ে অমূল্য ধন, মানব-জনম,
 খাও কেন ভাই গরল সুরা,
 এস পান করি সবে, শান্তি পাবে,
 হরিনাম-গান-মদিরা । ১১৭

অজ্ঞাত ।

 ঝিকিট বাঁধান—লক্ষৌ ঝুংরি ।

কত দিন আব ঘুমাইবে বল,
 দেখরে চাহিয়ে দেশ ধ্বংস হল !
 আসিয়ে মাদক ভারত-ভূমেতে,
 মোহমুগ্ধ করে গ্রাসিল সকল ।
 যুবা বৃদ্ধ দলে ধরি একে একে,
 নিপাত করিল জালিয়া অনল ।
 কত রমণীকে বিধবা করিল,
 কত শিশু দেখ, অনাথ হইল ।
 দেখ গৃহে অনল জালিল,
 গ্রামে গ্রামে রব—“গেল ! গেল !”

কোথা হ'তে হায় ! এ রাহু আসিল,
কেমনে বলরে দেশেতে পশিল ?
ধরিছে, মরিছে, গ্রাসিছে, দহিছে ;
অকালে এ যে রে প্রলয় আনিল !
এ দেখে কেমনে, আছ স্থির হ'য়ে ?
উঠরে ! আগিয়ে, বিলম্বে কি কল ?
ভগবান স্মরি বিনাশয়ে অরি,
নইলে ভারত ডুবিল ! ডুবিল ! ১১৮ অঙ্কাত

অংকাত কাল্যাণ্ডা—৪৭ ।

মরি হায় হায় !

সুন্দের তরঙ্গে বুঝি দেশ ভেসে যায় ।
কোথা হ'তে সুন্দেরা এল, দেশ ছারখার হ'ল,
আবাল বণিতা বৃদ্ধ তা'রই পানে যায় ।
কজ ঘুবা ঘুবা কালে, পড়ে কালের কবলে,
বৃদ্ধ পিতা মাতা গণে, শোকেতে ডুবায়ে ।
কত শত সাক্ষী সঙ্গী, অকালে হারায় পতি,
হাহাকার ববে পূর্ণ করিছে ধরায় ।
জলিছে এ বিবাহল, ধু ধু করি অবিরল,
পতঙ্গ সমান লোকে তারি পানে ধায় ।
পড়িয়া সেই অনলে, ধনে প্রাণে সদা জলে
অকালে পতঙ্গ সম পরাণ হারায় ।
ভারতের কি দুর্দশা, আত্মাঙ্গণ চণ্ডাল চাষা,
অগ্ন্যভাবে শীর্ণকায়, তবু মদ খায় ।

তাই বলি এস ভাই, মদ খেয়ে কাজ নাই,
 ভাই ভাই মিলে যাই, সাধুজন প্রায় ।
 দাও তুলে খেলা ভাঁটি, মদ ছেড়ে হও খাঁটি,
 সবে মিলে কুতুহলে হরিণ পাই । ১১৯ অজ্ঞাত ।

[জাতিভেদ, দরিদ্র ও দুর্ভিক্ষ ।]

মহার—আড়াঠেকা ।

সাধের ভাবত-ভূমি ঢাকিল কি অন্ধকারে ।
 সবে অন্ধ মহামোহে, মত্ত হৃদে পরভ্রোহে ;
 নিজ হস্তে নিজ গৃহ, হুঃখানলে দগ্ধ করে ।
 কিবা মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কিবা ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
 কিবা ধনী কি দরিদ্র, শত্রুভাব ঘরে ঘরে ;
 সবে বটে ভাই ভাই, কারো প্রতি স্নেহ নাই,
 সঁপিয়াছে হুঃখিনীরে, অন্নভূমি-জননী রে ।
 এই দস্ত-পাপে দায়, অনাহারে মৃতপ্রায়-
 সহস্র ভারতবুবা ভিক্ষা করে ধারে ধারে ,
 কেহ চির পরবাসে, হুঃখের সাগরে তাসে,
 জীবনেতে জীবন্ত, অনাহারে অত্যাচারে !
 পথিক বলে এই পাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে,
 হুঃখিনী ভারতনারী তাসিছে নয়নাশারে ;
 জগৎ হত্যা চাতিচারে, গেল দেশ ছায়েথারে,
 পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, দেখে'ও তা দেখে না রে । ১২০
 আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

[দারিদ্র্য ।]

বারো—ঠুংরি ।

মরি কিবা মূরতি ভীষণ ;
একি দৈত্য ক্রুর-দরশন ।

পিঙ্গল নয়ন দুটি, ঘন দস্ত কটমটি ;

অলিছে উদর-মাঝে ঘোর হতাশন ।

লোল জিহ্বা ক্রুর দেহ, কারো প্রতি নাহি স্নেহ ;

ভারতবাসীর করে শোণিত শোষণ ।

সতীর সতীহ নাশে, মা হ'য়ে শিশুরে প্রাসে ;

নাহি রুচি নাহি শুচি, এমনি দুর্জন ।

কভু ধরি উগ্র বেশ, দুর্ভিক্ষে নাশিছে দেশ ;

লক্ষ লক্ষ নারী নরে করিছে চর্ষণ ।

দারিদ্র্যের অত্যাচারে, গেল দেশ ছারেখারে ;

লক্ষীর ভাণ্ডার যেন দহে হতাশন !

ভারতের নরনারী, আলস্ত সকলে ছাড়ি ;

অশ্রুরের অত্যাচার কর নিবারণ ।

হিন্ন কর মোহপাশ, ছাড় দাসত্বের আশ ;

চিরদুঃখী চিরদান, বিধির লিখন ।

যার গৃহে হাহাকার, গৃহ-সুখ কোথা তার ;

গৃহ-সুখ-লালসায় দেহ বিসর্জন ।

সাহস সামর্থ্য আর, পথিক বলে কর সার ;

ভবিতব্যে মন প্রাণ কর সমর্পণ । ১২১

আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

আলো—কুঁয়ি ।

মভীর বিবাদে, বিবম প্রমাদে,
 সোণার ভারত আঁধার হইল ।
 আহার বিহনে, মরিছে পরাণে,
 দরিদ্র অনাথ মানব সকল ।
 বিকট বদন, করিয়ে ব্যাদান,
 ভীষণ আকাল নিকটে আইল ।
 কাতর কুখ্য, কাঁদিছে তনয়,
 দেখিয়ে মায়ের হৃদয় কাটিল ।
 ভাবনার অবশ, হুঃখেতে নিরাশ,
 করি'ছে হাহাকার হইয়ে আকুল ।
 সঙ্কিত সম্বল, সকলি ফুরাল,
 নিবাতে দারুণ অঁঠর-অনল ।
 যল হে কি রূপে, স্নেহেতে সুমাবে,
 ঘারে যে ভিখারী জীবন তাজিল ।
 এ ঘোর বিপদে, কে পারে বাঁচা'তে
 দয়ালু দেবর ভরসা কেবল । ১২২
 ত্রৈলোক্যানাথ সান্ন্যাল ।

হুট বদন—আড়া ।

কুখ্য জনম আমার, অন্ন নাই খে'তে ঘরে ।
 পরিবারগণ সবে, কুখ্য কন্দন করে,
 অগত্যা পুত্রগণ, হ'য়ে ব্যাকুলিত মন,
 বলে শীঘ্র খে'তে দাও, নতুবা যাই আগে মরে ।

দুর্ভিক্ষ হ'লো প্রবল, আমার নাই অর্থবল,
 কি রূপে ষাঁচাব প্রাণ দেখিনে উপায় ;
 হায় এই ছিল রে ভাগ্যে, জীবন যাবে দুর্ভিক্ষে,
 ভাবিলে সেই ঘোর মৃত্যু, সতত নয়ন বরে ।
 আব কোন স্থান নাই, যথা গেলে অন্ন পাই,
 বিপদ-কালেতে বন্ধু কেহ নাহি হয় ;
 কোথা ও হে ধনীগণ, দরিত্রে দিয়ে অশন,
 রাখ ওষ্ঠাগত প্রাণ, মঙ্গল হইবে পরে । ১২৩
 ——— রাজা মহিমারঞ্জন রায় ।

[হিন্দুসমাজের ছুরবস্থা ও দেশাচার বিষয়ক ।]

(কেন গো কালি লেটে কির—হর ।)

(আহা) গেল রে ভারত রসাতলে ।
 কিছু বিচার নাইকো হিন্দুর দলে ।
 অনিযমের বাধ্য হ'য়ে সকল স্বেচ্ছাচারে চলে,
 (এ পাপ) সমাজের কেউ কর্তা নাইকো ।
 সাধ্য কি কে পারে বলে,
 জমিদার ধনীগণ আছে ছুট লোকের করতলে ।
 (দেখ) শ্রেষ্ঠ লোকের অন্নকষ্ট মতির হার বানরের গলে,
 বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য কতই আছে মোদের দলে ।
 (তারা) সমাজের অগ্রগণ্য কতই কুকাজ তলে তলে ।
 বাসবিহারী কয় মাটি কাট আমি বাব তোমার তলে ।
 (এখন) ধরনী কয় কি রূপ কাটি গলিত তোমার নয়ন-অলে । ১২৪
 রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ।

বেলাপ—আড়া ।

হও হে সদয় বিভো ! কেন নিরদয় ?
বন্ধের দুর্গতি আর প্রাণে নাহি সয় ।
দুরাচার দেশাচারে, যায় দেশ ছারেখারে,
দেশীরেরা কুসংসারে, আছে অন্ধপ্রায়—
ও বিভো জ্ঞানাজ্ঞান ! করি জ্ঞান বিতরণ,
কর এ দুঃখ ভঞ্জন, দেহ পদাশ্রয়,
নাথ দেহ পদাশ্রয় । ১২৫ হরিশ্চন্দ্র মিত্র ।

আলো—আড়া ।

ও হে দীনদয়াময়, কি হইল হায় হায়,
ভেবে সমাজের দশা, দেখে প্রাণ যায় যায় ।
কি কব দুঃখের কথা, কোথাও কৌলীন্ত-প্রথা
দিতেছে অন্তরে ব্যথা, কত কামিনীর—
কোথাও বা কস্তাপণ, করে কত আলাতন,
কোথা অকাল-মরণ বাল্যবিবাহ ঘটায় ! !
সুধু নয় এক রোগ, কত দোষ করে ভোগ,
কিসে হবে সুসংযোগ, ভেবে নাহি পাও ।
সমাজের পতি বীরা, মিছে অভিমানী তাঁরা,
থাকিতে নয়ন-তারা, আছে যেন অন্ধপ্রায় ।
সবে স্বপ্রধান ভাবে, ভ্রমিতেছে নানা ভাবে,
কেহই একতা লাভে, নয় যত্নশীল—
নব্য প্রাচীনেতে ঘন, এ বলে উহার মন্দ,
প্রকৃতি হিত-সম্বন্ধ, নাহি ভাবে এ কি দায় ।

বল নাথ কবে কবে, তুদলে একতা হবে,
 যতনে করিবে সবে সমাজ-সোধন—
 কুসংস্কার কদাচার, করি সবে পরিহার,
 রবে কবে অনিবার, নিয়ত তব সেবায় । ১২৬
 হরিশ্চন্দ্র মিত্র ।

[কুলীনকুমারীর খেদ ।]

(অল অল চিতা দিগুণ দিগুণ—হয় ।)

অহং—একতালী ।

১

হায় হায় হায় ! খেদে প্রাণ যায়,
 বলি কায় হায় ! মনের তুঃখ ।
 কেন পোড়া প্রাণ নাহি বাহিরায়,
 কেন এতক্ষণ ফাটে না বুক ।

২

কেন পোড়া বিধি রমণী গড়িলি ।
 যদি গড়েছিলি কেন রে তায়,
 পাপভরা এই বস্ত্রে পাঠাইলি,
 ছিল না কি স্থান আর ধরায় ?

৩

যদি বা বস্ত্রেতে পাঠাইলি ধাতা,
 কেন পাঠাইলি কুলীনঘরে ?
 কি আশ্র তোমায় কব মুণ্ড মাথা ।
 কহিতে বদনে কথা না সরে ।

৪

বটে শ্রুত মানবজনম,
 বিজকুল-অঙ্গ হ্রদ অতি,
 কুলীন ব্রাহ্মণসম * * *
 আছে কে কোথায় এ বসুমতী ?

৫

অঙ্গ-অঙ্গান্তরে পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ
 পুঞ্জ পুঞ্জ আছে হ্রুতি যার ।
 পুঞ্জ পুঞ্জ যার কর্ণের বিপাক,
 কুলীন-কুমারী-জনম তার ।

৬

তার সম আর জনম-দুখিনী,
 পাপিনী তাপিনী রমণীকুলে,
 ধরে না ধরে না ধরে না মেদিনী,
 বিধিও সৃজন করে না ফুলে ! ১২৭

হরিশ্চন্দ্র মিত্র ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

পৌরাণিক সঙ্গীত ।

দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, আগমনী, শুভ-নিশুভ যুদ্ধ, ঋব-প্রক্লাদ-
চরিত্র, হরিশ্চন্দ্র, নলোপাখ্যান, সাবিত্রী ও শকুন্তলোপা-
খ্যান, ক্রীমন্তসংবাদ, ব্রজবৃন্দাঙ্গ ও অক্রূর সংবাদ ।

[নারদোক্তি ।]

বাহার—কাওয়ালী ।

মা দাক্ষায়ণী শুন নিবেদন ।

তব পিতা যজ্ঞ করে, হর-অপমান-তরে ;

ত্রিলোকেরে নিমজ্জিল,

লোকনাথে নিমজ্জিতে করিল বারণ ॥

১। যথাযোগ্য সম্ভাষণে সবে যজ্ঞে যায় ;

অবজ্ঞা করিয়া পত্র দিল না মা তোমায় ;

অনক সম্ভাবে ভাসে, আনন্দ উল্লাসে হাসে ;

তব সহোদরা তারা ! তারা তারাগণ ॥

২। চন্দ্রচূড়-শিরে অর্ঘ্যচন্দ্র শোভা পায় ;

বিশদ শরদ-চন্দ্র পদনখে লুকার ;

চন্দ্রনাথে তুচ্ছ কোরে, গগণ-চন্দ্রে সমাদরে ;

তব পিতা দক্ষ, বক্ষ করে বিদারণ ॥ ১২৮

হরিনাথ মজুমদার ।

তৈরবী—একতাল ।

তাই ভাবি গো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে,
কেমন করে যজ্ঞে যাই বলো না ।
তোমরা সবে যাবে, সমাদর পাবে,
আমি গেলে পিতা কষ্টাও কবেন না ।
একে নারী আমি ভিখারীর ঘরবুঁ,
বিধাতা করেছেন জনম-তুঃধিনী,
শিব-অপমানে হ'য়ে অপমানী,
শিব-নিষ্ক্ষে আমার প্রাণে সবে না ॥ * ১২৯
মদন মাষ্টার ।

ললিত—রাঁপতাল ।

কিবে চন্দ্র-মহিবীণগণে, যোগেন্দ্র দরশনে,
গজেন্দ্র-গমনে চল রে ।
অতুল রূপের প্রভা চরণ-সরোজ-শোভা,
অলি তাহে মধুলোভা, ধার কুতূহলে রে ।
কিবা জ্বদি-পুলকিত তারা, নিশানাথের মনোহরা,
তার মাঝে ভবদারা, শোভে তারা পরাংপর ।
চাঁদেতে যেমন তারা, বেড়া পরে ধরাভলে রে ॥ ১৩০
দাশরথী রায় ।

* এই গীতটী কেহ কেহ মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর রচিভও বলেন ।

[শিবোক্তি ।]

তাই ভাবি গো মনে—হুয় ।)

ভৈরবী—একতাল ।

হবে কুলক্ষণ উথায় বিলক্ষণ ।

সতি যেও না প্রজাপতির যজ্ঞে,

শিব অপমান, হবে যজ্ঞ-স্থান, অবশ্যে মর্ক-বেদনে,

ওহে নারিবে জীবনে করিতে রক্ষে ॥

১ । আমি অশানবাসী, অশান ভালবাসী,

দেবের যজ্ঞ-ভাগে নহি অভিলাষী ;

ত্যাগে সোণার কানী, চিত্তাভিমুগ্ধাশি

মাখি, দিশি দিশি করি হে ভিক্ষে ॥

২ । অসম্ম ঐশ্বর্য-মাৎসর্য-ব্যবহার,

মান অপমান সমান আমার ;

যে যা বলে বলে হরি দিল ভার ;

ঐ যোগে যোগী করে হে দীক্ষে ॥ ১৩১

হরিনাথ মজুমদার ।

[নন্দীর উক্তি ।]

মুলতান—কাওরালী ।

তোরে যেতে দিব না মা শঙ্করী ।

আমার মন সরে না, প্রাণ বুকে না,

যেতে দিতে দক্ষ-পুরী ।

তুই গেলে আর আসবিনি,

ওগো হরের মন-মোহিনী ;

মা বলে আর ডাকবো কারে,
সেই ভেবে মরি । ১৩২ রাধানাথ মিত্র ।

[সতীর প্রতি শিব ।]

(তোষারি করণায় নাথ—হর ।)

তৈরবী—আড়া ।

যেও না যেও না সতি বারে বারে করি মানা,
ভাবনা-সাগরে শিবে তব শিবে ভাসাইও না ।
পাঠাইতে দক্ষালয়ে, নাহি লয় এ স্বদয়ে,
ভয়ে যে কাঁপিছে অন্ধ অমঙ্গলের এ সূচনা ।
ভাই বন্ধু মাতা পিতে, কেউ নাই আর এ সঙ্গতে,
সাধনের ধন সতী জেনেও কি তা জান না ।
সতী-মত্রে ব্রহ্মচারী, (আমি) সতীরূপ ভুলিতে নারি,
সতীধ্যান সতীজ্ঞান, সতী যে পবন সাধনা,
কি প্রশানে কি অরণো, কি শয়নে কি স্বপনে,
সতীগতপ্রাণ শিব সতী বিনে বাঁচিবে না । ১৩৩
আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

[সতীর উক্তি ।]

(যাবে কিহে দিন আবার—হর ।)

মুলতান—আড়া ।

যাই যজ্ঞ দেখিবারে জনক-ভবনে ।
অল্পমতি দেহ পতি মিনমতি চরণে ।
ভগ্নীগণ যজ্ঞ-আশে, গেছে সব সে আবাসে,
এখন আমি কৈলাসে, থাকি হে কেমনে ?

যাইতে বাপের ঘরে, সদা সাধ এ অন্তরে ;—
 দিনেশ দিনেক-তরে, আদেশ গমনে ।
 বিবাহের দিন থেকে, দেখি নাহি কছু মাকে ;
 নিবেদি তাই তোমাকে, বিষাদিত মনে ।
 আর গুণিলাম নাথ, মহর্ষি নারদের মুখে,
 আমার লাগিয়ে মাতা পাগলিনী প্রায়,
 অনশনে দীনমনে ভূতলে পড়িয়া,
 হা সতি ! হা সতি ! বলে করিছে রোদন ।
 আমার এ কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিছে
 দেখিতে মায়েবে ;
 তাই নাথ বারে বারে করি অনুরোধ,
 দিবসেকতরে, আদেশ আমারে,
 যাই পিতার সদন । ১৩৪ রাধানাথ মিত্র ।

খিষ্টিট থেমটা ।

বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে,
 আয় সবাই মিলে, ডাকি জয় মা বলে ।
 বাবা পাগল ভোলা, মা পাগলী মেয়ে,
 কত রান্ধা মা, ওরে দেখরে চেয়ে,
 ধেই ধেই ধেই, আয় ধেয়ে ধেয়ে,
 মা পেয়েছি রে আমরা মায়ের ছেলে । ১৩৫
 গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

[সতীর উক্তি ।]

বেহাগ—ধামাল ।

কুবের ভূষণে কি কাজ রে আমার ।

নিত্য ভিক্ষা ভবন বসন নাহি আসন যার ॥

১। নিম্ন আমার বিশ্বনাথ তনয় মাধেন পায় ;

আভরণ প্রয়োজন কি আছে রে আর ॥

২। সবাই বলে সতীর পতি কেঁপা মহেশ্বর ;

স্বশানে মশানে ফিরে কেহ না মানে তাঁর ॥

৩। হরি কহে সবিনয়ে সতীর ব্যবহার ;

পতি কেবল সতীব গতি পতি অলঙ্কার । ১৩৬

হরিনাথ মহুমদার ।

[প্রসূতীর উক্তি ।]

কিঁচিট—মধ্যমান ।

সতী কেন যজ্ঞে এল না ।

না দেখে ও বিধুবদন জীবন ধৈর্য্য ধরে না ॥

১। জানি সতীর মতিগতি, বিনা পতি-অমুমতি,

কোথাও করে না গতি, বুঝি অমুমতি পেল না ।

২। মম কপ্তা যত তারা, যজ্ঞেতে এসেছে তারা ;

তারা বিনা নয়নতারা, অলঙ্কারা ধরে না । ১৩৭

হরিনাথ মহুমদার ।

[সতীর উক্তি ।]

বেহাগ—বং ।

জানি মা তোর দয়া মারা, পিতার বিবেচনা ।

ভিখারীর নারী বলে, মা গো নিমন্ত্রণ দিলে না ।

১। পিতা আমার যজ্ঞ করেন বার্তা পেয়ে নারদমুখে ;
 আপনি এসেছি যজ্ঞে মা গো দেখিতে তোমাকে ;
 সস্তাবণে দিয়ে পত্নী, আনলে যত স্নেহপাত্রী,
 আমি কি মা তোর কথার পাত্রী, হুঃখিনী বলে হলেম না ॥ ১৬৮
 হরিনাথ মজুমদার ।

—
 বিভাস—আড়াঠেকা ।

জননি ! আমি আর, আর গো, তোমার কোলে যাব না ।
 হুঃখিনী বলিয়ে যত কর স্নেহ সকলি জেনেছি জানাতে হবে না ॥
 আদরিণী মেয়ে ছিল মা যত, সকলি যজ্ঞে হলো নিমজ্জিত,
 কি দোষের দোষী আমি মা এত,
 কথার কথা এক বার আমায় বলো না ॥ ১৬৯ অজ্ঞাত ।

—
 পরজ—একতাল ।

ভিখারীর নারী বলে তাচ্ছিল্য কল্লো মোরে,
 পিতা আমায় কথার কথা বলো না ।
 আর যত ছিল মেয়ে, আনলে সব পত্র দিয়ে
 আমি কি কথার পাত্রী হলেম না ।
 তাই বলি ও জননী, আমি যে হই হুঃখিনী,
 হুঃখিনী বলে যাস্ত কল্লো না । ১৭০ মদন মঠার ।

—
 [প্রমুখীর উক্তি ।]

টোরি—আড়াঠেকা ।

আর অভিমান করিন্ নে মা, কমা দে গো ও শকরী ।
 ছনরনে বহে ধারা মা হ'য়ে কি লইতে পারি ॥

তুমি নও সামান্ত কস্তা, ভবজারা ত্রিলোকমাঙ্গা,
আছি মা তোমারি অঙ্গে, পথ নিরীক্ষণ করি ॥ ১৪১

মদন মাষ্টার ।

[সতীর উক্তি ।]

ললিত-বিভাস—একতাল ।

ঐচরণে স্থান দাও হে প্রাণ যায় প্রাণকান্ত ।

পিতা দক্ষ, হ'য়ে রুক্ষ, দহে বক্ষ আজ নিতান্ত ॥

১ । তব অঞ্জে আজ অবঞ্জে, আসি যঞ্জে হ'ল মানান্ত ।

কমা কর, হে শঙ্কর, সে পাপ হর, ত্রিপাপান্ত ॥

২ । নিবেধিলে সদানন্দ, তাইতে আমি করি হৃন্দ,

বলিলাম তোমায় কত মন্দ, হ'য়ে ভ্রান্ত ;

তার প্রতিকল, হল সফল, পতি-অযশ-গরল, একান্ত ;

হ'য়ে নারী, সইতে নারি, পতিনিন্দা অবিশ্রান্ত ॥ ১৪২

হরিনাথ মঞ্জুন্দার ।

[প্রস্থতীর উক্তি ।]

বিভাস—আড়াঠেকা ।

কান্ধালিনী করে মোরে কোথা গো মা গেলি চলে ।

দয়! কি না হ'ল প্রাণে জুখিনী জননী বলে ।

হেন যদি ছিল মনে, কেন এলি এ ভবনে ;

হেরি তোমা ধরাসনে, ভাসি যে মা আঁখি জলে ।

আসি পাপ-যজ্ঞ-স্থানে, পতিনিন্দা শুনে কাণে,

নিজ প্রাণ অভিমানে, ত্যজিলে মা মায়াবলে ।

স্বপনে দেখিছ যাহা, সকলি ঘটিল তাহা ;—

সতী-দেহ তাই আহা, লুটা'তেছে ধরাতলে ।

উঠ মা উঠ মা সতী প্রাণের নন্দিনী,
 ত্যজ মান মানময়ী ধরি তব কর ।
 বারেকের তরে নয়ন মেলিয়ে,
 মা বলিয়ে ডাক একবার ।
 কাতর অন্তরে ডাকে বারে বারে,
 অভাগী জননী তোর ;—
 জুড়াক তাপিত প্রাণ তোর কথা শুনে । ১৪৩

রাধানাথ মিত্র ।

[প্রস্থতীর উক্তি ।]

যোগীশ্বর ভদ্রার—কাওয়ালী ।

তোরা দেখ গো সতী কথা কয় না ।
 আমি কেঁদে কেঁদে হই সারা তবু সে যে চায় না ।
 আঁখি মেল, কথা কও,
 তাপিত প্রাণ জুড়াও ;
 আর হুঃখ নয় না ।
 নিতে এলে সদাশিব,
 বল গো মা কি বলিব ;
 মেয়ে হ'রে মাকে ফেলে,
 কি করে মা গেলি চলে ;—
 তোর এ ভাল দেখায় না । ১৪৪

রাধানাথ মিত্র ।

[শিবের উক্তি ।]

মূলভান—একতালা ।

কই সে হুঃখিনী ধনী ।

ভিখারী হরের ভিখারিণী ।

কোথা সে যোগীর যোগ-ভঙ্গিনী ।

নীল-নলিনী, কণির মণি ।

কই সে হরের নয়ন-তারা,

সে বিনা হ'য়েছি নয়নহারা ;

কই সে কামিনী, বন-হরিণী,

পাগল শিবে পাগলিনী । ১৪৫

রাধানাথ মিহ ।

[নন্দীর উক্তি ।]

(হরি হৃৎসরী উঃ—হর ।)

ললিত—আড়া ।

তাজে মণি-মন্দির চতুর্দোল রত্ন-আসন ।

কি বিষাদে ও মা সতী করেছে আজ ধরায় শয়ন ॥

- ১ । কি হুঃখে হরিলে জীবন, ও মা তারা অগতঃ জীবন ;
হর-দ্রবে হর সর্বক্ষণ ; (তুমি) সর্বজন্মের সর্বশ্রম ধন ॥

- ২ । যখন আসি যজ্ঞস্থলে,

দ্বিলোচন ভাসি দ্বি-লোচনের জলে,

দ্বিলোচনী ধর বলে, দিলেন দ্বিলোচন ;

মাকুতীন হ'য়ে এখন, কেমনে যাই শিবের সদন ;

সুখা'লে দিক্-বসন হরি ! (হরি) করিবে কি নিবেদন । ১৪৬

হরিনাথ মধুমদার ।

আলাইয়া—আড়া ।

কেন্দ্রে কহে নন্দী কি বিপদ ঘটিল ।

স্বর্ণময়ী মা আমার কেন রে বিবর্ণ হ'লো ॥

লজ্জি আসি শিব-আজ্ঞে, আসিয়া অশিব যজ্ঞে,

অকস্মাৎ কিমান্ধর্য হেরি প্রাণ না হয় ধৈর্য্য,

হর-জ্বদি করি ত্যজ্য, শয্যা মায়ের ধরাতলে । ১৪৭

দাশরথী রায় ।

ললিত বিতাস—আড়া ।

এই দশা হলো ভাই নন্দী, মাকে এনে যজ্ঞস্থলে ।

কাল কাছে দাঁড়ব আমরা, কে খাওয়াবে ক্ষুধা পেলে ॥

ভাই আমরা কি করিলাম, কেন দক্ষালয়ে এলাম,

স্নেহময়ী মা হারাইলাম, এই ছিল কি এই কপালে । ১৪৮

মদন মাষ্টার ।

[শিবের উক্তি ।]

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

আজ একা কেন এলি নন্দী কৈলাশভুবনে ।

কার কাছেতে রেখে এলি রে সেই ভিখারীর ধন তারা-ধনে ॥

সুহৃদ কুরীত কি বিষরণ, স্বরূপে সব বল রে এখন,

অস্থির হ'তেছে যে মন, না দেখে সেই সতীধনে । ১৪৯

মদন মাষ্টার ।

[শিবের উক্তি ।]

বিতাস—মধ্যম ।

নন্দি ! কি গুনালি রে সতী ছেড়ে গেল ।

আমার এ পাষণ প্রাণ কেন না বেকলো ॥

একে দক্ষ করে অপমান, সতী ত্যজিলেন আপনার প্রাণ,

আমার এ দেহেতে প্রাণ রৈল ॥

আমার সর্বস্বধন দক্ষের কস্তে, সেই নয়ন-তারা তারার জন্তে,

কি করিব কোথাই এখন যাই,—

আবার বুঝি কৈলাস ছেড়ে অশানবাসী হ'তে হলো ॥ ১৫০

— মদন মাষ্টার ।

বিভাস খিঁচিট—কাঁপতাল ।

সতী-শোকে পতিত-পাবন, পশুপতি পতিত ধরা ।

শুম্ভর রজত-গিরি ধরা লোটায় না যায় ধরা ॥

১ । জীবনতারা বিনা তারাপতি, হল রে আঁখ জীবনতারা,

অন্ত ধনি নাহি শুনি, ধনি কেবল তারা তারা,—

দিনয়নের দিনয়ন-তারায়, তারাকারা ধারা ॥

২ । ও রে, নিরানন্দে সদানন্দ, নন্দীকে বলেন ধরা,

কি বলিলি ও রে নন্দি, তারা কি হলেন তারা ;

ভবের আপদ যায় রে দূরে, চিন্তা করি যে তারাপদ ;

তারাপদ দক্ষসঙ্গে দিলি নন্দি কি সংবাদ ;

কোথা আপদ-ভঞ্জনী যদি-রঞ্জনী তারা । ১৫১

— হরিনাথ মজুমদার ।

শিল্প—কাওয়ালী ।

চলিল বীরভক্ত বীর দক্ষযজ্ঞ বিনাশনে ।

সঙ্গেতে অক্লুত ভূত, ভূতনাথের আজ্ঞা পালনে ॥

১ । যজ্ঞকুণ্ড লও তও, দেবিয়া প্রচণ্ড কাণ্ড,

ভূও কাঁপে পলায় বিজগণে ;

(ও রে) ভূতে ছাড়ে হহঙ্কার, . চূর্ণ দক্ষ-অহঙ্কার,
ছিন্নমুণ্ড কলাকার, ধরা আসনে ॥

২। ভয়ঙ্কর গালবাদ্য, . . নিবাবে কাহার সাধ্য,
দেবান্বাদ্য শিবদৈনন্দগণে ;

(ও রে) তালে তালে নাচে তাল, বেতাল ধরিছে তাল,

উপস্থিত-প্রলয়কাল দক্ষভবনে ॥ ১৫২

হরিনাথ মজুমদার ॥

[শিবের উক্তি ।]

মুলতান—জলদ তেতালা ।

মেছে আর কেহ ? . .

যদি ত্যজিলা আনন্দমুখী আনন্দকাননো !

বিনে সতী শশধরো, কৈলাসো ভূধরো,

হ'লো অঁধরো এখমো । ১ ।

যারো লাগি ভিক্ষা মাগি, সংসারী শঙ্করো যোগী,

শিব সর্বস্ব সে ধনে, না হেরে ভবনে,

রবে কেমনে জীবনো ? ২ । ১৫৩

মনোমোহন বসু ।

শিব ও সতীর মিলন ।

[কিন্নরের গান ।]

সাহানা—ধামাল ।

কৈলাসো ভূধরোপরি, হায় আজ একি হেরি—

বিরাজিত হরগৌরী—কি যুগল মাধুরী !

রজতে কনকোকাশি মিলিল আ মরি !
 আধ অঙ্গে বিভূষিত, আধ চুয়া কস্তুরী !
 একাঙ্গে ভুজঙ্গগণো, একাঙ্গে মণি কাকনোই ;
 আধ বাঘাস্বরখানি আধ কোম বসন্তনা ;
 আধই জটা জুট, আধ শিরে কবরী ।
 সার্কনয়নে অঞ্জনো, মরি কি আঁখি রঞ্জনে ?
 ঢলু ঢলু ঢুলিতেছে, কিবা সার্কি লোচনো !
 কপালে শশধরো, অনলো কোলে জ্বরী ?
 মনোমোহন বসু ।

ভৈরবী—একতালা ।

(মরি) হরবামে হরি বসি ।

হর হৃথ হরে, রজত-শেখরে,

আলো করে যেন শরদশশী ।

১। হর-গৌরী-মিলিত অঙ্গ কি সুন্দর,

আধ ধবল গিরি আধ শশধর ;

আধ বেলী আধ জটা মনোহর,

আধ আঁখি জবা আধ যে সরসী ।

২। দক্ষিণ শ্রবণে ধুতুরার ফুল,

বামকর্ণে স্বর্ণ-কুণ্ডল অতুল,

খগ-চকু নাসা আধ তিলফুল,

অধরে না ধরে মধুর হাসি ।

৩। বলয়া কঙ্কন কর শোভা করে,

অঙ্কমণিহারে, মুনি মনোহরে ;

দ্বিত্ব সজ্জিত ত্রিশূল উত্তরে ;

অস্ত্র ভুজহায়ে ক্রক করাল অসি ॥

৮৮। বাঘাঘর-সনে মীলাঘরী সাজে,

সুগল চরণে স্বর্ণ নুপুর বাজে,

হসিহররূপ অদয়ী-সরোজে ;

১ হরি দরশন করে দিশি নিশি ॥ ১৫৫

হরিমাধ মজুমদার ।

[শিবের বিবাহ বিষয়ক ।]

৮৯। হরট—কাওয়ালী ।

আয় রে বেতাল, সাজ তাল, বাঘছাল, হাড় মাল,

এনে-দে-রে উমাকান্তে ।

আয় রে, তোরা যাব ত্বরা করে গিরিবর-বাসে,

বরবেশে বরদারে আস্তে ॥

আর কালবিলম্ব কেন, কাল ভুজঙ্গ আন,

শুভ কাল হলো রে কালান্তে ।

যাহার জন্তে তমু জরা, যনম-যজ্ঞা হরা,

নারদ-বদনে পেলেম শুভে ॥

বিনে তারিণী, ভয়হারিণী, আছি যে হুংখে দিবা রজনী,

পার না কি আস্তে ॥ ১৫৬ দাশরথী রায় ।

৯০। হরট—কাওয়ালী ।

আই আই পালাই কি বালাই, কাজ নাই এ জামাই,

দেখ মিছে একি রঙ্গ ।

যত মেয়ের হাট পেয়ে, অল্পেয়ের মাথা খেয়ে,

আবার হয়েছে উলঙ্গ ॥

চল গো সজনী চল, নালা কেটে যেনে জল;
এন না বুড়াকে করি ব্যঙ্গ ।

খেপা মহেশের যেও না পাশে, মরি ত্রাসে বুকে এসে,
পাছে খাবে লো ভুজঙ্গ ।

এ বড় মর্শ্বের ব্যথা, এ বয়েরে স্বর্ণলতা,
দিবে গিরি খেয়ে কি অপাত্ত ॥

আহা মরি ছি ছি মেনে, এ বাদ সাধিল কেনে,
বিরোধে নারদে বুড় রঙ্গ ।

সাধের উমার বর, খেপা হর দিগম্বর,
শিরে জটা উদর মোটা কি ঘোরঘটা ভূতের সঙ্গ ॥ ১৫৭

দাশরথী রায় ।

—
শ্লিষ্ট—খেমটা।

মুনি এলো বর, পরিধান বাঘাস্বর,
মাখা ভস্ম কলেবরে ।

সাধের গিবিবর-নন্দিনী, ছি মা, এই বরে কেউ বরে ।
রূপ দেখে নই মলেম হেসে, অস্থিমালা গলদেশে.

বর এসে কি বলদে বসে, দোষের সাগরে ।

বুড়ার কপালে আগুণ, কেবল মাত্র একটা গুণ,

মুখে রামগুণ গান করে ॥ ১৫৮

দাশরথী রায় ।

—
বাঁধাজ—৭৭ ।

তোরা কেউ ধর্মে কুলো যাস্নে ওলো কুলবালা ।

মহেশের ভূতের হাটে, এ সব ঠাটে সন্ধ্যা বেলা ।

যে রূপ ধরেছিল তোর, চিত্ত উন্নত করা,
 চাঁদ যেন ধরায় ধরা, খোঁপায় ঘেরা বকুলমালা । ১৫৯
 দাশরথী রায় ।

ললিত ঝিকিট—ঝাপতাল ।

পঞ্চ বদনেতে একবারে দিতে বরমালা ।
 গিরিপূরে দশভুজা হন তুর্গে গিরিবালা ।
 দাঁড়া'লেন উমেশ সম্মুখে উর্দ্ধ কর করি,
 রাকা চন্দ্র ঢাকা রূপধারিনী হরসুন্দরী,
 নিরখি রূপ গগনে চঞ্চল চঞ্চলা ॥
 কিবে কাঞ্চন-কবরী আর, কমলাদি কুসুমহার
 কমল করে করি বিমলবদনী বিমলা ।
 দশ কর-আভাষ দশদিক্ অঙ্ককাব হরে,
 প্রতি করনথরে কত শরদ-ইন্দু শোভা করে,
 নখর হেরি চকোর সুধামানসে উতলা ॥ ১৬০
 দাশরথী রায় ।

[আগমনী ।]

(গোঁবচন্দ্রী ।)

গিরিবর ! আর আমি পারিনে হে,
 প্রবোধ দিতে উমারে ।
 উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান,
 নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥
 অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
 বলে উমা ধরে দে উহারে ।

কাঁদিয়ে ফুলালে আঁধি, মলিন ও মুখ দেখি,
 মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ।
 আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্কুলি,
 যেতে চায় না আনি কোথা রে ।
 আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
 ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ।
 উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
 গোঁরীয়ে লইয়া কোলে করে ।
 সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
 মুকুর লইয়া দিল করে ।
 মুকুবে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
 বিনিমিত কোটি শশধরে । * * *
 শ্রীরাম প্রসাদে কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
 জগত জননী যার ঘরে ।
 কহিতে কহিতে কথা, স্নানিজিতা জগন্মাতা,
 শোয়াইল পালঙ্ক উপরে । ১৬১
 রামপ্রসাদ ।

প্রসাদী হর—একতাল ।

আমার উমা সামান্তা মেয়ে নয় ।

গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তা নয় ।

স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয় ।

ওহে কার চতুর্মুখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাঁদের মন্তকে রয় ।

রাজরাজেশ্বরী হ'য়ে হস্ত-বদনে কথা কয় ।

ও কে গরুড়-বাহন কালো বরণ, ঘোড় হাতেতে করে বিনয় ।

প্রোদ ভণে মুনিগণে, যোগ ধ্যানে রাঁবে না পায় ।

ভূমি গিরি ধন্ত, হেন কস্তা, পেয়েছ কি পুণ্য উদয় ॥ ১৬২

রামপ্রসাদ সেন ।

মালতী ।

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার ।

এই যে নন্দিনী আইল, ররণ করিয়া আন ঘরে ।

মুখশী দেখ আসি, দূরে যাবে হুংরাশি,

ও চাঁদ মুখের হাসি, স্মারশি ক্ষরে,

শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চূলে ধায় রাণী,

বসন না সধরে ।

গদ গদ ভাবভরে, ঝর ঝর আঁখি করে,

পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে ॥

পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিবথিয়া,

চুষে অরুণ-অধরে ।

বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভিখারী,

তোমাহেন স্নকুমারী, দিলাম দিগম্বরে ॥

যত সহচরীগণ, হ'য়ে আনন্দিত মন,

হেসে হেসে এসে ধরে করে ।

কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে,

কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে ॥

কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,

ভাসে মহা আনন্দ-সাগরে ।

জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,

দিবাশি নাহি জানে আনন্দ পাশরে ॥ ১৬৩

রামপ্রসাদ সেন ।

পিলু বাহার—বৎ ।

গিরি ! এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না ।
 বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না ॥
 যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয় ।
 এবার মায়ে কিয়ে করব বগড়া, জামাই বলে মনব না ॥
 দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ হুঃখ কি প্রাণে সয় ।
 শিব আশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥ ১৬৪
 রামপ্রসাদ সেন ।

খট্টেরবা—একতালা ।

গিরি গোবী আমার এসেছিল ।
 স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্ত করিয়ে,
 চৈতন্তরূপিনী কোথা লুকালো ॥
 কহিছে শিখরি কি করি অচল,
 নাহি চলাচল হলাম হে অচল,
 চকলার মত জীবন চকল,
 অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো ॥
 দেখা দিয়ে কেন এত মায়া তার,
 মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,
 আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার,
 পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো ॥ ১৬৫
 দাশরথী রায় ।

ললিত ঝিঁঝিট—রাঁপতাল।

কৈ হে গিরি কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী ।

সঙ্গে, তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিনী ।

দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী

কক্ষে লয়ে গজানন গমন গজগামিনী ।

মা বলে মা ডাকে মুখে আধ আধ বাণী ।

এ যে করি-অরিতে করি ভর, করে করিছে রিপু সংহার,

পদভরে টলে মহী মহিষনাশিনী ॥

প্রবল প্রথরা মেয়ে তম্বু কাঁপে দরশনে,

জ্ঞান হয় ত্রিলোকধন্য ত্রিলোকজননী ॥ ১৬৬

দাশরথি রায় ।

ললিত—একতাল।

ওগো নিদ্রাদেবি ! কেন বঞ্চনা করিলে মোরে ।

মিলাইয়ে উমা-ধনে পুন কেন নিলে হরে ॥

যে অবধি তারা-হারা, মুদি না আর আঁখি-তারা,

ছনয়নে শতধারা, বহিছে সদাই—

আজি নিদ্রে এলে যদি,

মিলাইলে হারা-নিধি,

শেষে স্মৃথে হয়ে বাদী, কেন লুকাইলে তারে ।

পুনঃ আমি মুদি আঁখি,

শয়ন করিয়া থাকি,

উমা এনে মেলাও দেখি, হেরি সে চাঁদমুখ—

আমার সে স্বর্ণলতা,

না বলিতে ছটো কথা,

দিয়ে আমার প্রাণে ব্যথা, নিলে তারে কোথাকারে । ১৬৭

হরিশ্চন্দ্র মিত্র ।

খট্টকৈরবী—একাতালা ।

গিরি, কি সুধাও হে সমাচার ?
 বলতে সে স্বপন, না সরে বচন,
 খেদে পোড়ে মন বহে অক্ষধার ।
 নিশিতে যেমন, ভেবে উমাধন,
 অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন,
 অমনি স্বপনে করি দরশন,
 শিয়বে বসিয়া যেন মা আমার ।
 বাছার নাই স্নেহবরণ, নাই আভরণ,
 হেমাস্ত্রী হইয়াছে কলীরঞ্জন,
 হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার,
 সে উমা আমার, উমা নাই হে আর ।
 "উমা বসিয়ে শিয়রে, কহিল কাতুরে,
 কত আব দয়া থাকিবে পাথরে,"
 ভিখাবীর করে, সমর্পন করৈ, ।
 কেন তব ফিরে, লও না মা একবার । ১৬৮
 হরিশ্চন্দ্র মিত্র ।

[গিরিরামের উক্তি ।]

খি'খিট—ধয়্যা ।

রাণী, এক দুই তিন, করে প্রতিদিন,
 গণিতেছে দিন, উমা মার যা'বার ।
 সে বে দণ্ডে শতবার, করে ঘর দ্বার,
 কিছুতেই তার, শাস্তি নাহি আর ।

উঠিলে ডাক্তর,

ଆମ୍ଭ ଆସ୍ତଗତ ୨୭ ଦିନକର,

জীবন এলে বিভাবরী, কহে বিনয় করি,

পোহাও গো সৰ্ব্বস্বী, কেন থাক আর ।

সে যে পুরোহিত পায়,
প্রণমি স্তব্ধায়,

কল্লে-মাস কবে, কঙ গো আমায়,

আইনে সে কন্তে, . . . প্রাণের সে কন্তে,

উমা জগৎধন্যে আসনে গেল আমার ।

যেই শেফালিকা-পাশে, • কাতরে জিজ্ঞাসে,

কত আর বিলম্ব কুমুম-বিকাশে,

ফুটলে তোমার ফুল উমা মোর আসে ।

•• **প্রাণে গিরিপূরবাসীর মনের আঁধার ।**

বেলা কান্দিয়ে আমারে জিজ্ঞাসে,

কবে যাবে উমাঙ্গ আনিতে কৈলাসে,

যাব বলে, অগ্নি কাঁথি-নীরে ভাসে,

বলে মনে ধৈর্য্য মানে না যে আর । ১৬৯

हरिश्चन्द्र मित्रि ।

[পুরবাসীগণের গীত ।]

अभिज्ञा—काष्ठब्राह्मण ।

ବାଳି ଧର, କର, କର, ଯନ୍ତ୍ରଣାଚାରଣ ।

হয়েছে শুভক্ষণ ।

ମହ ଶୁଭ ଗଣନାଦି,

সুপতি, হৈমবতী,

গিরিরাজো হ'ল অই আগমন ;

বেরো গো বেরো গো কেন গৃহে আর ।
 দেখো সে কেমন শোভা তোমার প্রাণ-উমার
 গিরিপূরে আজি গো চাঁদের বাজার,
 কার শক্তি বর্ণে রূপ অভয়ার,
 লহ গো বরণ করি, শঙ্কর আর শুভঙ্করী,
 ডাক সব পুরনারী, করুক জয় উচ্চারণ ।
 ছুংখের নিশি হ'ল তোমার অবসান,
 ঘাবেতে দাঁড়াল এসে ঈশানী সহ-ঈশানী,
 হেরিয়ে জুড়াল তাপিত মন প্রাণ,
 আনন্দে উথলে গুলিয়ে পাবাণ ।
 অই শুন সব বাদ্যকরে, সুরমঙ্গল বাদ্য করে,
 মঙ্গলার মঙ্গল গান গাইছে গায়কগণ । ১৭০
 হরিশ্চন্দ্র মিত্র ।

[রাণীর উক্তি ।]

মঙ্গলার—মঙ্গলান ।

কই উমা কই আমার কই উমা কই ।
 উমা উমা করে করে আমাতে আর আমি নই ।
 শরনে স্থপনে উমা, আলাপনে মনে উমা,
 জগমাগা হ'ল উমা, ভাবি না আর উমা বই ।
 ভেবে ছুংখিনী জননী, এল কি গণেশজননী,
 স্মৃদিন কি হ'ল এমনি, পেলাম কি আনন্দময়ী ।
 না করিয়া মিছে ছল, বল্ গো তোর সত্য বল,
 মঙ্গলার সুরমঙ্গল, আমার ত জপনা অই । ১৭১

হরিশ্চন্দ্র মিত্র ।

বজ্রার—বধ্যমান ।

থাক থাক থাক নয়নধারা,
নয়ন ভরিয়ে একবাব নিবখি নয়নতারা ।
না হেরে যে উমাতাবা, বহিছে শ্রাবণের ধারা,
এল সেই নয়নতারা, এখন ধাবা এ কি ধারা ।
নিবখিতে উমাধনে, বহুদিনেব সাধ মনে,
হেরিতে সে চন্দ্রাননে বাধা দেও এ কেমন ধারা ।
একে পলক বাধা চোকে, দেখতে দেয় না অনিমিখে,
ভূমি তাতে হলে বাদী, হেবি বল কেমন ধারা । ১৭২
হরিশ্চন্দ্র মিত্র ।

[মেনকার উক্তি ।]

(বুধা বে লক্ষণ করিয়ে বতন—হর ।)

উমা, এলি কি গো মা, কৈলাস-চন্দ্রমা,
হব-মনোরমা, হলি কি উদয় ।
মা বলে এক বার, আয় কোলে আমার,
তোরে না হেরে সংসার হেরি শূন্যময় ॥
নেশ নীলাধর নিরখি যখন, চন্দ্রমার ছবি ভুবনমোহন,
মনে পড়ে আমার উমার বদন, কিরণর ।
তখন শত ধারে চক্রে বারিধারা বয় ॥
শয়নে স্বপনে উমা তোরে দিখি,
(আমার) সতীর প্রতিমা সদা জ্বলে রাখি,
মহা যজ্ঞে নাহি উমারে নিরখি,

কাঁদিল—অ—অ—অ—প্রাণ ।

সতী তুই মা প্রসূতীর স্নেহের মিলয় । ১৭৩

দ্বীনেশচরণ বসু :

ললিত ঝিঁঝিট—কাঁপতাল ।

বসিলেন মা হেমবরণী হেরঘেরে লয়ে কোলে ।

হেরি গণেশজননীরূপ রাণী ভাসে নয়নজলে ॥

ব্রহ্মাদি বালক যার—সেই গিবিবালিকা শিবদারা,

পদতলে বাল ভানু বাল চন্দ্র বাল তারা ।

ভানু জিনিযে তনু তনয় কোলে দোলে ॥

আমি মনে ভাবি উমাকে দেখি,

কি উমা কুমারে দেখি, কোন রূপ সঁপিযে রাখি নয়ন যুগলে ।

দাশরথী কহিছে রাণী তুই ভূঞা দরশনে,

হের ব্রহ্মময়ী রূপ ব্রহ্মরূপ গজাননে ।

ব্রহ্মময়ীর কোলে ব্রহ্ম ডাকে মা বলে । ১৭৪

দাশরথী রায় ।

ললিত ঝিঁঝিট—তাল কাঁপতাল ।

বাঁহা কিছু পূর্ণ তবে হয় হবমহিসি ।

রয় যদি মা শত যুগ এ সুখ সন্তুর্মী নিশি ।

মনের মানসে তবে, ও মা সর্বমঙ্গলে,

পূজি পদ বিষদলে, অর জাহ্নবীর জলে,

মরি শেবে মোক্ষ পদ হ'য়ে অভিলাষী ॥

এসো তিন দিনের কারণ, নহে খেদ নিবারণ,

আগ ল'য়ে যায় গো মা আগতোষ আসি ।

তুমি তো আপন বশ মও জানি মা অভয়ে,
হরবাসে হরবশে হর কাল হরপ্রিয়ে,
অশানেতে ল'য়ে যা'বেন অশান-নিবাসী ॥ ১৭৫
দাশরথী রায় ।

[আগমনী ।]

অহং—একতালী ।

গা তোলি গা তোল বীধ মা কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী ।
ঘুগল শিশু ল'য়ে কোলে, মা কই আমার বলে,
ডাকছে মা তোর শশধর-বদনী ।
ত্রিভুবনে ধন্যে, ত্রিভুবনে অন্যে,
তোর মেয়ের তুলনা নাই গো রাণি ।
আমর ভাবিতাম ভবের প্রিয়ে, আজি শুনি তোর মেয়ে,
ঐ নাকি মা ভবেব ভয়হারিণী ।
ধলি যে রক্ত উদবে, তোর মতন সংসারে,
বহুগর্ভা এমন নাই রমণী ।
মা তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচূড়-দারা, চন্দ্র-দর্পহরা চন্দ্রাননী ।
এমন রূপ দেখি নাই কার, মনের অঙ্ককার,
হরে মা তোর হর-মনোমোহিনী । ১৭৬
দাশরথী রায় ।

ললিত—আড়াঠেকা ।

আয় মা উমা আয় কেমন ক'রে ভুলেছিলি ।
মা বলে কি মনে নাই মা, ঘর পেয়ে সব ভুলে গেলি ॥

যখন তুই মা গিয়েছিলি, যাবার বেলা কি বলিলি,
 কেঁদে না মা আসবো ব'লে, অফলে নয়ন মুছালি ।
 তুই ও তো মা কেঁদে গেলি, কেমন করে গো ভুলিলি,
 পাষাণের মেয়ে ব'লে নিজেও কি পাষাণী হ'লি ?
 বড় মনে আশা ছিল, উমা আমার বড় হ'ল,
 সে আশার আশা দূবে গেল এখন কতকাল পরে এলি । ১৭৭
 কেদারনাথ চক্রবর্তী ।

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা ।

একবার উঠ মা গোঁবি !
 পূর্বদিক প্রকাশ হল পোহালো শরীরী ।
 উঠ আমার প্রাণ-কুমাৰি, ডাকছে তোমার সহচরী,
 মঙ্গল আরতি করি, বিধুবদন হেরি । ১৭৮
 হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় ।

আলাইরা—আড়া ।

উমা আমার কেমন ছিলে হরেরি ঘবে,
 শুনেছি ঈশান নাকি অশানেতে বাস করে ।
 পরে সদা বাঘাঘর, ভস্মমাখা কলেবর,
 অহি সদা শিরোপর, থাক গোঁরি কেমন করে ।
 সত্য কি মা অন্ন বিনা, উপবাসী থাক উমা,
 দিনান্তে অন্ন জোটে না, আমাই তাই কি ভিক্ষা করে ।
 গঙ্গানামে সত্য নাকি, সত্যত মন্তকে রাধি,
 শুনেছি পিনাকী নাকি, অধিক যতন করে ।

রাজার নন্দিনী তুমি, কেন ক্লেশ সহ শুনি,
শুন গো দৈশাবী বাণী, আর না পাঠাব তোরে । ১৭৯
অধিকাচরণ গুপ্ত ।

—
আগমনী—আড়াঠেকা ।

যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উমা বড় হুঃখে রয়েছে ।
দেখেছি স্বপন, নারদবচন, উমা মা মা ব'লে কৈদেছে ॥
ভান্ড ভিখারী আমাই তোমার, সোণার ভ্রমরী গৌরী আমার,
উমার যত বসন ভূষণ, বেটা তাও বেচে ভান্ড খেয়েছে । ১৮০
অজ্ঞাত ।

[আগমনী ।]

ভৈরবী—পোস্ত ।

আমার হুঃখ পাশরা নয়ন-তারা
আয় মা একবার করি কোলে ।
অভাগিনী জননীবে, ডাকমা একবার মা মা ব'লে ।
কতদিন না দেখি তোমায়, ছিলাম আমি মৃতপ্রায়,
জীবনেব জীবন তুই, আমার জীবন দিলি এককালে ॥ ১৮১
অজ্ঞাত ।

—
কাহ্নি—৭৭ ।

কি শুনালে গিরিবর উমা কি ভবনে এলো ।
ভবেরি ভবাণী আমার ভবন করিল আলো ।
উমা শশী না হেরিয়ে, ছিল নয়ন অন্ধ হ'য়ে,
এবে নয়ন-তারা নিরখিয়ে, আঁধি মম জুড়াইল । ১৮২
দাশরথী রায় ।

আলোয়া—একতালা ।

তুই কি এলি মা গৌরী ।

আর মা তোরে কোলে করি ।

হৃদয়ে রাখিয়ে বারেক, তাপিত প্রাণ শীতল করি ॥

কোন ঘাটে ধুয়েছি মুখ, হেরিলাম আজ চাঁদ মুখ,
যার লাগি পঞ্চমুখ, জপে সব পরিহরি ।

পূর্ণ হ'লো মঙ্গলাচার, মঙ্গলময় আমার বাছার,

আগমনে যায় হুবাচার, পুলকিত গিরিপুরি ॥ ১৮৩

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায় ।

আলোয়া—আড়া ।

এস মা, এস মা, ও মা হর মনোমোহিনী ।

সংবৎসর আশাপথ চেয়ে আছি গো জননি ॥

চিরদিন পবোধীন, আমরা বাঙ্গালী দীন,

স্বর্থ আশা তিনটা দিন, পূরা'লো স্বর্থদায়িনি ।

বঙ্গহৃদি উজলিয়া, দশদিশি প্রকাশিয়া,

বরাভব প্রদানিষা, তোষ শিব বিলাসিনি ।

বড়ানন গজাননে, বানী কমলার সনে,

বলবৃদ্ধি বিদ্যাধনে, আন শুভ বিদায়িনি ।

রোগ শোক দূর কর, যাতনা সজ্জাস হর,

অকাল মরকে তর, ও গো বিপদনায়িনি ।

অধীন জীবন-ক্লেশ, হৃদশার তীব্র স্নেহ,

সকলি কর নিঃশেষ, অমঙ্গল সংহারিণি ।

আলস্ত অড়তা নাশ, বাড়াও উৎসাহ আশ,

সংসার সমরে শক্তি, দেও শক্তি স্বরূপিনি ।

পাপতাপ নাশ কর, কু-ইচ্ছা হৃদয়িত হর,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, যুক্তি-মোক্ষ-প্রদায়িনি ॥ ১৮৪
রাখালদাস নাগচৌধুরী ।

[বিজয়া ।]

বেহাগ—একতারা ।

তুমি গো রজনী ।
জগৎ-যজ্ঞা-হারিণী, ত্রিতাপ-বারিণী,
প্রভাতা হইও না ধরি পায় ।
প্রভাতা হইলে প্রাণের উমায় দিতে হয় বিদায় ।
কত ক্লেশ প্রাণ সহিল, তবে উমায় আনে শৈল,
কেমনে বল না শৈল, বিদায় দিব শৈলজায় ।
তারা আমার নয়ন-তারা, সে তারারে হ'লে হারা,
হব যে জীবন-হারা, ঘটিবে বিবশ দায় । ১৮৫
কৃষ্ণধন বিজ্ঞাপতি ।

তৈরবী—একতারা ।

কে নাম দিল হ্রিশ্বেধারিণী ।
কে নাম রেখেছে নিস্তারিণী ॥
বল, মা হতে প্রাণ উমা, কার কাছে এত মা,
হয়েছ আদরিণী ।
আমি সাধের উমা নাম রেখেছিলাম,
উমা গো আমি আজি তো শুনিলাম,
সবে নাকি রেখেছে তোর নাম ভবের ভরনাশিনী ।

স্বপ্নের তরে তোরে করে সঁশিলাম,
 হুঃখে হুঃখে কাল হয় অবিরাম,
 কে দিয়াছে মা তোর হুঃখ-হরা নাম ?

আমি তো জানি হুঃখিনী ।

সদানন্দের ঘরে অন্ন শূন্য সদা,
 কে তোমার নামটা রেখেছে অন্নদা,
 দাশরথী স্বিজ কাঁপে ভয়ে সদা,
 কে নাম দিল ভব ভয়-হারিণী ? ১৮৬ দাশরথী রায় ।

[উমার উক্তি ।]

হরট—আড়াঠেকা ।

কাদে গো পরাণ আজি, তোমা সবে ছাড়িতে ।
 বিধি জানে কবে পাব, তোমা সবে হেরিতে ॥
 প্রাণে প্রাণে মিলি'য়ে, খেলিতাম ধূলা ল'য়ে,
 খেলিত নয়নে সুখ, মুখভরা হাসিতে ॥
 কত কি যে মনে হয়, মনেই তা পায় লয়,
 বলি বলি করি, কই পারি না যে বলিতে ।
 কর হু'টা ধ'রে কই, ভুল না আমা'রে সই,
 এবে গো বিদায় হই, পতি সনে যাইতে ॥ ১৮৭

রাজকৃষ্ণ রায় ।

[বিজয়া-সঙ্গীত ।]

ললিত ।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তন্ন কাঁপি'ছে আমার ।
 কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার ॥

বিছায়ে বাঘের ছাল, ঘারে বসে মহাকাল,
 বেরোও গণেশ-মাতা, উাকে বার বার ।
 তব দেহ হে পাষণ, এ দেহে পাষণ প্রাণ,
 এই হেতু এতক্ষণ, না হল বিদায় ॥
 তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুকে মন,
 হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার ।
 প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি-রাজ-রাণী,
 প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার ॥ ১৮৮

— রামপ্রসাদ সেন ।

আলোয়া—আড়খেমটা ।

আমার ঐ ভয় মনে, বিজয়া-দশমী-দিনে
 অকূলে ভাষাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে ।
 নবমীর নিশি হ'লে অবসান,
 অন্ধকার করে হবে অস্তর্জান,
 করিবেন হুর্গে স্বস্থানে প্রস্থান নিজ পরিবার সনে ।
 তাই করি প্রার্থনা করি যোড় হাত,
 যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত,
 আর যেন উদয় হয় না দিননাথ, এই ভিক্ষে চরণে ॥ ১৮৯
 হুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী ।

[বিজয়া-দশমী ।]

ললিত-বিতাস—আড়াঠেকা ।

যেয়ো না, রজনী ! আজি লয়ে তারাদলে !
 গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে !

উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
 নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
 বারমাস তিতি, সতি ! নিত্য অশ্রুজলে,
 পেয়েছি উমায় আমি। কি সাহস তাবে—
 তিনটা দিনেতে, কহ লো তারা-কুন্তলে,
 এ দীর্ঘ বিরহ-আলা এমন জুড়াবে ?
 তিন দিন স্বর্ণ-দীপ জ্বলিতেছে ঘরে
 ছুর করি অন্ধকার ; শুনিতেছে বাণী—
 মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ কহরে ?
 দ্বিগুণ আঁধার ঘব হবে, আমি জানি,
 নিবাও এ দীপ যদি—কহিল। কাতরে
 নবমীর নিশা-শেষে গিরিশের রাণী । ১৯০

কবির মধুসূদন দত্ত ।

আলয়া—আড়াঠেকা ।

শুন গো রজনী ; করি মিনতি তোমারে ।

অচলা হও আন্ধকার তরে, অচলারে দয়া করে ॥

১। সাধে কি নিবেধে দাসী, তুমি অন্তে গেলে নিশি ;

অন্তে যাবে উমা-শশী ; হিমালয় আঁধার করে ॥

২। কি বলব তোমায় যামিনী, তুমি ত অন্তর্ধামিনী ;

তত্ত্বের ব্যথা আপনি, সকলি জান অন্তরে ॥ ১৯১

হরিনাথ মজুমদার ।

অহং—একতারা ।

একবার আগ মা, কুলকুণ্ডলিনি,

শঙ্কু-হৃদয়-বাসিনী ।

আমি ডাকি অবিরত, মা বলি নিদ্রিত,

শঙ্কর সহিত, শঙ্কর-মোহিনী ॥

১। দেখ, তারা সনে শশী, অন্তে গেল নিশি,

পোহাইল তারা ত্রিনয়নী ।

পূজার সময় হ'ল ; উঠ শিবে ।

শিব-মন্মোহিনী, শিবপূজা কর শিব-সীমন্তিনি ।

২। দিনে দিন গত, সে দিন আগত ;

হল কাল গত, শুন হরির রাগী ;

কিসে চেতন পাব মা ; মায়া-নিদ্রাতে সদা অচৈতন্য

তুমি চৈতন্য না হলে চৈতন্য-রূপিণি ॥ ১৯২

— হরিনাথ মজুমদার ।

বিভাস ঝিঝিট ঙং—রাপতাল ।

এস কোলে করি উমা, বল মা বিধুবদনে ।

তোমার মারে মা বলে মা, কে আছে তোমা বিনে ॥

১। দুঃখিনী জননী ব'ধে, ঈশানী যাবে কেমনে ।

তুমি আমার নয়নতারা, তোরে বিদায় দিয়ে তারা,

তারা-হারা নয়নে রব কেমনে ভবনে ॥

২। ও মা তিন দিনের তরে আসিয়া,

নিবান আশুপ জ্বলে দিয়া,

নিদয় হ'য়ে বিদায় দিতে বল গো কি কারণে ।

প্রাণান্তে নয়নপ্রান্তে যেতে দিব না তোমা ধনে,
 সাগর সিঞ্চন নিধি, ভাগ্যেতে মিলান বিধি,
 নিজ দোষে হারাই যদি, পাব না জীবনে ॥ ১৯৩
 হরিনাথ মজুমদার ।

ললিত বিভাস—একতাল ।

আমার উমা যায় কৈলাসে, হিমালয় করি শূন্ত ।
 নয়নতারা হলেম হারা, নয়নতারা তারা ভিন্ন ।
 জয়! দে গো মুক্তকেশীর কেশ করে পরিচ্ছন্ন ।
 পুরবাসী দে গো আসি, মায়ের সিঁথায় সিঁদূর চিহ্ন ।
 তিন দিন না গত হ'তে, হর এসেছেন নিতে,
 উমা ধনে বিদায় দিতে, জদয় হয় বিদীর্ণ ।
 দিনে আঁধার হ'ল আমার, স্বর্ণ পুরী ফেরি শূন্ত ।
 হরি বলে মা আমায়, দে গো বিদায় যাব তুর্ণ ॥ ১৯৪
 হরিনাথ মজুমদার ।

[শুভ-নিশুভ বৃদ্ধ ।]

আড়খমটা ।

ওহে মজীবর অজ্ঞ জর জর,
 কেমনে সহিব তাই বল না ।
 বামাস্তা এক কন্যা, দ্বিভুবন মায়া,
 দৈত্যগণে সব করিছে তাড়না ॥
 কত সব বল এত অত্যাচার,
 দৈত্যদল সব হ'তেছে ছারখার,

দেখিব সে বামা কেমন প্রকার,
সহে না আর প্রাণে এ সব যাতনা ॥ ১২৫

অজ্ঞাত ।

[নিমন্ত্রের প্রতি শ্রুতি ।]

গারা-শৈলবী—আড়খেমটা ।

'বল্ব কি, ও রে ভাই ! তুই আমার জীবন ধন ।
কোন প্রাণে তোমা ধনে, সেই কালে কর্বো সমর্পণ ॥
কোথা হ'তে এল নারী, কিছু না বুঝিতে পারি,

অল্পগত হ'য়ে তাবি, মন হ'লো উচাটন ।

ছিল যত মম গর্ষ, সকলি হইল খর্ব্ব,

সেনাপতি-আদি সর্ব্ব, নারী করিছে নিধন ॥' ১২৬

অজ্ঞাত ।

[নিমন্ত্রের উক্তি ।]

জয়জয়ন্তী—খাঁপতাল ।

'কোথা থেকে এলো বামা সেই দহুজদলনী ।

হবে বুঝি হররমা হিড়ুবন-মোহকারিণী ॥

হেন সাধ্য আছে কার, লীলা বুঝিবে তাঁহার,

অশুরদিগের অত্যাচার, দেখে এলো সে আপনি ।

সে অতি কঠিন বামা, কি দিব তাঁহার উপমা,

চতুর্ভুজা হয়ে স্তামা, সদা থাকে উলঙ্গিনী ।' ১২৭

অজ্ঞাত ।

খাখাজ—৩৭ ।

কে সমরে শবোপরে নবঘনবরণী ।

রূপ নিরখি নিন্দিত যেন নীল নলিনী ॥

প্রভাতে ভাসুর আভা, কিরণ চরণ শোভা,

রণ শোভা করিছে ঐ রণরঙ্গিনী ।

দ্বিজ দাশরথী কয়, সামান্য প্রকৃতি নয়,

করে ধরে নরশির হর ঘরণী ॥ ১৯৮ দাশরথী রায় ।

দিহু—কাওয়ালী ।

রঙ্গ করিছে রণ, কে রমণী হে রাজন,

তোমাতে নিদয় বামা কি অন্তে ।

এলোকেশী, করে অসি, ষোড়শী কুলকন্যা ॥

বিবাদ ঘটিল কেনে, কি বাদ বামার সনে,

করেছে নিদয়া মেয়ে, সারিলে প্রাণে ॥

চল হে রাজন চল, প্রাণ ভয়ে প্রাণাকুল,

অকুল সাগরে কুল আর দেখিনে ।

ধরি চরণে করি মিনতি, যদি হে দানবপতি,

দাশরথী গতি পায় অতি যতনে ॥ ১৯৯

দাশরথী রায় ।

জয়জয়ন্তী—৩৭ ।

ওরে শুভ সেনাপতি রণে ভজ দিও না ।

বধে যদি অশ্রময়ী ভবে অশ্র হবে না ॥

অদ্য কি শত বৎসরে, যাবে প্রাণ রবে না রে,
প্রাণ ভয়ে হাতে পেয়ে পরমার্থ হারাইও না ॥ ২০০

দাশরথী রয় ।

[ঋব ও প্রজ্ঞাদ চরিত্র ।]

(ঋবের উক্তি ।)

যোগীরা—কাওয়ালী ।

বনে যাই আমি মন চুঃখে ।
দারুণ বিমাতার কথা শেল হয়ে বিধেছে বুকে ।
আশীর্বাদ কর আমাবে কৃষ্ণ যদি কৃপা করে,
পুনঃ ফিরে আসব তবে কুটীরে ।
নিদয় হলে কৃষ্ণধনে, প্রাণ ত্যজিব বিষপানে,
নতুবা মরবো আগুনে বিদায় হই তোমারে রেখে ॥ ২০১
মদন মাষ্টার ।

[সুনীতির প্রতি ঋবের উক্তি ।]

ললিত—আড়া ।

বিদায় হলেম গো জননি, মা রলে কি নিদ্রাগত ?
এত সাধের ঋব তোমার, বিদায় হয় মা জন্মের মত ।
পদ্মপলাশ অশ্বেষণে, মা আমি চলিলাম বনে,
যদি হয় মা দরশন—তবে হব সমাগত ।
বিমাতার বাক্য শুনে—দগ্ধ হয় মা কলেবরে,
কি দোষ দিব মহারাজারে অদৃষ্টেরি ফল যত ॥ ২০২

অজ্ঞাত ।

[স্মৃতিতির উক্তি ।]

বাখাল—পোতা ।

কোথা আছ হে কৃষ্ণ এত কষ্ট সহিতে নারি ।

পার কর হুঃখিনীরে, হুঃখ-নীরে দিয়ে অভয় চরণ-তরী
বনে দিলেন স্বামী, নিরাশ্রয়ে আছি আমি,

রক্ষ ভুবনের স্বামী, ভবের ধন হুতার-হারী ॥

শুনেছি নাম দীনবন্ধু, কৃপাময় কৃপাসিদ্ধ,

দাও হে চরণারবুন্দ, পতিত পাবন হরি ॥ ২০৩

দাশরথী রায় ।

[স্মৃতিতির উক্তি ।]

বিশিট—ঠেকা ।

এব লাগি কান্দিয়ে আকুল ।

বলে এ হুঃখ-সাগরে কে আর কুলাবে কুল ॥

শুনিয়াছি রামায়ণে, কৈকেয়ী দিল রামকে বনে,

শ্রুতি মোর পুত্র ধনে, প্রতি হলো প্রতিকূল ॥

নৃপতির পত্নী হয়ে, আছি বনবাসী হয়ে,

এব রে তোর মুখ চেয়ে, বুকি হারাইলাম মূল ॥ ২০৪

দাশরথী রায় ।

ললিত—একতাল ।

ভরসা তোমার নাথ !—ভরসা তোমার !

তোমা বিনে দীনহীনের, বল কেবা আছে আর ?

অধম পাতকী বলে, তোমা বই কে লবে কোলে,

পাপাত্মার আর্ন্তনাদে, দয়া হবে আর কার ?

তনয়ের নয়ন-জল, পিতা বই কে মুছায় বল ?
 কে আর করে শীতল, তাপিত প্রাণ তাহার ?
 সাক্ষাৎ পাপের অংশে, জন্মেছি হে দৈত্যবংশে,
 আপনি আপন ধ্বংসে, করিতেছি পাপাচার !
 অজ্ঞান অবোধ ছেলে, পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলে,
 পিতে তারে, তার তরে, করে কি হে পরিহার ?
 কুমার আধার তুমি, নানা পাপে পাপী আমি,
 তাই কি হে বিশ্বস্বামী, করিবে না দীনে পার ?
 কেহ কল্লতরু-কাছে, কাতরে যদি হে যাচে,
 পাপী দেখি, করে না কি, সে বাসনা পূর্ণ তার ?
 নিজগুণে দয়াময় ! দেহ দাসে পদাশ্রয়,
 এস ওহে মনোময়, মনোমন্দিরে আমার—
 মুদিরে যুগল আঁখি, যদি তোমায় স্বদে রাখি,
 যায় প্রাণ, যাক্ তায়, মমতা কি আছে আর ? ২০৫
 হরিশ্চন্দ্র মিত্র ।

ললিত—একতালা ।

আজি কি সুদিন মম—আজি কিবা শুভক্ষণ ।
 হরি-প্রেমামৃত-লোভে করিব গরল ভক্ষণ ॥
 হরি বোলে বিষপানে, যদি আমি মরি প্রাণে,
 এর সম ভাগ্য মম, হবে কি আরো কখন ?
 অক্ষুণ্ণ পাপে তাপে, জলিতেছি অমৃততাপে,
 তাহে হলাহল তাপে, যদি আরো অঙ্গ তাপে—

আছে কি সন্তাপ তার ? না হলে সন্তপ্ত-কায়
 কে কবে জানিতে পার, ছায়া সুখদ কেমন ?
 যদি হরি পদ ধ্যান, যদি হরি-গুণ-গান,
 যদি হরিনামামৃত, পান করে থাকে মন—
 তবে আর হলাহল, আমায় কি করিবে বল ?
 সর্প-বিষে, মরে কি সে, সুধাপারী যেই জন ? ২০৬
 হরিশ্চন্দ্র মিত্র ।

[প্রজ্ঞাদেব মাতা কয়ামুর সখীষয়ের গান ।]

খট্—একতাল ।

তিলেক দাঁড়া ঘাতুকগণ !
 বিনয় কবি, করে ধরি,
 এক বার দেখা বাছার চাঁদবদন !
 জানিস্ তো রে কত আদরের প্রজ্ঞাদ,
 তার এই দশা এ কি পরমাদ !
 কেন, না পুঁতে সাধ, সাথে সাদিস্ বাদ
 অপরাধ বাছার হোল কি এমন ?
 রাণী, যারে কোলে করে, বিধু পায় করে,
 কেন তায় বেঁধেছিস্ করে করে করে ?
 বাছা, হেন কি দোষ করে, ক রে তাই ক রে,
 আগে ঘরা ধুলে দে রে, হাত পার বন্ধন ।
 শুনে কুমারের হৃৎকের সমাচার,
 কিসে কিসে পাঠাই রে আর ।

হয়ে, উন্মাদিনী প্রায়, এসেছেন হেথায়,
 একবার দেখা তায় তার হৃদয়ের রতন । ২০৭
 হরিশ্চন্দ্র মিত্র ।

[মাতার প্রতি প্রজ্ঞাদ ।]

বিভাগ—একতালা ।

মা গো, কেন কর ভয় ।
 অভয়-চরণ, যে লয় শরণ,
 ভয় তারে করে ভয় ।
 হরিবারে প্রাণ বিবের কি শক্তি ?
 হরিপদে যদি থাকে মম ভক্তি,
 দিনে দয়া তাঁর, হোলে এক বার,
 বিষ হবে সুধা সম ।
 মা তোমার অঠরে, বিষম কঠোরে
 যে সময় মম উৎপাদন,
 যখন, শক্তি প্রার্থনার, ছিল না আমার,
 রক্ষিলেন আমায় কে তখন ?
 না ডাকিতে যেই নিম্ন গুণে রক্ষে,
 সদা যে সদয় অদাসের পক্ষে,
 কাতর বচন, শুনে সে এখন,
 দিবে না কি পদাশ্রয় ?
 পঞ্চদূত দিয়ে, যতনে গড়িয়ে
 মনোহর এই কলেবর ।

(যিনি) হয়ে কৃপাবান, দিলেন প্রাণদান,
 যিনি এই জীবিতেশ্বর,
 তাঁর ভজনায়ে, যদি প্রাণ যায়
 দ্বাষ্য গণি মনে, ক্ষোভ কিবা তায়,
 আরাধিয়ে হরি, যদি প্রাণে মরি,
 করিব শমনে জয় । ২০৮ হরিশ্চন্দ্র মিত্র ।

[গরল পান করিয়া প্রজ্ঞাদ দৈত্যগণের প্রতি ।]

তৈরবী—জলদ তেতাল ।

কি অমিয়ে আমায় দিয়েছি, ওরে দৈত্যগণ !
 কোরে পান, জুড়ালো প্রাণ, আছে কি পেয় এমন ।
 নিয়ে বিষপূর্ণ পাত্র, হরিনাম স্মরিবামাত্র,
 হলাহল সুধার বল, করিল রে বিতরণ ।
 হরি কেমন দয়াময়, পেলি ত তার পরিচয়,
 গরল অমিয়া হয়, নামের মহিমা এমন ।
 সর্বশক্তিমান হরি, তোরা তাঁরে ভাবিস্ অরি,
 এ কি জাষ্টি মরি মরি ! ভাল হরির বিড়ম্বন ।
 বাহুবলে হ'য়ে বলী, গণিস্ নে তায় তুচ্ছ বলি,
 দেখ্ রে বারেক হরি বলি, জুড়াবে তাপিত জীবন । ২০৯
 হরিশ্চন্দ্র মিত্র ।

তৈরবী—কৈততা ।

নাহি চাই রাজ্য, ধন, জন,
 ও হে ভক্তের জীবন ।

দেহি এই বর, ওহে শীতাম্বর !
 যেন নিরন্তর ভাবি ক্রীচরণ হে ।
 নাহি চাহি ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ,
 কি ছার মিছার ধন রাজ্যপদ,
 শিবের সম্পদ, তব যেই পদ,
 দেহি দাসে সেই পদ কোকনদ—

মম এই আকিঞ্চন হে ।

ভাগ্যগুণে যেই চিন্তামণি পায়,
 সে কি নাথ, আর তুচ্ছ কাচ চায় ?
 ভূমি বিভো, হও স্প্রশসন্ন যার,
 সে কি ভুলে আর বৈভব-মায়ায় ?

ভূমিই সাধনের ধন হে ।

সায়ুজ্য, সালোক্য জীবমুক্তি আর,
 কিছতেই নাই বাসনা আমার,
 ও হে বিশ্বাধার ! ক্রীপদে তোমার,
 থাকে যেন দৃঢ় ভক্তি অনিবার,

দাসের এই নিবেদন হে । ২১০

হরিশ্চন্দ্র মিত্র ।

সিদ্ধু তৈরবী—৪৭ ।

কোথা হে অনাথের জীবন, আজি বুঝি মোর জীবন গেল ।
 ওহে জীবনের জীবন, জীবন-মাকে ভক্তের জীবন রাখতে হল ॥

শত্রু-শব্দটে উত্তরি, হরি এ দাসে স্তম্ভা বিতরি,

দেহ চরণ-ভরি তবে ত তরি এ সাগর সলিলে ।

গুণসাগর আজি আমারে, ডুবাও যদি এ সাগরে,
তব কলঙ্ক-সাগরে তোমার ভক্তের হরি নাম ডুবিল ॥ ১১
দাশরথী রায় ।

[পিতার প্রতি প্রেঙ্কাদের উক্তি ।]

আলাইরা কি'খিট—একতারা ।

পিতঃ, কর এই তিকা দান ;

তাজ পাপ অভিমান,

হরি-নাম ল'য়ে, জীবমুক্ত হ'য়ে,

প্রেঙ্কাদের বধ প্রাণ ।

তুমি পিতা আমার ধরনী-ঈশ্বর,

তোমার আমার পিতা অনন্ত ঈশ্বর ;

তঁারি শাস্তি কোলে, ইহ-পরকালে,

সকলে লইব স্থান ।

রত্ন সিংহাসনে নাহি আমার আশা ;

হরি-পদাশুজ কেবল ভরসা ;

জদি-সিংহাসনে, বসা'য়ে সে ধনে,

করবো নিত্য স্মৃধাপান ।

করি-পদতলে পাষাণ চাপনে,

অনলে গরলে কি ভয় মরণে ?

দয়াময় হরি, দিয়ে পদতরী,

করিবেন পরিত্রাণ ।

সত্য সত্য পিতঃ এ প্রেতিজ্ঞা করি,

এই স্তম্ভমাবে আছেন আমার হরি ;

দেখ যদি পিতঃ দেখাইতে পারি,

“ভক্তের অধীন ভগবান ।” ২১২

আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

[প্রহ্লাদ চরিত্র ।]

হরিনাম বড় ভালবাসী ।

তাই বলি পিতা গো আমি দিবানিশি ।

সে নাম স্মরণে সিহরে পরাণ, পুলকে অঙ্কবারি ।

নামে সুখা করে, পিয় প্রাণ ভ'রে, আনন্দ

সাগরে ভাসি । ২১৩

রাজকৃষ্ণ রায় ।

কীৰ্ত্তন ।

অনন্ত যাতনা ভুগিতে হবে না

অনন্ত আনন্দ খেলিবে প্রাণে ।

আমা সবার প্রতি, যে সবার মতি,

সে সবার গতি শুধু এখানে ।

দূর ধরাতলে, পাপ-তাপানলে,

পুড়িল কেনরে জীব,

আমা চারি অনে, স্থান দেরে মনে,

স্থান দিলে স্থান পাবি এখানে ॥ ২১৪

রাজকৃষ্ণ রায় ।

কীৰ্ত্তন—খেদটা ।

তোর নাম রেখেছি হরিবলা ।

মনের সাথে ও আমার মন,

খেলনা হরি নামের খেলা ।

প্রোমে মেখে ভক্তি মাটি,
গড়'না হরির চরণ হুঁটা,
আয় হু'জনে সেই চরণে
পরিয়ে দি বনকুলের মালা ॥ ২১৫

রাজকৃষ্ণ রায় ।

কীর্তন—ধেবুটা ।

তালে তালে পা ফেলে হরি বলে নাচি ভাই ।
গ'লে গ'লে রা তুলে হরিনামের গুণ গাই ।
হাতে কর তালি দিয়ে, সুরে তালে লয় মিলিয়ে,
হরি নামের ভিক্ষা দিয়ে, হরি নামের ভিক্ষা চাই । ২১৬

রাজকৃষ্ণ রায় ।

কীর্তন—ধেবুটা ।

হরি ব'লে সবাই নাচে, এমনি হরি নামের লীলা,
সাগর জলে হেলে হু'লে, লহর নাচে তাল বেতাল ।
তুই কেনরে মরার মত, নিঝুম হয়ে থাকিস্ এত,
নাচ'না রে মন হরি ব'লে, জু'ড়িয়ে যাবে প্রাণের জালা ॥ ২১৭

রাজকৃষ্ণ রায় ।

[হরিশ্চন্দ্র ও নলোপাখ্যান ।]

বাহার—আড়া ।

(হরিশ্চন্দ্র বনগমনকালে মন্ত্রী উক্তি ।)

বিধাতার লীলা-খেলা বোকা নাহি যায় ;
মানব-সৌভাগ্য কেবল অলবিশ্রাম্য, হয় ॥

আজ যিনি সিংহাসনে, পূজা করে জনগণে,
কাল আবার তিনি বনে বৃষ্কেরি তলায়, হায় ।
ব্যাকুলিত অন্ন বিনে দারুণ ক্ষুধায়, হায় ॥
হরিশ্চন্দ্র মহামতি, ছিলেন অযোধ্যার পতি,
মরি তাঁর কি ভুগতি মুনিরাজ ঘটায়, হায়,
রাজ্যপাট ছাড়ি রাজা বনবাসে যায়, হায় ॥ ২১৮

হরিনাথ মজুমদার ।

[প্রজাগণের উক্তি ।]

বেহাগ—আড়া ।

হরিশ্চন্দ্র বিনে হেরি অযোধ্যা আঁধার ।
অকস্মাৎ আসিল আসি রাহু ছরাচার ॥
প্রতিবাসী প্রতিবাসে, শোক-অশ্রু জলে ভাসে,
ধরণী লোটায় সবে কয়ে হাহাকার ।
শোকানল হৃদয়ে জলে, শয্যা তাজি ধরাভলে,
পুরবাসী পড়ে আছে সবে শবাকার ।
নীল পতাকা দুর্গোপরে নীল বসন পরে,
শূন্যে শোক প্রকাশ করে, সৈন্য অনিবার ॥ ২১৯
হরিনাথ মজুমদার ।

[হরিশ্চন্দ্রের উক্তি ।]

ভীম পলাশী—আড়াঠেকা ।

কপালে আমার বিধি একি বিধি লিখেছিলে ?
ধন মান দিয়ে দান কেন পুনঃ হরে নিলে ।

তব লীলা লীলাময়, জীবিতে মিলায়ে রয়
 শুভাশুভ কলধর, অলুক্ষণ তাহে মিলে ।
 ভূমি অগতির গতি, অখিল-ভুবন-পতি,
 কি করিলে মোর প্রতি, চির-হৃদে ভাসাইলে ।
 অথবা যে যার দোষে, পড়ে বিছু তব রোষে ;
 কে বা সবে পরিতোষে, দীনেশ হে, না দেখিলে ॥২২০
 রাধানাথ মিত্র ।

[শৈব্যার উক্তি ।]

ধাকি সিদ্ধ—সখামান ।

তাই প্রাণ প্রাণধন অলুক্ষণ ভেবেছে ।
 ধাকি ধাকি ডান জাঁখি অভাগীর নেচেছে ।
 যার যাক রাজ্য ধন, নাহি তাহে প্রয়োজন,
 মিলে এ সূত-রতন, সব সাধ মিটেছে ।
 কি বা কাজ এ ভবনে, প্রাণধনে লয়ে সনে,
 চল যাই ঘোর বনে, এই মন হতেছে ॥ ২২১ ঐ

[রোহিতাশ্ব এবং শৈব্যাসহ নিশাকালে প্রস্থান ।]

ছায়ানট জংলা—একতালা ।

ওরে বাপধন, না জানি কখন,
 হ'বে যে এমন, কি হ'ল, কি হ'ল হায় ।
 জাঁখি-নীল করে, স্নায় বিদরে ;
 তোরে প্রাণ ধরে, ল'য়ে যাইব কোথায় ।
 হৃথের কারণ, কাঁদবি যখন,
 কি দিয়ে তখন, যাহু ভুলাব তোমায় ! ২২২ ঐ

হুট বজার—আড়াঠেকা ।

বিধি যদি হ'ল বাদী, কেন যদি মিরবধি,
তাকে তাঁরে বারে বারে ।

রাজ্য ধন বজুজন, গেল সব অকারণ ;
তবু প্রাণ গেল না রে ।

মুনি সাঁপে সব সাঁপে, অমৃতাপে প্রাণ কাঁপে
এ দুঃখ কহিব কারে !

আমি অতি হীনমতি, ভবপতি মোর প্রতি,
তাই বৃক্ষ দেখে নাবে ॥ ২২৩
রাধানাথ মিত্র ।

[শৈব্যাব উক্তি ।]

তৈরবী—কাওয়ালী ।

(হবিশ্চন্দ্রের গাত্রে চন্দ্র প্রদান পূর্বক)

উঠ উঠ প্রাণনাথ অভাগী-জীবন-ধন ।

হুক্ হুক্ করে হিয়া কর আঁখি উন্মীলন ।

হেরি তোমা ধরাসনে, বহে বাবি হৃদয়নে .
বারেক হে সন্তাসনে, জুড়াও তাপিত মন ।

একাকিনী বিদেশেতে, আমি নাবী স্তুতসাথে.
বসে আছি এই পথে, কর নাথ দরশন ॥ ২২৪

রাধানাথ মিত্র ।

[শৈব্যাব উক্তি ।]

টোড়ি জংলা—কাওয়ালী ।

তবে যাই নাথ রেখ হে স্মরণ ।

অনাধিনী শৈব্যা রাণী, তা'রে ছুল মা কখন ।

বারেকেরি তরে, মধুমাখা স্বরে,
প্রিয়া বলে ডাক মোরে, জুড়াই জীবন ॥ ২২৫

[শৈব্যার বিদায় গ্রহণ কালে হরিশ্চন্দ্রের উক্তি ।]

বিতাস—কাওয়ালী ।

কোথায় চলে প্রিয়ে হৃদয়ধাম করে অন্ধকার ।
কেন বিচ্ছেদবাণ বিদ্ধ করে হরিবে জীবন-ভার ॥
তুমি আমার নয়ন-মণি, জীবনের জীবাত্মা তুমি,
দেহের বন্ধনী ।

তুমি আমার আলোক, স্রুথের প্রদীপ,

শান্তি-বারি এ অভাপার । ২২৬

রাধানাথ মিত্র ।

[হরিশ্চন্দ্রের আক্ষেপ ।]

অয়য়ন্তী—আড়াঠেকা ।

বিধি এই তব মনে ছিল !

সূর্য্য-বংশ-গৃহসম্মী পরের কিস্করী হ'ল !

রবি শশী যে বদন, হেরে নাহি কদাচন ;

আসিয়া পথিক জন, হায় তা'রে কিনে নিল ।

শশীসম স্রুকুমার, বিকাইলু সাথে তার ;

কুবুদ্ধি একি আমার, কলঙ্ক মম রটিল ।

ধিক্ এই অভাজনে, আপন জন বিহনে,

এখনও বেঁচে প্রাণে, কেন প্রাণ না যাইল ।

হা কুমার ! হা প্রেয়সী ! দেখা দাও হরা আসি ;

তোমাদের দুঃখরাশি, অধম হ'তে ঘটিল ॥ ২২৭ ঐ

[অশ্বিনে হরিশ্চন্দ্রের উক্তি ।]

বাগেশ্বী—আড়াঠেকা ।

শোক-মাখা চাকু-চিত্র ভীষণ অশ্বিন !

ভব-বঙ্গ-ভূমে এই কাঁদিবার স্থান !

নীরব ধরা-সুন্দরী, মৃতদেহ কোলে করি ;—

নীরব বিহগ মরি, ভুলে গেছে গান ।

বিষাদ বসন তাঁর, কঙ্কাল কুসুম-হার ;

বিভূতি চন্দনসার, ধূলা ধূসরিত কেশ ;—

লয়ে সঙ্গে প্রতিক্ষনি, — সাজি রাণী পাগলিনী,

চিতা জ্বলে চিঁতে ধনী, কাঁদিয়ে কাঁদান ॥ ২২৮

রাধানাথ মিত্র ।

[মৃত সন্তান-অঙ্কে শশ্বিনে শৈব্যার প্রবেশ ।]

আলোয়া—একতারা ।

আমার কি হ'ল, কি হ'ল, কেন হ'ল গো এমন ।

আঁখি দুর্কীবনে হারালাম প্রাণের রতন ।

আর কে ডাকিবে ও রে, 'মা' বলে মধুর স্বরে,

কা'র বা অধর ধরে, করিব চুষন ।

নাথেরে হইরে হারা পিয়াছে নয়ন-তাবা ;

না শুকাতে আঁখি ধারা, ভাঙ্গা কপালে ভাঙ্গিল ;—

গোপনে আসিল চোর, কাটিল স্নেহের ডোর,

প্রাণের তনয়ে মোর, করিল হরণ ॥ ২২৯

রাধানাথ মিত্র ।

[হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের সিংহাসনে আরোহণ ;
দেব ও অঙ্গরীগণের গীত ।]

বেহাগ জংলা—একতালা ।

গাও রে অগতঙ্গন (সবে) মিলিয়ে,
কুশুমদাম ফুটিয়ে, চাঁদ কিরণ ঢালিয়ে ;
গাও রে আনন্দে হৃদয় খুলিয়ে ।
গাও বে কোকিল নিকুঞ্জকূলে,
গাও বে মধুপ বসি ফুলে,
সরসী-সলিল তরঙ্গ তুলে,
গাও নাচিয়ে নাচিয়ে ;—
গাও বে আনন্দে হৃদয় খুলিয়ে ।
গাও হে পবন মধুব স্বরে,
কাননে কাননে ভ্রমণ ক'রে ;
নিশির শিশির প্রেমের ভবে,
গাও সুবাস মাখিয়ে ;—
নবীন নির্ঝর নবীন ববে,
আছ রে বিজনে যে যথা সবে ;
গাও বে প্রকৃতি জাগা'য়ে ভবে,
প্রেম-লহরী তুলিয়ে ;—
অজি এ মধুব মিলনে মাতিয়ে । ২৩০

রাধানাথ মিত্র ।

[দময়ন্তীর উক্তি ।]

টোরা-ঠৈয়বী—একতালা ।

বল্ব কি বল্ব কি প্রাণ দহে অনলে,
নলের বিচ্ছেদানল জলে গেলেও জলে ।
যাব আমি যমপুরে, পদরজ দেও মা শিরে ।
গৃহে লয়ে প্রাণ-পতিরে আসি সহরে,
রাজ্য ধন ত্যাগিয়ে, বনে এলাম পতি লয়ে,
বিধাতা বিবাদী হয়ে নলে হরিলে ॥ ২৩১ অঙ্কাত ।

[নলের প্রতি দময়ন্তী ।]

ধাওয়াজ—একতালা ।

বলি, যেন স্মরণ থাকে হে রাজন্ প্রাণধন ।
এ অধিনী সঁপিয়াছে তব পদে প্রাণ মন ॥
শুন ওহে মহামতি, ও হে নিষধাধিপতি,
আপনি হবেন পতি, বাসনা এমন ।
বিহনে তাহা নাহি রাখিব জীবন ।
ভাল যাহা হবে কর, করি নিবেদন । ২৩২ অঙ্কাত ।

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা ।

হায় বিধি কি হইল দারুণ মনোবেদন ।
কেমনে লিখিলে মম কপালে হেন লিখন ॥
রাজার নন্দিনী আমি, প্রাণনাথ ধরান্বামী,
তাহে হই বনগামী, কে আছে, মম মতন ।

সে হুঃখ ভাবিনে মনে, প্রাণপতি অকারণে ;
তাজিয়ে গেলেন বনে, সহে না সে অদর্শন ॥ ২৩৮

অজ্ঞাত ।

[নলের উক্তি ।]

আলোয়া—জগদ তেতালা ।

কোথা গেলে প্রিয়সীর পাব আমি দরশন ।

প্রিয়সী বিহনে মম দহিতেছে সদা মন ॥

কি কহিব হায় হায়, বিনা দোষে অবলায়,
তাজেছি এ হুঃখ তায়, প্রাণে বাঁচিনে এখন ॥ ২৩৯

অজ্ঞাত ।

[সাবিত্রী ও শকুন্তলোপাখ্যান ।]

(সাবিত্রীর প্রতি সত্যবান ।)

বাস্তব—মধ্যমান ।

কেন কি কারণ, হেরি প্রিযে মলিন বদন ।

কেন কমল আঁখিদ্বয়, করিছে যারি বষণ ॥

কেন চারু চন্দ্রানন ; বর্ণহীন অমুকুণ ;

কেন ভাসে সুবদন, অজ্ঞাত বচন ।

জদয় উন্নত কেন, হইতেছে ঘন ঘন,
শ্বাস বহে অমুকুণ কিসের কারণ ॥ ২৪০ অজ্ঞাত ।

[সত্যবানের প্রতি সাবিত্রী ।]

পাহাড়িয়া—আড়াঠেকা ।

উঠ উঠ প্রাণপতি, ধরি চরণে হে ।

কেন হে ধূল্য পড়ি, সংজ্ঞাহীন আছ হে ।

রজনী আগত হল, অন্ধকারে আচ্ছাদিল,
 চল সখা চল চল আশ্রমে যাইব হে ।
 কি কব আর তোমায়, খেদে যদি বিদরয়,
 সব দেখি শূন্তময়, তোমার বিরহে হে ।
 কি দোষে দাসীর প্রতি, হ'লে প্রতিকূল-গতি,
 উঠ হে করি-মিনতি চরণে ধরিয়ে হে ॥ ২৩৬ অঙ্কাত ।

[হৃদয়স্ত তপোবন-সম্মিহিত পথে ।]

অহং ধাৰাজ—আজ্ঞা ।

ধর শরাহত মৃগযুথং, কৃতসঙ্কানমপিচ্ছতঃ

মৃগয়তি রাজা ।

চলতি পততি করোতীহ খলু বাণ-যাজনঃ

সারথী সহিতঃ সঙ্ক্যানমপিশং,

ললিতঃ সুকান্তঃ পালিত হরিণঃ কমল-কোমল

শরীরঃ তপোবনান্ত্রিতঃ

তরসা ব্রজন্তি ভয়েন, হরিণ-শিশব ঙ্করন্তে

মুহন্তদমুনপকর প্রয়োজিত মধিজাঃ

খলু বাণভীতিগতা, ধাবন্তি হরিণাঃ মুনিনাং শরণং,

দুবাদিহ দৃষ্ট । মুনয়চ্ছরয়া মাধব মাধব বদন্তি

নৃপতিং সঘনং ॥ ২৩৭ রামচন্দ্র চক্রবর্তী ।

[হৃদয়স্তের প্রতি মুনিগণ ।]

ধাৰাজ—একতাল ।

ও হে নৃপতি মাধব মাধব হরিণ-শিশু-জীবন ।

আশ্রম-পালিত বটে মৃগযুথ না কর হনন ॥

তব হে শর অনল প্রায়, মৃগ-তুলীরাশি দহিলে তায়
 তব সম লোকে শোভা নাহি পায়, ব'ধ না কখন ॥ ২৬
 —————
 রামচন্দ্র চক্রবর্তী ।

[তপোবনস্থ উদ্যানের দুঃস্বপ্ন ইত্যন্ততঃ পরিভ্রমণ
 করিতে করিতে ।]

*ভিলকাষোদ-ঋপ ।

রমণীয় তপোবনে কি ভাব নেহারি,
 পুণ্য-নিকেতনে শান্তি সহচরী ।
 কানন-পালিত, পশু যত ভাসিছে আনন্দে ;
 নাহি হিংসা ঘেষ কার, কেহ নহে বৈরী,
 সার্দূল হরিণে সদা সখ্যভাব হেরি ।
 ধরিয়ে স্নাতান, পাখী যেন বেদগানে মগন,
 হ'য়ে আছে নিরন্তর মুনি-অমুকারী,
 ইচ্ছা রাজ্য ত্যজি হই বনচারী ॥ ২৩৯ ঐ

[কলসী-কক্ষে প্রিয়বদা, অমুস্ময়া এবং শকুন্তলার
 কাননে প্রবেশ ।]

পরম-আছা ।

সখি চল চল সবে কাননে যাই,
 নিরে বারি, সেচন করিগে তরুতলায় ।
 দিবাকর-করে, লতাসহকারে,
 তাপিত অতি মলিন হার,
 (আবার) বারি দিগে চল ভূষি তাহার ।

এবে মুহূর্ত্তিত, অতি সুশোভিত,
মাধবীলতা, দেখিবে তার,
(এখন) বারদিনে তুমি চল দ্বারায় ॥ ২৪০
রামচন্দ্র চক্রবর্তী ।

(শকুন্তলার স্বামী-গৃহে গমন কালে আকাশে
বনদেবতাদিগের সঙ্গীত ।)
ললিত—আছা ।

সুখে থাক যেয়ে স্বামীসদনে ।
মায়ার পুতলি, স্নেহের কমলকলি,
তুমি আমাদের মা এ কাননে ।
শিশু কোলে নিয়ে, জুড়াইবে তব হিয়ে,
আশীর্বাদ করি গো তোমা ধনে ॥ ২৪১ ঐ

[সখিগণের নিকট শকুন্তলার বিদায় ।]

জংলাট—আছা ।

বিদায় হই প্রাণসখিগণ, দেখ দেখ ভুল না আমারে ।
কম অপরাধ মম, সদা রেখ অন্তরে,
কত না যাতনা দিয়েছি বল না, কখন ক'র না মনেতে
স্মরিলে সে সব কথা সহে না সহে না অন্তরে । ২৪২ ঐ

[মেনকার উক্তি ।]

শঙ্করা—আছা ।

হায়, হায়, বিধি কেমন দারুণ,
রাজার চরিত নিষ্ঠুর অতি ।

কেমন ক'রে মা শকুন্তলে !
 মন প্রাণ দিলে ইহার প্রতি ।
 বল্ব বা কার, হৃৎথের কথা,
 না বুকে কল্পে প্রেম অযথা,
 অদৃষ্টেরি ফল, যা হ'বার তা হ'ল,
 চল চল এবে নিম্ন বসতি ॥ ২৪৩

রামচন্দ্র চক্রবর্তী ।

(হৃৎথের প্রতি মিশ্রকেশীর উক্তি ।)

ভালাট—ঠুংরি ।

(হায় !) কেন এ ভাব, নৃপতি তব, বুদ্ধিতে না পারি ।
 ঐমুখ মলিন, বল বল কেন, তাপিত তল্লুচি ।
 শকুন্তলা মনে প'ড়ে কি এখনে, অল্পতাপিত পরাণ
 জানিব তা আজ ভাল করি ॥ ২৪৪ ঐ

(বহুদিন পরে রাজাকে দেখিয়া শকুন্তলাব উক্তি ।)

ভৈরবী—পোস্তা ।

স্বপ্ন বস্ত্রে কেন হেরি এ কাননে,
 দাসীরে মনে কি হ'ল এত দিনে ।
 বুকি মম হারানিধি, দেখাইয়ে বিধি,
 পুনঃ মোরে ছলিতে বাসনা মনে ॥ ২৪৫ ঐ

(হৃষিক শঙ্কুস্তলার মিলন ।)

বেহাগ—আছা ।

আহামরি একি হেরি রূপ মাধুরী ।

পতি পাশে সতী শোভে হের প্রাণ ভরি ।

(ও ঘো সই হের প্রাণ ভরি)

অটিকার অবসানে, হাসিলেক তপনে,

দেখ চেয়ে কমলিনী নাচিছে তারে নেহারি ।

জল পেয়ে চাতকীর প্রফুল্লিত অন্তর,

হাসিছে ভাসিছে রসে ডুবিছে নিজ পাসরি !

সহকার পেয়ে আজি দেখ মাধবী লতা,

ভাসিছে আনন্দে আহা তারে আলিসন করি ॥ ২৪৬

রামচন্দ্র চক্রবর্তী ।

(শ্রীমন্তসংবাদ ।)

[শ্রীমন্তের সিংহল গমনকালে খুল্লনার উক্তি ।]

বেহাগ—মধামান ।

হায় রে কেমনে, তোমাধনে, দিব রে বিদায় ।

লীভল শোকানল, নব হ'ল যাছু তোর কথায় ॥

বিমাতা তোমায়, বিবাহার বিবধর প্রায় ;

কত কথা কয়, সব প্রাণে সয়,

মনে এই হয়, হইবে সময় ;—

কাদা'য়ে জন্ময়, ঘা'বে রে কোথায় ॥ ২৪৭

রাধানাথ মিত্র ।

[খুলনার প্রতি প্রীতি ।]

বিকা বঙ্গার—আড়াঠেকা ।

যাই যাই জননী গো কর না বারণ ।

সুখেতে থাকিব আমি কর অঙ্গ সঙ্গরণ ।

দেশত্যাগী পিতা-তরে, অর্পবাদ হবে করে,

যাব সে সিংহলপুটে আনিবারে পিড়ন ।

আশীষ এ দাসে তব, বিসম বিপদ সব,

অনায়াসে পার হ'ব কেন করি'ছ রোদন ।

পদধূলি মা তোমার, মাথায় দাও আমার,

লয়ে পিতা পুনর্কীর, আসিব ফিবে ভবন ॥ ২৪৮

রাধানাথ মিত্র ।

[ব্রজ-বৃত্তান্ত ।]

(নল্লব প্রতি যশোদা ।)

বেহাগ—একতালি ।

শুন ব্রজবান্ধ, সুপনেতে আছ,

দেখা দিয়া গোপাল কোথা কুকালে ।

যেন সে চঞ্চল চাঁদে, অকল ধরিয়া কঁাদে,

জননি দে ননী দে ননী বলে ॥

নীল কলেরব, দুলায় দুসর,

বিধুমুখে যেন কতই মধুব স্বর,

সঞ্চারিয়ে ডাকে মা বোলে । এ ।

কত কঁাদে বাছা বলি সর সর,

অমি অভাগিনী বলি সর সর,

[বলরামের প্রতি যশোকা ।]

আজ্ঞা ।

ও বাছা বলরাম রে গোপাল আমার দিলাম তোর হাতে ।

সঙ্গে সঙ্গে রেখ গোপাল, দিও না দূর বনে যেতে ।

নিকটে চরাইও খেয়, হু'তাইয়ে বাজা'ও বেণু ।

রোদেতে ঘামিল তম্বু, বসো তমালের তলেতে ।

গোপাল আমার কৈলে সোণা, হুখের ব্যাধী কি তা জানে না ।

কির সর নবনী ছানা দণ্ডে দণ্ডে দিও যেতে ॥ ২৫১

অজ্ঞাত ।

[যশোদার উক্তি ।]

লোভা ।

ঐ দেখরে হৃষ্টে আমার বসন ভেসে যায় ।

শুনেছি নারদের মুখে শতবর্ষ পর,

নিয়ে কির সর দিব রে তোর চাঁদ বদনে ও রে জলধর ।

হুধিনীয়ে ভুলে রলি রে,

মা বলিয়ে এক বার কোলে আর ছারকায় ॥ ২৫২

মুচিরাম মুখা ।

[যশোদার উক্তি ।]

ললিত বোদিয়া—আড়া ।

হায় আমি কি করিলেম, পেয়ে রতন হারাইলেম.

পরের কথায় ঘরে দিলেম, অনল গো ।

অক্রুর বা কোথাকার কে, সে আমা সবাকার কে,

তাহাকে বা চিনে কে, সে কেন নীলমণিকে,

হোরে নিল গো ॥ ২৫৩

অজ্ঞাত ।

[বলরামের প্রতি যশোদা ।]

বলাই ডাকিলুনে রে, শিক্কা বাজাইলু না রে,
গোপাল গোষ্ঠে যেতে দিব না ।

যাবি গোচারণ করিতে, সহ রাখাল সঙ্কেতে,
গহন বনেতে—আমার নীলমণি
আজ বনেতে যাবে না ।

নিশির শেষে, দেখ্লেম স্বপ্নাবেশে
শোন বলাই বলি তোরে—হুৱাক্সা কংশের চবে,
নিবে মোর কৃষ্ণধনকে চুরি করে ।

আমি শোন বলাই তাই বলি—যে হুখের নীলমণি
জানে বোহিঙ্গী—আমার নীলমণি আজ বনেতে যাবে না ॥ ২৫৪
অজ্ঞাত ।

[বলরামের প্রতি যশোদা ।]

নীলমণি-ধন দিব না আর গোষ্ঠেতে ।

বলাই ফিরে যা তোর গৃহেতে ।

আমার একেলা নিমাই, মা বলিতে নাই ।

গোপাল যদি নিবি মনে, পাষাণ দে মোর বুকেতে ॥ ১৫৫

অজ্ঞাত ।

[গোষ্ঠ গীত ।]

লুম্বিঙ্গ—একতাল ।

হারে রে রে রে রে, ওঠ রে কানাই ।

বেলা হ'ল চল, চল গোষ্ঠে যাই ।

আয়রে কাহ্ন আয় ;
 উঠরে গোপাল দাঁড়িয়ে রাখাল পথশানে সবে চায় ;
 বেলা হলো চল গোষ্ঠে খেলা করি,
 কদমতলায় বাজাব বাঁশরী, দাঁড়িয়ে পায় পায় ।
 বনফুল তুলে সাজাব তোরে, আয় আয় কাহ্ন উঠরে উঠরে,
 ব্যাকুল খেছ, নাহি শুনে বেণু, কাননে নাই যায় ।
 শুন হাস্যরসে তোরে ডাকে খেছ, বনে যেতে নাই চায় ॥ ২৫৬
 পিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

[বলরামের প্রতি গোপাল ।]

বল'ই ডেকো না, মা বিদায় না দিলে যাওয়া হ'বে না ।
 আমি মাযের আজ্ঞাকারী, আজ্ঞা নৈলে যেতে ন'বি,
 অ'মায় নিতে হ'লে পরে, মা'কে কর সান্তনা ।
 গোষ্ঠেব অতি বেলা হলো, খেছ সব গৃহে রইল ।
 আজি গোষ্ঠে গেলেনপরে মা তো প্রাণে বাঁচবে না ॥ ২৫৭
 অজ্ঞাত ।

[যশোদার উক্তি ।]

বলো বলো নাবদ মূনি মথুরায় এই দুঃখের সমাচার,
 দিবানিশি ব্রজবাসী করে হাহাকার ।
 কেঁদে কেঁদে ব্রজের রাখাল ধূলাতে লুটায়,
 গোপাল বিনে ব্রজের গোপাল উর্দ্ধমুখে ধায় ।
 শত বর্ষ কৃষ্ণহারী এ দুঃখিনীর বাঁচা তার ॥ ২৫৮
 আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

[জীলামের উক্তি ।]

বসন্ত—তেজাল ।

ভাই রে শুবল বল রে শুবল উপায় কি করি বল ?

কেবল রিপুবল, হইল প্রবল,

কানাই বিনে বুদ্ধাবনে

দুর্জলের আর কি আছে বল ।

পুন কি কালীয় দহে বিষজলে প্রাণ দহে,

কিবা দাবানল দহে, দহে বুদ্ধাবন সকল ।

দেখি আর দেনেক দু'দিন,

যদি বিধি না দেয় শুদিন,

তবে আর কেন দিনের দিন,

দিন গণে দিন কাটাই বিফল ॥ ২৫৯

কৃষ্ণকমল গোস্বামী ।

মধুকানের হর ।

(দেখ্ণাম বত নারী বসে নীরে—হর ।)

দেখতে যেন কান্ধালিনীর মত, না হইলে কাঁদিলে কেন এত ।

গোপাল আয়, গোপাল আয় বলে, করাঘাত হানে কপালে,

বলে এই ছিল কপালে, আসতেম না রে জান্তেম যদি এত ।

মুক্ত কেশে, মুক্ত ভাসে নয়নের নীরে,

বলে মলেম দ্বারির হাতে মুক্ত কর মোরে ।

যখন কয় চিন না দ্বারি, ইনি যে রাজমাতারি ।

এ দশা হয় তোমারই, দেখিলেম মাতারি কত শত ॥

মলিন বেশে এমন বরণ যেন রাজ্যমাতা,
 শুনেছি গোকুলে আছে, রাজার এক মাতা,
 যদ্যপি কান্ধালি হ'ত, যনমত ধন চাহিত,
 ধনহারা কান্ধালি নয় ত, উহার প্রাণ কেবল কৃষ্ণগত ॥ ২৬০

মধুকান ।

[যশোদার উক্তি ।]

আলোয়া—থররা ।

ও সুবল রে ! এ দুধিনী নয় কান্ধালিনী,

এখন আমার চিন্‌বিনে বাপ ।

তোদের রাখাল রাজার আমি হই জননী ।

সবে মাত্র ধন, ছিল কৃষ্ণধন, হারা'য়ে সে ধন,

হইলেম কান্ধালিনী ।

আর কি আছে বল, আনিস নে সুবল,

এ জীবনের বল, কেবল নীলকান্তমণি ।

নিশিতে স্বপনে, দেখলাম নীল রতনে,

ননী দে মা বলি করিছে রোদন ।

হ'ল প্রভাত রজনী, কৈ সে নীলমণি,

আশা করে আছি ষারে, ঐ দেখ্‌ নীয়ে কীর সর ননী ॥ ২৬১

কৃষ্ণকমল গোস্বামী ।

[যশোদার উক্তি ।]

মধুকানের হর ।

নিল মূনি নীলমণি যে দিন, আমার মনে হইল সে দিন

কিরে কি আর হবে এমন দিন ?

য থাকে না তিলেক ছেড়ে, জান্লে কি রে দিতেম ছেড়ে
 গোকুল ছেড়ে সঙ্গে যেতেম সে দিন ।
 ও মা যাই যাই ব'লে কারে বা সুধায় গো,
 নে রে খা রে ক্ষীরননী কে তারে বলে গো,
 কাবে বা বলে জননী কে বা দেয় ক্ষীরননী,
 ধাব কি রে সে ক্ষীরননী, দুখিনীরে মনে হয় কি একদিন ॥ ২৬২
 মধুকান ।

—
 পরম—ঠেকা ।

কে আলি আমার রতনমণি বল শুনি ।
 এ মাতা পাসরি ছিলি, পেয়ে মাতা দৈবকিনী ।
 ধর্ম মাতা পিতা পেয়ে ছিলি মধুরাতে,
 পরেব মাকে মা বলিলি মরি সেই দুখেতে ;
 মনে ভাবলে ননী দিবে, পিতা বলে বশুদেবে,
 সে নবনী কোথায় পাবে, ঐ দেখুয়ে রেখেছি ননী ।
 গোচারণ ভরে কিরে এসব আচরণ,
 নন্দের বাঁধা এত ভারি হ'লরে এখন ;
 কুপুত্র হইলে তুমি, কুমাতা না হব আমি,
 হৃদন কর কি বল রাণি ! কোথায় তোমার নীলমণি ॥ ২৬৩
 মধুহৃদন কিয়ক (কান) ।

অতিরিক্ত পৌরাণিক সঙ্গীত ।

[দক্ষযজ্ঞ—আগমনী ।]

তৈয়বী—আড়া তেতালা ।

ও গো জয়া বল জয়া কখন আসিবে,
 মনের বিচ্ছেদ-তম হেরি সে নাশিবে ।
 গিরি গিয়াছে আনিতে, বিলম্ব হ'ল আসিতে,
 কখন আসি অশিতে অঙ্কেতে বসিবে ।
 গৌরি হইয়ে চঞ্চল, ধরিয়ে মম অঞ্চল,
 মা বলে এল কুন্তলে কুন্তলা ভাসিবে ।
 গত যামিনীর শেবে, দেখেছি স্বপ্নাবেশে,
 আমার সিংহের বসে, শিব সঙ্গে শিবে ।
 সে হইতে উৎকৃষ্টিতা, আছি ধূলায় নুষ্টিতা,
 স্বপন-বাক্য খণ্ডিতা, বিধি কি করিবে ॥ ২৬৪

আন্ততোষ দেব ।

তৈয়বী—আড়া তেতালা

কি অপরূপ হেরিলাম গিরিরাজ ।
 গত নিশির স্বপনে, দেখি উমা চন্দ্রাননে,
 আন্ততোষ-স্বদাসনে, বেড়ি যোগিনীসমাজ ।
 মন মম স্থির নহে, সে মুখ দেখিতে চাহে,
 কে বুঝিবে মরম-বাতনা,—
 তনু হে ভূধরবামী, কেমন কঠিন তুমি,
 তনয়া পাপেরে আছ, তোমার কি এই কাজ ॥ ২৬৫ ঐ

যোগিনী—আড়া ।

রাণী গো স্বধু তোমারি বেদনা বলে নয় ।
 দেখ দেখি গিরিপুরে, পশু পক্ষী আদি করে,
 উমার লাগিয়া বুঝে, সব নিরানন্দময় ।
 উমা তোমার হৃদিতা, কিন্তু জগতের মাতা,
 লিপিকর্তা যে বিধাতা, তেঁই মাতা কর ।
 বিশেষে তোমার তারা, হর ত্রিলোচন তারা,
 তেঁই পরম্পর তারা, বিচ্ছেদ না নয় ।
 অর্পহীন পশুপতি, তাঁ'র সর্বস্ব পার্কতী,
 দুর্গা বিহনে দুর্গতি, শুনেছি নিশ্চয় ।
 রমাপতির এই মন, হর-পার্কতীয়ে আন,
 সফল কর নয়ন, হেরিয়ে উভয় ॥ ২৬৬
 রমাপতি রায় ।

যোগিনী—তিওট ।

স দিন আমার কবে হ'বে ।
 আনিয়া সর্বমঙ্গলা মা বলে ডাকিবে
 হ'ব কি এ সম্ভব, সদয় হইবেন শিব,
 হয়ে সরল স্বভাব, উমারে পাঠা'বে ।
 বাহারে ল'য়ে বিরলে সাক্ষরে করিব কোলে,
 পুরবাসীগণে মিলে, আনন্দে ভাসিবে ।
 কৈলাসের বার্তা সব, উমার মুখে শুনিব,
 তবেই মনের সাধ ও বাসনা পূরিবে ।

এই মনে অভিলাষী, সহচরীগণে আসি,
 পথে আসিছেন কৈলাসী, আমারে শুনা'বে ।
 বিজ রমাপতির বাণী, শুন গো মেনকা রাণী
 আসিছেন উমা এখনি, বরণ করিবে । ২৬৭
 রমাপতি রায় ।

যোগিনী—গাড়া ।

কণ্ড মা ছিলে কেমন ভিখারী শিবের ঘরে ।
 শুনি মা সবার টাই, বদিবার স্থান নাই,
 জামাতা শ্রমানে ফিরে ।
 কত বা যতন করে, রাখিতাম স্নান পরে,
 তবু কণ্ঠে কণ্ঠে মা থাকিতে মানভরে ।
 সেখানে কে আছে শিবে, তোমার দৌরাত্ম্য হবে,
 কে রাখিত সমাদরে ।
 আর কত কথা শুনি, গল্পা-নামেতে সতিনী,
 তাকে নাকি শূলপাণি, রাখেন শিরোপরে ।
 বিজ রমাপতির মন, আর না পাঠা'ব পুনঃ,
 বুকাইব জামাতারে ॥ ২৬৮ ঐ

বিভাস—জলদ ভেতাল ।

আর কেঁদ না প্রাণ-উমা নাহি পারি দুখ সহিতে ।
 এস মা সঙ্গিতে মম পুখে হাসিতে হাসিতে ।
 তোমারে কি বিস্মরণ, হ'তে পারি কদাচন,
 কি করি মা পঞ্চানন, নাহি চান পাঠাইতে ।

তোমা বিনে অঙ্ককার, হ'য়েছে গৃহ আমার
একান্ত না পারি অ'র, অমনি তথা থাকিতে ।
তব জননী হুধিনী, তোমা বিনে পাগলিনী,
দিবস দিবা যামিনী, আছে পড়ি ধরনীতে ॥ ২৬৯
বনোয়ারি লাল ।

আলোহা—আড়া ।

হর কর অহুমতি, যাই হিমালয় ।
জনক জননী বিনে বিদীর্ণ হৃদয় ॥
এ জালা কি জানে অছে, আমি মা'র একা কন্তে,
গিয়ে তিন দিন অছে, র'ব পিত্রালয় ॥
গুহ গণপতি ল'য়ে, সপ্তমী প্রবেশা হ'য়ে,
আসিব কৈলাসে হ'লে, নবনী উদয় ।
জানি মা মেনকা খেদে, অঙ্ক হ'লো কেঁদে কেঁদে,
মরেছে কি আছে বেঁচে, হ'তেছে সংশয় ॥ ২৭০
জগন্নাথপ্রসাদ বসু ।

খটতৈরবী—আড়খেট্টা ।

কোলে আয় মা ভবদারা, নয়ন-তারা,
নাই মা আমার নয়নের তারা,
যা'রা তারা চায় আমার মত হয় কি তা'রা ?
বিধাতারে আরাধিব, মা তোর মা আর না হইব,
মেয়ে হ'য়ে দেখাইব মার মায়া কেমন ধারা । ২৭১
দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ।

[সতী-বিরহে শিব ।]

ললিত ঝিঝিট—ছোট ঝাপতাল ।

নন্দি গিরি-নন্দিনী ত্রিনয়নের নয়ন তারা ।
তারা হারা হ'রে আমি হ'য়েছি রে তারাহারা ।
যে দিন তিন দিন বলে গেছে রে সেই দীনতারা,
সেই দিনে তখনি আমি দেখে'ছি রে দিনে তারা,
তারা-শোকে বহিছে আমার তারাকারা ধারা । (নন্দি রে)
যোগাসনে তারা রূপে, বা'রা আছে তারা নুপে,
ও রে নন্দি তারা কি ধন জেনেছে তা'রা ;
তোরা রে এত কাল নিদ্রে কাল ঘরে কাল হরিলি,
জান হয় রে জানচক্ষে মম তারারে না হেরিলি,
অলাভাবে আকুল সিদ্ধুলে থেকে তোরা ॥ ২৭২

দাশবধী রায় ।

[পার্শ্বসতী বিরহে শিব ।]

ছোট মল্লার—ঝাপতাল ।

ভব-ভিমিরনাশ ভবের আশাপথে কবে আসিবে,
কবে দুঃখ নাশিবে শিবে, শিবে করুণা প্রকাশিবে ।
অসিতবরনী অসিধারিনী, অসাধারণ গুণধারিনী,
আশু দুঃখহারিনী আসি আশুতোবে কবে ভোষিবে ।
নীলবরনী নিস্তার, নীলকণ্ঠে কত আর,
নিরন্তর নিরানন্দ-নীরে ভাসা'বে ;
হরদুঃখ হরণকারণে, আপদ হর পদ প্রদানে,
কবে দুর্গা দাশবধীর ভব-ভাবনা প্রনাশিবে ॥ ২৭৩ ঐ

কালেকড়া ।

ত্রিশোচন-দুঃখ বিমোচন কর হে ককণা করে ।
বিদায় দাও আমার অভয়া ল'য়ে যা'ব গিরিপূরে ।
পাবানী হ'য়ে অধীরা, অচৈতন্ত আছে ধরা,
চৈতন্তরূপিনী তারা ধনে কে চৈতন্ত করে ॥ ২৭৪

দেওয়ান মহাশয় ।

[শারদোৎসব ।]

বাংলা বসন্ত—ত্রিতালী ।

মহিষাসুর-মর্দিনী মহামায়া-অগমনে ।
আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে ত্রিভুবনে ।
করি নানা অকুষ্ঠান,
উৎসবে সবে নিমগন,
ভক্তিভাবে ভাবি দশভুজার চরণ ;
ষষ্ঠ চিত্তে পুষ্পাঞ্জলি করিয়ে অর্পণ,
প্রমোদে কাটায় কাল ভবানীর গুণগানে ॥ ২৭৫

রাজা মহেন্দ্রলাল খান ।

[মেনকার উক্তি ।]

কেনারী সম্পূর্ণ—একতাল ।

আমি কি ভুলিতে পারি মম প্রাণ-উমাধনে ।
উমা উমা ক'রে গো মা কৈদে মরি রাত্রি দিনে ।
আর কত ক্রেশ স'ব, কি করিব কোথা যা'ব,
হায় ! কবে কোলে পা'ব আমার উমা-রতনে ।

উমার মুখাবিন্দ, জিনিরে শারদ চন্দ্র,
 না হেরিয়ে নিরানন্দ দেখ মম নিকেতন ॥ ২৭৬
 রাজা মহেন্দ্রলাল খান ।

[শঙ্কর বিষম বদনে মৌনাবলম্বন এবং উমা তাঁহার
 করদ্বয় ধারণ পূর্বক ।]

পিতৃ—খেম্‌টা ।

কেন বসিলে হে বিষম বদনে ।
 কেন বহিছে অশ্রুধারা নয়নে ।
 ও হে প্রাণনাথ, চল মম সাথ,
 ল'য়ে কার্তিক গজাননে ।
 এই নিবেদন তোমার চরণে ॥ ২৭৭ ঐ

[গিরিরাজের উক্তি ।]

পুরবী—আড়াঠেকা ।

বল মা মঙ্গলা তব সর্বাঙ্গীন সুমঙ্গল ।
 জামাতা দৌহিত্রদ্বয় সকলে আছে ত ভাল ।
 তোমার তব লইতে, না পারি সদা আসিতে,
 দেখ এ বৃদ্ধ দেহেতে শূন্য হইয়াছে বল ।
 তায় তব অদর্শনে, বেঁচে মাত্র আছি প্রাণে,
 আজি তব চন্দ্রাননে, হেরিয়ে আনন্দ হ'ল ॥ ২৭৮ ঐ

[উমার উক্তি ।]

ধোঁরী—আড়া ।

বল বল বল পিতঃ শুনিতে ব্যাকুল মন ।

নাহি পাই সমাচার মা মম আছেন কেমন ।

মম বাল্য-সন্নিদলে, সবে আছে ত কুশলে,

প্রতিবাদিনী সকলে, আছে বল কে কেমন ॥ ২৭৯

— রাজা মহেন্দ্রলাল খান ।

[শঙ্করের প্রতি গিরিরাজের স্তুতি ।]

ইমন—কাণ্ডালী ।

কুরুমে করুণা ত্রিলোচন ।

দিগম্বর জটাধর নীলকণ্ঠ পঞ্চানন ।

ব্যোমকেশ ঈশ বিভূতিভূষণ,

ব্যাল-উপবীত বপুতে শোভন,

বাস্ত্রচন্দ্রাঘর পরিধান ।

গলে অস্থিমালা করে পিনাক ডম্বুক

ভালে শিশু শশধর ত্রিপুরাসুরসুদন ।

দক্ষযজ্ঞাস্তক সাধক-তারক কর বিভূ কুপাদান ।

তাজি বোষ আগুতোষ, হ'য়ে মোরে সন্তোষ,

মনোহতীষ্ট কর পূরণ ॥ ২৮০ ঐ

[উমার উক্তি ।]

তৈরবী—একতারা ।

প্রাণেশ্বর আজ্ঞা কর যাইব পিত্রালয় ।

বড় বিচলিত হইয়াছে চিত, কণ থৈখ্য নাহি হয় ।

পিতার সম্মুখে হ'লে প্রতিজ্ঞিত,
 বশীতে আমারে পাঠাবে নিশ্চিত,
 সে বশী ত আজি হ'ল সমাপ্ত, আর বিলম্ব না সয় ।
 জননী আমার আছেন যে হৃৎথে,
 শুনেছ ত সব জনকের মুখে,
 তাইতে বাসনা করা তাঁরে দেখে, জুড়াই তপ্ত হৃদয় ॥ ২৮১
 রাজা মহেন্দ্রলাল খান ।

[শিবের উক্তি ।]

ভৈরবী—একতালা ।

তবে এস প্রাণপ্রিয়ে বিলম্ব ক'র না আর ।
 কার্ত্তিকেয় গণপতি সঙ্গে যাউক তোমার ।
 কোথা গো আয় বিজয়া, তুই যা আর যা'ক জয়া,
 দেখিস যেন অভয়া, কষ্ট না পায় আমার ।
 পান্থমধ্যে বিশ্বমূলে, থেক সবে সন্ধ্যা হ'লে ;
 যেও কল্য প্রাতঃকালে, সান্বদানে গিরিপুরে ॥ ২৮২ ঐ

দূর হইতে গিরিরাঙ্গ উমাকে দর্শন করিয়া রাবীর প্রতি ।]

আলাইয়া—কাওয়ালী ।

রাগি দ্বারে তব দাঁড়াইয়ে উমা ধন, সহ গুহ গজানন ।
 আর লক্ষ্মী সরস্বতী, জয়া বিজয়া প্রভৃতি,
 করিয়াছে শঙ্করীর সঙ্গে আগমন ।
 আয় গো স্বরায় যেন গৃহে আর,
 মঙ্গলাচরণ কর আসি সর্বমঙ্গলার,

আজি কি সৌভাগ্য গো রাণি তোমার,
বহিছে আনন্দ-স্রোত-পারাবার,
ডাক সব পুরনারী, উমায় বরণ করি,
পুরে লোক ঘুরা করি, করি অয় উচ্চারণ ॥ ২৮৩

— রাজা মহেন্দ্রলাল খান ।

[গিরিরাণী উমাকে ক্রোড়ে লইয়া ।]

ভৈরবী—একতাল ।

ও গো উমা আয় গো মা আয় করি কোলে ।
জুড়া'বে জীবন, করিয়ে শ্রবণ, বারেক ডাক 'মা' ব'লে ।
পথশ্রমে সেদে সিক্ত কলেবর,
ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর,
ঘরে ক্ষীর সর রেখেছি মা ধর দিব বদন-কমলে ।
তুই গো মা মম অঞ্চলের ধন,
প্রাণের পুতুলি অমূল্য রতন,
মায়েরে ছুখিনী করে দরশন, ছিল কি মা তুই ভুলে ? ২৮৪ ঐ

— ললিত—আড়া ।

করি নতি উড়ুপতি থাক থাক ঐখানে ।
তুমি গেলে অন্তাচলে হারাইব তারাধনে ।
দশমীর দিবাকর, প্রকাশ হইলে পর,
আসিবে নাকি শঙ্কর, লইতে উমা রতনে ।
দগত ভাবি যে তারা, সে তারা আঁধির তারা
সে তারা হইলে হারা, বাঁচিবে কেমনে প্রাণে ॥ ২৮৫ ঐ

[মেনকার উক্তি ।]

ভৈরবী—জিতালী ।

রেখ রেখ রেখ বাছা হুখিনীর বাক্য মনে ।

বর্ষে বর্ষে এই কালে এস মম নিকেতনে ।

ভুমি মম প্রাণধন, হেরি জুড়ায় নয়ন,

অশ্রুধারা নিপতন, নজুবা হয় নয়নে ।

তোমার গমন দেখি, দেখ পৌরজন দুঃখী,

যত তব বাল্যসখী, ভ্রমে মলিন বদনে ।

পশু পক্ষী আদি সবে, ক্রন্দন করে নীরবে,

ঐ 'হা হতোম্মি'-রবে এলো প্রতিবাসী গণে ॥ ২৮

— রাজা মহেন্দ্রলাল খান

[গিরিরাজ ও মেনকা সম্মুখে ।]

ভৈরবী—জিতালী ।

থাক অভিন্ন হৃদয়ে স্মৃথে শঙ্করী শঙ্করে ।

বিশুদ্ধ প্রণয় বন্ধ হোক দৌহার অন্তরে ।

স্নেহ অহুবাগ যেন, পরস্পরে বেঠন,

করিয়ে কর নিমগ্ন, সদা আনন্দ-সাগরে ।

আর দীর্ঘজীবী হ'য়ে, পুত্র পৌত্রাদি ল'য়ে,

বিহর স্বচ্ছন্দ হ'য়ে, রম্য কৈলাশ-শিখরে ॥ ২৮৭ :

[সাবিত্রী ও সত্যবানের উপাখ্যান ।]

(সত্যবানের উক্তি ।)

বেহাগ—একতালা ।

আমার মন ভুলিল, এ বিজন বনে'কি হেরি নয়নে,

দেবী কি মানবী করিল এ ছল রে ।

চাচর চিকুর নবকাদম্বিনী, ধরাভল ধায় ধরিতে ধরনী,
কে কোথা দেখেছে স্থিরা সৌদামিনী,

বিচরে ভুতল-তল রে ।

বদন-কমল সুধার আকর, নয়নযুগল নিম্বি ইন্দ্রিবর,
কটাক্ষে যেন রে কালকূট শর, মরমে বিধিল রে ।

লাবণ্য-সলিলে কনকের লতা, অধর দশন প্রবাল মুকুতা,
লাজ-সমীরণে সতত চকিতা, কেমনে গিরি ধরিল রে ॥ ২৮৮

— প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় ।

[সাবিত্রীর পিতার উক্তি ।]

বাঘাজ—লোকা ।

সরলা বালিকা, প্রাণের অধিকা, সোণার সাবিত্রী ধনে ।

আজ কোন প্রাণে, সঁপিব কেমনে,

ভিখারী অন্নায়ু জনে ।

আদরে পালিতা, স্নেহনীর মাখা,

এ বিপুল কূলে আশার লতিকা,

কেমনে এমন কুসুম-কলিকা, ফেলে দিব হতাশনে ।

সত্যপরায়ণা সতীকুল-চাঁদ,

ধরিতে পাতিলি কেমনে সত্য ফাঁদ,

হায় রে বিধাতা সাধিলি কি বাদ দেখাইয়ে সত্যবানে ॥ ২৮৯

[সাবিত্রীর মাতার উক্তি ।]

বাঘাজ—একতাল ।

শুনি প্রাণ কাঁপে মরি মা সজাপে করো না দাক্ষণ পণ ।

মা কি পারে মা সোণার প্রতিমা বলে দিতে বিসর্জন ।

কণিনীর মণি, ননীর পুতলি,
 স্নহামাখা বাণী, কোকিলকাকলী,
 কে তোরে ছুলালে, কি মন্ত্রণা পেলি, কেন মা হ'লি এমন ।
 হায় কি কুক্ষণে, হেরিলি নয়নে,
 মায়ার নিদান যোগী সত্যবানে,
 কমা দে সাবিত্রী, স'বে, না প্রাণে, ও অঙ্গে ভস্মভূষণ ॥ ২৯০
 প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় ।

[সাবিত্রীকে বিমর্ষ দেখিয়া সত্যবানের উক্তি ।]

গলিত—আড়াঠেকা ।

কেন রে মলিন মুখ হেরি সজল নয়ন ।
 জ্বাম আভা ইন্দীবর কেন লোহিত বরণ ॥
 নন্দনকানন-সার, পারিজাত-পুষ্পহার,
 দৈবযোগে অভাগার গলার হ'ল ভূষণ ।
 রবির ধর কিরণে, কীর্ণ ভাতি দিনে দিনে,
 মলিন ধূলার সনে কুসুম-রতন ।
 অমর-বাহিত নিধি, যদি বা দিলেন বিধি,
 প্রাণ কাঁদে নিরবধি রাধিতে নাহি রে স্থান ॥ ২৯১ ঐ

[সত্যবানের উক্তি ।]

গলিত—আড়াঠেকা ।

না জানি কেন রে আজি অন্তর এত চঞ্চল ।
 সদা সশঙ্কিত প্রাণ বুঝি বিপদ ষাটল ।

কাতরা দীন মনে, হরিণী ছিন্ন লোচনে,
 চেয়ে কেন মুখপানে, অক্ষ বহে অবিরল ।
 ঞ্জল নাহি ধায়, কি যেন বলিতে চায়,
 ভাবিয়া আকুল যেন ভাবী অমঙ্গল ।
 কে যেন করুণ শব্দে, বলি'ছে কর্ণকুহরে,
 হরি বল প্রাণ ভরে, দিন তোর কুরাইল ॥ ২২২
 প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় ।

[যমের উক্তি ।]

রাবকেলী—আড়াঠেকা ।

এ কি অপক্লপ হেরিলাম কাননে ।
 ঘোর তমোময় রজনী সময়, জ্যোতির্ষ্ময় জ্ঞান হয়,
 যেন আদি সতী মূর্ত্তিমতী বিমলা এখানে ।
 বাসব-বজ্রসম, শ্লুকঠিন এই প্রাণ,
 কেঁদে উঠে আজ কেন বালার রোদনে ।
 অক্ষতে অনল গতি, সন্তাপিতা বসুমতী,
 এ সতীর প্রাণপতি হরিব কেমনে ॥ ২২৩ ঐ

[যমের প্রতি সাবিত্রী ।]

মলতান—আড়াঠেকা ।

দয়া কর দেব বলি হে কাতরে,
 ছুটী পায়ের ধরে দাসী ভিক্ষা করে ।
 পতির চরণ সতীর জীবন, পারিব না দিতে প্রাণ ধরে ॥

বিলম্ব সহে না আর, কর দেব প্রতীকার,

মুক্ত কর পাপ প্রাণ-ভারে ।

এই করো দয়াময় দেখো যেন মনে রয়,

প্রাণপতি পাই তব পুরে ।

যথা রবে সত্যবান, সেই মম অর্থ-স্থান,

স্বর্গ কিংবা নরক দুস্তরে ॥ ২৯৪

প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় ।

[মাতার প্রতি সাবিত্রী ।]

যোগিনী—আড়াঠেকা ।

মা গো বিদায় লইলাম তব চরণে ।

যাই পতি সনে চির নির্কাসনে ॥

না দেখিছু তাত মাত, যাই মা অনমের মত,

মৃত্যু-কালে খেদ বড় মনে ।

ঋষির সেই কাল বাণী, কলিল আজ জননী,

কপিনী হারালে মণি বনে ॥

অপরাধ শত শত, করেছি মা অবিরত,

কমা কর স্নেহময় শুণে ।

কর এই আশীর্বাদ পূরে যেন মন-সাধ,

পরলোকে পাই সত্যবানে ॥ ২৯৫ ঐ

ব্রহ্মবৃত্তান্ত ।

[যশোদার উক্তি ।]

আড়াখেদা—কীৰ্ত্তনের হর ।

আজকের মতন রেখে যা বলাই ।
 গোষ্ঠে যাবে না রে ঐশ্ব্য কানাই ।
 বনে রক্ষা করে বল কে,
 আমি ঘরে যা'রে হারাই পলকে,
 এমন কানাই-ধনে দিয়ে বনে,
 ঘরে কারে হেরে ঐশ্ব্য জুড়াই ।
 তোরি অল্পগত নীলমণি,
 তোর কথা ভিন্ন খায় না নবনী,
 কানাই তোরি বাধ্য, তোর স্মৃশাধ্য,
 তুই যা বলিবি কানাই শুনবে তাই ।
 মনের কথা শুন রে বলরাম,
 আজ কান্দা এসে শুনলে বনের নাম,
 তেজি ভাবি নিরবধি, ' তুই বলিস যদি,
 বরং আমি তোদের সঙ্গে যাই ।
 কারে বলি না বলি তোরে,
 গোপাল হেসেছে কালি যুগের ঘোরে,
 কুলকটের রক্ত দক্ষিণাঙ্গ আমার নৃত্য কর্ত্তেছে সদাই ।
 ঐ দ্বিজ রম্যপতির এই বানী,
 কার অন্তে ভাব যশোদা রাণী,

দেখ গো অস্তরে, এই চরাচরে,
তোমার গোপাল ভিন্ন গতি নাই ॥ ২২৬

রমাশ্রুতি রায় ।

পুরণী—আড়া ।

দিবা অবসান হ'ল ।

এখন কেন গোপাল আমার গৃহে না এলো ।
গোপালে পাঠায়ে বনে, চেয়ে আছি পথপানে,
কতক্ষণে আসবে গোপাল, অস্তাচলে সূর্য্য গেল ।
লয়ে ধেনু বৎসগণে, ঝগিয়ে রাধালের সনে,
গেছে বুঝি দূর বনে খেলিতে খেলিতে,—
কিবা সে উদ্ভত হ'য়ে, বলরামে না কহিয়ে,
কুধাতে ব্যাকুল হ'য়ে, বুঝি কারে মা বলিল ।
কীর সর নবনী ল'য়ে, বসে আছি মুখ চেয়ে,
গোপাল আসবে ধৈর্যে, মা মা বলিয়ে,—
না দেখিয়ে প্রাণধন, চঞ্চল হ'তেছে মন,
কে বা ধাবে বৃন্দাবন, যত্নে পাঠাতে হ'লো ॥ ২২৭

যত্ননাথ ।

রাষ্ট্র—আড়া ।

রাণী পাঠায় কোন প্রাণে ।
বিধু-বদন ঘামিরাছে রবির কিরণে ।
হর পূজে বিশ্বদলে, যে ধনে পেয়েছ কোলে,
গোচারণে তারে দিলে রাধালের সঙ্গ ।
কীরের পুতলী জিনি, অঙ্গের গঠনখানি,
কেমনে পাঠালে রাণী, গহন কাননে ।

যদি ত্রজের বালক হ'তাম, রাখাল হয়ে সঙ্গে যেতাম,
ক্ষীর সর অঞ্চলে নিতাম, দিতাম বদনে ।

চপন-তাপেতে অতি, উত্তাপিত বসুমতি,
স্নুকোমল পদ ভুটী ; যাইবে কেমনে ।

দুহনাথের স্বদাক্ষে, দাঁড়াও দাঁড়াও গোঠের বেশে,
মনোমুগ্ধ প্রেমোল্লাসে, দিব চরণে ॥ ২৯৮

যদুনাথ ।

অক্রুর সঙ্গীত ।

[কংসের উক্তি ।]

হরট—কাওয়ালী ।

কি জানি কি হলো আমার মনে ; . কি শয়নে কি স্বপনে,
কৃষ্ণরূপ হেরি দু নয়নে ।

যদি না ভাবি অন্তরে, তবু না রহে অন্তরে,
কি আছে তার অন্তরে, অন্তরে তা বুঝিতে পারিনে ॥

যদি থাকি আপন মনে, না করি মনে,—(এ),
সে কেমনে মনে মনে উদয় হয় মনে—(এ),

মনে পাইনে মনের কথা, তোমা বিনে মন দিয়ে কে শুনে ।

যে দিকে বাই যে দিকে চাই, দেখতে কৃষ্ণ পাই,—
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবর্ণ, বুঝি কৃষ্ণ পাই—

কালরূপ চিনিনে কে সে, নাম বুঝি তার ঋষিকেশে,
ধরিল আমার কেশে, হৃদয় বলে শেষে জানবে মনে ॥ ২৯৯

মধুকান ।

[অকুরের উক্তি ।]

খিঁকিট—দখানান ।

হও রথ যাও রথে, এমন রথে ।

তাজা করে স্নায় পথে, কেন ভ্রম পথে পথে,
পেয়ে নুপথ ভুল না পথ, এখন চল ত্রয়ের পথে ॥

পথের সম্বল মন হরি-বল, হ'বে পথের জয়,—

জেন সবাই পথের পথিক পথের পরিচয়,—

ধর্ম-পথে রেখ যতন, যদি পথে হও রে পতন,

হ'বে তোমার কালের দমন, কালীর-দমন ভাব স্বদে ॥

সম্প্রতি দুঃখতি,—ভাইতে পাঠাইলে কংশ,

যে করে ত্রিনাও ধ্বংস, তারে করবে ধ্বংস,

হ'লে হরির কোণের অংশ, কংশ যে হইবে ধ্বংস,—

স্বদন কর এমন কুবংশ, কি কাষ থেকে মথুরাতে ॥ ৩০০

মধুকান

[অকুরের প্রতি দেবকী ।]

দেওসিরি—চিন্তিতালা ।

যাচ্ছ যদি গোকূলে ।

ব'ল তায় যেও না কূলে,

পাষণ চাপা মায়ের বুকে, স্বচক্ষেতে দেখে গেলে ।

যত ঘারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন,

মনে নাই দুঃখিনীর বেদন,—হ'য়ে যশোদার ছেলে ॥

জনকের যজ্ঞা ব'ল শুনে হ'বে স্নেহজনক,—

পাশরি র'য়েছে জনক, গোকূলে পেয়েছ জনক ;

ଐ ଦେଖ ନାଁଢାଏ ପାରେ, ଆରଞ୍ଜ ଗ୍ରହାର ପାରେ ପାରେ,
 ଦିନାନ୍ତେ ନା ଖେତେ ପେରେ ବୀଚେ କେବଳ କୁଞ୍ଜ ବ'ଲେ ॥
 ବ'ଲ ତାରେ ଭାଳ କରେ, ଗିଆଛେ ଖୁବ ଭାଳ କରେ,
 ମାତା ପିତା ହତ୍ୟା ପାତକ କିଛି ନା ମନେ କରେ,
 ହୃଦନ ବଳେ ଓ ଦେବକୀ, ଓ କଥା ଆର ବଳବ କି,
 ଚିରକାଳ ତ ଏମିନି ଦେଖି, ପାତକୀ ତୋମାର ଛେଲେ ॥ ୩୦୧
 ————— ମଧୁକାନ ।

[କୁଞ୍ଜର ଉକ୍ତି ।]

ଜୟଜୟନ୍ତୀ—ତିମାତେତାଳା ।

କେମନେ ତାଞ୍ଜିବ ଏକନ ଗୋକୁଳ ।
 କି ରୂପେ ହ'ବ ଶ୍ରୀତିକୁଳ,
 ଯାବେ ବ୍ରହ୍ମର ଏକୁଳ ଓକୁଳ ଝକୁଳ ॥
 ଯୁମାଲେ ପର ମା ଜନନୀ, ଡାକିଯେ ଥାଓୟାୟ ନବନୀ,
 ସେ ମା ହ'ବେ କାନ୍ଦାଲିନୀ, ତାଞ୍ଜବେ ଶ୍ରୀନୀ ଯେ ବିନ ଯାବ ଓକୁଳ ॥
 ସେ ପିତାର ଲହିସେ ବାଧା ଥାକିତାମ ପଥେ,
 ସେ ବାଧାୟ କାଳ ପଡ଼ବେ ବାଧା କେଲିବେ ମାଥେ,
 ମରବେ ସକଳ ବଂସ ଧେନ୍ନୁ, ଧା'ବେ ନା ଧା'ବେ ନା ଡୁଗ,
 ଗୁକାବେ ସବ ଡୁଗ ବନ, ବନ ହ'ବେ ବୁଲ୍ଲାବନ ହ'ବେ ଆକୁଳ ॥
 ସେ କିଶୋରୀ ବୀରୀ ବିନା ନା ଗୁନେ କାଠେ,
 ସେ ବାସେ ବୀସେର ବୀନୀ ବାଞ୍ଜବେ କେମନେ,—
 ସେ ରୟେଛେ ଆପନ ମନେ, ତାର ମନ ଲ'ସେ ଯାହି କେମନେ,
 ବଳବେ ଏହି ତାର ଛିଳ ମନେ,
 ମରବେ ହୃଦନ ପାବେ ନା କୋନ କୁଳ ॥ ୩୦୨ ମଧୁକାନ ।

[কৃষ্ণ মধুরায় পমনকালে ললিতার উক্তি ।]

বদল বিভাস—চিহ্নান্তেভালা ।

রাই তুমি অমূল্য মাল্য গাঁথিছ বাহার কারণে ।
 মধুরায় তার মাল্য বদল হ'বে না জানি কার সনে ॥
 কেন গাঁথ চিকন মালা, ছেড়ে যা'লো চিকন কালা,
 শেষে কেবল ঐ মালা, অপমালা হ'বে মনে ।
 মালা হেরে হবে জালা, মরিব প্রাণ জলে—
 শেষে মালা ভেসে যাবে নয়নের জলে,—
 কেন গাঁথ বনমালা, দিতে হ'বে বনে মালা,
 মধুরায় সব চাঁদের মালা মতির মালা দিবে এনে ॥
 কাল হারাবি মোহনমালা পরিবে কে—
 কাঁদিবি বলে মদনমোহন, মরিবি সেই হুখে—
 রথ লয়ে এসেছে মুনি হরে নিতে মাথার মণি,
 হৃদন বলে বিনোদিনি ! বুখা মালা গাঁথ কেনে ॥ ৩০৩
 মধুকান ।

বিভাস—চিহ্নান্তেভালা ।

বোলে। তারে কারাগারে আর কত দিন রইতে হবে ।
 সে দিনের আর বাকি ক'দিন চিরদিন কি কাঁদতে হবে ।
 একে কপাল পাষণ চাপা, বুকের মাঝে পাথর চাপা,
 নয়ন জলে নয়ন কাঁপা, শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য প্রভাবে ॥
 পুণ্য ফলে পুস্ত্র কোলে পেয়ে যে ছিলাম,—
 তেমনি সুখে বদ্বিশালে জন্ম গৌয়ালাম ।

যে স্মৃতে হেথা আছি, একবার কৃষ্ণ পেলে বাঁচি,
কিন্তু কৃষ্ণ পেলে বাঁচি, এ বাঁচার আর কি ফল হবে ।
অসিতে অষ্টমী রেতে, এই কারাগারে,
ব্রহ্মমূর্তি দেখাইল করুণা ক'রে ।
কোন্ পুণ্যে বা গর্ভে ধরে,
কোন্ পাপে বা কারাগারে,—
হৃদন বলে ব'লো তারে, এ বন্দন স্মৃতিবে কবে ॥ ৩০৪

মধুকান ।

[প্রজ্ঞাদ চরিত্র ।]

হরিনামে পাষণ গলে, মা গো আমার কিসের ভয় ?
যখন বল্বো গিয়ে পিতার কোলে, বল্বো হরি বাহু তুলে,
পিতাও আমার ও মা,—হরিনামে যাবে তুলে ।
ভূমিও আমার মা,—হরিও আমার মা,—
মায়ের কাছে বল্বো হরি,
হরির কাছে বল্বো মা । ৩০৫ রাজকৃষ্ণ রায় ।

কোথায় আছ হে পদ্মপলাশ-লোচন,—
(হরি হে ! আমার প্রাণের হরি !)
মরি তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধ পূরিল না হে,—
আমার হরিবলা সাধ পূরিল না হে,—
সাধের হরিবলা আধা রয়ে গেল—
মুকুল জীবন আজ অকুল পাথারে,
ভেসে গেল—ভেসে গেল হে—

ও কাকালের নাথ !

যার বাক, তার ক্ষতি নাই,
কেবল এই চাই, হরি । এই চাই—
যেন তোমার চরণে শান্তি পাই । ৩০৬

—
রাজকৃষ্ণ বায় ।

পিতা ! একবার হরি হরি বল,
মনের সুখে হরি বল,
প্রাণের সুখে হরি বল,
পিতা, যে মুখে দাও গালাগালি—
আমার হরিকে হে
সেই মুখে একবার হরি বল—
হরি হরি হরি বল । ৩০৭ ঐ

—
প্রজ্ঞাদ আমার গুরু গুরু,
এমন গুরু আর পাব না ।
এই গুরুর কৃপায় অগৎগুরু—
নাম জেনেছি আর ভুলি না ।
হরিবল মন ! ভক্তি ভরে,
বিপদ সাগরে ফানি তরে,
ভবের অশান থাকবে দূরে,
পাপে-মরা আর রব না ;—
ইহ লোকেই স্বর্গ পাব,
যুচে যাবে যম-যাতনা । ৩০৮ ঐ

ও মা ! হরি হরি বল না ?
 প্রাণের ভয় ভেব না, হরি-পদ ভাব না ।
 হরিনামে বিপদ ঘোচে,
 মরণ ছু রেও জীবন বাঁচে,
 ঐ মা, হরি দাঁড়িয়ে আছে, নয়ন মুদে দেখ না ?
 হরি হরি হরি বোলে পিতার কাছে চল না ॥ ৩৯
 রাজকৃষ্ণ রায় ।

আহা আয়রে বাছা, আয় কোলে আয়,
 একবার চুমিব ও চাঁদবদন খানি !
 ও হে ভক্ত চূড়ামণি !
 আমায় বেঁধেছিস্ বাপ ! ভক্তিডোরে,
 আমি যাই না কোথা ছেড়ে তোরে,
 হেরে তোরে ভাসি প্রেমসাগরে ।
 বাছা ! তোর মত না হ'লে পরে,
 কোন্ জীব পায় আমারে ?
 মনের স্মৃথে না ডাকিলে, প্রেমের হরি নাহি মিলে ।
 যে জন মনে ভুলে, মুখে ডাকে,
 আমার প্রেম চায় না তাকে,
 যে জন তোমার মত,—বাছারে,—
 তোমার মত ডাকে ভক্তিভরে,
 বাঁধা আমি তার ছুরারে ॥ ৩১০ ঐ

গুরো ! সাধের স্বপন ভেঙ্গে দিলে—

স্বপন মুরতি অতীব সুন্দর, কালি বরণ উবু মনোহর,

বল গুরো ! এখন কোথা গেলে মিলে ?

মাইভে: মাইভে: মাইভে: বলে,

এই যে আমায় কোলে নিলে তুলে,

মুপূর বাজে তার পায়, আমায় ছেড়ে শূঁতে চলে গেলে ।

বল গুরো ! তারে কোথায় মিলে,

কেন আমার সাধের স্বপন ভেঙ্গে দিলে ॥ ৩১১

শরচ্চন্দ্র সরকার ।

গুরো ! কি শিখালে গো আজি আমারে ।

যে নামের ভিখারী আমি,

আদি যে তার এই অক্ষরে ।

যারে বড় ভালবাসি, যার তরে অভিলাষি,

সে নামের আদিবর্ণ,

আজ পশিল অন্তরে ॥ ৩১২

শরচ্চন্দ্র রায় ।

দুঃখ বাসনা—একতালা ।

আমার বংশীবদন স্তায় নেচে নেচে বাজায় বাঁশরী ।

ধেয়ে আয় দেখুবি যদি, বদন ভরে বল হরি ।

মরি হায় কি মোহন সাজে

কি মধুর মূপূর বাজে,

দোলে বনমালা নাচে কালা প্রাণ মন মজে ;
 প্রেমে গ'লে বাঁশী বলে, আর রে আর কোলে করি ॥২১৩
 গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

[দক্ষ যজ্ঞ ।]

আশা বাগীয়া—একতাল ।

ফিরে চাও, প্রেমিক সন্ন্যাসী ।
 বুচাও ব্যথা, কণ্ঠনা কথা, কাব প্রেমে হে উদাসী ।
 রয়েছে মন্ত ধ্যানে, তব্ব তোমার কেবা জানে,
 অমুরাগী, সুধাই যোগী,
 প্রাণ দিলে কি লও হে আসি ॥ ৩১৪

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

সিদ্ধুভৈরবী—একতাল ।

এলো তোর খ্যাপা দিগম্বর, ওলো রাখিস্ ধরে ;
 বড় স্মায়না খ্যাপা, প্রাণ চুরি করে, যেন যায় না স'রে ।
 প্রেমে ভোলা, প্রাণ হাতে নেনা,
 আগে দিওনা প্রাণ, তোরে করি মানা,
 খ্যাপা বেদনা বোকে না লো,—
 মজায় যারে তারে, কঁাদায় এম্নি ক'রে ॥ ৩১৫ ঐ

[ঋবচরিত্র ।]

দুঃখ বিল—একতাল ।

নাচ বনমালী, দিব করতালি,
 শুনিব নুপুর বাজিবে পায় ।

হরি বলে, ঋব নেচে চলে, হরি বলে ঋব প্রাণ ভুড়ায় ।

নাচ হরি, হেরি নয়ন ভরি, পরাণ ভরি ডাকি হরি হরি
 ক্রব ভালবাসে পীতবাসে ;— প্রাণ দেখিতে ধায় ।
 বাঁকা শিখি পাখা, ছুটী নয়ন বাঁকা,
 কিবা অলকা তিলকা রেখা ;—
 পায়ে পায়ে বাঁকা স্তম দাঁড়ায় ।
 ক্রব ও ছুটী চায় ॥ ৩১৬ অজ্ঞাত ।

[ব্রজলীলা ।]

কীর্তন ।

আয় রে আয় কানাই বলাই ।
 আয়না রে ভাই ব্রজে যাই ।
 তিন দিন না দেখে তোদের ; বুঝি মা যশোদা বেঁচে নাই ।
 সবাকার প্রাণ হরণ করে, কেমন ক'রে পরাণ ধ'রে,
 এ ছার মথুরা পুরে, সব সুলে রয়েছে ভাই ।
 গোষ্ঠের খেলা কদমতলা কিছুই কি আর মনে নাই ॥ ৩১৭
 অতুলকৃষ্ণ মিত্র ।

ছায়ানট—একতারা ।

এসেছে এসেছে কানাই ।
 বৃন্দাবনে বনে বনে কান্ন নিয়ে চল যাই ।
 দাঁড়াবে কদমতলার, সাজাব বনমালায়,
 প্রাণের কানাই, কানাই বিনে,
 রাখালদের তো কেহ নাই ।
 আবার গোষ্ঠে বাজাবে বেণু,
 আবার গোষ্ঠে নাচবে দেখু,

আবার গোষ্ঠে খেলবে কাছ,
কানাই নিয়ে খেলব ভাই ॥ ৩১৮ অজ্ঞাত ।

ভৈরবী—মধ্যমান ।

আজ গোষ্ঠে যেও না গোপাল ।
প্রাণ কাঁদে নীলমণি, ও ব্রজহুলাল ।
যারে রে বালক তোরা, রেখে যা মোর ননীচোরা,
এ নীলরতন ভিক্ষা আজি দেরে রাখাল ॥ ৩১৯
অজ্ঞাত ।

[বশোদার উক্তি ।]

গোষ্ঠলীলা ।

দিব না গোষ্ঠে বিদায় মোর, নীলমণি ধনে ।
কপাল মন্ড তাইতে সন্ম, বলাই হচ্ছে রে মনে ।
কুস্পর্শ দেখেছি ভারি, যেন হারাইয়েছি হরি,
বলাই রে তোর করে ধরি,
মন মানে তো নয়ন না মানে ।
আজকেব মতন যারে তোরা, ঘরে থাক মোর মাখনচোরা,
পলকেতে হইরে হারা, নয়নতারা দিয়ে বনে ॥ ৩২০
মহুলাল মিশ্র ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

ঐতিহাসিক সঙ্গীত ।

[বাঙ্গালীকির প্রতি ।]

সাহানা বাহার—৭৭ ।

নমি আমি কবিগুরু তব চরণ-কমলে ;
স্মরিতে তোমার নাম অজস্র প্রেম উথলে ।
আর্যাদের শিরোমণি, তুমি শত রত্নমণি ,
জগত মোহিতে কিবা কাব্যশক্তি প্রকাশিলে ।
শুভকণে কবি গুরু, রোপিলে যে কলতরু ,
ভবিল ভারত হায় তার কত ফুল ফলে ।
ভবভূতি কালিদাস, মধু আদি কীর্তিবাস,
সেই পুষ্পে গাঁথি মালা পূজ্য হন ভূমণ্ডলে ।
পূণ্যের ভাণ্ডার সম, তব চিত্ত অহুপম ,
অপূৰ্ব স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছ ধরাতলে ।
জগতের অতিরাম, হেন শুধনিধি বাম,
সতীদ-রূপিনী সীতা বিরচিলে কি কৌশলে ।
ভাল শিক্ষা দিলে তুমি, গাইছে ভারতভূমি—
তব বাঙ্গালীকির জয়, জয় সীতারাম বলে ॥ ৩২১

আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

[বুদ্ধদেবের প্রতি ।]

বসন্তবাহার—তেতালা ।

ধনু ধনু শাক্য-সিংহ পুরুষ প্রধান ;

কোটি কোটি নারীনরে করিছে অভিবাদন ।

রাজ্যধন তাজিয়ে, যৌবনেতে যোগী হয়ে,

জীবের দুঃখ নিবারিতে করিলে সাধন ;

দয়াক্রমে অবতীর্ণ, তুমি হে স্মজন ;—

ধরার দুঃখ ঘুচাইতে করলে আশ্ব-বিসর্জন ।

প্রেমের প্রাবনে তুমি, ভাসাইলে আর্ধ্য-ভূমি,

অহিংসা পরম ধর্ম করিলে প্রচার ;

স্বার্থনাশে খুলে দিলে সর্গের দুয়ার ;—

স্বাম্যমন্ত্র উচ্চারণে কাঁপাইলে ত্রিভুবন ॥ ৩২২

আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

[বামের রাজ্যাভিষেক, বনবাস, লঙ্কা-সমর, সীতার বনবাস,

অভিমত্যা বধ, তরনীসেন বধ, মেঘনাদ বধ, সীতাহরণ,

নিমাই সন্ন্যাস, দ্রোপদীর বস্ত্র-হরণ ও

বিজয় বসন্ত ।]

সন্ন্যাস—একতালা ।

নব জলধর রাম-রঘুবর বিরাজে অযোধ্যা-মারে

কিবা, বিরাজে অযোধ্যা-মারে ।

হর-শরাসন করিয়ে ভঙ্গ, মিলিত হেমাঙ্গী জানকী-সঙ্গ,

পরম পবিত্র প্রণয়-প্রসঙ্গ, অপরূপ রূপ সাজে ॥

আজ্ঞামূলস্থিত, বাহু সুললিত, কোদণ্ড শোভিত তাহে ।

লোকাভিরাম, গুণ অল্পপম, অগজেন-মন মোহে ।
অতি গভীর ধীর শাস্ত, শুলীল সরলচিত্ত একান্ত
অহুজগণ প্রিয় নিতান্ত, বিজয়ী সময়কালে ॥ ৩২৩

— মনোমোহন বন্দ্য ।

[রামের অভিষেক-কালে ।]

সাহানা—চিঃমতেতাল ।

অযোধ্যা নগরে আঁছু আনন্দ অপার ।
রাম রাজ্যেশ্বর হ'বে, শুভ সমাচার ।
মধুর মঙ্গল গীত, শুনি অতি শ্রুতগিত,
মঙ্গল বাজনা কত, বাজে অনিবার ।
পল্লব-কুসুম-হারে, কি বা শোভা ঘারে ঘারে,
প্রতি ঘরে সবে করে মঙ্গল আচার ॥ ৩২৪ ঐ

ধনেশ্বী—কাওয়ালী ।

কি আনন্দ উদয় আজি অযোধ্যা-ভবনে ।
রাজ্যেশ্বর হ'য়ে রাম বসুলেন সিংহাসনে ।
হৃৎ পেল অন্ত, পুরজন ব্যস্ত,
আনন্দ-উৎসব আর মঙ্গল আচরণে ॥ ৩২৫

— কৃষ্ণকমল গোস্বামী ।

[কৌশল্যার উক্তি ।]

খট—কাওয়ালী ।

হায় কি হইল, এই মনে ছিল, ও হে বিধি তোমারো ।
কি দোষ পাইলে, সমূলে নাশিলে, আশালতা আমাবো ।

কে প্রাণের, হেন জ্ঞান হয়, নাহি হেরিলে যা'রে,
নে সে ধনে, পাঠা'য়ে বনে, রব ভবনে আরো ।
কে আর যতনে, মধুর বচনে, ভাকিবে বলে মা মা,
তাপিত হৃদয়, হইবে শীতল, হেরে মুখ কাহারো ।
বাঁচিয়ে কি ফল, ভবিষ্যৎ গরল, অথবা অনলে পশি,
অথবা জীবনে, জীবন ত্যজিয়ে, জুড়া'ব আশা এবারো ॥ ৩২৬

মনোমোহন বসু ।

[দশরথের উক্তি ।]

জুরি—হয় ।

এ কি হ'ল রে আমার রামকে দিলেম বনে,
কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেম কৈকরানীর কথা শুনে ।
হাতে নিয়ে ধনুর্কীর্ণ বধেছিলেম মুনির প্রাণ,
অন্ধ মুনির অভিশাপ ফলো বুঝি এত দিনে ।
রাজবরণ কেড়ে নিলেম অটা বাকল পরাইলেম,
হস্তে ধরে বনে দিলেম শিক রে আমার এ জীবনে ॥ ৩২৭

অজ্ঞাত ।

[রামের প্রতি কৌশল্যা ।]

কীৰ্ত্তন-ভান্ডা হয়—একতাল ।

ও রে রাম কেমনে দি বিদায় এ প্রাণে ।
একবার আয় রে কোলে,
সাধনের আমার সর্বস্ব ধন,
ও বাপ তোর শোকে তোর পিতা প'ড়ে ধরাসনে ।
কত যাগ যজ্ঞ করে, পেয়েছি বাপ তোরে,
রাজ্য হবি বসুবি সিংহাসনে ॥

[ভারতের উক্তি ।]

মহার বিজিত—মনোহরসাই ।

যত দিন দাদা আমার না আসিবেন ঘরে ।

তত দিন শোব আমি কুশের উপরে ॥

জল কিম্বা ফলমূল ভোজন করিব ।

চিরবাস কিম্বা বৃক্ষ-বাকল পরিব ॥

শত্রুস্ব বটকীর কর আরোহণ ।

এখনি করিব আমি জটা বিরচন ॥ ৩০

কৃষ্ণকমল গোস্বামী ।

[ভারতের উক্তি ।]

মনোহরসাই—লোভা ।

এখন আমায় যোগী সাজাইয়ে দে রে ভাই (যোগী) ;

আর যে আমার রাজবেশের কাজ নাই রে (যোগী সাজাইয়ে)

আমাব রাজবেশের কাজ নাই রে (যোগী সাজাইয়ে) ॥

যদি যোগী হলেন রঘুবর, তবে আমাকেও ভাই যোগী কর ।

(আমার রাজবেশের কাজ নাই রে সাজাইয়ে দে) ॥ ৩১ ঐ

[শ্রুতিদ্রার প্রতি কৌশল্যার উক্তি ।]

দেবগিরি বিতাস—ধরমা ।

এই লয় মনে বাছা রামধনে,

পেলেম নাকো আমি বৃষ্টি যেন আর ।

পাব বলি আশা, করি যে ছরাশা,

আশার বাসা বিধি, ভেঙ্গেছে আমার ॥

বাঞ্চে অঙ্গ বার, কুসুমের সেখে,
এ দাক্ষণ পথে, কেমনে বা সে যে
করেছে গমন, ভাবি অমুক্ষণ ও তাই বল রে,
হায় কত যাতনা হয়েছে বাছার ॥ ৩৩২

কৃষ্ণকমল গোস্বামী ।

[কৌশল্যার উক্তি ।]

মিত্রটেরবা—আড়াঠেকা ।

বিদায় দেও রামধনে আমার, কেঁটেক তোমার করে ধরি ।
উপবাসী রামকে আমার করো না কো বনচারী ॥
আমি থাকিব না আর অযোধ্যাতে, রাজ্যধন দেও ভরতে,
রামধনকে নিয়ে কোলেতে, হব আমি দেশান্তরী ॥ ৩৩৩

অজ্ঞাত ।

[কৌশল্যার উক্তি ।]

ঝিঝিট—ধররা ।

কোথায় রলি রে হুঃখিনীর তনয়, হুঃখিনীর এই হুঃখের সময়,
চাঁদবদনে একবার আমায় মা বোলে বাপ কোলে আয় !
আমি অনাখিনী হ'রে তোদের মুখ না হেরিয়ে ।
হুঃখের উপর হুঃখের ছিয়ে, হুঃখানলে জলে যায় ॥
(১) আমার সাগর-সেঁচা ধন, বাছাধন রে তোরে,
কত আরাধন কোরে পেয়েছিলেম ।

আমি কারে কব মন্দ, কপাল আমার মন্দ,
দৈব ঐতিবদ্ধ হলো রে, ও তাই যতনের ধন,
তুই যে রাম রতন, অযতন কোরে হারাইলেম ॥

এবার এসে অভাগীরে, অন্নের মত দেখে যা রে ।

আজ যে মারে দেখবি না রে, মা যদি তোর মোরে যায় ॥ ৩৩৯

— কৃষ্ণকমল গোস্বামী ।

[দশরথের মৃত্যুতে ভরতের প্রতি রাম ।]

বিভাস ও মমার মিশ্রিত—খয়রা ।

কি শুনালি ও ভাই ভরত রে ।

পিতার প্রাণান্ত সময়ে একবার দেখলেম না রে ॥

মুনি পেয়ে মনস্তাপ, দিয়েছিলেন শাপ,

সে শাপ কাল-দাপ হয়ে দংশিল কি তাঁরে ॥

(১) আমার অন্তরে বলে, পিতা আমার শোকানলে,

চিরদিন আর জলবেন না বোলে, স্বরায় ত্যজিলেন জীবন,

না জানি রে তখন, কত রাম রাম বোলে ডেকেছেন আমারে ।

(২) পিতাকে প্রণাম করে, যখন আসি বনান্তরে,

তখন তিনি ধরাতে পোড়ে, শোকে ছিলেন অচেতন ।

সে বেদন রে যেমন, আমার, শেল সম হয়ে রয়েছে অন্তরে ॥ ৩৪০

ঐ

[উর্খিলার প্রতি জানকী ।]

জংলাট—একতালা ।

সুধাও কি গো ভগ্নী, সুধাংশুবদনী,

হুঃখের কাহিনী, বোলবো কি ।

বিধি, হুঃখ আহরিয়ে, দারুণ,

বিধি হুঃখ আহরিয়ে, বিব মিশাইয়ে,

গড়েছিল হুঃখের মুরতী জানকী ।

কোরে হয়ধনুঃভঙ্গ জনকপ্রতিজ্ঞায়,
 পরে জীরাম আমায় কোলেন পরিণয়,
 পথে পরশুরামে যুদ্ধে করি জয়,
 অভাগীরে নিয়ে এলেন অযোধ্যায় ।
 ও গো আমায় এনে ঘরে, প্রভু,
 ও গো আমায় এনে ঘরে, রাম রঘুবরে,
 এক দিনের তরে হলেন না কো শ্রুখী ॥
 যখন ক্ষিতিপতি হবেন রাম রঘুমণি,
 আমি অভাগিনী হব রাজরাণী ।
 কপালের লেখা স্বপনে না জানি,
 রাজমহিষী হতে হলেম কান্দালিনী ॥
 দেখ তরুতলে বাস, ত্যজে রাজবাস,
 কেবল বনফল খেয়ে এ জীবন রাখি ॥
 আমি দেখি নাই অশ্রু জননী কখন,
 আমার ধরণী জননী জানে সর্বজন ।
 বিধাতার বিধি না যায় ধওন,
 না জানি কপালে কি আছে লিখন ।
 দেখে প্রভুর জীচরণ, দেবব-বদন,
 আমার সকল দুখ আমি নিবারিয়ে থাকি ॥ ৩৩৬
 কৃষ্ণকমল গোস্বামী ।

[কৌশল্যার উক্তি ।]

দেবসিদ্ধি বিতাস—ধরয়া ।

নিয়ে জানকীরে, আর কি ঘরে ফিরে,
 বাবি নে রে বাপ হুঃখিনীর জীবন ।

আমি তোদের ধূয়ে বনে, যাইব ভবনে,
 সে যে আমার বড় অসহ্য বেদন ॥
 আর কি রে বাছা দেখ্‌বো না তোমাকে,
 আর কি রে মা বলে জুড়াবি নে মাকে,
 তাকি জান না রে অগত মাঝারে,
 তোমা বিহনে,
 আমার আর কি ধন আছে ও রে বাছা ধন ॥ ৩৩৭

কৃষ্ণকমল গোস্বামী ।

[কৌশল্যার উক্তি ।]

ও রামশশী হবি কানন বাসী,
 কে আমারে ডাক্‌বে “মা” বলে ।
 খিরসর নবনী রে বাপ দিব কার বদন কমলে ॥
 জটা বাকল পরে যাবি রে বনে,
 তাই কি সহে মায়ের প্রাণে,
 আমি হেরব কেমনে,
 মণিহারী কনীর মত হ’খ রাম তুই গেলে বনে ॥ ৩৩৮

অজ্ঞাত ।

[কৌশল্যার উক্তি ।]

ঘোষিয়া—একতাল ।

এই ছিল কি মোর কপালে-লিখন (রাম রে) ।
 কোথা রাজমহিষী আমি রাজার মা হইব,
 সাধ করে বলেছি মনে ; কোথা রামধন দিবে বনে,
 অযোধ্যাভবনে, হতে হলো কাল্‌কালিনী এখন ।

(হতে হলো এখন ; সেই ধন হারাইয়ে,
 আমার কতই আরাধনের ধন রামধন হারাইয়ে ;
 আমার কতই আরা ; কত যাগ যজ্ঞ, কঠিন ব্রত,
 কোরে ভোরে পেয়েছি বাপ, সেই ধন হারাইয়ে,
 হতে হলো,—এখন ; আমার কতই আরা ;
 ও যার রক্ষা লাগি আপন বন্ধ চিরে,
 ও সেই কৃষির দিয়ে কত দেব দেবী পুজোছি,
 সেই ধন হারাইয়ে, হতে হলো এখন) ।
 দণ্ডে দশ বার না দেখিলে যায়,
 জ্ঞান হয় যেন বুক ফেটে যায়,
 চৌদ্দ বৎসর তায়, না দেখে তোমায়,
 কেমনে বাঁচিবে এ দুঃখিনী মায় ।
 তোমার শোকে যদি মরণ না হয়,
 কেন্দ্রে কেন্দ্রে অন্ধ হব যে নিশ্চয়,
 এক বার এস বাছাধন ও বিধুবদন,
 জন্মের মত হেরি থাকিতে নয়ন ॥ ৩৩৯

কৃষ্ণকমল গোস্বামী ।

[ভরতের প্রতি রাম ।]

বিভাস—একতালা ।

প্রাণের ভরত রে, তুমি আমার মাকে দেখো ।

মা যেন না মরেন প্রাণে সদা সাবধানে রেখো ॥

মা যখন বোসে বিরলে, কঁাদবেন রে ভাই রাম রাম বোসে,

তখন তুমি যেয়ে মায়ের কোলে, চাঁদমুখে মা বোসে ডেকো ।

আমি মায়ের এমনি কুসজ্জান,
 দূরে থাক্ মায়ের সুখসম্প্রদান ।
 জনম অবধি কেবল নিরবধি,
 হইলেম তাঁর হৃৎকের নিদান ॥
 যদি তাঁর গর্ভে আমি অভাজন,
 নাহি করিতাম ভাই জনম ধারণ ।
 তা হ'লে কখন, থাকিতে জীবন,
 ও তাঁর, পুত্রশোকানলে দহিত না প্রাণ ।
 চৌদ্দ বৎসরের পরে, যদি ফিরে আসি ঘরে,
 তবে তখন মায়ের সেবা কোরে, করিব জীবন সার্থক ॥ ৩৪০
 কৃষ্ণকমল গোস্বামী ।

[বামের বনগমন কালে অযোধ্যা নগরবাসীদের উক্তি ।]

ষোগীরা—চিখেতেতাল ।

কি সাধে বিবাদ ঘটিল, হায় কি হইল !
 অযোধ্যা!-জীবন রাম দেখ বিপিনে চলিল ।
 সঙ্গে অমূল্য লক্ষণ, ত্যজিয়ে রাজভূষণ,
 কটীতে চীর বসন, মস্তকে জটা বাঁধিল ।
 জনক-রাজনন্দিনী, রূপে স্থিরা সৌদামিনী,
 হইতে পতিসজ্জিনী, সব সুখ তেয়াগিল ।
 রাজারাগী কি পাষণ, কেমনে ধরিয়ে প্রাণ,
 এমন অমূল্য ধন, বনে বিসর্জন দিল ।
 মনের বাসনা যত, সমূলে হইল হত,
 সুখ-রবি অন্তগত, হৃৎ-যামিনী আইল ।

আর অযোধ্যা-নিবাসে, রহিব কি সুখ-আশে,
এই সঙ্গে বনবাসে, যাই সবে চল চল ॥ ৩১১
মনোমোহন বসু ।

[রাম বনবাস গমনকালে সীতার উক্তি ।]

(বিদায় দেও রামধনে—স্বর)

কাণেড়া—আড়ধেম্‌টা ।

কেন ও হে প্রাণনাথ, গৃহে থাক্তে বল আমায় ।
তুমি বাবে বনবাসে শূন্য গৃহে কি ফল থাকায় ।
কখন কি তোমায় ছাড়ি, একাকিনী রইতে পাবি,
না করিলে সহচরী, দুঃখ কেবল প্রাণ রাখায় ।
বনবাসে বহুতর, কষ্ট পাবে প্রাণেশ্বর,
এ দাসী থাকিতে কেন, বিষ হবে তোমার সেবার ॥ ৩৪২
রাজা মহিমারঞ্জন রায় ।

[সীতার প্রতি স্মৃতিহা ।]

দেখিও লক্ষ্মী মম লক্ষণে,
আর লক্ষ্য নাই, লক্ষণ বিনে ।
আমার অভাবে তুমি মা হবে,
নিত্য এই ভাবে তুবিও বনে ।
ছাড়ি ধন সংহতি, বনেতে চলিলে সতী,
ধন্য সীতে সতী অগত্যাতে ॥ ৩৩৩

[বাম-শোকে দশরথের মৃত্যুকালে রাবীণের উক্তি ।]

বিতাস—আড়াঠেকা ।

উঠ উঠ মহারাজ ! বারেক সস্তাব কর ।

শ্রীমুখ মলিন তব, দেখিতে না পারি আর ॥

আমরা চিরসঙ্গিনী, নিতান্ত তব অধিনী,

তবে কেন অনাধিনী, করে গেলে প্রাণেশ্বর ।

অকূল হৃৎ পাথারে, ভাসাইয়ে অবলারে,

পুত্র-শোক-পরাবারে, আপনি হইলে পার ।

কি করিব কোথা যাব ? কোথা গে প্রাণ জুড়াব ?

আর কার মুখ চাব ? হেরি সব অন্ধকার ॥ ৩৪৪

মনোমোহন বসু ।

[রামের প্রতি কেকয়ীর উক্তি ।]

আলোয়—একতাল ।

তুই কি আলি রে রামধন,

তুই কি আলি রে রামধন ।

তুই বিনা আর কেটা বুঝে মর্ষ ব্যথা,

কৈ কই হৃৎখের কথা শুন বে বাপধন ॥

ভুবন-জীবন তোরে বনে দেই নাই আমি,

অন্তরেরই ভাব জান অন্তর্যামি,

রাবণ-বধিবারে বনে গেলে তুমি,

আমায় করে বিড়ম্বন !

বিধির চক্রে বাছা বনে গমন তোমার,

কুলবধু কঁাদে কোলে নিয়ে কুমার,
পাপিনী মা বলে দেখে না আমার পুত্র ভরত শক্রয় ॥ ৩-৫

দাশরথী বাব ।

কাল-মৃগয়া ।

[দশরথের প্রতি অঙ্ক মুনির তনয় ।]

বট—রাঁপতাল ।

কি দোষ করেছি তোমার, কেন গো হানিলে বাণ !
এ কি বাণে বধিলে যে, হুটী অভাগার প্রাণ !
শিশু বনচারী আমি, কিছু নাহিক জানি,
ফল মূল তুলে আনি, করি সাম-দেব পান !
জন্মাক্ষ জনক মম, তুমার কাতর হ'য়ে,
র'য়েছেন পথ চেয়ে, কখন যাব বারি ল'য়ে ।
মরণাক্ষে নিয়ে যেও, এ দেহ তাঁর কোলে দিও,
দেখো, দেখো ভুল না কো, কোরো তাঁরে বারি দান !
মার্কণ্ডনা করিবেন পিতা, তাঁর যে দয়ার প্রাণ ! ৩৪৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

[অঙ্ক মুনির উক্তি ।]

সিদ্ধ—চোতাল ।

এতক্ষণে বুঝি এলি রে !
স্বদি মাঝে আর রে, বাছা রে !
কোথা ছিলি বনে, এ ঘোর রেতে,
এ হুর্ধোগে, অঙ্ক পিতারে ভুলি !

আছি সারা নিশি হায় রে,
পথ চাহিয়ে, আছি ভবায় কাতর,
দে মুখে বারি, কাছে আয় রে ! ৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

কালোড়া—টিমেতেতালা ।

ও হে ভূপ বধ করে'ছ পুত্রধনে ।

আজ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ ক'রব মোর! অশ্রুণে ।

শুন বাজা দশরথ, হ'য়ে তুমি পাপে বত,

বিনা দোষে সন্তানেরে করে'ছ নিধন ;

পুত্রশোকে আমরা যেমন, মৃত্যু করি আলিঙ্গন,

তব মৃত্যু হ'বে সেই পুত্রশোক-কারণে ॥ ৩৪৮

রাজা মহিমারঞ্জন বাঘ ।

[পুত্রের প্রতি অন্ধ মুনি ।]

যাও রে অনন্তধামে মোহ ময়া পাশরি,

দুঃখ আঁধার যেথা কিছু নাহি ।

জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,

কেবলি আনন্দ-স্রোত চলি'ছে প্রবাহি !

যাও রে অনন্তধামে, অমৃত-নিকেতনে,

অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে !

দেবঋষি, রাজঋষি ব্রহ্মঋষি যে লোকে

ধ্যান-ভরে গান করে এক তানে !

যাও রে অনন্তধামে, জ্যোতির্ধর্ম আলয়ে,

শুভ্র সেই চির-বিমল পুণ্য কিরণে,

যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও বৎস, যাও সেই দেব-সদনে ! ৩৪৯

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

[সীতার প্রতি যোগী, পঞ্চবটী বনে ।]

(“পাড়াতে ছুৎ, যোগাতে”—এই গানের হ্রস্ব ।)

পুরবী—আড়ধেট্টা ।

যোগী এসেছে ঘারে ভিক্ষা দেও গো সীতা সতি ।

উপবাসে দিন যায় আমার শীত্ৰগতি,

ও গো সীতে ভিক্ষা দিয়ে বিদায় কর এ অতিথি ॥

দেখে বুদ্ধ ব্রহ্মচারী, নির্ভয়েতে ও গো নারি,

ভিক্ষা নিয়ে নিজ হস্তে,

দয়্য ধর্ম রাখ আজি দয়াবতি ! ৩৫০

— রাজা মহিমারঞ্জন রায় ।

[সীতার উক্তি ।]

বসন্ত বাহার—একতালা ।

কি ভিক্ষা আজ দিব হে তোমারে, (ওহে যোগীবর)

আমি অতি দুখিনী, ভিখারির ঘরগী,

বৃক্ষমূলে থাকি পত্রের কুটীরে ।

যখন দেহে প্রবল হয় ক্ষুধানল,

দেবর লক্ষণ আনেন তুটী ফল,

কিছুমাত্র নাই সম্বল ।

আমি জানিনে চাতুরী, ওহে ভট্টাচারি,

কাবে বাবে লক্ষ্য দিওনা আমারে ॥ ৩৫১

— অজ্ঞান ।

[যোগীর প্রতি সীতা ।]

বসন্ত বাহার—একতালা ।

ও রে যোগী চোর, মরণের তোর,
বিলম্ব দেখিনে আর ।

হরিলি আমারে, পেয়ে একা ঘরে,
চোর তোর হ'বে প্রতীকার ।

ও রে দশানন, এই আচরণ,
কেবল রে তোর পতন কারণ,
জীরামের নারী, যোগীবেশে হরি,
সবংশে হবি সংহার ।

ও রে দুঃখতি, স্বামী ভিন্ন সতী,
কভু অস্ত্র প্রতি করে না মন ;
কৌশল্যা-নন্দন, বিনে অস্ত্র জন,
ভ্রমেও মনেতে হবে না সীতার ॥ ৩৫২

— রাজা মহিমাভঞ্জন রায় ।

[সীতা হরণে রামের উক্তি ।]

গৌরী—আড়া ।

(আমার) প্রাণের সীত না দেখে রে—হেরি সব শূন্যময় ।
সীতে বিনা জীবন যাবে, ফিরে যাবে না আলয় ।
পে'তেছিলাম ছত্র দণ্ড, কৈকেয়ী মা দিল দণ্ড,
কখন কি ও রে লক্ষ্মণ, দণ্ডের উপর দণ্ড সয়,
হায় রে সে জানকীরে, একাকিনী পেয়ে ঘবে,
কে হরিল ও রে ও ভাই, হইয়ে নিদ্রয় ॥ ৩৫৩ ঐ

[মারীচের প্রতি রাবণ ।]

খিঁঝিট—গোত্তা ।

শুন শুন ও বে মারীচ আদেশ আমার ।
 হিরণ্য হরিণ হ'য়ে হর মনঃ সীতার ।
 ছলিতে বামের নারী, এইরূপ মায়া করি,
 যাইতে হইবে ও হে নিশ্চয় তোমার ।
 হায় একি প্রাণে সয়, লক্ষণের নাহি ভয়,
 ভগিনীর নাসা কর্ণ কাটে ছুরাচার ।
 মম আজ্ঞা পালন, করিলে বাঁচিবে প্রাণ,
 নতুবা অবশু তুমি হইবে সংহার ॥ ৩৫৪ ঐ

[রাবণের প্রতি মারীচ ।]

আলোয়া—আড়া ।

আমার নিকটে মরণ ।
 তাই মংঘামৃগ হ'তে বলিছ বাজন্ ।
 কখন এই খলভাব রবে না গোপন ।
 রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য, সাধিতে যাই তব কার্য্য,
 মৃত্যু মম অনিবার্য্য, চিন্তা অকারণ ।
 শুন ও হে লঙ্কাপতি, হ'য়েছে হে অশ্রুতি,
 তাই পরনারী প্রতি করিয়াছ মন ।
 শেষে এই ব'লে যাই, রক্ষঃকুলের রক্ষা নাই,
 যখন হ'য়েছে ইচ্ছা আনকী-হরণ ॥ ৩৫৫ ঐ

[সীতা অশোক বনে ।]

বাঁধা—একতারা ।

মরি কি শুনালি রে সুফল রামনাম সুধামাধা ।
 কবে সে দিন হ'বে, দেখিব রাঘবে,
 সেই আশ্বাসে কেবল জীবন রাখা ॥
 সর্বদা অশ্রু অশোকবন-মাঝে,
 যে করে পরাণী বলিব কার কাছে,
 অবশেষে আমার আরো বা কি আছে,
 কর্ণ-ফলাফল কপালে লেখা ॥ ৩৫৬ অজ্ঞাত ।

[সীতা অশোক-কাননে ।]

টোরা—তৈরবী ।

কোথা হে এ সময় রহিলে দয়াল রাম ।
 কান্দে জানকী হুঃখিনী, রাজাধিরাজ-গৃহিণী ।
 হরন্ত চেড়ীর দাপে, সদা মম হিয়া কাঁপে ।
 রাখ রাখ এ বিপাকে কোথা ওহে ভগধাম ॥ ৩৫৭

অজ্ঞাত ।

[তরণীর প্রতি সরমা ।]

আছে অশ্রুধে অশোক-বনে সে রমা,
 বড় মরমে মরিয়া আছে রামের মনোরমা ।
 বাছা তরণী রে না জান কি মা জানকী তোমার মার সমান ।
 বাছা বলিস্ রে তোর পিতাকে, বলিতে তার মিতাকে,
 সীতাকে করিতে রে উদ্ধার ;

সীতা কণে পড়ে, কণে ধায়, কণেক চৈতন্ত পায়,
 মৃত্যু-প্রায় পড়িয়ে ধরায় ।
 বলে ধরা গো বিদীর্ণ হও, দ্বরা করি মোরে লও,
 সহে না সহে না দুঃখ আর, আমি প্রবেশিব মা তোমার,
 করুণা কর আমায়, কর ত্রাণ দুচাও যাতনা ।
 সীতা নাহি খায় অন্নজল, বলে এনে দে গো হলাহল,
 তারে প্রবোধ দিতে নাহি পারে সরমা ॥ ৩৫৮

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ।

[হুম্মানের উক্তি ।]

খাবার—একতাল ।

আমার কি ফলের অভাব,
 তোরা এলি বিকল ফল যে ল'য়ে ।
 পেয়েছি যে ফল, জনম সকল,
 মোক্ষফলের বৃক্ষ রাম স্বদয়ে ।
 ঐরাম-চরণ-কল্পতরুশূলে রৈ,
 যে ফল বাছা মনে সে ফল প্রাপ্ত হই,
 ফলের কথা কৈ, ও ফল গ্রাহক নৈ,
 যাবো তোদের প্রতিকল বিলা'য়ে ॥ ৩৫৯

দাশরথী রায় ।

[রামের উক্তি ।]

বাহার বাপেই—একতাল ।

জীবনে কি প্রয়োজন ।

বিহনে প্রিয়জন, জীবন-জীবন, সীতা-প্রাণধন ।

পশিব সলিলে, অথবা অনলে,
সীতা-শোকানলে জলে দেহ প্রাণ মন ॥
কনক-লতিকা, মম প্রাণাধিকা,
নিশাচর-করে আঁহা, হ'য়েছে নিধন ॥ ৩৬০ অজ্ঞাত ।

[মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের খেদ ।]

সিদ্ধু—কাওয়ালী ।

বল কি করে শোক বারি,
নিবারি নয়ন-বাবি, বিনে বাসবারি ॥
বিহনে জীবন-ধন, কেমনে ধরি জীবন,
আকুল পবাণ মন, সে ধনে না হেরি ।
ত্রিভুবন পরাজিত, সুরাসুর যাবে ভীত,
ল'য়েছে আজি বিধাতা, সে রতন হরি ॥ ৩৬১

অজ্ঞাত ।

[প্রমীলা অলঙ্কার উন্মোচন করিতে করিতে ।]

সিদ্ধু—কাওয়ালী ।

বল কি কাজ ছার প্রাণে ।
অবলা-জীবনধন প্রাণেশ বিহনে ॥
আর কি সুখের লোভে, থাকিব বল এ ভবে,
ভূগুণে সখি কি হ'বে, বিধবা-জীবনে ।
(চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে)
এ পাণ দেহ থাকিতে, পাব না নাথে দেখিতে,
পোড়া'ব এ ছার ভুজু আজি হতাশনে ॥ ৩৬২

অজ্ঞাত ।

[রাবণের প্রতি মন্দোদরী ।]

ভৈরবী—একতাল ।

শুন প্রাণধন,—আমার বচন ।

সামান্য মানব নহে রাঘব কখন ॥

ভূভার হরিতে হরি, ত্যজিয়া গোলকপুরী,

অবনীতে রামরূপ ক'রেছেন ধারণ ॥

লক্ষ্মীরূপা তাঁর সীতে, রক্ষঃকুল বিনাশিতে,

করিয়াছ রক্ষঃপতে, তুমি হে হরণ ।

গুণাকর রঘুবরে, সীতা সমর্পণ করে,

তাঁহার চরণে কর, শরণ গ্রহণ ॥ ৩৬৩ অঙ্গাত ।

[রামের প্রতি বিভীষণ ।]

ভৈরবী—একতাল ।

কেন অকারণ—রাষ্ট্রবলোচন ।

চিন্তে চিন্ত চিন্তামণি চিন্তানিবারণ ॥

আমার বচন ধর, অন্তর গীতল কর,

মনের উদ্বেগ হর, জানকীরমণ ॥

ভবানী ভবভাবনা, ভাব না তাঁর ভাবনা,

রবে না তব ভাবনা, ভাবনা-বারণ ।

অশিব-নাশিনী-শিবে, নাশিবে তব অশিবে,

সুখ-শক্তি প্রকাশিবে, মরিবে রাবণ ॥ ৩৬৪ অঙ্গাত ।

[মনোদরীর—উক্তি ।]

বিভাস—একতারা ।

গা তোল ও হে প্রাণেশ এ কি বেণ হায় ।

কি কারণে প্রাণধন পতিত ধরায় ॥

বাকস-কুলভূষণ, তুমি রাজা দশানন,

এ দশা তোমার কেন, বল হে আমায় ।

দেবতা গঙ্ঘর্ষ যক্ষ, নহে তব সমকক্ষ,

কেবা হ'য়ে প্রতিপক্ষ, ব'ধেছে তোমায়—

ভূষিত হয়ে ভূষণে, বসিতে রত্ন-আসনে,

ধূলাতে কি ধরাসনে, তব শোভা পায় ॥ ৩৬৫

অজ্ঞাত ।

[রামের প্রতি রাবণ মৃত্যুকালে ।]

বিভাস—একতারা ।

ও হে স্ববিকেশ ! এ জনমের শেষ,

কৃপা করি হরি দাঁড়াও সম্মুখে ।

আমি অতি দীন, ভজন-বিহীন,

সুদিন কর আমায় অধীন দেখে ।

শঙ্খ চক্র হরি ধর গদাপদ্ম,

দেখে প্রফুল্লিত হউক আমার হৃদিপদ্ম,

যুদি নয়নপদ্ম, ধ্যান করি পদ,

ত্রিপাদ-পদ্ম আমার দেও হে মস্তকে ।

বলেছিলে হরি অন্ন-অন্নান্তরে,

শত্রুভাব ভাবলে দয়া কর্বো তোরে,

(তাই) যা জানকী হরে আনলেম লঙ্কাপুরে

(এখন) মুক্ত কর আমার রক্তকুল থেকে ।

ভজন সাধন আমি না জানি হে হরি,

পার কর আমার দিয়ে চরণ-তরি,

মুখে বলে হরি হরি, মুক্তমুখাবী,

যেন প্রাণ পেলেও নাম রসনার ডাকে ॥ ৩৬৬

দাশরথী রায় ।

[রাবণ মৃত্যুকালে ।]

আলো—একতারা ।

প্রাণান্ত হলে আজি আমার কমল-অঁধি ।

একবার হৃদকমলে টাড়াও দেখি ॥

ইল্ল বেট! হার যোগ্যালে, অশ্বশালে কালকে রাখি ।

পাছে কালবেট! কাল পেয়ে ধরে ঐ ভয়ে রাম তোমা'য় ডাকি ॥

ঐহিকের ঐশ্বর্য করা রাম কিছু মোর নাই হে বাকি !

একবার বন্ধু হ'লে পরকালে কাল বেটাকে দেখাই ফাঁকি ॥ ৩৬৭

দাশরথী রায় ।

[সীতার প্রতি মনোদরী ।]

পরজ—একতারা ।

ভূষণে হয়ে ভূষিতে, ভূমুখা যাও রাম ভূষিতে ।

দেখ তুখে মরিবে রামের বিষ-নয়নে পড়িবে সীতে ॥

চল্লৈ বধে আমার পতি, দেখো মোর শাপে তোমা'য় দতী

দিবে না; বৈকুণ্ঠপতি, বাম হ'য়ে বামে বসিতে ॥

শুন গো সীতে রূপসি, সুখে যাও কি চতুর্দোলে বসি,

বিমুখ হ'বেন গোলকশশী, কলঙ্ক দিয়ে শশীতে ॥ ৩৬৮

দাশরথী রায় ।

[তরঙ্গীর প্রতি সরমা ।]

বাঁধা—বাঁপড়াল ।

প্রাণ থাকিতে, তোরে যেতে দিব না ঐরাম-রণে ।
 সে রাম সামান্য নয় রে, ছেন জ্ঞান হয় রে মনে ॥
 ছিল লঙ্কায় বীরপূর্ণ, রামশরে হ'ল শূন্য,
 বকরাক্ষ কুন্তকর্ণ, সকলেই মরিল প্রাণে ।
 শুন রে বাপ রে বলি তোরে, যেয়ে বল তোর লঙ্কেশ্বরে,
 সীতা কিরে দিয়ে তারে শরণ লও গে তার চরণে ॥ ৩৬৯
 অজ্ঞাত ।

[সরমার প্রতি তরঙ্গী ।]

(অরি হৃৎকরী উবে—হয় ।)

ললিত—আড়া ।

দিদায় দাও গো মাতঃ ! আমার ঘাইব আমি আজ রণে ।
 মহারাজার আজ্ঞা বল লঙ্ঘন করি কেমনে ॥
 যেয়ে সেই রণস্থল, হেরবো রামের পদযুগল,
 লক্ষণের চরণ কমল, নিরখিব হুঁ নয়নে ॥
 হইয়ে প্রসন্ন মন, কর মাতঃ ! বিদায় দান,
 রণে যেতে মম মন, হ'য়েছে চঞ্চল ;—
 যদি মরি রামের শূরে, যাব আমি স্বর্গপুরে,
 কিছু ভেব না অন্তরে, চলিলাম সমরারনে ॥ ৩৭০
 অজ্ঞাত ।

[মাতার প্রতি তরঙ্গীসেনের উক্তি ।]

ধৈর্য্য ধর মা সরমা রোদন করো না গো আর ।
 অনিত্য সংসার এই কেহ নহে কার ॥

দেখ গো মা দেহতব, দেহ-প্রাণে কি লক্ষ্যক ।

তবে কেন অবিরত কর পো আমার ।

মিছে মায়ার যুদ্ধ হ'য়ে আমারি আমার ॥ ৩৭১

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ।

[বিভীষণের প্রতি রাম ।]

কীৰ্ত্তন ভাঙ্গা হয় ।

দেখ মৈত্র বিভীষণ !

রণস্থলে এল হে কোন জন ।

ঐ যে যাচ্ছে দেখা, রথে রামনাম লেখা,

ধ্বজ পতাকা, রাম-নামে শোভন ।

দেখ দেখ মৈত্র দেখ তুমি চেরে,

রামনামাক্তিত সৰ্ব্ব সৈন্ত গায়ে,

রামনাম হস্তী হ'য়ে ;—

(ও) এমন যে ভক্ত, ভক্তের উপযুক্ত,

ভক্তসনে কেমনে করি বল রণ ॥ ৩৭২ অজ্ঞাত ।

সিদ্ধুত্তরবী—একতারা ।

বল মিহ্রবর কি করি উপায়,

কোন প্রাণে পাঠাই লক্ষণ সমরে ।

প্রাণের লক্ষণ, জ্বর-রতন,

সংগ্রামে পাঠাতে না লয় অন্তরে ॥

লক্ষণ আমার প্রাণের সমতুল্য ভাই,

বল মিহ্রবর, ইহার উপায়,

তরবারে রণে পাঠাব কারে ॥ ৩৭৩ অজ্ঞাত ।

[লক্ষণের শক্তিশেলে রামের আক্ষেপ ।]

ললিত—আড়া ।

কি কাল নিদ্রায় তোমায় ঘেরেছে রে প্রাণধন ।

(আমায়) বিপদসাগরে ফেলে তুমি র'লে অচেতন ॥

সব কার্যে অগ্রে আমি,

আজি কেন রে অগ্রগামী হইছ লক্ষণ তুমি,

এই কি ভ্রাতৃত্ব-লক্ষণ ।

যখন স্মৃতিয়া মাতা, স্মৃধাবেন কৈ রাম কোথা,

রেখে এলি তুই কই আমার নয়নের তারা ।

কি উত্তর দি অরে, কি বলে উর্ধ্বিলা বোরে,

সাস্তুনা করিব ভাই রে, ভেবে আমি হলেম সারা ।

কিন্তু আজ তোমাকে স্মৃধাই, ক্রান্ত যদি রণে ভাই,

বুঝা যুগ্মে কাজ নাই, কাজ নাই রে ভাই ।

কাজ নাই উদ্ধার করে, অভাগিনী জানকীরে,

চল যাই সরস্বতীরে একত্রে ত্যজিতে জীবন ॥ ৩৭৪

দীনেশচরণ বসু ।

[লক্ষণের শক্তিশেলে রামের উক্তি ।]

ও রে লক্ষণ একি হেরি এসে রণস্থলে ।

তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই ক'রো আমি ভাই ম'লে ॥

অগ্রে আমি জন্ম নিলেম, অগ্রে ধনুর্কোণ শিখিলেম,

অগ্রে রণে যাত্রা কল্লেম ও রে ভাই লক্ষণ ;

অগ্রে জটা বাকল পরি, হয়েছে রে বনচারী,

পশ্চাতে আসিয়ে কেন অগ্রে প্রাণ ত্যজিলে ॥ ৩৭৫

অজ্ঞাত ।

[লক্ষ্মণের প্রতি রাম নাগপাশ বন্ধনে ।]

ললিত বিজ্ঞান—একতাল।

বুধা রে লক্ষ্মণ, করিয়ে যতন,
জলধি বন্ধন করিয়েছিলাম,
মায়ামৃগ বনে হ'য়েছিল কাল, সীতা হরে নিল বাবণ মহীপাল,
এসে লঙ্কাপুরে, এত যুদ্ধ করে,
অবশেষে বুঝি প্রাণ হারালেম ।
যে সীতার তরে, কপির ঘরে ঘরে,
আমরা হুটী ভাই কতই কৈঁদেছিলাম,
এখন সে সীতারে, এজনমের তরে,
রাবণ-সাগবে বিসর্জন দিলেম ॥ ৩৭৬ মদন মাষ্টাব ।

[মেঘনাদের প্রতি মন্দোদরী ।]

বেহাগ ।

কেমনে দি বিদায় তোরে এ কাল সমবে,
না জানি রাঘব বৎস কি মায়া ধরে,
বাবে বারে পরাজয় করিলি রে তারে,
তবুও হুবস্ত রিপু মরে কি না মরে ।
জানি আমি বাছাধন, তুই রে বীররতন,
তবুও পোড়া পরাণ কেন এমন করে ॥ ৩৭৭ অজ্ঞাত ।

[রাম বিভীষণের প্রতি ।]

মল্লার—আড়া ।

ভিখারীর রক্ত মিত্র সঁপিলাম তব করে,
দেখিও দেখিও মম প্রাণাধিক লক্ষ্মণেরে ।

এই যে রাক্ষসালয়, যেন যমপুরী-প্রায়।

তাহে ছরস্ত রাবণী মহাপরাক্রম ধরে ॥ ৩৭৮

অজ্ঞাত ।

সীতার বনবাস ।

[সীতার প্রতি লক্ষণ ।]

ও মা জ্ঞানকি শুন আমার বচন ।

আমি যে জন্ত এলেম এথায়, নিবেদি তব পায়,
পাঠালে আমারে রাজীবলোচন ॥

কাল ত্রীরাম সম্মুখে, বলেছ ত্রীমুখে,
করিবে মুনিপত্নী দরশন ।

হেন সাধ থাকে মনে, এস মোর সনে,
যাবে যদি মুনির তপোবন ॥

ও মা দ্বারেতে ল'য়ে রথ, স্নমস্ত্র চাহে পথ,
অব্যাক্র কর পর আভরণ ।

ওমা যাইবে গোপনে, যেন কেউ না জানে,
প্রভুর অজ্ঞা যেতে তিন জন ॥

শুন রাঘব-ভামিনী, হও অগ্রগামিনী,
যামিনী হ'বে আসিতে ভবন ।

এল ফল কি বিলম্বে, চল জগদম্বে,
রাম নব কাদম্বে করে স্মরণ ॥ ৩৭৯

কালী বাবু ।

[লক্ষণের প্রতি সীতা তপোবন-গমনকালে ।]

হেন কেন হে দেবর লক্ষণ ;
 নাচে দক্ষিণ ভূজঙ্গ-আঁধি, দক্ষিণে ভূজঙ্গ দেগি,
 প্রদক্ষিণ করি হেরি সকলি কুলক্ষণ ॥
 অনেক অশ্বি এ সব কিবে,
 দ্বিভাভাগে কান্দে কাননে শিবে ;
 কাটে মোর বুক, বুঝি প্রভুর মুখ, না করিব নিরীক্ষণ ॥
 না হেরিলাম আসিবার কালে রাম,
 না করিলাম শান্তি প্রণাম ।
 স্থির নহে দেহ দহে অবিভ্রাম,
 জ্ঞান হয় যেন না আসিব ধাম ॥
 যেতে তপোবনে ভয় হয়,
 গৃহ-পথ-পানে কিরাও রথ হয় ;
 নহে যাত্রাসিদ্ধি, এই বুদ্ধি শুদ্ধি আলয়ে চল একণ ॥
 কপালে কি আছে না যায় গণন,
 বুদ্ধিতে না পারি প্রভুর মনন ;
 কিবে ভেবে আমার পাঠালে কানন,
 বুঝি না হেরিবে আমার আনন ।
 যদি গুণনিধি হ'য়ে থাকে বাম,
 এক বার চল কিরে হেরে আসি রাম,
 হ'য়ে বিদায় স্নানার্থে ঠাই, বলে যাই সে বিলক্ষণ ॥ ৩৮০
 কালী বাবু ।

[লক্ষ্মণের উক্তি ।]

খিঁচিট—সখামান ।

কোন প্রাণে জানকী রতনে,
রাখিয়ে আসিব আমি নিবিড় কাননে ॥
পতিব্রতা সীতা সতী, পঞ্চমাস গর্ভবতী,
তঁার প্রতি রঘুপতি, কঠিন হলে কেমনে ॥ ৩৮১

হরিমোহন রায় ।

তৈরবী—আড়া ।

কেমনে ভবনে আমি রাখিব রে জানকীরে ।
অকলঙ্ক রঘুকুল ডুবিল কলঙ্ক-নীরে ॥
জানি সীতা পতিব্রতা, পতিপ্রাণা পতিব্রতা,
তবু প্রজাদের তরে কাননে দিব অচিরে ॥ ৩৮২ ঐ

[সীতা লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া ।]

পাহাড়ী—আড়াঠেকা ।

কি হেতু এমন ভাব নিরখি তোমার রে ।
বহিতেছে ছ'নয়নে শোক-নীরধারে ॥
বল তব ধরি করে, প্রাণ যে কেমন করে,
ভাল তো আছেন প্রাণে, প্রাণেশ আমার রে ॥
হেরি তব স্নান সুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
উথলিয়ে উঠিতেছে, শোক-পারাবার রে ॥ ৩৮৩ ঐ

[লক্ষণের প্রতি সীতা ।]

কিখিট—একতালা ।

আহা রে একি হ'ল রে আমার, এই ছিল কপাধো ।
 যত আশা ক'রেছিলাম সকল গেল বিফলে,
 রাজনন্দিনী রাজরাণী আমি জনমভূখিনী,
 তোদের মুখ চেয়ে লক্ষণ সকল তুঃখ আছি ভুলে ।
 বাঁধিয়া সাগর-জলে, যে সীতারে উদ্ধারিলে,
 অবশেষে বনবাসে তারে বিসর্জন দিলে ।
 ভিখারিণী বনে রব, রামরূপ ধ্যান করিব,
 সেই মুখ নিরখিব এই প্রাণ ষা'বার কালে ।
 জন্ম জন্মান্তরে আমি পাইব রাঘব স্বামী,
 এ জীবনে হেরব না রে মরি এই শোকানলে ।
 ও রে লক্ষণ ধরি হাতে, ল'য়ে আমার রঘুনাথে,
 নুখে থেকো অযোধ্যাতে (কভু) ভেব না জানকী বলে ॥ ৩৮৪

অনিন্দ্যচন্দ্র মিত্র ।

[লক্ষণের উক্তি ।]

শিল্প—কাওয়ালী ।

দেবি, কেমনে কহিব সেই দারুণ বচন ।
 বলিতে বিদরে বুক, বরিবে নয়ন ।
 কে খ'ণ্ডাতে পারে বল, বিধির লিখন ;
 সরস শরদ-চাঁদে, কলঙ্ক-ভূষণ ।
 লোক-অপবাদে রাম কমল-লোচন,
 তোমা ধনে বনবাসে করয়ে'ছে বিসর্জন ॥ ৩৮৫

হরিমোহন বায় ।

[লক্ষণের খেদ ।]

পাহাড়ী—আড়াঠেকা ।

হায় রে দাক্ষণ বিধি, কি বিধি তোমার হে ।

লিখে'ছিলে এত দুখ, কপালে সীতার হে ॥

আহা আহা মরি মরি, সোণার প্রতিমা হরি,

করিলে কি একে বারে জগৎ আঁধার হে ॥

এই জনকের কন্তে, রূপে গুণে মহী-ধন্তে,

এঁর সমা পতিব্রতা কোথায় কে আব হে ॥ ৩৮৬

হরিমোহন রায় ।

[লক্ষণের উক্তি ।]

(ধর হে নাথ ধর ধর—স্বর ।)

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

গা' তোল ধরবী-স্মৃতা কেন মা' পড়ে ধরায় ।

মুচ্ছিতা দেখে তোমারে, হৃদি বিদবিধ' যায় ॥

হা বে বিধি নিদাক্ষণ, কি দে'ষে হ'লি বিগুণ ;

এত দিনে রঘুকুল-পূর্ণশশী অন্ত যায় ॥

ধিক্ রে প্রজারঞ্জে, সাক্ষাৎ কমলা-ধনে,

বিসৰ্জন দিয়ে বনে, জীবন কি ধরা যায় ॥ ৩৮৭ ঐ

[লক্ষণের প্রতি সীতা ।]

দেবর দাঁড়াও হে বারেক দাঁড়াও ।

ও হে লক্ষণ ধামুকী, জীরামের জানকী

কার কাছে নংপে যাও তা বলে যাও ।

তুমি তা ভেব না, সঙ্গের আর যাব না,
 রামের কীরে একবার কীরে চাও ॥
 দাঁড়াও দাঁড়াও দেবর লক্ষ্মণ, ডাকিলে শুন না,
 ভর কি হে আমি তোমার সঙ্গিতে যাব না ।
 বারেক দাঁড়ায়ে শুন গুটি দুই কথা,
 সীতানাথের সীতা তুমি ফেলে যাও কোথা ?
 এই বৃকি তোমাদের ছিল অভিলাষ,
 ছলে তপোবনে এনে দিলে বনবাস ॥ ৩৮৮ কালী বাবু ।

[লক্ষ্মণের প্রতি সীতার উক্তি ।]

লক্ষ্মণ বল আমায়, করি কি উপায়
 আমি একাকিনী কোথা যাই রে ।
 হলেম অচল, উপায় কি বল,
 অঙ্গে কিছুমাত্র বল আব নাই রে ।
 এ বনে নির্জনে আমি কেমন করে প্রাণ বাঁচাই রে ॥
 কক্ষিৎ বিলম্ব কর রে লক্ষ্মণ,
 জন্মের মতন এক বার করি নিরীক্ষণ ।
 কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন,
 অকস্মাৎ বজ্রাঘাত রে ;
 মৃত্যু নাই কোথা যাই দেখি যতক্ষণ তোরে পাই রে ॥
 কলঙ্কিনী অকারণে, এ দুঃখ কি সয় রে প্রাণে ;
 ইচ্ছা মৃত্যু নাই এখনে কোথা যাই রে ।
 গর্ভবতী যদি না হতেম লক্ষ্মণ,
 এ মুহূর্তে আমি ত্যজিতাম জীবন,

এ ছার জীবনে, কণেক বহনে,
কিছুমাত্র সাধ আর নাই রে ।
ইচ্ছা হয় এ সময় আমি বিষ পেলে বিষ খাই রে ॥ ৩৮৯
চন্দ্রমোহন শাপলা ।

[সীতার উক্তি ।]

(বিদায় দাও রাম ধনে—হর ।)

ঝিকোঁচী—পোতা ।

বনবাস শুনে যখন যায় নাই প্রাণ রে ।
তখনি জেনেছি, দেহ পাবাণে নির্মাণ রে ॥
হুঁধিনীর মাথা খাও, অযোধ্যায় ফিরে যাও,
তিনি যেন মম তরে, যাতনা না পান রে ॥
মৃণালে কণ্টক-ভার, সজ্জিত যে বিধাতার,
তিনি ক'রেছেন মম, কানন-বিধান রে ॥ ৩৯০
হরিমোহন রায় ।

[সীতার উক্তি]

ভৈরবী—মধামান ।

বলো রে লক্ষ্মণ তাঁরে, বিনয় বচনে,
দিনান্তে এ হুঁধিনীরে, করে যেন মনে ॥
এত যদি ছিল মনে, আমারে দিবেন বনে,
তবে কেন তত কষ্ট, রাবণ নিধনে ॥
জন্ম হুঁধিনীর ভার, এত হ'য়েছিল তাঁর,
তবে কেন উদ্ধারিয়ে আনিলে ভবনে ॥

অভাগীর নির্দাসন, অপবাদ বিমোচন,
এখন নিষুক্ত রোন, প্রাণ-রঞ্জন ॥ ৩৯১
হরিমোহন বয় ।

[লক্ষণের মূর্ত্তা দেখিয়া সীতার আক্ষেপ ।]

ভৈরবী—মধ্যমান ।

কমল-নয়নধর, কর উন্মীলন ।
দেখিয়ে শীতল হোক, তাপিত জীবন ।
নীরব দেখে তোমায়, হৃদয় যে কেটে যায়,
পুনঃ শক্তিশেল কি রে, করিলে ধারণ ।
কি লাগি এত কাতর, শোক তাপ পরিহর,
উঠ উঠ উর্ধ্বলার হৃদয়-রতন ।
মম ভাগ্যে ছিল যাহা, বিধি ঘটালেন তাহা,
নিবারিতে পারি কি তব অচেতন ॥ ৩৯২ ঐ

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

দেখো রে লক্ষণ তাঁরে, রেখ অতি সযতনে ।
আমার লাগিয়ে যেন, ব্যাকুল না হ'ন মনে ।
হুধিনীর কথা রেখো, নিকটে নিকটে থেকে,
নিতান্ত ব্যাকুল হ'লে, তুষো অন্ত আলাপনে ॥ ৩৯৩ ঐ

[তপোবনে সীতার খেদ ।]

কোথা এ সময় হরি মরি করুণা-নিধান,
হরিগণ এলো হরিতে জানকীর প্রাণ ।

ব্যাঘ্র হরি সিংহ হরি, বিবময় কুজক হরি,
সব ভয়ঙ্কর হেরি, কর হরি পরিত্রাণ ।
হরিময় হেরি হরি, হের কুপাময় হরি,
হরিভয় হয় হরি, কর করুণা প্রদান ॥ ৩৯৪

কালী বাবু ।

[বনমধ্যে সীতাকে দেখিয়া বান্দ্রীকির উক্তি ।]

ধস্তে কার কস্তে, কি লাষণ্যে মরি হায় হায়,
একা কি জস্তে, এ ঘোরারণ্যে,
রাম রাম বলি উঠে পড়ে ধায় ।
ভড়িতজড়িত-গড়িত রূপ,
শশধরাধরে স্মধার কূপ,
আসিয়ে পশিল মৃগশিশু স্রুগু,
তত্র পাত্র মাত্র নেত্র-দেখা যায় ।
ইন্দু ধরে বিন্দু সিন্দুর ডালে,
বেশর কেশব নাসায় দৌলে ;
তাহে কর্ণমূলে, অর্ণ কর্ণকূলে
শোভে, লোভে জ্বলে কাম, মোহ যায় ।
করিকুন্ত যিনি বন্ধ বাখানি,
হরিকঙ্ক হরি কঙ্কখানি,
রামরক্তাতরু যিনি উরু গুরু,
তরুণ অরুণবরণ চরণকিরণ প্রায় ॥
বুকে কর হানে মুখে রাম রাম,
হির নাহি বাঁধে কাঁদে অবিশ্রাম,

জানিলাম রাম জানকীরে বাম,
 বিনা দোষে বনবাস দিলে তার ॥ ৩৯৫

কালী বাবু ।

[বান্দুকির প্রতি সীতা ।]

অবধান কর মহামুনি ।

আমি জনকহৃদিত্তে, ঐরামের বনিত্তে,

আমার নাম সীতে, জনমহুঃখিনী ।

কর্মকথা কই মম কর্মদোষে,

রাম বাম মম প্রতি হ'য়ে রোষে,

বনবাসে দিয়েছে রমুখনি, আমি আমি এ কাননে একাকিনী ।

রামের কামিনী, কানন-গামিনী ;

পাপিনী তাপিনী মম সমান নাই ।

তাহে গর্ভবতী, বনে দিলে পতি,

এমত দুর্গতি কার বল তাই ।

চাহি মরি, না পারি করি ভয়,

গর্ভে প্রভুরমৃত পাছে নষ্ট হয়,

কি কেবলে কেলো'ছে চিন্তামণি ।

আমি না মরি না তরি সংশয় প্রাণী ॥ ৩৯৬ ঐ

[বান্দুকি সীতার প্রতি ।]

সিদ্ধান্তরবী—মধ্যমাংস ।

কেন মা বিরল বদনে ।

শরদ চন্দ্রমা যথা মলিন গ্রহণে ।

বল গো মা রামপ্রিয়ে, সকাতির কি লাগিয়ে,
বিবাহে বিদরে হিয়ে, তব রোদনে ॥

বিরস মুখ-কমল, কমল-নয়নে জল,
বহিতেছে অবিরল, কহ কি তুখে ;—

তোমার সজাপভার, ধরায় ধরে না আর,
তাই কি নিরব ধরা, তব কারণে ? ৩৯৭

হরিমোহন রায় ।

জয়জয়ন্তী—সাঁপভাল ।

ও মা জানকী, বল মা একি ধরাতনয়া পড়ে ধরা ।

সঙ্কট কি হ'লে, কেন পঙ্কজনয়নে ধার ! ॥

কেন বিধি হইল বাম, ভাঙ্গিল তব সুখধাম,
বদনে ধনি অবিরাম, রাম রাম গো রামদারা ।

ও মা বল ব্রহ্মস্বরূপিনী, কি ধন হারা আপনি,
সাপিনী যেন তাপিনী, গো মা শিরোমণি হ'য়ে হারা ।

নিরখিয়ে মা তব মুখ, বিদরিছে আমার বুক,

ভালুতাপে ঘেমেছে মুখ, অহুতাপে তহু জরা ॥ ৩৯৮

দাশবথী বায় ।

ঝিঁঝিট—সাঁপভাল ।

ও গো এস মা রামপ্রিয়ে ভেস না নয়ননীবে ।

থাক্তে হবে কিছু দিন অতি দীন মুনি-মন্দিরে ॥

ভবভাবা-ভাবিনী সীতে তুমি ভাব কি অন্তরে ।

সহজে কি এসেছ আমার সাধ পূরাতে সাধ কবে ?

বেঞ্জে এনেছি পদ নিজসাধনের ডোরে ॥

তোমার বনে দেন শীতাম্বর, সে সব হুঃখ লহরে,
 সস্ত্রীত বিতর, ধস্ত কর মুনিবরে ।
 রাজকুশল রাজবাস ভালবাস গো রাজরানী,
 আমি কোথা পা'ব, দিতে কেবল দিব গো অগভম্বিনী
 চন্দন ফুলসী চরণাশ্রুজোপরে । ৩৯৯ দাশরথী রায় ।

ললিত—আড়াঠেকা ।

[মুনিকঙ্কাদিগের নিকট সীতার উক্তি ।]
 সাথে কি আজ কাঁদি আমি যে হুঃখ আজ আমার মনে,
 কি দিয়ে পালিব শিশু কুখার সময় হুঃখ বিনে ।
 রাজমহিষী রাজার কক্ষে, তাহে আমি এ অরণ্যে ।
 কাঁদে শিশু হুঃখের জন্তে এ হুঃখ কি সয় মা প্রাণে !
 একটা পয়সা নাই সংগ্হা, তা'তে আমার ছুটি বাছা ।
 কি দিয়ে বাঁচাব বাছা, উপায় না দেখি এখনে । ৪০০
 চন্দ্রমোহন শাপলা ।

[সীতাকে বনে দিয়া রামের খেদ-উক্তি ।]

তৈরবী—মধ্যমান ।

সে ধনে কাননে, করিয়ে বিসর্জন ।
 এখন রয়েছে দেহে নির্লজ্জ জীবন ।
 যাও ছুরা করি, দেহ পরিহারি,
 যথা একাকিনী, সে প্রাণ-রতন ।
 বিজন কাননে, বিরসবদনে,
 অভিমানে কত করি'ছে রোদন । ৪০১

হরিশোহন রায় ।

[লক্ষণের প্রতি রাম ।]

সত্য বল না, করো মা ছলনা,
প্রাণের তাই লক্ষণ গুণমণি রে ।

শূন্য রথ লয়ে, আইলে আলয়ে,
কোন বনে রেখে চন্দ্রাননীরে ॥

মৃত মম মতি, পতি হ'য়ে সতী,
বিনা দোষে দিলেম বনবাস ;

না ভাবিলাম ত্রাস, গর্ভ পঞ্চমাস,
হ'লে গর্ভ নাশ ফলে সর্বনাশ ।

ওনিয়া কুজনে জনের বচন, হিতাহিত চিতে না করি স্মৃচন,
তাজিলাম অনেক-নন্দিনীরে ।

তারে নিরীক্ষণ, না করে লক্ষণ,
প্রাণ যায়, না যায় রক্ষণ ;

ইচ্ছা হয় এইক্ষণ গরল ভক্ষণ করি মরি ;

বরং সেই বিলক্ষণ, আর না করিব ও যুধ ঈক্ষণ ;

বিনা দোষে করিলাম উপেক্ষণ,

কাননে দিলাম একাকিনী রে ॥ ৪০২ কালী বাবু ।

[রামের উক্তি ।]

বিতাস—আড়াঠেকা ।

কে আছে অবোধ আর আমারি মতন ।

হেন গুণবতী সতী সীতায় কি দোষে কল্মষ বর্জন ॥

ফুটে না পারি কহিতে, হয় না পারি সহিতে,

অদয় আজি দহিছে (আমার) সীতা-বিরহ-দহনে ।

রজক-বাক্যে ভুলিয়ে, জানকীরে বনে দিয়ে,
এখন কেন ভাই ভাবিয়ে কর্তেছি রোদন ;
হায় আমি কি করিব, কিসে প্রাণ জুড়াইব,
কেমনে বা পাশরিব, দেহে থাকিতে জীবন ॥ ৪০৩

চন্দ্রমোহন শাপলা ।

[বান্দুকির সহিত লবকুশের অযোধ্যা গমন
ও রামের নিকটে রামায়ণ গান ।]

তৈরবী—আড়াঠেকা ।

রাম রত্নপতি, অমৃতের সনে ।
লভিলেন মিথিলায় জানকী-রতনে ॥
পরে রাম জনকের প্রতিজ্ঞা পালনে ।
লক্ষ্মণ সীতার সহ প্রবেশিলা বনে ॥
একাকিনী জানকীরে বিজন কাননে,
পাইয়ে রাবণ, হরি আনিল ভবনে ।
হারাইয়া প্রাণসমা প্রেরয়ী-রতনে,
কৈদে কৈদে রত্নবীর ভ্রমেণ কাননে ॥ ৪০৪

চন্দ্রমোহন বায় ।

তৈরবী—বধামান ।

সীতার বিরহে রাম, কাননে । (কাননে)
ভ্রমিছেন নিরবধি স্নান বধনে ॥
বিনে সীতা শলীমুখী, কিছুতে না হ'ন সুখী,
নিরাধারা শোক-নীর বহে নয়নে ॥
কিবা জলে কিবা স্থলে, নিরন্তর দেহ জলে,
প্রেরয়ী-বিরোগরূপ শোক-দহনে ॥

বারিধি বন্ধন করি, স্রগীষের সনে,

বধিলেন সবংশেতে রাক্ষস রাবণে ।

সীতার পরীক্ষা ল'য়ে জলন্ত দহনে,

রাজা হইলেন আসি অযোধ্যা-ভুবনে ।

পরেতে নিদ্রয় রাম খলের বচনে,

গর্ভবতী জানকীয়ে দিলেন কাননে । ৪০৫

হরিমোহন রায় ।

[লবকুশের রামায়ণ গান ।]

(হার হার বিধি—হর ।)

ধীরি ধীরি বহে মলয় বায়,

ধীরি ধীরি ফুল হুলিছে তায়,

ধীরি ধীরি চাঁদ ভাসিয়ে যায়,

হাসিয়ে হাসিয়ে গগন-গায় ।

ঝুঁকু ঝুঁকু করে চাঁদের হাস,

ভুঁকু ভুঁকু উড়ে ফুলের বাস,

চাঁদের কিরণে কোকিলার সনে

রাম-গুণ-গান কোকিলা গায় ।

ছোট ছোট ফুল কোট কোট মুখে,

গলে গল রাধি খেলা করে স্রুখে ।

রাম লছমন ভাই দুই জন

গলা ধরাধরি করিয়ে যার ;—

আকাশের চাঁদ সরসে ভাসে,

যেন দুই চাঁদ দুদিকে হাসে,

রাম লছ্মন ডাই ছই জন,
ছই চান চান-হাসি বিলায় ॥ ৪০৬ রাজকুমার ।

[লবকুশের প্রতি রাম ।]

কে শিখালে বীণায়ত্নে রামায়ণ,
তোরা বল রে মূনির নন্দন ।
তোদের বীণার স্বর শুনে, আমার হেমাবিনী পড়ে মনে,
ধৈর্য না মানে প্রাণে, কোথায় ধনুকভাঙ্গা-ধন ।
তোদের বীণার মধুর স্বরে, অলে মীন ভালে চান-বদন হেরে,
বৃত্ত প্রাণ সঞ্চারিল বীণার গান করে শ্রবণ ॥ ৪০৭

অজ্ঞাত ।

[পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া সীতার উক্তি ।]

অরলয়তী—একতালা ।

জননী, বিদীর্ণা হও, তোমাতে প্রবেশ করি ।
কাহার লাগিয়ে আর, এ পাপ জীবন ধরি ॥
ছাখিনীর মুখ চাও, জীচরণে স্থান দাও,
নতুবা এখনি আশ্রি, এ শরীর পরিহারি ॥
বনে বনে অবিরত, যাতনা পেয়েছি কত,
তুমি হ'লে অলঙ্কৃত, যাতনা-লাগরে তরি ॥ ৪০৮

হরিশোভন রায় ।

কৈয়বী—আড়াঠেকা ।

কোথা যা ধরিত্রে দেবী দ্বিধা হও মা ত্বর করে ।
সকল কষ্ট পরিহারি, আজ তবে গর্ভে প্রবেশ করে ॥

আমি মা বড় হুঃখিনী, পাবাণ চেয়ে পাবাণী,
নতুবা এ মহাপ্রাণী, আছে কেন শরীরে । ৪০৯

অজ্ঞাত ।

রাম লক্ষণ প্রভৃতির সহিত লবকুশের যুদ্ধ
বিবয়ক সঙ্গীত ।

[শত্রুদের প্রতি লবকুশ ।]

শত্রুগণ গর্ক করো না, ধর্ক হইবে নিশ্চয় ।
তুমি আমাদের না চিন আগে কর রণ,
এখনি পা'বে পরে পরিচয় ।
আমরা বেঁধেছি তোমারি বিজ্ঞ রামের যজ্ঞ-হয় ।
কেমন ধনুঃশর ধর, যদি থাকে সাধ্য,
তবে কর যুদ্ধ, গালবাদ্য বুধা কর ।
ও হে তুমি সেই রামের ভাই, কর বড় বড়াই,
আমরা কি রাখি তোমার রামের ভয় ।
অভিপ্রায় বুঝা যায়, শিশু দেখে তুচ্ছ অতিশয় ।
মোরা লবকুশ নাম ধরি, নারে জমরে সমরে,
গণি কি তোমাতে, ভূণ হেন জ্ঞান করি ।
কিন্তু আজিকার সমরে বাঁচ না না মরে,
এখন মেরে পাঠাই যমালয় । ৪১০ কালী বাবু ।

[জীরামের প্রতি লক্ষণ ।]

চিন্তা কি চিন্তামণি রাম,
আমি যা'ব শিশুর সনে করিতে সংগ্রাম ।

তোমার প্রসাদে জীতে, কে মোরে সমরে জিতে,

ইন্দ্রজিতে ইন্দ্র জিতে তারে জিতিলাম ।

অহঙ্কার করি কই, ত্রিভুবন কণি লই,

রণে কন্তু উন নই, তোমার অমুজ হই ;

পঞ্চ বৎসরের বালক মারি আঁধির পলকে,

তুরঙ্গ ল'য়ে কোঁতুকে আসিব জীরাম ॥ ৪১১ কালী বাবু ।

[লক্ষ্মণের প্রতি রাম ।]

লক্ষ্মণ কাজ নাই ভাই রণেতে ।

এক দিন রাবণ বধেছিল প্রাণ, কত করে বাঁচাই তাহাতে,

ও রে আমার সেই ভয় হয় মনেতে,

কেহ শক্তিশেল মারে পাছে বুকতে ।

ভাই শত্রুর বধিয়ে লবণ, মৈল শত্রু-শিশুর হাতে ।

ও রে তুমি নারবে যুকিতে শিশুর সাথে ;

কেমন করে কোন প্রাণে কব যেতে ॥ ৪১২ ঐ

[ভরতের প্রতি রাম ।]

দেখো দেখো ভাই ভরত থেকে সাবধানে,

সঁপিলেম তোমার করে ধরে নেও লক্ষ্মণে ।

শত্রুরের শোকে অরা, হ'য়েছি জীয়েন্তে মরা,

লক্ষ্মণ হইলে হারা হব সারা পবাণে ।

তন ভরত গুণনিধি, তোমায় আমার শপথি,

সুখা হ'লে খেতে দিও সঙ্গে থেকে নিরবধি ।

লক্ষণ মোর নয়নের তারা, তিলেক না যায় পাসরা,
যেন আমি তারাহারা হই না তপোবনে ॥ ৪১৩

কালী বাবু ।

[তপোবন হইতে বিলম্বে আসাতে
লবকুশের ঐতি সীতা ।]

আজি এত বিলম্ব কেনে,
ও রে লবকুশ তোরা গিয়েছিলি কোন গহন বনে ।
মা বোলে আয় রে মায়ের কোলে নিদ্রয় ছেলে,
এতক্ষণ কোথা ছিলে মা ভুলে ;
আমার পয়োধরে পয়ঃ অধরে অবয়ে,
অধরে ধরিয়া থা দুজনে ।
বনে গেলে মনে থাকে না মা বলে,
এত বেলা খেলা করে ছিলে মা কৈলে ;
আমার ধনজন নাই, ও রে লবাই কুশাই,
তোরা হুই ভাই বিনে ভুবনে ।
নির্ভয় কি রবে সর্বদা বনে,
কবে হ'বি তোরা জীবনহারা রণে,
কেবল আছি বনে করে বাসা, ঘুচাবি সে আশা,
মন্দ দশাই সন্দেহ হয় মনে ॥ ৪১৪ ঐ

[বাণের আঘাতে লবকুশের ঐতি রাম ।]

আমার আর মের না রে বাণ
ও রে নিদ্রয় অদ্রয় হুটী মূনির সন্তান ।

সম্বর পাণ্ডব শর, তিলেক দেহ অবসর,
 না সরে আমার শর, শরে শরে সরে প্রাণ ।
 না সরে যাহার শর, তারে কি রে মারে শর,
 ধনুঃশর ল'য়ে শর পূর না শরসঙ্কান ।
 না দেখি আর দোসর, হেন ধনুঃশর ধর তোরা,
 দোহ সমশর-শর শমন সমান ॥ ৪১৫ কালী বাবু ।

[রামকে বুকে পরাজিত করিয়া সীতার প্রতি লবকুশ ।]

জননী বলি গো তোমার গোচর ।
 সপ্তদিন পর্যন্ত মোরা অবিশ্রান্ত
 করিলাম ঈরাম সহ সমর ।
 ও মা ভরত আর শকুন্ত, ধীর বীর লক্ষণ,
 এ তিন তাহার সহোদর ।
 আর কত রথ সৈন্ত, করী হয় অগণ্য,
 সসৈন্তে মেয়ে এলেম রঘুবর ।
 ও মা ঈরাম নাম যার, তার অঙ্গের অলঙ্কার,
 এনেছি কত মনোহর ;
 দেখ কিরীট কুণ্ডল আর, মাতঙ্গ-মণিহার,
 আর এনেছি তার ধনুঃশর ।
 ওমা কপি এক চমৎকার, এক রাক্ষস আর,
 এক ভল্লুক ভয়ঙ্কর ;
 তাদের বন্ধন করিয়ে, এনেছি ধরিয়ে,
 না মরে সমরে তিন অমর ॥ ৪১৬ ঐ

[লবকুশের প্রতি সীতা ।]

(ও রে) কি শুনালি লবকুশ তোরা মোরে অকস্মাৎ,
জ্ঞান হেন যেন হলো বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ।
এই লেগে কি এত দুঃখে, তোদের ধরেছিলেম কক্ষে,
অনাখিনী করে মাকে, মেরে এলি রঘুনাথ ॥
গর্ভে এসে পঞ্চমাসে, দিলে আমার বনবাসে,
বাকি বুঝি ছিল শেষে বধিবারে খুল্লতাত ।
হেন দুই কাল উদরে, ধরেছিলেম তোদের কি রে,
তনয় তাতেরে মারে, কে করে হেন আঘাত ॥ ৪১৭

কালী বাবু ।

[রামের প্রতি সীতা ।]

ধর হে নাথ ধর ধর তোমার বংশধর কোলে লও ।
আমায় বিমুখ হ'লে হ'লে, পুত্রে বিমুখ কেন হও ॥
দেখ হে নাথ নয়ন মেলে, সোণার কমল হুটী ছেলে
অকূল পাথারে পড়ে ভাসতেছে ।
এত সাধের কুশিলব, কারে দিব এ বৈভব ?
তোমারি ধন তোমায় দিলেম তুমি এখন বুকে লয় ॥ ৪১৮

চন্দ্রমোহন শাপলা ।

অভিমন্যু বধ ।

[জ্ঞোণের উক্তি ।]

বুলতান—কাওয়ালী ।

ছি ছি ধর্মরাজ একি কায করিলে,
জীবনভয়ে স্বধর্ম পাশরিলে,

যদি এত ভয় যুদ্ধ দানে, তবে কেন যুদ্ধহানে আসিলে ;
 করে ধরি শরাসন, অসংখ্য রিপুগণ হাসা'লে ;
 ক্ষত্রকূলে কলঙ্ক রাখিলে ।
 মম প্রেতিজ্ঞা শুন হে রাজন, তোমা'রে করিব বন্ধন যুদ্ধস্থলে,
 অদ্য নাহি রক্ষে, অয়ং ধর্ম তব পক্ষে আসিলে ;
 বাঁধিব তোমা'রে বাহুবলে ॥ ৪১৯ ৷ হরিনাথ মজুমদার ।

[পাণ্ডব সেনার প্রতি সৈন্তাধ্যক্ষের উক্তি ।]

যুলতান—একতালা ।

রণে ভঙ্গ দিও না পাণ্ডব-সেনাগণ ।
 কর রে স্মরণ ক্ষত্রিয়-সন্তানগণ,
 দেহে থাকিতে জীবন, প্রেতিজ্ঞা না করিব পলায়ন ।
 (ও রে) কুরুসেনাপতি দ্রোণ, সমরে আসি'ছে যেন
 সাক্ষাৎ শমন ; ব্যাকুল হ'ও না কেহ,
 সাবধানে নিজ দেহ কর রক্ষণ ; করেছে করি ধারণ শরাসন
 (ও রে) কি ভয় আছে মরণে, মরিব মারিব রণে,
 এইতো পণ ; রিপুগণ করে যদি সম্মুখ সমরে হয় মরণ,
 দিব্য রথে স্বর্গে করিব গমন ॥ ৪২০ ৷ ঐ

[ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠির]

ধাওয়ান—তেতালা ।

কি হবে কি হবে ভীম, স্তম্ভ্রণা বল বল ।
 এ অতি কঠিন ব্যূহ, কে ভেদিবে মো'রে বল ॥

দ্বারে আছে সিদ্ধান্ত, মহারথী জয়জ্ঞপ্ত,
কেমনে পাইব পথ, সকলি হ'ল বিফল ।
সহ কৃষ্ণ কন্তনী, যথা সৈন্য নারায়ণী,
গমন ক'রেছেন আনি (তবে) কে রক্ষিবে সৈন্যদল ॥ ৪২১

অজ্ঞাত ।

[মাতা শ্রুতজ্ঞা প্রতি অভিমত্য় ।]

তৈরথী—আড়খেমটা ।

দাও গো জননী বিদায় হইয়ে সদয় ।
সংগ্রামে ঘাইব আমি, আর বিলম্ব নাহি নয় ॥
মন হলো অতি চঞ্চল, বিলম্বে আর নাইকো ফল,
না কর ছল,—
সদয় হ'য়ে দেহ বিদায় করি গিয়ে রণজয় ।
কর সবে আশীর্বাদ, পূবে যেন মনসাধ,
নিও না গো অপরাধ, হয় যেন রণে অভয় ॥ ৪২২

অজ্ঞাত ।

[জয়জ্ঞপ্তের উক্তি ।]

বাঁধাজ—কাওয়ালী ।

পালা অভিমত্য় রণে দিয়ে ভঙ্গ ।
ও রে কুমার স্রচার মুখ-চন্দ্রমা তোমার,
নবীন বয়সে রণে কে পাঠা'লে তোমার,
অনলে পশিতে এলি হইয়ে পতঙ্গ ।
কুরুসৈন্য সামান্য জলধি নয়,
লজ্বিতে এ জলধি তোর পিতা পার্থ করে ভয়,

লক্ষিতে উপদেশ কে দিল হইরে নিদ্রয়,
অতঙ্কে মরিবি দেখে সমরতরঙ্গ ॥ ৪২৩

হরিনাথ মজুমদার ।

[অভিমুখ্যার উত্তর ।]

খাষাঙ্গ—কাওয়ালী ।

করি প্রণিপাত শুন পিসা মহাশয় ।
বলি তোমায় করিতে পরীক্ষা আমায়,
শরাসন করে ধরি ত্রাণ কুরু সমুদয়,
পা'বে মম বাহুবলের পরিচয় ।
তব পক্ষে অকূল জলধি হয়,
পাণ্ডবের পক্ষে কুরু গোম্পদের তুল্য হয়,
পাণ্ডব বারণ, কুরুগণ কদলীনিচয়,
শিবাগণ দেখে কোথা সিংহশিশু করে ভয় ॥ ৪২৪ ॥

[স্মৃতদ্রাব প্রীতি অভিমুখ্য ।]

ললিত—মধ্যমান ।

জননি ! জন্মেব মতন ঘাই, বিদায় দাও ত্রীচবণে ।
ল'য়ে সপ্তরথী কুরুপতি, বাদ সাধিল এ জীবনে ।
মম প্রীতি যত করিতে গো স্নেহ,
বিফলেতে আজ সব গেল সেহ,
এ সময়ে এসে একবার দেখা দেহ,
মা মা বলে ডাকি আমি এই বদনে ।
এখন মম সদা নয়নের জলে,
বন্ধ ভেসে যায় যেন স্রোতজলে,

আমার অন্তিম কালে, কে করে গো কোলে,
মনদুঃখ মম রহিল মনে ॥ ৪২৫ অজ্ঞাত ।

[অভিমত্যা-শোকে সহদেব ।]

ভৈরবী—সখামান ।

ও রে জীবন ধন, কেন ধরায় করিয়ে শয়ন ।
উঠ বে বাপ যাহুমণি, হেরি তোমার চাঁদবদন ॥
তুই রে বংশের ভূষণ, অর্জুনের প্রাণধন,
সুভদ্রার হৃদয় রতন, উত্তরা-শিরোভূষণ ।
হেরে তোর মুখশশী, আঁধিনীবে সদা ভাসি,
কেমনে কব প্রকাশি, তোমা ধন বিসর্জন ॥ ৪২৬
অজ্ঞাত ।

[অভিমত্যা-শোকে সুভদ্রা ।]

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

সখি কৈ লো আমার অভিমত্যা নয়নভারা ধন ।
জীবন্ত হ'য়ে আছি দেখে জুড়াই চাঁদবদন ॥
না হেরে তাব বদনশশী, আঁধিনীবে সদা ভাসি,
সে যে আমার জীবনের শশী,—
সে ধনে বঞ্চিত হ'য়ে জীবন রহে কতক্ষণ ॥ ৪২৭
কুমারী কামিনী সেন ।

[গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি উত্তরাব উক্তি ।]

ললিত—আড়া ।

জয়মুনিবাসী কুমার বল রে তোর এ কি ব্যবহাব,
এখনো গর্ভে আছ শুনি পিতৃহত্যা-সমাচার ?

পূর্ণ কর মায়ের ইষ্ট, ঘরা করি হও ভূমিষ্ট,
 পিতৃ-বৈরি করি নষ্ট, তর্পণ কর সাক্ষাতে আমার ।
 ও রে সজ্ঞান বলি তোরে, তুই না থাকলে পাপ উদরে
 প্রাণপতির চিত্তানল'পরে, প্রাণ দিতাম এবার ।
 নাহি পারি জীবন দিতে, না পারি জীবন ধরিতে,
 উভয় সঙ্কট, যদি কাটে শাঁখের করাতে'র ধার ॥ ৪২৮
 হরিনাথ মজুমদার ।

ভয়রো—একতাল ।

পণ করি পার্থ চলে রণস্থলে জয়জ্ঞপ্ত বধের তরে ।
 ক্রোধে গাণ্ডীব করিল করে, ও রে নর কিবা ছার,
 ওনি হৃৎকর অমর সভয়ে মরে ।
 কদলীর বন দলিতে বারণ চলিল, বারণ কে করে,
 হ'য়ে ভীষণ মুরতি, কুরুসেনাপতি, স্থিতি না করে সমরে,
 পার্থ অঙ্গসর হেরি, শোক পরিহরি ।
 জয়ঢাক তুরী মধুর বাঁশরি,
 নানা যন্ত্র ধরি, রণবাদ্য করি,
 আবার রণবাদ্য করে, ও রে চতুরঙ্গ দল,
 হইয়ে প্রবল, সবলে চলে সমরে ।
 মিশাইয়ে তান লয়, বলে ধর্ম্মেরি জয়,
 সবে মিলি উঠেঃসরে ॥ ৪২৯
 হরিনাথ মজুমদার ।

[অভিমহ্য-শোকে উত্তরা]

পাহাড়ী—আড়া ।

ও রে নিদারুণ বিধি এই কি করিলি রে,
নয়নের মণি আমার অকালে হরিলি রে,
যত আশা ছিল মনে, ফুরাইল এত দিনে,
জীবনের সুখতারা আঁধারে ঢাকিলি রে ।
অকারণে পাপ-রণে বধিলি হুঃখিনী-ধনে,
হাতে ধরে হুঃখিনীরে সাগরে ভাসালি রে ।
কোথা পিতা ধনজয়, কোথা কৃষ্ণ নিরদয়,
অভাগিনীর প্রতি বুঝি বিবুধ সকলি রে ॥ ৪৩০

আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

পার্ব-পরাজয় ।

[অর্জুনের পুত্র বক্রবাহনের উক্তি ।]

জয়িয়া সারঙ্গ—ভেওরা ।

আজি পাণ্ডব-যশোরব, যত গুণ গৌরব, সব যা'বে !
গুণময় গাণ্ডীব, আজি নিগুণ করিব, দেখিবে সবে !

অক্ষর ভূণ নিশ্চয় শূন্যময় হবে ;

চক্রাকারে কপিক্ষয় ঘুরিবে ।

মহাবীর ভীমসেনে শোয়াব ধরাধনে ;

মহা মহা রথী অগণ্য, যতেক সৈন্ত,

চুন্নিয়ে ধরা যবে লুটিবে,

পুত্র বলি তবে চিনিবে । ৪৩১ মনোমোহন বন্দ্য ।

[মদনের প্রতি অর্জুনের উক্তি ।]

বাহার বাগে—মধ্যম ।

কি ক'ব মাধব-সুত মাধব-গুণ কাহিনী !
 বিপদে সম্পদে সখা সেই কৃষ্ণ গুণমণি !
 খাওব যাদব জয়, কালকের কুলজয়,
 পাওব হাতে কি হয়, সব-মূল চক্রপাণি !
 (ও হে) পঞ্চালে কিবা বিরাটে, দুর্কীসা ঘোর সঙ্কটে,
 অরণ্যে কি রাজপাটে, সহায় তিনি—
 দাসের জয় মাঝে, বীকা সাজে,
 বিরাজ করেন আপনি ! ৪৩২ মনোমোহন বসু ।

[বক্রবাহনের বীরস্ব দেবীরা অর্জুনের উক্তি ।]

পরজ—রাগতাল ।

কি দেহ-জ্যোতি, ভূতলে দিনপতি,
 গতি যুগপতি, অতি মস্ত বারন ।
 লাবণ্য অব কিশোর, অঘট সুখ কঠোর,
 কি চকল নীলোৎপল কুঙ্গল নয়ন !
 দোলে প্রবণে বীর-কুণ্ডল ধরন ত্রিধূল,
 ওষ্ঠাধরে ধরে কিবা রাগ রজন !
 বিশাল ললাট-পাট, বিশাল জ্বর-ঠাট,
 সুকোমল সমুজ্জল সুন্দর গঠন !
 লভ্য সুধীর সভামণ্ডলে, পাবক সম ক্রোধ কালে,
 ঐর্ষ্যে ধরা পৌর্ষ্যে সুরপতি সমান ।

অনায়াসে ভুবন জয়, পারে হেন জ্ঞান হয় ।

তেজে ভীষ্ম, এ অবস্ফ মম প্রাণধন ! ৪৩৩

মনোমোহন বসু ।

[বুঝকেতুর পতনে অর্জুনের উক্তি ।]

আলোয়া—একতালা ।

কি হ'লো কি হ'লো মরি, এ কি হে নয়নে হেরি ;

কি ল'য়ে কোন মুখে কিরে, যাব রে হস্তিনাপুরী ?

ঐ দেখ হে মীনকেতু, এক মাত্র বংশসেতু,

ছিল প্রাণের বুঝকেতু, নাশিল হ্রস্ব অরি !

যাত্রাকালে মা আমারে, সঁপে দিয়েছেন কুমারে,

কি বলে বুঝ'ব তাঁরে, বিফল আর এ জীবন ধরি ! ৪৩৪

ঐ

[বক্রবাহনের সহিত যুদ্ধে অর্জুনের পতনে কৃষ্ণীর উক্তি ।]

ভরসা—কাওয়ালী ।

হৃথ-নীরে আরো কি ডুবায়ে বিধি !

হৃথ নিরবধি, নীরে নিরবধি, হৃথিনী তো ভাসে জন্মাবধি,

যন্ত্রণার নাহি অবধি !

অভাগিনীর স্মৃথ-সাধ সদা বিসম্বাদী,

যৌবনে পতি-ধনে হ'লে প্রতিবাদী,

(পালটা)

যৌবনে হারায়ে পতি, বনে বসি কাঁদি !

পঞ্চদেবের বরে পঞ্চ অঞ্চলের নিধি,

ভাবিতে তাঁদের হৃথ বিদীর্ণ হয় জ্বদি ।

(পাল্টা)

মনে হ'লে তাদের কষ্ট বিদীর্ণ হয় যদি ।
 সদয় হ'য়ে সম্পদের মুখ দেখাইলে যদি,
 অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত এই কি তোমার বিধি ?

(পাল্টা)

হৃদয়নিধি হরে নিলে এই কি তোমার বিধি ? ৪৩৫

মনোমোহন বসু ।

[অর্জুনের পতনে স্রুভদ্রার আক্ষেপ-উক্তি ।]

তৈরবী—সখামান ।

হায় রে, কি হেরি ধরা'পরি জীঅঙ্গ-লুটায় !
 মলিন-বিধু-প্রায়, প্রভাহীন বদন কেন হায় ?
 ডাকে অধিনী, নাহি শুনি সে স্রুধাবাগী ;—
 বল কি কারণ, হ'লো আ'জ এমন, নাহি সস্তাবণ,
 প্রেম-আলাপন, সে প্রিয়বচন তব প্রমদায় ?
 এ কি অসম্ভব, অঙ্গে নাই স্রুসজ্জা সে সব !
 যে শরাসন জয়ী ত্রিভুবন, কিরীটী কুবণ,
 কুণ্ডল রতন, ভূমে ঐ এখন গড়াগড়ি যায় ॥ ৪৩৬ ঐ

[শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের প্রতি ভারত-মাতার উক্তি ।]

বিভাস—রাঁপতাল ।

কোথা গেলি ও রে পৃথু পৃথিবীর চুড়ামণি ।
 হ্রদৃষ্ট ভারতের আবরিল দিনমণি ।
 হারা'য়ে পাণ্ডব কুরু ভারত হ'লো মহারণ্য,
 ও রে পৃথু তোর অন্ত পৃথিবীতে ছিল মাস্ত,

যবনদলে তোমা ভিন্ন, ইঙ্গপ্রস্থ রাজধানী
ও রে সমর সিংহ কুই রে খন্ড, রাখিলি ভারত-মাত্ত,
সমরে করি বিচ্ছিন্ন, যবন-বাহিনী ।
তোরা যত বীরবরে, সম্মুখে সংগ্রাম করে,
সবে গেলি রে স্বর্গপুরে, ভারতেরে ডেকে নে রে,
নতুবা ডুবা'য়ে দে রে সাগরে এখনি ॥ ৪৩৭

হরিনাথ মজুমদার ।

[পৃথ্বীরাজের প্রতি সংযুক্তা ।]

পিলু বাহার—৭৭ ।

চল চল প্রাণেশ্বর সমরে করি প্রস্থান ;
একাকী যাইব বলে বধো না হুঃখিনীর প্রাণ ।
একাকী সমরে যাবে, এ দাসী কি পূহে রবে ?
তা হ'লে যে হবে নাথ পৃথ্বীরাজের অপমান ।
দেহ শূল দেহ অসি, সমর-সাগরে ভাসি,
কটাক্ষে নাশিবে দাসী যবনের অভিমান ।
স্বদেশের শত্রু যত, যবনে করিব হত ;
মরিলেও নিতা ধামে তব পদে পাব স্থান ॥ ৪৩৮

আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

[রাজপুত বীরাক্ষণাদিগের উক্তি ।]

অহং—একতালা ।

জল্ জল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা ।
জলুক্ জলুক্ চিতার আগুন, ছুড়া'বে এখনি প্রাণের আলা ॥
শোন্ রে যবন শোন্ রে তোরা, যে জালা জ্বদয়ে জালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার, এর ঐতিফল ভুগিতে হ'বে ॥ ১

ওই যে সবাই পুশিল চিতায়, একে একে একে অনল শিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন, পৃথিবীর কাছে বিদায় লই ।
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ, চিতানলে আজ সঁপিব জীবন,
ওই যবনের শোন কোলাহল, আয় লো চিতায় আয় লো সই ॥ ২

অল্ অল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ, অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ ।
অলুক্ অলুক্ চিতার আগুণ, পশিব চিতায় রাখিতে মান ।
দেখ্ রে যবন দেখ্ রে তোরা, কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি ;
অলন্ত অনলে হইব ছাই, তবু না হইব তোদের দাসী ॥ ৩

আয় আয় বোন ! আয় সখি আয়, অলন্ত অনলে সঁপিবাবে কাষ,
সতীত্ব লুকা'তে অলন্ত চিতায়, অলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ ॥ ৪

দেখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন, দেখ্ রে চন্দ্রমা, দেখ্ রে গগন !
স্বর্গ হ'তে সব দেখ্ দেবগণ, অলদ-অন্ধরে রাখ গো লিখে ।
স্পর্কিত যবন, তোরাও দেখ্ রে, সতীত্ব-রতন করিতে রক্ষণ,
রাজপুত-সতী আজি কে কেমন, সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে ॥ ৫

৪৩৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

[প্রতাপসিংহের প্রতি ।]

হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভাল বাসি ।
ভেব না কঠিন, যদি নাহি তাহে পরকাশি ॥
কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনার,—
অন্তবে অন্তরে অলে জান কি অনলরাশি ?

জান কি তোমার লাগি কত চিন্ত অচুরাগী ।
 জান কি রাখে এ ভ্রম কি ক্ষুণ্ণিগ্ণ আবরিষে ?
 তুমি আপনার নয়, এ কথা কি প্রাণে সয়,
 কি করি বিমুখ বিধি কাঁদি তাই লুকাইয়ে,
 বিষাদে একাকী সদা নয়ন-সলিলে ভাসি ।
 হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি ॥ ৪৪০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।

[কহিয় বীরঙ্গণার প্রতি ।]

আলো—কাওয়ালী ।

এই ধরাতলে, ধস্ত ধস্ত কহিয়-ললনা !
 যবন-প্লাবন-কালে, পড়িয়া জঙ্গাল-জালে
 সহিলে কতই যন্ত্রণা ।
 পরশিলে ছুরাশয়ে, সতীত্ব যাইবে ভয়ে,
 অনলে জীবন ঢালিয়ে ভয় ভাবনা ।
 জালিতে সমরানল, করিতে দেশের কুশল,
 দিলে ভূষণ সকল, হ'য়ে প্রসন্নবদনা ।
 স্বদেশের অচুরাগে, বিরাগে আর মনোরাগে,
 পাঠালে যবনের আগে মৃত্যুতে করি উত্তেজনা ।
 যত দিন রহিবে ক্রিতি, তত দিন রহিবে খ্যাতি,
 তোমরাই প্রকৃত সতী, সাধবী পতিপরায়ণা ॥ ৪৪১

হিন্দুমেল্লা ।

চৈতন্য-লীলা বা নিমাই-সম্বাস ।

[সচীর উক্তি ।]

টোরা তৈরবী—চোভাল ।

কি ভাবে কিসের অভাবে গৌর আমার কোথায় গেল ।
 নবদ্বীপচন্দ্র বিনে, নবদ্বীপ আন্ধার হ'লো ।
 আমি অতি হুঃখিনী রে ! আমার ভাসাইয়ে হুঃখনীরে,
 সে হেন গুণধনিরে কেন বিধি হরে নিলে ।
 গৌরাক্ষ চাঁদের উদ্দেশে, যা'ব আমি কোন্ দেশে,
 কৌশল্যার দশা কি শেষে আমার কপালে ঘটিল ॥ ৪৪২
 কৃষ্ণকমল গোস্বামী ।

[সচীর উক্তি ।]

খট্টৈরবী—একতালা ।

নিমাই কোন্ প্রাণে আমার ছেড়ে হবি সৰ্ব্বত্যাগী,
 উদাসীন বৈরাগী—নিদাক্ষণ কথা শুনে প্রাণ বিদরে ।
 একে বিশ্বরূপের বিরহ-অনলে, চিরদিন আমার
 শোকে অঙ্গ জ্বলে, তোর মুখ চেয়ে আছি হুমণ্ডলে,
 তুই গেলে সন্ন্যাসে, বাঁচব কেমন করে ।
 বধু বিস্মুদ্রিয়া বল কোথা র'বে,
 সোণার সংসার মোর ছার খার হ'বে,
 অনাধিনী মা'রে, পাথারে ভাসা'য়ে,
 যেও না রে বাণ বলি হাতে ধরে ॥ ৪৪৩

জৈলোক্যনাথ সান্ন্যাস ।

[বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের ঠাকুর খিয়েটারে গীত হয় ।]

দেশমিত্র—একতালা ।

কেশব কুরু ককুণা দীনে কুজকাননচারী ।
মাধব মনোমোহন মোহন-মুরলীধারী ॥
হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার,
ব্রজকিশোর কালিয়হর কাতর ভয়ভঞ্জন ;
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা-স্বদিরঞ্জন ।
গোবর্দ্ধনধারণ বন-কুসুম-ভূষণ,
দামোদর কংস-দর্পহারী,
শ্রাম রাস রস-বিহারী,
হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার ॥ ৪৪৪

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

দেশমিত্র—একতালা ।

কার ভাবে গোউর বেশে যুড়ালে হে প্রাণ ।
প্রেমসাগরে উঠলো তুফান, থাকবে না আর কুলমান ।
মন মজা'লে গোউর হে ।
ব্রজমাঝে রাখাল-সাজে চরা'লে গোধন,
ধরলে করে মোহন বাঁশী, মজলো গোপী'র মন ।
ধরে গোবর্দ্ধন, রাখলে বৃন্দাবন,
মানের দায় ধরে গোপী'র পায়, ভেসে গেল চাঁদবয়ান ।
মন মজা'লে গোউর হে ॥ ৪৪৫ ঐ

তৈরবী মিশ্র—একতালা ।

আমি প্রেমের ভিখারী, কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়
কে প্রেমের যাতাল, কে প্রেম ঢেলে দেয়,

যে যত চায় তত পায় ॥

প্রাণে প্রাণে শুনে কথা, তাই তো আমি এলেম হেথা,
আমি দেশে দেশে বেড়াই ভেসে,

ঠেকে গেছি প্রেমের দায় ॥ ৪৪৬

গিরিশঙ্কর ঘোষ ।

ভৈরবী মিশ্র—একতালা ।

প্রাণভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় অগাই মাধাই,

যেরেছ বেশ করেছ, হরিবলে নাচ ভাই ॥

বল রে হরিবোল, প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,

তোল রে তোল হরিনামের রোল ;

পাও নি প্রেমের স্বাদ, ও রে হরি বলে কাঁদ,

হেরবি হৃদয়-চাঁদ,

ও রে প্রেমে তোদের নাম বিলাব,

প্রেমে নিতাই ডাকে ভাই ॥ ৪৪৭ ঐ

সংকীৰ্ত্তন ।

[কাটোয়াতে কেশব ভারতীর কুটীরে চৈতন্তের
সন্ন্যাস গ্রহণকালে]

লোক ।

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে ।

অপরূপ জ্যোতি, গৌরান্দ-মুরতি,

ছনয়নে প্রেমবহে শতধারে,

গৌরমত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু লুটায়ে ধরায়, নয়ন-জলে ভাসে রে ;
কাদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্য ভেদ করি,
সিংহ-রবে রে ;

আবার দস্তে তুণ ল'য়ে কুতাঞ্জলি হয়ে,
দাস্যমুক্তি যাচেন ঘারে ঘারে ।

কিবা মুড়া'য়ে চাঁচর কেশ, ধরে'ছেন যোগীর বেশ,
দেখি ভক্তি-ভাবাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে ;
জীবের হৃৎখে কাতর হ'য়ে এলেন সর্বস্ব ত্যজিয়ে,
প্রেম বিলাতে রে ;

প্রেমদাসের বাঁহা মনে চৈতন্তচরণে,
দাস হ'য়ে সঙ্গে বেড়াই যুরে ॥ ৪৪৮

— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ।

বাঁহা—একতালা ।

ধন্য হে গৌর তোমারে, প্রেমিক ভক্তের শিরোমণি ;

আহা ! কি দেখালে কি নাম শুনা'লে,

দেখে শুনে ছনয়নের বারি ঝরে ।

আপনি মাতিয়ে মাতালে সকলে, হরিনামরসে উন্মত্ত করিলে,

হইলে বৈরাগী, (গৌর হে তুমি) যোগী, সর্বত্যাগী,

বিলাইলে ভক্তি বঙ্গবাসীর ঘরে ।

মরুভূমি হ'ল প্রেমসরোবর, কঠোর হৃদয় ভক্তির আধার,

শিখা'লে বিনয়, (গৌর হে তুমি) ত্যজে অহঙ্কার,

প্রচারিয়ে প্রেম দেশদেশান্তরে ॥ ৪৪৯ ঐ

[গৌরীদেবের রূপ বর্ণন ।]

কিঞ্চিৎ বাষাভ—ঠংরি ।

জয় সচিনন্দন, গৌরগুণাকর,
প্রেম-পরশ-মণি ভাব-রসসাগর ।

কিবা স্মন্দর মুরতি মোহন, আঁখিরঞ্জন কণকবরণ ;
কিবা যুগল-নির্মিত, আঁজাভুলস্থিত,
প্রেম প্রসারিত কোমল যুগল কর ।

কিবা কচির বদন-কমল ; প্রেমরসে ঢল ঢল,
চিকুর কুন্তল, চারু গণ্ডস্থল,
হরিপ্রেমে বিহ্বল অপরূপ মনোহর ।

মহাভাবে মণ্ডিত, হরিরসে রঞ্জিত,
আনন্দে পুলকিত অঙ্গ প্রমত্ত মাতঙ্গ, সোণার গৌরাদ্র,
আবেশে বিভোর অঙ্গ, অমুরাগে গর গর ।
হরি-গুণ-গায়ক, প্রেমরস-নায়ক,
সাধু-অদি-রঞ্জক, আলোক-সামান্ত ;
ভক্তি-সিদ্ধু ত্রিচৈতন্ত ;

আহা ভাই বলি চণ্ডালে, প্রেমভরে ল'ন কোলে,
নাচেন ছবাহ তুলে, হরিবোল হরিবোল বলে ;
অবিরল করে জল নয়নে নিরন্তর ।

কোথা হরি প্রাণধন, ব'লে করে রোদন,
মহা শ্বেদ-কম্পন, হৃদয় গর্জন ;
পুলকে রোমাঞ্চিত, শরীর কদম্বিত,
ধূলার বিলুপ্তিত স্মন্দর কলেবর ।

হরি-লীলারস-নিকেতন, ভক্তিরস প্রস্রবণ ;

দীনজন-বান্ধব, বন্ধের গোঁরব,

ধন্য ধন্য ঐচৈতন্য প্রেম-শশধর ॥ ৪৫০

— ত্রৈলোক্যনাথ সন্ন্যাস ।

কাকি—আড়া ।

নবীন সন্ন্যাসী আসি নদীয়া নগরে ।

কিবা রূপ তেজঃপুঞ্জ, হরে পাপ তাপপুঞ্জ, যে নয়নে হেরে ।

অবনীতে অবতরি, ভবেতে তরিতে তরী,

হরিনামে পরিণামে জীবতে উদ্ধারে ॥

কহিতেছে কালীদাস, করুণা কর প্রকাশ,

মম সম নরাদম কে আছে সংসারে ॥ ৪৫১

কালী মিরজা ।

কাকি—আড়া ।

গোরা সন্ন্যাসী নবীন, অবনীতে উপনীত,

ভক্তের অধীন, গুণের সাগর-ভূল্য রূপেতে প্রবীণ ।

হা রে বিধি হেন নিধি কে পরালে ডোর কপিন,

কিবা শোভা নিত্যানন্দ, ভাবিয়ে সচ্চিদানন্দ,

কালী অতি দীন ॥ ৪৫২ ঐ

[চৈতন্যের সন্ন্যাসে নবদ্বীপবাসীর উক্তি ।]

সিদ্ধ ভৈরবী—মথামান ।

বুঝিব আর কেমনে, হায় কেমনে,

কা'রে কি কর হে বিধি অনন্ত লীলা-গুণে ।

আজি রাধি সিংহাসনে, কালিকে পাঠাও বনে,

সহসা মধুর হাসি পরিণত রোদনে ।

একমাত্র পুত্র মা'র, তাকেও হরিলে তার,
 স্মৃতি হুবতী আয়া জীবনমৃত জীবনে ।
 নবদীপ-সুধানিধি, অকালে হরিলা বিধি,
 স্মৃতিতে বিদরে যদি ধারা বহে নয়নে ॥ ৪৫৩
 —————
 আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

[বিধাতার প্রীতি চৈতন্য ।]

আলোরা ঝিঝিট—একতারা ।

দীনে দয়া কর ভগবান ;
 কর আশীর্বাদ দান, দিয়ে পদতরী,
 হে ভবকাণ্ডারি, কর দাসে পরিজ্ঞান ।
 নিজ কৃত পাপে আছি স্তিরঙ্গণ,
 ধরার হুঃখে পুনঃ কীদে হে পরাণ ;
 আর এ যাতনা সহে না সহে না
 কর হুঃখ অবসান ।
 যে আশা দিয়েছ গৌরাক্ষের প্রাণে,
 উদ্ধারিবে পিতঃ মানব-সন্তানে,
 তোমার প্রেম-রাজ্যে তোমার সেই কার্যে,
 যায় যেন দাসের প্রাণ ।
 গৃহে সচীমাতা জনম হুঃখিনী,
 সতী বিকুপ্তিয়া মণিহারী কণী ;
 ও হে প্রেমসিদ্ধু দিয়ে কৃপাবিন্দু
 কা'রো দৌহে শান্তিদান ॥ ৪৫৪

—
 আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

• [চাঁদ কবি ।]

যুমাশ্ নে যুমাশ্ নে রে আর ।
 দেখে রে কে ল'য়ে গেল প্রতিমা সোণার ॥
 নিশীথে নিদ্রার কোলে, ছিল শুয়ে সব ভুলে,
 পেলি নে দেখিতে চুরি স্বর্ণ-প্রতিমার ।
 দেখে রে নয়ন মেলি দেখে দেখে এক বার ।
 যা'দিগে প্রহরী-বেশে, রেখেছিলি দ্বারদেশে,
 কলহে প্রমত্ত হ'য়ে ছেড়ে দিল দ্বার ;
 দেহ রে হরিল তোর প্রতিমা স্বাধীনতার ।
 ঘাহারে ভকতি ভরে, পূজিতিস সমাদরে,
 হেবিতে সে গৃহলক্ষী পাবি কি রে আর ।
 হায় রে প্রতিমা গেল গৃহ করি অন্ধকার ॥ ৪৫৫

— দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।

[রাজপুত বীর মহারাজা ভীমসিংহের প্রতি
 আলাউদ্দিন বাদসাহের উক্তি ।]

কালংড়া—আড়খেটা ।

কেন বুঝা ভাব রাজা ভীমসিংহ রায় ।
 প্রাণের পদ্মিনী তোমার, আমারে যে চায় ॥
 এখন পদ্মিনী সতী, আমাকে করিবে পতি,
 তোমার কি হ'বে গতি, বুঝা নাহি যায় ।
 নারী কভু নিজ নয়, জেনো রাজা সুনিস্চয়,
 পদ্মিনী তার পরিচয় দিল জানা যায় ॥ ৪৫৬

— রাজা মহিমারঞ্জন রায় ।

[পদ্মিনীর উক্তি ।]

বিভাস—আড়া ।

ও হে মহারাজ আর, যুদ্ধ করা অকারণ ।

অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিয়ে, রাখিব জাতি-কুলমান ॥

তুই আলাউদ্দিন, হইয়াছে জ্ঞানহীন,

পরনারী বলে নেবে করিয়াছে পণ ;

এই দেহে প্রাণ থাকিতে,

সাধ্য কার আছে ছুঁইতে,

নারীধর্ম না যাইতে পদ্মিনী দিবে হে প্রাণ ॥ ৪৫৭

— রাজা মহিমারঞ্জন রায়

[বঙ্গদেশের শেষ ভূপতির প্রতি পণ্ডিতগণের উক্তি ।]

কালংড়া—আড়ধেমটা ।

ছাড় ছাড় রাজ্য-আশা ভূপতি লক্ষণ,

অবশ্য বিজয়ী হবে ত্বরন্ত যবন ।

শাস্ত্রের লিখন ভূপ, হ'বে তা'র অম্লরূপ,

যুধা কেন যুদ্ধ ক'রে হারাবে জীবন ॥

রক্তভূমি বঙ্গদেশ, অত্যাচারে হবে শেষ,

স্বর্থের রবে না লেশ, কেবল পতন ।

ও হে নৃপ লক্ষণ, কর শীঘ্র পলায়ন,

নতুবা যবন-হস্তে হইবে নিধন ॥ ৪৫৮ ঐ

[সিরাজউদ্দৌলার উক্তি ।]

রামকেনী—৭৭ ।

কেন মিরজাকর আজি যুদ্ধে তোমার মন নাই ?

দেখিয়ে তোমার ভাব মনে বড় শঙ্কা পাই ॥

অন্যতর সেনাপতি, মোহনলাল মহামতি,
করি'ছে বিবম যুদ্ধ দেখিবারে পাই ।
শুন ও হে বীরবর, বীরধর্ম রক্ষা কর,
তুমি হ'লে অবিশ্বাসী, হ'ব কারাগার বাসী,
রাজ্য-ধন সব যা'বে, ভেবে মরি তাই ॥ ৪৫৯

— রাজা মহিমারঞ্জন রায় ।

লক্ষ্যো—ঠুংরি ।

কপালে কি আমার, ছিল রে হায়,
মিরণের হাতে আজি প্রাণ যে যায় ।
বেঁধে দিল ফকির বন্ধ-অধীশ্বর,
কি করি নিজ দোষে এবে নিরুপায় ।
পেয়ে রাজ্য-ভার, বহু অত্যাচার,
ক'রেছি ব'লে কেহ হ'লো না সহায় ।
যে মিরজাকর, হ'য়ে যোড়-কর,
থাকিত নিরন্তর আমার সভায় ;
আজ তার সন্তান, বধিছে মম প্রাণ,
অবশ্য এই দণ্ড মোর বিধির ইচ্ছায় ॥ ৪৬০ ঐ

হুরট—রাপতাল ।

বণিক-বেশে, এসে দেশে, শেষে এই ঘটাইল ।
সেনাপতি, রাজমন্ত্রী, সকলেই ভুলাইল ।
লোকের দোষ কেবল, বলে কিবা হবে ফল,
ভাগ্য মম প্রতিকূল, ফলে তাহা দেখাইল ।

যাতনা দেখিবার তরে, বধিয়াছি বহু নরে,
জাতি মান কত জনে, মম লোভে হারাইল ।
বনিকের কি সাধ্য হয়, বঙ্গেশ্বরে করে জয়,
আমারে করিতে ক্ষয়, বিধি বণিক পাঠাইল ॥ ৪৬১

— রাজা মহিমারঞ্জন দাশ ।

[রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে ।]

কিঁকিট ।

কোথা আছ দেখ এসে মহামতি রামমোহন,
তোমার জন্ম-ভূমি ভারত-ভূমি হ'য়েছে কি শ্রুশোভন
যে বৃক্ষ রোপিলে তুমি, ছাইল তাই বঙ্গভূমি,
ফল পুষ্প পত্র তার হইয়াছে অগণন ।
আশা তব ছিল মাত্র, বৃক্শিবে লোক সত্য-তত্ত্ব ;
কিন্তু কিবা পরিবর্ত্ত হ'য়েছে এখন ;
তোমায় যা'রা করিত শ্রীড়ন, তা'দের সন্তানগণ,
কৃতজ্ঞতা-উপহার তোমার করিছে অর্পণ ॥ ৪৬২

— ভোলানাথ চক্রবর্তী ।

কিঁকিট—আড়খেমটা ।

কোথা গেল রামমোহন ও হে ভারত ভূষণ ।
স্মরিতে তোমার গুণ বিবাদে আকুল মন ।
পশ্চবীর শুদ্ধচিত নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত
জ্ঞান-প্রেমে বিভূষিত শ্রুতি ভূমি স্রজন ।
সতী-দাহ নিবারিতে, অবলারে উদ্ধারিতে,
ভারতের দুঃখ নাশিতে ক'রেছিলে প্রাণপণ ।

ঈশ্ব সাধনের আশে, পার হ'লে অনায়াসে,
পদব্রজে হিমগিরি করে অসাধ্য সাধন ।

করিতে ধর্ম প্রচার, গেলে সপ্ত-সিদ্ধ পার,
দেশান্তরে অকাতরে দিলে প্রাণ বিসর্জন ।

এক দিন প্রেমভরে, জগতের ঘরে ঘরে,
করিবে সকলে তব প্রিয়নাম উচ্চারণ ॥ ৪৬৩

— আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

জয়ন্তী—চোতাল ।

ছিল ব্রাহ্ম-ধর্মে তমোময় ভারত-ভুবন ।

যেমন অন্তাচলে রবি গেলে নিশির আগমন ॥

হেরে দেশের দুর্গতি রামমোহন মহামতি,

মোচন করিতে তাহা করিলেন প্রাণপণ ।

নরক-জাতি-পিতা-মাতা পুজিয়ে সকল জাতি,

করিতে উপায় তার ভাবিলেন মহাস্বপ্ন ।

হ'লো ব্রাহ্ম-ধর্মোদয় পবিত্র অমৃতময়,

খুলিল মহীমণ্ডলে আনন্দের প্রস্রবণ ।

ধন্য মহাভাগ তুমি ! ধন্য হে ভারতভূমি,

শুভকণ্ঠে প্রসবিলে পুরুষ-রতন ॥ ৪৬৪

— ভোলানাথ চক্রবর্তী ।

[ভারত মাতার উক্তি ।]

সিদ্ধ খাওয়া—খাওয়াল ।

হায় কি শুনিলাম আমি,

শুনে বুক কেটে যায় ।

প্রাণের রামমোহন ছেঁড়ে গিয়েছে আমার ॥

ও ওরে বাপ্‌ রামমোহন,
 তোর শোক নিবারণ,
 কি রূপে হ'বে এখন, দেখি না কোন উপায় ।
 বিধেখর কৃপা করে,
 বহু শত বর্ষ পরে,
 তোর তুল্য সন্তানে
 দিয়েছিলেন দুঃখিনীয়ে, ওরে বাছা রে ।
 কিন্তু ভাগ্যদোষে যত্ন,
 অকালে হরিল তোমায় ॥
 সকল ভ্রাতার তরে, জননীয়ে ত্যাগ করে,
 গিয়েছিলি দেশান্তরে,
 নানা ক্লেশ সহ করে,
 ও রে বাছা রে ! বিদেশে হারালি প্রাণ,
 কেবল পরের মায়ায় ॥ ৪৬৫

— রাজা মহিমারঞ্জন রায় ।

[ভাষ্যমহল দর্শনে ।]

(কত কাল পরে—হর ।)

লক্ষ্মী—মুংরি ।

বল, বল, গৃহরাজ তুনি,
 সেই ভারত কৃত পুরাণ কথা হে ।
 যা'র সুখ সম্পদে, এ তত্ব-শোভা তব ।
 সে জন শোভন গেল অজি কোথায় হে ॥
 কোথায় সে গৌরব, যবনাধিরাজের ।
 লুপ্তিতো ভারত বেই, পাদ-ধুলায় হে ॥

কাঁপিত ভয়ে যথা, সদা ভূপতিগণ ।
 মথিছে চরণে দেখ, দীন তথায় হে ॥
 চূড়িতো যুখে যার, স্মৃথ সম্পদ সদা ।
 কেনে সেই ভোগস্বথ, পাষাণে গাঁথা হে ॥
 গাঁথে কি সবে শেষ, ধনে রতনে এই ।
 হায় যদি এই ! কেনে, ঝড়ো বৃথা হে ।
 যা'ব নিশ্চয় যদি, কি এত সমারোহে ।
 প্রভেদ না রহে ধনী, দীন তথায় হে ॥
 গেছে সকলি তার, মিটি আকাশে অই ।
 ভুমি চিহ্ন রবে আর, কদিন হেথা হে ॥ ৪৬৬

গোবিন্দচন্দ্র রায়

[১৮৫৭ সালে কাণপুর-হত্যাকাণ্ড বিষয়ে ৭]

খিষ্টি খাওয়া—কাওয়ালী ।

কাণপুর হ'য়েছে যমপুর আজ দেখতে পাই ।
 বাল বুঝা নর নারী, সব খ্রীষ্টান ভূতলশায়ী ॥

মাতার সম্মুখে স্মৃতে,
 থণ্ড করে খড়্গাঘাতে,
 কি রূপে এই ঘোর পাপে

জৈ হইবে সিপাই ।
 তৈমুর নীরো নাদির,
 মির্জার বলে ছিল স্থির,
 এখন নানাসাহেব হ'লো তাদের
 সঙ্গে চিরস্থায়ী ।

ছই নানাসাহেব তুমি,

কলঙ্কিত ভারততুমি,

করিলে শিশুর রক্তে,

কছু তোমার রক্ষা নাই ॥ ৪৬৭

— রাজা মহিমারঞ্জন বা

[১৮৫৭ সালে দিল্লী পুনরধিকারকালে ।]

পরজ বাহার—কাওয়ারানী ।

চল বুটনের যত স্মৃতগণ !

রণে বীরত্বের আজ প্রয়োজন ।

বুটিশেরা প্রাণভর রণকালে করে না ।

দে'খো সেই নাম ধ্বংস যেন আজ হয় না ।

জয় বা মরণ সবে আনন্দেতে কর আলিঙ্গন ।

আজিকার রণে পুনঃ দিল্লী অধিকার ।

করিয়ে দেখা'ব সবে কত চমৎকার ।

তাই হে উৎসাহে সবে শীঘ্র যেতে বলে নিকল্‌সন ॥ ৪৬৮

[মল্লোদরীর উক্তি ।]

আলোয়া—একতারা ।

নাথ ! বাম কি বস্তু সাধারণ ?

ভূভার হরিতে অবনীতে অবতীর্ণ সে ভবতারণ ।

ছি ছি তার সনে কি রণ সাজে, রণসাজ অকারণ ।

যে রামপদ পুজেন ব্রহ্মা তুলসীতে,

আনলে তার সীতে বংশ বিনাশিতে,

কাটিলে শ্বখের তরু স্বীয় কর্শাসিতে না গুনে কারো ৭১১

এক নার নন্দন মুখে, দেখলে না নাথ চিতে,
তোমারে কুপিতে, জীরাম জগতপিতে,
জগৎমাতা সীতে তোমারে কুপিতে,
(তাইতে) কপিতে করে মানহরণ ॥ ৪৬৯

দাশরথী রায় ।

[রাম বনবাস-গমন কালে ।]

অহং সিদ্ধ—৪৭ ।

সঙ্গী কর রঘুবর ত্যজ না রাম নিজ দাসে ।
এই যে বল ভালবাসি একাকী যাও বনবাসে ।
পীত বসন পরিহরি, বাকল পরিলে হরি,
মরি মরি কাজ কি আমায় এ ছার আবরণ বাসে ।
রবির কিরণে মুখ, ঘামিলে পাইবে ছুখ,
ছত্রধারী হবে কে এসে ।
ক্ষুধাতে হ'লে আকুল, কে যোগা'বে ফলমূল,
এ দাসে হও অকুল, রবে হে হরি হরিষে ॥ ৪৭০ ঐ

[রামের প্রতি মন্দোদরীর উক্তি ।]

মালশ্রী—একতালা ।

দীননাথ, এ কি বজ্রাঘাত, কেন আমাকে অনাথ করিলে ।
সুখ সম্পদ বিভব, দেবের ছলভ, দিয়া হে জানকীবল্লভ,
আমার প্রাণের বল্লভে কেন বা হরিলে ।
করিতেন জানি লঙ্কার রাজন,
তোমার সাধন, তোমারি ভজন,

তোমারি প্রসাদ পেয়ে লঙ্কান-নাগর,

এবে বিসর্জন আপনি দিলে ।

বলে মহাবলী ছিলেন দেবর,

পেয়েছিলেন তব আশীর্বাদে বর,

এখন ধুলায় ধূসর তাঁর কলেবর,

কেন নিদ্রাভঙ্গ অকালে করিলে ।

যুচাইলে নারীর আয়া অলঙ্কার,

মুহূর্ত্তে ক্রীড়ষ্ট হইল লঙ্কার,

স্বর্ণ লঙ্কাপুরী দিনে অন্ধকার,

দাসীর প্রীতি কেন হেন বিচারিলে ।

নতুবা ত্যজিব চরণে জীবন ।

কহে রমাপতি রাজীবলোচন,

রাবণেরে আজি ছলে উদ্ধারিলে ॥ ৪৭১

রমাপতি রা

[লক্ষ্মণ-শক্তিশেলে রামের উক্তি ।]

(এত দিনের পরে লক্ষ্মণে হারালেম—স্বর ।)

(ও রে) অবিলম্বে কর তোরা চিতা সজ্জার আয়োজন ।

এমন দিন কি আর হ'বে যাব লক্ষ্মণের সহমরণ ॥

আমি প্রাণের ভাই করিয়ে কোলে, প্রবেশিব চিতানে

(ও তার) অঙ্গে অঙ্গ আচ্ছাদিয়ে করব ভাইর তাপ নিবা

আমার এই কপালে ধার্য লক্ষ্মণ করব অগ্নিকাষ্য,

একি সহ রে—(আমি) এখনও অযোগ্য প্রাণ দিব,

রাখব না কখন ॥ ৪৭২ অঙ্গাত ।

রাম বনবাস ।

[জটায়ুর প্রতি সীতা ।]

ও হে পক্ষীরাজ রাখ বাক্য আজ হৃষিনী সীতার ।
দেখা হ'লে রামসনে, বলো তাঁর ঐ আচরণে,
ল'য়ে যাব লঙ্কাধামে হুঁষ্ট লঙ্কেশ্বর ।
জিজ্ঞাসিলে প্রাণপতি, বলো তাঁরে শীঘ্রগতি,
হুঁষ্ট দমন করে শীঘ্র করিতে উদ্ধার ॥ ৪৭৩ অজ্ঞাত ।

[সীতার প্রতি ।]

(বিদায় দাও রামধনে—হর ।)

এস গো বস গো সীতে, এস গো জনকনন্দিনী ।
তব অঙ্গে স্থান রেখেছেন মম পতি বাগ্নীকৃষ্ণ মুনি ॥
রামায়ণ হয় রাম না হ'তে,
যাট হাজার বৎসর অক্রেতে,
এসেছ তাই পূর্ণ কর্ত্তে ও গো পূর্ণব্রহ্ম-নারায়ণী ॥ ৪৭৪
অজ্ঞাত ।

[রাবের প্রতি লবকুশ ।]

(কি তিন্মা আজ দিব হে—হর ।)

পরিচয় কি দিব হে ভোমারে (ও হে ও রঘুবর) ।
আমরা হুঁষ্ট ভাই, অরণ্যে বেড়াই,
মা বিনে আর কেহ নাই এ ত্রিসংসারে ।
পিতার নাম কছু শ্রবণে না শুনি,
মায়ের নাম জানকী, জনকনন্দিনী ;
তিনি জনম-হৃষিনী ।

মায়ের সদত নিরখি, যারে ছুটি আখি,
 কেবল রামনামের ধনি সদায় অধরে ।
 স্বামাভাবে করি যনে অবস্থান,
 বস্ত্র বিনে করি বাকল পরিধান,
 করি কর-পায়ে বারি পান ;
 হৃৎক বলব কি হে আর, বনকল আহার,
 শয্যা বিনে শয়ন যুক্তিকা-উপরে ॥ ৪৭৫ অজ্ঞাত ।

[লক্ষণ-শক্তিশেলে রামের উক্তি ।]

(ও রে) এত দিনের পর লক্ষণ হারা'লেম ।
 আমি অকিঞ্চিৎকর ভার্য্যার তরে সক্তি ধন ধোরা'লেম ।
 বিধির কোপে গেলাম বনে, কৈকেয়ী মাকে অকারণে,
 চিরদিনের কলঙ্কিনী করিলেম ;
 (আমার) রাজ্য গেল, ভার্য্যা গেল,
 তাও প্রাণে সহ হ'লো ;
 (ও রে) প্রাণাধিক তাই লক্ষণ ম'ল, আমি বেঁচে রহিলেম ।
 সোণার পুতুলি তাই, জীবনের তুল্য নাই,
 সে তাই যোর ধূলমাকে র'রেছে ;
 (ও হে) আমার যদি থাকে কেহ,
 (প্রাণের) লক্ষণকে বাঁচা'য়ে দেহ ।
 (আমি) নতুবা ত্যজিব দেহ,
 এই প্রতিজ্ঞা করিলাম ॥ ৪৭৬ অজ্ঞাত ।

[লবকুশের বৃদ্ধে লক্ষণের পতনে
রামের উক্তি ।]

উঠ রে প্রাণাধিক ভাই লক্ষণ ।

(ও রে) শুনে তোমার জীবনান্ত মম যদি হয় দাহন ।
জিতে ইন্দ্রজিতের সনে, (ওহে ভাই) প্রাণ ত্যজিলে শিশুর রণে,
আমি লাভের তরে মৃদুপার করে,
সঞ্চিত ধন হারাই এখন ।
যখন মা বলবেন আমাকে,
কোথায় লক্ষণ নেও আমাকে,
(তখন) কি দিয়ে মার প্রাণ ছুড়াব,
কে আছে এমন ধন ? ৪৭৭ অজ্ঞাত ।

[লবকুশের প্রতি সীতার উক্তি ।]

(ও রে) কুসন্তান কি কথা শুনা'লি ।

তোরা বজ্রসম বাক্যবাণে মায়ের প্রাণ বধিলি ।
ও রে নির্ভর অনিবার্য, এ কি রে তোর পুত্রের কার্য,
সোণার রাজ্য ছারখার করিলি ।
কোন বনে প্রাণেশ্বরে, ব'ধে এলি তীক্ষ্ণ শরে,
এ অভাগীরে একেবারে অবসান করিলি ।
সকল সম্পদ হারাইয়ে, ছিলেম রে এয়োষ্য নিয়ে,
তোরা হু'ভাই শত্রু হ'য়ে তাও কি বুচালি ॥ ৪৭৮
অজ্ঞাত ।

[লক্ষণের উক্তি ।]

(পরিচয় কি দিব যে—হয় ।)

যা'ব না আর অযোধ্যা-ভুবনে, (ও রে স্নুমন্ত্র) ।
 রাজ্যের কার্য্য নাই, কিরে বনে যাই ;
 আমি রাম সীতার নাম না শুনি যেখানে ।
 আমার মরণ ভাল ন'হে, বেঁচে এই লাভ হ'লো,
 উদ্ধারিয়ে নীকে (পুন) রেখে এলেম বনে ॥ ৪৭৯
অজ্ঞাত ।

[কৌশল্যার উক্তি ।]

ও হে প্রাণপতি, করি এই মিনতি,
 জীবন-রামকে বনে দিও না ।
 জীবন-রামকে বনে দিলে, জীবনে জীবন রবে না ।
 রামকে নিয়ে দেশান্তরে খাওয়ারইব ভিক্ষা করে,
 যাব অযোধ্যা ছেড়ে ;
 ভরতকে রাজ্য দিয়ে পুরাও মনের বাসনা ॥ ৪৮০ ঐ

[হনুধের উক্তি ।]

(ধর হে নাথ ধর ধর—হয় ।)

বলব কি হে কমলাক্ষ বলভে বক বিদীর্ণ হয়,
 রাজমহিষী দোষী বলে দোষী লোকে কত না কর ।
 ঐরামচন্দ্র অগতপতি, অগভলক্ষ্মী সীতা সতী,
 হরে নিল লক্ষাপতি ছরাশয় ।

সীতা নিয়ে রাখে অশোকবনে, অসতী কর অসৎ জনে,
সে ছুঁখ কি সহ্যে প্রাণে, প্রাণান্ত হ'লে ছুঁখ যায় ।
যিনি হ'ন অগতের মাতা, তাঁর বিরুদ্ধে এ সব কথা,
প্রাণদণ্ডে বুঢ়াও ব্যথা, করে ছুঁট দমন তোমাকে কই ॥ ৪৮১

অজ্ঞাত ।

[মৃত্যুকালে রাবণ রামের প্রতি ।]

সাথে কি হ'রেছি সীতে ।
ও রাম সাথে কি হ'রেছি সীতে হে ।
ঘরে আনি সীতে, দিবস নিশিতে,
লক্ষ্মী-নারায়ণ হেরি হরষেতে ।
আমি যদি হরে না আনিতাম সীতে, ৭
তবে কি হে রাম লঙ্কাতে আনিতো ;
আমায় বিনাশিতে, অমরে তুবিতে,
কে দেখে'ছে শিলে জলেতে ভাসিতে ॥ ৪৮২ ঐ

[অশোকবনে সীতার আক্ষেপ ।]

একভালা ।

কোথা দয়াময়, বিপদ-সময়,
রাখ হে আমায় দিগে পদাশ্রয় ।
দেখ রাবণ-অসিতে, এসেছে নানিতে,
মরি হে জ্বাসেতে, কি করি উপায় ।
অশোকবনে তোমার সীতা পায় নাশ,
দাসী ব'লে নাথ হও হে প্রকাশ ;

নবীন বলে জাল, ডেব না আকাশ,
 স্থিতি স্থিতি নাশ তোমারি ঐ পায় ॥ ৪৮৩ নবীন ।

[রাবণের প্রতি মন্দোদরী ।]

কেন হে কান্ত হ'য়েছ ত্রাত, রণেতে কান্ত হও এখনে ।

ও হে লক্ষ্মীকান্ত, হ'লো সর্বস্বান্ত,

লক্ষ্মী দাও হে কান্ত কমললোচনে ।

চল চল রামের ধরি গিরে পায়,

ও পায়ে উপায় বিনে নাই উপায় ;

যদি রাধেন পায়ে তবে সে উপায়,

নতুবা উপায় হবে না হবে না ।

যে দিন হ'তে সীতা করে'ছ হরণ,

সে দিন হ'তে লক্ষ্মী হ'তেছে দাহন ;

নবীন বলে, শুন রাজা দশানন,

সামান্সা রমণী ভেব না মনে ॥ ৪৮৪ ঐ

[সপ্তরথী কর্তৃক বেষ্টিত অবস্থাতে অভিমুখ্যর উক্তি ।]

ও হে কোথা পিতঃ ধনঞ্জয়, কোথা মাতুল ভগবান,

সপ্তরথী মিলে বধে নির্দোষী বালকের প্রাণ ।

আমি পড়িয়ে হেন বিপাকে, ডাকিতেছি হে তোমাকে,

(ও হে) দ্বার্য আসি রণস্থলে রক্ত করুণানিধান ।

(ও হে) শকুনি হুঃশাসন ত্রোণ, অস্বখামা কৃপ কর্ণ,

আর হুর্ঘ্যোঘন,

সবে একত্রে হানি'ছে বাণ, নাহি আর পরিজ্ঞাণ ॥ ৪৮৫

রোবতীমোহন গাঙ্গুলী ।

তরবীসেন বধ ।

[সরমার উক্তি ।]

ইমন কলাগ—কাটা ধামাল ।

নিশিতে দেখে'ছি সীতে স্বপন,
আমার যেন প্রাণপুত্র রণে হ'য়েছে নিধন ॥
হারা হ'য়ে তরবীরে, ভাসিতেছি হুঃখনীবে,
হুঃখনীরে হুঃখনীরে দিগে গেল বিসর্জন ।
হেন কেন এ অশিব, শিব কি করবেন অশিব,
তা হ'লে প্রাণ নাশিব, আর রাখব না এ জীবন ॥ ৪৮৬
হরিমাধ সেন ।

[নিকষার উক্তি ।]

ইমন কলাগ—কাটা ধামাল ।

জানকীরে জান কি রে দশানন ?
গোলকবাসিনী রয়া ধারে সেবে সুরগণ ॥
ইনি সত্যোত্তে হন বেদবতী, ত্রেতাযুগে সীতাসতী,
পবিত্র করিতে ক্ষিতি, ক্ষিতিগর্ভে জন্ম লন ॥
বংশধর বিনাশিতে, হ'রে আনলে রামের সীতে,
হরি কহে কুল নাশিতে কুললক্ষ্মীর আগমন ॥ ৪৮৭ ঐ

[সরমার উক্তি ।]

তৈরবী—একতাল ।

বাছা তরবী রে, কছু বেও না রে,
ব্রহ্মসনাতন রাম-সমরে ।

[বিভীষণের উক্তি ।]

ললিত তৈরবী—ডবল আড়ধেষ্ঠা ।

ও হে দয়াময়, স্বঃহি বিশ্বময়, বিশ্বব্যাপী হরি নিত্যভগবান ।

(আমি) বিবর-আশা ত্যজে, ও চরণ ভজে,

কি লাভ আমার হ'ল বল হে বিধান ॥

যে অস্ত্রতে কাঁদি রাম কলানিধি,

অমর ক'রেছে আমার যে বিধি,

তব পদ-হস্তে মরণ হ'ত যদি,

তবে আমার হ'ত, গোলকেতে স্থান ॥

শক্রভাবে তারা গেল স্বর্গধাম,

মিত্রভাবে রাম আমায় হ'লে বাম,

বল আমায় নব দুর্বাদলভ্রাম,

বেদে বলে তোমায় করুণানিধান ॥ ৪৯০

— হরিনাথ সেন ।

ললিত—আড়া ।

পুত্র-শোকানলে, দেহ মন জ্বলে,

দাবানলে যেন দহে ঘোর বন ।

তেত্রি জলে হিয়ে, রহিয়ে রহিয়ে,

জলে গেলে তাহা হয় না নিবারণ ॥

হারা হ'য়ে আমি তরণী-রতনে,

প্রাণ-হরিনী আমার থাকিবে কেমনে,

নয়নভারা হারা হ'লেম এত দিনে,

তারাকারা ধারা বহিছে নয়ন ॥

বক্ষ্যানারী ভাল পুত্রবতী হ'তে,
 পুত্র-শোক-শেল হয় না তা'র সৈতে,
 পুত্রশোকাভূরা পুত্র-শোকে র'তে,
 থাকিতে নারে, সদা ফাঁকর করে প্রাণ ॥ ৪৯১
 হরিনাথ সেন ।

[পাণ্ডব-নির্কীর্ষণ সময়ে ভীমের উক্তি ।]

আড়া জুড়ি ।

করিব করিব কুরু-বংশের সংহার,
 ভীমের ভীম গদা নৈলে ধরিব না অ'র ।
 কা'রে মারব পদাঘাতে, কা'রে মারব গদাঘাতে,
 মাবব কা'রে মুঠাঘাতে কৃতান্তের প্রায়—
 দুৰ্য্যোধনের উরু ভেঙ্গে নিব যম-দ্বার ॥
 অন্ধ রাজার মন্দ মতি, তাঁ'র সাক্ষাতে এ হুর্গতি,
 পতিব্রতা মহা সতীর করে অপমান—
 হরি কহে সে পাপেতে নাহিক নিস্তার ॥ ৪৯২ ঐ

[দ্রৌপদীর উক্তি ।]

ধট্টৈরবী—একতাল ।

ও হে রমাপতে ! এই বন পথে,
 দাসীর মনোরথে কর পদার্পণ ।
 আমি নয়ন-বারি দিয়ে, চরণ পাখালিয়ে,
 কেশে মুছাইয়ে সেবিব চরণ ॥

শ্রদ্ধা-মন্ত্রে তব উপাসনা করি,
 মনোপুষ্প দিয়ে পূজিব জীহরি,
 বোড়শ উপচারে, নৈবিদ্যাদি করে,
 জ্ঞান-প্রদীপ জ্বলে করিব অর্চন ।
 দয়াসিদ্ধ প্রভো ! কৃপাসিদ্ধ নাম,
 ভকতবৎসল নব-ঘনশ্রাম,
 হরিনাম দীনে, ভজন বিহীনে,
 নিজ-গুণে দয়া কর বিতরণ ॥ ৪৯৩ হরিনাথ সেন ।

(বীরবাহু বধোপলক্ষে চিত্রাঙ্গদার উক্তি ।)

ভৈরবী—ডবল আড়খেমটা ।

ও হে প্রাণেশ্বর, লঙ্কার দৈবর,
 রক্তকূলমণি রমণীভূষণ ।
 তব নিকেতনে, হৃদয়-রতনে,
 রেখে'ছিলাম আমি, কর হে অর্পণ ॥
 বহু দিন হ'ল নয়নের মণি,
 না হেরিয়ে আমি মণিহারী কণী,
 তদপ্রায় ভাবে তোমার বমণী,
 চিত্রাঙ্গদা এল হের হে রাজন ॥
 লাজ ত্যজে আমি এলাম সভা-মাঙ্গ,
 বিলম্ব সহে না, অহে মহারাজ ;
 নীরব হ'য়ে নাথ র'লে কেন আজ,
 কোথায় রেখে এলে ভূখিনির ধন ॥ ৪৯৪ ঐ

[চিত্রাঙ্গদার উক্তি ।]

ভৈরবী—ডবল আড়ধেখটা ।

হ'লে কেন ভ্রাস্ত, ও হে প্রাণকান্ত,
 রাম রমাকান্ত, গোলক-বিহারী ।
 ভ্রাস্তা-আদি ইন্দ্র, যোগেন্দ্র কণীন্দ্র,
 চঞ্জচূড় ষাঁর লাগি জটাধারী ॥
 নয়সিদ্ধ রামের চরণ পরশিলে,
 পাবাণ মানব হয়, অলে ভাসে শিলে,
 তুমি নাথ কীৰ্ত্তি লঙ্কাতে রাখিলে,
 বংশনাশতরে সীতা করলে চুরি ।
 নারী হ'য়ে আমি দেই উপদেশ,
 রামের প্রতি ত্যজ বিধম বিদেহ,
 ন'লে নাথ তোমার হ'ল আয়ু শেষ,
 কালরূপী রাম স্বর্ণলঙ্কাপুরী ॥ ৪৯৫ হরিনাথ সেন ।

[ওহকের অবজ্ঞাসূচক বাক্যে কুপিত লক্ষ্মণের

প্রতি রামের উপদেশ ।]

বিতাস—আড়ধেখটা ।

কার প্রাণ নাশন, করিব রে ভাই শোন,
 মিতের আমার কোন অপরাধ নাই ।
 প্রেমে আরে ওরে, ও বলে আমারে,
 আমি ওরে বড় ভালবাসি রে ভাই ।
 আরে ওরে বলে জাতীয় স্বভাব,
 অন্তরেতে উহার বড়ই ভক্তিভাব,

নইলে আমি ধন, শাখুজনার মন জুড়াই রে ;
ভাবপ্রার্থী আমি ভাবেতে মিসাই ॥ ৪৯৬
দাশরথী রায় ।

[রামের উক্তি ।]

তৈরবী—মধ্যমান ।

আর কি ফল এ বিকল জীবনে এ-এ-এ ।
গুণবতী সতী বিহনে ॥
এ কি অসুচিত অনিত্য লোক-ভাবিত,
তাহাতে একান্ত মম চিত্ত অবিরত ;
অকলঙ্ক শশিসমা প্রিয়ারে আমার,
অনায়াসে বনবাসে করিলাম পরিহার,
হুঁচকার মম তুল্য আর কে আছে এমন ভুবনে ॥ ৪৯৭
অজ্ঞাত ।

ললিত ভায়রো—একতালা ।

ও কি শোভা রে রামরূপ রূপ-সাগর-তরঙ্গ ।
রত্নাসনে সীতাসনে, রাজ-ভূষণে ভূষিতাঙ্গ ॥
চন্দ্রমুখীর মুখ নিরখি, চন্দ্র মুখে পায় আতঙ্গ,
মরি হরির অঙ্গ হেরি, অঙ্গ হারায় রে অনঙ্গ ॥
রামরূপ হেরি নয়নে, প্রেম তরঙ্গ ত্রিনয়নে,
সদা ক'ন ত্রিনয়নে ছেড় না রামরূপ-সঙ্গ ;
চিন্তামণির গুণের বাণী, বলতে বাণীর রাণী সঙ্গ ;
সীতানাথের তুল্য কে আর আছে অনাথের অন্তরঙ্গ ॥ ৪৯৮
দাশরথী রায় ।

কোথা হে করুণাময় নারায়ণ ।

বিপদের পরাক্রমে, রক্ষা নাই আর কোনক্রমে,

এই ছিল কি পরিণামে দাসীর কপালে লিখন ।

অন্তর্ধামী ভূমি নিত্য নিরঞ্জন,

দয়া কর এ দাসীরে ও হে বিপদভঞ্জন,

হরি তোমার নামের বলে, সলিলেতে ভাসে শীলে,

মানবদেহ ধরে শীলে পরশিলে ঐচরণ ॥

শিশুমতি প্রহ্লাদ পড়িয়ে বিপদে,

করষোড়ে নিরে শরণ তোমার অভয় ঐপদে,

পড়ে'ছিল সিদ্ধজলে, পেল জীবন রামনাম ব'লে,

শমনভয় তার বিনাশিলে অহে শমনদমন ।

সত্যে বদ্ধ আছেন পতি সদাশয়,

ভূমি বিনে সতীর গতি কি আছে হে দয়াময়,

ডাকি হে অকূলে পড়ি, বিপদে উদ্ধার হরি,

এ হৃৎখিনীর জীবনভরি অকূলেতে হয় মগন ॥ ৪৯৯

রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ।

চিন্তা কি হে চিন্তামণি নারায়ণ ।

অমর-আশ্রিত হ'রে সমরে ভয় অকারণ ॥

কর দাসে আশীর্বাদ, পুরাইব মন-সাধ,

রণেতে আজ ইন্দ্রজিতে করিয়ে নিধন ।

এ বিশাল ভূজ-তেজ দেধিবে অমরগণ,

অকালে কাল-সাগরে ক'রব তা'রে বিসর্জন ;

ধরে দুট কত বল, ক'রব তা'রে হতবল ;
 যত বল তত বল বায়ে অহুঙ্কণ ।
 শত্রুর শোণিতে নদী করাব আজ দরশন,
 মীনরূপে সৈন্তগণ করিবে তা'র সম্ভরণ ॥
 বিনাশিল মায়া-সীতে, চলেম মায়া বিনাশিতে,
 এ অসিতে মায়াজাল তার করিব ছেদন ।
 দাশরথি, রথ রথী নাই হে আমার প্রয়োজন,
 সন্ধের সম্মল মাত্র তোমার অভয় প্রচরণ ॥ ৫০০
 রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ললিত—আড়া ।

ছেড়ে গেলে মেঘনাদ বিধি এ বাদ সাধিল ।
 লঙ্কার শশাঙ্ক কি রে চির জন্তাচলে গেল ।
 বীরচূড়ামণি যত, অকালে হইল হত,
 আহা সে প্রেমীলা সতী চিতানলে প্রবেশিল ।
 হা রে নিদারুণ বিধি, এ কি নিদারুণ বিধি,
 মেঘনাদকে প্রাণে বধি তোর কি সাধ পূর্ণ হ'ল ॥ ৫০১
 রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ।

[রাবণ মৃত্যুবাণ দর্শনে ।]

ললিত বিতাস—আড়খুঁটা ।

আর নাই মোচন, পিতা হ্রিলোচন,
 বসুধেন শরমধ্যে জীবন বধিতে ।

এমন সময় কোথা গো মা দেশানী
 বিপদ নাশিনী মা রাখ সত্যানে ঐপাদপদে ।
 কি করি শঙ্করী পিতা শঙ্কর বিরূপ,
 ভাই হ'য়ে চিরকাল কালের স্বরূপ,
 বিনে চরণতরি তরি গো মা কিরূপ,
 ব্রহ্মময়ী বিপদ-সাগর-মধ্যে ।
 ছিল যে ভাই আমার প্রাণের অঙ্গুগত,
 হ'ল সে দিন গত সে ভাই আমার গত,
 না হ'তে কাল গত হ'ল কালাগত,
 আমি ভেঙ্গেছিলাম ও তার অকাল-নিদ্রে ॥ ৫০২
 দাশবথী রায় ।

[রাবণের মুমূর্ষু বাক্য ।]

ভৈরবী—একতালা ।

দিন গত কিন্তু নয় হে রাম তোমার চরণে এ দীন গত ;
 আমার গত অপরাধ কত,
 প্রাণ নির্গত সময়ে দেও হে চরণ, হ'লেম চরণে শরণাগত ।
 সতের সঙ্গে হরি, সতস্তর করি ।
 অসত্ ক্রিয়া সত্তত ;
 তোমায় শত শত মন্দ, বলেছি রামচন্দ্র,
 (একবার) না ভাবিয়ে ভবিষ্যৎ ।
 ও হে গুণধাম অগুণ-প্রকাশ,
 গুণহীন জ্ঞানহীন দোষ নাশ,
 সগুণে তারিলে কি পৌরুষ,

সে তো স্বপ্নে পাবে সুপথ ;
জননী অঠরে কঠোর-যন্ত্রণা আর দিবে হে রাম কত ;
আমার নাহি কালব্যাজ, দশরথাস্বজ,
সুচাঁও দাশরথির যাতায়াত ॥ ৫০৩ দাশরথী রায় ।

অতিরিক্ত ঐতিহাসিক সঙ্গীত ।

বিজয়-বসন্ত ।

[জয়সেনের উক্তি ।]

যা রে যা নগরপাল এই দণ্ডে ।
বেঁধে বিজয়-বসন্ত পাংগে,
রাধ কারাগারে হুই ভণ্ডে সমুচিত দণ্ডে ॥
তা'রা আমার পুত্র নয়—শত্রু নিতান্ত,
আমি তা'দের পিতা নই, হই রে কৃতান্ত,
শুন কই রে সে বৃত্তান্ত,
তাদের জীবনান্ত হ'লে তবে মম-দুঃখ খণ্ডে ॥ ৫০৪
মতিলাল রায় ।

[শাস্তা দাসীর উক্তি ।]

কি কর রে বিজয়চন্দ্র অভাগীর কপাল ভেঙ্গেছে ।
বিমাতা-সাপিনী তো'দের অজ্ঞাতসারে দংশেছে ॥
আজ্ঞা দিয়াছেন নরপাল,
বাঁধবে তোদের নগরপাল,
হায় কি আমার পোড়া কপাল, এখন জীবন রয়েছে ॥
বুকেছি মনে নিতান্ত,
পিতা নয় তোদের কৃতান্ত, বিজয়-বসন্ত,

আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ,
 বৃষ্টি আর নাই রে দ্রাণ,
 নইলে পুত্রের প্রতি এমন পাষণ,
 পিতা আর কোথা আছে ॥ ৫০৫ মতিলাল বায় ।

[চুঃখে কোটালের উক্তি ।]

বিজয় বসন্তে, আমি জীবনান্তে,
 বাঁধিতে পারব না এ কঠিন পাশে ।
 দেখে বুক ফাটে, পড়েছি সঙ্কটে,
 চক্ষের জল দেখে চক্ষের জল আসে ॥
 মরি মরি মন-ব্যথায়,
 এমন ত শুনি নি কোথায়,
 কোন্ প্রাণে কোন্ ধানে পিতায় পুত্রগণে নাশে ।
 মা-হারা বাঘিনীস্বত, হায় কাঁপে রে শৃগালের পাশে ॥ ৫০৬ ঐ

[বিজয়ের উক্তি ।]

যদি একান্ত বসন্ত-ধনে বাঁধিবে, প্রাণে বধিবে ।
 কর আমার শিরশ্ছেদন, দূরে যা'ক সকল বেদন,
 (আর ছার প্রাণে কাজ নাই রে)
 (করি বিমাতার ধার পরিশোধ)
 এ পাশাপ্রাণ মুণ্ড লয়ে পিতারে দিবে ॥
 যে পথে মা গিয়াছেন সেই পথে যাই,
 মার কাছে গিয়ে মাকে মা বলে জীবন জুড়াই ।

মা বিনে পুত্রের কে আছে, আগে যাই মার কাছে,
(আমার মার কাছে পাঠায়ে দে রে)
(মা নাকি যমালয়ে গেছে)
একা ভাই বসন্ত গেলে মা যে কাঁদিবে ॥ ৫০৭

মতিলাল রায় ।

দারুণ বিধি কি এই ছিল রে তোর মনে ।
নাশিয়ে মাতায় শত্রু করলি রে পিতায়,
নহিলে পিতায় কি বধে রে পুত্রধনে ॥
যখন পঁপিলি মাকে শমনে,
কেন সেই সাথে দিলিনে বিধি বসন্ত-ধনে ।
তা হ'লে আর এ যাতনা, হ'ত না হ'ত না রে,
(আর ত বসন্তের দুঃখ দেখতে নারি)
(আর যে শয় না জীবন যায় না কেন)
শিশু বসন্ত মরে কঠিন বন্ধনে ॥ ৫০৮ ঐ

[শাস্তার উক্তি ।]

বিজয় বসন্ত আমার বড় দুঃখের ধন রে ।
ও রে কোটাল শুন বিনয়, একে শিশু তায় রাজতনয়,
এদের বাঁধা উচিত নয়, খুলে দে বন্ধন রে ।
কাঁদে বাছা হ'য়ে কাতর, দয়্য মায়া কি হয় না তোর,
দেখিয়ে ভ্রাতা-সুগলে, হুঃখে যে পাবাণ গলে,
ও রে যা'রা দুর্গা দুর্গা বলে, তাদের নাই নিধন রে ॥ ৫০৯

ঐ

[বসন্তের উক্তি ।]

কোথা যাসু আরি কেলে মশানে । গো—

জ্বর বেধে পাবাণে,

আরি আমাদের আর কেহ নাই, বড় হুঃখী হুটী ভাই ।

আর বেধে আর, মা গিরেছে যেখানে ।

আমার অবশ অঙ্গ সকল, ক্ষুধাতে প্রাণ বিকল ।

আঁধারময় দেখি সব নয়নে ।

এখন আতঙ্কে কাঁপিছে কার, পিপাসায় বুক কেটে যায়,

(আরি জল এনে দিয়ে বা গো)

(আরি ফিরে আর পায়ে ধরি ।)

বুঝি এই বার নিশ্চয় মরি গো প্রাণে ॥ ৫১০

— মতিলাল রায় ।

[হুঃখের উক্তি ।]

আর বসন্ত আর রে ভাই যাই অন্ত দেশে ।

কাজ নাই আর এ পাশরাজ্য থেকে পিতার ঘেষে ॥

ভাই তো'রে ক'রে কোলে, চলে যাই আমরা সকলে,

ডাকবো হুগাঁ হুগাঁ ব'লে, ক্ষুধা কি পিপাসা হ'লে ॥

আমাদের মা অন্নপূর্ণা, অন্ন দেবেন দেশে বিদেশে ॥ ৫১১ ঐ

[বসন্তের উক্তি ।]

ক্ষুধাতে প্রাণ যায় গো মরি মরি ।

সহে না সহে না ক্ষুধার যাতনা,

(চক্ষে আঁধার দেখি দাদা)

(আমি ম'লাম আর বাঁচিনে গো)

খেতে দেও দেও পায়ে ধরি ॥

দাদা, বনে প্রাণ যায় পাছে, শাস্তা আয়ির কাছে,

রেখে এস দ্বরা করি ।

অন্ধ যে অবশ, গেল গো দিবস,

(সারা দিন উপবাসে)

(দাদা খেতে কি আর দিবে না গো)

দেখ এলো বিভাবরী ॥

দাদা এলে কি কারণে, এ ঘোর কাননে,

সে সব পরিহরি ।

কি আছে অন্তরে, বল বসন্তরে,

(কিছুই যখন দিলে না গো)

(দাদা খেতে না দিয়ে মারিলে)

রাখ নয় দেও গলায় ছুরি ॥ ৫১২ মতিলাল রায় ।

[বিজয়ের উক্তি ।]

কোথা যা'ব বসন্ত রে তোরে একা রেখে বনে ।

যদি যেতে হয় যা'ব আমি ভাই রে তোমাব সনে ।

আমি তো'রে ছেড়ে রই কেমনে ।

(তুই রে বিজয়ের নয়নতারা)

(আমার বন্ধু বান্ধব তুই সব)

আমি বড় অনাথ বনচারী দেখেছি জগজ্জনে ।

ভাই কেন কেন ধরাসনে,
 (ও কি অভিমান হ'য়েছে তোর)
 (চাঁদ কি ভূমে পড়লে শোভা পায়)
 ভাই উঠে কোলে দাদা ব'লে একবার ডাক রে চাঁদ বদনে ।
 ও ভাই একবার উঠে দেখ নয়নে,
 (তোর সেই হতভাগ্য দাদার দশা)
 (হায় রে ফলে কি ফল হ'ল এই)
 নয় তো'রে নিয়ে দুর্গা বলে কাঁপ দিব জীবনে ॥ ৪১৩
 মতিলাল রায় ।

স্বদয় ছাড়া করবো না আর আয় রে স্বদয়ে রাখি ।
 (ঠেকে খুব শেখা শিখেছি রে ভাই)
 এই পিঞ্জর মাত্র ছিল, কিন্তু পিঞ্জরে ছিল না পাখি ।
 এই স্বদ-পিঞ্জরে রাখি তো'রে,
 (মধুর দাদা-বুলি বল বসন্ত)
 আর দিতে পারবে না ফাঁকি,
 (ক্ষুধায় মলেম ফল দেও ব'লে)
 আর দিতে পারবে না ফাঁকি ।
 কণেক বিলম্ব হ'লে, এখনি ত যেতেম জলে,
 ভাই কোথা ব'লে ;—
 যদি দিলে সে বিধি, স্বদয়ের নিধি,
 (যে ধন বনমাকে হারিয়েছিলেম)
 স্বদে গৈথে নিশ্চিন্ত থাকি,

(আমি আর পলক ফেলব না রে ভাই)

অদে গোঁথে নিশ্চিন্ত থাকি ॥ ৫১৪

মতিলাল রায় ।

[বিজয়-বসন্তের পিতা অয়সেনের উক্তি ।]

এক বার উঠে আয় বসন্ত তো'র ছুরায়া পিতার কোলে ।

(যখন বন্ধন-দশায় কোলে উঠতে এলি)

আমি ফেলে দিয়েছি রে তো'রে দূর হ ছুর্বৃত্ত ব'লে ।

এক বার পিতা ব'লে ডাক, জীবন জুড়াক,

(আমি অনেক দিন শুনি নাই বাপ্)

তো'রা জল দে রে এই শোকানলে ॥ ৫১৫ ঐ

দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ ।

[যুধিষ্ঠিরের প্রতি অর্জুন ।]

যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয় ।

হে রাজন বারণ করি শুন হে বিনয়,

যখন সে সভাতে আছে শকুনি সুবল-তনয় ।

পাশায় তা'রে পরাভব, করা অতি অসম্ভব,

অমৃতে গরল-উত্তব, হ'বে আমার মনে লয় ।

দুর্বোধন অতি অভাজন, কুজন তা'র সব সভাজন,

জান ত রাজন,

খেলাতে এই হয় অহুমান, তোমারে করবে অপমান,

অতিবাক্য বিব-সমান, শেষে বিচ্ছেদ হ'বে প্রণয় ॥ ৫১৬ ঐ

[দ্রোণদীর উক্তি ।]

কাস্ত হে কাস্ত হও বেও না হস্তিনায় ।
 (বা'রা শত্রু ভাবে) (তা কি জান না, ও হে ও মহারাজ)
 তা'রা স্বকা'র্য সাধিতে মিহ্রতা জানায় ।
 নাথ হে সব অলক্ষণ, নিয়ত করি নিরীক্ষণ,
 (কেন নাচে দক্ষিণ অঙ্গ) (প্রাণাকুল ভেবে পাই নেই কুল)
 বিবম আতঙ্গ, দুর্ঘটন বুঝি ঘটবে পাশায় ॥ ৪১৭
 মতিলাল রায় ।

[ভীমের প্রতি অর্জুন ।]

দাদা দিও না ধর্ম বিসর্জন ।
 জগতে ক'বে পাণ্ডব দুর্জয়ন,
 ধর্ম যদি থাকে সহায়, জগতে ভয় করি কাহায়,
 (দাদা যথা ধর্ম তথা জয়)
 (দাদা ধর্মের তুল্য ধন কি আছে)
 কি বিলম্ব সামান্য ধন কর্তে উপার্জন ।
 জান না কি ক'র্ম দোষে ধর্ম যায়,
 ধর্ম নাশি মর্মে দুঃখ দিও না ধর্মরাজায়,
 মহাবাহের কষ্ট মনে, বল তা সবে কেমনে,
 (আমরা সকল দুঃখ সহিতে পারি)
 (এ ছার প্রাণ গেলে হানি কি তায়)
 যা আছে হরির মনে তাই হবে এখন ॥ ৪১৮ ঐ

[হুঃশাসনের প্রতি জ্রোপদী ।]

কর না হে আমার কেশ আকর্ষণ,
ও হে দেবর হুঃশাসন ।
আমি অপবিহা নারী, লাজে কইতে নারি,
বেদ-বিধিমতে নিবেধ পরশন ।
শোন নাই কি নারীর কেশ ধ'রলে বলে,
পরমায়ু ক্ষয় ধর্ম-শাস্ত্রে বলে, বঞ্চিত ধর্মবল সম্বলে,
বলে ধরে সীতার কেশ, নির্বংশ লঙ্কেশ,
কালীর কেশ ধরে শুভ হয় পতন ॥ ৫১৯]
মতিলাল রায় ।

[কৃষ্ণের প্রতি জ্রোপদী ।]

মনে কি পড়েছে তোমার দাসী বলে গুণমণি ।
ভুলে এতক্ষণ কোথা ছিলে হে হরি,
বল কি দোষে বঞ্চিত জ্রোপদে হুঃখিনী পাণ্ডব-রমণী ।
ঐ দেব পাণ্ডবগণ, হুঃখেতে মগন,
(হরি এ খেলা কা'র বুঝতে নারি)
কৃষ্ণ-দ্রষ্ট বেন মণিহারী কবি ।
দাসীরে কর দরশন, হুঃশাসন হরি'ছে বসন,
হে পীতবসন, কর লঙ্কা নিবারণ, নীরদ-বরণ
লক্ষ্মীকান্ত জগৎ-স্বামী ॥ ৫২০ ঐ

সীতাহরণ ।

[স্বর্ণনখার প্রতি রাম ।]

শুন হে সুন্দরি শ্রীরাম নাম আমার ।
 স্বর্ষ্যকূলে পূজ্যপাদ দশরথের জ্যেষ্ঠ কুমার ।
 স্বর্ণ-সরোজিনী জিনি, গৌরাজিনী সঙ্গে যিনি,
 তিনি আমার সীমন্তিনী, সীতা নাম প্রাণ-প্রতিমার ।
 কি ক'ব হৃৎথের বিবরণ, পিড়-সভ্য-পালন-কারণ,
 সন্ন্যাসীবেশ করি ধারণ, বনবাস করেছি সার ॥ ৫২১

মতিলাল রায় ।

[লক্ষ্মণের প্রতি রাম ।]

(আছে) তোর বিলক্ষণ বীরত্ব-লক্ষণ,
 কি জানি রে লক্ষণ, ঘটবে কি দায় ।
 ভাই করি বারণ, ক'র না রে রণ,
 (আমার কপাল ভাল নয় ভাল নয়)
 পাছে গৌরবরণ হারাই ভাই তোমায় ।
 কমল হ'তে জানি কোমল অঙ্গ তো'র,
 রাক্ষসের বাণে হ'বি রে কাতর,
 (ভয় এই পাছে ভাই-হারাই হই)
 সকল মেলে ভাই, ভাই মেলে কোথায় ॥ ৫২২

[রাবণের উক্তি ।]

এ কি শুনি মধুর নাম ।
 কে এমন বন্ধু আছে শুনায় রাম নাম অবিরাম ॥

প্রবেশি কর্ণকুহরে, মনের অঙ্ককার হরে,
এক বার সবে কহ রে, বদন ভ'রে রাম রাম ॥ ৫২৩

— মতিলাল রায় ।

যেও না যেও না তুমি রামের জানকী হরিতে ।
হও কাস্ত লঙ্কাকাস্ত ফিরে যাও লঙ্কাপুরীতে ।
সোণার লঙ্কানাশের কারণ, সীতাকে কি করবে হরণ,
পতঙ্গের গমন যেমন, অনলে পুড়ে মরিতে ।
নর নহে রঘুমণি, মুনিগণের শিরোমণি,
নারায়ণী তাঁ'র রমণী, পঞ্চবটীতে (এ-এ-এ) পঞ্চানন ।
ধীর ক'রে স্মরণ, পঞ্চদশ-কালে ধীর চরণ,
শমন-ভয় করে নিবারণ, তরি ভবাবধ তরিতে ॥ ৫২৪ ঐ

— [রামের প্রতি সীতা ।]

কোথায় আছ হে সীতার প্রাণ রাম দয়াময় ।
হরে রাক্ষসে, দাসীরে রাখ এসে,
নইলে দুঃখিনী জন্মের মত বিদায় হয় ।
জানি যে তোমায় করে হে স্মরণ,
নীরদবরণ কর আর তুমি বিপদ বারণ,
আমি ডাকি তাই অবিরাম, কোথায় রাম রাখ রাম,
(আমি তোমা বই আর জানিনে হে)
(জানি বিপদ-কালের সহায় তুমি)
ও হে গুণধাম হ'য়ো না বাম এ সময় ॥ ৫২৫ ঐ

[পঞ্চবটীকে সম্বোধন করিয়া সীতার উক্তি ।]
 অপরাধিনী আমি বটি পঞ্চবটী বলি তোমায় ।
 কম মম অপরাধ অশ্রুর মত হই বিদায় ॥
 আমার রামকে দিও এই সমাচার
 (স্বর্ণ যুগ ল'য়ে আসবেন যখন)
 (যখন ডাকবেন কোথা সীতা ব'লে)
 (যখন কেঁদে আকুল হ'বেন নাথ)
 সীতায় হরেছে রাবণ ছুরাচার,
 (কপট যোগীর বেশে) (ভিকার ছলে)
 সীতায় হরেছে রাবণ ছুরাচার ॥
 তোমায় বিনয়ে করি নিবেদন,
 (আমার রামকে রেখো যত্ন ক'রে)
 (কান্ত কঁদলে তাঁ'রে কান্ত ক'রো)
 (নাথের কাননে যে কেউ নাই)
 (এ পাপিনী-কারণ) (এ বন-মাঝে)
 দেখো যেন না যায় রামের জীবন,
 অ'নি লক্ষণ আছে রামের কাছে,
 (বনে তারেই বা আর কে বুঝাবে)
 (হায় রে জীবন কেমন রইল দেহে)
 (সে যে শিশু কিছু জানে না)
 (মরে পাছে সে আমার শোকে)
 (মা কোথা ব'লে) (সে যে মা জানে না)
 সে আমার শোকে মরে পাছে ॥ ৫২৬
 মতিলাল রায় ।

[সীতার প্রতি জটায়ু ।]

কি ভাবিলাম হায় রে হ'ল কি ভুবন শূন্য দেখি ।
 এখন অন্তিমকালে, আমায় ফেলে,
 কোথায় যাও মা জানকী ॥
 বড় সাধ ছিল মনে, তোমায় সঁপে রাম চরণে,
 যুগলরূপ দরশনে জুড়া'ব আঁখি,
 আমি কোথায় তুমি কোথায়, কোথায় সে কমল আঁখি ॥ ৫২৭
 ————— মতিলাল রায় ।

[লক্ষ্মণের প্রতি রাম ।]

প্রাণ তো আর বাঁচে না রে লক্ষ্মণ, হ'ল মরণ লক্ষণ ॥
 সত্য সীতা আমার নাই, ভাই তোমায় জানাই ।
 রাক্ষসে কি ব্যাঞ্জে করেছে ভক্ষণ ॥
 আর কোথা যা'ব চলে না যে চরণ,
 ত্রিজগৎ দেখি তিমির বরণ,
 দেখে সীতার এই আভরণ, একবার দাদা বল চাঁদমুখে,
 তো'রে রেখে বুকে,
 জন্মের মত ভাই রে বিদায় হই এখন ॥ ৫২৮ ঐ

অতিরিক্ত ঐতিহাসিক সঙ্গীত ।

ভৈরব—একতাল ।

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুবর রঘুরাই ।
 রসনা রস নাম লেত, সন্তান কো দরশদেত ।
 বিহসিত মুখচন্দ্র মন্দ্র শ্রুসর স্বধদাই ।

দশন দমক টঙর চাল, অন্নবরন দুগবিশাল,
 ত্রুটি মন অদনপার, নাসিকা নুহাই ।
 কেশবকো তিলক ভাল, মাছুরবি প্রাতঃকাল,
 শ্রবণ কুণ্ডল বলমলাত, রতিপতি সবিশাই ।
 গলমে শোভে মতি-মাল, তারাগণ উরু-বিশাল,
 মাছুং গিরি সের উপার, নুর সর চলি আই ।
 স্ত্রামেরো ত্রিভঙ্গ অঙ্গ কাছ নিকট কাজনি ধঙ্গ,
 মাছুছ সারা কি দবি আপহি বলাই ।
 সখা সহিতু সরযুতীর বৈঠে রঘুবংশবীর,
 হরধ নিরধ তুলশিদাস, চরণ রজ পাই । ৫২৯

তুলশিদাস ।

মেঘনাদ-বধ ।

ইদম কল্যাণ—ঐক্য ।

শুনালে কি সমাচার, নিশার স্বপন সম ।
 মরিয়াছে বীরবাহ বলে অল্পমম ।
 হায় আমি কি করিলাম, কেন বা নীতা হরিলাম,
 নিজ দোষে মজাইলাম স্বর্ণলঙ্কা নিক্রম ।
 একে একে বীর যত, সকল তো হ'ল হত,
 এতদিনে শির নত, হ'লো গেল মান মম ।
 আমি চিরজরী রণে, স্বর্ণ মর্ত্য ত্রিভুবনে,
 বুঝি সে বিপুল মানে, কালী দেয় নর রাম ॥ ৫৩০

হরিশ্চন্দ্র তর্কলঙ্কার ।

খিঁকিট—মধ্যমান ।

কেন আজি কীদে প্রাণ মন ।
 নিয়ত নাচিছে সখি মম দক্ষিণ নয়ন ।
 মনে নাহি সুখোদয়, কেন শ্রো এমন হয়,
 চারিদিক শূন্যময়, করি দরশন ।
 কি আছে বিধির মনে, বল জানিব কেমনে,
 হেন জ্ঞান হয় মনে হারাই বুঝি পতিধন ॥ ৫০১
 অজ্ঞাত ।

খিঁকিট বাঁধাক—একতাল ।

সীতাপতি রাঘবেন্দ্র, শুম্বর মহামতি ।
 শ্রুঠাম অভিরাম, মনোহর মুরতি ।
 হুই রাক্ষস বংশ দেব-রক্ষাকৃত ধ্বংস,
 কত্রিয় কুলাবতঃস, বীর অযোধ্যাপতি,
 দশরথ রাজ হুহু, স্বং প্রেহু বংশ ভাহু,
 শূর চিহ্ন দৃঢ় তহু, শশাঙ্ক সম জ্যোতি ।
 ধরনী সমান ধৈর্য্য, তপন সমান বীৰ্য্য,
 অদ্বুত জীৱাম কার্য্য, নির্ঘল সৎ প্রকৃতি ।
 লক্ষ্মীরূপ সাধবী দারা, কোমল নির্দোষ ধারা ।
 আসন্ন বসুন্ধরা একচ্ছত্র ভূপতি ।
 সজ্জন মনোরঞ্জন চুর্জন অহং ভঞ্জন,
 চন্দ্র জীৱাম বন্ধন, কৃত অদ্বুত আরতি ॥ ৫০২
 মহারাজা মহাতাপটাদ ।

বিতাস—একতারা ।

তাই বলিহে রাবণ করো না আর রণ ।
 লও শরণ নীলবরণ-চরণ-পল্লবে ।
 কেন রণ সাজে, আর কি রণ সাজে,
 কে জিনে ত্রিভুবন মাঝে, সে লক্ষ্মী-বল্লবে ।
 জাহ্নবীর জল চন্দন-তুলসীতে,
 যে চরণ প্লেজেন হয় হরষিতে,
 তার হরণ করে সীতে, সবংশ নাশিতে,
 আনিলে হে চল ফিরে দেও সীতে, সেই রাঘবে ।
 মানব জ্ঞানে অশোক বনে রাখিলে সীতে,
 পারেন পলকে সীতে ব্রহ্মাও নাশিতে,
 তুমি যাও সীতে অসিতে নাশিতে,
 জ্ঞান নাই হে ঐ সীতেকে অসিতে যে যা ভাবে ভবে ॥

৫৩৩ । দাশরথী রায় ।

(জগৎ !) দেব্ রে চেয়ে,
 যাচ্চি বেয়ে সোণার তরণী ;
 তরীর উপর শ্রাম কলেবর রামরঘুমণি,
 (যিনি) ভবের জলে অবহেলে,
 করেন জীবে পার, আজকে তাঁরে,
 নিচ্চি পারে, হ'য়ে কর্ণধার ;—
 পারের কড়ি ধোরে নিবো চরণ ছুখানি ॥ ৫৩৪

রাজকৃষ্ণ রায় ।

পিলু—গোস্তা ।

চল সবে ভার লয়ে যাই, অযোধ্যায় রাম রাজ্য হবে ।
 দিব তাঁর চরণে ভার, রাম বিনে ভার আর কে লবে ।
 দিয়ে ভার লয়ে শরণ, বল্ব তাঁর ধরে চরণ,
 এবার ভার লইলাম যেমন, করি সে ভার আর দিওনা ভবে ।
 পাপেতে হয়েছি ভারি, আর তো ভার সহিতে নারি,
 না ভঙ্গে ভুভার-হারী, ভার হলো ভার বহিতে ভবে ॥ ৫৩৫

দাশরথী রায় ।

সীতার বনবাস ।

ভীষ্মপল্লী—একতাল ।

সদা মনে হারাই হারাই ।
 কি আছে কপালে ভাবি তাই ।
 কত কথা পড়ে মনে, কিশোরে সঙ্গিনী সনে,
 গিয়াছে সে দিন আর সে দিন তো নাই ।
 পড়ে মনে রাম সনে, ভ্রমণ বিজ্ঞান বনে,
 মায়ামৃগছায়া হেরি স্বদয়ে ডরাই ।
 তাই প্রাণ শিওরে সদাই ॥ ৫৩৬

গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ ।

কালংড়া রায়কেলি—জলদ একতাল ।

আয় সারি সারি, মিথিলার নারী,
 সোণার গাগরী ভরিয়ে জলে ।
 হলুধনি দিয়ে, আয় আয় ধেয়ে,
 চাঁদ পাড়া ছেলে লইয়ে কোলে ।

জনক-কিরারী, যার বীরি ধীরি,
চায় কিরি কিরি আপনা তুলে ।
আয় লো সকলে, দেখ্‌লো সকলে,
পরাণ ভরিয়ে, নয়ন তুলে । ৫৩৭ রাজকুমার রায় ।

ভৈরবী—চৌতাল ।

প্রভাত হইল, ভুবন গাইল, অয় অয় অয় রাম ।
আকাশ ছায়ার, উবা সতী পায়, জীরাম মধুর নাম ।
শতদল জলে, কোটে পরিমলে, রাম রাম বলে অলি ।
রামনাম শুনে উদ্দেশে মলিনী, রাম পারে পড়ে ঢলি ।
কোটে শাখে শাখে, ফুল থাকে থাকে,
পাখি বলে রাম রাম ফুলি ।
আগরে সকলে, রাম রাম বলে, ভকতি কপাট খুলি । ৫৩৮
রাজকুমার রায় ।

আলোরা—একতাল ।

রামের তুল্য পুত্র কেবা পায় ।
এ সব অনিত্য কুপুত্র, অস্তে কে হয় মিত্র,
বিচিত্র সে দশরথের পুত্র, যার নাম শ্রবণ যাত্র,
হ্রিনেত্র পবিত্র, রবি পুত্র দূরে যায় ।
ধন্য দশরথ জীরাম-ধনে ধনী, বহুগর্ভা-রাণী সে কোশল্যা ধনী,
এমন পুত্র গর্ভে ধরেছিলেন তিনি, অশ্বেন সুরধুনী যার পায় । ৫৩৯
দাশরথী রায় ।

রাম-বনবাস ।

[সীতার উক্তি ।]

খিঁচিট খাষাঝ—৮৭ ।

যাবে অনাথিনী করে কাননে ।

রব কেমনে ভবনে ।

প্রাণ যাবে এ দেহ ছেড়ে, শূন্য দেহ রবে পড়ে,

কি সুখ বল পিঞ্জরে বিহঙ্গ বিহনে ।

নবীন নীরদ ভূমি, তৃষিতা চাতকী আমি,

হব হে নাথ সহগামী, যাব সে বনে ;

মন দুঃখ নিবারিব তবপদ সেবনে ॥ ৫৪০

কেদারনাথ রায় ।

গারা তৈরবী—৮৭ ।

যদি যাবে নাথ আমায় পরিত্যজি,

তবে কি লাগি জগদ অঙ্গ হর শরাসন ভঙ্গ,

করিয়ে আনিলে এ কিস্করী ।

তুমি হে নাথ মরণ বারণ, তারণ কারণ নীরদবরণ,

জন্মের মতন ঐ চরণে লয়েছি হে শরণ ;—

যেমন বিনা বরিশণে, চাতকিনী মরে প্রাণে,

তেমি তোমার অদর্শনে জীবনে শিহরি ॥ ৫৪১ ঐ

[রামের উক্তি ।]

ষিভান—আড়াঠেকা ।

জানকী জানকি তুমি যত্নণা যত কাননে ।

সে দুঃখ বর্ণিতে আমি নাহি পারি এ কাননে ॥

তুমি হে রাজনন্দিনী রূপ সরোজিনী জিনি,
 কেন বিপিনবাসিনী, হবে সুধাংশু বদনে ।
 বাজিলে হে কুশাঙ্গুর, কাতর হবে অঙ্গুর,
 কমল নয়নে নীর সব কেমনে,—
 বনে কলমূল অশন, বাকল হবে বসন,
 তাজি এ কুসুমাসন, শয়ন সে ধরাসনে ॥ ৫৪২

কেদারনাথ রায় ।

[দশরথের উক্তি ।]

দেহে থাকিতে জীবন, ও লক্ষণ বাপ্ এখন,
 আমি কেমনে বলিব যা তোরা বনে ।
 নিতান্ত জেনেছি শুন্বি নেরে বারণ,
 রামের আগে বাকল করেছিন্ ধারণ

ও গোড় বরণ ;—

হ'লে তোদের অদর্শন, নিশ্চয় আমার মন,
 অশ্বের মতন এই হলো দরশন ॥ ৫৪৩

মতিলাল রায় ।

[সীতার উক্তি ।]

কও বিবরণ, কেন হে নীলবরণ,
 মোন-মেঘ মুখ-শশী করে আবরণ ।
 আমার হলো প্রাণাকুল, ভেবে পাইনে কুল,
 অকুল ভবারণের কাণ্ডারি হে !
 একি ভাব কিবা ভবে নারায়ণ ॥

ভূবিত হয়ে রাজকুশলে, কখন বসবেন সিংহাসনে,
 দয়াময় । তোমার বিলম্ব দর্শনে, মনো হতাশনে,
 দয়াময় ! দাসীর প্রাণ যে কাঁদে,
 জলে মরি হরি না রহে জীবন । ৫৪৪ মতিলাল রায় ।

কেন চিত্ত চঞ্চল চল চ'ক-চাঁদ মুখী ।
 তোমা বিনা কে আছে আমার
 সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী ।
 কেন আর কর রোদন চাঁদবদনী তুলে বদন,
 যুচাও মনোবেদন,
 তুমি আমি ভিন্ন নই কি জন্তে তবে হও অসুখী ॥ ৫৪৫ ঐ

কোথায় আজ হব ভূপালঘরগী, কি কপাল রে ।
 কোথায় নাথের সঙ্গে হ'লাম বনগামিনী,
 কি কপাল রে ॥
 স্বপনে জানি না আমি নাথ হবেন বনগামী,
 এসে কুলের কাছে ডুবে তরলী, কি কপাল রে ॥ ৫৪৬ ঐ

[কৌশল্যার উক্তি ।]

কেন কেন রাম আজ তোর এ বেশ ধারণ,
 কও বিবরণ ।
 দেখে হলো আমার প্রাণ বিকল,
 বল কেন অঙ্গে বকল,

হুখে বুক (ও বুক কেটে বারয়ে, হার যা হয়ে কি সহিতে পারি)

হুখে চক্ষে বারি আমার না হয় নিবারণ ।

কোথা রে তোর রাজ-বসন ভূষণ,

সন্ন্যাসীর বেশ কেন করি আমি দরশন,

কুন রে আমার কথা শোন, কেন চক্ষে বারি বর্ষণ,

(কেন চাঁদ বদন মলিন বাপ তোর)

ওরে কে তোর বসন কল্লো হরণ,

কে দিলেরে নিস্ত্রাকালে গৃহে হত্যাশন ॥ ৫৪৭

মতিলাল রায় ।

সীতাহরণ ।

[মুনিপত্নীর উক্তি ।]

হয়ে রাজকন্তে, কেন কিসের অন্ত,

দীনবেশে অরণ্যে গমন ।

পরিধান গাছের বাকল বিহনে বিচিত্র বসন ॥

পিতা যার মিথিলা পতি, জগৎ জীবন যার পতি,

তার একি দুর্গতি, হেরে যোগিনী আকৃতি,

বাহির হতেছে জীবন ।

মণিময় অলঙ্কারে যে অঙ্গেতে শোভা করে,

বর্ণ হেরে সুবর্ণ হারে ;

সে অঙ্গেতে কেমন করে, করে বিফুতি ভূষণ ॥ ৫৪৮

জ্ঞাপতি চক্রবর্তী ।

[শূর্ণনখার উক্তি ।]

কে তুমি হে অটোধারী বল বল ।

ভুবনমোহন রূপে কানন করেছ আলো ।

হেরে তোমার দুখশশী, হইল মন উদাসী,
ক'রে ঐ চরণের দাসী, তাগিত প্রাণ কর শীতল ।
সুখান্ত জিনি বদন, ভস্ম কর আচ্ছাদন,
নবীন বয়সে কেন সন্ন্যাসী হয়েছ বল ॥ ৫৪৯
ঐপতি চক্রবর্তী ।

থাধাজ—আড়াঠেকা ।

লক্ষণ রে, কোথা রে এসে রাখ আমার প্রাণ ।
এ ঘোর বিপদ কালে দেবে আমার দরশন ॥
মায়াবী পাপ নিশাচরে, সঙ্কটে কেলেছে মোরে,
দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচারে ।
নতুবা জনমের মত জীবনধন আজ হারাইলাম ॥ ৫৫০

ঐ

[সীতার উক্তি ।]

এ বিপদে কোথা বিশ্ব বিপদ নাশন ।
ওহে জানকী জীবন ॥
মায়াবী পাপ লঙ্ঘনে, আসি ছুই যোগী বেদে,
শূন্ত বাসে পেয়ে আমার করিল হরণ ।
গিয়ে মৃগ অবেশে, প্রবেশ করি কাননে,
কেমনে দাসীরে হলে বিশ্বরণ ।
তরিতে এ বিপদ-সিদ্ধ, দেখা দাও হে দীনবন্ধু,
কৃপাসিক্ত করে আমার কৃপা বিতরণ ॥ ৫৫১ ঐ

[রাবণের উক্তি ।]

বিশিষ্ট—আড়াঠেকা ।

জেনেছি যে পূর্ণব্রহ্ম রামরূপে নারায়ণ ।
 তথাপি এতিজ্ঞা হেতু ত্যজিব না কভু রণ ॥
 মহিষী বল জানকি, স্বয়ং লক্ষ্মী মা জানকী,
 তাঁর কোপে বলিব কি, দণ্ড হয় ত্রিভুবন ।
 কিবা কর অহুমান, রক্ত অংশ হনুমান,
 ছন্দবেশে লঙ্কাপুরে, করেছিল আগমন ॥ ৫৫২
 কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী ।

প্রসাদীহর—একতালা ।

এবার রাবণ রাজা খেল্চে দাবা ।
 রাম টিপ্চে বড়ে সামাল হাবা ॥
 (তোর) দোষে রামের হস্তগত,
 হয়েছে বিভীষণ দাবা ;—
 তার মন্ত্রণায় রাম চাল্চে বড়ে,
 তোর এখন আর মিছে ভাবা ।
 (ঐ যে) আস্চে ককে অঙ্গদ ঘোড়া,
 ওর কাছে আর কোথায় ষাবা,
 ওরে রাম রাজা কি হয় সাধারণ,
 রাম জগতের বাবার বাবা ॥ ৫৫৩ ঐ

বাহার খাবাজ—কাওয়ালী ।

কত নেচেছিলো ময়ূরী সনে ।
 ফুল প্রাণে মরি মধুর তানে,
 কত গাইত শাখী শিরে পাখীগণে ।
 ফুল ফুল, সখীছলে, হাসি হাসি সন্তাসি প্রাণ খুলে,
 হাসি হাসি আঁখি, আঁখি নীরে ভাসি,
 কিশোর কথা কত জাগিত মনে ।
 নাথসনে সখি গহন বনে ॥ ৫৫৪

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

টোন্নি ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

লজ্জা রাখ শিবরাণি, ও মা লজ্জা নিবারিণী ।
 গর্ভবতী পতিহারী বনমাঝে পাগলিনী,
 ঘোরা যামিনী, দুঃখিনী একাকিনী,
 চিত চমকে মা তমনাশিনী ।
 বন স্বাপদ সঙ্কুল, ও মা পরাণ আকুল,
 রাখ অকূলে তনয়ারে তারিণী ।
 অবলায় রাখ গো রাক্ষা পায়,
 তারা তাপহরা দীন জননী ॥ ৫৫৫

বেহাগ ।

চিন্তামণি চরণাঙ্কুজ চিত,
 ভূখা ভূখা রহো পিও রামনাম সুখা,
 গাও তো রামনাম, অপত রামনাম,
 বোলত রামনাম, বদন ভরি ভরি ।

মিত্র ।

ধনুধারী পাণতাপহারি,

নারায়ণ মদন মান মথন রে ॥ ৫৫৬

রামকেশী—দামরা ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

রামনাম গাওরে বনের পাখী ।

প্রাণ ভরে আয় রাম বলে ডাকি ॥

রামনাম গাওরে বীণে, নামের গুণে ভাসে শীলে,

রামনাম গেয়েছিল বনের যত বানর মিলে,

গুহ প্রেমের ভরে নাম গেয়েছে,

পেয়েছে নীল কমল আঁখি ॥ ৫৫৭ ঐ

পুরবী—আড়াঠেকা ।

শুনছঃ শুন যামিনী ।

শুন শুন তরুলতা, সীতার ছুঃখের কথা,

সমীরণ শুন শুন ছুঃখের কাহিনী ।

শুন শুন তারামালা তাপিত প্রাণের জ্বালা,

নিদয় বিধাতা মন কাঁদে অভাগিনী ॥ ৫৫৮ ঐ

শ্রীরাগ ।

জয় জ্ঞানকীরঞ্জন, জয় রঘুনন্দন,

জগজ্ঞনতারণ, জয় রাবণারি ।

জয় বনচারি, জয় ধনুধারি,

হরধনুভঞ্জন, দুর্জয়শমন,

মধুসূদন দর্পহাবি ॥ ৫৫৯

ঐ

পৌরাণিক সঙ্গীত ।

হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান ।

[সব্যার উক্তি ।]

গলিত—আড়াঠেকা ।

হায় কি হলো কোথা গেল আমার হৃদিভূষণ ।
 প্রাণের রোহিত মম নয়ন মনোরঞ্জন ॥
 হয়ে রাজার রমণী, হলেম পরিচারিণী,
 শেষেতে হারাতে হ'ল, প্রাণের তনয়ধন ।
 কোথা মম প্রাণপতি, অযোধ্যার নরপতি,
 কোথা আমি কোথা মম জীবন রতন ;
 জলিছে হৃদি আমার, প্রবোধ না মানে আর,
 এ দেহ করিয়ে ছার, করিব দুঃখ নির্বাণ ॥ ৫৬০
 কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় ।

[সাবিত্রী সত্যবান ।]

স্তবরথী—আড়াঠেকা ।

কোথা গেলে প্রাণনাথ অভাগী কঁাদে কাননে ।
 ফুরাল কি জীবনীনা কঠোর কাল শাসনে ॥
 কে আছে আমার আর, তোমা বিনে শূন্যকার,
 কানন কমলাশ্রম সকলি হেরি নয়নে ।
 উঠ নাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
 নিবিড় আঁধারে কেন পড়িয়ে থাক বিজনে ॥ ৫৬১
 অভুলকৃষ্ণ মিত্র ।

আলোয়া—জলদ তেতালা ।

এস না শমন আর লইতে অধিনীধনে ।
 হৃদয়ে রাখিব সদা, হৃদয়ের রতনে ॥
 কালনিশি নীলাধরে, ঘিরেছে তাপসবরে,
 অভাগিনী অন্তহারে, ত্যজ অন্তকাল ;—
 শোকনীর উপহার দিতেছি তব চরণে ॥ ৫৬২

অতুলকৃষ্ণ মিত্র ।

ভৈরবী—একতালা ।

চিরদিন কখন সমান না যায় ।
 সুখ দুঃখ দেখে প্রত্যক্ষ সকলি জলবিস্ম জল প্রায় ॥
 অদৃষ্টের গুণে কি জানি কি করে, (ক্ষণে)
 পাণ্ডুপুত্র পাশা খেলি গেল বনে ।
 অজ্ঞাতে রহিল বিরাট ভবনে, দাসত্বে কাল কাটায ।
 অদৃষ্টের লিপি কে খণ্ডাবে বল, তার সাক্ষী দেখ মহারাজ! নল,
 রাজ্যভ্রষ্ট হ'ল, দময়ন্তী হারাল, শনির কোপে কষ্ট পায় ।
 দেখ হে ভূপতি, অযোধ্যার পতি,
 রাজা হবে রাম, বনে হ'ল গতি,
 পঞ্চবটী বনে, ছুঁষ্ট দশাননে, সীতা সতী হরে লয় ॥ ৫৬৩
 প্যারিমোহন কবিরত্ন ।

ঐতিহাসিক সঙ্গীত ।

[অভিমত্বে বধ ।]

উঠ উঠ বীরবর, চল অমর ভবনে ।
 অমায় চন্দ্রলোক, হায়, তোমার বিহনে ॥

চল হে বিমল বিভা, উজলিতে দেব সভা,
 চল হে ত্রিদিব ধামে, আরোহী এ দিব্য যানে ।
 বোড়শ বরবগত, শাপ তব বিমোচিত,
 চল চল চন্দ্রলোকে, কেন হে ধরাশয়নে ॥ ৫৬৪

প্রমথনাথ মিত্র ।

[কমলে কামিনী ।]

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা ।

এই যে ছিল কোথায় গেল কমলদল-বাসিনী ।
 লোকলাজ ভয়ে বুঝি, লুকাল শশীবদনী ॥
 এই যে দেখি কালীদয়, সকলিত জলময়,
 কালী যদি সদয় হয়, তবে জীবন রয় ;—
 কোথায় গেল সে স্নন্দরী, কোথা বা লুকাল কবী,
 এ মায়া বুঝিতে নারি, (বুঝি জ্ঞান হয় হরষবলী) ॥ ৫৬৫
 কিশোরীমোহন শর্মা ।

জয়জয়ন্তী—রাপতাল ।

কার সাধ্য ও মা সীতে, তব রন্ধন হুঁষিতে,
 তুমি সীতে তুমি অসীতে, তুমি অন্নদা কাশীতে ।
 অসীতা রূপে অসি-ধরা, দলুজ-কুল নাশ কবা,
 সীতারূপে এসেছ ধরা, রাবণকুল নাশিতে ।
 দেহি অন্ন দানে দেহি, বিশ্বমাতা বৈদেহী,
 ভব-ক্ষুধা নিবৃত্ত কর, আর দিওনা আসিতে ।
 যদি কৃপা না কর দীনে, অন্নাদি বসন দানে,
 দাশরথিরে হবে নিদানে চরণ-দানে তুষিতে ॥ ৫৬৬
 দাশরথী রায় ।

আলো—একতালা ।

কি হ'লো মরি ! একি রে নয়নে ছেরি,
কি লয়ে কোন্ মুখে ফিরে, যাব আর হস্তিনাপুরী ।
ঐ দেখে হে মীনকেতু, একমাত্র বংশসেতু ;
ছিল প্রাণের বুকেতু, নাশিল হুরন্ত অরি ।
যাত্রাকালে মা আমারে, সঁপে দিয়েছেন কুমারে,
কি ব'লে জুড়া'বে তাঁরে, বিফল আর এ জীবন ধরি ॥ ৫৬৭

মনোমোহন বস্তু ।

[ভীষ্মের শরশয্যা ।]

ভৈরবী—পোস্তা ।

মরি বে প্রাণকুমার আমার, এ দশা তোর কে কবিল ।
এই বিশ্বমাঝে কোন্ পাষণ্ড ভীষ্ম-জননী নাম শুচাল ॥
জানিরে তোর ইচ্ছা-মরণ, এ দশা তোর কিশোর কারণ,
ওরে জীবন-ধন, দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি, কোন্ পাষণ্ড হরে নিল ।

দেখে বে তোর জীর্ণ দেহ, কার কি হলো না মোহ,

তোর মাতামহ জগদিষ্টে সেই ত্রীকৃষ্ণ,

বল দেখিরে কোথায় ছিল ॥ ৫৬৮ অজ্ঞাত ।

[অজ্ঞাত বাস ।]

সরস্বতী—টিমে তেতালা ।

রক্ষ রক্ষ আজ নারায়ণ ।

এ বিপদে কর পরিত্রাণ ॥

শুন ওহে দয়াময়, তুমি বিপন্ন আশ্রয়,

সকলি বটিছে হরি তোমারি মায়ায়,

কোন্ মহাপাপে নাথ কর এত বিড়ম্বন ।

তব নাম উচ্চারণ, করে বিগদে যে জন,
 তাহার মঙ্গল হয়, বেদের বচন—
 রবি তাতে ক্ষতি নাই, হাসাও না শক্রগণে ।
 কোথা হবো রাজ্যেশ্বর, কোথা শ্রুদেয়া কিঙ্করী,
 হইয়ে দুঃখেতে কাঁদি, দিবস শরীরী,
 তবু তব মনোবাঞ্ছা হ'ল না কি পূরণ ।
 কোথা রাজ্য স্থিতির, কোথা বীর বুকোদর,
 আসিয়ে দেখ হে তব দুর্গতি পত্নীর—
 মৃত্যুকালে বড় সাধ, দেখি পতি-স্মৃতিচরণ ॥ ৫৬৯
 যোগীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

[স্মৃতিভ্রম হরণ ।]

পিতৃ-কৃত্তি ।

এতক দিনের পরে আশা পূর্য্যব,
 সবে মিলি মোরা আনন্দে ভাসিব ।
 সখীর পাশে মোরা সকলে,
 নাগরে হেরিয়ে মন সাধে নয়ন জুড়াব ॥ ৫৭০
 অজ্ঞাত ।

পিতৃ ধান্যাজ্ঞ—খেয়ট ।

মোহন গুণমণি রতন হারে ।
 নবীন জীবন নবনলিনী, দিম্ব তুলিয়া তব করে ।
 রেখ সযতনে, এ সতী রতনে,
 সাজায়ে বনে বনহারে ॥ ৫৭১
 অজ্ঞাত ।

হরট মন্ডার—আড়াঠেকা ।

স্বমন্দ হিলোলে আজি প্রেমসমীর বহিল,
খেলিছে মালতী সনে হেরে নয়ন মোহিল ।
বিধাতা হইও সহায়, যেন হে লতিকায়,
ছিন্ন ভিন্ন নাহি করে, অনিল হয়ে প্রবল ॥ ৫৭২

অজ্ঞাত ।

খাদ্যাজ—কাওয়ালী ।

দিলাম বাঁধিয়ে কবরী ।
কিবা চাঁচর চিকুর শোভে মরি মরি ॥
নীলাশ্বর মাঝে যেন শরতের শশী,
তেমতি আননে তব শোভিছে সুন্দরি ।
আসিয়ে তোমারি পাশে ও গো জলেশ্বরী,
মোহিত হইবে নাথ হেরিয়ে মাধুরী ॥ ৫৭৩ অজ্ঞাত ।

পিলু-৭৬ ।

আজি গো সজনি তোমায় সাজাইব যতনে,
যেখানে যে শোভা পায় সেই সেই রতনে ।
বৈধে দিব কেশপাশ ও গো চন্দ্রবদনে,
অঞ্জন পরায়ে দিব সচঞ্চল নয়নে ।
পরাব চিকণ মালা গাঁথে নব প্রহুনে,
শোভা ছেরি রতিপতি পড়ে রবে চরণে ॥ ৫৭৪

অজ্ঞাত ।

[স্তোত্রপদীর বস্ত্রহরণ ।]

অয়্যয়ন্তি—একতালা ।

খেল না খেল না পাশা হে ধর্ম্ম রাজন,
পাশায় সর্ব্বস্ব হারি হইবে নিধন ।

সময় শুণে সব যাবে, ধন যাবে, মান যাবে,
শেষেতে কলঙ্ক হবে, আছে কপালের লিখন ।
নলরাজ্য দময়ন্তী, পাশাতে হয় কতই শান্তি,
রাজ্যধন সব গেল করে অরণ্যে ভ্রমণ ।
পাশাতে পড়িলে আড়ি, রাজ্যধন সব ছাড়ি,
হতে হবে বনচারি অতি থল তুর্ঘ্যোধন ॥ ৫৭৫

বিশ্বনাথ দে ।

গায় তৈয়বী—একতাল ।

আমি কেমন করে নারী হয়ে যাইব সভায় ।
কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায় ॥
একে আমি কুলনারী, ঘরের বাহির হ'তে নারি,
হায় কি করিলে হরি, ঘটালে ঘোর দায় ।
এই কপালে মোর ছিল, লজ্জা মান সব গেল,
বরঞ্চ মরণ ভাল, বুক ফাটি যায় ॥ ৫৭৬ ঐ

বারোয়া—ঠংরি ।

হরি দয়াময় ।
চিন্তে পাল্লি চিন্তামণি তবে কি বিপদ রয় ।
ভক্তাধীন নাম ধরে, ভক্ত ডাকলে রইতে নারে,
ভক্তিভাবে ছাওয়ায় হয়ে, নন্দের বাধা মাথায় বয় ।
বিশ্বনাথের এই বানী, সদায় ডাক চিন্তামণি,
জুড়াবে প্রাণী ;—
হরি হরি হরি ব'লে যেন আমার প্রাণ যায় ॥ ৫৭৭ ঐ

পৌরাণিক সঙ্গীত ।

[প্রহ্লাদের উক্তি ।]

ললিত—আড়খেমটা ।

কোথায় আছ নারায়ণ ।

অজ্ঞাঘাতে মরি প্রাণে রক্ষ বিপদভঞ্জন ॥

তোমা বিনে নাহি জানি, তুমি সবার অন্তর্ধামি,
ঘোর বিপদে পড়ে প্রভু ডাকি তোমায় অহুক্ষণ ॥

ডাকি আমি বার বার, রক্ষা কর গদাধর,

তুমি না রাখিলে মোরে, কে করে রক্ষণ ।

বিশ্বনাথের এই বাণী, ভয় কি প্রহ্লাদ গুণমণি,

তোমারে করিবে রক্ষা শ্রীমধুসূদন ॥ ৫৭৮

বিশ্বনাথ দে ।

পাহাড়ী—লোক ।

আয় আয় আয় গুটিগুটি চলি,

আয় আয় আয় ধবলী শ্রামলী,

ওরে গোলক ত্যজে আনুবে হরি ধরাতলে ।

হরি রাখ রাঙ্গা চরণকমলে, হরি হে হরি হে ;

ধেমু শুনরে ওই ভক্ত ডাকে হরি ব'লে ।

ভক্ত হৃদয় ভরি, শোন বাজিছে বাঁশরী,

ভাক্লে হরি রইতে নারি,

রাঙ্গা চরণকমল দেয় তারে,

প'ড়ে বিপদে, শুন ভক্ত ডাকে বারে বারে,

গুণ গুণ গুণ নুপুর গাজে, ভক্ত হৃদয়ে তার বাজে,

কাহ্ন বিভোর, দেখে নেহার, কাহ্ন চলে চলে চলে,
 ধনমালা দোলে গলে, কানাই প্রেমে ভাসে নয়নজলে ॥ ৫৭৯
 গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

[যবন কর্তৃক আক্রমণ সময়ে রাজপুতগণের উক্তি ।]

খিঁখিট—কাওয়ালী ।

আয় লো সজনি ত্যজি সুখ নিকেতন,
 চিতানলে চিতানল করি নিবারণ ।
 ঘটিল যে পরমাদ, পরাণে নাহিক সাধ,
 বিধাতা সাধিল বাদ, সুখ আশ অবসাদ,
 বিনা স্বাধীনতা ধন ;—
 চিতায় চিতের সাধ ফুরাল এখন ॥ ৫৮০
 কুঞ্জবিহারী বসু ।

[প্রতাপ সিংহ ।]

দিল্লু ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

দখ হে প্রতাপ সিংহ ক্ষত্রকুল ধুরন্ধর,
 তব নাম নিরবধি রবে ভারত ভিতর ।
 প্রবল সম্রাট ভয়ে, রাজগণ ভীত হয়ে,
 অনায়াসে যবন করে, দিল সবে রাজকর ।
 কিন্তু তুমি সে সময়ে, সামান্ত সামন্ত লয়ে,
 রহিলে অটল হয়ে, করিলে মহা সমর ।
 তব ভয়ে শশঙ্কিত, সর্বদা আকবর চিত,
 কৌশল করিয়া কত, তোমা বাধ্য করিবার ।

ভূগশয্যা করি সার, বনফল মূলাহার,
তথাপি অধীন হ'তে, নাহি হলে অগ্রসর ।
যতদিন রবে ক্ষিতি, তব এই যশ খ্যাতি,
ঘোষিবে পৃথিবীময়, ধন্য প্রেতা পবীরবর ॥ ৫৮১

অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য ।

হুয়ট খাখাজ—কাওয়ালী ।

কেন যোগীবেশে ভ্রম এ বিজন কাননে,
না জানি কোন্ অভাগিনী, কাঁদে তোমা বিহনে ।
কেন ধরিয়াছ ধনু, ক্রভঙ্গে ফুল-ধনুঃ
কটাক্ কুসুম-শরে, কেবা স্থির ভুবনে,
অধরে সুরধার রাশি, রেখছ কি গোপনে ।
অমর নগরবাসী তব প্রেম অভিলাষী,
চল হে হৃদয়ে ধ'রে লয়ে যাই যতনে,
নন্দন কানন মাঝে, সুরগণ সদনে ॥ ৫৮২

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

বেহাগ বিন্ধ্য—একতালা ।

রতন-আসনে রতন-ভূষণে যুগল রতন রাজে,
চরণে নুপুর, আছা কি মধুর, রুণুঝুঝু বুঝু বাজে ।
সবে আঁখি ভরি হেরিয়ে মাদুরী, প্রাণ ভরিয়ে বল হবি হবি,
সুমধুর তানে হরিগুণ গানে নাচিল মধুর সাজে ॥ ৫৮৩
রাজকৃষ্ণ রায় ।

খাখাজ—একতারা ।

একি হলো মম দেবর লক্ষণ,
 আনন্দে বিবাদ একি কুঘটন ।
 নৃত্য করে কেন দক্ষিণ নয়ন, কহ হে দেবর ইহার কারণ ।
 করি অমুমান, প্রভু ভগবান, পীড়িত হয়েছেন, হেন করি মন ॥
 কেন এলাম আজ বাণ্যীক নগরে,
 চল চল মোরা যাই গৃহে ফিরে,
 দেখে চিন্তামণি ওহে গুণমণি,
 আনুষো পুনর্বীর মুনি তপোবন ॥ ৫৮৪

অজ্ঞাত ।

টোড়ি মিল—একতারা ।

কোথা পঙ্কজমুখী, দুঃখিনী জানকী রহিল ।
 বুঝি এতদিনে সোণার কমল শুকাইল ॥
 আমা বিনে নাহি জানে, আছে কি জীবিত প্রাণে,
 আর তো জালা সহে না,
 অনলে পশিব, সাগরে ডুবিব, তাহে যদি যায় যাতনা ;
 করে হেন নিদারুণ ক্রটি, প্রাণের প্রাণ হরিল ॥ ৫৮৫

অঘোরনাথ পাঠক ।

চৈতন্য লীলা ।

[চৈতন্যের উক্তি ।]

খাখাজ মিশ্র—একতারা ।

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায় ।
 আমি ভবে একা, দাও হে দেখা,
 প্রাণসখা রাখ পায় ॥

কালশশী বাজালে বাঁশী, ছিলাম গৃহবাসী কল্পে উদাস,
কুল তাজে অকূলে ভাসি,
অদ্বিহারী কোথায় হরি, পিপাসী প্রাণ তোমায় চায় ॥ ৫৮৩
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

—
রঙ্গল মিশ্রিত—একতাল ।

রাধা বই আর নাইক আমার,
রাধা বলে বাজাই বাঁশী ।
মানের দায়ে লেজে যোগী, মেখেছি গায় ভস্মরাশি ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে, রাধানাম বেড়াই সেখে,
যে মুখে বলে রাধা, তারে বড় ভালবাসি ॥ ৫৮৭ ঐ

—
খাওয়াজ মিশ্রিত—৪৭ ।

বাঁকা হ'য়ে দেখা দিয়ে কোথায় সুকালে ।
প্রাণ মন কেন মজালে ॥
সাধে কি কাননে আসি, কেটেছে বাজালে বাঁশী,
ছলে ভুলাইয়ে প্রাণ, অকূল মাঝে ভাসালে ॥ ৫৮৮ ঐ

—
কাঙ্কি বারোয়া—একতাল ।

অপার হরিনামের মহিমা ।
প্রাণ কর নীন্তল, বোল হরি বোল,
মুচবে মনের কালিমা ॥
হরিনামের রসে পাষণ গলে.

আয় ডাকি আয় হরি ব'লে,
 হরি ব'লে ভবে যাই চলে ;—
 হরি হৃদয় মাঝে উদয় হবে,
 হরি প্রেমের নাই সীমা ॥ ৫৮৯ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

মূলতানী—জলৎ একতালা ।

প্রাণ গা রে ! মন গা রে !
 নিখিল ভুবন, ভাবে মগন, হইয়ে ভাবে ধারে ।
 প্রাণায়াম রামনাম, গা রসনা অবিরাম,
 ধরাধাম নগ্নধাম পাবি একধারে ।
 জলন্ত মরুভূ-মাঝে তিজিবে সুধাধারে ॥ ৫৯০
 রাজকৃষ্ণ রায় ।

ভৈরবী—দাদরা ।

রাম নামের প্রেম বল্‌বো কত,
 রামের প্রেমে ত্রিলোক বাঁচে ।
 যে রাম বলে বাহু ছুঁলে, সেই যেতে পারে রামের কাছে ।
 (আমার) হৃদয় মাঝে রাম বিরাজে,
 বীরের সাজে ধনুকধারী,
 বীরের সাজ নয় প্রেমের সাজ
 প্রেমরূপ রাম বলে আছে ॥ ৫৯১ ঐ

বিশ্বমঙ্গল ।

টোড়ি তৈরবী—একতালা ।

চল তাঁরে, সবে মিলে করি দরশন ।
 ভাবতে বিভোর হয়ে, প্রেমে প্রাণ মজাইয়ে,
 যে জন আসিছে ধৈর্যে, সেই মহাজন ।
 তাঁহারি করুণা বলে, ভব পারে যা'ব চলে,
 গুরু দেখাইল পথ (দিয়ে) নূতন নয়ন ॥ ৫৯২

শরচ্চন্দ্র সবকার ।

পাষণের ভার নয়রে গুরু,
 পাপের ভারই গুরু অতি ।
 পাপকে আমি ডরাই বড়,
 শিলায় আমার কিসের ক্ষতি ।
 তিল পরিমাণ পাপের ভার,
 বইতে পারে সাধ্য কার,
 জগৎ কোটি অনেক লবু, তুচ্ছ পাষণ রতি রতি ॥
 কোথায় হরি দাও হে দেখা,
 পাপের গিরি মাথায় রাখা,

সাধ্যাতীত মোর,

পায়ে ঠেলে দাও হে ফেলে পাপের পাষণ পানীর গতি ॥ ৫৯৩

রাজকৃষ্ণ রায় ।

সাওন রিঙ্গ—একতালা ।

দিয়ে করতালি, এস হরি বলি, হরিনাম করি গান,
 কাল হরি আর হরি ব'লে, শীতল করি তাপিত প্রাণ ।

অলসে দিন ব'য়ে যায়, প্রেমের হরিনাম বলি আই,
রান্ধা পায় সঁপি মন কায় ;

সুধায় ভাসি, দিবানিশি, সুখে সুধা করিপান ॥ ৫৯৪

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

হরি বল্ হরি বল্ হরি বল্ মন ।

ছাড় মোহ মায়া অম ছায়া সংসার স্বপন ॥

(একবার হরি বল বলরে !)

আয় ভক্তি ভরে, উঠেঃস্বরে,

করি হরি সঙ্কীর্তন ॥

(ওরে নেচে নেচে রে)

আমরা প্রেম ভিখারী প্রেমের হরি,

করে প্রেম বিতরণ ॥ ৫৯৫

বাজকৃষ্ণ রায় ।

বিহঙ্গড়া—জলন একতাল ।

তুলি যাতি যুতি মালা গাঁথিব নই ।

মল্লিকা মালতী, তারকা জিনি ভাতি,

তুলি বেলা, গাঁথি মালা,

দিব প্রেমভরে প্রেমময়ী ।

পাকুলে বকুলে, অঞ্চল ভরি ফুলে,

যতনে বাঁধিয়া দিব বেণী ।

চম্পক টগর, পরিমল তরতর,

সারি সারি ফুল নলিনী ।

হাসে ফুল ফুল ফুল বাস অবচই ॥ ৫৯৬

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

খাখার—একতারা ।

ধীরি ধীরি বয় মৃদল বায়,
ধীরি ধীরি ফুল হুলিছে তায়,
হাসিয়ে হাসিয়ে লতার গায় ।
ভুরু ভুরু উড়ে ফুলের বাস,
কোকিল বসিয়ে কোকিল পাশ,
হরিগুণ গান হরিবে গায় ।

ছোট ছোট ফুল হাসিয়ে, গলে গল রাখি হুলিয়ে,
চুপি চুপি হরি বলিয়ে, কোট কোট চোখে চায় ॥ ৫৯৭
রাজকুমার রায় ।

আলেয়।—৫৭ ।

চর্মচক্ষে রামকে দেখে কি ফল পাব ওহে ভাই ।
যাচ্ছি মনে করে আশা যদি জ্ঞান-নেত্রে পাই ॥
শুনেছি রাম গুণনিধি, হরেন পাশ্চীর পাপজলধি,
আছে আশা সেই অবধি, আমি পাপে পূর্ণ ভাই ॥
হারিয়েছি চর্মচক্ষু, তাহে আমার নাহি হুঃখ,
পাছে আবার জ্ঞান চক্ষু, ভবে এনে হারিয়ে যাই ॥
এ ভবের বাজাবে ভাই, কেবল গোল শুনিতে পাই,
কেহতো শুনিতে নাই, তাই রামের কাছে যাই ॥
হৃদয় চক্ষু হারাই পাছে, ঐ ভয় অন্তরে আছে,
এবার তো হারালেম মিছে, সে পক্ষের সদল চাই ॥ ৫৯৮
হরিপ্রসাদ দেবশাস্ত্রী ।

কালেন্দ্রা—কাওয়ালী ।

কে তায় সাজাবে জটাধারী,
 সোণার অঙ্গে পরিবে বাকল আমরি মরি ।
 যে রামের পদ-সরোজে, কুশাকুর ফুটলে বাজে ।
 বন মাঝে তার কি যাওয়া সাজে,
 ছি ছি এমন কথা আর বলিস্নে নির্ভুরা নারী ॥
 মরি মরি প্রাণ কাঁদে, যে বিধি করিল চাঁদে,
 রাহুর আহ্বার সেই বিধি বাদ সাধে,
 আমি মরিলে দিন্ রামকে বনে তোর পায়ে ধরি ॥ ৫৯৯

— হরিপ্রসাদ দেবশর্মা ।

[ছন্দস্ত সভায় শকুন্তলার উক্তি ।]

(যখন ছন্দস্ত শকুন্তলাকে চিনিলেন না)

সখি বিজ্ঞনোরে * যাই ।

বাসন্তি কোকিল সনে, মিলাইয়ে লয় তানে,

করিব সঙ্গীত আমি শুনিব তাহাই ;

কি কাজ লো রাজসভায় ?

বিজ্ঞনোরে যাই ।

উষায় মুরলী লয়ে, যুমন্ত সে প্রকৃতিরে,

জাগাব যমুনাতীরে গাইয়ে সদাই ;

কি কাজ লো রাজস্বখে ?

বিজ্ঞনোরে যাই ।

হলে হলে আশে পাশে, শরতে পদ্মিনী হেসে,

* বিজ্ঞনোর—শকুন্তলার অর্থগ্রাম ।

নাচিবে, নাচাবে জলে চল চল গাই ;

কি কাজ নগরে ? গ্রামে

বিজ্ঞনোরে যাই ।

চাঁদমুখ নিরখিয়ে, তপোবন ঘরে গিয়ে

নাচাব হরিণী লয়ে মৃদুল নাচাই' ;

কি কাজ লো রণতালে ?

বিজ্ঞনোরে যাই ।

ফুটিলে মল্লিকা ফুল, করিব কাণের ছল,

বকুলের কণ্ঠহার পরিব সদাই ;

কি কাজ রাজ আভরণে ?

বিজ্ঞনোরে যাই ।

গোলাপ সীমস্তে দিব, যুথির বলয় পরি,

মালতী কঙ্কন হবে পরিব তাহাই ;

কি কাজ কনকে মম ?

বিজ্ঞনোরে যাই ।

চাপার মেখলা করি, পরিব লো কোটিদেশে

সাজিব বনের মেয়ে, আছিলো যা তাই ;

কি কাজ রাণীর বেশে ?

বিজ্ঞনোরে যাই । ৬০০

— কামিনীকুমার দত্ত ।

বেহাগ—একতাল ।

(ও তাই) ভাবিয়ে মনে,

বিধি কি এমন হবেন সদয় প্রেমসী বিরহ সঙ্গাপিত জনে ।

এরে শিশুদয় মম অবয়ব, আনকী কুমার হয় অল্পভব,
 কিছু মনে কত হতেছে উদ্ভব শস্তব তা হবে কেমনে ।
 বয়ে রাজ্য ভার তুঘিতে প্রজায়, উহ মরি বসুতে বিদরে স্বদয়,
 পঞ্চমাস গর্ভা বিনা দোষে হয় ! প্রিয়াকে দিয়াছি বনে ।
 ভারতে এমন কেবা আছে আর, মমতুল্য করে নৃশংস আচার,
 অভিমানে বুঝি প্রেয়সী আমার জীবন ত্যজেছেন কাননে ॥

৬০১ অজ্ঞাত ।

ডুপালী—কাওয়ালী ।

উপায় কি করিব এখন ।
 সংসপ্তকগণ সহ, অর্জুন করে বিগ্রহ,
 জোগ করি চক্রবুহ নাশে সৈন্তগণ ।
 রুকোদর আদি বীরে, বাহ প্রবেশিতে নারে,
 আছে দ্বার রুদ্ধ করে সিদ্ধুর নন্দন ।
 যদি কেহ ধনুর্ধর, পার শঙ্কটে উদ্ধার,
 করি রিপু দর্প চুর করিয়ে প্রধান ॥ ৬০২

মতিলাল মুখোপাধ্যায় ।

[ভরষাঙ্গ মুনির উক্তি ।]

হরট মল্লার—আড়ম্বলি ।

অশান ভবনে ভব বীর ভাবে ;
 পাব ভবের ধন সে রাখবে ।
 হবে দীনের প্রতি দীননাথের দয়া,
 এ দীনের কি সে দিন হবে ।

আমি অতি দীন হীন নিরাশ্রয়,
 করবেন কিহে আমার আশ্রয়ে আশ্রয়,
 দিবেন পদাশ্রয়, সেই গুণাশ্রয়, জীচরণ পন্নবে ।
 বন যাত্রা কালে একদিন মম ধাম,
 এসেছিলেন অশেষ গুণের গুণধাম,
 আরবার দয়া করে আসবেন কি সে রাম,
 এত দয়া কি সম্ভবে ।
 তবে যদি হেতু নিগুণে মিত্তার,
 সগুণে গুণ-সিদ্ধ অবতার,
 দাশরথী বিনে দাশরথীর ভার গ্রহণ কে করে তবে ॥ ৬০৩

দাশরথী রায় ।

[বাঙ্গালীকির অধেষণ ।]

হরট মল্লার—একতালা ।

ওরে লব কোথা লুকালি ।
 জানকী-কুমার জীবন আমার জীবন বুঝি হারালি ॥
 তোরে এ সে নয়নে না হেরিয়ে সীতে,
 নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে,
 জীবন নাশিতে জলে প্রবেশিতে যাবে মনদুঃখে জলি ।
 একে হয় না সীতের শোক সম্বরণ, নিরপরাধে সে নীরদ বরণ,
 পঞ্চমাস গর্ভে দিয়াছেন বন, শোকে সোণার অঙ্গ কালী ।
 দৃষ্টিহীন জনের যষ্টিরে যেমন, তেমতিরে তুই জানকীর সবে ধন,
 আর আছে কি ধন কিলের সম্বরণ, করিব লব কি বলি ।
 (ওরে) হৃৎপোষ্য তুমি কোমল অতিশয়,
 তপনের তাপ তোরে নাহি ময়,

তাবন তাজে কোন্ বন মাঝে কি খেলা খেলাতে গেলি ।
বনে বনে তোর না পেয়ে সন্ধান, হ'লরে আমার হত ধ্যান জ্ঞান,
মন্দিরে আবার হরিন্দুত আমার, হরিশাধন ভুলানি ॥ ৬০৪

দাশরথী রায় ।

[সতীদেহ ত্যাগ সংবাদ শ্রবণে শিবের বিলাপ ।]

ললিত ঝিঝিট—রাগতাল ।

নন্দিরে কার মায়ায় বন্দী হয়ে থাকি এ মন্দিরে ।
মহামায়ায় হারালেম কার মায়ায় হয়ে বন্দীরে ॥
দক্ষালয়ে গিয়েছিলি, ভূইত সতীর সঙ্গে ছিলি,
(নন্দিরে) প্রাণ ত্যজিতে কেন দিলি আমার প্রাণের উমারে ।

আমি ঈশান সন্ন্যাসী, সতত শ্মশানবাসী,
বাস বাসে ভাল না বাসি বাসনা হয় অন্তরে ।
তবে গৃহে বসতি করি সতী ভার্য্যারই মায়ায়,
হৃদ বসতি ছেড়ে আমার সে সতী আজ রইল কোথায়,
মিছে মায়ায় কেউ কারো নয় নন্দি দেখ মনে করে ॥ ৬০৫

দাশরথী রায় ।

[শুভক চণ্ডালের উক্তি ।]

বনে গেলিনে বলেরে ভাই ভেবে ছিলাম আমি চিতে ।
দীনকে বুঝি ভুলে গেছ দিন পেয়েরে রামা মিতে ॥
আমারে অগণ্য করে, অস্ত্র পথে গেলে পরে,
ত্যজিতাম রে প্রাণবাণ দান করে হৃদয় পরে,
নতুবা জীবনে যেতেম জীবন সঁপিতে ॥
আশা দিয়ে গেলি যে কালে, আস্ব বলে আশা কালে,
সে আসার আসাতে আছি আশা পথ চেয়ে ;

সতত নবঘন রূপ আগিছে মম অন্তরে,
গগণে হেরি নবঘন 'ক্ষণ ক্ষণ নয়ন বোরে',
ভালবাসিরে মিতে তোরে জীবন সহিতে ॥ ৬০৬

দাশরথী বায় ।

যোগিনী ভায়রে!—বৎ ।

উমা যাও কি মা হরের নিবাসে ।
এলে গিরিপুরে, তিন দিনের তরে, ছিলাম আমি মনের উল্লাসে ।
তোমায় নিতে উমা শশি, আজ বিজয়া উদয় আসি,
পুরবাসী নয়ন জলে ভাসে ।
মা এ হৃথ কি জানে অস্ত্রে, তুমি মোর অন্তর্গণে,
তোমাকে তিন দিনের জন্তে এনে এ বাসে ।
না পূরে মা মন সাধ, সাধ পূরাতে এ বিষাদ,
পূরে কেবল শিবের সাধ শেষে ।
হৃথিনীর মুখ চেয়ে, আর হৃথিন রও হিমালয়ে,
এবার শিবকে ব'লে ক'য়ে পাঠাও কৈলাসে ।
অভাগিনীর কপাল গুণে, এসেন জামাই দিন গুণে,
পাষণ গুণে বাঁচি প্রাণে শেষে ।
(আমি) মৈনাকের শোকে জরা, তুমি মেয়ে হৃথপাসরা,
তোমায় পেয়ে হই মা হারা কপালের দোষে ।
চেয়ে দেখ্‌গো ওমা তারা, অচল গিরি পড়ে ধরা,
তারা ব'লে নয়ন জলে ভাসে ॥ ৬০৭

ত্রিকান্ত শর্ম্মা ।

নিমাই সন্ন্যাস ।

দেশ মিশ্রিত—৪৭ ।

একাধারে রাধাকৃষ্ণ বিরাজে ।

শ্রাম সেজে কাঁদালে রাধা, কাঁদ হে গৌর সাজে ।

দাখরে প্রেমের খেলা মন আমার,

অনন্দে ভাসল ধরা এল গোঁড়ের চাঁদ,

মন মজালে মোহনবেশে, পাত্লে প্রেমের ফাঁদ ।

হরিনাম রটল রে দেশে,

প্রেম বিলাবে প্রেমনারীয়ে ভেসে,

পাবে সুখা প্রাণ পদ-রাজিব রাজে,

দাঁড়া'বে বাঁকা হ'য়ে স্বদয় মাঝে,

দাখরে প্রেমের খেলা মন আমার ॥ ৬০৮

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

বিভাস—একতাল ।

কাঁহা মেরি বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মাই ।

কাঁহা মেরা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই ॥

কাঁহা মেরি ধবলী, শ্রামলী, কাঁহা মেরি মোহন মুরলী,

শ্রীদাম শুদাম রাখালগণ, কাঁহা মে পাই ।

কাঁহা মেরা যমুনা তট, কাঁহা মেরা বংশীবট,

কাঁহা গোপনারী, মেরি, কাঁহা হামারি রাই ॥ ৬০৯ ঐ

বিভাস—কাওয়ালী ।

রাই কাল ভালবাসে না ।

কাল দেখে বলেছিল কুঞ্জে যেন এসে না ।

রূপের বড় গরব করে রাই,
 দেখবো এবার মন যদি তার পাই,
 এবার গোঁড়ের হ'য়ে ধরবো পায়ে, আরত কাল রব না।
 বড় অভিমানী রাই, বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই।
 যোগীবেশে ফিরবো দেশে, ঘরে ত মন বসে না ॥ ৬১০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

টোরা তৈরবী—একতালা ।

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র, জয় জয় ভব-তারণ ।
 অনাথ ত্রাণ জীব প্রাণ ভীত ভয়-বারণ ॥
 যুগে যুগে রঙ্গ, নব লীলা নব অঙ্গ,
 নব রতঙ্গ, নব প্রসঙ্গ, ধরা ভার-ধারণ ।
 তাপহারী প্রেমবারি বিতর রাস-রস-বিহারী,
 দীন আশ কলুষ নাশ, ফুট ত্রাস কারণ ॥ ৬১১ ঐ

বিতাস মিশ্রিত—একতালা ।

আমরা রাখাল বালক মাঠে খেছু চরাই ।
 যিহে পেয়েছে খেতে দে মাই ॥
 নেচে নেচে খেলি গোঠে মাঠে,
 বেধু বাজাই মোরা হাটে ঘাটে,
 তোরা ভিক্ষা দিবি মাগো এসেছি তাই ।
 দেনা মা যা দিবি আদর কোরে,
 আদর কোরে দিলে মনে ধরে,
 দেরি কোর না মা মোরা খেলিতে যাই ॥ ৬১২ ঐ

বারোয়া মিলিত—একতালা ।

দেগো ভিক্ষা দে ।

আমি নূতন যোগী কিরি কেঁদে কেঁদে ॥

ওমা ব্রজবাসী, তোদের ভালবাসি ;

ওগো তাইত আসি দেখ মা উপবাসী,

দেখ মা ধারে যোগী, বলে রাধে রাধে ॥

বেলা গেল যেতে হবে ফিরে,

একাকী থাকি মা যমুনা তীরে,

আঁধিনীর মিশে নীরে,

চলে ধীরে ধীরে ধারা মুছনাদে ॥ ৬১৩

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

হরট মিলিত—একতালা ।

চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নম বামন-রূপধারী ।

গোপীগণ মনোমোহন, মঞ্জু-কুঞ্জ-চারী,

জয় রাধে জীরাধে ॥

ব্রজবালক সঙ্গ, মদন-মান-ভঙ্গ,

উন্মাদিনী ব্রজ-কামিনী, উন্মাদ রতঙ্গ,

দৈত্য-ছলন, নারায়ণ, সুরগণ ভয়হারী ;

ব্রজবিহারী, গোপনারী মান-ভিখারী ।

জয় রাধে জীরাধে ॥ ৬১৪

ঐ

টোরা তৈরবী—একতালা ।

আর যুমাওনা মন ।

মায়া ঘোরে কত দিন হবে অচেতন ॥

কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে,
 চাহরে নয়ন মেলে, ত্যজ কুস্বপন ।
 রয়েছে অনিত্য ধ্যানে, নিত্যানন্দে হের প্রাণে,
 তম পরিহরি হের অরুণ তপন ॥ ৬১৫ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

ভৈরবী মিশ্রিত—একতালা ।

আমি প্রেমের ভিখারী, কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায় ।
 কে প্রেমের মাতাল, কে প্রেম ঢেলে দেয়,
 যে যত চায় তত পায় ॥
 প্রাণে প্রাণে শুনে কথা, তাইত আমি এলেম হেথা,
 আমি দেশে দেশে, বেড়াই ভেসে,
 ঠেকে গেছি প্রেমের দায় ॥ ৬১৬ ঐ

সুরট মিশ্রিত—একতালা ।

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সহী ।
 দেরে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে,
 রাখা জানে কি গো কৃষ্ণ বই ॥
 ছি ছি ক'রে মান সখি মরি মরি,
 এলো, কোথা গেল এনে দেলো হরি,
 আমার কালাচাঁদ, প্রাণের প্রাণের সাধ,
 সই কি জান না কৃষ্ণ আন না,
 বলো বলো তারে রাখে প্রাণে মরে,
 কালা বিনা রইতে পারি কই ॥ ৬১৭ ঐ

সিদ্ধ বাবাজ—ভিমে তেতাল।

এল কৃষ্ণ এল ওই বাজে লো বাঁশরী ।

সুখে শুক শারী, মুখোমুখী করি,

হের নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী ॥

মত্ত ভূজ ধায়, সুখে পিক গায়,

হের কুঞ্জবন সুখে ভেঙ্গে যায়,

রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,

বাঁশী ডাকে তোরে, উঠলো কিশোরী ॥ ৬১৮

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

তৈরো মিজিত—একতাল।

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়,

প্রেমের জুয়ার বয়ে যায় ।

বহিছেরে প্রেম শত ধারে, যে যত চায় তত পায় ॥

প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি,

রাধার প্রেমে বলরে হরি ;

প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম-তরঙ্গে প্রাণ নাচায়,

রাধার প্রেমে হরি বলি আয় ॥ ৬১৯ ঐ

তৈরো মিজিত—একতাল।

প্রাণভরে জ্বায় হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই ।

মেরেছ বেশ করেছ, হরি ব'লে নাচ ভাই ॥

বলরে হক্কি বোল, প্রেমিক হরি প্রেম দিবে কোল,

তোলরে তোল হরি নামের রোল ;

পাণনি প্রেমের সাধ, ওরে হরি ব'লে কাঁদ,
 হেরবি জন্ম চাঁদ ;
 ওরে প্রেমের তোদের নাম বিলাব,
 প্রেমে নিতাই ডাকে তাই ॥ ৬২০

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

মঙ্গল মিশ্রিত—একতালা ।

এমন সুধার হরি নাম হরি বল না ।
 সাধের পণে কিন্‌বি হরি, সাধ কেন তোর হ'ল না ॥
 পাশ্বে তাপ্শ্ব নাইক রে বিচার,
 হরি ডাকলে পরে তার,
 করুণার তুলনা নাই আর ;
 নামে হও মাতুরা, মিছে মদে ভুলনা ॥ ৬২১ ঐ

পঞ্চম অধ্যায় ।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত ।

উপদেশ সূচক ।

ইমন—আড়াঠেকা ।

ভুল না নিবাদ কাল, পাতিয়াছে কৰ্ম্মজাল,
সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ ।

দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কৰ্ম্ম-তরু-ফল,
গরলময় কেবল দেখিতে সুরঙ্গ ॥

কুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন ।

নিত্যসুখ-জ্ঞানারণ্যে করহ গমন ॥

সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাস্ত্র ফলচয়,

পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহঙ্গ ॥ ৬২২

— রাজা রামমোহন রায় ।

ইমন কলাপ—তেওট ।

ভাব সেই একে ।

জলে স্থলে শূন্তে যে সমান ভাবে থাকে ।

যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁকে ।

তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং,

তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,

বিদ্যাম দেবং ভুবনেশমীড়্যং ॥ ৬২৩ ঐ

সাহাবা—ধাৰাল ।

ভয় করিলে ষাঁ'রে না থাকে অন্তের ভয় ।
 ষাঁহাতে করিলে শ্রীতি জগতের প্রিয় হয় ॥
 অড়মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়,
 সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়,
 কিন্তু ভূমি কুল তাঁ'রে এতো ভাল নয় ॥ ৬২৪

— রাজা রামমোহন রায় ।

মন এ কি জাষ্টি তোমার ।

আবাহন বিসর্জন বল কর কার ॥

যে বিভু সৰ্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাঁকে,
 ভূমি কে বা জ্ঞান কাকে, এ কি চমৎকার ।
 অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে,
 ইহ তিষ্ঠ বল তাঁ'রে এ কি অবিচার ।
 এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব,
 তাঁ'রে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব ষাঁহার ॥ ৬২৫ ঐ

বেহাগ—কাওয়ালী ।

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল-কারণ,
 বিভু বিশ্বনিকেতন ।
 বিকার-বিহীন, কাম-ক্রোধ-হীন
 নির্কিণ্ণেয় সনাতন ।
 অনাদি অক্ষয়, পূর্ণ পরাৎপর,
 অন্তরাত্মা অগোচর ।

সৰ্বশক্তিমান, সৰ্বত্র সমান,
 ব্যাপ্ত সৰ্ব চরাচর ।
 অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়,
 একমাত্র নিরাময় ।
 উপমা-রহিত, সৰ্বজনহিত,
 ক্রব সত্য সৰ্বাশ্রয় ।
 সৰ্বজ্ঞ নিষ্কল, বিমুক্ত নিশ্চল,
 পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ ।
 অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা,
 সৰ্বসাক্ষী অবিনাশ ।
 নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন,
 ভ্রমেণ নিয়মে য়ার ।
 জলবিন্দু'পরি, শিল্পকার্য্য করি,
 দেন রূপ চমৎকার ।
 পশুপক্ষী নানা, জন্তু অগণনা,
 য়াহার রচনা হয় ।
 স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম,
 সেই ভাবে সব রয় ।
 আহার উদরে, দেন সবাকারে,
 জীবের জীবনদাতা ।
 রস-রক্ত-স্থানে, হৃদয় দেন স্তনে,
 পানহেতু বিশ্বপাতা ।
 জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার-প্রসঙ্গ,
 হয় য়ার নিয়মেতে ।

সেই পরাংপর, তাঁরে নিরন্তর,
ভাব মনে বিধিমতে ॥ ৬২৬

— রাজা রামমোহন রায় ।

ইমন কলাপ—খামাল ।

শাস্ত্রতমভয়মশোকমদেহং ।

পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং ॥

চিন্তয় শাস্ত্রমতে পরমেশং ।

স্বীকৃত তত্ত্ববিদ্যামুপদেশং ॥

দিনকরশিশিরকরাবতিযাতঃ ।

যন্ত ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ ॥

ভবতি ততোজগতোস্ত বিকাশঃ ।

স্থিতিবপি পুনরিহ তস্ত বিনাশঃ ॥

যদমুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ ।

ভবতিপুনর্নুচামধিরোহঃ ॥

যোন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং ।

জগতি পরঃ শরণঃ শরণানাং ॥ ৬২৭ ঐ

— বেহাগ—কাওয়ালী ।

শুন তো ভ্রাস্ত অশাস্ত মন ।

দিন তো মিছা গেল ব'য়ে !

ইন্দ্রিয় দশ, হ'তেছে অবশ,

ক্রমেতে দিবস যায় কুরা'য়ে ।

এ কি অল্পচিত্ত সত্যে নাহি প্রীত,

বিষয়ে মোহিত র'য়েছ হ'য়ে ।

সেই পরাংপর, ব্যাপ্ত চরাচর,
 তাঁহ'তে অন্তর, আছ ভাবিয়ে ।
 সৃজন-কারণ, জীবের জীবন,
 তিনি এক হ'ন, দেখ বুঝিয়ে ।
 শ্রবণ মনন, কর সর্বক্ষণ,
 আত্মপরায়ণ, থাক রে হয়ে ॥ ৬২৮

নীলমণি ঘোষ ।

—
 আড়ানা বাহার—আড়াঠেকা ।

কেমনে হ'বে পার সংসার-পারাবার,
 বিনা জ্ঞান-তরঙ্গী বিবেক-কর্ণধার ।
 শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ-কলস,
 কর্ষণে সদা বাঁধা কঠেতে তোমার ।
 ঘোরতর মায়া-তম, আশা-পবন বিষম
 প্রবৃত্তি-তরঙ্গ রঙ্গে উঠে বারে বার ।
 নানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তা'রা,
 কাম ক্রোধ লোভ জলচর ছুনিবার ॥ ৬২৯
 কৃষ্ণমোহন মজুমদার ।

—
 মালকোষ—আড়াঠেকা ।

ওহে পথিক মন, কোথায় কর গমন,
 নিবাসে নিরাশ হ'য়ে প্রবাসে কেন ভ্রমণ ।

যে দেখে ইঞ্জিয়-গ্রাম, এ নহে স্বকীয় গ্রাম,
 আত্মতত্ত্ব-নিজগ্রাম, কর তা'র অন্বেষণ ।
 পঞ্চভূতময় দেশে, বড় ভূতের উপদেশে,
 ভ্রম কেন অল্পদেশে, দেশে ঘেষ কি কারণ ॥ ৬৩০
 নীলরতন হালদার ।

প্রাতঃকাল ।

ললিত—টিমা ভেতলা ।

অচিন্ত্য-রচনা বিশ্ব যেই করিল রচনা ।
 কি ভুলে ভুলিয়ে মন বারেক তাঁরে ভাব না ।
 জলে স্থলে শূন্যে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি,
 বাঁ হ'তে হ'তেছে এই সংসার কল্পনা ॥ ৬৩১
 কালীনামাথ রায় ।

বেহাগ—একতালা ।

পর নিন্দা পরস্পীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না ।
 বারংবার পাপাচারে পাইবে ঘোর যাতনা ॥
 তমোগুণাক্রান্ত মতি, পরদেবে ঈষ্ট অতি,
 লক্ষ্য কর আত্ম প্রতি, কুটিলতা ত্যজ না ।
 জ্ঞান কর উদ্দীপন, ধর্ম কর্ম আভরণ,
 সফল হ'বে জীবন, যুচিবে মনোবেদনা ।
 আত্মাকে পবিত্র করি, অহঙ্কার পরিহারি,
 সত্যের সহায় ধরি, কর ব্রহ্ম-উপাসনা ॥ ৬৩২

নিমাইচরণ মিত্র ।

সায়ংকাল ।

কেনারা—মনে মনো ।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অশীর রোসনা ।

অনিত্য যে দেহ মন পে' ? কে জান না ॥

শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বাণ, রাস রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, আপনি ভাবিলে না ।এ কারণে বলি শুন, তাজ রক্তমোক্ষণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি হবে না ॥ ৬৩৩

ভৈরবচন্দ্র দত্ত ।

কেনারা—চৌতাল ।

যোগী জাগে ভোগী রোগী কোথায় জাগে ।

ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রসগান,

প্রীতি ব্রহ্মে ধীর সেই জাগে ।

ধন্ত সাধু স্বধী সেই, যে আপন মন-আসনে,

রাখিতে তাঁ'রে পারে ।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, পাপত্যাগ, জাহ্নবী সত্য কমা দয়া

ধাঁ'র তাঁ'র লাভ ব্রহ্মধাম ॥ ৬৩৪

হর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বেহাগ—খামাল ।

অমৃত ধনে কে জানে রে কে জান রে ;

প্রথর বুদ্ধি না পে'য়ে আসে কিরে,

তিনি হে অকিঞ্চন-গুরু ।

ব্যাকুল অন্তরে, চাহ রে তাঁহারে,

প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে ;

প্রেমদাতা আছেন কোন্‌ ড় প্রসারি

যে জন যায় নারি, ফেরে ॥ ৬৩৫

শে, — সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

অম্বুদে—আড়াঠেকা ।

কেন ভোল, রসুদে,

—হুল না চিরসুদে ।

খন প্রাণ মান সক, ঐ বাঁহ'তে,

এমন সুদে কেন ভোল ।

ধেক না ধেক না তাঁহ'তে অন্তর,

তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শাস্তি বল ;

চিরজীবনসখা চির-সহায়ে,

করুণা-নিলয়ে কেন ভোল ॥ ৬৩৬

বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

জয়জয়ন্তী—চৌতাল ।

জননী-সমান করেন পালন,

সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে ।

মাতার স্বদয়ে, দিলেন স্নেহ-নীর,

দুঃস্বপ্ন বলন মাতার স্তনে ।

পান্নি তাপী সাধু অসাধু,

দিবেন সবারে মঙ্গল-ছায়া ;

কে বা জানে কত সুখ-রহু দিবেন মাতা,

ল'য়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে ॥ ৬৩৭

— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

হয়ট যম্মার—একতালা ।

মন চল নিজ নিকেতনে ।

সংসার-বিদেশে, বিদেশীর বেশে,

ভ্রম কেন অকারণে ?

বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ,

সব তোর পর কেহ নয় আপন,

পর-প্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন,

ভুলি'ছ আপন জনে ?

সত্য পথে মন কর আরোহণ,

প্রেমের আলো জালি চল অহুঙ্কণ,

সঙ্গেতে সখ্য রাখ পুণাধন,

গোপনে অতি যতনে ;

লোভ মোহ আদি পথে দৃশ্যগণ,

পথিকের করে সর্বস্ব মোষণ,

পরম যতনে রাখ রে প্রহরী,

শম দম দুই জনে ।

সাধুসঙ্গ নামে আছে পাহুধাম,

শাস্তি হ'লে তথায় করিবে বিশ্রাম,

পথভ্রাস্ত হলে স্নুধাইবে পথ,

সে পাহুনিবাসীগণে ;

যদি দেখ পথে ভয়ের আকার,

প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,

সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ,

শমন ডরে য়ার শাসনে ॥ ৬৩৮

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ।

অরুণস্বামী—আড়া ।

দয়ার সাগর পিতা করুণানিধান ;
 ভুল না তাঁহারে মন ভুল না কখন ।
 রোগ শোক পাপ হুঃখে, তিনি হে থাকেন সমুখে,
 ছাড়িয়ে দুর্বল স্রুতে, নাহি করেন গমন ।
 হৃদয়-কপাট খুলি, ডাক তাঁ'রে পিতা বলি,
 দাও প্রীতির অঞ্জলি, কর দরশন ॥ ৬৩৯

— বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ।

গৌড়সারঙ্গ—আড়াঠেকা ।

ভুলো না ভুলো না,
 প্রাণস্বারে ভুলো না, যাতনা রবে না ।
 ধীর প্রেমে-মুখচ্ছবি, আকাশে প্রকাশে রবি,
 সুধাধার জ্যোৎস্না ।
 কতবার প্রেমভরে, দাঁড়া'য়ে হৃদয়ধারে,
 ডাকি'ছেন তোমারে স্বমধুর স্বরে ;
 কেমন পাষণ মন, কেমন কঠিন প্রাণ,
 শুনিয়েও শুন না ॥ ৬৪০

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ।

বাঁশাল—একতাল ।

মরি কি স্রুতের সযত্ন ! যিনি মহান্ অনন্ত,
 দেখেন পুত্রভাবে, মলিন মানবে,
 ভাবিলে হৃদয় হয় পুলকিত ।

অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হ'য়ে,
 ক্ষুদ্রকীট-জীবে দেখেন চাহিয়ে,
 মরি কি আশ্চর্য্য (ভাই রে আঁহা) দেখ রে ভাবিয়ে,
 এ হ'তে আর কি আছে আনন্দ ।
 এমন দয়াল পিতা কোথা পা'বে আর,
 যিনি দীন দরিদ্রের ল'ন সমাচার,
 গিয়ে পাপীর দ্বারে, ডাকেন বারে বারে,
 অন্ধে দেখাইয়া দেন স্বর্গের পথ ।
 ও রে ভ্রান্ত জীব এমন পিতায় ছেড়ে,
 (কেন) স্মৃথ অন্বেষণ কর অন্তরতরে,
 এত দয়া তবু (মরি রে তাঁর) চিন্‌লি নে তাঁহারে,
 সংসার-মোহে হইয়ে অন্ধ ॥ ৬৪১

— ত্রৈলোক্যনাথ সাম্রাট ।

আলোয় ঝিকিট—কাওয়ালী ।

ও রে দয়াল নামে ভাস স্মৃথে মন আমার ।

কেন রে ভাব আর ;

ও রে দয়াময় এই মন্ত্র জ'পে, দয়াময়ে প্রাণ সঁপে,

দয়াল বলে ভবান্ধবে দাও সঁতার ।

তরঙ্গ-গর্জনে শঙ্কা পেও না,

কলুষ-কুস্তীর-পানে ফিরেও চাহিও না ;

ভয় কিরে মহামন্ত্র ভুলো না,

কিছুতেই কিছু হ'বে না ;

যদি পড় রে আবর্ত-অলে, উর্দ্ধে হই বাহু তুলে,

বলো কোথায় র'লে ভবের কর্ণধার ।

চেয়ে দেখ হ'লো বেলা অবসান,
 মিছে কাষে কেন হার রে তুল নিজ পরিজ্ঞান,
 দূরে ফেলে দাও ধুলির ধন মান,
 বিবেক-ভেলায় দৃঢ় বাঁধ প্রাণ ;
 ও রে সাহসে নির্ভর করে, কাঁপ দিয়ে যাও রে পড়ে,
 ভুবিলেও অবস্থ পা'বে উদ্ধার ॥ ৬৪০

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ।

রাগপ্রসাদী ২য় ।

যদি চাও'হে সুখ এ জগতে ।
 হবে সংসারী-বৈরাগ্য হ'তে ॥
 উদাসীন বৈরাগী হ'লে কাঁটা পড়ে প্রেমের পথে ;
 সুখসিদ্ধ ছেড়ে যে জন যায় সে মরে দুঃখ-পিপাসাতে ।
 অর্থনাশ বা স্বজন-বিয়োগ এরূপ কোন ঘটনাতে ;
 যা'রা হ'য়েছে অশানবৈরাগী সুখ নাই তা'দের অন্তবতে ।
 বিরক্ত-বৈরাগী হ'লে পা'বে না সুখ কোন স্থলে,
 সুখের সাগর ছেড়ে সুখের আশায় যে'ও না মরুভূমিতে ।
 “মরুট-বৈরাগ্য” তুমি করো না মন লোক দেখা'তে
 ও রে “স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যঃ ত্রাষ্টকরেবং প্রকীৰ্ত্ততে ।” ৬৪৩
 কুঞ্জবিহারী দেব ।

বেহাগ—আড়া ।

শান্তি কোথা আছে আর,
 অমৃতসাগর বিনা ?

ফুলে সে অমৃতে যেই, বিষয়-বিষের কুণ্ডে,
করে শাস্তি অধেষণ, ভ্রমবুদ্ধি তা'র ।
ও রে সন্তাপিত জীব, বুঝা কেন ভ্রমিতেছ,
কাঁদিতেছ ভবারণ্যে, হ'য়ে শাস্তিহারা ;
অমৃত-নাগরে যাও, যা'বে তাপ পা'বে শাস্তি,
সকলের তরে আছে মুক্ত তাঁর দ্বার ॥ ৬৪৪

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ।

সবিত বিতাদ—একতালা ।

যিনি মহারাজ, বিশ্ব ধীর প্রজা,
জান না বে মন আমি পুত্র তাঁ'র ।
সামান্য ত নই, রাজপুত্র হই,
পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার ।
আমার পিতার বাজ্য সমুদয়,
আমারে কে বা দিতে পারে ভয়,
এ ভবসংসার, পিতার পরিবার, কঠোর হার রে ;
পিতার রাজসিংহাসন হৃদয় আমার ।
পিতার ভালবাসায় সব ভালবাসে,
বৃক্ষগণ নানা ফল ফুলে তোষে,
বায়ু বহে গায়, জলদ যোগায় জল রে ;
তাইতে রবি শশী এসে নাশে অন্ধকার ॥ ৬৪৫

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ।

সিদ্ধ ভৈরবী—একতালা ।

শিব স্তম্ভর চরণে মন মগ্ন হ'য়ে রও রে ।

ভজ রে আনন্দময়ে, সব যজ্ঞা এড়াও রে ।

বিন্দু-পাদপদ্মে-সুখাহুদে ডুবে প্রাণ ছুড়াও রে ।

তবু, সত্য, হিরণ্ময় মানস-পটে তাঁরে,

নিরধিয়ে সচেতনে পূর্ণকাম হও রে ॥ ৬৪৬

পুণ্ডরীকাক মুখোপাধায় ।

উদ্বোধন বা বোধন সঙ্গীত ।

কিষ্কিট-হুংরি ।

কর তাঁ'র নাম গান ;

যত দিন রহে দেহে প্রাণ ।

ঈ'র হে মহিমা-জলন্ত-জ্যোতি,

জগত করে হে আলো ;

স্রোত বহে প্রেম-শীঘ্র-বারি,

সকল জীব সুধকারী হে ।

করুণা স্মরিয়ে তবু হয় পুলকিত,

বাক্যে বলিতে কি পারি ,

ঈ'র প্রসাদে এক মুহূর্তে

সকল শোক অপসারি হে ।

উচ্চে নীচে দেশদেশান্তে,

জলগর্ভে কি আকাশে ;

অন্ত কোথা তাঁ'র, অন্ত কোথা তাঁর,

এই সঙ্গ সব জিজ্ঞাসে হে ।

চেতন নিকেতন, পরশরতন,

সেই নয়ন-অনিমেঘ ;

নাহি রহে হৃৎ-লেশ হে ॥ ৬৪৭

— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ইকিট—তুংরি ।

গাও রে সগপতি অগবন্দন

ব্রহ্ম-সনারী পাতক নাশন ।

এক দেব হৈতুবন-পরিপালক ;

কৃপা-সিক্তহৃদয় ভবনায়ক ।

সেবক-মৌমদ মঙ্গল-দাতা,

বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি-বিধাতা ;

যাচে চরমভকত করযোড়ে,

বিতর ধ্বংসস্থখা চিত্ত-চকোরে ॥ ৬৪৮

— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বহাগ—রূপক ।

প্রেমময় দেখ রে তাঁহার ।

শুভ্র সত্যস্বরূপ হৃদয়, নাহি উপমা তাঁ'র ।

যায় শোক, যা তাপ, যায় হৃদয় ভার ;

সর্ব সম্পদ তাে মেলে, যখন থাকি তাঁ'র সাথ ।

না থাকে সংসা-তাপ, করেন ছায়া দান ;

সকল সময়ে বহুতিনি এক, সম্পদে বিপদে ।

যদি আসে তাঁ'র কাছে, দিয়াছেন যে প্রাণ,

ছাড়ি যা'ব অনায়ে, তাঁ'রে করিব দান ॥ ৬৪৯

— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

গাও হে তাঁহার নাম, হৃদয় বাঁক বিধ্বয়াম,
দয়ার বাঁক নাহি বিরাম, কর অবিরত ধারে ।

জ্যোতি বাঁক গগনে গগনে,
শ্রীতি-ভাতি অতুল হবনে,

প্রীতি বাঁক পুষ্পিত বনে, সুমিত নবরাগে ।

বাঁক নাম পরশ রতন, পদ-স্বদয়-তাপ-হরণ,

প্রসাদ বাঁক শান্তিরূপে, ভক্ত-স্বদয়ে জাগে ;

অস্বহীন নির্জিকার ময়ি, বাঁক হয় অপার,

বাঁক শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি-বন হারে ॥ ৬৫০

গণেশনাথ ঠাকুর ।

টোরা—আড়াঠে ।

আনন্দ-মনে, বিমল হৃদয়ে, ভবে ভবতারণে ।

ভরিয়া হৃদয় প্রীতির কুসুম,

ঢালি দাও প্রভুর চরণে ॥ ৬৫১

দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বাউলের গুহ—একলা ।

পুরবাসী যে,

তোরা যা'বি যদি অসুখ-নিষ্ঠনে চলে আর ।

থাকুক যথা আছে ধরন,

আর সে ছার ধনে ক'নাই ।

তো'দের মর্দ-ব্যথা আর না রাবে,

রোগ শোক পাপ দূরে গিয়ে তুণ শীতল হ'বে,

এক বার তেমনে প্রভুর প্রেম-মুখ, সব দুঃখ দূরে যা'বে ॥

আর কত দিন সে দ্বারেরে ভুলে,
থাকবি বিদেশেতে মিছে কাজে মারের কোল ছেড়ে,
(তোদের) কোলে নেবার তরে সদাই সে যে,
ডেকে ডেকে কিরে যায় ॥ ৬৫২

অনুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥

বাউলের হৃদয়—একভালা ।

কে আমার ডাক বিদেশী সাধু মধুর ভাসে যেতে স্বদেশে ।
আমার ধন মান পরিজন কাজ নাই গৃহবাসে ।
আমি অভাগা দীন পরাধীন,
আছি রোগে শোকে পাপে তাপে পিতামাতা-হীন ;
কবে যাবো আলা প্রাণ জুড়া'বে হৃদে পেয়ে প্রাণেশে ।
আর কত দিন এই অঁধারে পড়ে,
থাকবি বিদেশেতে একাকী সেই গায়ের কোল ছেড়ে,
আর কিরা'ব না পাষণ মনে জন্মীরে নিরাশে ।
এবার পাইলে সেই হরাণ রতন,
রাখব মনের সাথে জুড়ে গোঁঠে করিয়ে যতন ;
যাবো জন্মস্থান সকল ছাড় প্রেম-পরি পরশে ॥ ৬৫৩

প্রতাপচন্দ্র ক্ষুদ্রদার ।

বাহার—একভালা ।

গাও রে আনন্দে আজ ভবলীকভঞ্জে ।
ডালি দেও প্রাণ মন, তাঁ'র নামকীর্তনে ॥
নিখিল ভুবন লেখন ষাঁ'র, ধাঁ'র প্রেম-চিত্তনে
অমিরার ধার উথলে আপনি, হৃদয়পদ্মসদনে ;

সকলি হুতাশনী ।

সকলি হুতাশনী, চিতাশয়নপূরণে,
জগত মাজে ঘোবি, জগত-জীব-জীবনে
মধুর মুরতি ভাতি'ছে বীর, গগনে হুগলাহনে,
জ্বতির লহরী-বিশিষ্ট-মাবে, বিহগ-কণ্ঠ-নিঃস্বনে ;
হৃদয় ভারি, টুক রে সেই, ভকতহৃদয়রঞ্জে,
না রবে সব পাপ, নিরবি আশি-রঞ্জে ॥ ৬৫৪

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ।

গিলু—বৎ ।

দুর্লভ যৌবনকাল করো না বৃথা ক্ষেপণ ।
বল কবে আর তবে করিবে ধর্ম অর্জন ॥
বাল্য বাল্য-ক্রীড়া ছলে, গে'ছে রে মন বিফলে,
তেমনি যৌবনকালে, করিবে কি বিসর্জন ।
হইলে শরীর কী, বার্ষিক্যে ফুরা'লে দিন,
ও রে মন তর্কাতীন, বিফলে যা'বে জীবন ।
শুন রে বিধান-শুন, করি সদা প্রাণপণ,
পরব্রহ্ম উপাসনায়, হও রে হও মগন ॥ ৬৫৫

অজ্ঞাত ।

বারোয়া—ঠুংরি ।

সবে মিলে গাও রে এখন ;
গাও তাঁ'রে গায় যা'রে নিখিল ভুবন ।
বিহঙ্গ কান্দি করে, যা'র নাম-সুধা করে,
মেহিত গগন গিরি, সুধাংগু তপন ।

ছাড়ি মোহ-কোলাহল, সে আনন্দধামে চল,
 শোন সে আনন্দধ্বনি, সুদিয়া নয়ন ।
 সেই পূর্ণ প্রাণেশ্বরে, অগত ভজনা করে,
 প্রেম-নয়ন মেলি, কর দরশন ।
 হৃদয়-মন্দির-মাঝে, দেখে সে হৃদয়-রাজে,
 মত্ত হ'য়ে কর তাঁর গুণানুকীৰ্ত্তন ।
 ভাই ভগ্নী সবে মিলি, গাও রে হৃদয় খুলি,
 বিনল আনন্দ-রসে, হও রে মগন ॥ ৬৫৬

আনন্দচন্দ্র মিত্র

তৈয়বী—টিমা তেতালা ।

জাগি দেখ রে কে তোর হৃদয়-কুটীর-দ্বারে ।
 ও রে ব্যাকুলিত অগজ্ঞান ধীরে দেখিবার তরে ॥
 হ'য়ে অগজ্ঞান-পিতা, অগতের পালয়িতা,
 তোর কাছে প্রীতি-ধন, চাহি'ছেন বিনয় করে ।
 জিভুবন ধীর দ্বারে, দিবানিশি ভিক্ষা করে,
 সেই বাজরাজেশ্বর, আজ রে হৃদয়-দ্বারে ।
 দেখে তোরে অশ্রুচুখী, করিবারে চিরসুখী,
 আজ শুভদিন দেখি, এসেছেন কৃপা করে ॥ ৬৫৭

বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ।

বেহাগ—১৭ ।

গৃহধর্ম নিত্যকর্ম পরম সাধন ।
 পবিত্র তীর্থ এ সংসার-তপোবন ॥

প্রেমের আধার গৃহ পরিবার-বন্ধন,
 প্রেমময় ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন ।
 আসক্তি মোহ অজ্ঞান, বিষয়ের তমোজ্ঞান
 যোগবলে করিয়ে ছেদন ;
 ভজ ব্রহ্মপাদপদ্ম, হইবে জীবন-মুক্ত,
 সশরীরে স্বর্গধামে করিবে গমন ।
 বিবেক-বৈরাগ্য-নীতি, শম দম ক্ষমা শান্তি,
 সযতনে করিবে পালন ;
 সুখ-দুঃখে সমভাবে, বিধাতার হস্ত দেখিবে,
 দয়াময়-নাম-মন্ত্র করিবে স্মরণ ॥ ৬৫৮
 ——— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ।

বেহাগ—একতালা ।

গাও রে আনন্দে সবে “জয় ব্রহ্ম জয়” ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বাঁ’রে, গাই’ছে অনন্ত স্বরে,
 গায় কোটি চল্ল তারা “জয় ব্রহ্ম জয়” ।
 জয় সত্য-সনাতন, জয় জগত-কারণ ;
 জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি-জয় ।
 অচ্যুত-আনন্দ-ধাম, প্রেমসিদ্ধ প্রাণধারাম ;
 জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল-আলয় ।
 ভুবনবিজয়ী নামে, চলি যা’ব শান্তি-ধামে ;
 “ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্” কি ভয় কি ভয় ?
 হে প্রভু দীনশরণ, পাপ-সন্তাপ-হরণ ,
 অধম সন্তানে নাথ দেহ পদাশ্রয় ॥ ৬৫৯
 ——— আনন্দচন্দ্র মিত্র

প্রভাত-সঙ্গীত ।

ভৈরব—ঠুংরি ।

জয় ভব-কারণ, জগত-জীবন,
জগদীশ জগতারণ হে ।

বিহঙ্গমগণ, মোহিয়ে ভুবন,
কাননে তব যশ গায় হে ।

সবারি ঈশ্বর, তুমি পরাংপর,
তব ভাব কে বুঝিবে হে ।

হে জগতপতি, তব পদে প্রণতি,
এ দীনহীন জনার হে ॥ ৬৬০

হরলাল রায় ।

ললিত—আড়া ।

অগ্নি সূথময়ি উবে, কে তোমায়ে নিরমিল ?

বালার্ক-সিন্দূর-ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল ?

হাসিতেছ মুহু মুহু, আনন্দে ভাসি'ছে সবে,

কে শিখা'ল এই হাসি, কে বা সে যে হাসাইল ?

ভুবন মোহিত করি, গাই'ছ বিপিনে কা'রে,

বল কে সে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করি'ছ বা'রে ?

কমল-নয়ন মেলি, কা'র পানে চে'য়ে আছ,

কা'র তরে বরিতেছে প্রেম-অক্ষ নিরমল ?

এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন,

তব দরশনমাত্র পাইল নবজীবন ;

বারেক আমারে তুমি, দেখাও দেখাও দেখি তাঁ'রে,

হেন সঞ্জীবনী শক্তি যে তোমায়ে প্রদানিল ॥ ৬৬১

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ।

আসোয়ারি—রাপতাল ।

জাগো সকলে (এবে) অমৃতের অধিকারী ;
নয়ন খুলিয়া দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী ।

পূর্ব-অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রজ্বারে,
বিহগ যশ গায় তাঁহারি ।

হৃদয়-কবাট খুলি দেখ রে যতনে,

প্রেমময় মুরতি জন-চিন্তহারী ;

ডাকো রে নাথে বিমল প্রভাতে,

পাইবে শান্তির বারি ॥ ৬৬২

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ভৈরব—একতাল ।

প্রাতঃ সময়, জাগ রে হৃদয়, স্মর রে ভবতারণে ।

চেয়ে দেখ নিশি যায় যায় যায়,

বরোজবান্ধব সমুদিতপ্রায়,

কলসি'ছে নব নীল নীরদ,

দেখ রে স্নিগ্ধ গগনে ।

এই ছিল বিশ্ব নিস্তক নীরব,

নিজ্রাগত প্রাণী বিহঙ্গ মানব,

জীবকোলাহল, আহা ঐ শোন,

উঠিল পুন ভুবনে ।

ঈহার প্রসাদে লভিলে জীবন,

ঈশ্বর কৃপাবলে মেলিলে নয়ন,

প্রেমমূর্তি তাঁর হায় রে এখন,

হের না কেন নয়নে ।

পুঞ্জীকৃত পাপ হইবে বিনাশ,
পরিভৃষ্ট হ'বে আশার পিয়াস,
মনস্তামরস প্রফুল্ল মানসে,

সপ রে তাঁ'র চরণে ॥ ৬৬৩

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ।

টোরি—আড়াঠেকা ।

গেল বিভাবরী, আইলা শুভ্র-বসনা উষা ।

মগন হও রে অমৃত-সাগরে ।

চিরদিন তাঁ'রে রাখ হৃদয়ে ;

কেহ তাঁ'র সমান, চখে দেখে নাই,

শুনে নাই শ্রবণে ॥ ৬৬৪

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

সঙ্ক্যা ও রজনী সঙ্গীত ।

পুরবী—ঠেকা ।

সবে মিলে সমস্তরে ডাক সেই পরাৎপরে ।

ডাক তাঁ'রে ত্রাহি ব'লে, ডাক তাঁ'রে প্রাণ ভরে ॥

শুভ সঙ্ক্যা-সমাগমে

মগ্ন হও সেই নামে,

বাজি'ছে যে নামধ্বনি গগনে গিরি-কন্দরে ।

সবে মিলে শাস্ত্র চিতে,

ভজ সে অচ্যুতাত্মাতে,

ভজনা হই'ছে যাঁর গৃহা মস্জিদ মন্দিরে ॥ ৬৬৫

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ।

ললিত—অগদ তেতালা ।

কে তুমি শিয়রে বসে জাগিতেছ গো জননি !
 নিদ্রা নাই কি মা তো'র চখে, ও শ্রমবদনি ।
 সকলেই মা এ জগতে, অচেতন ঘোর নিদ্রাতে,
 সুস্থগু সন্তানের কাছে, কেন তুই মা একাকিনী ॥
 অধম তনয়ে মা গো, কেন তো'র এত করুণা,
 সতত নিকটে বসে থাক অকারণে ;
 বুকে'ছি বুকে'ছি আমি, স্বাভাবিক স্নেহবশে,
 বিচর মা সদাকাল, সন্তান-সাথে আপনি ॥
 বলিহারি দয়া তব, মো সম যে কত সব,
 অগণ্য তনয়পাশে, জাগি'ছ একা ;
 পাষণ হৃদয় গলে যায় মা স্মরিলে করুণা তব,
 করুণার নাহি পার, ও গো, সন্তানতোষিণি ! ৬৬৬
 পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় ।

বেহাগ—কাওয়ালী ।

কি মধুর বেণুরব লাগি'ছে শ্রবণে,
 নির্জন নিস্তব্ধ এই তামসি-নিসীথে !
 এমতি লাগয়ে হিয়ে বিভু-আস্থান,
 ধন জন পলায়ন করয়ে যখন,
 বিপদ আঁধার আসি ঘেরয়ে চৌদিকে ॥ ৬৬৭
 রাজনারায়ণ বসু ।

বসন্তবাহার—৭৭ ।

আজ কেন পূর্ণশশী উদিল আকাশে ।
 অগণ্য তারকাবলী ল'য়ে চারি পাশে ॥
 তরুণশালতাবলী, নবপত্র শোভাশালী,
 কেন আজ সুগন্ধ বহে মলয়-বাতাসে ।
 ঝিল্লিঙনি তার স্বরে বিভূষণ কীর্তন করে,
 সুকণ্ঠ বিহঙ্গ গায় প্রেমোচ্ছ্বাসে ।
 এরা কি দেখিল কি পাইল কা'র প্রেমে উন্মত্ত হ'ল
 আজ সকলেই মজিল কি রে বিভূ-সহবাসে ।
 চন্দ্র সূর্য্য জলে স্থলে, আকাশে মেঘপটলে,
 আজ সবাকার অন্তরালে ব্রহ্মজ্যোতি ভাসে ।
 প্রেমিক ভকতবৃন্দ, ল'য়ে মধুর মৃদঙ্গ,
 গাই'ছে সখার প্রেম মনের উল্লাসে ॥ ৬৬৮

হুর্গানাথ রায় ।

বিতাস—কাওয়ালী ।

নিশী গো ! কোথা যাও চলি,
 তিমির-ঘোমটা খুলি কাহার ভাবেতে ভুলি ? (ধূয়া)
 চন্দ্র অধোমুখে মধু হাসি হাসি,
 বিহঙ্গ-রবে প্রেম-ভাষ ভাষি ভাষি,
 লাজেতে আধমুদিত-নয়ন কুমুদকলি ।
 গলে দোলে রজনীগন্ধার মালা,
 রজনী সজনী কা'র ভাবে উতলা,
 তারার অলঙ্কার আর কত উজলা ।

শিরে শোভে প্রভাতিক তারামণি,
কা'র গুণ ঘোষিতেছে সদা ধনী,
পূৰ্ণ দিকে সুরজ্জিম লাবণ্য ছটাবলি ॥ ৬৬৯

মদনমোহন মিত্র

স্বতাব সঙ্গীত ।

পরজ—রাঁপতাল ।

কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি,
রতনমণি-খচিত অশ্বর কি শোভে ।
তরুণ বিভাকর, তারা বিশদ-চন্দ্রমা,
জগত রঞ্জিছে কনক-রজত-রঞ্জে ।
স্বরভি পুষ্পাভরণ, বিপিন গিরি সিঙ্কু নদ,
সকলি পরিপূরিত অতুল প্রভাবে,
কেমন সুনিপুণ তোমার লেখনী,
তোমার জগত-শোভা নিরখি নয়ন ভুলে ॥ ৬৭০

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

পরজ—চৌতাল ।

অতুল জ্যোতির জ্যোতি,
এহ তারা চন্দ্র তপন জ্যোতিহীন সব তথা ।
এক ভাহু অযুত কিরণে, উজ্জলে যেমতি সকল জ্বল,
তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা বিরচয়ে সতীর প্রেম
জননী-স্নদয়ে করে বসতি ।
অভ্রভেদী অচল-শিখর, ঘননীল সাগরবর,
যথা যাই তুমি তথা ;

রবি-কিরণে তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমার জ্যোতি,

তব কান্তি মেঘে,

সজ্জন নগর, বিজ্ঞান গহন, যথা যাই তুমি তথা ॥ ৬৭১

— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

গৌড়মন্দির—চৌতাল ।

গাও তাঁরে গাও সদা, তরুণ ভাস্কর

যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ ।

জন-হৃদয়-প্রফুল্লকর চন্দ্র তারা,

সবে মিলে মিলে গাও তাঁ'রে ।

সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়া গগন মেদিনী

মহেশের মহৎ ষশ ঘোষ বারিদ ;

সবে মিলে মিলে গাও তাঁ'রে ।

প্রবল সিদ্ধ, শ্রোতৃশ্রুতী, প্রফুল্ল কুসুম, বনরাজি,

অগ্নি, তুষার, কেহই থেক না নীরব ;

যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে, আনন্দ রবে,

গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম,

সবে মিলে মিলে গাও তাঁ'রে ॥ ৬৭২ ঐ

— আলোয়া—আড়া ।

তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন ;

নিরখি জুড়াই নাথ ! যুগল নয়ন ।

গগন-থালে কেমন, দীপরূপে অহুঙ্কণ,

শোভি'ছে শশী তপন, হৃদয়রঞ্জন ;

মুক্তামালা যেন তায়, তারকা সমুদায়
 মরি কিবা শোভা পায়, হে ভব-ভয়-ভঞ্জন ।
 ধূপ মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ,
 করে চামর ব্যঞ্জন, হে বিশ্ব-কারণ ;
 বন উপবন যত, পুষ্প দেয় অবিরত,
 বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন ॥ ৬৭৩
 ——— নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

[নানকের গীত, বাঙ্গালা অঙ্কবাদিত ।]

জয়জয়ন্তী—বাঁপতাল ।

গগনের খালে রবি চন্দ্র দীপক জলে,
 তারকামণ্ডল চমকে মতি রে ।
 ধূপ মলয়ামিল, পবন-দেবের কন্ডে,
 সকল বনরাজি কুটস্থ জ্যোতি রে ।
 কেমন আরতি হে ভবধণ্ডন, তব আরতি,
 অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে ॥ ৬৭৪

——— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বিতাস—একতাল ।

এই বিশ্বমাঝে, যেখানে যা সাজে,
 তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ ।
 বিবিধ ববণে বিভূষিত ক'রে,
 তা'র উপরে তোমার নামটি দিয়েছ ।
 পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,
 রেখা নয় তোমার দায়াল নামটি লেখা,

সুন্দর নামটি বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা,
 প্রেমানন্দ নামটি নয়নে লিখেছ ।
 চন্দ্রাতপ-তুল্য গগন-মণ্ডল,
 দীপালোকে যেন করে বল মল,
 তা'র মাঝে ইন্দু, করে সুধাবিন্দু,
 সুধাসিন্ধু-নাম তায় অঙ্কিত ক'রেছ ।

জলেতে লিখেছ জগৎ-জীবন,
 পবন-হিল্লোলে হয় দরশন,
 জলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
 জ্যোতির্ধ্বয়-নামে জগৎ দেখা'তেছ ।

ভূস্তরে প্রস্তরে তাবৎ চরাচরে,
 সর্কব্যাপ্তি-নাম লিখে'ছ স্বাক্ষরে,
 লেখা দেখে তোমায় দেখতে ইচ্ছা করে,
 লেখার মত কেন দেখা না দিতেছ ।

হৃদয়ে লিখেছ হৃদয়-বল্লভ,
 প্রেম-স্বর্ঘ্যোদয়ে হয় অম্লভব,
 তন্মামে অঙ্কিত তোমারি ত সব,

হাতে কলমেতে ধরা যে প'ড়েছ ॥ ৬৭৫

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ।

বাউলের হর ।

তরু বল রে বল ও তরু বল রে ।

কে তোরে সাজা'লে দিয়ে পত্র পুষ্প ফল রে ॥

ছিলি এক কণার মত, হ'লি তার হস্ত শত,
 কাণ্ড প্রকাণ্ড কত, কার কৃত কৌশল রে ;—
 ও রে বল রে তরু কার উদ্দেশে,
 গগন-ভেদ ক'রে যাস উর্দ্ধ দেশে,
 হ'লি সংসারে এসে, কার প্রেমে অচল রে ।
 এমন শীত উষ্ণ স'য়ে, নিরন্তর খাড়া-র'য়ে,
 কি ভাবিস নীরব হ'য়ে, ভাব দেখে বিহ্বল রে ;—
 ও রে তাজ্য ক'রে ভোগ-বাসনা,
 তরু করিস রে কার যোগ-সাধনা,
 কি জন্তে যোগীজনা সার করে তোর তল রে ।
 অনিলের সঙ্গে মিলে, আনন্দে হিলে হিলে,
 কার গুণ গান রে জ্বিলে, স্বরে হই শীতল রে ;—
 কেন, দেখতে পাই রে প্রভাত হ'লে,
 ধরা ভেসে যায় তোর নয়ন-জলে,
 না জেনে লোকে বলে, শিশির পড়া জল রে ।
 শাখি তোর শাখা'পরে, পাখীতে কি গান করে,
 প্রেম-ভরে মাথা নড়ে, ঝরে পাতাদল রে ;—
 মাথা নোয়ায়ে পারে, তরু, প্রণাম করিস বারে বারে,
 কি জানাস্ কর-যোড়ে হ'য়ে সচঞ্চল রে ।
 পরহিতের তরে, প্রাণদান দিস্ অকাতরে,
 বল্‌ব কি ধন্ত তোরে, ধন্ত ধর্ম্মবল রে ;—
 আশ্রিত হিংস্রকে, আতপে করিস্ রক্ষে,
 এ নীতি শিখালে কে, লোকে যা বিরল রে ।

রূপগুণ ভঙ্গি ভাবে, ভক্তি-প্রীতি-প্রভাবে,
 মুগ্ধ করেছি সবে, শোভে ভূমণ্ডল রে ;—
 বল রে তোর পত্রে পত্রে, কে লিখিলে ছত্রে ছত্রে,—
 এক সত্য জগৎ মিথো, মোহময় সকল রে ॥ ৬৭৬
 বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ।

ভৈরবী—পোস্ত ।

আমার মন ভুলা'লে যে কোথা আছে সে ।
 সে দেখে আমি দেখিনে, ফিরে চাই আশে পাশে ।

পেলাম পেলাম দেখলাম তাঁরে,
 এই সে বলে ধরি ষাঁ'রে,
 বুঝি সে নয়, সে হ'লে পরে

আর কি মন ফিরে আসে ?

বল্ দেখি রে তরু লতা,
 আমার জগৎজীবন আছেন কোথা,
 তোরা পেয়ে বুঝি কসনে কথা,

তাই তোদের কুসুম হাসে ?

বল্ রে বল্ বিহঙ্গকুল,
 তোরা কা'র প্রেমে হ'য়ে আকুল,
 থেকে থেকে ডেকে ডেকে,

উড়ে যান্ কার উদ্দেশে ?

বল্ দেখি রে হিমাচল,
 ভুই কিসে এত স্নগীতল,

করিতেছে অজ্ঞান,

কা'র অমুরাগে মিসে ?

পেয়ে বুঝি রত্নবর

সিদ্ধ নাম ধরেছি' রত্নাকর,

তাই উত্তাপ তরঙ্গ তুলে,

নৃত্য করিস্ উল্লাসে ॥

লুকিয়ে থেকে প্রেম করে এমন প্রেম ত দেখি না রে,

দেখা পেলে সুধাই তা'রে, কেন সে ভালবাসে ।

কোথা আছ দেখা দেও, করুণা নয়নে চাও.

হৃদয়-সখা সাধ পূরাও, প্রকাশি হৃদিবাসে ॥ ৬৭৭

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ।

আলোয়—আড়া ।

গোপগিরি রে একি শোভা দেখা'লি নির্জনে ।

দেখি নাই নয়নে ।

সুবম্য তব কান্তারে, নির্জন বন-মাকারে,

প্রবাহিত শ্রোতস্বতী স্মন্দ গমনে ॥

সুবসন্ত সমাগমে, সাজি নব আভরণে,

প্রকৃতি খুলে'ছে যেন লঙ্কাবণ্ডনে ।

তরু লতা ফল কূলে, সাজি বায়ুতরে দোলে,

আনন্দে অধীর যেন সখার মিলনে ।

এ বিচিত্র ছবি হেরে, ভুবিস্ত্র ভাব-সাগরে,

কিরিতে পুনঃ সংসারে চাছে না যে মনে ।

সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবে, থাকি হেথা এই ভাবে,

নয়ন ভরিয়ে দেখি নয়নরঞ্জনে ॥ ৬৭৮

শিবনাথ শাস্ত্রী ।

[হিমালয় দর্শনে ।]

খিঁকিট—আড়াঠেকা ।

একি অপক্লপ হেরি হৈমগিরি-কলেবরে,

মোহিত নয়ন মন বচন নাহিক সরে ।

অনন্ত ভাণ্ডার সম স্তরে স্তরে অল্পপম,

অমূল্য রতনজালে কে সাজাল গিরিবরে ।

শিরে শোভে জটাতার, তাহে কিরণ বিস্তার ।

শারদ চন্দ্রিমা যেন যোগীন্দ্রের শিরোপরে ।

কটীতটে মেঘবাস, বিজলির পবকাশ,

যেন দীপ্তি চন্দ্রহাস বীরঅঙ্কে শোভা করে ।

এমন কঠিন দেহ, আঁহা মরি কিবা স্নেহ,

ধর রক্ত ফুল পুষ্প দেয় জীব থরে থরে ।

মানব-সন্তানগণ করিতেছে বিচরণ,

জনকের বক্ষে যেন শিশুগণ ক্রীড়া করে ।

বল বল গিরিবর ভাব কা'রে নিরন্তর,

কা'র প্রেমে শত ধারে নয়নের জল করে ॥ ৬৭৯

আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

[পর্বত ।]

বিতাস—আড়াঠেকা ।

গিরিবর ! কা'র লাগি, আঁহা হে অচল হ'য়ে ।

স্পন্দহীন কলেবর, কাহারে ধ্যানে ধরিয়ে ॥

মন্তক উন্নত করে, কা'রে দেখ চরাচরে,
 বলিয়ে বারেক মোরে, জুড়াও তাপিত হিয়ে ।
 শিরেতে দেখি তুষার, বোধ হয় জটা-ভার,
 ধরিয়ে যোগীর বেশ, পূজ নিত্য-নিরাময়ে ॥
 তাই নেত্র-প্রেম-বারি, নিয়ত নিবরে ঝরি,
 নদীরূপে বোধ করি, যাই'ছে বহিয়ে ।
 ইচ্ছা হয় গৃহ ফেলে, ছাড়ি লোক-কোলাহলে,
 তোমার সহিত মিলে, পূজি অশোক অভয়ে ॥ ৬৮০
 বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ।

[সিদ্ধ ।]

সরস্বতী—আড়াঠেকা ।

ও হে সিদ্ধ ! তুমি হ'য়ে অগম্য অপার ।
 করিতেছ দিবা নিশি, কাহার যশঃ প্রচার ॥
 অতুল প্রভাব ধরি, আছ হে ধরায় ঘেরি,
 রত্ন-রাজি গঠে করি, আজ্ঞাকারী আছ কা'র,
 জল-জন্তু নত শিরে, লতা-গুল্ম, পুষ্প-ভারে,
 পূজিছে সবে তোমারে, তুমি পূজা কর কা'র ।
 নদ-নদী-সরোবর, লজ্জিয়ে গিরি প্রান্তর,
 সেবিতেছে নিরন্তর, কে সেবা বল তোমার ।
 সুনীল জ্বনি-আসন, করি সদা প্রসারণ,
 করে'ছ বক্ষে ধারণ, বল কা'রে একেবার ।
 ক্ষণেক প্রশান্ত ভাবে, মগ্ন কা'র প্রেমার্ণবে,
 ক্ষণেক গভীর রবে, মহিমা গাও কাহার ।

অমৃতব হয় এই, তোমার উপাস্ত যেই,
 কুমা জগদীশ সেই, নিখিল বিশ্ব-আধার !
 অব্যক্ত নিনাদ করে, পুনঃ পুনঃ উষ্ণি-ভরে,
 স্তব-প্রণিপাত তাঁ'রে, করিছ কি বার বার ।
 তব ভাব নিরখিলে, পাষণ-হৃদয় গলে,
 ভাসে নেত্র অক্ষজলে, বিভূ-প্রেমে অনিবার ॥ ৬৮১
 — বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ।

[পক্ষী ।]

(দিবা অবসান হল—হর ।)

পুরবী—আড়াঠেকা ।

গাইতেছ কা'র যশঃ স্তমধুর-তানে ।
 বল হে বিহঙ্গদল, বিজন কাননে ॥
 নিষ্ঠুর মানব সব, করে নানা উপদ্রব,
 তাই কি তোমরা সব, এসেছ এখানে ।
 বসি সবে উচ্চ ডালে, মনেব ছয়ার খুলে,
 মগন হ'য়েছ বুঝি, ব্রহ্ম-যশঃ-গানে ।
 এই হেতু সাধুজন, তাজি গৃহ পরিজন,
 করিতে ধ্যান ধারণ, আসেন এ স্থানে ।
 শুনিবে সঙ্গীত-তান, দেখিয়ে সাধন-স্থান,
 আর নাহি মন প্রাণ, ধায় গৃহ-পানে ॥ ৬৮২ ঐ

[চন্দ্র ।]

সাহানা—আড়াঠেকা ।

যে স্বজিল শোভাময় শশধর তোমারে,
 না জানি সে জন কত বিচিত্র শোভা ধরে !

বারেক তোমায় দেখি, জুড়ায় ঝুগল-আঁধি,
না জানি হয় কত সুখী, মন-আঁধি হেরে তাঁ'রে ।
পাইয়া তব কিরণ, বাঁচে মৃত তরুণ,
তাঁর জ্যোতিঃ পেলে মন ! সে কি আর মরণে ডরে ।
দেখিলে তব উদয়, সিদ্ধ উচ্ছ্বসিত হয়,
উৎসলে যে এ হৃদয়, দেখিলে সেই সুধাকরে !
বল বল কোথা যাই, কেমনে তাঁহারে পাই,
বিরলেতে তাই সুধাই, সদা সঙ্গীতরে ॥ ৬৮৩

— বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ।

[সুখ্য ।]

(তোমারি করুণায় নাথ—হয় ।)

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

কে দিল এমন জ্যোতিঃ দিবাকর তোমারে ।
নিমিষে নাশিলে সব নিবিড় অন্ধকারে ॥
প্রকাশি ভূমি গগনে, আগাইলে জীবগণে,
পূরিলে জ্যোতি জীবনে, এ বিশাল সংসারে ।
বিহঙ্গ ছাড়ি কুলায়, মানব ত্যজি শয্যায়,
কা'র যশঃ-গীত গায়, বল হে আমারে ।
হ'য়ে তুমি অচেতন, নিজীবে দাও জীবন,
বুঝি মৃত-সঞ্জীবন, আছেন তব মাকারে ॥ ৬৮৪ ঐ

[নদী ।]

ভৈরবী—একতাল ।

কোথা যাও শ্রোতব্রতি ! বল গো আমারে ।
ছাড়ি গিরি-নিকেতন, উদাসিনী-বেশ ধরে ?

সজন গ্রাম-নগর, বিজন বন-প্রান্তর,
উত্তরিয়ে নিরন্তর যাইতেছ বেগ-ভরে ।
বাধা বিঘ্ন নাহি মান, ত্যজি দম্ভ-অভিমান,
নম্র-ভাবে ধাবমান, হও কা'র তরে ।
গিরি-শিরে করি বাস, পুরিল না অভিলাষ,
তাই বুঝি মুক্তি-আশে, যাইতেছ সিদ্ধ তীরে ?
ত্যজিয়ে সঙ্কীর্ণ ভাবে, যাইতে সেই জ্ঞানার্ণবে,
বলিতেছ কি মানবে, কল কল স্বরে ? ৬৮৫

— বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ।

[পুষ্প ।]

(কে গো বসে অন্তরালে—স্বর ।)

খান্ধাজ—আড়াঠেকা ।

কোথা পেলো এ সুহাসি ।

কাহার কোমল করে,

পেয়েছ কোমল কান্তি, সুবিমল স্নগন্ধরাশি ।

নিভূতে নির্জন স্থানে, হাসিতেছ আপন মনে,

দেখলে এ হাসি নয়নে, মোহিত হ'ন যোগী ঋষি ।

পবনের সঙ্গে মিলে, আনন্দেতে হেলে ছলে,

হেসে হেসে চলে চলে, কার কোলে পড়িছ খসি ।

কি মোহিনী শক্তি ধর, রূপেতে বিমুগ্ধ কর,

হাসিতে মন চুরি কর, নিঃশব্দে স্বস্থানে বসি ।

খলিকা গন্ধরাজ গোলাপ, বুচাও আমার চির বিলাপ,

করে দও তাঁর সঙ্গে আলাপ যিনি আছেন অভ্যস্তরে পশি ।

যে তোমারে হাসা'তেছে, আনন্দেতে ভাসা'তেছে,
ইচ্ছা হয় তাঁহারে পেলে, ভালরূপে ভাল বাসি ॥ ৬৮৬
— কৃষ্ণবিহারী দেব ।

সংসারের অনিত্যতা বিষয়ক সঙ্গীত ।

রামকেলি—আড়াঠেকা ।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ;
অস্ত্রে বাক্য ক'বে কিন্তু তুমি র'বে নিরুত্তর ।
যা'র প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা আয়া,
তা'র মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর ।
গৃহে দার দায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্দ,
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর ।
অতএব সাবধান, তাজ দস্ত অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যোতে নির্ভর ॥ ৬৮৭
— রাজা রামমোহন রায় ।

রামকেলি—আড়াঠেকা ।

এক দিন যদি হ'বে অবশ্য মরণ ;
তবে কেন এত আশা এত দ্বন্দ্ব কি কারণ ।
এই যে মার্জিত দেহ, যা'তে এত কর স্নেহ,
ধূলিসার হ'বে তা'র মস্তক চরণ ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহ-নাশ না হয় বারণ ।
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্তা,
দয়া কর জীব, লও সত্যের শরণ ॥ ৬৮৮

ইমন কলাগ—আড়াঠেকা ।

মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর ।

গৃহ পূর্ণ ধনে আর সর্ব গুণে গুণাকর ॥

রাখ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার,

অশ্ব রথ গজ দ্বারে অতি শোভাকর ।

কিন্তু দেখ মনে ভেবে, কেহ সঙ্গে নাহি যা'বে,

অবশ্য ত্যজিতে হ'বে কিছু দিন অন্তর ।

অতএব বলি শুন,

তাজ দস্ত তমোগুণ,

মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাংপর ॥ ৬৮৯

— রাজা রামমোহন রায় ।

রামকলি—আড়াঠেকা ।

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে ।

এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে ॥

শ্রাম কেশ খেঁত হ'বে,

ক্রমে সব দস্ত যা'বে,

গলিত কপোল কণ্ঠ হ'বে কিছু দিনে ।

লোল চন্দ্র কদাকার,

কফ কাস দুর্নিবার,

হস্ত পদ শিরঃকম্প ত্রাস্তি ক্ষণে ক্ষণে ।

অতএব তাজ গর্ব,

অনিত্য জানিবে সর্ব,

দয়া জীবে নম্র ভাবে ভাব সত্য নিরঞ্জে ॥ ৬৯০ ঐ

বিভাস—আড়াঠেকা ।

তুমি কা'র কে তোমার কা'রে বল রে আপন ।

মহামায়া-নিদ্রাবশে দেখি'ছ স্বপন ॥

নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে স্নেহে,
 প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন ।
 তেমতি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
 সময়ে পালা'বে তা'রা কে করে বারণ ।
 কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ,
 কোথা বা রহিবে তব প্রাণ-প্রিয়জন ;
 ধন ঘোবন মান, কোথা র'বে অভিমান,
 যখন করিবে প্রাস নিষ্ঠুর শমন ॥ ৬৯১

কৃষ্ণমোহন মজুমদার ।

পুরবী—আড়া ।

দিনা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন ?
 উত্তরিতে ভব-নদী করে'ছ কি আয়োজন ?
 আয়ু সূর্য্য অন্ত যায়, দেখিয়ে দেখ না তায়,
 ভুলিয়ে মোহ-মায়ায়, হারা'য়েছ তত্ত্ব-জ্ঞান ।
 নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও,
 ভব-কর্ণধার যিনি, পাপ-সস্তাপ-হরণ ॥ ৬৯২

অমৃতলাল গুপ্ত ।

(পিতঃ ক্ষম অপরাধ—হর ।)

বেহাগ—আড়া ।

এই দেহের এত অহঙ্কার ।
 অবশ্ত মরিতে হ'বে কিছু দিনান্তর ॥
 হ'লে দেহ প্রাণহীন, কোথা র'বে অভিমান,
 ভূমিতে পড়িয়ে র'বে হ'য়ে শবাকার ;
 পিতা মাতা বন্ধুগণ, সম্মুখে করি রোদন,
 গাইবে তোমার গুণ করি হাহাকার ।

এখন প্রবোধ মান, ত্যজ কুপথ-গমন,
 কুৎসিত ভাবে দর্শন নর নারীচয় ।
 সর্ব-লোক অপমান, অনাথ-অর্থ-হরণ,
 পরনিষ্ঠা পরপীড়া কর পরিহার ॥ ৬৯৩
 বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ।

ভৈরবী—ভেঙট ।

শেষের সে দিন মন, কর রে স্মরণ,
 ভবধাম যবে ছাড়িবে ।
 সুখ-স্বপন যত, দেখি'ছ অবিরত,
 চিরদিনের মত ফুরা'বে ।
 কাল-শয্যায় শুয়ে, নিজ পাপ স্মরিয়ে,
 যবে জুধারে নয়ন-ধারা বহিবে ;
 ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত,
 শিশু সন্তান ধূলায় লুটা'বে ॥
 স্নেহময়ী জননী, হারা'য়ে নয়ন মণি,
 গাইয়ে তব গুণ কাঁদিবে ।
 প্রাণসম প্রেয়সী, অধোবদনে বসি,
 কেঁদে ধরাতল নয়ন-জলে ভাসা'বে ।
 অতএব লও, ব্রহ্ম পদে আশ্রয়,
 যদি বিপদে নিরাপদ হইবে ;
 তিনি হে মৃত্যুঞ্জয়, ষাঁহার কুপায়,
 মরণে নব জীবন পাইবে ॥ ৬৯৪

দীনেশচরণ বসু ।

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

এমন দিন না র'বে তা জান ।
এসেছিলে একেলা একা যাইবে ॥
চির দিন রহিবে যে ধন,
সেই ধনে রাখ যতনে ॥ ৬৯৫

— সত্যোজ্জনাথ ঠাকুর ।

আলরা—একতাল ।

সেই দিনে হে আমার, দীনবন্ধু,
দিও ঐ অভয় চরণ ।
সেই বিপদ-সময়, দেখো দয়াময়,
যেন অঙ্ককার না দেখে নয়ন,
কি জানি কখন, আশিবে শমন,
আগে নিবেদন ক'রে রাখিলাম ;
যেন দেখে ও চরণ, হয় বিসর্জন,
এ মহাপাপীর অলস জীবন ॥ ৬৯৬

— দ্বৈলোক্যনাথ সান্যাল ।

বেহাগ—৮৭ ।

এক দিন হয় এমন হবে, এ মুখে আর ববুবে না ।
এ হাতে আর ধরবে না, এ চরণে আদ চলবে না ॥
নাম ধরে ডাকবে সবে ব্রবণে তা শুনে না ;
পুত্র মিত্রে অগচ্চিত্রে, নেহে নিরখিবে না ।
অসাড় হ'বে এ রসনা, আশ্বাসন আর করবে না ;
ভাল মঙ্গ কোন গঙ্গ, নাসিকাতে ল'বে না ;

রাজবিঃহাসন, ছাই মাটি বন, সে বিচার আর ন'বে না ;
বন্ধনে দহনে দেখে যাতনা জানা'বে না ।

হবে সাক অবলাক সঙ্গে কিছুই যা'বে না ;

ভাঁরে এই বেলা তাক ভেকে নে রে, ডাক্তরে সময়

মিলিবে না ॥ ৬৯৭

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ।

ঈশ্বরের মাতৃতাবসূচক সঙ্গীত ।

(মধুকানের স্বর—কাওয়ালী ।)

মা আমাদের কর কোলে ;

কত দিন আর কৈদে কৈদে, ভাসিব নয়নের জলে ।

স'য়েছি যাতনা যত, বলে তা জানা'ব কত,

জীবনে মৃতের মত, পড়ে আছি ধরাতলে ।

এস এস এস একবার, দরুণাময়ী মা আমার,

যুচাও আসি হৃদয়ের ভার, দেখা দিয়ে হৃদকমলে ॥ ৬৯৮

দীনেশচরণ বসু ।

খিখিট—একতাল ।

সুখার ভাণ্ডার তুমি অপভ্রমণী ।

চির প্রেমময়ী পতি-মুক্তিদারিনী ॥

তোমার ভকতগণ,

কেমন প্রেমে মগন,

তব প্রেমরসপান করিয়ে হইরাছে স্নানীতল ;

তাই তারা নিশি দিন,

প্রহর প্রহরানন,

গভীর প্রশান্ত তাঁ'দের হৃদয়, কোমল তাঁ'দের প্রাণ ;

মুখেতে পুণ্যের জ্যোতিঃ, স্নিগ্ধকারিণী ।

চির পরাধীন, পাপে তাপে মলিন,
বড় আশা করে এসেছি তোমারে দেখিয়ে জুড়াব প্রাণ;
পাপীর হৃদয়ানন, কর গো মতি গ্রহণ,
যাই আমি তবে জনমের তরে, হৃথ শোক পাসরিয়ে,
তুমি গো মা সন্তানের দুঃখহারিণী ॥ ৬৯৯

— বহুনাথ চক্রবর্তী ।

বাগেশ্বী—আড়া ।

সীমা কে জানে, জননী ! স্নেহ-জলধির তব ।
আমাদের সুখ হেতু, কত না করে'ছ তুমি,
প্রতিকণ সাক্ষ্য তার, দিতেছে বিনোদ ভব ।
শিখিপুচ্ছে কে চিত্রিল ? পুষ্পদামে কে রঞ্জিল ?
বিহঙ্গের কণ্ঠে এত মধুরতা কে বা দিল ?
কে করিল শাস্তিহরা, নিদ্রা আর রজনীরে ?
কে আর করিবে তোমার স্নেহের কার্য্য এ সব ॥ ৭০০

— কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ।

সিদ্ধু—আড়াঠেকা ।

যা'র মা আনন্দময়ী তা'র কিবা নিরানন্দ ।
তবে মা মা করে পাপে রোগে শোকে কেন কাঁদ ॥
মারধানে জননী বসে, সন্তানগণ তাঁর চারি পাশে,
ভাসাই'ছেন প্রেমময়ী প্রেমময়ীরে ;
পাপ তাপ সব দূরে গেল, আনন্দ-রস উথলিল
বাহু ফুলে মা মা বলে নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ ॥ ৭০১

— শিশিরকুমার ঘোষ ।

আরাধনা ও কৃতজ্ঞতাসূচক সঙ্গীত ।

(বাড়ির বর—একতারা ।)

প্রভু অপরূপ তোমার করুণা ;

ভাবলে চক্ষে জল আর ধরে না ।

তোমার অপ্রিয় কার্যেতে সদা রই,

তুমি আমার নাহি ভাব প্রিয়ভাব বই,

নাথ ! আমি তোমার ভুলে থাকি,

কিন্তু তুমি আমার ভুল না ।

নাথ ! আমি তোমার দেখেও দেখি না,

তুমি আমার চখের আড় তিলেক কর না ;

তুমি আমার রাখতে চাও সুখে,

কিন্তু আমার নাই সে ভাবনা ॥ ৭০২

কৃষ্ণচন্দ্র রায় ।

বাহার—একতারা ।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে ।

কি ভয় সংসার-শোক ঘোর বিপদ শাসনে ॥

অরুণ-উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে ;

তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে,

ভকত-হৃদয় বীত-শোক তোমার মধুর সাধনে ।

তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,

উথলে হৃদয় নয়ন-বারি রাখে কে নিবারিয়ে ;

জয় করুণাময়, জয় করুণাময়,

তোমার প্রেম গাইয়ে,

যায় যদি থাক্ প্রাণ তোমার কর্ম-সাধনে ॥ ৭০৩

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বাবু—আজ্ঞাঠেকা ।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথার তথার থাকি ;
তোমার রচনা মধ্যে তোমাতে দেখিয়া থাকি ।
দেশ-ভেদে কাল-ভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিকশে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা,
তোমার মহিমা দেখি না থাকি একাকী ॥ ১০৪

— পৌরমোহন সরকার ।

ইমন কলাপ—চৌতাল ।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ, তুমিই সত্য, তুমি প্রকর,
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবাপর্বে, তুমি দীনশরণ,
তুমি গুরু পিতা পাতা ।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতি-স্বরূপ,
তুমি সর্ব-সুখদাতা ।

তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ, তুমি পরম,
তুমি অব্যত-সেতু, তুমি অগম্য অপার ;
প্রশংসা-বিবরাতিত, অনাদি অনন্ত কারণ,
তুমি সকলের মূলধার ॥ ১০৫

— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

অরুণরত্নী—রূপক ।

নাথ ! কি দিব তোমাতে ;
সকলি তোমার, আছে কি আমার ।
হৃদয়ের প্রীতিফুলে, তুমিই বিকাশিছ নাথ,
লগ্ন প্রভু তুলিয়ে সে ধন তোমারি ॥ ১০৬

আশা—হুংরি ।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর,
 গায় সকল জগতবাসী ।
 প্রভু দয়ার অবতার, অতুল-গুণনিধান,
 পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী ।
 না ছিল এ সব কিছু, আধার ছিল অতি,
 ঘোর দিগন্ত প্রসারি ;
 ইচ্ছা হইল তব, ভাষু বিরাজিল,
 জয় জয় মহিমা তোমারি ।
 রবি-চন্দ্র'পরে, জ্যোতি তোমার হে,
 আদি জ্যোতি কল্যাণ ;
 জগতপিতা, জগত-পালক তুমি,
 সকল মঙ্গলের নিদান ॥ ৭০৭

— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

মূলতান—তেওট ।

কতই করুণা হ'তেছে বরষণ তোমার ।
 এনে দাও কত সুখ স্নেহ ভরিয়ে,
 নাহি নাহি অন্ত তাহার ॥ ৭০৮ ঐ

রামকেলী—কাওয়ালী ।

হে করুণাকর দীন-সখা তুমি,
 আগত প্রভু তব দ্বারে ।
 তুমি বিনা দীনে, কে প্রভু তারে,
 হস্তর ভব-সংসারে ।

সম্পদ বিষময় তোমা বিহনে,

জীবন মুক্ত্যগমান ;

বিপদ সম্পদ, তব পদ লাভে,

মৃত্যু সে অমৃত-সোপান ॥ ৭০৯

— সত্যোজ্জনাথ ঠাকুর ।

বিতাস—একতারা ।

জয় জ্যোতির্ময় জগদানন্দ জীবগণ-জীবন ;

তুমি পরমেশ্বর (প্রভু হে) পূর্ণব্রহ্ম আদি-অন্ত-কারণ ।

মহিমার ইন্দ্র, দয়ার চন্দ্র, স্নেহে পরাজিত ভুবন ,

(কোথা আছ হে ও কান্ডালের সখা)

আমি অধম পাতকী, করঘোড়ে ডাকি,

দেও মোরে তব চরণ ।

প্রেমের পাথার, পুণ্যের আধার, ক্রেশ-কলুষনাশন,

(একবার দেখা দেও হৃদয়-মার্ক)

তুমি দীনশরণ, ভকত-জীবন,

লজ্জাভয়-নিবারণ ॥ ৭১০ অজ্ঞাত ।

— ভূপালী, ইমন ও বিতাস মিশ্রিত—তেতারা ।

কত দয়া তব মানবে ।

দয়াময় হে, অনন্ত তোমার দয়া,

অন্ত কে করিবে ভবে ।

তব দয়া পদে পদে, বিপদ-মুখ-সম্পদে ;

কিন্তু হে বিপদে বুকে, কেবল প্রেমিক সবে ।

এই যে পাপ-শাস্তি সকল, এও তোমার স্নেহের ফল,
এ ফল জীবনে কেবল স্নমধুর রস হবে ॥ ৭১১

আদিনাথ দাস ।

মূলতান—চৌতাল ।

তঁা'র গুণে পূর্ণ জগত ;

ব্রহ্মাও যাঁ'র মহিমা, প্রকাশে জগত তঁা'র
মহিমার কণিকা ।

যাঁহার করুণা বলে বাঁচিতেছে ক্ষুদ্র কীট,

ভুবন-পালক দয়াল দুর্বল-বল তিনি রাজ-রাজা ।

চারিদিকে তাঁহার দয়া, তাঁহার করুণা বহিছে,

অলক্ষণ শোভিত-ধারে, নিখানে বায়ুতে ;

তাঁহার করুণা করে আনন্দ বিস্তার,

করে জ্ঞান, অভয় দান, পাপে ত্রাণ,

তাপে শাস্তি-নীর ॥ ৭১২

হরলাল রায় ।

তৈরবী—৪৭ ।

প্রভু কোথা হে পাইব তুলনা তোমার ।

তোমা বিনে হেরি নাথ, সকলি অঁাধার ॥

পাপী বলে ঘৃণা করে, ব্রিজগত ত্যজে যা'রে,

কোলে নিয়ে তুমি তা'রে কর ভবে পার ॥

কেহই নাহি যাহার, তুমিই সর্বস্ব তার,

তাই দীনবন্ধু-নাম, গাই'ছে সংসার ॥ ৭১৩

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ।

হয়ট—একতাল।

জীবন্ত ঈশ্বর এই ত বর্তমান ।

এ যে দেখিবার ধন, অমূল্য রতন,

তৃপ্ত কি হয় মন, করি অহুমান ।

এই ত সর্বগত সকলের আশ্রয়,

জাগ্রত প্রহরী পূর্ণ-জ্ঞানময়,

এই ত পাশীর বন্ধু দীন দয়াময়,

পূর্ণকর্মা পুরুষ-প্রধান ।

এই ত চিন্তামণি, চিরন্তন ধন,

এই ত দয়াল প্রভু, হৃদয়রতন,

প্রাণের ঈশ্বর, প্রাণের ভিতর,

কোথা যা'ব আর করিতে সন্ধান ?

এই ত নিত্য সত্য ব্রহ্ম সনাতন,

সুন্দর প্রকৃতি প্রেমের গঠন,

কিবা পুণ্যপ্রভা, অপরূপ শোভা,

শান্তি রসে ভরা প্রসন্ন বদন ।

স্থানেতে এখানে, সময়ে একগণ,

প্রাণসখা আমার প্রিয়দর্শন,

দেখিলে জুড়ায় তাপিত জীবন,

হারাইলে হৃদয় হয় যে শ্মশান ॥ ৭১৪

দুর্গানাথ বায় ।

বিংশটি শব্দ—ঠুংরি ।

এত দয়া পিতা তোমার,

ভুলিব কোন্ প্রাণে আর ।

দেবের হৃদয় ভূমি, অন্ধাঙের ধারী,
 দীন হীন আমি অকিঞ্চন হে ;
 তবু পূর বলে, হান দিরে কোলে,
 পদে পদে বিপদে করি'ছ উদ্ধার ।
 পড়ে অকূল সাগরে, যখন ভাকি কান্তরে,
 ব্যাকুল হইরে কোথা দয়াময় বলে হে ,
 তখন কাছে এসে, স্নমধুর ভাবে,
 তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার ।
 কে জানে এমন করে, ভাল বানিতে পাণীরে,
 তোমার মতন দুঃখগলে হে ;
 আমি অস্বাভি, কত অপরাধী,
 তথাপি দুর্কল বলে কম বারম্বার ।
 জানিলাম নানামতে, তোমা বিনা এ জগতে,
 কেহ নাহি আর আপনার হে ;
 যন্ত যন্ত নাথ, করি প্রণিপাত,
 নিজ গুণে পান্ডিত্যে কর ভবে পার ॥ ৭১৫
 ত্রৈলোক্যানাথ সায়গাল ।

খিঁচিট—একতাল।

দয়াময় দীনবন্ধু দরিত্রের দুঃখ-ভঞ্জন ।
 তব কৃপা হি কেবল, পাণী তাপীর সঞ্চল,
 দুর্কলের বল ভূমি নিরাশ্রয়ের অবলম্বন ।
 হে বিতো ককণাসিন্ধু, বিপদ-কালের বন্ধু,
 দিরে কৃপাবারি-বিন্দু কর হে পাণ মোচন ।

পাপ-ভারাক্রান্ত হ'য়ে, ডাকি নাথ কাতর স্বপ্নে,
 পার কর ভবলিঙ্গু দিয়ে অতর চরণ ।
 তুমি নাথ পরমাদয়াল, স্নেহময় ভক্তবৎসল,
 পান্থীর-হৃদে নহ গিতা কখন উদাসীন ।
 ও হে অগতির গতি, করি ও পদে মিনতি,
 থাকে যেন ভক্তি নাথ তোমাতে চিরদিন ॥ ৭১৬
 ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাস ।

বাউলের হর—একতালা ।

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে ।
 তব তা'র না পাই বেদ পুরাণে ।
 তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী,
 স্বয়ংবদ্ধ কিম্বা পুত্র কন্যা ;
 তোমার এ নহে সম্ভব (হে), একি অসম্ভব,
 সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে (কিসের জন্তে) ।
 ও হে শাস্ত্রে শুনতে পাই, আছ সর্ব ঠাই,
 কিছু আলাপ নাই আমার সনে,
 তুমি হ'বে কেউ আমার (হে), আপনার হ'তেও আপনার,
 আপনার না হ'লে মন কি টানে (তোমার পানে) ॥ ৭১৭
 — বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ।

মূলভান—আড়াঠেকা ।

না চাহিতে দিয়েছ সকল (বিত্তো) ।
 এই যে ইঞ্জিয়গণ, সাধিতেছে প্রয়োজন,
 দিয়েছ প্রার্থনা বিনা উপযুক্ত বুদ্ধি বল ।

সঞ্চার না হ'তে আমি, স্বপ্নন করিলে তুমি,
মাতার স্বদয়ে স্তন, মধুর অনিল মল ।
না গড়িতে এ রসনা, গড়িলে স্মৃতি নানা,
ফল শস্ত্র যত কিছু নিবারিতে ক্ষুধানল ।
এ পাষণ্ড-অস্তরে, তোমাতে পাণ্ডার তরে,
অযাচিত কৃপাশুণে, রোপিয়াছ জ্ঞান-বল ॥ ৭১৮

গোবিন্দচন্দ্র রায় ।

— ভৈরবী—আড়া ।

তোমারি করুণায় নাথ সকলি হইতে পারে ;
অলঙ্ঘ্য পৰ্বত সম বিশ্ব বাধা যায় দূরে ।
অবিশ্বাসীর অস্তর, সঙ্কচিত নিরস্তর,
তোমায় না করে নির্ভর, সর্বদা ভাবিয়া মরে ।
তুমি মঙ্গলনিধান, করি'ছ মঙ্গল বিধান,
তবে কেন বুধা মরি, ফলাফল চিন্তা করে ?
ধন্য তোমার করুণা, পাপীকেও করে না স্থগা,
নির্কিশেবে সমভাবে, সবে আলিঙ্গন করে ॥ ৭১৯

— দ্বৈলোক্যানাথ সান্ন্যাল ।

অমৃতাপ ও প্রার্থনা প্রতিপাদক সঙ্গীত ।

ললিত—সওয়ারী ।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি, দেখা দেও হে ।
রবি, শশী, তারা শোভে না আমার কাছে,
যদি হারাই তোমাতে ।

কিহের যে জীবন যৌবন তোমা বিহনে,
কি হ'বে নে জানে যা'তে তোমার না পাই ॥ ৭০

— সত্যোজ্ঞনাথ ঠাকুর ।

ধেপ—তেওট ।

থেক না থেক না দুয়ে নাথ !

সম্মুখতালে, ঘোর বিপাকে, পাপ-বিকারে,

চিরদিন আমি তোমারি ।

ধন মান চাহি না তোমা হ'তে, দেও এই অধিকার,

নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অসুচর থাকি তোমারি ॥ ৭১

ঐ

— বেলাওয়ার—আড়াঠেকা ।

দরশন যাও হে কাতরে, দীনহীন আমি ।

রোগে কাতর, শোকে আকুল,

মলিন বিষাদে ॥ ৭২

ঐ

— কাহি—৭৭ ।

আমি হে তব কুপার ভিখারি ।

সহজে ধায় নদী সিঁছুপানে,

কুসুম করে গন্ধদান ;

মন সহজে সদা চাহে তোমারে,

তোমাতেই অসুযোগী, মোহ যদি না কেলে আধাবে ।

আশাদ কুটীরে এক ভাস্ক বিরাজে,

নাহি করে কোন বিচার,

ভৈরবী নাথ তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার,
অবারিত তোমার দ্বার ॥ ৭২৩

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

সিদ্ধুয়া—খামাল ।

হ'য়েছি ব্যাকুল-অস্তর বিরহে তোমার ;
ভূষিত চাতক-সমান ।

করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে,
হৃদয়ে বিরাজ আমার ॥

অভয় মুরতি দেখা দিয়ে,
কর হে অভয় দান,
তব বলে কর বলী যে জনে,
কি ভয় কি ভয় তাহার ॥ ৭২৪ ঐ

আশা—ঠুংরি ।

বিষয়-সুখে মন তৃপ্তি কি মানে ।

তব চরণামৃত, পান-পিপাসিত,
নাহি চাহি ধন জন মানে ।

হৃদয় পিপাসু সদা পরমেশ্বর-পাদ-কমল-মধু-পানে ;
না চাহি অপর কিছু, মধুকর তাজি মধু,
চায় কি সে জলপানে ?

সেই তব স্তবিমল প্রেমমুখ-চ্ছবি,
নিরখি নিরখি অনিমেঘে ;

সফল করিব প্রভু, নেত্রযুগল মম,
পাসরিব ভয় দুঃখ ক্লেশে ।

অল্পদিন গাইব ভগবদমল যশ, কোমল স্নমধুর তানে ;
মিলিবে সে ফল তাহে, কভু নাহি মিলে যাহা,

হুঃসহ তপ জপ দানে ।

পলভর না ছাড়িব তোমার সে শ্রীচরণ,

তুমিও রাখিবে তব দাসে ;

তব সহবাস-সুখে রহি নিশি দিন,

না গণিব ভব-বনবাসে ।

পরিহরি বিষময় বিবয়-প্রলোভন,

অহুচর র'ব তব পাশে ;

হৃদয়-থাল ভরি প্রীতি-কুসুম ল'য়ে,

পূজিব নিত্য মহেশে ।

পরি অপরাঞ্জিত দিব্য কবচ তব,

অক্ষত রিপুব প্রহারে ;

তব কৰুণাতরি করি অবলম্বন,

যা'ব ভবার্ণব-পারে ।

জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে প্রভু,

নির্ভয় হইব সখা হে ;

মঙ্গল-কার্য তোমার সমাপিয়ে,

সহজে ত্যজিব এই দেহে ॥ ৭২৫

— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

সরস্বতী—আড়া ।

এমন কি হে দিন যা'বে চিরকাল,

আর সহেনা সংসার-যাতনা ।

তোমা বিহনে কে আছে আমার,
গতিহীনে ত্যজো না ॥ ৭২৬

— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ভৈরবী—চৌতাল ।

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে ;
তাঁ'রে যেই হৃদে ধায়, সেই পায় অচল শরণ ।
এক প্রথম তেজ সেই, একেরি অসংখ্য কিরণ,
কতই মঙ্গল, জ্ঞান, ধরম, প্রীতি, কান্তি ছায় ভুবন ।
গায় তাঁহারে সর্ব লোক, মধ্যে সেই বিশ্বালোক,
অন্ত কেহ নাহি পায়,

যাচি চরণারবিন্দ, দেহি মে কৃপা-আনন্দ,
আর কা'র দ্বারে যা'ব, তুমি সবার দারিদ্র্যভঞ্জন ॥ ৭২৭

— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ধুম্—কাওয়ালী ।

দিবানিশি করিয়া যতন, ছায়েতে রচে'ছি আসন,
জগতপতি হে কৃপা করি, হেথা কি করিবে আগমন ?
অতিশয় বিজন এ ঠাই, কোলাহল কিছু হেথা নাই ?
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়, করে'ছি যতনে প্রকালন ।
বাহিরের দীপ রবি তারা, চালে না সেধায় কর-ধরা,
তুমিই করিবে শুধু, দেব সেধায় কিরণ বরিষণ ;
দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ কোলাহল,
বিষয়ের মান অভিমান, করে'ছে স্নদূরে পলায়ন ।
কেবল আনন্দ বসি সেধা, মুখে নাই একটিও কথা ;
তোমারি সে সেবক প্রভু, করিবে তোমারি আরাধন,

নীরবে বসিয়া অবিরল, চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
হুয়ারে আগিয়া রা'বে একা, মুদিয়া সজ্জল হৃদয়ন ॥ ৭১০

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়জয়ন্তী—বাঁপতাল।

পাপের যাতনা আর সহিতে না পারি নাথ।

অদয় দহি'ছে সদা জলন্ত অনলে হে ॥

মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাপ-পথ পরিহরি,

কেমনে প্রবল অরি ছাড়ে না আমায় হে।

কোথা হে দীনশরণ, কর কর কর ত্রাণ,

দরশন দিয়ে পাপ-যাতনা যুচাও হে ॥ ৭১১

— বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

(বাবে কি হে দিন আমার বিকলে চলিয়া—হর।)

মূলতান—আড়া।

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।

পারে কি তৃণ পশিতে জলন্ত অনল যথায় ॥

তুমি পুণ্যের আধার, জলন্ত অনলসম,

আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়,

তুনি তব নামের গুণে তরে মহাপাপী জনে,

লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়।

অভ্যন্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়.

কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয়।

এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,

বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয় ॥ ৭১২ ঐ

সিদ্ধ-মধ্যমান ।

আমার এই বাসনা কর হে পূরণ ।
 ও হে অনাথনাথ, অধমভারণ ॥
 যে দিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকে তোমাতে দেখি,
 হৃদয়-মন্দিরে সদা দেও দরশন ।
 না চাহি বিষয়-সুখ, চাহি তব প্রেমমুখ,
 তা হ'লে বাইবে তুঃখ আনন্দে হব মগন ॥ ৭৩১
 বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ।

কিরিট—৪৭ ।

কি ব'লে প্রার্থনা বল করি আব ।
 আমার সকল কথা ফুরাইল,
 কিরিল না মন আমাব ।
 তুমি দেখ সব থেকে অস্তরে,
 তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে,
 প্রাণের প্রাণ বলব কি আর,
 আছে কি আর বলিবার ।

ও হে, প্রাণ যদি চাহে তোমাতে,
 তুমি থাকিতে কি পার দূরে,
 আপনি এস পাপীর দ্বারে,
 তাই পতিতপাবন নাম তোমার ॥ ৭৩২
 নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

(প্রভু অপরাধ তোমার করণা—হয় ।)

বাউলের হয়—একতারা ।

কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় তাই ।

আমি জেনেছি হে পাপী তাপীর তোমা বিনা গতি নাই ।

মনে সাধ বড় হে জীবনের জীবন,

সদা হৃদয়মাবে প্রেমকূলে নাথ পূজিব চরণ ;

যুচাও পাপের জ্বালা, পুরাও আশা,

তোমার গুণ নিয়ত পাই ॥ ৭৩৩

— নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

খিঁঝিট—সখামান ।

তোমারি নাথ, তোমারি চিবদিন, আমি হে ।

স্বখে হুখে পাপে, আমি তোমারি নাথ, তোমাবি হে ।

দেখো দেব দেখো দেখো,

এ দাসের অন্তরে চিরদিন থেকো,

অন্তরে নিরখি তোমায় নিবারিব সব হুখ ॥ ৭৩৪ ঐ

(ধন্ত ধন্ত ধন্ত আজি—হয় ।)

খিঁঝিট—একতারা ।

ভার হে দীনবন্ধু দয়াল পাতকী-জন-তারণ ।

এই যে দেবিছি স্মরম্য ভুবন,

কিছুই ইহার নহে পুরাতন,

ইচ্ছা তব হ'ল, সৃজিলে বিশ্ব, জয় দেব ভব কারণ ।

তোমার রচনা নিরখি নয়ন, স্মৃথ-নীরে সদা করে সন্তান

আদি কবি তুমি, অনাদি নাথ, জয় দেব জগজীবন ।

নিশীথে দিবসে তোমার গুণ, গায় চন্দ্র তারা তপন পবন,
 গায় হে তোমাতে অলদাঙ্গল, জয় দেব হৃথনাশন ।
 তরাইতে পাপী বিনা শ্রীচরণ, কি আছে হে আর হে ভয়হরণ,
 ভূবে পাপার্ণবে ডাকি হে তোমা, জয় দেব জীবপাবন ॥ ৭৩৫
 ————— কালীপ্রসন্ন ঘোষ ।

মূলতান—আড়াঠেকা ।
 যা'বে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে ।
 আছি নাথ দিবা নিশি আশা-পথ নিরথিয়ে ॥
 তুমি ত্রিভুবননাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
 কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে ।
 হৃদয়-কুটির-দ্বার, খুলে রাখি অনিবর,
 কৃপা করি এক বার, এসে কি জুড়া'বে হিয়ে ॥ ৭৩৬
 ————— বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ।

আলেয়া—একতাল ।
 কোথা হে কাকালের নিধি,
 হৃদয়-রতন দেখা দেও একবার ।
 হৃদয়-মন্দিরে আমার,
 তোমা বিনে হ'য়ে আছে অন্ধকার ।
 তোমাতে পা'বার তরে, চাহি অন্তরে বাহিরে,
 না দেখে নাথ তোমাতে,
 শূন্যময় জ্ঞান হয় এ সংসার ।
 কি করিব, কোথা যা'ব, কি রূপে তোমাতে পা'ব,
 কবে ও মুখ হেরিব,
 জুড়াইব তাপিত প্রাণ হে আমার ॥ ৭৩৭
 ————— অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ।

কোনো কবিতা ।

কোনো কবিতা ।

কোনো কবিতা ।

যেথা ফিরে ফিরে পাগলের মনসা ।

যেই পাগলী আমি,

কেমনে জাকিব তোমার আনি না ।

যদি একবার কৃপা করে এল যে যদি মন্দিরে,

যেই তোমার মনসে করে,

পুরাই মনের অনেক দিনের বাগনা ।

ব্যাভুল হ'য়েছে মন,

যেও পিতা দরশন,

জ্ঞান যে করে কেমন,

তোমা বিনা আর ক'রে জানে না । ৭৩৮

ত্রৈলোক্যনাথ সার্যাল ।

বিভাগ—৩৩৪ ।

যদি ত'রাবে করত-কর, ফিরে করাল নামে,

আলে দো তরাণ, পিতা আমার ।

এ পাণ্ডি করে সেলে, জগতের আশা হ'বে দরামর ।

স্বকামাধা করাল নাম করিয়ে কীর্তন,

তব কৃপার জব মাঝে করিব মনন ।

মনব আর যে মনে আর, আর তাই নাহি ভর,

এই মনব মাঝে পাণ্ডি করে মর ।

কিভাবে পানী মনে জাগরণ মনে মন,

কোনো কবিতা ।

4-419 112 100 738 1-00



100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ना नमो योगात्तु नमः, नमो हि नमो नमः

ବେନାର ସମସ୍ତ ଶେଷ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏତସାଧୀ ।

ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କେବଳ କୋରେ ସିନେ କୁରି,

गान्धिवर कदम्ब हाळे नव विजिते.

महामासि कि रविनाथ, रविदेव विदेव विना.

किनिवाय ऐसे बरत पाग-काग हुन-बानि । १३०

কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক

सुविधा—सुविधा

କେଉଁ କାଳ—କିଏ କାଳ, କେଉଁ ଦିନ—କେଉଁଦିନ,

इति मन्त्र-प्राज्ञः, (इति मन्त्र-प्राज्ञः) ।

বৈদ্য দেহ, বীজ দেহ, ভিত্তিকা সন্তোষ দেহ,

বিষয়ক ইচ্ছাসমূহ দেখ, দেখ ৩ পৃষ্ঠা আশ্রয় : ৭৪১

সহিষ্ণু বৈদেশিক ঠাকুর

SECRET

साहू बंभु, सुखदा साहू, सारि सुनिता साहू

*** डॉ. जयशंकर प्रसाद जी का दर्शन और आदर्श इकाई पाठ ***

प्रायः विधि विदुः विद्वान् नैव कदापि गतः ।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

ও হে অন্তর্ধামী, কি আর আমি, জা'নাব তোমায় !
 তুমি দেখিতেছ কৃপানিধি, আছি যে দশায় ॥
 আমার এই মিনতি, অন্তে রেখ চরণ-ছায়ায় ।
 তোমায় দেখিতে দেখিতে যেন প্রাণ বাহিরায় ॥ ৭৪২

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ।

তৈরবী—বধ্যমান ।

কি আর তোমার কাছে কঁরব ঘাচন ।
 সব নাথ জান তুমি, বাসনা কর পূরণ ।
 এই মম মনে লয়, সঁপে তোমায় সমুদয়,
 তোমার প্রেম-সাগরে ভাসিবারে অহুঙ্কণ ।
 সংসারের মায়াজালে, ঠেকে নাথ কোন কালে,
 পড়ি না যে রসাতলে, ছেড়ে তোমার চরণ ।
 পড়িলে বিপদে ঘোরে, তোমাতে রাখি নির্ভর,
 অকাতরে যেন নাথ মস্তকে করি বহন ॥ ৭৪৩

আদি নাথ দাস ।

(ও হে দীননাথ—হর ।)

বিতাস—একতারা ।

তোমাতে যখন, মজে আমার মন,
 তখনি ভুবন হয় সুধাময় ;
 জীবে হয় কত, স্নেহ সমাগত,
 দূরে যায় যত দুঃখ আব ভর ।
 দেখি, দিবাকরে সুধাকরে সুধা করে,
 সুধাময় হ'রে পবন সঞ্চরে,

সরিং বহে স্রুধা, মেঘে স্রুধা বরে,
 চরাচরে স্রুধামাখা সমুদয় ।
 আমি, তোমা ছাড়া হ'য়ে থাকি যে সময়ে,
 কিছুতে আনন্দ পাই না হৃদয়ে,
 সময় সস্বরি যে যাতনা ল'য়ে,
 জান অন্তর্ধামী অন্তরের বিষয় ।
 তুমি, অনাথের নাথ দরিদ্রের ধন,
 বিপদের কাণ্ডারী পতিতপাবন,
 মোহ-অন্ধকারে তুমি সে তপন,
 পূর্ণানন্দ তুমি মঙ্গলের আলয় ।
 করি, এই ভিক্ষা নাথ ! যেন সর্বক্ষণ,
 থাকে আমার মন তোমাতে মগন,
 ধন মান স্রুথে নাহি প্রয়োজন,

তোমা ধনে ল'য়ে জুড়া'ব হৃদয় ॥ ৭৪৪

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ।

[জীলোকের উক্তি ।]

আলোয়া—একতালা ।

বিপদে কোথায় রইলে গো ফেলে, বিপদভঞ্জন,
 সংসার-বনেরি মাঝে, ভয়ে প্রাণ করে কেমন ॥
 মায়ায় ভুলে আছে মন, চিন্লাম না গো তুমি কি ধন,
 নাহি জানি ভজন পূজন, বৃথা গো ধরি জীবন ।
 আমরা দুর্বল মেয়ে, আছি তোমার মুখ চেয়ে,
 একবার পিতা দেখা দিবে, কর গো সাধ পূরণ ॥ ৭৪৫

অজ্ঞাত ।

আলোয়া—একতালা ।

পিতা গো একবার হের গো আমার সহে না প্রাণে ।
 তোমারি সন্তান হ'য়ে, র'য়েছি কান্ধালের প্রায় ॥
 কি আর বলিব পিতা, কা'রে কব মনের কথা,
 কে আর বুঝিবে ব্যথা, তোমা বিনা কারে কই ॥ ৭৪৬
 ————— বসন্তকুমার ঘোষ ।

পাহাড়ী—আড়া ।

কি আর জানাব নাথ ! যাতনা তোমায় হে ।
 অপরাধ মনে হ'লে কাঁপয়ে হৃদয় হে ॥
 নাহি কিছু ধর্ম-বল, কি করি পথ-সম্বল,
 নয়নেতে আসে জল, না দেখি উপায় হে ।
 না হ'ল আশ্রয় যোগ, না হ'ল সত্যের ভোগ,
 কুকর্মের ফলভোগ, কত আর করিব হে ।
 ভবলীলা সাদ্র হ'লে, ত্যজ না পাতকী ব'লে,
 স্থান দিও চরণতলে, ল'য়েছি শরণ হে ॥ ৭৪৭
 ————— ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত ।

মুলতান—একতালা ।

জানিতেছ হৃদয়-বাসনা নাথ ।
 কি আর বলিব,
 হে অনাথ-শরণ, দেও শ্রীচরণ, সন্তানে করি করুণা ।
 ও পদ সেবনে কাটিব জীবনে,
 তোমার মননে নিয়োজিব মনে,
 তব গুণ-গানে রাখিব রসনা, বাসনা কবে, "এই",

হেমন্তকুমার ঘোষ ।

ତ୍ରୈଲୋକାନାଥ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ।

আশা ও উৎসাহসূচক সঙ্গীত ।

সঙ্গার—আড়া ।

কেন হে বিলম্ব আর সাজ সত্যের সংগ্রামে ।

সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে ॥

কর ব্রহ্মনাম ধ্বনি, কাঁপা'য়ে গগন মেদিনী,

বিশ্বাসের পরাক্রম দেখাও জীবনে ।

ব্রহ্ম-রূপা হি কেবল, কর সঙ্গের সখল,

শাস্তি-অসি করে ধরি বিনাশ রিপুগণে ;

লোক-ভয় পরিহারি, চল চল হরা করি,

প্রভু-আজ্ঞা পালন কর প্রাণপণে ।

সাধিতে পিতার কাজ, পর হে সমর-সাজ,

বাজাও বিজয় ভেরী গভীর গরজনে ;

বিবেক নির্মল হ'য়ে, বল অরুণট জ্বলয়ে—

জীবের নাহি আর গতি, দয়াল-নাম বিহনে ॥ ৭৫০

— ত্রৈলোক্যনাথ সাম্রাট ।

ললিত—আড়া ।

এতদিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ-রজনী ।

প্রকাশিল শুভক্ষণে নব-বেশে দিনমণি ॥

দেখে পাপেতে কাতর, সর্ব জনে জর জর,

পাঠা'লেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা পিতা যিনি ।

সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে,

ছিন্ন করি পাপ-পাশ বীর পরাক্রমে ;

উজ্জ্বল দিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁ'রে সবে যিনি,

জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয়ধ্বনি ॥ ৭৫১

— বিজয়কৃষ্ণ 'স্বামী' ।

(কেন হে বিলম্ব—হর ।)

সন্ন্যাস—আড়াঠেকা ।

অলসে থেক না আর উঠ শয্যা পরিহ'রে ।

সিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর দেখ হে দাঁড়া'য়ে দ্বারে ॥

তাঁ'র কার্যে প্রাণমন, কে করিবে সমর্পণ,

স্বর্ণ হ'তে নিমজ্ঞ, আসিছে শোন অন্তরে ।

শুনেছি পুরাণে কয়, বিশ্বাসের সদা জয়,

সর্বপ-আঘাতে গিরি কাঁপয়ে থর থরে,

পণ করি মন প্রাণে, এস আছ যে বেধানে,

অবিশ্রান্ত তাঁ'র কার্যে রত থাক এ সংসারে ।

রণক্ষেত্রে এসে ভাই, কেমনে বা নিদ্রা যাই,

বাজি'ছে সত্যের ভেরী সুগভীর স্বরে ;

মোহ-নিদ্রা পরিহর, ওঠ বাধ পরিকর,

উড়িল ব্রহ্মের কেতু দেখ হে দেখ অহরে ।

জয় সর্বশক্তিমান, জয় করুণা-নিধান,

দাও শক্তি মুক্তিদাতা দুর্বল হীন নবে ;

এমন কি দিন হ'বে, তব কার্যে প্রাণ যা'বে,

এই ভিক্ষা দীনবন্ধু দেও দাসে কৃপা করে ॥ ৭৫২

শিবনাথ শাস্ত্রী ।

ললিত—আড়া ।

কত আর নিদ্রা যাও ভারত-সন্ততিগণ ।

নয়ন খুলিয়া দেখ শুভ উষা-আগমন ॥

অধীনতা-অন্ধকার,

পাপ তাপ দুর্নিবার,

মদল জলধি জলে হ'তেছে চিরমগন ।

সম্মতনে ধীরে ধীরে,
প্রাতঃসমীৰণ-স্বরে,
ডাকেন ভারত মাতা পৱি উজ্জল বসন ;
উঠ বৎস প্রাণসম, যত পুত্র কন্যা মম,
কাল-রাত্রি অবসানে উদিল স্নাতপন ।
বিশাল বিশ্বমন্দিরে, সত্যশাস্ত্র শিরে ধরে,
বিধ্বাসেরে সার করে, ঐতিহ্য সাধন ।
নর নারি সমুদয়ে, এক পরিবার হ'য়ে,
গলবন্ধে পূজ তাঁরে, ঈহ'তে পেলে এ দিন ॥ ৭৫৩
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

ভଜନ ও বন্দନ।

[वन्दना ।]

মিশ্র—একতালি।

জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গলদাতা,
সকট ভয় হুথ ত্রাতা, বিশ্বভুবন-পাতা ।

জয় দেব জয় দেব ।

অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা, প্রভু নাহি তব উপমা ;
বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভূ, চিন্ময় পরমাত্মা ।

জয় দেব জয় দেব ।

অন্ন অগবল্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে,
 প্রভু প্রণমি তব চরণে ;
 শরম শরণ তুমি হে, জীবন মরণে ।

অয় দেব অয় দেব ।

জগতারণ দীনেশ স্বৰ্গ শান্তিদাতা, প্রভু স্বৰ্গ শান্তিদাতা ;
শরণাগত-বৎসল তুমি, পরম পিতা মাতা ।

জয় দেব জয় দেব ।

আপনা-প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার, প্রভু না দেখি নিস্তার ;
একমাত্র ভরসা হে করুণা তোমার ।

জয় দেব জয় দেব ।

শত-অপরাধী আমরা, পাপ ক্ষমা কর হে,

প্রভু পাপ ক্ষমা কর হে ;

তব প্রসাদ লাভে প্রভু, পাপ তাপ না রহে ।

জয় দেব জয় দেব ।

মিলিয়ে ভক্তসমাজ মাগি বরাভয়-দান,

প্রভু মাগি বরাভয় দান ;

কৃপা করি হে কৃপাময়, দেও চরণে স্থান ।

জয় দেব জয় দেব ।

কি আর যাচিব আমবা, করি হে এ মিনতি,

প্রভু করি হে এ মিনতি ;

এলোকে স্তুতি দেও, পরলোকে স্তুতি ।

জয় দেব জয় দেব ॥ ৭৫৪

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ঐশ্বর্য্যী ভজন—একতাল ।

কোথা আছ প্রভু, এসেছি দীনহীন,

আলয় নাহি মোর, অসীম সংসারে ।

অতি দূরে দূরে, জমিছি আমি হে,

প্রভু প্রভু বলে, ডাকি কাতরে ।

সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চা'বে না,
 রাখিবে ফেলিয়ে অকুল আঁধারে ?
 পথ যে জানিনে, রজনী আসি'ছে,
 একেলা আমি যে, এ বন-মাঝারে ।
 অগত-জননী লহ' লহ' কোলে,
 বিরাম মাগিছে, শ্রান্ত শিশু এ ;
 পিয়াও অমৃত, তুষিত সে অতি,
 জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে ;
 ত্যজি সে তোমারে, পেছিল চলিয়ে,
 কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে ;
 আর সে যা'বে না, রহিবে সাথ সাথ,
 ধরিয়ে তব হাত, ভ্রমিবে নির্ভয়ে,
 এস তবে প্রভু. স্নেহ-নয়নে,
 এ মুখপানে চাও, স্মৃতিবে যাতনা ;
 পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল,
 চরণ ধরিয়ে পুরিবে কামনা ॥ ৭৫৫
 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ভজন—স্বাপত্য ।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণমি চরণে তব,
 প্রেম ভক্তি ভরে শরণ লাগি ।
 স্মৃতি দূর করি শুভ মতি দাও হৈ,
 এই বরদান ভগবান মাগি ।
 ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে,
 ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে ।

দীন-বৎসল তুমি তার নিজ সেবকে

তব অভয়-মুরতি ভয় নিবারে ।

বিবম মহার্ণবে মগন হ'য়ে ডাকি হে,

দীনহীনে প্রভু রাখো রাখো ।

তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব-সঙ্কটে,

কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো ॥ ৭৫৬

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ব্রহ্মোৎসব সঙ্গীত ।

বিভাস—আড়া ।

আজ কেন চারি দিক হেরি মধুময় ।

হেরি অপরূপ মাধুরী স্নানীল গগনে,

হৃদয়ে অযুত চল্লোদয় ।

চন্দ্র বরবে আজ অমৃত কিরণ,

ধীরে ধীরে কতই স্নান বহে সমীরণ,

প্রভুর শুভ আগমনে, হৃদয়-কাননে,

ফুটে'ছে প্রীতির কুসুমচয় ॥ ৭৫৭

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ।

কর্গাটি—৭৭৭ ।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে, অমৃত-সদনে চল যাই ।

চল চল চল ভাই ।

না জানি সেথা, কত সুখ মিলিবে, আনন্দের নিকেতনে,

চল চল চল ভাই ।

মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল, কি আনন্দ উধলিল ;

চল চল চল ভাই ।

দেবলোকে উঠিয়াছে জয়-গান, গাহ সবে একতান ।

বল সবে জয় জয় ॥ ৭৫৮

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

তৈরে!—স্বাপত্য ।

দেখ্ চেয়ে দেখ্ তো'রা জগতের উৎসব,

শোন রে, অনন্তকাল উঠে কিবা জয়-রব !

জগতের যত কবি, গ্রহতারা শশি রবি,

অনন্ত আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব ।

কি সৌন্দর্য অল্প পম না জানি দেখে'ছে তারা,

না জানি করে'ছে পান কি মহা অমৃত ধারা ।

না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে,

আনন্দে ব্যাকুল যেন হ'য়েছে নিখিল ভব ।

দেখ্রে জগতে চেয়ে—সৌন্দর্য প্রবাহ বয় ।

জাঁধি মোর কা'র দিকে, চেয়ে আছে অনিমিখে,

কি কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি ক'ব ॥ ৭৫৯

ঐ

[জীলোকের উক্তি ।]

বেহাগ—আড়া ।

আশীর্বাদ কর বিহু, আজি সম্বৎসর-তরে ;

মিলি যেন সবে হেথা পুনঃ এক বর্ষ পরে ।

ছুঃখনী কস্তারা সবে, তোমার এ সুখোৎসবে,

একত্রিত হয়েছিহু তব পবিত্র মন্দিরে ।

নাহি চাহি ধন জন মান,
 নাহি প্রভু অন্য কাম,
 প্রার্থনা করে তোমায়ে আকুল নরনারী ।
 তব পদে প্রভু লইছ শরণ,
 কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
 অমৃতের খনি পাইছ যখন, জয় জয় তোমারি ॥ ৭৬২
 জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

মিশ্র প্রভাতী—৭৭ ।

আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে ।
 মিলে বহুগণে,
 প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে, ভক্তি-কমল ল'য়ে
 করেন অঞ্জলি দান বিভূচরণে ।
 তরুণ ভানু-কিরণে, প্রভাত-সমীরণে,
 মেদিনী অমুরঞ্জিত নবজীবনে !
 প্রকৃতি মধুর স্বরে, ব্রহ্মনাম গান করে,
 আনন্দে মগন হ'য়ে পিতার প্রেমে ।
 উৎসব মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্মরাজ,
 করেন বিরাজ রাজসিংহাসনে ;
 মরি কি সুল্লর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্য-প্রভা.
 কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে ।
 স্নেহময়ী মাতা হ'য়ে, পুত্র-কস্তাগণে ল'য়ে,
 বসে'ছেন আনন্দময়ী আনন্দধামে ;

নিমজ্জণ করি সবে, এনেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেম অন্ন ক্ষুধিত জনে ॥ ৭৬৩
ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ।

কর্ণটি ঝিঁঝিট—কাওয়ালী ।

বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও,
ফিরাইও না জননি !
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তাঁ'রে রাখিবে, জানি গো ।
আর আমি যে কিছু চাহিনে, চরণতলে বসে থাকিব,
আর আমি যে কিছু চাহি নে জননী বলে শুধু ডাকিব ।
তুমি না রাখিলে, গৃহ আর পাইব কোথা,
কৈদে কৈদে কোথা বেড়া'ব ।

ঐ যে হেরি তমসা-ঘনঘোরা গহন রজনী ॥ ৭৬৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

অনুষ্ঠান সঙ্গীত ।

[জাতকর্ষ ও নামকরণ উপলক্ষে ।]

কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে, বল তাই ।

পিতা হ'য়ে পালিতেছ,

কখন জননীরূপে দেখিবারে পাই ।

অসহায় শিশু যবে জননীর কোলে,

আধ আধ মা মা বলে স্তন করে পান ;

আমি তখনই তাহার মূলে নিরখি তোমায়,

অমনি মা বলে ডাকি কেহ না শিখায় ।

সুধু জীবের জীবন বাঁচা'বারি তরে,
 ঢেকে'ছ বসুধা-দেহ কত উপচারে ;
 তোমার এমন পালন-রীতি হেরি হে যখন,
 ইচ্ছা হয় পিতা বলি সস্বোধি তোমায় ॥ ৭৬৫

— দুর্গানারায়ণ চৌধুরী ।
 ললিত—আড়া ।

হে দয়াময় তব তুলনা কি মিলে ।
 স্বজিলে শিশুরে তুমি বসিয়া বিরলে ॥
 গর্তে শিশু ছিল যখন, করিলে তা'রে পালন,
 সঙ্কীর্ণ জরায়ু মাঝে নির্ঝিল্লি রাখিলে ;
 হে মাতঃ বিশ্বজননী, প্রসব-কালে ধাত্রী তুমি,
 পাতিয়ে কোমল কোল শিশুরে লইলে ।
 করিতে তা'রে পালন, কত তব আকিঞ্চন,
 পিতা মাতার মনে তুমি স্নেহ-রস দিলে ;
 আজীবন তুমি পাতা, তুমি ধর্ম্ম-পথে নেতা,
 এ সব করুণা মোরা রহিব কি ভুলে ॥ ৭৬৬
 — ভোলানাথ চক্রবর্তী ।

অয়য়য়স্তী ।

আয় রে শিশু আয় রে কোলে জুড়াই জীবন ;
 দেখে দেখে প্রাণভরে ও সুধাঃস্তু-বদন,
 মধুর তহুর রুচি, হস্তপদ কচি কচি,
 কচি মুখে কাঁচা হাসি কি স্নান-দরশন ।
 আহা কি মধুর বুলি, আধ আধ কথাগুলি,
 নিয়ত এ কর্ণে যেন করে সুধা বরিষণ ।

ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসে আঁখি, মাতৃ-অঙ্কে শির রাখি,
 নির্ভয় নিশ্চিত ভাবে বুমাও যখন ।
 দুরাশা হৃৎপন্ন সব, এ সুখের নিদ্রা তব,
 ভাঙ্গে না করিতে নিশি অশ্রুজলে উদ্‌যাপন ।
 পবিত্রতা দেহে মাখা, এখনো কলঙ্ক-রেখা,
 পড়েনি কোমল অঙ্কে—যেন পড়ে না কখন ।
 বুঝিলাম দঙ্ক প্রাণ, ছুড়া'বার এই স্থান,
 দম্পতি-প্রেমের অতি দৃঢ়তর নিদর্শন ।
 যে গৃহে অভাব তো'র, সে গৃহ অশান মোর,
 অতি ভাগ্যে এ সংসারে মিলে এ মহারতন ॥ ৭৬৭
 দ্বারকানাথ গান্ধলী ।

খাখাজ জংলা—লক্ষ্মী চুংরি ।

আহা কি সুন্দর শোভা তরুণ জীবনে !
 বাল-ইন্দুসম বুদ্ধি পায় দিনে দিনে ॥
 নবীন কোরকসম, হে বদন নিকুপম,
 বিকাশিবে ক্রমে তাহা অতুল ভূষণে ।
 এ চারু রূপের ভরা, যে মহাশিল্পীর গড়া,
 বাখানি নৈপুণ্য তাঁ'র, মিলে না তুলনে ।
 শাজা'য়েছ নাথ ! যারে, বাল্যরূপে কুপা করে,
 সাজাইও স্বদয় তা'র এমন যতনে ।
 এ রূপের অমুরূপ, সুন্দর প্রকৃতি হো'ক,
 অক্ষত শরীরে রেখো পবিত্র জীবনে ॥ ৭৬৮ এ

হাস শিশু মধুর হাসি, এ যায় স্নেহের জীবন,
 জীবন-চক্রের গতি পূর্ণ এক আবর্তন ।
 যদি পারি ফিরে আসি, তো'র মত কাঁদি হাসি,
 আবার জীবন-পথে গতি আরম্ভি নূতন ।
 সাদা মন সাদা প্রাণ, নাহি আত্ম পর-জ্ঞান,
 যা'র দেখ হাসি-মুখ, ভাব তা'রে আত্মজন,
 শত্রু মিত্রে ভাব সম, এ প্রকৃতি দেবোপম,
 জীবনে এ মধুরতা থাকিবে কি চিরদিন ?
 এক হুই তিন করে, শত-বিংশ চক্র ঘূবে,
 যাও শিশু হাসিমুখে, স্নেহে চালা'বে জীবন ।
 মধুর অধর ভাগে, চিরহাসি থাকে লেগে,
 বিষাদের মেঘে ঢাকা যেন পড়ে না কখন ॥ ৭৬৯
 —————
 ষারকানাথ গাঙ্গুলী ।
 বেহাগ ।
 এ গৃহ উদ্যানে নাথ ! পুনঃ তোমারি নিদেশে,
 ফুটিল নব কুম্ভম, স্ননব রঞ্জিত বেশে ।
 আজি যে শয্যায় শোয়া, সম্মল ক্রন্দন-“ওয়া”,
 চলিবে, বলিবে ক্রমে তোমারি শুভ আশীষে ।
 এ কোমল কলেবর, হ'বে পুষ্ট দৃঢ়তর,
 কত আশা কত চিন্তা কালে উদিবে মানসে ।
 পৌরুষ প্রবীণ ধীর, ধর্ম্মযুদ্ধে হ'য়ো বীর,
 দেশের কল্যাণে প্রাণ যেন উৎসর্গে হবয়ে ।
 অশান্তির অশ্রুজল, এ কোমল গণ্ডহৃদ,
 ভাষায় না যেন আর, পূর্ণ করো অভিলাষে ॥ ৭৭০

খাবাজ—গোস্তা ।

অধরে ফুটে'ছে হাসি নয়নের কোণে ;
 ভরেছে মধুর হাসি সমগ্র বদনে ।
 ও রে শিশু হাস হাস, বল রে মধুর ভাস—
 মা—মা,—বা—বা, আধ আধ বচনে ।
 কি অমৃত এই হাসে, দৃষ্টি প্রাণে ফিরে এসে,
 স্নেহে আঙুলে কোলে একটি চুষনে ।
 কা'র না জুড়ায় প্রাণ, তৃষিতে অমৃত-দান,
 কে শিখা'ল এই ব্রত সুকুমার শিশুগণে ?
 ও রে শিশু বল বল, কে শিখা'ল এ কৌশল,
 বাঁধিন্ উদাস প্রাণ স্নেহ-বন্ধনে কেমনে ।
 হাস শিশু ছলে ছলে, মায়ের পবিত্র কোলে,
 এমন নির্ভয় স্থান আর পা'বে না ভুবনে ।
 মাতৃ-অঙ্কে যা'র স্থান, সে না আর হাসিবে কেন,
 এ সৌভাগ্য থাকে ঘেন, তব অনন্ত জীবনে ।
 ঈশ্বরে করিয়া ভর, কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর,
 হ'য়ো, শুভ পথে থেকো রত দেশের কল্যাণে ॥ ৭৭১
 দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ।

ললিত—আড়া ।

ও হে প্রভু দয়াময় তোমার কৃপায়,
 রক্ষিত হইল শিশু অরামু-শয্যায় ।
 তব পদে বারম্বার, করি আজ নমস্কার,
 অর্পণ করিহু বিভু, এ শিশু তোমায় ।

রামকুমার বিদ্যারত্ন ।

माहाना वाहान्न—४९ ।

যে স্থখে করে'ছ সুখী ভুলিব কি এ জীবনে ;
তোমার ভালবাসা ভেবে ধারা বহে হৃদয়ে ।
সুন্দর সংসার নাথ, সাজায়েছ কত মত ;
আনন্দের উপাদানে, কি দিব তুলনা নাথ ;
উপলিছে প্রেম কত, কে বুঝিবে তোমা বিনে ।
আশার আলোকসম, আজি শিশু অল্পম,
আহা কিবা শোভিতেছে এ আনন্দ-নিকেতনে ।
সরল মধুর অতি, শশীকলাসম জ্যোতি ;
তব আলীকাদে নাথ বাড়ে যেন দিনে দিনে ।
কর আলীকাদ পিতঃ, করি তোমায় প্রণিপাত ;
স্থখে হৃদয়ে কহ নাথ তোমাকে যেন ভুলিনে ॥ ৭৭৩

আনন্দচন্দ্র মিত্র

कीर्तन ।

তুমি মনোবাহু-কল্পতরু এমন কে বা আছে ।
শিশু যুগেই হে ! জয়বিহারী,
তুমি আপনি কর চৌকিদারী ।

(দিবা নিশি ভেগে থাক হে) (চৈতন্তরূপে)
 প্রভু না হ'তে ভূমিষ্ঠ দেহ,
 তুমি দিয়েছ অপত্য-স্নেহ । (পিতা মাতার মনে)
 শিশুর কোমল দেহ পোষণের জন্তে,
 হৃদয় দিয়েছ জননীর স্তনে ।
 (কণ্ঠ শুকা'বে বলে হে—শিশুর কোমল কণ্ঠ) ॥ ৭৭৪

অজ্ঞাত ।

বসন্ত—আড়া ।

কুটিল আশার ফুল স্নেহের লতায় ।
 প্রফুল্লিত ফুলে লতা কিবা শোভা পায় ॥
 মধুর মোহন হাসি, মুকুলিত রূপরাশি,
 নিরখি নিরখি আজি নয়ন জুড়ায় ।
 আদরে আদরে ফুলি, খেলে যথা তুলি তুলি,
 সমীর পরশে-কলি, ললিত লতায় ।
 আধ আধ আধ বোলে, আদরে মায়ের কোলে,
 তেমনি তুলিয়া শিশু আদরে খেলায় ।
 এ সৃষ্টি-উদ্যান ধীর, সমীরে সঞ্চাব তাঁ'র,
 স্নেহের ক্ষুরণে তিনি সৌন্দর্য্য শোভায় ।
 এ লতা এ ফুলকলি, আশার সম্পদে ফলি,
 চিরজীবী রহে যেন তাঁহারি কৃপায় ॥ ৭৭৫

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ।

খিষ্টিট—কাপড়াল ।

এমন স্তম্ভর ক'রে, কেন তো'রে নিরমিল ;
 কেন ভালবাসি তো'রে, ও রে শিশু বল বল ?

ফুটক ফুলের মত, হাসিতেছে অবিরত ;
 এ গৃহ-উদ্যান তোমার রূপেতে করেছে আলো ।
 শিশু রে তোর কচি মুখে, তোমার ঐ সরল চোকে,
 এমন স্বর্গের সুখা বল বল কে ঢালিল ?
 আধ আধ কথা কও, প্রাণ মন কেড়ে লও ;
 এ সুন্দর দেব-ভাষা, কে তোমাতে শিখাইল ?
 এমন কৌশল করে, ভুলা'তে পাষণ-নরে,
 তোমার জীবনে কে রে, স্বর্গ মর্ত্য মিশাইল ?
 ধন্ত ধন্ত ধন্ত তিনি, ধন্ত সে জগতজননী ;
 স্মরিতে তাঁহাব দয়া, নয়নে উথলে জল ॥ ৭৭৬

— আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

জন্মদিন উপলক্ষে ।

আলোয়া—৪৭ ।

আজ মনের সাধে প্রাণ ভরে ডাকব দয়াময় ।
 যেন জন্ম-দিনের ফল জীবনেতে রয় ॥
 যেন কুভাব না মনে আনি, কু কথা না কাণে গুনি.
 মন্দ বালক যথা যাব না তথায় ।
 পিতা মাতা গুরুজন, করেন কত যতন,
 তাঁ'দেব চরণে যেন ভক্তি সদা রয় ।
 তুমি ভালবাস বসে, ভালবাসেন সকলে,
 আমি যেন শিখি ভালবাসিতে তোমায় ॥ ৭৭৭
 শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বিভাস—একতালা ।

আয় রে ভাই সবে, মিলে সবাঙ্কবে,

আনন্দ-উৎসবে হই রে মগন,

আজি শুভদিনে সুখের মিলনে.

(ও ভাই) আয় রে সকলে করি আলিঙ্গন ।

এই শুভদিনে এমন সময়ে, এসেছিলেম ধরায় এ দেহ ল'য়ে,

পিতা মাতা দৌহে বিগলিত স্নেহে হয়েছিলেন রে ;

এমন সময়ে এ মুখ নিরখি, আত্মীয় বান্ধব হয়েছিলেন সুখী ।

কত যে আনন্দ ভেবে দেখ দেখি হয় রে,

ও ভাই সেই সুভ দিন করিয়ে স্মরণ ।

জীবনের পথে আমরা সকলে, চলিয়াছি ভাই বড় কুতূহলে,

বাঁ'র অযাচিত কল্লণার বলে, ভাই রে ;

সবে মিলে আজি কর আশীর্বাদ,

এ জীবনে যেন পূরে মন-সাধ,

প্রিয়কার্য্য তাঁ'র, করি অনিবার, ভাই রে ;

(ও ভাই) করি যেন তাঁ'তে আত্মসমর্পণ ॥ ৭৭৮

— আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

বিবাহ উপলক্ষে ।

মল্লার—আড়া ।

পবিত্র প্রেম বন্ধনে বাঁধ হে আজি তুজনে ।

হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে জীবনে ॥

উভয়ের প্রেমনদী,

বহে যেন নিরবধি,

সুখেতে অনন্তকাল তব প্রেমসিদ্ধু-পানে ।

তুমি সিদ্ধিদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
 শুভকর্ষ সম্পাদন কর আশীর্বাদ-দানে ;
 এই নব দম্পতীয়ে, রাধ দাস দাসী করে,
 চির জীবনের মত তোমার চরণে ॥ ৭৭৯
 ——— জৈলোক্যনাথ সাম্রাজ্য ।

বেহাগ—আড়া ।

নিরখি তোমার পানে, তোমার সন্তান হৃৎজনে,
 প্রবেশে সংসারে আজি, দেখ নাথ কৃপা-নয়নে ।
 যথা নীর-বিন্দুধর, পুষ্প-দলে এক হই,
 তেমতি হে প্রেমময়, মিলাও দুই হৃদয়-মনে ।
 যে প্রেমে নাথ নিরন্তর, বিমোহিত নারী-নর.
 বাঁধিয়াছ চরাচর, যে প্রেম-বন্ধনে ;
 আজ প্রভু ভাল করে, চিরজীবনের তরে,
 সে পবিত্র প্রেম-ভোরে, বেঁধে দেও প্রাণে প্রাণে ।
 ভীষণ ভব-কাননে, পূর্ণ বিশ্ব প্রলোভনে,
 বল নাথ বল কেমনে, পশিবে হৃৎজনে ;
 দেখো প্রভু দেখো দেখো, মাতা হ'য়ে কাছে থেকো,
 নয়নে নয়নে রেখো, সদা সর্বদা যতনে ।
 পাপের মোহিনী মায়ায়, পথ যদি ভুলে যায়,
 কৃপা করি করে ধরি, ফিরাইও সেই ক্ষণে ;
 বিষম সন্তাপনল, অন্তরে হ'লে প্রবল,
 মুছাইও আঁধি জল, নিরুপম কৃপাশুণে ॥ ৭৮০

——— নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

খিঁঝিট—আড়াঠেকা ।

প্রেমময় ! আজি তুমি বাঁধিলে যতনে,
 হৃদয়-কুসুম দুটি শুভ বিবাহ-বন্ধনে ।
 যেন চিরদিন তরে, এক সঙ্গে শোভা করে,
 না হয় বিচ্ছিন্ন যেন প্রতীপ পবনে ।
 সংসার-সন্তাপে কভু, না শুকায় যেন প্রভু,
 তব পদে কুটে থাকে, কৃপা-বারি-সিঞ্চনে ।
 দেখে সুখী হ'ব সবে, স্নানোরত ব্যাপ্ত র'বে,
 কভু নাহি ক্ষুধ হ'বে, পাপ-কীট-দংশনে ।
 যেন চিরদিন-তরে, প্রেম-মধু-সঞ্চারে,
 প্রেমময় কৃপাসিঁছু ! তোমারই কৃপা-গুণে ॥ ৭৮১
 — নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

খিঁঝিট—মধ্যমান ।

এই তো সে মধুর প্রণয়,
 যে বন্ধনে আছে বাঁধা বিধে সমুদয় ।
 জীবস্থিতি যার মূল, যা'তে সুরক্ষিত কুল,
 সুখশান্তি যা'র তুল, সম্ভব না হয় ।
 বাঁধ আজ সে বন্ধনে, নরনারী দুই জনে,
 হৃদে হৃদে প্রাণে প্রাণে হোক মধুময় ॥ ৭৮২
 — ষারকানাথ গাঙ্গুলী ।

ভৈরবী—৫৭ ।

যতনে গেঁথেছি মালা সুগন্ধি কুসুমদলে ।
 ধর ধর সখী ধর স্নান কর কমলে ॥

আজ বহু দিন থেকে, যাঁ'র মূর্তি হৃদে এঁকে,
 রেখেছ, পরাণ যতনে ও মালা তাঁ'র কণ্ঠস্থলে ।
 স্রজন তুমিও ধর, এ নব কুসুম-হার,
 পরাণ দেখি কেমন পরা'তে জ্ঞান সখীর গলে ।
 পবিত্র প্রণয়-পাশে, পরম্পরে বাঁধ কসে,
 প্রাণে প্রাণে গেঁথে রাখ, আঁক প্রেমমূর্তি চিত্তফলে ।
 চিরদিন স্মৃথে থেকে, দেখ যেন মনে রেখো,
 শুভ কর্মে রেখো মতি, নত থেকে ঈশ-পদতলে ॥ ৭৮৩

— দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ।

বহিয়ে চুঃখের ভরা তরুণ জীবনে,
 ছুটিল সৌভাগ্য ফুল, বুঝি এত দিনে ।
 হৃ'জীবন এক স্ত্রে, গেঁথে আজ কর্মক্ষেত্রে,
 ঈশ্বরে নির্ভর করি, প্রবেশ নবজীবনে ।
 আজ হাসিভরা মুখ, দেখিয়া জুড়া'ক বুক,
 বরুক আনন্দ-নীর ধীরে ধীরে হৃ' নয়নে ।
 স্মৃথে থেকে স্মৃথে রেখো, সদা স্নেহ-চক্ষে দেখো,
 নিজ সন্তানের মত মাতৃহীন শিশুগণে ।
 পতিপ্রেমে স্মৃখী হ'য়ে, সরল প্রকৃতি ল'য়ে,
 স্মৃথে কর ঘর, পূর্ণ হো'ক পঞ্চ পরিজনে ।
 মুছাইও এ অঞ্চলে, যাঁ'র চক্ষু ভাসে জলে,
 ধর্ম্মে সদা রেখো মতি, দয়া করো দীনজনে ॥ ৭৮৪ এ
 তব শুভ সন্নিধানে, তোমারি করুণা-গুণে,
 শুভকার্য্য আজি পিতা, সমুদ্রা হইল ।

নদ নদী যথা আসি, এক হ'য়ে ধায় মিশি,
 জীবনে জীবন-শ্রোত, তেমনি মিশিল ।
 একি দেখি কৃপাকল, হুটি বিন্দু হিম জল,
 ঢল ঢল করে যেন, গড়া'য়ে মিলিল ;
 শূন্য প্রাণ পূর্ণ হ'ল, স্নান মুখ অক্ষুটিল,
 ফুটিল আশার কলি, বিবাদ যুটিল ।
 পবিত্র প্রণয়-ডোরে, বাঁধ পিতা ভাল করে,
 গৈঁথে দাও প্রাণে প্রাণে, জনম মতন ;
 ধন্ত হে তব ককণা, পুরিল মন-বাসনা,
 দম্পতী-মিলনে, সুখ-হিল্লোল বহিল ॥ ৭৮৫

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ।

জয়জয়ন্তী—রাঁপতাল ।

(আহা আর কোথা যাব—হর ।)

আজি এ সন্তান হুটি মিলেছে তোমার ;
 শিখাও প্রেমের শিক্ষা খোল হে ছয়ার ।
 যে প্রেম স্রুথেতে প্রভু, পঙ্কিল না হয় কভু,
 যে প্রেম হুঃথেতে ধরে মঙ্গল-আকার ।
 যে প্রেম সমান ভাবে র'বে চিরদিন ;
 নিমেমে নিমেমে যাহা হইবে নবীন ;
 যে প্রেমের শুভ্রহাসি, প্রভাত-কিরণরাশি,
 যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উয়ার ।
 যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে ;
 সে প্রেম দেখা'য়ে দাও পথিক হুজনে ;

যদি কভু শ্রান্ত হয়, কোলে নিও দয়াময়,
যদি কভু পথ ভোলে, দেখাইও আবার ॥ ৭৮৬
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

সাহানা—রাঁপতাল ।

হুই হৃদয়ের নদী, একত্র মিলিল যদি,
বল দেব ! কা'র পানে, আগ্রহে ছুটিয়া যায় ।
সম্মুখে রয়েছ তা'র, তুমি প্রেম-পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে ছুটিতে মিলিতে চায় ।
সেই এক আশা করি হুই জনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি হুই জনে চলিয়াছে ;
পথে বাধা শত শত, পাষণ পর্কিত কত,
হুই বলে এক হ'য়ে, ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায় ।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে, যেন গো আশ্রয় মিলে ;
হুই হৃদয়ের স্মৃথ, হুই হৃদয়ের দুঃখ,
হুই হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায় ॥ ৭৮৭ ঐ

(গাও রে অগতপতি—হর ।)

কিষ্কিট—ঠুংরি ।

আজি এ শুভদিনে সব বান্ধবে,
ডাকি হে প্রাণ খুলে সে দেব-দেবে ।
আশার কুসুম আজি দেখ হে ফুটিল ;
প্রণয়ে প্রণয়ধারা আসিয়া মিশিল ;

লই হে আজি বরি প্রণয়ী হু'জনে,
 শুভ পরিণয়-পাশে বাঁধি হে যতনে ;
 যাচি সবে মিলি প্রসাদ তাঁহারি,
 বিরচে প্রেম-লীলা করুণা বাঁহারি ॥ ৭৮৮

শিবনাথ শাস্ত্রী

(গাও রে জনতপতি—স্বর ।)

বারোয়া—ঠুংরি ।

আজ মনে আনন্দ অপার ।
 আনন্দে আনন্দময়ে ডাক একবার ॥
 আজি ভাই ভগ্নী মিলি, ডাকি সবে প্রাণ খুলি,
 মনের হরষে পূজি চরণ তাঁহার ।
 পবিত্র শ্রীতি-বন্ধনে, বাঁধিয়ে আজি হু'জন,
 কর হে করুণানিধি করুণা বিস্তার ॥ ৭৮৯ ঐ

(ধন্ত ধন্ত ধন্ত আজি—স্বর ।)

ঝিঁঝিট—একতাল ।

মঙ্গল আনন্দধ্বনি কর লো পুরনারী ;
 সুখ-আশা পূর্ণ হ'লো কুপায় তাঁহারি ।
 জীবনে জীবনে মিলিল আজ,
 মিশিয়ে ধরিল মোহন সাজ,
 মোহিল নয়ন জুড়া'ল হৃদয়,
 সে শোভা নেহারি ।
 মিলাইয়ে কণ্ঠ ধর লো তান,
 জাগাও ধ্বনি যতেক রমণী,
 আজি হৃদয় ভরি ॥ ৭৯০ ঐ

বাঁধার জংলা—ঠুংগি ।

(লক্ষ্যে ঠুংগি ।)

অপর-শুশ্রূষে প্রভু বাঁধিয়ে হু'জনে,
 তব দাস দাসী ক'রে রেখ হে চরণে ।
 বতনে প্রণয়ে, পুষিয়ে হৃদয়ে,
 আজি যে ঢালিছে প্রভু জীবন জীবনে ।
 হে নাথ তোমারি, রচনা কুপারি,
 বিরচিছে প্রেমলীলা তুমি ত ভুবনে ;
 তোমারি বিধানে, পরাণে পরাণে,
 বাঁধিল মিশিল আজি মোহিয়ে নয়নে ।
 দাঁড়া'য়ে হুরারে, ডাকে হে তোমারে,
 এখনি কেলিবে পদ সংসার-ভবনে ;
 প্রভু কৃপা করি, আশীর্ষ বিতরি,
 দেও হে অভয়দাতা অভয় হু'জনে । ১০১
 ——— শিবনাথ শাস্ত্রী ।
 জয়জয়ন্তী—স্বাগতাল ।

দেখ দেখ দেখ দেব দরবার নিধান ।
 শুভ আশীর্বাদ নাথ কর বরবণ ।
 তব কৃপা-সরোবরে, কুটিরাছে একস্তরে,
 বৃগল কুহুম-কলি, অতি সুশোভন ;
 প্রেম-হস্তে লহ তুলে, সে দুটি হৃদয়-ফুলে,
 গাঁথি দোহে এক হুত্রে রাখ চিরদিন ।
 বাধীন হৃদয় বেন, এ দুটি হৃদয় মন,
 থাকি সদা পরস্পরে, করে আকর্ষণ ;

উত্তাপ-আলোক-প্রায়, জীবনেতে মিশে যায়,
নাথিতে তোমার কার্য করে আত্মসমর্পণ ।

আর কি অভাব র'বে, দুই হস্ত এক হ'বে,
দুই স্বপ্নের বল, এক পথে প্রবাহিবে ;

আহুতী-বহুনা-স্রোত, সম হ'য়ে, ওতপ্রোত,
অনন্ত পুণ্য-সাগরে হইবে মগন । ১১২

আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

প্রাক্ত উপলক্ষে ।

কিঞ্চিৎ বাবাজ—একতারা ।

কেন তোমার ভুলি দরামার ;

ভূমি বট হে পানী তাপী সাধু সবার

অনন্ত জীবনাশ্রয় ।

গর্ভ হ'তে যেমন ধরায়, ধরা হ'তে পুনরায়,

ল'য়ে স্নেহে রাখ সবার, এতে কি আছে সংশয় ।

এখন যেমন অতুল যতন, মরণ অন্তেও তেমন

পরকালে স্নেহ-কোলে, রহে তব সমুদয় । ১১৩

আদিনাথ দাস ।

পাহাড়ী—জলদ তেতারা ।

কত যে কর করুণা দীন মানবে প্রভু !

ভুলিতে পারিব না নাথ ! ভুলিতে কি পারি কভু ।

স্বজিয়ে যবে আত্মারে, পাঠাও এ মহী-মাকারে,

কত যবে রাখ ভা'রে শৈশবে বাঁচায়ে হে ;

দিয়ে বুদ্ধি-জ্ঞান-বল, স্বাধীনতা-স্বল,

খেলাও ভবের খেলা, ও হে দয়াল বিধু ।

ভব-লীলা হ'লে শেষ, ও হে ভক্ত-হৃদয়েশ,
 প্রসারি স্নেহের কর, লও হে অমৃত-কোলে ;
 যাচি আজি ভিক্ষা এই, ও উদার সদাভ্যন্তে,
 স্থান দেও দীন আমাকে ও শীতল চরণে প্রভু ॥ ৭৯৪
 ——— পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় ।

ললিত—আড়াঠেকা ।

রক্তনী প্রভাত হ'ল জাগিল জীব সকল ।
 এ ঘবে আর জাগিবে না সেই মুখ নিরমল ॥
 বিবম বিবাদ-ভারে, শূন্য দেখি এ সংসারে,
 সম্পদ-ঐশ্বর্য্য-সুখ সকলি লাগে বিফল ।
 বিহঙ্গিনী শিশু ল'য়ে, বুমায় নিজ কুলা'য়ে,
 দুরন্ত নিবাদ যেন ধরিল তাহায়,
 আজি এই পরিবার, কাদিতেছে সে প্রকার,
 সন্তানের বক্ষে আজি বহিতেছে অশ্রুজ-জল ।
 তুমি পিতা জগৎ-পতি জীবনে মরণে গতি,
 দেখা দেও কুপা ক'রে, শাস্ত কর শোকানল ॥ ৭৯৫
 ——— শিবনাথ শাস্ত্রী ।

শৈরবী—আড়াঠেকা ।

বুধা এ জীবন-ভার কে আর বহিত ?
 ঈশ্বরে মঙ্গলময় কে আর কহিত ?
 এত স্নেহ ভালবাসা, এত প্রেম এত আশা,
 কৃতান্তের কাল দস্তে, যদি সব ছিন্ন হ'ত ।
 তুমি কাল ভঙ্গি বটে, দেহ বৃত্তিকার ঘটে,
 নাশিবে কে অমরাত্মা শক্তি কি আছে এত ।

অমর কি কখন মরে, লোক হ'তে লোকান্তরে,
 যায় যেমন শিশুরা হয় ধরায় আগত ।
 কেহ আগে কেহ পরে, পুণ্যালয়ে পুণ্য-ঘরে,
 জীবনান্তে একে একে সবে হইবে মিলিত ।
 তাই বুঝি পুণ্যবতী, রেখে পুত্র কন্তা পতি,
 নব-গৃহ আয়োজনে হ'য়েছেন স্বর্গগত ! ৭৯৬
 দ্বারকানাথ গান্ধুলী ।

ললিত—আড়াঠেকা ।

জনক-(জননী) বিয়োগ-শোকে দহি'ছে আমার প্রাণ ।
 কোথা হে পরম পিতা কর আসি শাস্তি-দান ।
 যা'র স্নেহ-বন্ধ'পরে পালন করিলে মোরে,
 এ জগত সংসারে কে আছে তাঁ'র সমান ।
 পারি নাই সাধ্যমতে, পিতৃ-(মাতৃ) ঋণ শোধ দিতে,
 সেবা ভক্তি কৃতজ্ঞতা করিয়ে তাঁহারে দান ;
 হইয়ে অবাধ্য কত, করিয়াছি অপরাধ,
 না বুঝিয়ে করিয়াছি কত অপমান ।
 ও হে পতিত পাবন, করি এই নিবেদন,
 পরলোকে দিও তাঁ'রে তোমার চরণে স্থান ;
 হই পরকালে তুমি, সকল জীবের স্বামী,
 পরলোকগামী পিতায়-(মাতায়) কর আশীর্বাদ-দান ॥ ৭৯৭
 অজ্ঞাত ।

ধর্ম-দীক্ষা ।

সাহাবা মিশ্র—৪৭ ।

একটা সম্ভান পিতা জীবন মন তোমায়,
 চিরদিন তরে আজি সঁপিছে তোমারি পায় ।
 রেখ নাথ রেখ দাসে, সতত চরণ-পাশে,
 সম্পদে বিপদে রেখ, তব চরণ-ছায়ায় ।
 বিপদ-পরীক্ষা কালে, স্নেহভরে বেধ কোলে,
 প্রেম-মুখ প্রকাশিয়ে এ দাসে করো নির্ভয় ।
 দেহ নাথ দেহ বল, তব কৃপাহি সম্বল,
 তোমা বিনে এ সংসারে দুর্বলের আর কে সহায় ।
 যদি নাথ দয়া করে, আনিলে তোমার ঘবে,
 বাঁধ তবে প্রেমডোরে প্রাণ মন তব পায় ॥ ৭৯৮
 গগণচন্দ্র হোম ।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা ও গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে ।

(কেন হে বিলম্ব—স্বয়ং ।)

মন্দির—আড়াঠেকা ।

এস এস এস আজি শুভ দিনে শুভক্ষণে ।
 সত্যের প্রতিষ্ঠা করি মিলে ভ্রাতা ভগ্নীগণে ॥
 আর কি বিলম্ব নয়, হেরিতে সে পুণ্যালয়,
 পূজিব যেখানে সব, নিত্য সত্য সনাতনে ।
 হইবে সত্যের জয়, ইথে আর কি সংশয়,
 তবে আর কেন ভয়, চাহি আপনার পানে ;

পদ্বুতে লভয় গিরি, এই মহাবাক্য স্মরি,
 সাহসে নির্ভর করি, এস সবে প্রাণপণে ।
 গীত্র কর আয়োজন, সুপি দেহ প্রাণ মন,
 বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধন শুভ সঙ্কল্প সাধনে ।
 পরব্রহ্ম-নাম স্মরি, বিশ্বাস পত্তন করি,
 পবিত্র ব্রহ্মমন্দির উঠাও হে উঠাও গগণে ।
 ঐ পুণ্য-নিকেতনে, দেখিব প্রেম-নয়নে,
 সংসারে স্বর্গের শোভা, বড় আশা আছে মনে ;
 এস তবে এন ভাই, বিলম্বেতে কাথ নাই,
 শুভ আশীর্বাদ চাই, দীননাথের ত্রীচরণে ॥ ৭৯৯

আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

ললিত—আড়াঠেকা ।

ভাতা ভয়ী সবে মিলি চল যাই পিতার ভবনে ।
 সুপ্রভাত হ'ল আজ শুভদিনে শুভক্ষেণে ॥
 ঐ দেখ দয়াময়, যিনি সবার আশ্রয়,
 করি'ছেন আশীর্বাদ সব পুত্র কন্যাগণে ।
 প্রবেশিয়ে নব গৃহে, নব অহুরাগোৎসাহে,
 নবভাবে কর'ব আজি মহিমা কীর্তন ;
 করে ব্রহ্ম-জয়-ধ্বনি, কাঁপা'য়ে গগন মেদিনী,
 এস সব ভাই ভগিনী, পড়িগে তাঁ'র ত্রীচরণে ।
 প্রেমময় পিতা আজি এসেছেন মহোৎসবে,
 বিতরিতে প্রেমামৃত ক্ষুধিত মানব সবে ;

কুখিত আছ যে যেখানে, এস আজ আনন্দ-মনে,
 পূর্ণ হ'বে মনের আশা প্রেমময়ের দর্শনে ॥ ৮০০
 অজ্ঞাত ।

বর্ষ শেষ ও নববর্ষ উপলক্ষে ।

বাগেশ্বরী—আড়াঠেকা ।

অনন্ত কাল-সাগরে সম্বৎসর হ'ল লীন ।

নববর্ষ সমাগত করিতে জীবৈ শাসন ॥

ধাক হে প্রস্তুত হ'য়ে, পথের সম্মল ল'য়ে,

কখন ত্যজিতে হবে, এ ভব-পাহুভবন ।

মাস ঋতু সম্বৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার,

নাহিক যথায়, চল তথায় করি গমন ;

মিলিয়ে অনন্ত যোগে, ভজ নিত্য অহরাগে,

কাল-ভয়-নিবারণে স্থদি-মাকৈ অলুক্ষণ ॥ ৮০১

— ত্রৈলোক্যনাথ সন্ন্যাল ।

(কেন হে বিলম্ব—হয় ।)

মল্লার—আড়াঠেকা ।

বহি'ছে জীবন-স্রোত কাল-স্রোতে নিরন্তর ।

কিন্তু কোথা যাইতেছ ভেবে দেখ একবার ॥

দেখ হে গণনা করে, আদিয়াছ কত দূবে,

এক স্থানে আছ কিম্বা হইতেছ অগ্রসর ।

ক্রমে দেহ হ'ল জীর্ণ, বল বৃদ্ধি অবসন্ন,

নিকটে শেষের দিন অতি ভয়ঙ্কর ;

এই ত বৎসর গেল, করিলে কি সম্বৎসর ।

একপে বিদায় বল, দিবে কত সম্বৎসর ।

নববর্ষ সমাগমে, উঠ হে নব উদ্যমে,
 প্রমত্ত হৃদয়ে সদা কর বৈরাগ্য সাধন ;
 হইবে পুণ্য সঞ্চয়, থাকিবে না কালভয়,
 ব্রহ্মবরে চিরকাল হ'য়ে রহিবে অমর ॥ ৮০২

— ত্রৈলোক্যনাথ সারগাল ।

ভূপালী—কাওয়ালী ।

সবে নবীন প্রেম-বসন পরিয়ে ;
 প্রণমিহ দেব-দেব মহারাজ-রাজ আজি,
 পরম ভক্তিয়োগে তাঁ'র গুণ গাইয়ে ।
 নবস্বর্ষ নবচন্দ্র তারা আজি,
 নবতরু পল্লব নব ভাবে সাজি,
 গাই'ছে নব প্রেমাকরে রে ।
 গাও গাও সবে গাও আজি নব হৃদয়ে,
 প্রাণ-মোহন চরিত প্রাণ ভরিয়ে ॥ ৮০৩

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় ।

—
 তৈয়বী—মধ্যমান ।

মন-সাধে আজি নাথ পূজিব তব চরণে ।
 শুভ নব বর্ষারম্ভে, মিলে সব বজ্রগণে ॥
 সখ্যসর কাছে ছিলে, কত সুখ শাস্তি দিলে,
 হৃথ-অঙ্ক মুছাইলে, নিরুপম কৃপা-গুণে ।
 "জীবন-প্রবাহ হার, কাল-সিন্ধু-পানে ধায়,"
 তব পদ-তরি বিনা অকূলে বাঁচি কেমনে ।

দূর হ'রে চিন্তা ভয়, দূর হ'রে পাপচয়,
এস নাথ শুভ দিনে স্থখীর স্বদয়াসনে ॥ ৮০৪
— নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

স্বামী জীর প্রার্থনা ।

দেশ মল্লার—কাঁপতাল ।

প্রভু যেন কভু সংসারে মজিয়ে তোমায় ভুলিনে ।
চিরদিন সঙ্গী হয়ে থেক জীবনে ॥
তব দয়া কি বলিব, কিরূপে উপমা দিব,
দেখা'লে কত যে কৃপা বাঁধি ছু'জনে ।
শুভ ইচ্ছা সাধিবারে, বাঁধিলে হে এ প্রকারে,
চিরদিন বেঁধে রাখ এই বন্ধনে ।
প্রণয়ে প্রাণ জুড়া'বে, সুখ ইচ্ছা দূরে যাবে,
আপনা পাসরি স্থখী হ'ব সেবনে ।
তব দাসদাসী হ'ব, সাধু কায়ে সদা র'ব,
উভয়েরি এই ভিক্ষা তব চরণে ॥ ৮০৫
— শিবনাথ শাস্ত্রী ।

পিতৃমাতৃ স্নেহ সম্বন্ধীয় সঙ্গীত ।

দুইট মল্লার—একতালা ।

কে আছে এমন, মায়ের মতন,
করিতে যতন, এ সংসারে ।
প্রসন্ন বদন, হইলে স্মরণ,
করে ত'নয়ন প্রেমের ভারে ॥

কিবা সুকোমল মধুর বচন,
মরি কি সুখের স্নেহ-আলিঙ্গন,
সকল সন্তাপ হয় নিবারণ,
মা বলে এক বার ডাকিলে যাঁ'রে ।
স্নেহের প্রতিমা যেন ধরাভলে,
সুকুমার শিশু ল'য়ে নিজ কোলে,
কত সাবধানে স্তনদুগ্ধ-দানে পালন করেন তারে ;
এত ভালবাসা কমা সহিষ্ণুতা,
ভ্রমণে আর নাহি দেখি কোথা,
প্রাণ দিয়ে এত আদর মমতা,
চিরদিন বস কে করিতে পারে ।
ধন্য যে তাঁহারে কবি নমস্কার,
জননী'র জননী যিনি সবা'কার,
মাতার হৃদয়ে স্নেহরস দিয়ে,
রেখেছেন সবে মোহিত করে ॥ ৮০৬

— তৈলোক্যনাথ শাস্ত্রাল ।

(পিতঃ কুর অপরাধ—স্বর ।)

বেহাগ—আড়া ।

কোথায় রহিলে প্রিয় জননী আমার ।
তোমা বিহনে সকল দেখিতেছি অন্ধকার ॥
গোকে-কাতর হৃদয়, দুঃখে প্রাণ কেটে যায়,
হইল আশান-প্রায় এ সুখের সংসার ।
আর আদর করে, স্নেহ-গদগদ-স্বরে,
ভকে জিজ্ঞাসিবে মোর সব সমাচার ;

কারি মুখ চেয়ে আর, বহিব হৃথের তার,
 আমার ভাবনা বল ভাবিবে কে আর' ॥ ৮০৭
 — ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাস

সিদ্ধ তৈরবী—মধ্যমান ।

চাক্রভাষিনী স্নেহময়ী জননি !

শ্রুণু তোমারে কর শ্রুণুতি গ্রহণ ॥

স্নেহ-পূর্ণ হৃদয়ে, পালন করে'ছ মোরে,

কত কষ্ট সহকারে, করেছিলে রক্ষণ ;

কিশোর না হ'তে আমি, ভব-ধাম ছাড়িলে তুমি,

জানিতে পারিনি মাগো ! তুমি কি পরম ধন ।

সহাস্ত তোমার আশ্র, আজিও যে পড়ে মনে,

উথলি উথলি ভক্তির ধারা ধায় থে' তোমার পানে ;

বলিতে হৃদি বিনয়ে, সেবা করিতে তোমারে,

পারি নাই মা এ জীবনে, বুধা মম জীবন ।

পার্শ্ব উপচার, কেমনে দিব তোমা'র আর,

জড়-প্রকৃতির অতীত হ'য়ে আছ দিবা ধামে ;

ঐতি শ্রদ্ধা উপহার, প্রাপ্য যে এখন তোমার,

দিই আজ তোমারে মা গো ! স্নেহেতে কর গ্রহণ ।

পরম শুক যে তুমি, “স্বর্গাদপি গরীয়সী,”

ভুলিনে যেন মা তো'রে, যত দিন ধরি জীবন ॥ ৮০৮

— পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় ।

লুং অহং মিলিত—আড়াঠেকা ।

ওমা স্নেহেরি আধার ।

পৃথিবীতে হেন স্নেহ নাহি দেখি আর ॥

ব্রহ্ম-সঙ্গীত ।

তোমার মুরতি স্মরণ, মনেতে পড়ে গো যবন,
হৃদয়ে গেঁধের সিঁদু উথলে আমার ।

কত ক্লেশ কত মন্দ, সহিয়াছ কত দ্বন্দ্ব,
কেবল মম আনন্দ মনে করি সার ।

কেবল আমার তরে, স্নেহ যে দিল তৌহায়ে,
কত যে তাহার স্নেহ অতুল অপার ॥ ৮০৯

আদিনাথ দাস ।

ললিত—একতালা ।

ও ম, সাক্ষাৎ ঈশ্বরী, আমায় গর্ভে ধরি,
কত না যাতনা পেয়েছ ।

এ প্রাণ থাকিতে, পারিনে ভুলিতে,
মা গো যত স্নেহ তুমি ক'রেছ ।

দেখিলে আমায়, রোগ-যজ্ঞগায়,
হ'রেছ মা তুমি নিতান্ত ব্যাকুল ;

গুরু-ক্লেশ-পাশে, জননী এ দাসে,
চিরদিন তরে বেঁধেছ ।

মনে হ'ল তোমায়, বুক কেটে যায়,
তব তুল্য স্নেহ পাইব কোথায় ।

চিরদিন তরে, শোকের সাগবে,
ভাসাইয়ে মা গো গিয়েছ ॥ ৮১০

রাজা মহিমারঞ্জন রায় ।

বিবিধ ভাষা হইতে নীতি ও বিবিধ
ভাষায় ব্রহ্ম-সঙ্গীত ।

[হিন্দী সঙ্গীত ।]

মদ্যর—কাওয়ালী ।

[প্রার্থনা ।]

দয়া করো প্রভু অন্তর্যামী, মহা মলিনময় কপট কামী ।

মাহুব-জন্ম দীও, তুমি উত্তম,

আওর কিও সুখ সম্পদ ধামি ।

তদপি ত্যাগ তব নাম দয়াময়,

বহিও সদা বিবয়নু অনুগামী ।

পাপ-তাপসে ভরো অতি পীড়িত,

অব মম পীড়য়ত নহি থামি ।

হোর হতাশ নিরাশ জগতসে,

আয়ে শরণ তোমারি স্বামী ॥ ৮১১

অজ্ঞাত ।

আলো—৫৭ ।

তু মেরে প্রাণ-আধাব । (প্রভুজী)

নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দন অনেক বার সো বার । (প্রভুজী)

উঠত বৈঠত, শোয়ত জাগত,

এমত তুকেহি চিত্তা এ

যো তুম কর, সোহি কল আমারে, ।

তুমি আগে সার । (প্রভুজী)

তু মেরে ওঠ বল, বুদ্ধি ধন তুম হি,

তু মেরে পরবার,

ব্রহ্ম-সঙ্গীত ।

দ্বিধা দুঃখ সব, মন কি বেরখা,

সেবক নানক গুরুচরণার । (প্রভুজী) ॥ ৮১২

গুরুনানক ।

(জয় ভব কারণ—হর ।)

ভৈরবী—ঠুংরি ।

ভোর ভয়ো পক্বীগণ বোলে, উঠ জন প্রভু গুণ গাও রে ।

লিখু প্রভাত-প্রকৃতি কি শোভা, বার বার হর্বাও রে ।

প্রভু কি স্নেহের নিজ মনমে, সরস্ ভাও উপজাও রে ।

হোয় কৃতজ্ঞ প্রেমমে উন্কে, নয়নন্ নীর বাহাও বে ।

ব্রহ্ম-রূপ সাগরমে মনকো, বারবার ডুবাও রে ।

নির্মল শীতল লহরে গোল, আনন্দ জাপ বৃন্দাং বে ॥ ৮১৩

— শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী ।

৮টি মিশ্র—ছেপকা ।

মাহুব-অনম সকল হো যায়, ভক্তি প্রেম প্রভু সঙ্গীনে ।

যব্বি ভক্তি হৃদয়মে জাগে, শরণ পিতা কি লীনে ।

পাপ বিকার মিটে ছিন্ ছিন্ মে, প্রভু চরণ চিত দিনে ।

কপট রহিল যে প্রভুকোঁগাওয়ে, সাধুসঙ্গ নিত রাখে,

ধর বিশ্বাস জপে নিশ্ বাসর, অমৃত রস ওহ চাখে ॥ ৮১৪

— অজ্ঞাত ।

দেশ—কাওরাণী ।

পরমেশ্বর এক তুহি ভজ রে প্রাণ,

আওর কহাঁড়ি নেহি ওয়াকে কোহি সমান ।

ধেত ন পীত ন রক্ত ন আকার ;
 সকল সৃষ্টি রচো, সো প্রভু হামারা,
 এক ব্রহ্ম কো হুদে রাখো রে ধ্যান ॥ ৮১৫

গুরুনানক ।

বিশিষ্ট ধাষাজ—লক্ষ্যে হুংরি ।

কিস্ শোচ বিচার মে বয়ঠে হো,
 মন শুধ্ করো ভাই এক ছিন্‌কো ।
 জগ্ চিন্তাকো সব্ দূর করো,
 আউর ত্যাগো ধ্যান বিষয় ধন্‌কো,
 প্রভু পূজামে অমুরাগ করো,
 আউর প্রস্তুত হো হরি কীর্তন কো ।
 পরিত্যাগকে প্রতি বন স্যাহুদ হো,
 তুম্ আকুল্ হো প্রভু দর্শনকো ।
 ভক্তি আউর প্রেমকে ফুলোসে,
 ভরপুর করো জদ-কানন্‌কো ।
 একান্ত সুখা রস্ পান করো,
 অউর শান্তি করো আপনে মন কো ॥ ৮১৬

শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী ।

জংলা—বেস্টা ।

সাকি মেলা রাখো দেল্‌মে ।
 আগর মিঠা ধানে মাদ্ জগমে হো ।
 ব্রহ্ম-বান মে, উনকা পূজন মে,
 কতি ময়লা নেহি রাখো বনমে হো ।

লোকন কি হিঁস্ত, এহি ত উচিত,
 আউর খয়রাত করহ দরিত্রমে হো ।
 এহি সাধু বাত, কর না খয়রাত,
 যাওয়েগা সাত আখেরিমে হো ॥ ৮১৭
 হরদেব চট্টোপাধ্যায় ।

ব্রিটিশ ঋষি—পোস্তা ।

প্রভু জী তুঁহি জীবন-আধার ।
 দরশন দিজে মেয় অতি দীন, হো কৃপা-অবতার ।
 তুম্‌হি পিতা মাতা, তুম্‌হি ভরসা,
 তুম্‌হি জেয়ান প্রাণ, তুম্‌হি নিস্তার ॥ ৮১৮
 পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় ।

ঋষি—হুংরি ।

প্রভুজী আর সো নাম তোমারো ।
 পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার,
 সকল করত নমস্কার ।
 জাত বরণ কো পুছে নেহি, যাচত চরণার বার ।
 সাধুসঙ্গ নানক বুধ পাই, হরিকীর্তন জীবাধার ॥ ৮১৯
 গুরুনানক ।

ব্রহ্মসঙ্গী—রাঁপতাল ।

বেঁও জানো তেঁও তার স্বামী ।
 ময় কুটিল খল কপটকামী ।

অপ ভণঃ নেম শুচ সংযম,
 এন বিধ নেহি ছুটে কারো স্বামী ;
 গরবে ঘোর তু অঙ্ক সে কাচো,
 নানক নজর নেহারো স্বামী ॥ ৮২০

শুকুনানক ।

খাখান—৪৭ ।

ঠাকুর তেঁই শরণাই আয়া ।
 উতারি গেয়া মেরে মনকি সংশয়, যব তেরে দরশন পায় ।
 অনাবোলাকা মেরে বেরখা জানি, আপনা নাম আপয়া,
 হুখ নাটে সুখ সহজে গমায়,
 আনন্দে আনন্দ-গুণ গায় ॥ ৮২১

ঐ

জয়জয়ন্তী—৪৭ ।

দরমা দে ধাঁড়ে দরবারা ।
 তুঝ বিন সুরতে কোন্ লে হামারা,
 দরশন দিজে ধোলে কেওয়াড়া ।
 তুম ধন ধনী, উদারা ত্যাগী,
 প্রবণেন শুনিয়াত, সুখশ তোমারি ;
 মাজ কিছ্ছে আওরে, রজ সব দেখ,
 তুমহি মেরে নিস্তারা ।
 অয় দেব নামা, বিপ্র সুদামা,
 তেনকো কৃপা ভাঁই হায় অপার ;

কহেত কবীর তু সমরথ দাতা,
চার পদারথ দেত অনিবারা ॥ ৮২২ কবীর ।

গাহাড়ি—আছা ।

তুৰ্হুসে হাম্‌নে দেলকো লাগায়্যা,
যো কুচ্‌ হ্যায় সো তুহি হ্যায় ।
এক তুৰ্‌ কো আপনা পায়্যা,
যো কুচ হ্যায় সো তুহি হ্যায় ।
সবকি মকা আওর দেলকি মঁকি তো,
কৌনসা দেল্‌ হ্যায় যোস্‌ নেহি তু,
হরিয়েক দেল্‌ যে তুহি সমায়্যা,
যো কুচ হ্যায় সো তুহি হ্যায় ।
কায়সা মোলায়েক্‌ কায়সা ইনসান,
কায়সা হিন্দু কায়সা মোসলমান ;
যেয়সা চাহা তুনে বানায়্যা,
যো কুচ হ্যায় সো তুহি হ্যায় ।
কাবা মে ক্যা আওর দয়ের মে ক্যা,
তেরে পরন্তেস্‌ হ্যায়গী সব ঝাঁ ;
আগে তেরে সের সভোনে বোকায়া,
যো কুচ্‌ হ্যায় সো তুহি হ্যায় ।
আর্শ সে লে ফরস জমী তক,
আওর জমীসে আর্শ বরিতক,
ঝাঁহা মায়া দেখা তুহি নজর আয়রা,
যো কুচ্‌ হ্যায় সো তুহি হ্যায় ।

শোচা সন্ধ্যা দেখা ভাল,
তু বেছা না কৈ চৌড় নিকাল,
আব ইয়ে সময় মে অফর কি আয়রা,
যো কুছ ছায় সো তুহি ছায় ॥ ৮২৩

গুরুনানক ।

তু দয়াল দীন হৌ তু দানী হৌ ভিখারী ।
হৌ অসিদ্ধ পাতকী তু পাপপুঞ্জহারী ॥
তু ব্রহ্ম হৌ জীব, তু ঠাকুর হৌ চেরো,
ভাত মাতঃ গুরু সখা তু সববিধি হিত মেরো ।
নাথ তু অনাথ কো, অনাথ কউন মোসো,
মো সমান অরাং নাহি অরতি হর তুছো ।
তোহে মুছে নেত অনেক মানিয়ে যো ভাঁওয়ে,
যো তো তুলসী কৃপানু চরণ শরণ পীওয়ে ॥ ৮২৪

তুলসী দাস ।

আরতি (নানক) ।

গগনময় খাল রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারকা মণ্ডলা জনক মোতি ।
ধূপ মল্লয়া নীল পবন চৌরী করে,
সকল বনরাই হুলস্ত জ্যোতি ।
ক্যায়সে আরতি হোয়ে ভয়খণ্ডন তেরি আরতি,
অনুহত শব্দ বাজন্ত ভেরী ।
সহস্র তব নয়ন নন নয়ন ছায় তোহেক,
সহস্র মুরতি নন এক তোহি,

সহস্র পদ বিমল নন এক পদ গন্ধ,
 বিন্ সহস্র তব গন্ধ এব চলত মোহি ।
 সব মে জ্যোত জ্যোতহি সোই,
 তিস্কে চান্নে সৰ্ব্ব মে চান্নে হোই ;
 গুরু সাক্ষী জ্যোতি প্রগট হো,
 যো তিস্ ভাবে সো আরতি হোই ।
 হরি চরণ কমল-মকরন্দ শোভিত মন,
 অহুদিন মোহেয়া পিপাসা,
 কৃপাভল দেও নানক সারঙ্গ কো,
 হো যায়ে তেরে নাম বাসা ॥ ৮২৫

গুরুনানক ।

নূর খাওয়াজ—ঠুংরি ।

ক্যা শোচ মে হো করলে সওদা,
 জগদো দিনকি হায় বাজরিয়া ।
 যব আওয়ে রবিসুত পাখড় লে চলে গা,
 ভুল পড়ে সব নাগরিয়া ।
 পানি ঘট্টা ঘট্টা পড় রসরি টুটি,
 এক চঞ্চল নারী ভরে গাগরিয়া ।
 গুণন গুণন সব পার উতার গেই,
 হাম নিরগুণ তই বাঁওরিয়া ॥ ৮২৬

অজ্ঞাত ।

[স্বর্গ সঙ্ক্ষে ।]

নূর খিখিট—ঠুংরি ।

নাম না জানে ঠিকানা ।

সোহি দেশ বুঝ জানা ।

বাঁহা হুঃধ নুখ নাহি তাপী, বাঁহা পাপ তাপ নাহি ব্যাপী,
 বাঁহা ভাঙ্ছ শশী নাহি আনা, নাম না জানে ঠিকানা ॥
 বাঁহা টুট গেয়ি সব ধাক্কা, বাঁহা রাম রহিম এক বন্ধা,
 বাঁহা কাকেরে মুছলমানা, নাম না জানে ঠিকানা ॥ ৮২৭

অজ্ঞাত ।

গুহ্ব করো মেরা মনকো প্রভুজী ।

পাপী মন মম রোখ্তা না রোখে,

ধীরে ধরে নাহি সিন্ধু কো ।

রায়েন দিন মায়া বশ ভটকাত,

শোচনা জরা মরণ কো,

ধনকে লিয়ে ত্যাগ নিম্ন গৌরব,

দাস ভেরো জন জন কো ।

হোয়ে অচেত পাপ করম মে,

দিও বেচ্ নিম্ন তন কো ;

অমৃত পদার্থ ত্যাগ কর পান কর তাহ' পাপ জহর কো ।

কবহ' না আপ্সে ব্যাকুল হো কর,

ধায় চিন্ত তেরি শরণ কো ॥ ৮২৮ ঐ

তৈরবী—কাওয়ালী ।

তারো নাথ তারো নাথ আপনা গুণ মে ।

হায় এক মাত্র কৃপা তেরি ভবভয়হরণ কো ॥

প্রেমহীন ভক্তিহীন, সাধন ভজন সে বিহীন ;

হায় দয়া অপার মপার তেরি, হুঃখী কো শরণ কো

সজ্জান তেরি কহাত নাথ, লজ্জা আতি ছায় মুখে জা,
 দ্রষ্ট মন পাতকী কো রাখ আপন চরণ কো ।
 নাহি কোই ধর্মাশক্তি, যো সহায় হোয় মুক্তি জী ;
 ছায় দয়া তরবী তেরি ভব-সাগরকে তারণ কো ॥ ৮২৯
 অজ্ঞাত ।

বাগেশ্বী—আড়াঠেকা ।

বিসায় সেই সব তত্ত্ব পরাই ।
 যব্বে সাধুসঙ্গ মায় পাই ।
 নাহি কোই বয়রি, নাহি বেগানা,
 সকল সঙ্গ হামরি বনি আই ।
 যো প্রভু কি না, সো ভাল কর মান্ নো
 এহি স্মৃতি সাধুতে পাই ।
 সন্মি মে রমো রহা প্রভু একো,
 পেক পেক নানক বিগ্‌শাই ॥ ৮৩০ শুকনানক ।

চিহ্নিট—চুংরি ।

পিলে রে অবধু হো মাতোয়ারা,
 পেয়ালা প্রেম হরিয়ন্ কা বে ।
 বাল অবস্থা খেল গোয়াঞী,
 তরুন ভেয়ো নারীবশ কারে ;
 বুদ্ধ ভেয়ো কক্ষ বয়ুনে ঘেরা,
 খাট পড়া রহ যা মঙ্কারে ।
 লাভ কমল মে ছায় কছুরি,
 কায়সে ভরম মিটে পশুকারে ;

সঙ্গীত মুক্তাবলী ।

বিন্ সৎ গুরু নর অ্যায়াস হি ভোলে,
য্যায়সে মুগ্ধ করে বনকারে ॥ ৮৩১ ॥ অজ্ঞাত ।

কল্যাণ—একতাল।

যেরে মন এক নাম হুস্না না কোহি ।
হুস্না না কোই প্রভু, হুস্না না কহি ॥
প্রেমকী মথনিয়া নাথ, ভক্তি সে বোলোই,
দধিমথ স্মৃত কা নিনা ছাঁচ পিবে কোই ।
অনুমান জল সিব্ সিব্ প্রেম বেন বোই ;
শাস্তন-দিক্ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ ধোই ।
মায় যো চলি ভকত জ্ঞান, অগত মোহে দেত তান,
হাম যো প্রভু শরণ তেরি, হোনি হো সো হোই ॥ ৮৩২ ॥

ঐ

গজল্

যিধির্ দেখ্ তাঁহ উধির তুহি তু হায় ।
কো হর সায়মে আলোয়া তেরাহ বহু হায় ॥
মায় শুন্ তাহঁ হর বস্তু তেরা কাঁহিনী,
কে তেরা ভিকর হো রহা কুবুঝু হায় ।
চামনমে সরুপর ইয়ে গাতী হ্যায় কুমরী,
তুহি তু তুহি তু তুহি এক তু হ্যায় ।
বেনা উন্কো সাবুদ আওঁয়ো কো বোলো,
অবাকো সান্তাপো ইয়ে ক্যা গুণ্ডু হ্যায় ॥ ৮৩৩ ॥ ঐ

ভয়রো—একাতালা ।

মায় গোলাম মায় গোলাম মায় গোলাম তেরা ।
 তু দেওয়ান তু দেওয়ান তু দেওয়ান মেরা ।
 এক রোটিতে লংগটা ছয়ারে তেরে পাওঁয়া ;
 ভকতি ভাও দে আরোগ নাম তেরা গাওঁয়া ।
 তু দেওয়ান মেহেরবান্ নাম তেরা বারেয়া ;
 দাস কবীরা শরণে আয়া চরণ লাগে, তারেয়া ॥ ৮৩৪

কবীর ।

কাব্বি—ছন্দ ।

সাঁচী প্রীতি হাম্ তোমা সঙ্গ যোড়ি ।
 তুম্ সঙ্গ যোড়ি, আওর সঙ্গ তোড়ি ॥
 যো তুম্ বাদল তো হোম মোঁরা,
 যো তুম্ চন্দ্র হাম্ ভায়জীচকোরা ।
 যো তুম্ দেউরা তো হাম্ বাতি,
 যো তুম্ ভীরথ তো হাম্ যাত্রী ।
 ঝাঁহা ঝাঁউ তাঁহা তেরে হি দেবা,
 তুম্ সা ঠাকুর আওর না দেবা,
 তুম্ তাহারে ভজন কাটে পাণ-ফাঁসা,
 ভক্তি হেতু গাওয়ে রবিনাসা ॥ ৮৩৫

রবিনাস ।

কালহ্যাংড়া—কাওয়ালী ।

তুহি মেরা প্রস্তু পুরণ ধন হ্যায় ।
 প্রাণ কা প্রাণ তুহি পরমেশ্বর,
 তুহি যন কা যন হ্যায় ॥

আঁখো কি স্রোতি তুহি এছু যেরী,

কাণ কা তু শ্রবণ হয় ।

অন্তর বাহার দেশ দেশান্তর তুহি পরিপূরণ হয় ;

সত্য তুহি, শিবসুন্দর তুহি, তু এক অদ্বিতীয় হয় ।

বুদ্ধি বলমে তুমহি বিরাজ ;

তুহি জীবনকা জীবন হয় । ৮৩৬

অজ্ঞাত

মুলতান—আড়ঠেকা ।

বর ধো কঁহ কৌনসি মনকি ।

লোভ আস দৈশহ দিশ্ ধাবত,

আশা লাগে ধনকি ।

সুধকা হেতু বহতা হুখ পাওয়েত,

সেবা করত জনক জননী,

ধারে ধারে হুঁ হাহুয়্যাসা কেরত,

নাহি শুধু হরি ভজনকি ।

মাহুধ-জনম অকারণ ধোয়াওত,

লাজ না লাগে লোক হাসনকি ;

নানক হর-গুণ কেউ নেহি গাওরে,

কুমতি বিনাশ মন কি । ৮৩৭

গুরুনানক ।

বিসিট—বাখা—কাওয়ালী ।

ইরে অগ দরশন কি মেলা হয় ।

যোতু আর ও ইহা কুচ্ দেখ কের,

হাঁস জোর বোল বাতালে ;

পর এতনা কহনা মন মেরা,
 বো করনা ছো সো জলদী কর,
 চুক দেরি নেহি ইয়া দমকি,
 আওর জাদানেহি মনজিলা ।
 দিল তর দেখ্ সজোচ মতি,
 ইয়ে মুরৎমে ক। মুরৎ হ্যায় ;
 এস্ বুর্দো জিন্ দরিয়া কি,
 উহাঁই কি উহাঁ মিল্ যাওয়েগী ;
 ন টঠা হ্যায়, ন বখেড়া হ্যায়, ন বমেলা হ্যায় ।
 কোই বাপ বনা কোই বেটা,
 কোই চাচা ভাতিজা কহলাওয়ে হেঁ ;
 কোই মিঞা আপনেকো জানে,
 কোই দাস আপনেকো মানে,
 কোই পীর মুরিদ্ কহলাওয়ে হেঁ,
 কোই গুরু কোই ঢেলা হ্যায়,
 ধম্ম উয়ো কারীগরকো,
 যিন্‌নে সব্ কুল্ বানারা । ৮৩৮

অজ্ঞাত ।

আলেরা মিল—একতাল ।

নাম সীয়ার নাম সীয়ার এহি তেরা কাজ হ্যায় ।
 মারা কুলজ ত্যাগ, প্রভুজীকী শরণ লাগ,
 জগৎ-মুখ মান মিথ্যা বুঁঠোহি সব সাজ হ্যায় ।
 যদে বেঁউ ধন পসানন, কাহে পর করতোমান,
 বালুকী ভিত ঘ্যারসা বসনা কো রাজ হ্যায় ।

নানক জন কহত বাত, বিন্শে যায় তেরা গাত,
হিন্ হিন্ কর্ গ্যাও কাল, যারসে যাত আজ্ হ্যায় ॥ ৮৬০

গুরুনানক ।

মলিত—হুংরি ।

এহি মনোরথ মেরা মেরা মেরে প্রভুজী ।
প্রাতঃকাল উঠো চরণ তাঁওলাও,
নিশি বাসর তোহে খ্যাউঁ মেরে প্রভুজী ।
তন্ মন অর্প কর্ জন সেবা,
রসনাতে হরগুণ গাউঁ মেরে প্রভুজী ।
কর কৃপা দান ভকতি মোহে দিজে,
মোকো কর আপনাতু চেরা মেরে প্রভুজী ।
এক আধার নাম-ধন মেরা,
আনন্দ নানক এহি দিজে মেরে প্রভুজী ॥ ৮৪০ ঐ

হরট সঙ্গার—৭৭ ।

নাম না লেয়েং গোয়ারা, (হরিকে) ক্যা শোচতা বারম্বারা ।
দরশন কর না চাহিয়ে, তো দরশন মাজেং রহিয়ে ;
যব দরপণ লাগে কাই, তো দরশন কাঁহাতে পাই ।
পার উতারা না চাহিয়ে, তো কেঁউটে সে মেন রহিয়ে ;
যব উতরি পাতরি গেয়া পারা,
তো কাঁহা হাম্ কাঁহা জগৎ সংসারা ।
দেখ কবীর জীবে করণী, ওয়াকে অন্তর বিচকা তরনী ;
কা তরনীকা কান্দা ছুটে, তোরহস রহস যমলুটে ॥ ৮৪১

কবিব ।

বেদাগ—ঠুংরি ।

অমৃত নাম হরি গাও মেরে রসনা ।
 হরি বিন্ তেরা কোহি নেহি আপনা ॥
 জাতি কুল ধন দারা স্মৃত আদি বিত্না,
 মায়াকী খেল সব, নিশিকা স্বপনা ।
 কাট মায়্যা-কাঁস, বিষয় বিলাস,
 করে যো হরিকে সাধনা ;
 হোয়ে সোই নয়, প্রেম সে অমর,
 ভুলজাত ভব্ ভাবনা ॥ ৮৪২ অজ্ঞাত ।

কাঞ্চি—কাঁপতাল ।

হৃদ-কমলমে হরি, করো বিহার ।
 কক্ৰণা-নয়ননে অধমকো নেহার ॥
 তুব্ দরশন বিন্ সব অন্ধকার ;
 দেখাও প্রসন্ন মুখ বারম্বার ।
 হে মেরে সামী, অন্তরযামী,
 দর্শন-পিয়াসা নিবার ;
 হর লেও তন্ মন্ প্রাণ জীবন কো,
 করলে সকল অধির ॥ ৮৪৩ ঐ

দলিত—একতাল ।

অ্যায় করিম অ্যায় রহিম শুন দোয়া মেরি ।
 দিল্‌কো মেরে কর মনোবর দূর হো আঁধেরি ॥

নজর মেরি পাপকর জব্বা কো দে সিরি ;
 কজল তেরা রোজ সব হো পনাহ হামেরি ।
 হিস হাওয়া কো কর কনা,
 কহ কো বস্ততসকীন্ ;
 বাসিজলকে মার কাতাহ ইয়ে আজ সাহেরি ॥ ৮৪৪

অজ্ঞাত ।

সংস্কৃত সঙ্গীত ।

দ্ব্য বিষ্টি—বগদাদ ।

ভজ রে সত্যং, জ্ঞানমনস্তং, আনন্দরূপমমৃতং,
 শান্তং শিবমধিতীয়ং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধং ।
 ইহ সপ্ত সাগরনীরে, কুরু রে অবগাহনং,
 প্রাণ মন হৃদয় জীবনং, ভবিতা পুণ্যভবনং ।
 ইহ সপ্ত কুহুম—সপ্ত মালায়াং,
 কুরু রে কঠে ধারণং, প্রাণমনোহৃদয়জীবনং,
 ভবিতা পুণ্যভবনং ॥ ৮৪৫ অজ্ঞাত ।

কদারা—আড়াঠেকা ।

বিগত বিশেষং, অনিতাশেষং, সচ্চিদ্রূপনিপূর্ণং ।
 আকৃতিবীতং, ত্রিগুণাতিতং, অর পরমেশং তুং ॥
 গচ্ছদপাদং, বিবেকবিবাদং, পশুতি নেত্রবিহীনং ।
 শৃঙ্গদকর্ণং, বিরহিতবর্ণং, গৃহদহস্তমঙ্গীনং ॥
 বেদৈর্গীতং, প্রত্যগতীতং, পরাংপরং চৈতন্যং ।
 অজরমশোকং, অগদালোকং, সর্বশুদ্ধকরণ্যং ।

ব্যাপ্যাপ্যেশং, স্থিতমবিশেষং, নিগুণপরিচ্ছিন্নং ।
বিগতবিকাশং, অগদাবাসং, সর্বোপাধিবিরহিতং ॥ ৮৪৬

— রাজা রামমোহন রায় ।

দেশ—আড়া ।

পরিপূর্ণমানন্দং, অকবিহীনং স্মর অগ্নিধানং ।
শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্যচোহবাচং,
বাগতীতং প্রাপ্ত প্রাণং পরং বরেণ্যং ॥ ৮৪৭
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

উড়িয়া সঙ্গীত ।

দয়াময় জনয়সাধী, অধম ডাকুছি গুহু না ইকি
গর্ভে যেতে বেলে অচেতন কালে,
বহিথিলি মোতে রক্ষা কল কি ।
গভরু পতন্তে ভুতল স্পর্শন্তে,
মোহর বদনে শব্দ দেল কি ।
দর্শন নিমন্তে, কুপার সহিতে,
দর্শন-ইন্দ্రిয় দান দেল কি ;
স্পর্শাঙ্গদ পাই, সক্ররুণ হোই,
অঙ্গ জিহ্বা দান যোকে দেল কি ।
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্రిয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্రిয়,
দশেন্দ্రిয় দান মোতে দেল কি ।
শরীর মধ্যে অতি কোতুক করে,
আত্মাঙ্গাঙ্গাঙ্গাঙ্গ রখি অছ কি ।

জীবনর পাপ অনেক নিশাপ,
তাকু কমিধাকু তুস্তে আজকি ।
হুই হীন জন, যাওছি শরণ,
ভক্তি দেই, মোতে তারি নেব কি ॥ ৮৪৮

অজ্ঞাত ।

গুজরাটী ব্রহ্ম সঙ্গীত ।

এক অধও জনস্ত অগোচর ঈশ অধৈত্যা উপাস্তু'রে ।
অতাত্ত্বত জগনী রচনা নে, নিরখি নিরখি উল্লাস্তু'রে ;
সত্য শুদ্ধ সচরাচর ব্যাপক ব্রহ্মপদে হু' বিলাস্তু'রে ।
বিবয়-বাসনা তুচ্ছ গনিনে চিদঘননে অধ্যাস্তু'রে ;
রটন ভজন প্রভু ঈশ-গুণ কীর্তন নিশাদিন হু' অভ্যাস্তু'রে ।
মে অপরাধ অগাধ কিধাছে অতিশয় মনে ভিমান্তু'রে ।
কমা কর কৰুণাসিদ্ধু প্রভু এ বচনে বিশ্বাস্তু'রে ।
পরা ভক্তিধি প্রভুনে বিনায়ু যমদণ্ডধি নেও ত্রাস্তু'রে ;
পরাংপর পরলোক বিসে, প্রভু-চরণসমীপে নিবাস্তু'রে ॥ ৮৪৯

ঐ

মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীত ।

হে জগদীশ দীনদয়ালো, নমিতো তব চরণালা ।
ত্যাগা চুনিমি সাধন নেণে হুস্তর ভবতারণালা ॥
কৃপাসাগর তুঁ অসখি জগনাথা,
নম্র কবি তেঁ মি চরণে তুকা মাথা ।
অসেঁ পাপী মি, পতিত হুঁরাচারী,
তুঁচি হউনি বা সদয় মলাতারী ॥ ৮৫০

ব্রহ্ম-সঙ্গীতন ।

পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই ।
 পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাইরে ॥
 পতিতপাবন পিতা, ভকতবৎসল ;
 উদ্ধারেন পাপী জনে, দেখি অসহায় রে ।
 প্রেমের জলধি তিনি, সংসার পাথারে ;
 পতিত দেখিয়া দয়া, তাই এত হয় রে ।
 বিলম্ব কর না আর, ভুলিয়ে মায়ায় ;
 ঘরিত লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে ॥ * ৮৫১

— বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ॥

তিনি পরমাত্মা পরম ধন, পরব্রহ্মে ভুল না রে মন ।
 ব্রহ্ম-নামটী বল রে বসনা, কথা শোন রে মন
 এই বেলা দিন তো ব'য়ে যায় ।
 ঐ দেখে শিয়রে বসিয়ে শমন,
 কর'ছে বন্ধনেরি আয়োজন ॥ ৮৫২ ঐ

ও দিন গেল দয়াল বল না মনোরসনা ।
 ও মন দয়াল-নাম সাধন হ'লে শমন-ভয় আর র'বে না ।
 ও রে শোন্ রসনা সমাচার, দয়াল নামটী কর সার,
 যদি ভবে হ'বে পার ;
 আর মিছে মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে, কুপথগামী হইও না ।
 ও রে ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়,
 ও মন কেহ কা'র নয় ;

— এইটা ব্রাহ্মসংসারের প্রথম সংকীর্ণন ।

মিছে আমার আমার আমার বল,
আমার কে তা চিন্লে না ॥ ৮৫৩ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ।

তো'রা কে যাবি রে আর রে ভাই,
সবে মিলে প্রেমধামে যাই ।
তথায় প্রেমময়ের প্রেমমুখ,
এস দেখে সবে প্রাণ জুড়াই ।
পাপের মোহিনী মায়ায়, বদ্ধ হইয়ে সবাই,
কত কাল আর থাকব বল ভুলিয়ে হেথায় ;
এস প্রেমভরে কৈদে কৈদে,
এস সবে তাঁ'র পায়, লুটাই ।
পাপ তাপ সমুদায়, কিছু নাহিক তথায়,
নিত্য প্রেম নিত্য শান্তি বিরাজে তথায় ;
ঐ শোন প্রেমময় ডাকিতেছেন,
এস ব্যাকুল হ'য়ে ধাই সবাই ॥ ৮৫৪

প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার ।

অখিল-তারণ বলে একবার ডাক তাঁ'রে ।
একবার ডাক তাঁ'রে ভক্ত-সঙ্গে তাসি সবে প্রেমভরণে,
দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে (একবার জ্বলয় খুলে) ।
যদি ভবসিদ্ধি পারে যা'বে, ডাক তাঁ'রে স্বরা করে,
দয়াময় দয়াময় দয়াময় (একবার মনের সাথে) ॥ ৮৫৫

বিজয়কৃষ্ণ গোস্ব

এস দয়াল দীনবন্ধু প্রেমসিদ্ধি হে ।
 প্রভু বলেছ বলেছ তুমি, (পাপীর দশা দেখে হে)
 কান্দাল ডাকিলে আসিব আমি ।
 আমি এই মনে আশা করি হে,
 তোমাব ঐ চরণ জুড়য়ে ধরি ।
 আমি তোমার ছাড়া রইতে নারি হে,
 (ওহে দয়াল প্রভু হে,)
 আমার দেখা দেও হে কৃপা করি ॥ ৮৫৬ অঙ্কাত ।

প্রভু দয়াল, সাধুযুগে আমি গুনে'ছি,
 অকূল পাথারে পড়ে ডাকতেছি ।
 আমার দিগে চরণতরী, উঠাও হে কেশে ধরি,
 আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি ।
 অশ্রু পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
 অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি ;
 জুড়ি করিয়ে অধম তারণ, নাম ধর পতিতপাবন,
 তা ত অধম জনা হ'তে জেনেছি ।
 করিতে পাপী উদ্ধার, হ'য়েছ প্রকাশ এবার,
 মোর সমান পাপী প্রভু কোথা পাবে আর ;
 প্রভু যে তোমার শরণ লয়, তা'র দশা এমন কি হয়,
 আমি পাপার্ণবেতে ডুবে র'য়েছি ॥ ৮৫৭

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ।

তো'রা আর রে পুরবাসীগণ আনন্দেতে করি সংকীৰ্ত্তন ।
 তো'দের ব্রহ্মধামে ল'য়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন ॥
 ভবের মেলায় ধূলখেলায় কাটাস্নে জীবন-রতন ।
 তো'দের পাপ তাপ দূরে যা'বে সকল হ'বে জীবন ॥
 তো'দের কাকাল হেরে রৈতে নারি এসেছেন কাকাল-শরণ ।
 চল ডকা মেরে ভবপারে সবে করিগে গমন ॥
 ঐ দেখ সম্মুখে দাঁড়া'য়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ।
 এস সবে মিলে ভক্তিভরে পূজি ঐ অভয় চরণ ॥ ৮৫৮

অজ্ঞাত ।

মধুর ব্রহ্মনাম তো'রা বল রে পুরবাসীগণ ।
 একবার জ্ঞানভরে বল রে ।
 ব্রহ্মনামের শুণে থাকবে না রে ও ভাই শমনের ভয় রে ।
 একবার পাইলে সেই ব্রহ্মানন্দ ও ভাই তুচ্ছ হ'বে বিবয়কাম ।
 তো'দের পাপ তাপ দূরে যাবে শীতল হবে পরাণ ॥ ৮৫৯ ঐ

নিৰ্মল হইবে যদি, মুখে দয়াল বল রে ।
 নিৰ্মল হইবে যদি (রসনা রে),
 প্রভুর নাম রসনে মজ্জ হুদি রে ।
 ঐ দয়াল-নাম সুখসিদ্ধি, এ নাম লও রে এক বিন্দু ।

(ও রে রসনা)

ঐ দয়াল নাম সিংহেরি শব্দ,
 শুনে অরিগণ সব হয় স্তম্ভ (ও রে রসনা) ॥ ৮৬০

— অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ।

বল আনন্দ-বদনে ব্রহ্মনাম, হ'ল নিকটে আনন্দ-ধাম ।

হ'ল হৃৎ অবলান,

পিতা আপনি কল্লেন বিধান, দিগে ভক্তি দান ;

আর ভয় নাই ভয় নাই পরিধাম ।

দুঃখী তাপী যে থাক,

বদন ভরে সেই পিতার ডাক, ডাকিয়ে দেখ ;

সিদ্ধ হ'বে হ'বে মনস্কাম ।

পিতা পরম দয়াল,

নামে আপনি কাটে মায়াজাল, ভবের জঞ্জাল ;

হ'বে সুখ শান্তি অবিরাম ।

দয়ার নিধি পিতা আমার,

পাপী সন্তানে অধিক তাঁর, করুণা বিস্তার ;

তিনি কভু কারও নহেন বাম ॥ ৮৬১

কৃষ্ণচন্দ্র রায় ।

আর বল্ব কি যেমন তোমার ইচ্ছা হয়, দীনবন্ধু হে ।

হয় রাখ স্মৃথে, না হয় রাখ হৃৎথে,

তোমার সম্পদ বিপদ আমার হুই সমান ;

তুমি যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গল বিধি, গুণনিধি হে ।

ধোর বিপদেও বল্ব তোমায় দয়াময় ।

আমি না জানি স্তব স্তুতি,

তথাপি পা'ব মুক্তি, তোমার উক্তি হে ;

তোমার দয়া বিহনে পাপী কোথায় যায় ॥ ৮৬২

রাধাগোবিন্দ দত্ত ।

দয়াল বল জুড়া'ক হিয়া রে । দয়াল বল জুড়া'ক ।
 যাতনা সহে না প্রাণে রে । পাণে তাণে প্রাণাকুল রে ।
 বিবয়-বিবে অঙ্গ অলে রে ।
 কারও কথা ভুল না রে, (ভুলা'তে অনেক আছে) ।
 মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি রে ।
 কেউ সঙ্গে যা'বে না রে । (দয়াল-নাম বিনে) ।
 নাম বিনে আর কি ধন আছে রে ।
 (সংসারের মাঝে) জীবনের সম্বল সে নাম রে ।
 অস্তিম কালের ধন রে ।
 নামে সকল হৃৎ দূরে যা'বে রে ॥ ৮৬৩

ত্রৈলোক্যনাথ শাস্ত্রাল ।

মন রে তুই ডাক,
 এক বার ডাক রে দয়াল পিতা বলে ।
 ও তোর হয় না কেন পাষণ হৃদয়,
 নামের শুণে যা'বে গলে । (দয়াল-নামের শুণে রে)
 ও তোর ভবের আলা দূরে যা'বে ;
 স্থান পা'বি তাঁ'র চরণতলে । (আর ভয় নাই নাই রে)
 ও তোর আনন্দে ভাসিবে প্রাণ, নামাস্নত পান করিলে ।
 ও রে অপার সেই ভবসিদ্ধ, পার হ'বি রে অবহেলে ॥ ৮৬৪

কুঞ্জবিহাবী দেব ।

“ব্রহ্ম-কৃপাতি কেবল” নবে বল ভাই ।
 ও হে ব্রহ্মকৃপা বিনা জীবের আর গতি নাই ।
 (ইহ পরলোকে হে)

ও হে সত্যমেব জয়তে আর চিন্তা নাই ।

(সত্যের জয় হবেই হ'বে হে)

এস ব্রাহ্মধর্মের জয়জঙ্ক। সকলে বাজাই ।

পরব্রহ্মের কৃপাবলে হে (নগরের দ্বারে দ্বারে হে)

ও হে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ-মনঃপীড়া আর র'বে নাই ।

(দয়াময় পিতার রাজ্যে হে)

(সব হৃদয় এক হ'বে হে) ॥ ৮৬৫

কুঞ্জবিহারী দেব ।

প্রভু করুণা কুরু কিকিত ।

কৃপাভিধারী কাতুর কিঙ্করে নাথ ।

বড় আশা করে এসেছি নাথ । (ব্রাণ পা'ব বলে)

আমি পাপেতে তাপিত হয়ে, আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়ে ।

(ও হে পতিতপাবন)

প্রভু স্থান দাও তব চরণতলে,

আমায় তাজ না পাতকী বলে ।

(ও হে অধমতারণ)

প্রভু কৃপাসিদ্ধ তব নাম, আমায় কৃপাবারি কর হে দান ।

(ও হে কৃপাময়) ॥ ৮৬৬ ঐ

সদা দয়াল দয়াল দয়াল বলে ডাক রে রসনা ;

বাঁরে ডাকলে হৃদয় শীতল হ'বে, হৃদ্য হ'বে পাপ-যন্ত্রণা ।

আপন আপন কা'রে রে বদ,

এসেছিলে ভবের হাটে মিছে দিন গেল ;

তাই মোহ মায়ায় মুগ্ধ হয়ে মিছে খেলা আর খেল না ।

রবিস্মৃতে বাঁধবে রে বধন,
কোথায় র'বে ঘর দরজা কোথায় রবে ঘন,
তখন বন্ধু জনার বিদায় দিবে রে,
সাথের সাথি কেউ হ'বে না ॥ ৮৬৭ অজ্ঞাত ।

দয়াময় কি মধুর নাম !

আমার নাম শুনে প্রাণ ছুড়াল রে, কি মধুর নাম ।
নামের বর্ণে বর্ণে স্মৃতি করে, কি মধুর নাম ।
এ নাম কোথা ছিল কে জানিল, কি মধুর নাম ।
এ নাম জীব তরাতে এসেছিল, কি মধুর নাম ।
এ নাম তোমরা বল আমরা শুনি, কি মধুর নাম ।
নামে শুক তরু মুঞ্জরিল, কি মধুর নাম ।
নামে মরা যাছব বেঁচে গেল, কি মধুর নাম ।
আমার নামে অঙ্গ শীতল হ'ল, কি মধুর নাম ।
আমার পাপ তাপ সব দূরে গেল, কি মধুর নাম ॥ ৮৬৮

ঐ

সত্যঃ শিব সুলভ রূপ ভাতি হৃদি-মন্দিরে ।

(সে দিন কবে বা হ'বে)

নিরখি নিরখি অহুদিন মোরা ভুবিব রূপসাগরে ।
জ্ঞান-অনন্তরূপে পশিবে নাথ মম জন্মে,
অবাক হইরে ীর মন শরণ লইবে জীপদে ।
আনন্দ-অমৃত-রূপে উদিয়ে হৃদয়-আকাশে,
চক্রে উদিলে চকোঃ যেমন ক্রীড়য়ে মন হরবে,
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে ।

শাস্ত্রং শিব অধিতীয় রাজরাজ-চরণে,
বিকাইব ও হে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে,
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গ-ভোগ জীবনে ।
(মশরীরে) ।

শুদ্ধপাপবিন্ধু রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর,
তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ-আঁধার ।
ও হে জীবতারা-সম হৃদে জলন্ত বিশ্বাস হে,
জালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ ;
আমি নিশি দিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে,
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে ।

(সে দিন কবে হ'বে) ॥ ৮৬৯

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় ।

আনন্দ-বদনে বল মধুর ব্রহ্মনাম ।
নামে উথলিবে সুধাসিদ্ধু পিয় অবিরাম ।
(পান কর আর দান কর হে)
যদি হয় কখন শুদ্ধ হৃদয় করো নাম গান ।
(প্রেমে হৃদয় সরস হ'বে রে)
(বিষয়-মরীচিকায় পড়ে হে)
(দেখ যেন ভুল না রে, সেই মহামন্ত্র)
(বিপদ-কালে ডেক তাঁ'রে হে, দয়াল পিতা বলে) ।
সবে হুকারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন ।
(জয় ব্রহ্ম-জয় বলে হে)

এস ব্রহ্মানন্দে যাতি সবে হয়ে পূর্ণকাম ।

(প্রেমযোগে যোগী হ'য়ে) ॥ ৮৭০

— পুণ্ডরীকাক মুখোপাধ্যায় ।

মনোহরগাই ।

চঞ্চল অতি ধাওল-মতি, নাথতরে ভব-ভুবনে,
শশী ভাস্কর তারা নিকর, পুছত সলিল পবনে ।

(ও কেউ দেখে'ছ নাকি, আমার স্বদয়নাথে)

হে সুরধনী, সাগরগামিনী,

গতি তব বহু দূরে, (সাগর সম্ভাবিতে)

হেরিলে কি তুমি, ভরমিয়া ভূমি,

ধাঁ'র তরে আঁখি ঝরে ।

(তোমার ধারার মত)

মিহির ইন্দু কোথা সে বহু,

দৃষ্টি তব বহু দূরে ।

(গগন-মাকে যে থাক) (বললে বলতেও পার)

হেরি'ছ নগর, সরসী সাগর,

নাথ মম কোন্ পুরে ? ৮৭১

— কিশোরীলাল রায় ।

কোথায় দয়াময়, ডাকি কাতর হৃদয়ে তোমার,

দীনের প্রেতি কর এক বার কল্পণা ।

পিতা আমি তোমার দ্বারের ভিখারী,

বড় আশা করি, পড়ে আছি পদতলে দিবা-সর্করী ;

এক বার চেয়ে দেখ কাঙ্গাল বলে, যজ্ঞগায় মরি অলে,

আমি এ পাপজীবন আর যে নাথ বহিতে পারি ন ।

ও নাথ সাধু মুখে শুনে'ছি রচন,
 নিয়ে ও পদে শরণ (করিয়ে ক্রন্দন)
 কত মহাপাপী পাইয়াছে অনন্ত জীবন ;
 তোমার করুণাময়-নামের শুণে,
 বীজ অঙ্কুরিত হয় পাষণে,
 আমি তাই শুনে এসেছিলাম,
 আর ত কিছুই জানি না ॥ ৮৭২

— ত্রৈলোক্যনাথ সার্যাল ।

তেওট ।

এক বার এস হে ! ও করুণা-সিদ্ধ,
 ব্যাকুল হ'য়ে ডাকি তোমা'বে ।
 তোমা বিনে পতিতপাবন,
 পাপীর গতি নাই আর এ সংসারে ।

লোকা ।

ও হে অগতির গতি তুমি হৃদয়বিহারী,
 সুধানিধি ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসার বারি ;
 কাতর প্রাণে যে ডেকেছে পেয়েছে তোমায়,
 তবে কেন বঞ্চিত নাথ, তবে কেন বঞ্চিত কর আমারে ।
 ও নাথ তুমি ত কৃপা-কল্পতরু,—
 দেখা দিতে যে হ'বে হে । (আমি অধম বলে)
 ও হে হৃদয়ে জেনেছি আমি, অধম জনায় গতি তুমি,
 (পাপীর গতি নাই আর)
 তুমি আপনি লোকের হৃদয়ে,
 পাপীর হৃদয় আপন হৃদয়ে,

এমন কে বা জানে হে । (পাপী তরাইতে)
 ও হে নাথ তোমার প্রেম-সিদ্ধ,
 জীব যদি পায় তা'র এক বিন্দু সেই বিন্দু হয়,
 সিদ্ধ-প্রায় তরঙ্গেতে পাপপুঞ্জ ভেসে যায়,
 পাপ আর রয় না রয় না । (তোমার কৃপা হ'লে) ।

দশকুণী ।

ও হে কলুষ-বাড়বানলে তাপিত হৃদয় মম হে ;
 হৃদয় জলে যায় হে ; (পাপানলে)
 দাও হে পদপল্লব-আশ্রয় হে ;
 হৃদয় শীতল করি নাথ । (চরণ-পল্লবের ছায়ায়)
 আমি দেখিলাম অনেক করে,

শান্তি নাই এ সংসারে,
 তুমি মাত্র শান্তির আনয় হে ;
 শান্তি কিছুতেই মিলে না ; (ধন বল সম্পদ বল)
 অধম বলে করিলে স্থগা ছাড়ব না তোমায়,

চরণ দিয়ে নিস্তার নাথ, চরণ দিয়ে নিস্তার ভব দুস্তরে ॥ ৮৭৬

অজ্ঞাত ।

আয় রে একবার জেনে আয়,
 দয়াল-নাম কে আনিল এ ধরায় ।
 এ নাম স্বর্গেতে গোপনে ছিল রে,
 নাম পাপী তরাইতে, ও রে কে আনিল এ ধরায়
 যে নামে পাগল হ'ল গৌর নিতাই রে,
 যে নাম রসেতে ভরা, শুনে প্রাণ উদাস হ'য়ে য় ।

(ও রে) যে নামেতে এত সুখা রে,
 সে নামে ডুবে থাক পরাণ,
 এমন মধুর নাম পেলে কোথায় ।
 যে নাম নিলে পরে নয়ন ঝরে, প্রাণ শীতল হ'য়ে যায়,
 মোরা নেচে নেচে সে নাম গাই ।
 ও রে নাম ল'য়ে জগাই মাধাই,
 পাণছাড়ি চলে যায়, সে নামে আমরা সবাই তরে যাই ।
 ও রে সে নামেতে ধনী যে জন,
 ভুচ্ছ সংসারের ধন তা'রে ভুলা'তে পারে না হয় ।
 ও রে যে নামেতে শোক-হৃৎ ফায়,
 সে নাম অমিরার ধারা, নামে পাগল করিল হয় ।
 সে নাম এতই মধুর কি বলিব ভাই,
 পরাণ কেড়ে ল'য়ে যায়, (নামে স্বল্প গলে যায়)
 তো'রা কে যা'বি রে চলে আস ।
 এ নাম পাপীর মুখে শুনেতে ভাল রে,
 নামে সংসার জালা যায় ;
 এই নাম বিনে আর শাস্তি নাই ।
 ও রে দয়াল-নামে এত রে সুখা,
 পানে বেড়ে যায় ক্ষুধা, এস সব ছেড়ে এ নাম গাই ।
 এই নাম বিনে আর কি ধন আছে হয়,
 নামে পরাণ ভরে যায় (নামে পরাণ জুড়ায়)
 এ নাম কে আনিল এ ধরায় ॥ ৮৭৪

সংগ্রহকার ।

মধুর দয়াল ব্রহ্মনাম, এ নাম বল বদন ভরে রে ।
 এ নাম স্বর্গেতে গোপনে ছিল, বল বদন ভরে ।
 এ নাম পাপীর মুখে শুনতে ভাল, বল বদন ভরে ।
 এ নাম কোথায় ছিল কে আনিল, বল বদন ভরে ।
 এ নাম জীব তরাইতে এসেছিল, বল বদন ভরে ।
 এ নামে পাপ তাপ দূরে যা'বে, বল বদন ভরে ।
 এ নামে মহাপাপী তরে যা'বে, বল বদন ভরে ।
 এ নামে পাষণ্ড হৃদয় গলে যা'বে, বল বদন ভরে ।
 এ নামে সংসার জালা দূরে যা'বে, বল বদন ভরে ।
 এ নামে তাপিত হৃদয় শীতল হ'বে, বল বদন ভরে ॥ ৮৭৫

সংগ্রহকার ।

ব্রাহ্মসমাজের

প্রথম নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন ।

১৭৮৯ শক ।

অষ্টাঙ্গ শ সাস্ত্রসংস্কৃত ।

তো'রা আয় রে ভাই !

এত দিনে হৃৎধের নিশি হ'ল অবসান,

নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম ।

কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্ম-সঙ্কীৰ্ত্তন,

পাপ তাপ দূরে যা'বে জুড়া'বে জীবন ।

দিতে পরিচয় করুণানিধান, ব্রাহ্মধর্ম করিলেন প্রেরণ,

খুলে মুক্তির দ্বার সকলোরে করেন আবাহন ;

সে দ্বার অব্যাহত, কেউ না হয় বঞ্চিত.

তথায় দুঃখী ধনী মুখ জ্ঞানী সকলে সমান ।
 নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
 যাঁর আছে ভক্তি সে পা'বে মুক্তি, নাহি জাত-বিচার ।
 ভ্রম কুসংস্কার, গাপ-অন্ধকার,
 বিনাশিতে স্বর্গের ধর্ম মর্ত্যে আইল ;
 কে জাবি আয় বিনা মূল্যে ভব-সিঁদু পার ;
 তো'রা আয় রে স্বরায় ; এবার নাই কোন ভয়,
 পারের কর্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর ।
 একান্ত মনেতে কর ব্রহ্মপদ সার,
 সংসারের মিছে মায়ায় ভুল না রে আর ।
 চল সবে যাই, বিলম্বে কাজ নাই,
 দীননাথের লইগে শরণ ;
 হৃদয়-মাকে হৃদয়নাথের কর দরশন ;
 যুচিবে যজ্ঞা, পাইবে সাক্ষনা
 প্রভুব কৃপা-শুণে অনায়াসে যাইবে ব্রহ্মধামে ॥ ৮৭৬
 ————— ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ।

দ্বিতীয় নগর-সঙ্কীর্তন ।

দয়াময়-নাম, বল রমনায় অবিশ্রাম,
 জুড়া'বে প্রাণ নামের শুণে ।
 জীবের ত্রাণ, স্বপ্নশান্তি, তাঁ'র চরণে ;
 বল কে আছে আর, করিতে পার, সেই দীনকাণ্ডারী বিনে ।
 সেই দীননাথ পান্দিব গতি, কান্দালের জীবন,
 নিরুপায়ের উপায় তিনি অধমতারণ ।

দিনান্তে নিশান্তে কর তাঁ'র নাম সঙ্কীৰ্ত্তন,
 নামে মুক্তি হ'বে শান্তি পাণ্বে বা'বে আনন্দ-ধামে
 অধামাধা দয়াল-নাম কর রে গ্রহণ,
 পান্থীর হৃৎ দেখে এ নাম পিতা করেছেন প্রেরণ ;
 থাক চির দিন ভক্ত হ'য়ে, এ নাম রাখ গেঁথে হৃদয়ে,
 (ছেড় না রে) স্বর্গের সম্পত্তি এ'ধন রেখ অতি যতনে ।
 দেখ দেখ চেয়ে দেখ পিতা দাঁড়া'য়ে দ্বারে,
 ডাকছেন মধুর স্বরে, স্নেহ ভরে প্রেমামৃত লইয়ে করে ;
 পিতার শান্তি নিকেতনে যেতে, এসেছেন আমাদের নিতে,
 চল সবে আনন্দেতে, নামের ধনি করি বদনে ।
 মুখে দয়াল বল দীনহুঃখী ভাই সবে মিলি,
 সেই মধুর নামে পাষণ গলে, প্রেমসিঙ্কু উথলে ;
 এ'নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পান্থীর অবলম্বন,
 এ নাম নগরবাসী ঘরে ঘরে গাও আনন্দ-মনে ॥ ৮৭৭

——— ত্রৈলোক্যানাথ সান্ন্যাল ।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত (অতিরিক্ত) ।

বড় হংস সারঙ্গ—চৌতাল ।

(তাঁহার) আরতি করে চন্দ্রতপন,
 দেব মানব বন্ধে চরণ,
 আসীন সেই বিশ্ব-শরণ,
 তাঁ'র অগত-মন্দিরে ।

অনাদি কাল অনন্ত গগন,
 সেই অসীম মহিমা-গগন ;

তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন,

আনন্দ নন্দ নন্দ রে ॥

হাতে ল'য়ে ছয় ঋতুর ডালি,

পায়ে দেয় খরা কুসুম ঢালি,

কতই বরণ কতই গন্ধ,

কত গীত কত ছন্দে রে ।

বিহগ-গীত গগন ছায়,

জলদ গায়, জলধি গায়,

মহাপবন হরবে ধায়,

গাহে গিরি-কন্দরে,

কত কত শত ভকত-প্রাণ,

হেরি'ছে পুলকে, গাহিছে গান,

পুণ্য-কিরণে ফুটিছে প্রেম,

টুটিছে মোহ-বন্ধ রে ॥ ৮৭৮

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

কাকি কানোড়া—টিমে ভেঙালা ।

বেঁধেছ প্রেমের পাশে ও হে দয়াময় ।

তব প্রেমে লাগি দিবা নিশি আগি, ব্যাকুল হৃদয় ।

তব প্রেমে কুসুম হালে, তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,

প্রেম-হাসি তব উষা নব নব, প্রেমে নিমগন নিখিল নীরব,

তব প্রেম-তরে ফিরে হাহা করে উদাসী-মলয় ।

আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,

ভুলে'ছে তোমার রূপে নয়ন আমারি ।

জলে স্থলে গগন-তলে, তবু সুখ-বাণী সতত উথলে,
 ওনিয়া পরাণ শান্তি না মানে,
 ছুটে যেতে চায়, অনন্তেরি পানে,
 আকুল জ্বরে খোজে বিশ্বময়, ও প্রেম-আলয় ॥ ৮৭৯
 — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধাধাজ—একতারা ।

কত ভাল বাস গো মা মানব-সন্তানে ।
 (পাণী) মনে হ'লে প্রেমধারা বরে ছ'নয়নে ।
 তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি,
 তবু চেয়ে মুখপানে, প্রেম-নয়নে ডাকি'ছ মধুর বচা
 বার বার প্রেমভরে ডাকি'ছ গো মা,—
 প্রেম-বাহু প্রসারিয়ে,— স্নেহে বিগলিত হ'য়ে,—
 আর আর আয় বলে, অপবাধ কমা করে,
 হাসিমুখে প্রেমভরে.
 (ও মা আনন্দময়ী)—জীবের দশা মলিন দেখে;
 আমাদেরই জন্তে, স্বর্গ নিকেতনে গো মা !
 কত সুখ শান্তি, অতুল সম্পত্তি, রেখেছ যতনে;
 নিজ হাতে সাজাইয়ে বিবিধ বিধানে ।
 তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারি নে গো আঁখি
 প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া,
 জ্বর ভেদিয়া তব স্নেহ দরশনে,
 লটকু শরণ মা গো তব শ্রীচরণে ॥ ৮৮০

— ব্রৈলোক্যনাথ সঙ্গীত

খিঁচিট—সখাবান ।

ও হে ধর্মরাজ বিচার পতি,
তোমার বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে ।
কে কোথা হ'বেছে স্বখী অধর্ম-পাপ আচারে ।
দর্পহারী ন্যায়বান, পাষণ্ড দলন নাম,
নাহি কারো পরিদ্রাণ, তোমার সূত্র বিচারে ।
হৃদয় মানবগণে, কুর্কর্ষ করি গোপনে,
পায় দুঃখ পরিণামে, কষ্ট-কল ভোগ করে ।
তুমি দণ্ডদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
দণ্ড দিয়ে মুক্ত কর এ অধম মহাপাপীকে ॥ ৮৮১

— হৈলোক্যনাথ সান্যাল ।

খিঁচিট—পোস্তা ।

গভীর অন্তলম্পর্শ, তোমার প্রেম-সাগরে,
ডুবিলে এক বার কেহ আর কি উঠিতে পারে ।
শ্রেমিক মহাজন ষাঁ'রা, না পেয়ে কূল কিনারা
হ'ল চিরমগন, ফিরিল না আর সংসাবে ।
কত সুখ-শ্রোভোভন, প্রেমশাস্তি মহাধন,
অনন্ত অগণন, রেখেছ সঞ্চিত করে ।
নিত্য-সুখ শাস্তি দিয়ে, অ'নন্দে ভুলাইয়ে,
রেখেছ তাদের চিত্ত একে বারে মুক্ত করে ॥ ৮৮২

— বিহাস—একতালা ।

সংসার-বন্দীরে, প্রতি পরিবারে,
করি'ছ বিরাজ ও গো মা জননী ।

পরম যতনে,

পুত্র-কস্তাগণে,

পালি'ছ আদরে দিবস-রজনী ।

মহা শক্তি-রূপে নারীর স্বদরে,

সুকোমল মাতৃ-ভাব প্রকাশিয়ে ;

করিলে মোহিত মানবের চিত্ত,

জননী গো তুমি দেখা'লে মূরতি ভুবন-মোহিনী ।

ঐকৃতি-মাধুর্য রসের আধার,

স্নেহের ঐতিমা, প্রেমের অবতার,

তুমি মাতঃ সকলের মূল্যধার,

(দয়াময়ী গো) সাধু ভক্ত সন্তানের হৃদিবিলাসিনী ॥ ৮৮ ॥

— ত্রৈলোক্যনাথ সারঙ্গ্যল

আলোরা—আড়াঠেকা ।

নারীর স্বদয়ে মা গো বিহরিছ বরাননে ।

তব রূপ যেন তথা হেরি পবিত্র নয়নে ॥

সুশীলা সুলক্ষ্মী সতী, লক্ষ্মীশীলা পুণ্যবতী,

তোমার প্রেম-মূরতি, হরে পাপ দরশনে ।

আহা ! কি মধুর ভাব, কমলীয় সুস্বভাব,

বিদ্যাশক্তি মূর্তিমতী, রঞ্জিত প্রেম-রঞ্জনে ॥ ৮৮৪ ॥

— আলোরা—৮৭ ।

(এবার) হরি-প্রেমানলে জলে হ'ব খাঁটি সোণা ।

আপনার রূপে আপনি মজে করব প্রেম-সাধনা ।

ভক্তের পদ-সুগলে, সুপূর হ'য়ে নাচব তালে,

বাজব কণু কল্ল বোলে মধুর বাজনা ।

শোণার বরণ গৌর অঙ্গে, মিশে যা'ব প্রেমরঙ্গে,
গৌর-সঙ্গে হরিনাম করিব ঘোষণা ॥ ৮৮৫

— হ্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ।

আলোয়া-কীর্তন—তেওট ।

কবে সহজে মা বলে জুড়া'ব প্রাণ । (দয়াময়ী গো)
এমন কি আছে যেমন মিষ্ট মায়ের নাম ।
আমি পারি কি তোমায় ছেড়ে, থাকিতে এ সংসারে,
আছে তোমার সঙ্গে যে আমার প্রাণের টান ।
শিশু ছেলের মত, ডাকিব নিয়ত,
করব কোলে বসে স্তম্ভ-সুধাপান ;
এবাব পূজিব মায়ের চরণ, হেরিব মায়ের আনন,
(বড় সাধ গো) এবার গাইব বদন ভবে মায়ের গান ॥ ৮৮৬

ঐ

—
বিভাস—রাঁপতাল ।

হৃদয়-কুটির মম কর নাথ পুণ্যাত্মম ।
বিরাজ আনন্দে তাহে দিবা নিশি অবিরাম ॥
জীবন কর আমার প্রেম-পরিবার,
গৃহ-দেবতা পিতা হ'য়ে থাক হে তাহার ;
মঙ্গল শাসনে সদা কর শাসন ।
আমি প্রতিদিন ভক্তিভরে, করিব পূজা অর্চনা,
কুতাজলিপুটে করিব চরণ বন্দনা ;
নিত্য নব নব-জাত প্রেমহারে,
সাজা'ব তব সিংহাসন সুন্দর করে ;
গলবস্ত্র হ'য়ে, তোমায় করিব অভিবাदन ।

আমার রিপু-পরিচারিকাদল, আনন্দে-মিলে সকল,
অহুদিন করিবে তর শেবার আরোহণ ;

ইচ্ছার ইচ্ছা মিলিবে, বিচ্ছেদে মলিন হ'বে,
তব প্রেম-আবির্ভাবে আত্মা হ'বে স্বর্গধাম ॥ ৮৮৭

— ত্রৈলোক্যনাথ সারস্বত ।

সরাস—একতাল ।

তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম বার ।

কলভরে অবনত শাখারি আকার ॥

প্রাপ্ত হয় আশ-বিশ্বাস, ব্যাপ্তি হয় অগতে প্রীতি,

লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, ক্ষিপ্ত যে প্রকার ;

সুখ-দুঃখে সমভাবে হৃদয় স্বর্গ তা'র ।

কখন হাস্ত-বদন, কখন করে রোদন,

কখন মগন মন, বাল্য-ব্যবহার ;

আনন্দে ভাব-সমুদ্রে দ্বিজে সঁতার ।

শান্ত দান্ত বিবেক বৃক্ষ, অনাশক্ত জীবমুক্ত,

ভজনেতে অহরুক্ত চিত্ত অনিবার ;

কি আনন্দে কর হে তা'র হৃদয়ে বিহার ।

তোমার প্রেম লাগি তাহাতে, তা'র প্রেম লাগি তোমাতে,

আনন্দ-গহরী তা'তে, উঠে বারে বার ;

মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার ।

এমন দিন কি আমার হ'বে, তোমার লস্ক্রে সকল হবে,

তবে সে সম্ভব হ'লে করুণা তোমার ;

“ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলং” আনিয়াছি সার ॥ ৮৮৮

— বিষ্ণুদাস চট্টোপাধ্যায় ।

নগ্নিত—আড়াঠেকা ।

সর্বত্র বিদ্যমান আছেন আমার হরি ।

সকলি র'য়েছে এক হরি অবলম্বন করি ।

দেখ হরির মুরতি, শান্ত শুভ জ্যোতির্জ্যোতিঃ,
আপনাতে করি'ছেন স্থিতি, ত্রিঙ্গাণ্ডের হার গলায় করি ।
জলে হরি স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি,
চন্দ্রে হরি, সূর্যে হরি, নক্ষত্রে হরি ;—

সমস্ত আকাশে হরি, সমস্ত জীবতে হরি,
দশদিকে পূর্ণ হরি, হরিতে সদা বিহরি ।
হরি বসন হরি ভূষণ, হরি নয়নের অঞ্জন,
জীবনের জীবন হরি স্বদয়ের ধন,—

অন্তরে বাহিরে হরি, হরিময় সকলি হেহরি,
মুখে বল হরি হরি, হরি বলে যেন মরি ॥ ৮৮৯

— বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ।

পুরবী আড়াঠেকা ।

হ'ল দিবা অবসান ।

কর কর পরব্রহ্মে চিন্ত সমাধান ॥

এ শুভ সঙ্ক্যা-সময়ে, বিষয়ে বিরত হ'য়ে,
জ্ঞান-প্রদীপ জালিয়ে, কর গৃহ দীপ্তিমান ।

পঞ্চ ভূত পঞ্চ দীপে, দেবাদিদেব সমীপে,

কর প্রাণ-মন-সংপে প্রেম-আরতি-বিধান ।

নেত্র-শঙ্খে চালি নীর, চুলা'য়ে চামর-শির,

করতালি দিয়ে ধীর কর বিজু-শুণ গান ॥ ৮৯০ ঐ

বাউলে—একতালী ।

শ্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্ত্র ।

ও তা'র থাকে না ভাই আত্মপর ॥

শ্রেম এমনি রত্নধন, কিছু নাইকো তা'র মতন,

ইন্দ্র-পদকে তুচ্ছ করে শ্রেমিক হয় যে জন ;

ও সে হাস্য-মুখে সদাই থাকে হৃদয় যুড়ে সুধাকর ।

শ্রেমিক চার না কোন জাতি, চায় না সুখ্যাতি,

ভাবে হৃদয় পূর্ণ, হয় না ক্লুপ রটলে অখ্যাতি ;

ও তার হস্তগত সর্গেব চাবি, থাকবে কেন অন্ত ডব ।

শ্রেমিকের চালটে বে-আড়া, বেদ-বিধি-ছাড়া,

আঁধার কোণে চান্দ গেলে তাই মুখে নাই সাড়া,

ও সে চৌদ্ধ ভুবন ধ্বংস হ'লেও আস্মানেতে বানায় ঘর ॥

৮৯১ অজ্ঞাত ।

সংস্কৃত গীত ।

কিঁকিট—পোস্তা ।

পুণ্য পুণ্ণেন যদি শ্রেমধনং কোপি লভ্যেৎ,

তস্ত তুচ্ছম্ সকলম্ ।

যাতি মোহান্বতমঃ শ্রেমরবেরভ্যদধে,

ভাতি তদ্বম্ বিমলম্ ॥

শ্রেম-স্বর্ধ্য যদি ভাতি ক্ষণ মেঘঃ হৃদধে,

সকলম্ হস্ততলম্ ॥ ৮৯২

ঐ

রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার বহুগণ রচিত

সঙ্গীত ।

আলোচনা—আড়াঠেকা ।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল, আছি ভাল প্রাণে প্রাণে ।

কোথায় কুশল তোমার আয়ুর্ষাতি দিনে দিনে ॥

দারাসুত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সাধি,

ভাল কর অবস্থিতি, তোমার সহায় জীবনে ।

মুক্তি-বেদ মতে চল, মিথ্যা মায়ায় কেন ভুল.

ইন্দ্রিয় আছে সবল ভজ সত্য নিরঞ্জন ॥ ৮৯৩

নিমাইচরণ মিত্র ।

এ দিন তো রবে না, জীবন জীবন-বিষ জানিয়া কি জান না ।

কণ মাত্র পরিচয় কাকস্য পরিবেদনা ।

মেঘের সহস্র ধমন, বায়ু সহকারে মিলন,

বিচ্ছেদ হইবে পুন, অনিল করে চালনা ।

দারাসুত বজ্রজন, হয় একত্র মিলন, বিশেষ হলে তখন,

কোথায় যাবে বল না ।

মায়াগর্ভ উত্তরিয়ে, কামাধিকে বিনাশিয়ে,

শান্তি ধৈর্য্য যুক্ত হ'য়ে, কর আশ্রয় সাধনা ॥ ৮৯৪ ঐ

বাঁচাজ—চিমা তেতাল ।

কেন ভোল মনে কর তাঁরে ।

যে বিজ্ঞ হৃদয় পালন সংহারে ॥

সর্বত্র আছে গমন, অথচ নাহিক চরণ,

কর নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে ।

অনন্ত ব্রহ্মাও তাঁর, বিত্তীয় নাটিক আর,
নির্জিকার বিখ্যার, নিয়ন্তা বল যাঁরে ॥ ৮৯৫

নিমাইচরণ মিত্র ।

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

তাঁরে দূর জানি ভ্রম সংসার সঙ্কটে ।
আছে বিভূ তোমা হ'তে তোমার নিকটে ॥
ভূমি কেন নিরন্তর, থাক তাঁহ'তে অন্তর,
ভাব সেই পরাৎপর নিত্য অকপটে ।
অতএব জ্ঞান-রত্ন, অহরহ কর যত্ন,
জ্ঞান বিনা অন্ধ বুধা, দেখ সত্য বটে ॥ ৮৯৬

কালীনাথ রায় ।

বেহাগ—আড়া ।

কণমিহ চিন্তা কর সংস্কপ নিবঞ্জন ।
তাজ মন দেহ-গর্ক্স ধর্ক্স হবে রিপুগণ ॥
সম্মুখে বিষয়-জাল, পশ্চ'তে নিষাদ কাল,
গেল কাল, অহুকাল ভাব রে এখন ।
যাহাতে উৎপত্তি স্থিতি, তাহাতে নাহিক মতি,
এ তোর কেমন রীতি, ওরে দস্তময় মন ॥ ৮৯৭ ঐ

কালংড়া—আড়াঠেকা ।

মন যারে নাহি পার নরনে কেমনে পাবে ।
সে অতীত গুণময়, ইন্দ্রিয় বিবর নয়,
যাহার বর্ণনে রয়, ক্ষতি মনস্তাপে ।

ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,
ইচ্ছামতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ,
সেই সত্য সব আর আসার এতবে ॥ ৮৯৮

রাজা রামমোহন রায় ।

রামকেলী—আড়াঠেকা ।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বুথায় ।
দারাসুত ধনজন সঙ্গে নাহি যায় ॥
সে অতীত ত্রৈলোক্য, উপাধি কল্পনা শূন্য
ভাব তাঁরে হবে ধন্ত, সর্ব্ব শাস্ত্রে গায় ।
মা কুর ধনজন যৌবন গর্কঃ
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বঃ,
মায়াময় মিদ মখিলঃ হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবেশাতু বিদিত্বা ।
নলিনী দলগত জলমতি তরলঃ,
তবজীবন মতিশয় চপলঃ ।
কণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা,
ভবতি ভবান্বব তরণে নৌকা ।
দিন যামিন্তৌ সায়ঃ প্রাতঃ,
শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যাগু
স্তদপি ন মুক্ত্যাশা বাহু ।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ,
তরুণ স্তাবত্তরুণী রক্তঃ ।
বৃদ্ধস্তাবচ্ছিত্তা যগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোহপিন লগ্নঃ ॥ ৮৯৯

নীলমণি ঘোষ ।

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

এই হল এই হবে এই বাসনার ।
দিবা নিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পার ॥
মরে লোক ঐতিহ্যে, দেখে তবু নাহি জানে,
না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হয় ।
অহঙ্কহনি ভুতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং,
শেষাঃ স্থিগ্ধাঃ মিচ্ছন্তি কিমশ্চর্য্য মতঃ পরং ॥ ৯০০
রাজা রামমোহন রাঁধ ।

শঙ্করা—আড়াঠেকা ।

ভুল না ভুল না মন নিত্য সত্য সদাস্বাক্যে ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে অবলম্ব করি ষাঁকে ॥
অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর,
সে পদার্থ সারাৎসার, নিরন্তর ভাব তাঁকে ।
ইন্দ্রিয় শাসন করি, অহঙ্কার পরিহরি,
জ্ঞান-অগ্নি করে ধরি, ছেদ কর মত্ততাকে ॥ ৯০১

কালীনাথ

হুট—কাওরাল ।

ভজ অকাল নির্ভবে ।

পবন তপন শশী ভ্রমে ধীর ভয়ে ।

সর্বকাল বিদ্যমান, সর্বভূতে যে সমান,

সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে ছন্দ্রে ॥ ৯০২

— রাজা রামমোহন রায় ।

রামকেলী—আড়াঠেকা ।

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে ।

কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে ॥

মাতৃগর্ভ অঙ্ককারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে,

অন্তে পুনঃ অঙ্ককার সংসার দেখিবে ।

প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন, ছিলে পশু পরাধীন,

সেই সব উপদ্রব শেষেও ঘটবে ॥

অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান,

পরহিতে মন দিবে সত্যকে চিন্তিবে ॥ ৯০৩ ঐ

— বাগেশ্বরী—একতালা ।

অর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে ।

বিবেক বৈরাগ্য ছই সহায় সাধনে ॥

বিষয়ের ছুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা,

তাজ মন এ মত্তণা, সত্য ভাব মনে ॥ ৯০৪ ঐ

— রামকেলী—আড়াঠেকা ।

প্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে ।

তথাপি বিষয়ে মত্ত সদা ব্যস্ত উপার্কণে ॥

পত হয় আছু যত, স্নেহে কহ হল এত,
 বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বহুগুণে ।
 এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধন জন বলে,
 তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে ।
 অতএব নিরন্তর চিন্ত সত্য পরাৎপর,
 বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে ॥ ৯০৫

— রাজা রামমোহন রায় ।

রামকেলী—আড়াঠেকা ।

অনিত্য বিষয় কর সর্বদা চিন্তন ।
 ভ্রমেও না ভাব হবে নিস্তার মরণ ॥
 বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত,
 কণে হস্ত কণে খেদ, তুষ্টি কৃষ্টি প্রতিক্ষণ ।
 অশ্রু পড়ে বাসনার, দস্ত করে হাহাকাব,
 মৃত্যু স্মরণে কাঁপে, কাম ক্রোধ রিপুগণ ॥
 অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ,
 মরণ সময়ে বহু, একমাত্র তিনি হন ॥ ৯০৬ ঐ

রামকেলী—আড়াঠেকা ।

দস্ত ভাবে কত রবে হবে সাবধান ।
 কেন এত তমোভণ, কেন এত অভিমান ।
 কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিষ্ঠা পরদ্রোহে,
 মুহু হ'য়ে নিজ দোষ না কর সন্ধান ।
 রেগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল খতি,
 অথচ অমর বলি মনে মনে ভান ।

অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও,

অবশ্য মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান ॥ ৯০৭

— রাজা রামমোহন রায় ।

গৌরমন্ডার—কাণ্ডরানী ।

কেন সৃজন লয় কারণে ভজনা ।

হবে না হবে না জনম মরণ যাতনা ॥

দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান,

কুপেতে পতিত হয়ে মজো না ।

নিশ্বাস হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অশেষ,

এখনো চেতন হলো না ॥ ৯০৮

— কৃষ্ণমোহন মজুমদার ।

ললিত—একতালা ।

বচন অতীত যাহা করে কি বুঝান যায় ।

বিষ যীর ছায়া হখ, তুল্য নাহি শাঙ্খে কয়,

সাদৃশ্য দিব কোথায় ।

যদ্যপি চাহ জানিতে, ঐক্য ভাব করি চিতে,

চিন্তহ তাহার ।

পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যা ভান,

নাহি আর অন্ত উপায় ॥ ৯০৯

— নীলমণি ঘোষ ।

বাগেশী—আড়াঠেকা ।

ভবে ব্রাস্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব,

ভ্রম পথে ভ্রম অকারণ ।

দেহরথ আক্সারথী, বুদ্ধি কর সারথি,

ইঞ্জিয় সকল অশ্ব, রাশরজ্জু মন ।

বিষয়ে বিরত, মোক্ষপথ আশ্রিয়ে,
পূর্ণব্রহ্ম নিকেতনে কর অবস্থান ॥ ৯১০

নীলমণি ঘোষ ।

সাহানা—৪৭ ।

আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভিমান ।
উচিত হয় এই করিতে আপনারে যজ্ঞ জ্ঞান ॥
ইন্দ্ৰিয়গণেতে রাজা তুমি বট মন,
তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন ।
তোমারে নিরোজিত যে করে তারতো পাও প্রমাণ ॥ ৯১১

রাজা রামমোহন রায় ।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বুধায় ।
যেমন বদন থাকিতে অদন করা নাসিকায় ॥
সে অতীত বৈশিষ্ট্য, উপাধি কল্পনা শূন্য,
ঘটে পটে যত মান্ত, সে কেবল কথায় ।
দর্শনেতে অদর্শন, জ্ঞানমাত্র নিদর্শন,
প্রপঞ্চ বিধান মন, করহ বিদায় ।
তাজিয়া বাস্তব বোধ, কার জন্য অহরোধ,
মোক্ষপথ হল রোধ হাষ হাষ হাষ ॥ ৯১২ ঐ

একি ভুল মনঃ ! দেখিবারে চাহ যারে না দেখে নয়ন ।
আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে, যে ব্যাপিল আকাশেবে,
আকাশের মাঝে তাঁরে আনা এ কেমন ।
চন্দ্রসূর্য্য এই যত, যে চালায় অবিরত,
তাঁরে দোলাইতে কত, করহ যতন ।

পশুপক্ষী জলচর, যে আহার দেয় নরে,
চাহ সেই পরাৎপরে, করাতে ভোজন ॥ ৯১৩

— রাজা রামমোহন রায় ।

নিরুপমেয় উপমা সীমাহীনে দিতে সীমা,
নাহি হয় সম্ভাবনা ।

অচিন্ত্য উপাধিহীনে, অতিক্রান্ত গুণ তিনে,
যত সব অর্কচাঁনে করয়ে কল্পনা ।
পদার্থ ইন্দ্রিয়পর, বিভূ সর্ব অগোচর,
বেদ বিবির অন্তর, মন জান না ।
বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি.
শ্রবণ মনন তাঁরি, কর হৃচনা ॥ ৯১৪ ঐ

মন তোরে কে ভুলালে হয় ।
কল্পনারে সত্য করি জান একি দায় ॥
প্রাণদান দেহ যাকে, যে তোমার বশে থাকে,
জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিপ্রায় ।
কখন ভূষণ দেহ কখন আহার, ক্ষণেক স্থাপন
ক্ষণে করহ সংহার ।

প্রভু বলি মান যারে, সমুখে না চাও তারে,
এত ভুল এ সংসারে, কে দেখে কোথায ॥ ৯১৫ ঐ

— বিভাস—জাড়া ।

একি ভুলে রয়েছ মন, বিষয় ভোগে অচেতন ।
জান না অনিত্য দেহ করেছে ধারণ ॥

দেহ পঞ্চভূতময়, এই আছে এই নয়,
সকলি অনিত্য হয়, দারাদ্রুত ধনজন ।
ভুল না ভুল না আর, ত্যজ দত্ত অহঙ্কার,
ভজ নিত্য-নির্বিকার, পাপ সত্তাপহরণ ॥ ৯১৬

নিমাইচরণ নিব ।

পরজ—আড়াঠেকা ।

বিচিত্র করিতে গৃহ বস্ত্র কর মনে মনে ।
কিন্তু গৃহ-মূল ক'য় হইতেছে দিনে দিনে ॥
নিঃশাস হিমব প্রাণ, কুতাস্ত তপন তায়,
তীক্ষ্ণকরে কবে নাশ, প্রতিক্ষণে ক্ষণে ।
ক্রমেতে হইল শেষ, এখনো বৃক্ষ বিশেষ,
যাবে হুংস যাবে ক্রেশ, ভাব নিরঞ্জন ॥ ৯১৭

কালীনাথ বার ।

এ দুর্গতি গতাগতি নিবৃতি না হবে ।
যাবৎ কণ্ঠের ফলে প্রবৃতি রহিবে ॥
দেখিতে শ্রবণফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল,
কি ফল সে ফলে বল, যাতে হলহল পাবে ।
কেন ভোগে মুগ্ধ তও, আমি আমি সদা কও,
আশা ও বশেতে রও, দুখা প্রাণ যাবে ।
অতএব সাবধান, ত্যজি ক্রমাঙ্কক জ্ঞান,
ভজ সত্য সনাতন, অমৃত পাইবে ॥ ৯১৮

বাগেশী—আড়াঠেকা ।

মায়া বশে রসোল্লাসে বুধা দিন যায় ।
চিন্তিলে না নিজ শিব অন্তের উপায় ॥
পড়িলে অজ্ঞান রূপে, ভ্রাণ নাহি কোন রূপে,
এখন এই যুক্তি কর বৈরাগ্য আশ্রয় ।
দেহ দেহী যে সৃজিল, ইচ্ছিয়ে চেতন দিল,
বুদ্ধি জ্ঞান আদি সব সহায় জীবনে ।
অসুচিত মমচিত, না চিন্তিলে হিতাহিত,
তাঁরে ভোল একি ভুল, হায় হায় হায় ॥ ৯১৯

কালীনাথ রায় ।

দেশ—তেওট ।

নিজ গ্রামে পর গৃহে চোর প্রবেশিলে মন ।
লোকে শুনে স্বভবনে সদা ভয়ে ভীত হয় ॥
নবদ্বারে দেহ-পুরে, কালরূপী তঙ্করে,
প্রতিদিন আয়ু হরে, নাহি অশেষণ ।
মোহ-রাত্রি তমো ঘন, মায়া-নিদ্রা অচেতন,
গ্রহরী নাহিক কোন, কে করে বারণ,
শুন মন অতঃপরে, জ্ঞান-অসি করে ধরে,
আগিয়া কৃতান্ত চোরে, কর অশেষণ ॥ ৯২০ ঐ

এসেছে ব্রহ্মনামের তরণী,
কে যাবি রে তোরা আয় রে আয় ।
জীবন আঁধারে দাঁড়ারে কেন রে,
বুধা কাজে ঐ বেলা যে যায় ।

ভুবন ভরিয়ে মধুর রবে, আনন্দ লহরী ছুটেছে ভবে
ব্রহ্ম-রূপা আজি ডাকিছে সকলে, পাশী ভাসী তোর;

আয় রে আয় ।

ধনী কি নিধন জানী কি অজ্ঞান, নাহি দেখে কারো

আতিকুলমান,

সেই যেতে পারে, ভবনদী পারে, ব্যাকুল অন্তরে

যেতে যে চায় ॥ ৯২১

মনোরঞ্জন গুহ ।

(এত ভালবাস থেকে আড়ালে—স্বর ।)

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকতে ।

হায় রে তবে কি মা এমন ক'রে, বুকিয়ে থাকতে পারতে ।

আমি নাম জানিনে, ডাক জানিনে,

আবার জানিনে মা কোন কথা বলতে ;

তোমায় ডেকে দেখা পাইনে তাইতে,

আমার অনম গেল কাছে ।

চুখ্ পেলে মা তোমায় ডাকি,

আবার স্মৃৎ পেলে চুপ ক'রে থাকি ডাকতে ;

কুমি মনে বসে মন দেখ মা, আমার দেখা দেও না তাইতে ॥

ডাকার মত ডাকা শিখাও, না হয়, দয়া করে

দেখা দেও আমাকে,

আমি, তোমার খাই মা, তোমাব পরি, কেবো

ভুলে যাই নাম ক'রে ।

কাকাল যদি ছেলের মত, তোমার ছেলে হ'ত

তবে পারতে জানতে ;

কাকাল জোর করে কোল কেড়ে নিত,

নাহি সন্ত বন্ধে সন্তে ॥ ৯২২

— — — হরিনাথ মজুমদার ।

বাউলে—হর ।

(“বল কি সন্ধানে বাই সেখানে, মনের মানুষ বেখানে”—হর ।)

আমারে পাংল ক'রে যে জন পালায়,

কোথা গেলে পাব তায় ।

তঁারে না হেরে, প্রাণ কেমন করে, হিয়া আমাব ফেটে যে যায় ।

আমি সযতনে, যে রতনে, রাখিলাম পুবে হিয়ার ;

আনার ঘূমেব ঘেঁরে চুরি ক'রে, সে বতনকে নিল রে হায় ।

সে যে ছিল স্নেহে, নয়ন মুদে, দেখিতে তাই আঁখি যে চায় ;

সকল ঘর হাতড়ায়ে, নাচি পেয়ে, জলে যে অম্নি ভেসে যায় ।

আমার বাথার ব্যথিত, এমন শুদ্ধ বল কেবা আছে কোথায় ;

ও সেই হারাধনে, ধ'রে এনে, দেখাইয়ে হিয়া জুড়ায় ॥

সে ধন হ'য়ে তারা, পাংলপারা, প্রাণপাণি মোর উড়ে বেড়ায় ;

ওরে জলে স্থলে, আকাশ তলে, কোথায় দেখিতে না পায় ।

আমি শব হারিয়ে, যে ধন লয়ে, বাস করিতাম এ ঘর তলায় ;

যদি গেল সে ধন, তবে এখন, করে কাকাল আর কি উপায় ॥

— — — ৯২৩ ঐ

খিঁচিট—পোস্তা ।

আর কারে ডাকিব গো মা,

ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে

আমি এমন ছেলে নই মা তোমার,

ভাকিব গো মা যাকে তাকে ।

(মা বৈ ছেলের আর কে আছে গো)

মা যদি সম্মানে মারে, শিশু কাঁদে মা মা করে,

ঠেলে দিলে গলা ধরে, ছাড়ে না মা যত বকে ।

মা বহিত শিশু জানে না, মা বহিত কিছু বলে না,

মা ছাড়া কভু থাকে না,

আমি থাকবো কাকে দেখে ?

জগত জননী হও, পুত্রভার মা গো লও,

মা পো আবদার সও, তাইতে তনয় তোমায় ডাকে ॥ ৯২৪

— মহারাজ মহাতাপ চাঁদ ।

মিশ্র আশাবরী—একতারা ।

গেল বিভাবরী

ভুবনমোহিনী উবা অই ।

শুভ্র বসনে প্রসন্ন বদনে, যতনে কুশুম তুলিছে ঐ ;

পূজিবে আনন্দময়ী ।

আগরে ও ভাই, আগ গো ভগিনী, নয়ন মেলি নেহার অই,

পূর্ণ মঙ্গলা ভুবন উজলা, বিশ্বমনোময়ী মুরতি অই,

লোকমাতা ব্রহ্মময়ী ।

নীলিম আকাশে রবির রক্তিম, মহেশ মহিমা প্রকাশে,

বিহঙ্গ কুঞ্জে ভাসায় ভুবনে, নীরবে রবে কেমনে,

সবে মিলে গাও ব্রহ্মময়ী ॥ ৯২৫

— ইন্দ্রচূষণ রায় ।

ইমন—চৌতাল ।

মধুর সন্ধ্যা, মধুর মিলন, মধুর কণ্ঠে মধুর বাণী,
মধু উচ্ছ্বাস, মধুময় প্রাণ, গাও জগপতি মঙ্গলজয় ।
নরনারী সবে মিলে গাও, যোগেশ মহেশ নিরঞ্জে,
ভবতারণে, প্রাণারামে, গাওরে বিশ্বজনবন্দনে ॥ ৯২৬

ইন্দুভূষণ রায় ।

দেশ—একতালা ।

যাদের চাহিয়ে তোমাতে ভুলেছি, তারা তো চাহে না আমারে,
তারা আশে, তারা চলে যায় দূরে, ফেলে যায় মরু মাঝারে ।
হৃদিনের হাসি, হৃদিনে ফুরায়, দীপ নিভে যায় আঁধারে ;
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে ।
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই, আপনার মন ভুলাতে ;
শেষে দেখি হায় ! ভেঙ্গে সব যায়, ধুলা হয়ে যায় ধুলাতে ।
সুখের আশায় মরি পিপাসায়, ভুবে মরি হুঃখপাথারে ;
রবি শশি তারা কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমাতে ॥

— ৯২৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ভৈরবী—একতালা ।

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করণাময় স্বামী ।
তোমারি প্রেম স্রবণে রাখি, চরণে রাখি আশা ;
দাও হুঃখ দাও তাপ, সকলি সহিব আমি ।
তব প্রেম আঁখি সতত জাগে, জেনেও জানি না ;
ঐ মঙ্গল রূপ ভুলি তাই, শোক-সাগরে নামি ।
অনন্দময় তোমার বিশ্ব, শোভা সুখ পূর্ণ ;
আমি আপন দোষে হুঃখ পাই, বাসনা অহুঃসামী ।

মোহবদ্ধ ছিন্ন কর, কঠিন আঘাতে ;

অশ্রু-সলিল-ধৌত হৃদয়ে, থাক দিবস যামিনী ॥ ৯১৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

কাঞ্চি—কাওয়ালী ।

জানি তুমি মঙ্গলময়, জানি তুমি মঙ্গলময় হে—

জানি তুমি মঙ্গলময়, প্রতিপলকে পাই পরিচয় ।

সুখে রাখ হুখে রাখ যে বিধান হয়, কিছুতেই নাহি ভয় ।

আর যাই কর প্রভু, মোরে ত্যক্তিবে না কভু,

এই মম ভরসা ; এস প্রভু এস প্রভু হৃদয় মাঝে,

হবে শুভ নিশ্চয় ॥ ৯২৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ইমন কলাপ—তেওতা ।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ঋব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে ।

তুমি সদা যার হৃদে বিরাজে, হুঃখ জালা সেই পাসবে ॥

সব হুঃখ জালা সেই পাসরে ।

তোমার স্তানে তোমার ধ্যানে, তব নামে কত মাদুর্বা ;

যেই ভকত সেই জানে,

তুমি জানাও যারে সেই জানে ।

ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে ॥ ৯৩০ ঐ

ত্রিপিট—কাওয়ালী ।

অক্ষয় আনন্দধামে চলরে পথিক মন ।

পাইবে শান্ত সুখ, জুড়াবে দৃঢ় জীবন ।

সে বড় পবিত্র দেশ, নাহি পাপ তাপ লেশ,

প্রেমানন্দ সমাবেশ, সকল শোক ভঞ্জন ।

(তথা) শান্তি নামে পুণ্য নদী, বহিতেছে নিরবধি,
রবে না মনের ব্যাধি, করিলে অবগাহন !

অজস্র অমিয় স্নান, বাহ্যপুণে পাবে সদা,
যুচিবে আশ্রয় স্নান, সে স্নান করি সেবন ।

(তথা) নিত্যানন্দ নিত্যোৎসব, অনন্ত পূর্ণ বৈভব,
অপ্রাপ্য অভাব সব, তখনি হবে পূরণ ।

সদাশ্রিত তৃপ্তি অন্ন, লালসা থাকে না অন্ত,
সেবনে কামনা পূর্ণ, চিদানন্দ উদ্দীপন ॥ ৯৩১

অজ্ঞাত ।

বাউলে হর—একতাল ।

(তেবে যদি কি সম্বন্ধ তোমার সনে—হর ।)

তোমার মত কে আছে আর এ সংসারে ?

করণা কে আর করতে পারে ?

হয়ে অগতের জননী, করুণা রূপিনী,

আছ এই বিশ্ব কোলে করে ।

কিবা ধন ধান্ত ভরা এই বসুন্ধরা,

রেখেছ সাজায়ে জীবের তরে ।

(কত বতন করে)

তুমি গৃহের দেবতা, মঙ্গল বিধাতা,

আছ বিরাজিত ঘরে ঘরে ;

কিবা অপরূপ শোভা, বালক বৃদ্ধ সুবা,

বৈধেছ সকলে প্রেম-ডোরে ।

(তুমি মায়ের মত)

আমরা এই ভিক্ষা করি, ওহে দয়াল হরি,
 স্তূথে ছুঃথে যেন পাই তোমারে ;
 তোমার ছন্দয়েতে রাখি, প্রাণ ভরে দেখি,
 ডুবে থাকি তোমার রূপ-সাগরে ।

(চিরদিনের মত) ॥ ৯০২

অজ্ঞাত ।

বেহাগ—৪৭ ।

কেন জাগেনা জাগেনা অবশ পরাণ ।
 নিশি দিন অচেতন ধূলি-শয়ান ।
 জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে,
 জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান ।
 বিহগ গাহে বনে ছুটে ফুলরাশি,
 চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি ;
 তব মাধুরী কেন জাগেনা প্রাণে,
 কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান !
 পাই জননীর অবাচিত স্নেহ,
 ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ ;
 কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে,
 কেন করি তোমা হৃতে দূরে প্রয়াণ ॥ ৯০৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ধন—ঠংরি ।

অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ ।
 তুমি করণামৃত সিদ্ধ, কর করুণা কণা দান ॥

শুধু হৃদয় মম, কঠিন পাষণ্ড সম,

প্রেম সলিল ধারে সিঞ্চি শুধু নয়নে ।

যে তোমাতে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাক ডাক,
তোমা হ'তে দূরে যে যায়, তারে তুমি রা'খ রা'খ ;
ভবিত যে জন ফিরে, তব স্নান-সাগর তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে, স্নান করিও হে পান !
তোমাতে পেয়েছিহু যে, কখন হারানু অবহেলে,
কখন ঘুমাইহু হে অঁধার হেরি অঁধি মেলে ;
বিরহ আনাইব কার, সাধনা কে দিবে হায়,

বরষ বরষ চলে যায় ।

হেরিনি প্রেম বরান,—

দরশন দাওহে দাওহে দাও

কাদে হৃদয় ম্রিয়মাণ ॥ ৯৩৪

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ব্রহ্ম সঙ্গীতন ।

বাউলে হর—একতালা ।

ওহে দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে ।
তুমি পারের কর্তা, ওনে বার্তা, ডাকছি হে তোমাতে ॥
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বলে, (ওহে আমার কি
পার করবে না হে) (আমি অধম বলে) ; যারা পাছে এল,
আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে ॥
গানের পথ সন্মল, আছে সাধনের বল,
(তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে)

(আমি সাধনহীন তাই রলেম রলেম পড়ে হে)
 তারা নিজ বলে গেল চলে, অকূল পারাবারে ॥
 তুনি কড়ি নাই দার, তুমি কর তারেও পার
 (আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে)
 (দয়াময় নামে ভরসা বেঁধে হে)
 আমি দিন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ বুলি বেড়ে ॥
 আমার পারের সখল, দয়াল নামটি কেবল
 (তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমার হে)
 (তাই অধমতারণ বলে ডাকি হে)
 কিকির কঁদে আকূল, পড়ে অকূল পাখারে সীতারে ॥ ৯৩৫
 প্রকুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ।

মনোহরনাই ।

দীনহীন জনে দয়া কর দীননাথ হরি ।
 আমার কেহ নাই সংসারে প্রভু চরণেতে ধরি ॥
 (দীনদয়াল বট তুমি, অধমতারণ বট প্রভু)
 ঘোর পাপানলে, সন্না চিত্ত অলে,
 কিসে সে অনল নিবারি ;
 (তব কৃপা-বারি বিনে, কৃপা-সিন্ধু বারি বিনে)
 পুড়ে দিবানিশি ভস্মরাশি অস্তর আমারি ।
 প্রাণে মরি ।
 (বিবম পাপ অনলে, অনল জ্বালা সহে না হে)
 (পাণে জ্বালা সহে না হে, দীনবন্ধু চেয়ে দেখে)

তাই হে দীনবন্ধু, হরি দয়াসিদ্ধ,

আমি এই ভিক্ষা করি,

(চরণ কল্লতরু সূলে, তব অভয় চরণ তলে)

তব প্রেমজলে কুতূহলে ডুবে রইতে পারি অম্মের মত ;

(গভীর জলে মীন যেমন, সাগর জলে পাষণ যেমন)

(চিরশান্তি লাভের তরে, হৃদয় আলা নিবারিতে)

(অম্মের মত ডুবে রব)

অনল নাহি রবে, প্রাণ শীতল হবে, প্রেমনীরে স্নান করি ।

(বারিধারায় অনল যেমন, পাপীহৃদয় শীতলকারী)

ভবক্লুধা নাহি রবে পান করি, প্রেমবারি, প্রাণভরি ।

(তব প্রেমমুত পানে, প্রেমমুখা পান করি) ॥ ৯৩৬

অজ্ঞাত ।

বিশ্বরাজ হে আমায় কেন ডাক সখা বলে আর ।

(আর ডেক না ডেক না) (অমন করে সখা বলে)

তোমার মধুমাখা ডাকে হরি,

আমি নিদাক্ষণ লাজে মরি ;

(আর ডেক না ডেক না)

কলুষ-সাধনে যাহার হৃদয় সতত মগন রয় হে ;

তার কি গুণে ভুলিয়ে পুণ্যময় হরি,

সখা বলে ডাক তার হে । (এ কি ভালবাসা)

যেজন মোহমদে মত্ত, সদাই উন্মত্ত,

গরবে গর্কিত রয় হে, তার কি গুণ স্মরি,

দেবহুর্ভ হরি, সেধে ভালবাস তায় হে ।

(অশাক হই হে হরি)

আমি বুঝিছ এখন, পতিতপাবন, তোমার প্রেমের বীত,
যে জন চাহে না তোমারে, চাও তুমি তারে,

সাধার বল শ্রুত ।

(তোমার প্রেমের সীমা কোথায় প্রভু)

আমি থাকি সলা বুয়ের ঘোরে,
কেন ভেকে পাগল কর মোরে ।

(আর ডেক না ডেক না) (এমন নরাধমে)

যদি ছাড়িবে না দীনবন্ধু, দেখাতে ঐ প্রেমসিদ্ধ,
তবে প্রেমে বন্দী কর মোরে, (আর ছেড় না ছেড় না)
(দীনহীন পাঙ্গী বলে) (নৈলে আর ডেক না ডেক না)
(এমন করে বারে বারে) ॥ ৯৩৭

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধায় ।

শিল্প—ধরমা ।

বলরে বলরে বলরে অন্ধকূপাহি কেবলং,

পাইলে অন্ধকূপার বিন্দু হইবে শীতলং ।

অদয় কাননে ফুটিবে ফুল,

চারিদিক হবে সৌরভে আকুল,

অন্ধ কূপাওণে অবশ অদয় হইবে সবলং ।

জীবনের যত পাণতাপ ভার,

অন্ধ কূপাওণে হবে ছার খার,

যতন সুচিবে জীবন বাঁচিবে, হইবে নিশ্চয়ং ।

হইবে হৃদয়ে আনন্দ অপার,
উথলিবে প্রেম-সিদ্ধু পারাবার,
দেখেছ না যাহা দেখিয়ে এবার, হইবে বিহ্বলঃ ।
কি ভয় ভাবনা ব্রহ্ম কৃপাশুণে,
কি করিবে শোক তাপের আশুণে,
কালী কয় বল কর সেইশুণে, হইও না বিকলঃ ॥ ৯৩৮

— কালীনারায়ণ শুভ ।

কীর্তন ।

(হরি বল বল অগাই মাধাই—হর ।)

ধেমটা ।

ব্রহ্মনাম কি মধুরবে ভাই ।
নামের বালাই লয়ে মরে যাই ॥
নামে পাষণ গলে, ভাসে জলে,
মরলে নবীন জীবন পাই ।

নাম স্মরণেতে হয়, প্রাণে মধুর প্রেমোদয়,
(যাহা) প্রাণে উঠে প্রাণে ফুটে, প্রাণেতেই লয় ;
এ নাম স্বর্গমর্ত্য পাতাল ছেড়ে হৃদয় ঘরে করে ঠাই ।
নাম স্মরণে সরল, যত মনেরি সরল,
আলোর কাছে আঁধার যেমন তেমনি অবিকল ;
এমন আগত জীবন্ত নাম আর জন্মে কভু শুনি নাই ।
নাম নিতে নিতে বল, আবার অনন্ত সম্বল,
তাই বলি মন পায় ধরে তোর ব্রহ্ম নামটি বল ;
এই নাম নিয়ে বাঁচ কি মর কিছুতেই কতি নাই ।

এই নামেরি ঠাটে, আঁধার কুয়াসা কেটে,
 প্রেমের সূর্য্য উদয় হয়ে, শুভদিন ঘটে ;
 নামে যমকে যেমন যমে ধরে, মানে না সে ডাক

দোহাই ॥ ৯৩৯

কালীনীরায়ণ গুপ্ত ।

শিখিট—একতাল।

তোমারি জয় তোমারি জয়, তব প্রেমে প্রভু সব পরাজয় ।

যে জন চায় সে তো তোমায় পায়,

যে জন না চায় সেও তোমায় পায় ।

ষোর পাপে পাপী মানব তনয়,

প্রচণ্ড দৈত্যের সম যদি হয়,

তব প্রেম-কাঁদে যখন পড়ে যায়,

তখনই সে ভূণ সম হয় ।

অহঙ্কারে মত উন্নত প্রায়,

ধরা যার কাছে সরা জ্ঞান হয়,

তব প্রেম আশ্বাদন যদি একবার পায়,

শত পদাঘাতেও পায়েতে লুটায় (ভূণ সম)

তোমার কথায় তোমারি সেবায়,

যার প্রাণ যায়, সেই প্রাণ পায়,

মম মন প্রাণ সততই যেন

তব প্রেম-সুখা পানে মস্ত হয় ॥ ৯৪০ অজ্ঞান ।

কৌতূহন ।

(হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে—হর ।)

ব্রহ্মনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে,

বলুরে ভাই মধুর স্বরে ।

পরম ব্রহ্ম নামটী সাধন ক'রে, কত পাপী গেল তরে,

(আমার মত কত পাপীরে)

ভাই প্রাণ ভরিয়ে নামটী কর বলিরে ভাই পায় ধরে ।

ধন প্রাণ মান বল কিছু নাহি থাক্বেরে

(যাদের ভাল বাস রে)

পরম ব্রহ্ম অক্ষয় ধন স্বদয় দাও হে তাঁহারে ॥ ৯৪১

চণ্ডীকিশোর কুশারি ।

বাউলে হর—খেমটা ।

তোরা বলে করবে কি ।

মরি হার রে, আমি সংসারের সার,

ব্রহ্ম-প্রেমহার স্বদে পরেছি ।

আমি ব্রহ্ম-প্রেমে পাগল হ'য়ে, আপনার হারায়েছি ।

পাগলের মান অপমান বোধ আছে কি ?

পাগলের আতিভেদ জ্ঞান আছে কি ?

আমি নিল প্রাণসার ধার ধারি কি ?

আমি ব্রহ্মকৃপার অক্ষয় কবচ প্রাণে ধরেছি ॥ ৯৪২

বাউলে হয় ।

ব্রহ্ম নামটি ধ'রে থাক পড়ে, দেখি'বিরে মন যাবি তরে ।
তোমার ঘরের মাঝে গুরু আছে,

জেনেও কি মন জান্‌লি নাহে ;

মিছে ব্রমে ভুলে মরছি'ন্থ বুঝে, এ জ্ঞানি কি যাবে নাহে ।
ব্রহ্ম পাবে বলে শাস্ত্র খুলে কি দেখিছ তার ভিতরে,
ব্রহ্মশাস্ত্রে নাইরে, বিচার ক'রে দেখ, আছেন জদ-কুটিরে ।
ব্রহ্মনাম সাধন ক'রে, এ সংসারে কত পাপী গেল তরে,
তাই ধৈর্য্য ধরে সাধন করে, চলে যাওরে ভবের পারে ॥

৯৪৩ চণ্ডীকিশোর কুশারি ।

ভজ্ঞন ।

যেজন ব্যাকুল প্রাণে—তোমারে ডাকে,

অনায়াসে সেত তরে যাবে,

যে তোমারে ডাকে না, তার কি গতি হবে না,

চিরদিন পাপে পড়ে রবে ।

তুনেছি তোমার বড়ই দয়া, পতিত মানব সম্বন্ধে,

যোর পাতকী আমি, জান ত অন্তর্যামী,

চাহ একবার করুণা নয়নে ।

আমি ভুবেছি ভুবেছি, সংসার পাথারে,

উঠিতে পারি না নিজ বলে,

যতবার উঠিতে চাই, ততই ডুবিয়ে যাই,

তুমি আমার তোল করে ধবে ।

বড় শ্রান্ত হয়ে তোমারে ডাকি, অবসর হতেছে যে প্রাণ,
 সঁতারি শক্তি নাই, স্রোতেতে ভাসিয়ে যাই,
 ধরিবার নাই ভূণ ধান ।
 আমার আশা ভরসা, কিছুই নাই আর,
 তুমি যদি রাখ তবে থাকি,
 বল আর কোথা যাই, এ দুঃখ কারে জানাই,
 তুমি বিনা আর কারে ডাকি ।
 তোমার পতিতপাবন নামের গুণে, কত পাপী হইল উদ্ধার,
 এ পাতকী অধমে, তারহে নিজগুণে,
 জয় জয় হউক তোমার ॥ ৯৪৪

ব্রজলাল গাঙ্গুলী ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

শ্রাম্যবিষয়ক সঙ্গীত ।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, দেওয়ান রঘুনাথ রায় (দেও-
রান মহাশয়), দেওয়ান রামমুলাল মুনসী, আশু-
তোষ দেব (ছাত্তাবু), কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য
প্রভৃতি সাধকগণের শ্রাম্যবিষয়ক সঙ্গীত
(মালসীগান)

প্রসাদী হর—একতারা ।

আমায় দেও মা তবিলদারী ।

আমি নিমক হারাম্ নই শঙ্করী ॥

পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সহিতে নারি ।

ভাঁড়ার জিন্মা বা'র কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি ।

শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিন্মা রাখ তাঁরি ॥

অর্ধ অঙ্গ আরগির, তবু শিবের মাইনে ভারি ।

আমি বিনা মাইনার চাকর, কেবল চরণ-ধুলার অধিকারী ।

যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি ॥

যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে ত মা পেতে পারি ॥

প্রসাদ বলে এমন পদের, বালাই ল'য়ে আমি মরি ।

ও পদের মত পদ পাই ত, সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি ॥ ৯৪৫

রামপ্রসাদ সেন ।

প্রসাদী হর—একতাল।

ভুব দে মন কালী ব'লে ।

অদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ॥

রত্নাকর নয় শূন্ত কখন, হুঁচর ভূবে বন না পেলে ।

তুমি দম সামর্থ্যে এক ভূবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ।

জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তি-রূপা মুক্তা ফলে ।

তুমি ভক্তি করে কুড়া'য়ে পা'বে, শিব-যুক্তি মতন চাইলে ॥

কামাদি ছয় কুস্তীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে ।

তুমি বিবেক-হৃদয় গায়ে মেখে যাও,

ছোবে' না তা'র গন্ধ পেলে ।

রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে ।

রামপ্রসাদ বলে আশ্ব দিলে, মিলবে রতন ফলে ফলে ॥ ৯৪৬

রামপ্রসাদ সেন ।

প্রসাদী হর—একতাল।

মা আমায় ঘুরা'বে কত ?

কলুর চোক-ঢাকা বলদের মত ॥

ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছে অবিরত ।

তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অঙ্গগত ॥

মা-শব্দ মমতাসুত, কাঁদলে কোলে করে স্নত ।

দেখি'ত্রস্তাওঁরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত ।

হুর্গা হুর্গা হুর্গা ব'লে, তরে গেল পাণী কত ।

একবার খুলে দে মা চক্ষের ঠুলী, দেখি অঁপদ মনের মত ।

কু-পুল অনেক হয় মা, কু-মাতা নয় কখন ত ।

রামপ্রসাদের এ আশা মা, অন্তে থাকি পদানত ॥ ৯৪৭ ঐ

প্রসাদী হর—একতারা ।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না ।

কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না ।

ও রে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি, জেনেও কি তাই জান না ।

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা ।

ও রে কোন্ লাজে সাজা'তে চাসু তাঁয়,

দিয়ে ছার ডাকের গহনা ।

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা ।

ও রে কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাসু তাঁয়,

আলোচাল আর বুট ভিমানা ।

জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাই কি জান না ।

ও রে, কেমনে দিতে চাসু বলি,

মেঘ মহিষ আর ছাগলছানা ॥ ৯৪৮

রামপ্রসাদ সেন ।

প্রসাদী হর—একতারা ।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া ।

ও মন ভাব শক্তি, পা'বে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া ।

নয়ন থাকিতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া ।

মা ভক্কে ছলিতে, তনয়া-রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ।

মায়ে যত ভাল বাসে, বুঝা যা'বে মৃত্যু-শেষে ।

মোলে দণ্ড ছ'চার কান্নাকাটি, শেষে দিবে গোবর-ছড়া ।

তাই বন্ধ দারা স্নত, কেবল মাত্র মায়া'র গোড়া ।

মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসি, কড়ি দিবে অষ্ট কড়ি ॥

অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ ।

দোসর বস্ত্র গায়ে দিবে, চার কোণা মাঝখানে কাড়া ।

যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালীকাতারা ।

বের হ'য়ে দেখ কন্যাক্রূপে রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া ॥ ৯৪৯

রামপ্রসাদ সেন ।

জংলা—একতাল ।

আর কাজ কি আমার কাশী ।

মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী ।

জুৎকমলে ধ্যান-কালে, আনন্দ সাগরে ভাসী ।

ও রে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ।

কালী-নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা ।

ও রে অনলে দাহন যথা, হয় রে তুলারশি ।

গয়ায় করে পিণ্ড দান, বজ্রে পিতৃকণ্ঠে পা'বে জ্ঞান ।

ও রে যে করে কালীর ধ্যান, তা'র গয়া ওনে হাসি ।

কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি ।

ও রে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তা'র দাসী ।

নির্ঝানে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল ।

ও রে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি ।

কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,

ও রে চতুর্কর্ণ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥ ৯৫০

ঐ

এসাদী হয়—একতাল ।

মন রে কৃষি কাজ জান না ।

এমন মানব-জমীন র'লো পতিত,

আবাদ করলে কলতো সোণা ।

কালীর নামে দেও রে বেড়া, কসলে তছরূপ হ'বে না;
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,
তা'র কাছেতে যম ঘেসে না ॥

অদ্য অক্ল শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন ভেবে, (মন রে আমার) যতন করে,
চুটয়ে ফনল, কেটে নে না।

শুক রোপন করেছেন বীজ, ভক্তি-বারি তায় সোঁচ না।
ও রে একা যদি (মন রে আমার) না পারিস্ মন,
রামপ্রসাদকে ডেকে নে না ॥ ৯৫১

—

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী সুর—একতারা।

ও রে মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি।
শুরুদন্ত রত্ন ভরে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসন্তেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি ॥
ঐরামপ্রসাদ বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তো'র ব্যাপারেতে লাভ হ'বে কি,
মহাজনকে মজাইলি ॥ ৯৫২ ঐ

প্রসাদী সুর—একতারা।

আয় মন বেড়া'তে যাবি।

কালি-কল্লতরুর তলে গিয়া, চারি কল কুড়া'য়ে খাবি।
প্রবৃষ্টি-নিবৃষ্টি জায়া, তা'র নিবৃষ্টিরে সঙ্গে ল'বি।
ও রে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তব-কথা জার শুধা'বি ॥

অশুচি শুচিকে ল'য়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি ।
 যখন হুই সতীনে প্রীতি হ'বে, তখন শ্যামা-মাকে পা'বি ॥
 অহঙ্কার অবিজ্ঞা তোর, পিতা মাতায় তাড়া'য়ে দিবি ।
 যদি মোহ-গর্ভে টেনে লয়, ধৈর্য্য-খোঁটা ধরে র'বি ।
 ধর্ম্মার্থ হু'টো অজ্ঞা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে ধুবি ।
 যদি না মানে নিবেদ তবে, জ্ঞান-খণ্ডে বলি দিবি ॥
 প্রথম ভাৰ্গ্যার সন্তানেরে দূরে রইতে বুঝাইবি ।
 যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিদ্ধ-মাকে ডুবাইবি ॥
 প্রসাদ বলে এমন হ'লে, কালের কাছে অবাব দিবি ।
 তবে বাপু! বাছা! বাপের ঠাকুর !

মনের মতন মন হ'বি ॥ ৯৫৩

রামপ্রসাদ সেন ।

গৌরী গঙ্গার—একতালা ।

মা-মা বলে আর ডাক'ব না ।
 ও মা, দিবেছ দিতেছ কতই যজ্ঞণা !
 ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
 আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী ;
 ঘরে ঘরে যা'ব, ভিক্ষে মেগে খাব,
 মা বলে আর কোলে যা'ব না ।
 ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে, মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে ;
 মা বিদ্যামানে, এ হুঃখ সন্তানে,
 মা মোলে কি আর ছেলে বাঁচে না ।

ভনে রামপ্রসাদে মায়ের কি এ স্নেহ,
মা হ'রে হ'লি মা সন্তানের শত্রু ;
দিবা নিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুনঃ কঠোর যন্ত্রণা ॥ ৯৫৪

— রামপ্রসাদ সেন ।

গড়া তৈরবী—১৭ ।

ভেবে দেখ মন কেউ কা'র নয়, মিছে কের ভ্রমণে ॥
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্তা বলে সবাই বলে ।
আবার সে কর্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে ॥
যা'র অস্ত মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যা'বে চলে ।
সেই প্রিয়সী দিবে গোবর-ছড়া অমঙ্গল হ'বে বলে ॥
ঐরামপ্রসাদ বলে শমন যখন ধরবে চূলে ।

তখন ডাকুবি কালী কালী বলে,
কি করিতে পার্বে কালে ॥ ৯৫৫ ঐ

— প্রসাদী হর—একতালা ।

গেল দিন মিছে রক্তরসে । *

আমি কাজ হারা'লেম কালের বশে ॥
যখন ধন উপার্জন, করেছিলেম দেশ বিদেশে ।
তখন ভাই বন্ধু দারা স্নত, সবাই ছিল আমার বশে ॥
এখন ধন উপার্জন, না হইল দশার শেষে ।
সেই ভাই বন্ধু দারা স্নত, নির্ধন বলে সবাই রোখে ॥

* কাজ হারালেম কালের বশে ।

মন সজিল রতি রক্ত রসে ।

} এইরূপ পাঠ আছে ।

যম আসি শিয়রে বসে, ধরবে যখন অগ্রকেশে ।
তখন সাজা'য়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডীবেশে ॥
হরি হরি বলি, শ্রমশানে ফেলি, যে যা'র যা'বে আপন বাসে ।
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল, অন্ন খা'বে অনায়াসে ॥ ৯৫৬

রামপ্রসাদ সেন ।

প্রসাদী স্মরণ—একতারা ।

এবার বাজি ভোর হ'লো ।

মন কি খেলা খেলা'বে বল ॥

শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চ আমার দাগা দিল ।
এবার বড়ের ঘর, করে ভর, মন্ত্রীটি বিপাকে মলো ॥
ছুটা অশ্ব ছুটা গজ, ঘরে বসে কাল কাটালো ।
তা'রা চলতে পারে সকল ঘরে; তবে কেন অচল হ'লো ॥
ছ'ধান তরী নিমক ভরি, বাদাম তুলি না চলিল ।
ও রে এমন সুবাস পেয়ে, ঘাটের তরী ঘাটে র'লো ॥
জীরামপ্রসাদ বলে, মোর কপালে এই কি ছিল ।
ও রে অতঃপরে কোণের ঘরে,
পীলয়ে কিস্তে মাত হইল ॥ ৮৫৭ ঐ

সোহিনী বাহার—আড়খেমটা ।

ও মা ! হর গো তারা মনের হুঃখ ।

আর তো হুঃখ সহে না ॥

যে হুঃখ গর্ভ-যাতনে, মা গো জন্মিলে থাকে না মনে ।

মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওনা ওনা ॥

জন্ম মৃত্যু যে যজ্ঞাণা, মা গো যে জন্মে নাই সে জানে না ।

তুই কি জানবি সে যজ্ঞাণা, জন্মিলে না মরিলে না ॥

রামপ্রসাদে এই ভনে, স্বপ্ন হ'বে মায়ের সনে ।

তবু র'ব মার চরণে, আর ত ভবে জন্মিব না ॥ ৯৫৮

রামপ্রসাদ সেন ।

পিনু বাহার—৪৭ ।

ও রে সুরাপান করিনে আমি, সুখা থাই অয়-কালী বলে ;

মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে ।

গুরুদত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃষ্টি-মসলা দিয়ে মা ;

আমার জ্ঞান-গুণ্ডিতে চুয়ায় ভাঁটী,

পান করে মোর মন-মাতালে ।

মূল মন্ত্র যজ্ঞভরা, শোধন করি ব'লে তার মা ;

রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা,

খেলে চতুর্কর্গ মেলে ॥ ৯৫৯ ঐ

প্রসাদী হর—একতাল ।

কেন গঙ্গাবাসী হ'ব ।

ঘবে বসে মায়ের নাম গাইব ॥

আপন রাজ্য ছেড়ে কেন, পরের রাজ্যে বাস করিব ।

কালীর চরণ-তলে কত শত, গয়া গঙ্গা দেখতে পা'ব ॥

শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ ল'ব ।

আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,

বিমাতাকে মা বলিব ॥ ৯৬০ ঐ

টুরি জায়েনপুরী—একতালা ।

আমায় ছোঁও না রে শমন আমার জাত গিয়েছে ।

যে দিন কুপাময়ী আমায় কুপা করেছে ॥

শোন রে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়েছে,

(ও রে শমন রে)

আমি ছিলাম গৃহবাসী কলে সর্বনাশী,

আমায় সন্ন্যাসী করে'ছে ॥

মন-রদনা এই দু'জনা কালীর নামে দল বেঁধেছে,

(ও রে শমন রে)

ইহা ক'রে শ্রবণ রিপু ছয় জন, ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে ॥ ৯৬১

রামপ্রসাদ সেন ।

প্রসাদী হর—একতালা ।

মায়ের এম্মি বিচার বটে !

যে জন দিবা নিশি দুর্গা বলে, তা'রি কপালে বিপদ ঘটে ॥

হজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে ।

কবে আদালত-গুনানি হবে মা নিস্তার পা'ব এ সঙ্কটে ॥

সওয়াল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে ।

ও মা ভরসা কেবল শিব-বাক্য, ঐক্য বেদাগমে রটে ॥

প্রসাদ বলে শমন-ভয়ে মা, ইচ্ছে হয় যে পালাই ছুটে ।

যেন অস্তিম কালে, দুর্গা বলে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে ॥

৯৬২ ঐ

ললিত বিভাস—আড়ধেমটা ।

কালীর নামে গুণী দিয়া আছি দাঁড়াইয়া ।

শুন রে শমন তো'রে কই, আমি তো আটাসে নই,

তো'র কথা কেন র'ব স'য়ে ।

ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে খা'বে হলকো দিয়ে ।

কটু বলবি সাজাই পা'বি, মাকে দিব কয়ে ।

সে যে কুতান্তলনী শ্রামা, বড় কেপা মেয়ে ।

ঐরামপ্রসাদে ভেন, কয় শ্রামা-গুণ গেয়ে ।

আমি কাঁকি দিয়ে চলে যা'ব, চক্ষে ধূল' দিয়ে ॥ ৯৬৩

রামপ্রসাদ সেন ।

ললিত বাবাজ—একতালা ।

তিলেক দাঁড়া ও রে শমন, বদন ভরে মা'কে ডাকি রে ।

আমার বিপদ-কালে ব্রহ্মময়ী, এসেন কি না এসেন দেখি রে ।

ল'য়ে যা'বি সঙ্গে করে. তা'র একটা ভাবনা কি রে ।

তবে তারা নামের কবচ-মালা, বুধা আমি গলায় রাখি রে ।

মহেশ্বরী আমার বাজা, আমি খাস ভালুকের প্রজা ।

আমি কখন নাতান কখন শাতান,

কখন বাকীর দায়ে না ঠেকি রে ।

প্রসাদ বলে মায়ে'র লীলা, অনো কি জানিতে পারে ।

ধীর ত্রিলোচন পেল তব,

আমি অন্ত পা'ব কি রে ॥ ৯৬৪ ঐ

প্রসাদী হর—একতালা ।

মন হারালি কাজের গোড়া ।

তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পা'ব টাকার তোড়া ॥

চাকি কেবল কাঁকি মাত্র, শ্রামা-মা মোর হেমের ঘড়' ।

তুই কাঁচ-মূলে কাঞ্চন বিকা'লি,

ছি ছি মন তো'র কপাল পোড়া ॥

কর্ম-স্বয়ে যা আছে মন, কেবা পা'বে তা'র বাড়ী ।

মিছে এ দেশ সে দেশ করে বেড়াও,

বিধির লিপি কপাল-ঘোড়া ॥

কাল করি'ছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কৌড়া ।

ও রে সেই কালের কর বিনাশ, আস ধর রে মজ সৌচা ।

প্রসাদ বলে ভাবি'ছ কি মন, পাঁচ শোয়ারের তুমি ষোড়া ।

সেই পাঁচের আছে পাঁচ পাঁচি,

তোমায় করবে তোলা পাড়া ॥ ২৬৫

রায়প্রসাদ সেন ।

এসারী হয়—একতাল ।

ভাল ব্যাপার মন কর্তে এলে ।

ভাসিয়ে মানব তারি কারণ জলে ॥

বানিজ্য করিতে এলে, মন ভব-নদীর জলে ।

ও রে কেউ করিল তুনো ব্যাপার, কেহ বা হার'ল মূলে ।

ক্ৰিপা তেজ, মরুৎ ব্যোম, বোকাই আছে নায়ের ধোলে ।

ও বে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, শুঁড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে ॥

পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা, পাঁচে ডেকে, পাঁচে মিলে ।

যখন পাঁচে পাঁচ মিশা'য়ে যাবে,

কি হ'বে তা'ই প্রসাদ বলে ॥ ২৬৬ ঐ

পিলু বাহার—যৎ ।

মা'লে ডাকিস্ না রে মন, মাকে কোথা পা'বে ভাই ;

খা'লে এসে দিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই ।

গিয়ে বিমাতার ভীরে, কুশ-পত্র দাহন করে ;
ও রে অশৌচান্ত পিও দিয়ে, কালশৌচে কাশী যাই ॥ ৯৬০
রামপ্রসাদ সেন ।

প্রসাদী হর—একতালা ।

কালী গো কেন লেংটা ফির ।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার ॥
বসন ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর ।
মা গো এই কি তোমার কুলের ধর্ম, পতির উপর চরণ ধর ।
আপনি লেংটা পতি লেংটা, শ্রমানে মশানে চর ।
মা গো আমরা সব মরি লাজে,
এবার মেয়ে-বসন পর ॥ ৯৬৮ ঐ

প্রসাদী হর—একতালা ।

হ'য়েছি মা জোর করিয়াদী ।
এবার বুকে বিচার কর শ্রামা ॥
ঐ যে মন ক'রিছে আমিনদারী, নেচে উঠে ছ'টা বাদী ।
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তা'রা ছ'টা কাম আদি ।
যদি তুমি আমি এক হই তো, পূর হ'তে দূর করে দি ।
বিমাতা মরেন শোকে, ছয়টায় যদি আমল না দি ।
স্বখে নিত্যানন্দ-পূরে থাকি, পার হ'য়ে যাই ভব-নদী ।
হজুরে তজবিজ কর মা, হাজির করিয়াদী বাদী ।
এই নোপার্জিত ভজনের ধন, সাধারণ নয় যে তা ।

মাতা আদ্যা, মহাবিদ্যা, অধীতীর বাপ অনাদি ।

ও মা, তোমার পুতে, সতিন-সুতে,

জো'র করে কা'র কাছে কাঁদি ॥

প্রসাদ ভনে, ভরসা মনে, বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী ।

ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি,

আর কি এবার কাঁদে পা দি ॥ ৯৬৯

রামপ্রসাদ সেন ।

৪৮, তৈরবী—পোতা ।

জানি গো জানি গো তারা, তোমার যেমন করুণা ।

কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে,

কার পেটে ভাত গেঁটে সোণা ॥

কেহ যায় মা পাকি চড়ে, কেহ তা'রে কাঁধে করে ।

কেহ শালের উপর দেয় দোশালা,

কেহ পায় না হেঁড়া তেনা ॥ ৯৭০ ঐ

প্রসাদী হর—একতারা ।

আমি কি হুখেরে ডরাই ।

আমার হুখে হুখে জন্ম গেল,

আর কত হুখ দেও দেখি চাই ।

বিবের কুমির বিবে কি ভয়,

বিব খেয়ে প্রাণ রাখে সদাই,

(আমি) তেরি হুখের কুমিবট,

হুখের বোঝা নিয়ে বেড়াই ।

আগে পাছে হুংখ চলে মোর,
 যদি কোন স্থানে মা ঘাই,
 (আমি) হুংখের বোঝা নিয়ে চলি,
 হুংখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ।
 প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নামা খানিক জিরাই,
 দেখে হুংখ পেয়ে লোক গর্ষ করে,
 আমি করি হুংখের বড়াই ॥ ৯৭১

রামপ্রসাদ সেন

রামপ্রসাদের মৃত্যুকালের সঙ্গীত ।

মূলতানী—একতাল।

কালী-গুণ গে'য়ে, বগল বাজা'য়ে,
 এ তনু-তরণী হরা করি চল বেয়ে ।
 ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে ॥
 দক্ষিণ-বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অঙ্গুল, কাল র'বে চেয়ে ।
 শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অনিমাди,
 প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পালাইবে খেয়ে ॥ ৯৭২ এ

প্রসাদী হর—একতাল।

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে । এই বান্ধুছবাদ করে সকলে
 কেহ বলে ছুত প্রেত হ'বি, কেহ বলে ছুই স্বর্গে যা'বি,
 কেহ বলে সালোক্য পা'বি, কেহ বলে সাধুজ্য মেলে ।
 বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে যরণ বনে ।
 ও রে শূন্তেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মাছ করে সব ধোয়া'গে ।

এক ঘরেতে বাস করি'ছে, পঞ্চজনে মিলে জুলে ।

সে যে সময় হইলে আপনা আপনি,

যে যার স্থানে যাবে চলে ॥

প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তা'ই হ'বি রে নিদান কালে ।

যেমন জলের বিশ্ব জলে উদয়, জল হ'য়ে সে মিশায় জলে ॥ ৯৭০

রামপ্রসাদ সেন ।

মূলতানী—একতাল ।

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা র'বে গো ।

তার-নামে অসংখ্য কলঙ্ক হ'বে গো ॥

এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসে'ছি ঘাটে;

ও মা শ্রীহর্য বসিল পাটে, নায়ে ল'বে গো ।

দেশের ভরা ভরে নাথ, দুঃখী জনে ফেলে যায় ;

ও মা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পা'বে গো ।

প্রসাদ বলে পাষণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে,

আমি ভাগান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবাবগে গো ॥ ৯৭৪

ঐ

প্রসাদী হর—একতাল ।

তার! তোমার আর কি মনে আছে ?

ও মা, এখন যেমন রাখলে মুখে, তেরি মুখ কি পাছে ?

শিব যদি হ'ন সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি ;

মা গো ও মা, কঁাকির উপরে কঁাকি, ডান চক্ষু নাচে ।

আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই ;

মা গো ও মা, দিয়ে আশা, কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে ॥

প্রসাদ বলে নন দড়, দক্ষিণার জোর বড় ;
মা পো ও মা, আমার দকা হ'ল রকা দক্ষিণা হয়েছে ॥ ৯৭৫

—
রামপ্রসাদ সেন ।

[রণ বিষয়ক ।]

কালেঙা—ঠুংরি ।

হের কা'র রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে ।
কে রে, নব-নীল-জলধর-কার হার হার,
কে রে, হর-সুদ-হৃদ-পদ্মে দিগবাসে ।
কে রে, নির্ঝনে বসিয়া, নির্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরনী ;
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বীধি প্রেম-ডোরে,
রাখি সুদ-সরোবরে, হিন্দোলে ভাসে ।
কে রে, নিম্বিত-রামকলীতরু, হেরি উরু,
দর দর রুধির করে, যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে ;
অতি রোষ বলে, ভূজঙ্গমদলে, নাভিপদ্ম-মূলে,
ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এসে ।
কে রে উন্নত কুচকলি, সুশশতদলে অলি,
গুন গুন করিয়া বেড়ায়,
যেন বিকশিত সিতাকোজ বনরোহায় ;
কিবা ওঠ-শোভা, অতি লোল জিহ্বা, হর-মনলোভা,
যেন আসব-আবেশ, শিশু মুখা ভাসে !
কে রে কুন্তলজাল-আবৃত মুখমণ্ডল, লম্বিত চুধি ধরায়,
তাহে ভুরুধরুর্ঝান সন্ধান করা ;

অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শিঁতি-মূলে দোলে, কি চকোর খেলে,
 কিবা অরুণ-কিরণে গজমতি হালে ।
 কত হুঙ্কবা হুঙ্কবী নাচি'ছে ভৈরবী,
 হিহি হিহি করিছে যোগিনী,
 কত কটরা ভরিয়া, স্মৃধা যোগায় অমনি ;
 রামপ্রসাদ ভনে, কাজ নাই রণে, এ বামার সনে,
 ধীর পদতলে, শব ছলে আশুতোষে ॥ ৯৭৬

রামপ্রসাদ সেন ।

শিব-সঙ্গীত ।

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া ।
 শিক্ষা করি'ছে ভত ভম্ ভম্, ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্,
 বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া ॥
 মগন হইয়া প্রমথনাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
 কোটি কোটি কোটি দানব সাথ, অশানে ফিরি'ছে গাইয়া ।
 কটাতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় ছলিছে হাড়ের মাল,
 নাগ-যজ্ঞোপবিত ভাল, গরজে গরবে মানিয়া ॥
 শশধরকলা ভালে শোভে, নয়ন-চকোর অমিয় লোভে,
 স্থিরগতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া ।
 আধ চাঁদ কিবা করে চিকি মিকি,
 নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
 প্রজলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥
 বিভূতি-ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ-অরুণ অধরদেশ,
 পব-আভরণ গলায় শেব, দেবের দেব যোগীয়া ।

বুঝত চলি'ছে থিমিকি থিমিকি,
 বাজা'রে ডমকু ডিমিকি ডিমিকি,
 ধরত ভাল ত্রিমিকি, ত্রিমিকি, হরিগুণে হয় নাচিয়া ॥
 বদন-ইন্দু চল চল চল, শিরে জুবময়ী করে টল টল,
 লহরি উঠি'ছে কল কল কল, জটা-ভুট-মাঝে থাকিয়া ॥
 প্রসাদ কহি'ছে এ ভব ঘোর, শিরে শমন করি'ছে ঘোর,
 কাটিতে নারিহু করম-ডোর, নিজগুণে লহ তারিয়া ॥ ৯৭৭
 রামপ্রসাদ সেন ।

শিব সাধনা ।

অগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেকুলো,
 অগদম্বাব কোটাল ! জয় জয় ডাকে কালী,
 ঘন ঘন করতালি, বমবম বাজাইয়ে গাল ॥
 ভক্তে ভয় দেখা'বারে, চতুশ্চন্দ শূন্তাগারে,
 ত্রমে ভূত ভৈরব বেতাল ।
 অর্কচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
 আপদ লহিত জটাজাল ॥
 শমন-সমান দর্প, প্রথমে চলে সর্প,
 পরে ব্যাজ্র ভঙ্কুক বিশাল । ভয় পায় ভূতে মাঝে,
 আপনে তিষ্ঠিতে নারে, সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাগ ॥
 যে অন সাধক বটে, তা'র কি আপদ ঘটে,
 তুষ্ট হ'য়ে বলে ভাল ভাল । মন্ত্র সিদ্ধ বটে তেঁর,
 করাল বদনী জোর, তুই জয়ী ইহ-পরকাল ॥

কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ-সাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জ্ঞান ।

বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল । ২৭৮

রামপ্রসাদ সেন ।

দাশ শী রায়ের মালসী ও মৃত্যুকালের সঙ্গীত ।

দুঃ স্মিট—মধ্যমান ।

তো'রা সব ফিরে যা ভাই তিহু রে ।

আমি যা'ব না যেতে পারব না,

ভবে আস্তে হ'য়েছে একা, যেতে হ'বে একা রে ।

আমার যত কিছু ধন কড়ি, ঘর দরজা বাগান বাড়ী,

সকল ধনের অধিকারী তিনকড়ি ভাই তুমি রে,

হ'য়ে বিচক্ষণ, কর রে রক্ষণ,

ঘরে বিধবা রমণী রইল তা'রে অন্ন দিও রে,

ও রে তো'রা ভাবিস রে একা, আমি কিন্তু নইরে একা,

বসে আছি আমি মায়ের কোলে রে ।

বলে ভগবান, যদি বের হয় রে প্রাণ,

অন্তিম কালে দাশরথির ভাগিরথীর তীরে রে । ২৭৯

দাশরথী রায় ।

বদনে বল কালী, আজ ম'লে হু'দিন হ'বে রে কালী ।

কালী কালী যদি বলতেম রে সকালে,

তবে কি রে আমায় ছুঁতে পারে কালে,

আমায় নিয়ে যায় যমদূত কালে,
 সন্ধানে বদনে বল রে কালী ।
 দাশরথির মনে আছে রে এই কালী,
 কালী কালী বলে খুঁচাও মনের কালী,
 অঙ্গে লিখ কালী, মুখে বল কালী,
 কালের মুখে এখন পড়বে রে কালী ॥ ৯৮০

দাশরথী ।

আমি আছি গো তারিণী ঋণী তব পায় ।

মা আমার অমুপায় ।

ভজন পূজন বিসর্জন দিয়ে জননী গো,

বিবয়-বিষ ভোজনে প্রাণ যায় ॥

জঠরে যাতনা পেয়ে বল্লম,

এবার ভজিতে তোমায় আমি ভবে চল্লম,

স্বপ্ন হ'ব র'ব স্বপ্নে, ত্রিপত্র দিব তব শ্রীপদে,

ও হে ধরায় পতিত হ'য়ে, র'য়েছি পতিত হ'য়ে,

পতিতপাবনী ভূলে মা তোমায় ॥

হ'লো না সাধন, আর হয় না,

হে দুর্গে মা আমার হৃৎ ত আর সয় না,

অশার দাশরথী শঙ্করী, হয় না মানস বশ কি করি,

মা যদি মোরে মনে করি, স্বপ্নে বন্ধন করি,

মুক্ত কর মুক্তকেশী এ ভব-বন্ধন-দায় ॥ ৯৮১

বাগেশ্বী—একতাল।

এ কি বিচার শঙ্করী, কৃপা-ভরী পেলে ধবন্তরি ।

অনিত্য গৌরব সদা অঙ্গে দাহ,

আমার কি ঘটিল পাপ-মোহ,

ধন-জন-ভৃক্ষা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি ।

ও মা অনিত্য আলাপ কি পাপ-প্রলাপ,

সদত পো সর্বমঙ্গলে,

মায়ারূপ কাল-নিদ্রা সদা দাশরথীর নয়নযুগলে,—

হিংসারূপ হ'ল সেই উদরে কুমি,

মিছে কাষে জমি, সেই হ'ল জমি,

এ রোগে কি বাঁচি তন্ময়ে অকুচি, দিবস সর্বরী ॥ ৯৮২

দাশরথী রায় ।

মূলতান—একতাল।

দোষ কারু নয় পো মা । বখান সলিলে ছুবে বরি ভাষা ।

বড়রিপু হ'ল কোদণ্ড-স্বরূপ,

পুণ্যক্ষেত্র-মাবে কাটলাম কুপ,

সে কুপ ব্যাপিল কালরূপ জল, কাল-মনোরমা ।

আমার কি হ'বে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী,

বিগুণ ক'রেছি স্বগুণে, কিসে এ বারি নিবারি,

ভেবে দাশরথীর অনিবার বারি নয়নে ;

বারি ছিল কক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে,

জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে,

তবে তরি চরণ-ভরী দিলে কমলরী করি কমা । ৯৮৩ এ

একতালা ।

জীব-মীন রে, জীবন গেল ।

পেয়ে কাল, কাল হ'য়ে কাল ধীর এল ॥

বিবর-বারি কেহে, টানে রে কর্ণস্থে, পাতিয়ে অজ্ঞান-জ্ঞান

কেন আশ্রয় কলি এ সংসার-বারি,

কাল যা'তে জ্ঞান ফেলতে অধিকারী,

এ পাপ-বারি পরিহারি কালীর চরণ-গভীর-জলে চল ॥ ৯৮৪

দাশরথী রায় ।

—
মূলতান—একতালা ।

জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে ঘরে ।

ভক্তিরথে চড়ি, করি জ্ঞান-তৃণ,

রাসে ধনুকে বেঁধে প্রেমগুণ,

কালীর নাম ব্রহ্ম-অব্রহ্ম তা'তে সংযোগ করে ॥

আর এক যুক্তি রণে চাই ন! রথরথি,

সব শত্রু নাশের হবে সুসঙ্গতি,

জীব রে রণ-ভূমি যদি পায় দাশরথী,

ভাগীরথীর তীরে ॥ ৯৮৫ ঐ

কে জানে তোমা'র তারা, তুমি সাকার। কি নিরাকার। ?

বাক্যেতে কহিতে নারি, বর্ণেতে বর্ণিতে হারি,

ন বণ্ড ন পুমান নারী। ব্যোম-আদি ধরা ।

হিতার্থে উপাধি দিবে, কোনমতে নাম ল'য়ে

হই যেন সারা ॥ ৯৮৬

নীলমণি ঘোষ ।

অংলা—কাওরালী ।

প্রাণ যায় রে কখন জানি যায় ।
না যায় যে আশ্চর্য্য, নবহার অনিবার্য্য,
হস্ত গেছে দান গ্রহণে, পদ গেছে কু-ক্রমণে,
জিহ্বা গেছে মিথ্যা কু-ভজনে ;
নয়ন গেছে কু-দর্শনে, শ্রবণ গেছে কু-শ্রবণে,
মন গেছে কু-ভাব ভাবনায় ॥ ৯৮৭

রাজমোহন আশ্রয়ী ।

দেখ যে মন দিন যায় দিন যায় না ;
আয়ু যায় যায় রে, যায় রাখা নাহি যায় ;
কে বা আসে কে বা যায়, দেখা নাহি পাওয়া যায়,
হয় না পুনরায় যে রূপ যায় ।
পেয়েছিন্ হুঁত্বে জনম, সকল জন্মের উত্তম জনম ;
উত্তম হ'তে হয়েছিন্ উত্তম ।
কাজে যদি হইন্ উত্তম, হ'বি রে উত্তমোত্তম,
নইলে যা'বি অধমাদম তার ।
ভাল কার্য্যে দিয়ে ইতি, মন্দ কার্য্যে মতি রতি,
প্রীতি নাহি স্মৃতি কৃতি ; কে শিখা'ল এমন রীতি,
নাহি রে তোর অব্যাহতি,
রাজমোহনের ঘটলো বিষম দায় ॥ ৯৮৮

অংলা—কাওরালী ।

রে জীব অন্তকালের পক্ষ কি করিলি ।
তবে কি ভাব ভাবিয়ে মজে র'লি ।

দেই পরকে প্রবোধ সাধুর মতন,
আপনা প্রবোধ ছাই হ'ল না ॥ ৯৯০

রাজমোহন আছিলী ।

প্রসাদী হর—ধরয়া ।

হুখ দিতে আর কম দিলি না ।
গেল হুখে হুখে জনম গো মা ॥
হুখের বোকা ব'য়ে মরি দেখেও তাই ধরিস না মা ;
যেমন তোর নামেতে শমন পালায়,
আমার নামে তেমন তুই মা ;
অস্ত্রে হুখ করে সুখ পায়, আমি পেলেম হুখে হুখ মা ;
আমার পায়ের কাদা মাথায় উঠে,
মাথায় ঘামে পা ভিজ়ে মা ।
তুচ্ছ ধনের কান্দাল ক'রে দেশ বিদেশে ঘুরা'ল গো মা ;
হেগে না শোঁচে যে, মন্দ কর সে,
উত্তর দিতে পেরেও দেই না ।
রোগের শোকের হুখের কথা শুনে হাস্বে শঙ্কগণ মা,
ভয়ে হাসি চক্ষি মিথ্যা বলি,
হুখ দিয়ে হুখ ঢাকি গো মা ॥
ধুলার শয্যায় মশাতে ধায়, হাত পা নাড়ি ঘুম আসে না,
তখন হুখের কথা মনে উঠে চক্ষের জলে বুক ভাসে মা ॥
আমার ভাত হয় ত ব্যঞ্জন হয় না, ব্যঞ্জন নিজে ভাত ঘটে না,
আবার কাপড় হয় ত বেড়় আসে না,
এক খান হয় ত আর খান হয় না ॥

রাজমোহন কয় কেবল আমি নৈন,
 কারেও সৰ্ব্ব পূর দেখলেম না,
 যা তোর সাথে কি কালী কাটনী,
 কালবুটনী নাম রেখে'ছি যা ॥ ৯৯১

রাজমোহন আশ্বলী ।

প্রসাদী স্বর—খয়রা ।

বলে রাখি সকলকে,
 যখন প্রাণ যায়, যে থাকেন নিকট কালী-নাম সুধা'বেন ডেকে ।
 অঙ্গ বিভূতিতে মেখে কালী-নামাবলী লিখে,
 দিবেন গঙ্গাজল, না হউক বা তল, ঠেকে থাকবে পাবাণ-বুকে
 শশানান্তে যে পর্য্যন্ত একত্র হ'য়ে সব লোকে,
 দিবেন কালী-বল কালী-বল কালী-ধ্বনী কঁাকে কঁাকে ।
 যদি কেহ নাহি থাকেন, কালী থাকবেন বলি তাঁকে,
 বলবেন কালী কালী দোহাই কালী,
 কালীর সাক্ষী হ'ন কালীকে ।

সঙ্গে আছে কপাল-কলসী, ভেঙ্গে গেছে মেটে দেখে,
 ছিল কাণা অষ্টকড়া শব্দল হারায়েছে বিবয়-পাকে ।
 রাজমোহন বিজে কয় মনের ক্রমে এল অঙ্গ কেঁকে,
 এবার ডেকে লও মন কালী মাকে,
 আশ্বি না আর ভবে ঠেকে ।
 ভবে আশ্বি না আর থু'লেম টুকে ॥ ৯৯২ এ

পুরবী—একতাল।

দিন যায় দীনতার, ভাবনা মন তার, কর না তার উপায় ।

দিনের দিন হয় তছু হীন জীব,

কবে হ'বে আর এ দীনের দিন,

মানে না দিন কণ শমন প্রবীণ, কবে নিরে যায় ।

পরিবারের প্রতি সলা টানে মন,

কেশে ধরে আবার টানি'ছে শমন,

কোথা যাই বল একা রাজমোহন, কব কার হায় হায় । ৯৯০

— রাজমোহন আত্মী ।

রাগপ্রসাদী ছটা ।

চল হন সু-দরবারে, যথা কোটনামি কারও খাটে না রে ।

দেওয়ান যথা জুগ্মমাথা, কপট-ভক্তি জানে না রে ।

সেখা লেঙ্গটা গেলে আদর আছে,

ধন কড়ি তার লাগে না রে ।

হুলাল বলে কেন কির, টাকা দিবে মিলে না রে,

তথায় হাজির বাসী জানাইলে দরামদী দয়া করে । ৯৯১

— রামহুলাল মুন্সী ।

জেনে'ছি জেনে'ছি তারা তুমি জান ভোজের বাজী,

যে তোমার যে ভাবে ডাকে, তাতে তুমি হও মা রাজী ।

যশে বলে ফরাতারা, গড় বলে কিরিকী যা'রা মা,

খোদা বলে ডাকে তোমার, মোগল পাঠান নৈরেদ কাজী ।

শাক্ত বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা,

বৌদী বলে সূর্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকা জী ।

পাণপত্য বলে গণেশ, বন্ধ বলে তুমি ধনেশ মা,
 শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বন্ধর বলে নারের মা'ঝি ।
 ঈরামহলাল বলে, বাজি নয় এ জেনো কলে,
 এক ব্রহ্ম, দ্বিধা ভেবে মন আমার হ'য়েছে পাঞ্জি । ৯৫
 —————
 রামহলাল মুন্সী ।
 বুলতান—আড়া ।

ধনাশা জীবন-আশা গেল না সবলই গেল,
 কোঁমার যৌবন গত, জরা আগমন হ'ল ।
 ছিল না মা অলপাত্র, করপাত্র ছিল মাত্র,
 বাহা ছিল অলপাত্র মাত্র হয় সম্পদ,
 তা দিলে না দিলে ঘড়া, বাহা তা'তে হ'ল বাড়়া,
 ব্রহ্মাও পাইলে তারা হয় সে ভাল ।
 সমান বয়সী যত, প্রায়শঃ হইল কত,
 নূন জ্যেষ্ঠ গত কত, কত কহিব ;
 আপন পক্ষ হ'বে, মনে মনে জানি হবে,
 তবু চিরজীবী ভাবে, ত্রাণি রহিল ।
 চক্ষের মা গেল জ্যোতি, শ্রবণের গেল শ্রুতি,
 মনের গেল মা স্মৃতি, চরণের গতি ;
 আছে কান্তা অভিলাষ, অদর্শনে আসার আশ,
 দরশনে জরা বলে কি দায় হ'ল ।
 তোমার মায়ার গুণে, পরঘোনি পঞ্চাননে,
 কীরদস্যারী সনে ভ্রান্তে ভ্রমিল ;
 ঈরামহলাল ভাবে, সুপ্রসন্ন হও হাসে,
 বাহা পূর্ণ কর এসে সেই সে মজল । ৯৬ ঐ

পাখাজ—একতালি ।

নীলবরনী নবীনা রমণী,
নাগিনী-জড়িত খটা-বিভূষণী ।
নীল-নলিনী জিনি হ্রিনয়নী,
নিরখিলাম নিশিনাথ নিভাননী ।
নিরমল নিশাকর-কপালিনী,
নিকুপমা ভালে পঞ্চ রেখাশ্রেণী ।
নৃকর চাকর কর সুশোভিনী,
লোল রসনা করাল বদনী ।
নিতয়ে নিটোল শার্দূল-ছাল,
নীলপদ্ম করে করি করবাল ।
অপর দ্বিকরে নৃমুণ্ড ধর্পর,
লবোদরী বসে দর-প্রসবিনী ।
নিপতিত পতি শবরূপ পায়,
নিগমে বাহার নিগূঢ় না পায় ।
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়,
নিত্যসিদ্ধ তারা নগেন্দ্র-নন্দিনী ॥ ৯৯ ॥

রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর ।

পাখাজ—আড়াঠেকা ।

তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে ।
অনন্ত বাহারি অন্ত না পায় ধ্যানে ॥
বান্ধন-অগোচর, নিকুপ নাহি ঘর,
বোধে না হয় প্রবেশ কেবল অজ্ঞানে ।

মা কি তব বিচিত্র মায়া, হাম যনে এহামায়া,
পখাদি কীট পতঙ্গ মা ভ্রমে অচেতনে ।

সুবাসুর কিঙ্গর, গন্ধর্ব্ব অঙ্গর নর,
মায়ায় মুচ্ছ চরাচর কেবা সচেতনে ।

আগম স্মৃতি বেদান্ত, সে মর্থ জানিতে দ্রাস্ত,
অচিন্ত্য পরমতত্ত্ব অবাক্ত ভুবনে ।

চিন্ময়ী হবে প্রসন্ন, শ্রীশে দে মা চৈতন্ত,

যেন মন মগন সনা থাকে শ্রীচরণে ॥ ৯৯৮

রাজা শ্রীশচন্দ্র রায় (নবদ্বীপাধিপতি) ।

তৈরবী—মথামান ।

কেও বিহবে, হব-সুদ্বি পরে, হর-মন হরে মোহিনী ।

চরণে অরুণ, রবিশশী যেন, নথরে প্রথরে আপনি ॥

শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়িনী ।

চরণে নুপূর, আলো করে পুর, মণিময় পুরবাসিনী ॥

রক্তত শিখরে, করে অসি করে, শিশির-শিখর-নন্দিনী ।

যেন চরম সময়, মরমেতে হয়, কালী কালভয়বারিণী ॥ ৯৯৯

কালী মিবজা ।

তৈরবী—মথামান ।

হদি ভবনলী পার হ'তে থাকে বাসনা ।

দক্ষিণে কালিকে-রূক্ষে ভেদ করো না ॥

অসিধারী, বংশীধারী, শীতাল দিগবরী,

বিভূজ মুরলীধারী, লোল-রসনা ।

বনমালী বৃণ্ডমালী, শিখিপুচ্ছ-শশী-ভালী,
মকরাকৃতি কুণ্ডল কঙ্ক শবশিত বলি,
দেখ এই কৃষ্ণকালী করি মননা ॥ ১০০০

কালী মিরজা ।

—
ভৈরবী—হরি ।

কেও কামিনী, আশানবাসিনী,
শোভিত অলঙ্কারেখা চরণ হুঁখানি,
দ্বিভুজা কুটী করে, অভয়া সভয়া বরে,
আপ্ততোষ-হৃদি-পরে বিহারকারিণী ।
মাইভে মাইভে রবে, হৃৎকব করে শিবে,
নাচি'ছে ভবানী ভবে, শিব-সিমন্তিনী ।
দ্বিজ কালীদাস কয়, মন মা ঐ পায়,
না রহিবে ভব-ভয়, শিব-বাক্য জানি ॥ ১০০১

কালীদাস গাঙ্গুলী ।

—
ভৈরবী—আড়খেমটা ।

কেন ভাবিলিনে ভাই, শ্রীমা মায়ে'র চরণ ছুটি ।
ভাল ব্যাপার কল্লি এবার, ভবের হাটে উঠি ।
ভবে জন্ম আর কি হ'তো, জলে জল মিশারে যেত,
মনে ভাবিলে তারা জগত, তারা মা দিত তার ছুটি ।
মায়ে'র চরণ ভাবিলে পরে, ঘরের ছেলে যেতিস ঘরে,
ও তুই খব বুকে না বসিতে পেরে, কাঁচালি পাক! ঘুঁটি ॥ ১০০২
দাশরথী রায় ।

বোধিরা বেহাগ—মধ্যমান ।

চল ভবের হাটে,

মন করিব বাণিজ্য কার্য্য স্ত্রীমা মায়ের নিকটে ।

মন বোকা নাহি যায় তাবে, লাভ কি লোকসান হ'বে,

এখন এই সার কর যা থ'কে ললাটে ।

মন হিসাব কিতাব অ দি তার, সকলি তারার ভার,

তুমি কি মন বুঝিবে ভাব, সম্ভাবনা নাইক ঘটে ।

মন ফলিতার্থ যা হ'বে, তুমি কি তা দেখিতে পাবে,

তবে দেখ ও রে মন তুমি কেবল চিনির মুটে ॥ ১০০৩

অজ্ঞাত ।

আলোয়া—আড়াঠেকা ।

ও হে মহারাজ ! আজ কি হেরি নয়নে ।

সুক্তকেশী কে বোড়লী, হুঙ্কারে নাচিছে রণে ॥

লোলজিহ্বা শবাসনা, শব কর্ণে শ্রুশোভনা,

ভালে চক্ষু জ্বিনয়না, মেঘ-বরণা—

বামা বাম দিকরে, নুহুও কুপাণ ধরে,

বরাভয় দান করে, দক্ষিণ করে যতনে ।

চৌবটী বোগিনী সঙ্গে, নাচি'ছে পরম রঙ্গে,

ভাবি'ছে রণ-তরঙ্গে, ঘোর-বদনা ।

সুওমালা দোলে গলে, দশনে ঋধির গলে,

বনোয়ারী লাল বলে, রাখ দীনে জীচরণে ॥

বনোয়ারি

আলোয়া—কাওয়ালী ।

কালী অকুল সাগরে কুল দেখিলে ।
 কি হ'বে কুলীনে, অকুল দেখিয়ে যদি অকুল হরে,
 কুলকুণ্ডলিনী ক্লাণ্ড কুলবিহীনে ।
 আমি কুলহীন দীন ভ্রাত, কুলের পাবক মা হয়েছে একান্ত,
 কাল-বেশে করিয়ে কালান্ত,
 কুলে এলাম হয়ে কুলশান্ত,
 না হইয়ে প্রতিকুল, দাশরথী প্রতি কুল,
 দে মা গিরিকুলোদ্ভবা স্বপ্নে ॥ ১০০৫

দাশরথী রায় ।

আলোয়া—একতাল ।

হের মা অপাঙ্গে তসে, সুখমোকপ্রদা জ্ঞানদা গঙ্গে ।
 তার তরঙ্গিণী, দিখে পদ-তরঙ্গী ; তরল ভয়-তরঙ্গে ।
 যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সুরেন্দ্র সুরবী, শশধরধর শিববিহারিণী,
 শমন-ভবন-গমন-বারিণী, দমনকারিণী সুর মাতঙ্গে,
 সুরণ মনন সাধন ভকতি, সঙ্গতিহীন দীন দাশরথী,
 যীর গুণে প্রাণ-বিরোগ সময়,
 দিও গো স্থান মা এ পাপাঙ্গে ॥ ১০০৬ ঐ

চোরি—কাওয়ালী ।

কলুব-বিনাসিনী কালী ।

ঐক্যরূপে বুদ্ধাবনে ব্রহ্মসনার মন ভুলালী ।
 কখন বা করে আসি, কখন মুরলী,
 কহু যুগমালা গলে কহু বনমালা ।

হইয়ে বামনরূপ ছলেছিলে বলি,
 রাম-অবতারে মা গো রাবণ বধিলি ।
 প্রকৃতি পুরুষ তারা, হুই তোমার বলি,
 স্বজন পালন নয় মা সকলি ॥ ১০০৭

নবীনচন্দ্র দত্ত ।

সিদ্ধ—আড়া ।

কালী এই করো কাল এলে ।
 কাল পেয়ে কাল ঘেরবে যখন দেখা দিও হৃদকমলে ॥
 গুরুদত্ত ধন যেন আমার মন,
 শমন দেখে না যার তুলে ।
 তারাদাসে বলে, অন্তে গঙ্গাজলে,
 জিহ্বায় কালী কালী বলে ॥ ১০০৮

অজ্ঞাত ।

সিদ্ধ—খয়রা ।

আমার রসনার বাসনা আছে ডাকি মা তোরে গো ।
 আমার মন পাজি, না হয় রাজি, বাদী দেখ মোরে গো ॥
 দেহের মধ্যে রাজা মন, মন্ত্রী আছে ছয় জন ;
 প্রজা নব ইন্দিয়গণ, সদা ভয় করে গো ॥ ১০০৯

ঐ

গারা তৈরবা—খয়রা ।

চল যাই কাজ নাই তারার তালুকে বে ।
 কখন আছি কখন নাই, এ তালুকের মুখে ছাই ।
 পঞ্চ জনার আমিন দিয়ে, এশেছ বরণামা ল'য়ে,
 ছুলিলে বিষয় পেয়ে, শেষেতে পাবি রাজাই ।

বড় রিপু জ্যেষ্ঠ যে, কাননগুই হয়েছে,
 সেই হস্তবুধে জ্ঞান করে, ফিরিয়াছে সদাই ।
 ক্রোধ হ'ল পট্টয়ারি, লোভ মোহ মোহকারি,
 খাজাকি হয়েছে মদ-মাৎসর্য্য এই দুটি ভাই ।
 যখন তোমার তসিল হ'বে, সঙ্গী সবে পলাইবে,
 তখন কা'র দোহাই দিবে, আমার মা বিনে গতি নাই ।
 ভেবেছ রাখিবে বাকি, বাকি রেখে দেখাবে ফাঁকি,
 রয়েছে সসমাই, সে ত নিলাম করে নিবে রে,
 নরচন্দ্র কথা লয়ে, পাপ-মহলে ইস্তফা দিয়ে,
 দুজনে বিরলে গিয়ে, গুণময়ীব গুণ গাই ॥ ১০১০

নরচন্দ্র ।

শ্রীরাগ—চৌতাল ।

এ মা ভবানী ভবরাণী শিবানী ।

সর্বমঙ্গল! চপলা-বরণী ॥

ঈশান-ঈদি-পদ্মে স্থিতি, পাষণ-হুহিতা সতী,
 ঙ্গহি গতি মতি, ভগবতী ভবভয়-নিবারিণী ।
 শক্তবী সাবিত্রী অশ্বে, জগদ্ধাত্রী জগদশ্বে,
 ঙ্গহি উমে ধূমে ভীমে শঙ্কু-গৃহিণী ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু আরাধিতে, অজিতে অপরাধিতে,
 হরচন্দ্রে অস্ত্রমেতে, বাহ্লিত চরণ-তরণী ॥ ১০১১

হরচন্দ্র ।

ইবন—আড়া ।

বাধ মা মায়ের ধর্ম্ম জ্ঞান-শোধ দেখা দিয়ে ।
 রয়েছে কৃতান্ত হৃত শত পুরেতে ঘেরিয়ে ।

মায়ের উচিত হয়, সন্তানে পাইলে ভয়,
 মাতৈ মাতৈ মাতৈ রবে, ভয় নিবारे আসিয়ে ।
 সন্তানের ও এই রীতি, ক্ষুধা নিজ্ঞা তথা ভীতি,
 সময়ে মা বলে ডাকে, তা কি জান না জানিয়ে ।
 জলিছে ক্ষুধাশি কাল, মহানিজ্ঞা গত কাল,
 করাল-কিঙ্কর কাল, উগ্র বেশে দাঁড়াইয়ে ॥ ১০১২

অজ্ঞাত ।

হরট বদ্যার—আড়াঠেকা ।

কে রণরঙ্গিনী যোগিনী সঙ্গিনী,
 হ'য়ে উলঙ্গিনী নাচি'ছে সমরে ।
 পদতল-নব-প্রভাকর-কর, দশ সুধাকর,
 শোভি'ছে নগরে ॥
 কিবা জীমূতাজি জ্যোতি তমহর,
 চরণে পতিত শবরূপে হর,
 জবা বিম্বদল কিবা মনোহর,
 শোভিছে ও পদে সঁপিছে অমরে ।
 কুন্তলজাল জিনি কাদম্বিনী,
 আরক্ত নলিনীদল ত্রিনয়নী,
 লোল রসনা করাল বদনী,
 শোণিতের ধারা বহে বিশ্বাধরে ॥
 দন্তে কংশে ধরনী লঘনে,
 করে হৃৎকর পাবক-নিবনে,
 করে ইরশ্রব নয়নেরি কোণে,
 কণক্ৰভা বেলে দশন উপরে ।

ভয়ঙ্করা মূর্তি দেখে লাগে ভয় ;
কিন্তু ভক্তে বিতরিছে বরাভয়,
অকিঞ্চনে কয় সামান্ত ত নয়,
ব্রহ্মময়ী উদয় হ'য়েছেন সাকারে ॥ ১০১৩

— দেওয়ান রঘুনাথ রায় ।

খাখাজ—একতালা ।

মা কত কর বিড়ম্বনা ।

অজ্ঞানান্ধে রাখি আর না দিও যজ্ঞণা ॥

অনিহত সুখে ভুলা'য়ে ছুঃখার্ণবেতে ভুবা'য়ে,
মা হ'য়ে সন্তানে কত কর বিড়ম্বনা ।

ভাল বিতর করুণা ॥

যাগ যজ্ঞ পূজনাদি, বিবিধ বিধান বিধি,

দুর্গে তব কৃপা বিনা না হয় ঘটনা,

অকিঞ্চন প্রতি, কৃপাশ্রিতা হয়ে ভগবতী,

দুর্গতিনাশিনী যশ প্রকাশ কর মা ॥ ১০১৪ ঐ

—
সোহিনী—আড়া ।

আর কত যজ্ঞণা, শ্রীমা দিবি গো আমারে ।

সহে না অঠর-ব্যাদি জননী গো বারে বারে ॥

নিজ দোবেতে দূষিত, হ'য়ে আছি জ্ঞান হত,

কৃতান্ত ভয়জনিত, এ দুস্তরে কে নিস্তারে ।

তবাংম্র-কমলে, নাহি মতি গো বিমলে,

আছি অকিঞ্চনে ডাকে মা, ভববন্ধ-কূপেতে পড়ে ॥ ১০১৫

— দেওয়ান রঘুনাথ রায় ।

আড়ানা বাহার—আড়া ।

গিরিশগৃহিণী গৌরী গিরি-নন্দিনী ।
 গণপতি জননী গীর্জাণগণ-পালিনী ॥
 বিমলা বগলা উমে, বিশাল নয়নী ধূমে,
 বিবিধ বরণী বিশ্বজন-বন্দিনী ।
 সতী প্রজাপতি-কন্যা, সর্বস্ব-রূপিনী ধন্যা,
 সদাশিব শিবমাতা, সুখশালিনী ॥
 অর্পণা অপরাধিতা, অন্নদা অমৃত্যুতা স্মিতা।
 অনাথ অকিঞ্চন শোখাষ বারিণী ॥ ১০১৬
 ————— দেওয়ান রঘুনাথ রায় ।

বসন্ত বাহার—আড়া ।

তারা তুমি কত রূপ জান ধরিতে ।
 জননী গো আলামুখী গিবি-হৃহিতে ॥
 লোমবৃপে ধরাধর ব্রহ্মময়ী পরাৎপর,
 অম্বর বিনাশ কর মা আশির নিমিষে,
 তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া মহা বিষ্ণু,
 তুমি গো মা রামরূপিনী তুমি অসিতে ॥ ১০১৭ এ

সিদ্ধ তৈরবী—আড়াঠেকা ।

পড়িয়ে ভন-সাগরে ডুবে মা তম্বর তরি ।
 মোহ-বড়ে মায়-তুকান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী ॥
 একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাহে ত'জন গোঁয়ার দাঁড়ি,
 কুণ্ডলতাসে দিয়ে পাড়ি হাবু ডুবু খেয়ে মবি ।

ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে পড়লো শ্রদ্ধার পাল,
নৌকা হ'ল বানচাল, বল কি করি ;—

উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গে তে দিয়ে সাঁতার, তুর্গানামের ভেলা ধরি ॥ ১০১৮

দেওয়ান মহাশয় ।

বাখাল—আড়াঠেকা ।

কবে সে দিন হ'বে, তারিণী মোরে তাবিবে,
অনন্ত শরণ জনে চরণে রাখিবে শিবে ।

রসনায় বসিবে তারা নামক মধুরাক্ষরা ।

তারা-নাম বিনা শ্রবণ আর না শুনিবে ॥ ১০১৯ ঐ

পরম বল—একতাল ।

মন মানসে জপ না, কামারি-অঙ্গনা ।

জপ রে একান্তে, দিনান্তে নিশান্তে,

প্রাণান্তে কৃতান্তে, ছোঁবে না ॥

সে পদ-রাতুল হয় ফুলমূল,

জগতে না হেরি তার সমতুল,

তা'রে কতু ভুল হয়ো না ;—

কালীপদ লাগি যে হয় চিন্তাকুল,

কালী সে কিঙ্করে হ'ন অমূল

অনায়াসে তারে কালী কুলান কুল,

কতু প্রতিকূল থাকে না ।

দেখিতেছ মন যেমন সংসার, কালী-নাম সার,

সকলি অসার, হুঁসার অমুসার, সাধন,

নির্মল হইবে মনেরি মালিঙ্গ,

মনের মানস হইবে পূর্ণ,

হরমশ্রোহিনী হইলে প্রসন্ন,

নরের দৈমন্তদশা র'বে না ॥ ১০২০

নবকিশোর মদক ।

হরট মদার—কাণ্ডলালী ।

কি অন্তে ভব-রোগে ভোগ রে ভ্রান্ত মন ।

তাজে দুষ্টাহার সংসার এখন,

তারি-নাম মহৌষধি কর রে সেবন ।

কুমতি-চূর্ণ ভক্তি-মধু তার অমুপান ।

যা'বে সব বেদনা মনের মন বেদ,

তারি-নাম পাবকেতে কর রে তনু-স্পন্দ,

নয়ন-রোগনাশক, ধর গুরু চিকিৎসক,

তারিতে মিলিলে তারি তিনি দিবেন জ্ঞানাজ্ঞন ।

নিবৃত্তি-লজ্জনে কর রসের দমন,

তবে হইবে প্রেমসুধার উদ্দীপন ;

যোগসুধা পথ্য করে, হবে বল হলে পরে,

আরোগ্য-নির্কীর্ণ-পুরে দাশরথীর গমন ।

দাসরথী রায় ।

ভৈরবী—আড়বেষ্টা ।

ও গো হিনয়না মা তোমার কেমন মহিমা,

আমা হতে জানা বাবে গো এবার ।

আম্ব পুণো নর হয় যদি উদ্ধার,
মাহাত্ম্য কি তোমার তাতে বল না ;
আমি ধীনভক্তি, আমায় দিতে মুক্তি,
আদ্যাশক্তি শক্তি হল না তোমার ॥
(মা গো) তুমি ধর্ম্মার্জিত কর্ম্মসংঘটন,
তোমাতে উৎপত্তি সংসার-পালন,
কুমতি স্মৃতি তুমি সবার গতি,

যার প্রতি হয় যেমন দয়া ;

মায়া-চক্রে আমায় ফেলি, যেমন চালাও তেমনি চলি,
যেমন বলাও তেমনি বলি,
তুর্গা বলতে মুখে দাও না অবসর ॥
গর্ভবাসী যখন মানস বৈরাগ্য,
ভবধামে এসে হলেম উপসর্গ,
তব রাক্ষা পায় দিতে পাদ্য অর্ঘ,
বাসনা ছিল মা মনে ;

(মা গো) ইহকাল গেল অসুখে ।

বঞ্চিত হলেম পরলোকে,
কমলের কর্ম্ম বিপাকে কলুষ পাতকী হল না উদ্ধার ॥ ১০২২

নীলকমল ।

মূলতান—একতাল ।

মা আমার অন্তরে, যাগো গো কুলকুণ্ডলিনী ।
তোমায় অন্তরেতে রাখি, (মা গো) নিয়ত নিরখি,
অন্তর না করি দিবা রজনী ॥

ভক্তি-পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা-সচন্দন,
 তদঞ্জলি করি চরণে অর্পণ,
 নেত্র মুদে মন নাথে কালীরূপ করি দরশন ।
 কামাদি ছয় বলি, দিল পো করালী,
 বিবেক-অসি করে ধারণ করি ;
 তাহে জ্ঞানাগ্নি জ্বালিব, (মা গো) হিংসাহুতি দিব,
 তবে ঘটে প্রবেশবে শিবানী ॥ ১০২৩

অজ্ঞাত ।

—

সিন্ধু—আড়াঠেকা ।

সজল নয়নে ভাসি, চান মা তারা মুক্তকেশী ।
 বুচাতে হবে জননী গলদেশে মায়া-ফাঁসী ॥
 কঠিন শঙ্কটে ফেলে, কয়েদ কলি মায়া-জালে,
 জালমালায় হয়ে বেষ্টিত, কাঁদব কত দিবানিশি ।
 ভবে ত্রাসিত জননী, তারা তারা ডাকি আমি,
 পতিতপাবনী-নাম, পতিতোদ্ধার কর আসি,
 কা'বে দাও ইন্দ্র পদ, কা'রে কর তুচ্ছপদ,
 এমন একচোকো মেয়ে, শিব ল'য়ে আশানবাসী ।
 সৎ কর্ণেতে সুখভাগী, পাপ কর্ণে চিররোগী,
 ফাগু ফলতি কার্ণে, সঙ্গে ফেরে দাস দাসী ।
 দ্বিজ নবীন অতি দৈন্ত, কি ভাবনা তারি জন্ত,
 যদি পাই গো শ্রামাপদ, হই না ধনে অভিলাষী ॥ ১০২৪

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী ।

বারোয়া—৭৭ ।

হুঃখের বাকী আছে কি ।

বাকী টেনে উন্মুল দিয়ে দেখ না মা কত বাকী ॥

অন্ন বস্ত্র হ'লাম ছাড়া, নিরানন্দ ধরার সারা,
চাইলি না মা ও গো তারা, কষ্ট দেওয়া উচিত কি ।

অন্ন-চিন্তা সদা করি, চিন্তা-জ্বরে জ্বরে মরি,
ইচ্ছা নাই তোর মুখ হেরি, কালঘাতী তাই ডাকি ।

কপালের লিখন যাহা, খণ্ডন না যায় তাহা,
অহুযোগ করা বুঝা, নবীন পদাকাঙ্ক্ষী ॥ ১০২৫

— নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী ।

ভৈরবী—মধ্যমান ।

জন সমাজে ভবে, আমি পার হ'ব মা কেমনে ।

ও গো তারা ব্রহ্মময়ী হাস'লি বৃষ্টি শক্রগণে ॥

আমার সময় কঠিন, পর উপাসনার অধীন,

গেল না মা মনের মলিন, দিন গত হয় অদিনে ॥

ছিল আমার অশ্রুশ্রয়, তাও ত কল্লি নিরাশ্রয়,

দিলি না মা পদাশ্রয়, আশ্রিত পীড়া কি কারণে,

চিন্তাৰ্ণবে কেন রবে, ডাক নবীন উচ্চরবে,

শুনেও যদি না শুনিবে, কি করিবে এ অধমে ॥ ১০২৬

ঐ

মালকোষ—কাওয়ালী ।

ভয় কি শমন তোরে ।

এলোকেশী শ্মশানবাসী, যার হৃদে বিরাজ করে ॥

কালী-কালী বলব সদা, পারবি না তায় দিতে বাধা,
 কালী-নামে মেরে ডঙ্কা, যমের শঙ্কা রাখবো দূরে ।
 যমের তলব আসবে যখন, কালী-সহি চিঠি দেখা'ব তখন,
 চিঠির মর্ম্ম পেলে পরে, আশ্বে আশ্বে যা'বে ফিরে ॥
 দ্বিজ নবীন কালী-পুত্র, মা হ'য়ে যা হৈও না শত্রু,
 মায়ের কোলে থাকবো বসে ;
 লয়ে যেতে কেবা পারে ॥ ১০২৭

— নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী ।

বাগেশ্বী—তিওট ।

কাল হারা'লাম কালের বশে ।
 আমার মন মজিল স্বীবঙ্গ রসে ॥
 অস্তিম কাল হ'বে যখন, আসিবে তখন বন্ধুজন,
 ছেঁড়া ঢেঁটা ধরে মুড়ে, বাঁধবে আমার আশে পাশে ।
 স্থির কর রে আপন মন, ভাব শমনের শমন,
 কালী-নামে ভেলা বাজ্জো, নিরুৎসেগে থাকবে বসে ॥
 দ্বিজ নবীনচন্দ্রে বলে, দেহ মিশা'বে ভূতলে,
 মাটিব দেহ মাটি হ'বে, যা'বে ছেড়ে অনায়াসে ॥ ১০২৮

ঐ

— তৈরবী—৪৭ ।

এবাব জ্ঞানবো তারা কেমন তুমি পতিতপাবনী ।
 আটাশে পুত পেয়েছ বুঝি তাই কি বিভীষিকাতে পলা'ব আমি
 ধরবো জটে আনবো তটে, পলা'তে, পারবে না হুটে,
 ভক্তি-ডোরে বেঁধে এঁটে, শিরে ল'ব পদ দু'খাটি ।

বাক্য ব্যয়ে কি প্রয়োজন, ভক্তি-সংগ্রামে করবো রণ,
 যোগধনুকে ছাড়বো বাণ, আকর্ষণে আসবে জননী ।
 তব পয়োধরের পয়, পান করে হই দিগ্বিজয়,
 ঐ জোরে সর্বত্র অভয়, অভয়-পদ মাগি আমি ॥
 বাপের স্মৃকণ্ঠা হ'য়ে, দ্বিজ নবীনে চরণ দিবে,
 এস বস মম জুড়য়ে, হেরবে নয়ন সুখানি ॥ ১০২৯

— নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী ।

হাবির—মধ্যমান ঠেকা ।

শক্তিনাম মহামন্ত্র কর রে আশ্রয় ।
 শক্তিতে হইলে ভক্তি মুক্তি হইবে নিশ্চয় ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু লয়কারী, সকলের সংহারী,
 মহাকাল ত্রিপুৱারি, অস্ত্রিতে শক্তিতে লয় ॥
 শক্তি পূজা শক্তি ধ্যান, শক্তি জ্ঞান রে শক্তি অজ্ঞান,
 শক্তি ভিন্ন নাহি ত্রাণ, শক্তি যোগে কালে জয় ।
 শুচাণ্ডি কালাকাল, তাজ এই ভ্রমজাল,
 উপাসনা সর্বকাল, ভাল মন্দ অনিশ্চয় ॥
 নাহি তায় নিবেধ-বিধি, অবিধি সেই সুবিধি,
 বিধি অপ্রাপ্তে বিধি, শ্রীমাচরণ সে চিন্তয় ॥ ১০৩০
 শ্রীমাচরণ ব্রহ্মচারী ।

— সিদ্ধ তৈরবী—মধ্যমান ঠেকা ।

নীলবরনী কে কামিনী । কন্দর্প-দর্পহারিণী ।
 নবধনে সুশোভিত জিনি কোটি সৌদামিনী ॥

কি কাজ ঘরে নগরে, ডৌব সে রূপ-সাগরে,
 নাম-সুধা ধর অধরে, ভাব রে দিবা যামিনী ।
 কিবা ধর্ম কাম অর্থ, মহাদেব যা'য় উন্নত,
 যোগীর যোগে পরম তত্ত্ব, নিত্য চিন্তেন চিন্তামণি ।
 অন্তর্বাহ শাস্ত্র তর্কে, আধারাদি ষট চক্রে,
 দেখ চন্দ্রানন অর্কে, সহস্র দল দামিনী ।
 ষাঁর মায়ায় মুগ্ধ জীব, ষাঁর রূপায় মুক্ত শিব,
 যে নামে নাশে অশিব, শ্রীমাচরণে তবণী ॥ ১০৩১
 ————— শ্রীমাচরণ ব্রহ্মচারী ।

হরট মদার—মধ্যমান ঠেকা ।

সদা কালী কালী কালী বল মন ।
 কালী-নাম শ্রবণে হয় কালের দমন ॥
 নাহি চাহে কালাকাল, কি সকাল কি বৈকাল,
 কিবা সন্ধ্যা রাত্রিকাল, সর্বকালে সে সাধন ।
 কিবা বালা যুবা-কাল, কিবা বৃদ্ধ অন্তকাল,
 আজি কালি বলে কাল, করে আয়ুকে হরণ ॥
 বুধা গেল ইহকাল, না ভাবিছ পরকাল,
 বর্তমান কালে ত্রিকাল, দেখ করিয়ে গমন ॥
 কালী-নামে মহাকাল, স্থিরতা চিরকাল,
 কি সকাল কি অকাল, ভাব সে শ্যামাচরণ ॥ ১০৩২

হরট মদার—মধ্যমান ঠেকা ।

তারা আপন জোরে ল'ব ত্রীচরণ ।
 স্বামীরে দিয়েছ তুমি কেন বাবার ধন ॥

মাতৃধনে অধিকার, কভু না হয় পিতার,
 পুত্রে প্রাপ্ত সুবিচার, দায়ভাগে এ লিখন ॥
 পিওদত্তা ধনহারী, উভয় পিতা মাতারি,
 অন্তর্ধানে শ্রদ্ধ সারি, বিশেষ প্রাপ্তিকারণ ॥
 ভাঙ্গড় সে ত্রিপুরারি, আজন্মকাল ভিখারি,
 কিছু অংশ না দেয় তারি বক্ষে রেখেছে কুপণ ॥
 পিতায় লাগে পুত্রের শাঁপ, বৃকে খেলে কালসাপ,
 ত্রিরাত্রিতে গেল পাপ, পিও দাও শ্যামাচরণ ॥ ১০৩৩
 ————— শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী ।

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

এমন দিন মোর কবে হ'বে কালী বলে প্রাণ যা'বে ।
 বন্ধুবর্গে আসি মোর কর্ণে তারা-নাম শুনা'বে ॥
 অস্ত্রে স্বজ্ঞান গৌরবে, ঘেরে যা'বে বন্ধু সবে,
 হরি হরি কালী রবে, উচ্চারিবে প্রেম ভাবে ॥
 গিয়ে জাহ্নবীর জলে, গঙ্গানারায়ণ বলে,
 শুনাবে নাম কুতূহলে, সংকীর্ণনে গুণ গা'বে ॥
 মনেতে হয়ে নিষ্কাম, বলে কালী ব্রহ্মনাম,
 প্রাপ্ত হ'ব মুক্তিদাম, মগ্ন হয়ে জ্ঞানার্ণবে ॥
 দেখে কাল পরাজয়, শ্রীশ্যামাচরণাশ্রয়,
 সারতন্ম সুধাময়, প্রাপ্ত সদগুরু-প্রভাবে ॥ ১০৩৪ ঐ

খাছাজ—ধরম ।

শ্যামাধন কি সবাই পায় । মন বৃকে না এ'কি দায় ॥
 ইন্দ্র আদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ করি তাবি তায় ।

সদানন্দ-সুখে থাকি যদি বামা কিরে চায় ॥

মুনীন্দ্র কণীন্দ্র ইন্দ্র যে পদ না ধ্যানে পায় ।

নিগুণ কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায় ॥ ১০৩৫

— কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ।

বাগেশী কাণড়া—আড়া ।

আগো মুক্তিপ্রদা মুক্তকেশী করাল বদনী,

শবে শিবে হবে ভবে ভবনিস্তারিণী,

তারা কে জানে তোমার কৰ্ম্ম, তুমি তারা তুমি ব্রহ্ম,

ইচ্ছাসুখে কর কৰ্ম্ম, ইচ্ছাক্রপিনী ।

কমলাকান্তের এই, শুন দীন দয়াময়ী,

চরম কালেতে দিও চরণ হু'খানি ॥ ১০৩৬ ঐ

বেহাগ—জলদ তেতলা ।

ও মা পরমেশ্বরী ।

কখন পুরুষ হও মা কখন ষোড়শী নারী ।

অনাদ্যা শক্তিরূপিনী, ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী, তারিণী ।

কৃতান্ত উপাধি দিয়ে, কোন মতে তারিয়ে,

নিস্তার ভব-সাগরে, দিয়ে শ্রীচরণ-তরী ॥ ১০৩৭ ঐ

ললিত ঝিঝিট—৭৭ ।

আর কি তারা ভয় বিপদে,

আমি নাম নিয়ে তোর বাপ দিয়েছি হুর্গম হুঃখেবি হুদে ।

নামেতে হৃদয় মন্ত, দেহ পদে নমর্পিত,

হুঃখ তোর ভাণ্ডারে কত, দে গো মা মনেরি সাধে ।

কালী-নাম সার করি, স্নায়েরে ভাসাইলাম,
 যা করাও মা তাই করি, তুচ্ছ এই বিষয় সম্পদ ।
 সলিলে যে ঘর করেছে, শিশিরে তার কি ভয় আছে,
 বিষয়-স্বখ সব ত্যাগ হয়েছে, কালী-রূপ লেগেছে হৃদে ॥ ১০৩৮

ঈশ্বরচন্দ্র দাস ।

—

ললিত বিভাস—একতালা ।

মন তার কি পুণ্য পাপ আছে,
 ও যে কালী-পদে প্রাণ মঁপেছে ।
 সন্ধ্যা পূজা জপতপ, সে ত জলাঞ্জলি সব দিয়েছে ।
 হৃদি সরসহৃদলে, কালীরূপ ধ্যান কর্ত্তেছে ।
 মিত্র শত্রু শুভাশুভ, ও তার মান অপমান কি আর আছে,
 নিন্দা প্রশংসাতে সমান স্বখ দুঃখ সে এক করেছে ।
 অহর্নিশি জ্ঞানহীন ও সে মৃত্যুকে জয় করিয়াছে ।
 কালীনামামৃত রস নদা পান করিতেছে ॥ ১০৩৯ ঐ

—

দেবদ্বিরি ঝিঝিট—টিমে ভেতাল ।

আয় দেখি রে শমন একবার দুজনে পরীক্ষা করে ।
 শক্তি থাকতে লেগে দেখি বুদ্ধি বলে কেবা বাড়ে ।
 যখন শক্তি হয় গত, তখন এসে হও আগত,
 তাইতে তোমার প্রতাপ এত,
 সে প্রভাব আর থাকবে না রে ।
 অন্ধ্যায় করে গেলে পবে, তারাপদে নালীশ করে,
 আরেকটু আন্ব ধ'রে বেঞ্চে রাখব কারাপারে ॥ ১০৪০

ঐ

রামকেনী—আড়া তেতালা ।

তীর্থে কি হইবে কল ভোলা মন তোর আশ্রি কেনে ।
কোটিকল্প তীর্থের কল জামা মায়ের ত্রিচরণে ॥
জ্ঞান-গঙ্গাতে কর স্নান, দেহ-কাশী কর ধ্যান,
বিশ্বসংসার-তারিণী আশ্ররূপ ভাব মনে ।
ষোড়শদল উপরে, বিশ্বেশ্বর বিরাজ করে,
মূলধার হ'তে তারা, হের সহস্রার পানে ॥ ১০৪১

ঈশ্বরচন্দ্র দাস ।

থাধাজ—আড়াঠেকা ।

কি হ'বে কি হ'বে ভবরাগী ভবে,
আনিয়ে এই ভবে, ভাসালি আমায় ।
না জানি ভজন, না জানি পূজন,
বিষয়-বিশ্ব ভোজন করি প্রাণ যায় ॥
কাতরেতে ডাকি ও মা ভবদারা,
কখন আছি কখন যেতে হয় মা তারা,
এ দেহ সন্দেহ দ্বার দেখা দেহ,
রসিকের দেহ জলবিশ্ব প্রায় ॥ ১০৪২

রসিকচন্দ্র রায় ।

গৌরী—কাওয়ালী ।

হর দুঃখ হর-মনোমোহিনী ।
কলুষবারিণী, তব স্নাত রবিস্নাত-ভয়ে ভীত ভবরাগী,
কি হ'বে উপায় নিরুপায় মা,
পদ বিতর কাতর জনে আপনি ॥

হ'লে অবসান দিবা, নয়ন মুদিলে কি বা,
যদিও অভয় দিবে ভবানী ;
ডাকি বারে বার, মম প্রীতি কেনে প্রতিকূল আর,
হও মা পাষণ্ডস্বভা পাবানী ;
তুমি ঈশানী ঈশ-হৃদয়বাসিনী ;
আসি আশু তোব আশুতোষ-রমণী ॥
কি আছে মা মম বল, আর কা'রে বলি বল,
কেবল সখল তুমি শিবানী ;
যদি তার নিজ গুণে, ব্রজমোহন নিগুণ জনে,
দিয়ে মা বাঞ্ছিত পদ দুখানি ;
এ ভববারি তরিবারে তরণী,
হও বারেক কর্ণধার আপনি ॥ ১০৪৩

ব্রজ রায় ।

দিল্লী-চুংরি ।

এমন দিন কি হবে তারা ।
যবে তারা তারা তারা ব'লে তারা বেয়ে (ছনয়নে)
পড়বে ধারা ।

হৃদি-পদ্ম উঠবে কুটে, মনের আঁধার যা'বে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা ব'লে হব সারা ॥
তাজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যা'বে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরাম প্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমিরহরা ॥ ১০৪৪

রামপ্রসাদ সেন ।

মূলভান—একতালা ।

আর মা সাধন সমরে । *

দেখি মা হারে কি পুত্র হারে ॥

আরোহণ করি পুণ্য মহারথে,

ভজন পূজন হুটী অশ্ব যুড়ি তাতে,

দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, নিরে ভক্তি ব্রহ্মবাণ,

বসে আছি ধরে ।

এ মা দেখবো আজি রণে, শঙ্কা কি মরণে,

ডঙ্কা মেরে নিব মুক্তিধন—

বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী,

এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী,

দ্বিজ রসিকচন্দ্রে বলে, মা তোমারই বলে,

জিনিব তোমার সমরে ॥ ১০৪৫

রসিকচন্দ্র রায় ।

এসাদী হর—একতালা ।

এবার কালী তোমায় খাব ।

(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)

তার গুণযোগে জন্ম আমার ॥

গুণযোগে জনমিলে, সে হয় মা থেকে ছেলে ।

এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,

হুটোর একটা করে খাব ।

ডাকিনী যোগিনী হুটা, তরকারী বানায়ে খাব ।

তোমার সুগুমালা কেড়ে নিরে, অথলে সস্তার চড়াব ॥

* এইটা দ্বাদশরশ্মি রায়ের “জীব সাধন সমরে” গানের অন্তর্ভুক্ত রচনা ।

অদে কালী মুখে কালী, সর্বদা কালী মাখিব ।

যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে,

সেই কালী তার মুখে দিব ॥

থাব থাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব ।

এই স্থদি-পন্থে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ।

যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব ।

আমার ভয় কি তাতে কালী বলে,

কালেরে কলা দেখাব ॥

কালীর বেটা শ্রীরাম প্রসাদ, ভালমতে তাই জানাব ।

তাতে মস্তুর সাধন শরীর পতন, যা হবাব তাই ঘটাইব ॥ ১০৪৬

রামপ্রসাদ সেন ।

খাড়া—একতাল ।

দীনতারিণী ছরিতহারিণী,

সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণধারিণী,

স্বজন-পালন নিধন-কারিণী,

সংগুণা নিগুণা সর্বস্বরূপিণী ।

ঙ্ংহি কালীতারা পরমা প্রকৃতি,

ঙ্ংহি মীন কৃষ্ণ বরাহ প্রভৃতি,

ঙ্ংহি জলস্থল অনিল অনল,

ঙ্ংহি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী,

সাক্ষ্য-পাতঞ্জল-মীমাংসক-স্থায়,

তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,

বৈশেষিক বেদান্ত, ক্রমে হয়ে জ্ঞাত,
 তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারিনি ।
 নিকৃপাধি আদি অন্ত রহিত,
 করিতে সাধক অনার হিত,
 গণেশাধি পঞ্চ রূপে কাল পঞ্চ,
 কাল ভয়হরা ত্রিকালবর্তিনী ।
 সাকার সাধকে তুমি সে সাকার,
 নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
 কেহ কেহ কর, ব্রহ্ম জ্যোতির্গয়,
 সেই তুমি নগতনয়া জননি ।
 যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়,
 সে অবধি সে পরমব্রহ্ম কর,
 তৎপরে তুরীয়, অনির্কচনীয়,
 সকলি মাতা তার। ত্রিলোক ব্যাপিনী ॥ ১০৪৭
 মহারাজা শিবচন্দ্র রায় ।

আলোরা—একতারা ।

তারিণী দিলে না দিলে না দিন ।
 তারা তারা তারা জপি সারাদিন ॥
 নানা উপসর্গে, দিন যার হুর্গে,
 পরিবারবর্গের, পরিশোধে ঋণ ।
 গেল না গেল না বিষয় বাসনা,
 হ'ল না মলিনা পর উপাসনা ।

শঙ্করী সর্বগী শিবা শবাসনা,
রটে না রসনার ভ্রমে এক দিন ।
বিজ্ঞানস অভিলাবি এই তারা,
পূর্ণানন্দে পূর্ণ কর নয়নতারা,
সদানন্দে রেখো সদানন্দ দারা,
নিরানন্দ কারায় সারা হ'ল দীন ॥ ১০৪৮
বিজ্ঞানস তর্কবাসীশ ।

সঙ্গিত—আড়ার্থকা ।

অতি দুরাধায়া তারা ত্রিগুণরঞ্জোপগী ।
না সরে বিশ্বাস পাশ, বন্ধনে রয়েছো প্রাণী ॥
চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিনলোক,
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমোরজোতে ব্যাপিনী ।
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্ত নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্রযোনি ।
দিয়া সত্য জ্ঞানাহ্ববোধ, কর হুর্গে হুর্গতি রোধ,
এবার জনমের শোধ মা বলে ডাকি জননি ॥ ১০৪৯
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ।

প্রসঙ্গী হর—একতালা ।

মন তুমি খেলাও না পাশা ।
এগ্নি স্বরা স্বরি ফেলবি পাশা,
যেন বুচে যায় যমের আশা ॥
হুর্গা নামে বেঁধে পাটী, চারি পাটীর ঘরে বসিয়ে হুটী,
সতেরো আঠার দান মেরে ভেঙ্গে দাও যমের বাসা ।

ছকুড়ি পঞ্জড়ি কেন্নে পরে, বাজি তলাড়ু হয়ে যাবে,
 আছে আমার ঘরে ছ'জন রিপু, কর্কে তারা হাসি হাসা ।
 অদানেন দিনং নষ্ট, দানেতে দুর্গতি ভ্রষ্ট,
 তারা দান মেরে নবীন, তুলে দেরে ঘরে পাশা ॥ ১০৫০

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী ।

বিতাস—মধামাদ আড়া ।

কোথায় গো মা ভবদারা ভবার্ণবে ডুবে মরি ।
 দয়া করে দেও মা তারা তোমার ঐ চরণতরী ।
 তুমি মা ভগবদুর্গা, ভীমাকারা ভীমবর্গা,
 ডাকি গো মা দুর্গা দুর্গা, দুর্গমে উপায় না হেরি ।
 দয়াময়ী নাম ধর, কটাক্ষে সঙ্কট হর,
 হর গো মা দুঃখ হর, ক্ষমাগুণে ক্ষেমকরী ॥ ১০৫১

তিনকড়ি বিশ্বাস ।

আলো—কাওয়ালী ও আড়া ।

শঙ্কর মনোমোহিনী তারা, ত্রাণকারিণী,
 ত্রিভুবন অঘ নিবারিণী ভবজননী ।
 ভবানী ভয়করী ভীমে বাণী ভয় হারিণী তারিণী ॥
 অপর্ণা অপরাজিতা, অন্নদা অম্বিকা সীতা,
 অসীতা অভয়া নিত্যানন্দ দায়িনী ।

বৃন্দাবন রস রসিক বিলাসিনী,

ব্যাস ভাব ধলু রাস প্রকাশিনী ।

কমলাকান্ত হৃদি-কমল তিমির হর বরদারমণী ॥ ১০৫২

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ।

পরজ্ঞ—কাওয়ালী ।

তায় শিবের নয়ন ভুলেছে ।
 নিরুপমারূপ চিকণ কাল হেরিয়ে ।
 তা নইলে ত্রিলোচন, পরম যতনে কেন,
 ঐশ্বর্য স্বদে ধরেছে ।
 চাঁদ ভ্রমে চকোরিণী, ঘন ভ্রমে চাতকিনী,
 নলিনী ভ্রমে ভ্রমরিণী এসেছে (গো),
 হারাইয়া নিজমণি, ব্যাকুল হইয়া ফণী,
 রূপ নিবধিয়া রয়েছে ।
 হেরিয়ে কুসুম ধনু, অভিমানে ত্যজি তনু,
 বিরহিনী হৃদয়ে শরণ লয়েছে ।
 ও রূপ আনন্দ নিধি, কমলাকান্তের হৃদি,
 কমল প্রকাশ করেছে ॥ ১০৫৩

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ।

খট তৈরবী—খেদুটা ।

নব সজল জলদ কায়,
 কালো হেরিলে আঁখি জুড়ায় ।
 কপালে সিন্দূর কটিতে সুল্লর রতন নুপুর পায়,
 মৃদু মৃদু হাসি দহুজ নাশিছে কৃধির লেপিয়ে গায় ।
 চরণ যুগল অতি সুশীতল প্রফুল্ল কমল প্রায় ।
 কমলাকান্তের মন ও চরণে ভ্রমর হইতে চায় ॥ ১০৫৪

মল্লার—একতাল।

সমর আলো করে কার কামিনী ।
 সজল জলদ জিনিয়া কার, দশনে প্রকাশে দামিনী ।
 এলুরে চাঁচর চিকু ব পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
 অট্ট হাসে, দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঞ্জিত ।
 কিবা শোভা করে শ্রমজবিন্দু, ঘনতরু ঘোরে কুমুদবন্ধু,
 অমিয়া সিদ্ধ, হেরিয়া ইন্দু, মলিন এ কোন মোহিনী ।
 একি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শব সদৃশ নীরব,
 কমলাকান্ত করে অমুভব, কে বটে গো গজগামিনী ॥ ১০৫৫

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ।

পরজ—জলদ তেতাল।

বামা বয়সে নবীন,
 না জানি এমন মেয়ে সমরে প্রবীণ ।
 সূচাক অঙ্গের শোভা কটিতট কীণ ।
 সুরাসুরগণ মাঝে বসন বিহীন ।
 বুঝি এল দয়াময়ী হইয়া কঠিন ।
 চরণে ত্যজিব তরু আজি শুভদিন ।
 তরু দিগে তরে কত শত ক্রিয়াহীন ।
 কমলাকান্তের হরে মনে মলিন ॥ ১০৫৬ ঐ

ললিত—একতাল।

কেন রে আমার স্ত্রীমা মাঝে বল কাণো ।
 যদি তাল বাট জাব কেন ভবন করে আলো ॥

মা মোর কখন খেত, কখন পীত,
কখন নীল লোহিত রে,
আমি বুকিতে না পারি জননী কেমন,
ভাবিতে জনম গেল ।
মা মোর কখন প্রকৃতি কখন পুরুষ,
কখন শূত্র মহাকাশ রে ।
ও রে কমলাকান্ত ও ভাব ভাবিয়া,
মহেশ পাগল হলো ॥ ১০৫৭

— কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ।

ইমন—একতালা ।

কে রে রণ-মাঝে, এ কার বামা রণ-সাজে ।
আলুলিত কেশী বিবসনা বামা,
নরশিরমালা গলে অমুপমা,
শিব শিব করে নাচে শবোপরে,
প্রতিমূলে শবশিঙ শোভিছে ॥
রক্তজবা জিনি শোণিতাক্ত আঁখি,
সুশাণিত অসি শোণিতে মাখি,
বিদ্যুৎ আকার শোণিতের ধার,
জলদ বরণী সাজে ॥ ১০৫৮ ঐ

— পরজ—জলব তেতালা ।

কেরে বামা হর যদি পরে মগনা ।
নাচিছে আনন্দভরে বাজিছে বাজনা ।

ভুবন আলো নীলচাঁদে, মুক্তকেশ নাহি বাঁধে,
 আপনার রত্নরসে আপনি মগনা ।
 কে কোথা দেখেছ ভাই, নবরস এক ঠাঁই,
 চঞ্চলা কি ধীর। কিছু বুঝা গেল না ;
 কাল কি নির্মল তবু, শশী কি উজ্জল ভাষু,
 ও রূপ হেরিয়া দিব কিরূপে তুলনা,
 বিধুমুখে মুহূর্ত্তে, সধা সুধানন্দে ভাসে,
 হেরিলে না রহে মম তবু ঘাতনা ।
 ও রূপ নয়নে রাখি হৃদয় মাঝারে দেখি,
 কমলাকান্তের এই মনে বাসনা ॥ ১০৫৯

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ।

ইমন—আড়া ।

রে নিকপমা রূপ অমুপমস্তামা তবু হেরি হেরি নয়ন জুড়া
 সজল কাদম্বিনী স্নিনিয়া কুন্তল,
 তার মাঝে কামিনী সৌদামিনী খেলায় ।
 অঞ্জন অধর আতসে মুকুতাকলং,
 নীলকমল ভ্রমে অলিকুল ধায়,
 কণে কণে হাস্ত, কটাক করে কামিনী,
 শিবের মন সহজে ছুলায় ।
 মুগাক অরুণ চরণ-নব কিরণ, রক্ত উৎপল ছুটা পদতল তায়,
 কমলাকান্ত অনন্ত না জানে গুণ,
 প্রীচরণ মানবে কি পায় ॥ ১০৬০

ঐ

বেহাগ—আড়া ।

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী ।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দেও মা করতালি,
আদি ভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী,
যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল গো মা, মুণ্ডমালা কোথায় পালি,
সবে মাত্র তুমি যজ্ঞী, আমরা তোমার তক্তে চলি,
তুমি যেমন রাখ তেমনি থাকি, যেমন বলাও তেমনি বলি ।
অশাস্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি,
এবার সর্বনাশী ধ'রে অসি ধর্ম্মাধর্ম্ম ছুট খালি ॥ ১০৬১

— কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ।

মূলতান—আড়া ।

বামা কে রে এলো চিকুরে,
বিহরে আনন্দময়ী শবছদি পরে ।
বসন নাহিক গায়, পদ্মগঞ্জে অলি ধায়,
চলে যেতে টলে পড়ে আসব ভরে ।
যে ঠেকেছে রাজা পায়, হতদিতি স্নু তচয়,
স্পর্শ মাত্র শিব হয় নমর মাঝারে ।
কমলাকান্তের ভাবি, সর্বনাশী ধরে অসি,
করিলি সব কাশীবাসী জনমের তরে ॥ ১০৬২ ঐ

জংলা—একতালি ।

তাই কালো রূপ ভাল বাসি ;
কালী জগন্মোহিনী এলোকেশী ।
আঁকে সবাই বলে ক ল কাল, আমি দেখি অলঙ্কার শশী ।

বিষম বিষয়ানলে দহে তছু দিবানিশি,
 বধন শ্রামারূপ অন্তরে জাগে আনন্দ সাগরে ভাসি ।
 মনের তিমির খণ্ড খণ্ড করে মায়ের করের অসি,
 মায়ের বদনশশী মধুর হাসি সুধাকরে রাশি রাশি ।
 কমল বলে কাশী যেতে কভু নাহি ভালবাসি ।
 শ্রাম' মায়ে'র পদযুগে গয়া গঙ্গা পারাবসী ॥ ১০৬৩

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ।

ভৈরবী—একতালা ।

আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর কেবল দুটি চরণ রাস্তা ।
 শুনি তাও নিষেছেন ত্রিপুরারী দেখে হলেম সাহস ভাঙ্গা ॥

জ্ঞাতি বন্ধু স্মৃত দারা, স্মৃথের সময় সবাই তারা,
 বিপদ কালে কেউ কোথা নাই,
 ঘরবাড়ী ওড়গাংর ডাঙা ।
 নিজগুণে যদি রাখ কক্ষণা নয়নে,
 দেখে নইলে জপ করে যে তোমায়,
 পাওয়া সে সব কথা ভূতের সঙ্গ ।
 কমলাকান্তের কথা, মাকে বলি মনের ব্যথা,
 আমার অপের মালা কুলি কাঁথা,
 অপের ঘরে র'ল টাঙ্গা ॥ ১০৬৪ ঐ

জংলা—একতালা ।

মন জমে ভুলেছ কেনে ।

তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে,
 জ্ঞানধন দত্ত পেশান জন্ত দান কর সেই চরণে ।

যখন যারে ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে,
তোমার দৈত্য ভারে দ্বিবস গেল,
চিদানন্দ রয় কেমনে ।
তন্ন তন্ন করি মনে, কি পেলে ছয় দরশনে,
তুমি বিদ্যা অবিদ্যারে জান মহাবিদ্যার আরাধনে ।
কমলাকান্ত কালীর তব অঙ্কুশে কিসে জানে,
তার আদি অন্ত মধ্য নাই নানা মূর্তি নানা স্থানে ॥ ১০৬৫
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ।

—
ভাংলা—একতালা ।

পরের কথায় আর কি ভুলি ।
কত ভ্রমিয়া দেশ, কবেছি শেষ, যা করেন দক্ষিণা কালী ।
যত ইতি নাম, আদি শিব রাম, সকলের কর্তা সুওমালী ;
মায়ের চরণ-কমল অতি নিরমল,
মন গিয়ে তার হও না অলি ।
কালীনাম সুধাপান কর রে মন, নাচ গাও দিয়ে করতালি,
নীলশশধর করেছে আলো, মহানিশি প্রায় হযেছে কলি ।
তাজিয়া বসন বিভূতি ভূষণ, মাথায় লও কালী নামের ডালি ।
কমল বলে দেখে দেখি মন কত সুখে, সুখী হলি ॥ ১০৬৬ ঐ

—
কালংড়া—ঠংরি ।

আদর করে জুড়ে রাখ আদরিণী শ্রীমা মাকে ।
তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ না দেখে ॥

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি,
 এস তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি,
 রসনারে সঙ্গে রাখি সে যেন মা বলে ডাকে ।
 অজ্ঞান কুমজী দেখ, তারে নিকট হতে দিও নাকে,
 জ্ঞানেরে গ্রহরী রাখ, সে যেন সাবধানে থাকে ।
 কমলাকান্তের মন, ভাই আমার এক নিবেদন,
 দরিদ্র পাইলে ধন, সে কি অস্ত্রের স্থানে রাখে ॥ ১০৬৭

———— কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

বাগেশী—আড়া ।

কেহ কি আপনার আছে রে,
 স্ত্রীমাধন মিলায়ে দেয় আমারে ।
 তাজিয়ে তছুর আশা, প্রাণ দিয়ে তোবিব তাঁরে ।
 আমিত ইন্দ্রিয় বশে, ভুলে আছি মায়াপাশে,
 এমন সুহৃদ কেবা মনোভুংধ কব কারে ।
 মন রে ইন্দ্রিয়রাজ, ঐ নহে অস্ত্রের কাজ,
 কমলাকান্তের ভার সাধিতে উচিত তোমারে ॥ ১০৬৮

————
 প্রসাদী হর—একতাল ।

কালি সব যুচালি লেঠা ।

ক্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখবি কিনা রাখবি সেটা ।
 তোমার যারে কৃপা হয়, তার সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা ।
 তার কটীতে কোপিন ষোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথাঃ
 শ্মশান পেলে সুখে ভাসে, তুচ্ছ বাসে মন্ডিকোঠা ।

আপ্নি যেমন ঠাকুর তেমন, যুচলো না তার সিক্তি ঘোঁটা ।
 তুংথে রাখ স্নেহে রাখ, করবো কি আর দিয়ে খোঁটা ।
 আমি দাগ দিয়ে পরেছি আর কি
 পুঁছতে পারি সাধের ফোঁটা ।
 জগত যুড়ে নাম দিয়েছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা ।
 এখন মাঘে পেয়ে কেমন ব্যাভার,
 ইহার মর্ম্ম জানবে কেটা ॥ ১০৬৯

— কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ।

প্রসাদী হর—একতারা ।

কালী কালী বলে ডাক, মন অস্ত ভার তোমায় দিব না ।
 তুমি এই কর মন কথা রাখ, ঘরের বাহির হয়ো নাকো ।
 যবের আছে ছ'জন কুজন, তাদের সঙ্গী হইও না মন ।
 কেবল রসনা সঙ্গী বটে, যত্নে তায় স্ববশে বাধো ।
 ভবের যাতনা যত, তম্ম আছে তায় অম্লগত,
 দুখ জানে এ দেহ জানে, তুমিত আনন্দে থাক ।
 কমলাকান্তের হৃদকমলে (অমূল্য নিধি
 আমি আপন বলি) তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলি দেখ ॥ ১০৭০ ঐ

সিদ্ধ—তেতারা ।

মন ! ভেবেছ কপট ভক্তি করে শ্রীমা মাকে পাবে ।
 ছেলের হাতের লাড়ু নয় যে, ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে ॥
 সাতর্গেয়ে আর মামুদে বাজে কেবা কারে ফাঁকি দিবে ।
 সে কড়ার কড়া তস্ত্র কড়া, আপন গণ্ডা বুঝে লবে ॥

আইন সুরত গজাঙ্গলি, ভেবে সাবধান হবে,
 তুমি মধ্যো মধ্যো মুখ মুছে খাও, এ কথা কি জানতে হবে ।
 কমলাকান্তের মন এখন কি উপায় করিবে,
 কালীনাম লও সত্বর হয়ে, নামের গুণে তরে যাবে ॥ ১০৭১

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ।

প্রসাদী সুর—একতালা ।

মন ! চল শু, মা মাব নিকটে, মা মোর অগতির গতি বটে ।
 যার যে বাসনা, মনেরি কামনা, সেখানে সকলই ঘটে ।
 অন্ন পুণ্য ভরা, সাজিয়ে পশরা, এনেছ ভবের হাটে,
 যা কর উপায়, পাঁচে সে মেলি খায়, কলঙ্ক তোমার রটে ।
 কার রাজ্য লয়ে, আনন্দিত হয়ে, রাজত্ব কর রে পাটে ।
 আছে এক জনা, লইতে খাজানা, জমি যে বিকাবে লাটে ।
 কমলাকান্ত কি ভাবনাভাব পাড়ারে নদীর তটে,
 দেখ দুকূল পাথার, না জান সাঁতার,

তরবি নাই যে ঘাটে ॥ ১০৭২ ঐ

দিকু কাকি—চিরা তেতালা ।

আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন ! কারু ঘরে,
 যা চাবে এট খানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ।
 পবন ধন পরশমণি যে অসংখ্য ধন দিতে পারে,
 এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ হুয়ারে ।
 তীর্থ-গমন হুং-ভ্রমণ, মন ! উচাটন হয়ো না রে,
 তুমি আনন্দ হ্রিবেণীর স্বনে, শীতল হও না মূল্যধরে ।

কি দেখ কমলাকান্ত মিছে বাজি এ সংসারে,
ওরে ! বাজি করে চিন্তে না সে,
তোমার ঘটে বিরাজ করে ॥ ১০৭০

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ।

সিদ্ধু—চিম! তেতালা ।

মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীভূগা বোলে ।
মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদ্যম তুলে ॥
মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল ;
সুজন কুজন আছে যারা তাদের দেবে ঠাড়ে ফলে ।
কমলাকান্তের নেয়ে, নজর তোল ভূগা ক'য়ে,
পড়িবি তুফানে যখন, সারি গাবি সবাই মিলে ॥ ১০৭১ ঐ

প্রসাদী হয়—একতাল ।

মন তোর এত ভাবনা কেনে ।

একবার কালী বলে বস রে ধ্যানে ॥

জ্বাক জমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে ;
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে না রে জগজ্জনে ।
ধাতু পাষণ মাটির মুষ্টি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে ;
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাতু ছদ্ম-পদ্মাসনে ।
আলচাল আর পাকা কলা, কাজ কিরে তোর আয়োজনে ;
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে ।

কাড় লঠন বাতির আলো, কাজ কিরে তোয় সে রোশনাইয়ে
 তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে, দেও না জলুক নিশি দিনে ।
 মেঘ ছাগল মহিবাদি, কাজ কিরে তোয় বলিদানে ;
 তুমি জয় কালী, জয় কালী বলে, বলি দেও যড়-রিপুগণে ।
 প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল, কাজ কিরে তোয় সে বাজনে,
 তুমি জয় কালী বলি দেও করতালি,
 মন রাখ সেই আঁচরণে ॥ ১০৭৫

রামপ্রসাদ সেন ।

মূলতান—একতাল ।

তারা কোন অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে,
 সংসার গারদে থাকি বল ।
 মশিল ছয় দূত, তশিল করে কত,
 দারা স্মৃত পায়ের শৃঙ্খল ।
 দিয়ে মায়া বেড়ি পদে, ফেলেছ বিপদে,
 সম্পদে হারালেম মোক্ষফল ।
 এবার হল না সাধনা, ওমা শ্বাসনা,
 সংসার বাসনা প্রবল ।
 প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি,
 ছুট!ছুটী করি ভূমণ্ডল ।
 হয়ে অর্থ অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি,
 সর্বনাশী জানিস্ কতই হল ।
 আনি ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে,
 নীলাশ্বরের অলে দুঃখানল ।

আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই,
ফণী ধরে খাই ইলাহল ॥ ১০৭৬

নীলাশ্বর মুখোপাধ্যায় ।

সিদ্ধ—আড়াঠেকা ।

কিহবে কর দয়া দয়াময়ী দাক্ষায়িনী ।
দয়া যদি না করিবে কলঙ্ক রবে জননী ॥
আমি অতি মৃঢ়গতি, ভঞ্জন বিহীন গতি,
গতি স্বংহি গতি স্বংহি, অগতিব গতিদায়িনী ।
ভেবে ভেবে হলেম সারা, অভয় পদ দে মা তারা,
সম্বল হইলাম হারা, কিসে তরিব জননি ।
নবীনের সময় এমন, রাহগ্রস্থ চল্ল যেমন,
পাপগ্রস্থে দেহ মলিন,
(ওগো) মুক্তি-পদ প্রদায়িনী ॥ ১০৭৭
নবীনচল্ল চক্রবর্তী ।

বিশিষ্ট—আড়াঠেকা ।

কর গো দক্ষিণে কালী আমার হৃদয়ে বাস ।
চতুর্দোলে শঙ্কু সহ পুরাও মন অভিলাষ ॥
তুমি ত মা অগন্ধারী ত্রাণ কর ত্রাণকর্ত্রী,
মুক্তিপদ প্রদায়িনী, যুচাও আমার ভবের ত্রাস ।
যোগেন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র, ধ্যানে না পায় পূর্ণচল্ল,
তা জানিয়ে পদতলে পড়ে আছেন কুস্তিবাস ।

তবজ্ঞান হয় না কেন, কুসঙ্গে নবীনের মজিল মন,
ভবদারা ওগো তারা, জীচরণে কর দাস ॥ ১০৭৮

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী

বিভাস—একতালা ।

পার কব মা আমায় শ্যামা ।

অপারে পড়েছি হুর্গে, চরণ দিয়ে কর ক্ষমা ।

অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়ে,

আবার অ'নলি ম'নব দেহে,—

পাপে দেহ পূর্ণ হ'ল, আমার গতি বল গে! উমা ।

দ্বিধ নবীনের মন, মিছে ভাব অকারণ,

ঐ পদে হবে মোক্ষপদ, পলাঙ্কিতে রাখবেন বামা ॥ ১০৯

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

ইচ্ছা আছে মা মনে ।

হুর্গা নামে দীক্ষা হব, যা থাকে সাধনে

কালী নামে দিয়ে গভী, মধ্য করবো পঞ্চমুণ্ডী,

যোগে এনে উগ্রচণ্ডী ধোব দ্বিদি পদ্মাসনে ।

বাম নাসা শেষণ্ডেতে, উঠিবে আসন শূন্তেতে,

দ্বিররবে কুস্তকেতে, রেচকে স্বস্থানে ।

কুণ্ডলিনী সহযোগে জীবাস্বারে লয়ে যোগে,

পরমাস্বায় স্থান মেগে, রাখবো সমাদি করণে ।

দ্বিজ নবীনচন্দ্রে কর, সেওতো সামান্য নয়,
যদি কালী কুলে দেয়, আর যাবনা পতনে ॥ ১০৮০ ঐ

জংলা—একতালা ।

নার করেছি আমি শ্রীমাপদ ।
শিবের উক্তি, ডাকলে মুক্তি,
চায় যদি পায় দেয় মোক্ষপদ ।
কালী নাম অমৃত তুল্য মন,
রসনাতে দিয়ে করবে পান ;
অসীম মহিমা নামে, ও নামে কি হয় বিপদ ।
যে করেছে কালীর নাম সাধন,
সার্থক হয়েছে তার জীবন,
শিব আরাবিত ধন, সে ধনে হবে না বাদ ।
দ্বিজ নবীন দীন হীন জন,
দিলে না দিলে না মা দিন,
দীনের দিন দে মা একদিন,
প্রাই আমি মনের সাধ ॥ ১০৮১

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী ।

হুলতান—আড়াঠেকা ।

কে রে বামা নিবিড় নীবদ বরণী ।
পদনখে কোটা চন্দ্র তিমির হারিণী ॥
দেব দেবাদি পতি, মানসে পুজিতে মতি,
অপার মাহিমা জেনে, পদতলে ক্রিশূল-পাণী ।

জগত দুর্ভাগ্য তুমি, পুরাণে শুনেছি আমি,
 অসার সংসার, সারাংশসার, হয়েছে আপনি ।
 দ্বিজ নবীন ভাবে তাই, ক্রীচরণ কবে পাই,
 পাইলে জনম সকল, মোক্ষপদ সামান্ত গণি ॥ ১০৮২
 নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী ।

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

আমি কি করিব আর ।
 ভব ভার দিয়েছ গো মা হয়েছে অভার ॥
 অন্ন চিন্তা করে ফিরি, অঠর আলায় জলে মরি,
 দিনান্তে হয় না অন্ন, ডাকি মা তোল বারে বার ।
 অন্ন বিনে চন্দ্রদড়ি, বেড়াই লোকের বাড়ী বাড়ী,
 লিজালা করে না কেহ, কি হইল আজ তোমার ।
 দ্বিজ নবীনের ভার, যদি তোমায় হয়েছে ভার,
 তবে চরণতলে রেখে মাগো, সূচাও তুমি মনের ভার ॥ ১০৮৩
 নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী ।

সিঙ্হ—আড়াঠেকা ।

শ্যামা পদে রাখ রে মন ।
 অনায়াসে যাবে তুমি কৈলাস জুবন ॥
 অনিত্য সংসারে আসি, গৃহকর্ণে দিবানিশি,
 বিষয়-তত্ত্বে মগ্ন হয়ে, না তাবিলাম ও চরণ ।
 দ্বিজ নবীনচন্দ্র ভণে, বাসনা এই মনে মনে,
 অস্তিম কালেতে যেন, দেখি গো রাক্ষ চরণ ॥ ১০৮৪
 নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী ।

ভৈরবী—একতালা ।

আমার মন মজিলো ভবমায়ায় কেন ওগোন্ত পদ,
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু ঐ প্রবৃত্তিতে হলেম সারা ॥
সামান্য ধনের অশ্রু, অনর্থক কেন ভ্রমণ,
হর যদি শ্রামাধন ঐ ধনে বাদ হয়ে হারা ।
বিষয়েতে মত্ত মন, তব পথে হয় না জ্ঞান,
না করিলি কালী স্মরণ, কিসে রক্ষা হয় স্মৃতদারা ।
তুমিতো রজরূপিনী, সৃষ্টিস্থিতি লয়কারিনী,
অশেষ পাপ বিনাশিনী, উচিত নবীনে দয়া করা ॥ ১০৮৫

— নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী ।

বিভাস—একতালা ।

ভাল ভাবিয়ায় সুনিজায় আছ মন !
হবে এতকাল কষ্ট দেহ পতন ॥
তোর সুশ্রাব্য ভাষায় হবে ভ্রমমায়া পড়ে রবে,
শীঘ্র করবে ভ্রমভ্রমায়ার আয়োজন ।
কালবশে হুগে হুগে রাইলে পরম ধন,
জানিস্ নায়ে ব্রহ্মসূত্র দূত ফিরে পিছে অলক্ষণ,
এখন ভ্রমিও ভ্রম ভ্রম সেই পরম রতন ।
যার নাম ভ্রম ভ্রম যিনি ত্র, রবিপুত্র হয় রে দমন ।
গুরুদাসের ভ্রম ভ্রম ভবানীর শ্রীচরণ ॥ ১০৮৬

— গুরুদাস চক্রবর্তী ।

বাঁজের গুহ—ধেম্‌টা ।

মোক্ষধন তুই কক্ষ কক্ষ মন বাঞ্জেতে ।
অগৎ আলো হবে যাক্ষতে,

অগত হুজুত ছুঁয়াবি ফলুরে ইহাতে ।

অসার সংস্কারি না, যাতে তাতে ।

তিথেমন তাঁতির স্মৃতা, তাঁত কাটিলে তাঁতিতে ।

গুরু বাক্য ধর, অভিমান ত্যাগ কর,

সতের সঙ্গ কর, পরিণামে তবুই অবহেলেতে ॥ ১০৮

গুরুদাস চক্রবর্তী ।

—
খাওয়া—মধ্যমান ।

ওমা বর্গে বর্গে তব নাম আছে গাঁথা,

যোগে অংগে থেকে যদি নাহি কহি কথা ।

খাও যে তুমি বেটাব মাতা, বারে বারে খাওমা মাতা,

নাই তব স্নেহ মনতা, ঐ কথা যথা তথা ।

রাখ গুরুর একটা কথা, চাই না মা তোর কুলি কাঁথা,

থাকে না যেন কপটতা, তবু বাক্যে কহি কথা ॥ ১০৯

ঐ

—
বিতাস—একতালা ।

আমি নই তোর গুরুপুত্র ।

আমি ভয় করিনে রাগ কাদিলে ।

ভবের ঘাটে আনিয়ে, দিচ্ছে আমার সোতে ফেলে ।

আমি হাবু ডুবু খেয়ে মরি, কণ্ঠে বাক্য ভুলে ।

মায়ে পোয়ে বিবাদ যে মা, অসহ্য গুরুদাস বলে ।

আমি ধরেছি ছাড়িব না চরণ, যাব না বিমাতার কালে ॥

১০৮৯ ঐ

—
আলো—মধ্যমান ।

ওমা কপণতা করো না মা একপে,

গুরোগুরো বাক্য শোন শিববাক্য সত্যজ্ঞানে ।

লয়েছি শরণ জীচরণে,
আমি শুনেছি তোর যে পদ, সে নয় সামান্ত পদ,
হয় কত ইন্দ্রপদ, ও পদ ধ্যানে ।
আমার প্রার্থনা যে পদ, সে অতি নামান্ত পদ,
নয় গো মা ব্রহ্মপদ, পদ আপদ নাই যে স্থানে ।
আমি নিরন্তর ডাকি তুমি শোন না কাণে,
আছে শেব কল্পে শিববাণী, মা নাই মা মনে জানি,
(ওগো জননি !) যা থাকে অদৃষ্টে আমার,
করবো যজ্ঞে আত্মশ্রদ্ধা তিলকাঞ্চনে ॥ ১০৯০

— গুরুদাস চক্রবর্তী ।

সিদ্ধ—আড়াঠেকা ।

কোথায় ওরে ভ্রান্ত মন শ্যামা মাকে ডাক দেখি রে,
ধীর সনেতে ভোলানাথ, কৈলাসেতে বিরাজ করে ।
যদি দেখা পাই রে মারে, মনের কথা বলি তাঁরে,
নিজগুণে কুপাময়ী যদি দাসে রক্ষা করে ।
ধ্বিজ কদার বলে মন, মা নয় সামান্ত ধন,
ভক্তিভাবে ডাকলে পরে, তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে ॥ ১০৯১

— কদারনাথ চক্রবর্তী ।

সিদ্ধ তৈরবী—৪৭ ।

করে বাম-করে অসিধরা, ক্রধিব পড়িছে ধারা,
কণ্ঠদেশে-শিরধারা, মায়ের চরণেতে শিব ধরা ।
ও গো তোর জেতের ধারা, প্রাণ-পতিরে প্রাণে সারা,
দেখিয়ে তোর ক্ষেপার ধারা, অস্থির হতেছে ধরা ॥

কেদারনাথের এই নিবেদন, কেদারনাথকে কর মা মোচন,
তুই হলি মা রণে মত্ত, কেদারনাথ তোর গেল মারা ॥ ১০৯০

— কেদারনাথ চক্রবর্তী ।

ভৈরবী—৫৭ ।

কোথা গো দক্ষিণে কালী কালভয় নিবারিণী ।
বারে বারে এত ডাকি মা দয়া নাহি হ্রিলাচনী ।
যদি ভক্ত জনে মুক্ত না করিবে নিস্তারিণী ।
(তবে) হৃৎখহবা তারা নাম, কেউ লবে না তারিণী ॥
দ্বিজ কেদাবেব এই বারী, ওগো শিবমন্মোহিনী,
বারেক কটাক কর মা মোক্ষ রূপা কাত্যায়নী ॥ ১০৯৩

ঐ

বাঁধা—আড়া ।

সিংহবাহিনী, হ্রিশূলধারিণী, হ্রিনয়নী মহিবমঙ্গিনী ।
রূপেতে অগত মোহিত, হ্রিভুবন প্রকাশিত,
একত্রে উদ্ধৃত, স্থির শত সৌদামিনী ।
দাস অকিঞ্চন আশ, নাশ মম ভবপাশ,
তবে বিশেষ নাম প্রকাশ তারিণী ॥ ১০৯৪

দেওয়ান রঘুনাথ রায় ।

হাথির—একতালা ।

মা যোগমায়া, যোগেশ আয়া, যোগযুক্ত বিনে,
কে হয় যোগ্য বল, তুর্গে হ্রি-তত্ত্ব সাধনে ॥
আমি দীন মূঢ় হ'য়ে, মত্ত কুসঙ্গে করি মা ভ্রমণ,
তব তত্ত্ব জ্ঞতি হারারে, হয়েছি অজ্ঞানাক্ষ কূপেতে পণ ।

যদি স্বীয় গুণে, অকৃতি হৃর্জনে,
প্রসন্ন হও মা কৃপাবলোকনে ;
তবে অকিঞ্চন, পায় পরিভ্রাণ,
নিজ হৃকৃতি বন্ধনে ॥ ১০৯৫

— দেওয়ান রঘুনাথ রায় ।

ভৈরবী—একতাল ।

রিপুবশে, কুরসান্তিলাষে গো,
মুগ্ধ হয়েছে মন আমার ।
হিতাহিত কিঞ্চিৎ না করয়ে বিচার ॥
মত্ত করীবর যেন, কুপথে ভ্রময়ে মন,
বিবেক অক্লুশ বিনে, উপায় নাহিক আর ।
দুর্ঘতি দুর্গতি হরা, ভূমি ব্রহ্মময়ী তাবা',
তব কৃপা কটাক্ষ কিরণে, নাশে অজ্ঞান আঁধার ।
কর যদি অকিঞ্চনে, করুণা করুণা-গুণে,
ঘোষে ত্রিভুবনে মা, অসীম মহিমা তোমার ॥ ১০৯৬ ঐ

— দিকু—তিওট ।

কি শোভা মহিষমর্দিনী ।
হেরি ত্রিভুবনজন, আনন্দিত মন,
পুলকে করে জয়ধ্বনি ।
দশভুজে, নানাবিধ আয়ুধ সাজে,
কটিতে বাজিছে কিঙ্কিনী ।
পরিধান বিচিত্র বসন, অতি সুশোভন,
অঞ্চলে দোলে গজমুক্তা শ্রেণী ।

শিশু শশী ভালে, চাঁচর কুন্তলে,
 মণিতে ঐখিত সুবেণী ।
 অরুণোপর, অবিবাদে রজনীকর,
 চরণ গুণ গো এমনি ;
 অকিঞ্চন মন, প্রকাশ কারণ, ভবাক্ষি তরণে তরণী ॥ ১০৯৭
 দেওয়ান রঘুনাথ রায় ।

বেহাগ—আড়া ।

মা হেরস-জননী ।
 হবজদি মণি হৈমবতী হেমবরণী ॥
 হিমকর ভালে, হিমগিরিবালা,
 হর মায়াজালে গো তারিণী ।
 হীবকাদি মণি, হিরণ্যরচিতহারিণী,
 হলাহল ধর পরিত্রিণী ;—
 হসিত বদনী, হিতকারিণী,
 মা হের অকিঞ্চনে দীন জানি ॥ ১০৯৮ ঐ

ইমন—তিওট ।

তব চরণ ছুখানি শোভে চিত্রতরণী,
 ছুস্তর ভবর্ণবে হইতে পার ।
 মনন স্রবণ, এ তরণীর বাহকগণ,
 ত্রীশুক চরণ কর্ণধার ।
 যতনে যে জন, ইহাতে করে দৃঢ় মন,

অনায়াসে তারিণী গো হইবে উদ্ধার,
ভবান্ন কূপে মগন, মৃঢ়মতি অকিঞ্চন,
কৃপা বিনে গতি নাই তার ॥ ১০৯৯

দেওয়ান রঘুনাথ রায় ।

সোহিনী—কাওয়ালী ।

তার গো তারিণী এ মা আমারে ।
আমি মৃঢ়মতি গতি রহিত,
যদি বিতর করুণা গো এ জনে ।
তবে সে মহিমা জানিবে জগজ্জনে কৃপাবতারিণী,
গিরি রাজনন্দিনী, দয়ানাথ গৃহিণী,
গণপতি জননী হয়ে ;
কৃপণতা করিছ কেন, কৃপা বিতরণে অকিঞ্চনে ॥ ১১০০

ঐ

সিদ্ধু—আড়া ।

চিঞ্চয়ী সনাতনী, নিৰ্গুণা চৈতন্ত্য রূপিণী,
কে বুঝিতে পারে তত্ত্ব অতি গহন ।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, নিরন্তর করি ধ্যান,
না পায় সন্ধান অহমাদি কি গণনা ।
স্বগুণ রূপ সাধন, আগম নিগম প্রমাণ,
হর মনোমোহিনী রূপ মনেতে ভাবনা ।
সদা করি এই অবলম্বন, লভিবে নিম্নল জ্ঞান,
হবে প্রাপ্ত অস্ত্রে অকিঞ্চন সে কামনা ॥ ১১০১ ঐ

কিৰিট—আড়া ।

হে ভগবতি সতি, প্রজাপতি হৃদিতে ।
কোট উড়ু পতি জিনি, শ্রীমুখের জ্যোতি,
গুণাতীত গুণবতী প্রধান শক্তি ।
ওনা আমি জড়মতি, কিবা জানি স্তুতি,
গতি হীন অকিঞ্চনে তুমি মাত্র গতি ॥ ১১০২

— দেওয়ান রঘুনাথ রায় ।

ইমন—আড়া ।

কেমনে হব পার গো, এ ভব জলনিধি,
তোমার করুণা বিনে, তারিণী এবার ।
বিবিধ পাপে অতিভার মম কলেবর,
নিমগ্ন হয়েছি দুর্গে কর গো উদ্ধার ।
অষ্টাঙ্গ যোগে সাধিয়ে, বিবেক নির্মল হিয়ে,
হয় যার, সে কি আর তোমায় দিবে ভার ।
অকৃতি নিষ্ঠুর দীন, ক্রিয়াহীন অকিঞ্চন,
তার তারে তবে জানি মহিমা তোমার ॥ ১১০৩ ঐ

— দিহু—ঠেকা ।

দুর্গে দুর্গতি হারিণি তারিণি ।
অনুগত প্রগত ভকত হিত কারিণী ।
চিৎস্বয়ী নিষ্ঠুরানন্ত গুণধারিণী ।
অপার মহিমা, বেদাগমে তব নাহি সীমা,
আমি মুঢ় জ্ঞানহীন, তব কি জানি ;

মা স্বপ্নে করুণা দানে, হইও গো চরমে,
অকিঞ্চন চিত্তচরিত্রী ॥ ১১০৪

— দেওয়ান রঘুনাথ রায় ।

টোরি—আড়া ।

হের মা এ দীনে, প্রপন্ন অধীন জনে,
তোমা বিনে, কে আছে তাবিত্রী ত্রিভুবনে ।

হুর্গে হুর্গতিনাশিনী অশ্বে,
জগদানন্দদায়িনী জননী জগদশ্বে,

তনয়ে তার কৃপালশ্বনে ।

উমা ত্রিপুরহর জায়া,

সুরেশ্বরী হরপ্রিয়া,

অসীম তব মহিমা কে জানে ।

অমল কমলে, শশধর ভালে,

গৌরি গিরীশ গৃহিণী গিরিবালে,

ভবভয় ভঞ্জে, ত্রাহি অকিঞ্চনে ॥ ১১০৫ ঐ

— যোগীশ—একতালা ।

অভয়ার অভয় পদ কর মন সার ।

ভয় অভয় পেয়ে দূরে যাবে রে তোমার ॥

অকর্ম্ম জনিত ভয়, যদি ভোগাধীন হয়,

ভয়হরা তারা নামে পাইবে নিস্তার ।

প্রাণ্ডিযুক্ত প্রাপ্তি হয়ে, হেলায় হারালে দিন,

অধুনা বিহিত বচন, শুন রে আমার ;

অচঞ্চল হয়ে চিৎখী শক্তির ধ্যান কর রে,
না হইও অকিঞ্চন বন্ধ আর ॥ ১১০৬

— দেওয়ান রঘুনাথ রায় ।

ঝিঁঝিট—আড়া ।

অজ্ঞান ভাবেতে দিন তো গেল বহিয়ে,
মা চরমে কি হবে শিবে ।
মানস তামস অতি কুরসাভিলাষে কুতি,
না চিন্তয়ে জনম মরণ দেখিয়ে ।
নিয়ন্ত অবিদ্যা বশ, পরনিন্দা পরিহাস,
অকিঞ্চনে ক্রাহি তুর্গে জ্ঞানদা হইয়ে ॥ ১১০৭ ঐ

—
ভৈরবী—চিমে ভেতালী ।

দেখরে নয়ন ভরে কালী, যদি ভবে যাবি তরে ।
নীলবরবী রূপে মুণ্ডমালা ধরি ॥
নব সখী চারিদিকে ঘেরে, অভয় বরদা বরে,
অসি মুণ্ড আছে ধরে ।
চবকে চবকে সুরা দেয় কর পুরি
যোগিনী যোগাইতেছে,
বামা সুরাপনে ঢল ঢল ঢলে পড়িতেছে,
ধর ধর ধর শ্যামা মারে ॥ ১১০৮

— আশুতোষ দেব (ছাত্তুবাঈ)

ভৈরবী—আড়া ।

কালী নাম অগ্নি লাগিল মম পাপ কাননে ।
প্রবল হতেছে অতি রসনা পবনে ॥

কামাদি তরুণর, দক্ষ হলো পরম্পর,
 কুমতি কুরঙ্গী তারা বাঁচবে কেমনে ।
 অবশিষ্ট মায়া যত, হইয়া বিহঙ্গমত,
 পলাইতে শূন্যপথে, আছে আরাধনে ।
 কালী নাম লইলে মুখে, উঠে যে শিখে,
 অমনি হইবে ভস্ম মহিমা গুণে ॥ ১১০৯

আশুতোষ দেব (ছাত্তাবু) ।

ভৈরবী—আড়া ।

ভৈরবী ভবভাবিনী ।

ভারতী ভবানী ভবরাণী, ভবসীমন্তিনী, ভবেশী ভীষণ রূপিণী ।
 ভাসসী ভূভার হারিণী, ভবভগ ভঞ্জিনী, ভবানী ভবরাণী ॥ ১১১০

ঐ

ভৈরবী—ঠেকা ।

কালী করুণাময়ী কখন বলিব না ।
 এত হৃৎ দিলে তবু কিছু দয়া হলো না ।
 বড় সাধ ছিল মনে, স্থান পাব ও চরণে,
 আশুতোষ হৃদয়ে রেখেচে কারু দিবে না ॥ ১১১১ ঐ

ভৈরবী—ঠেকা ।

ভৈরবী ভববন্ধন বিনাশিনী ।
 ভীমা ভগবতী ভবসীমন্তিনী ॥
 ভবজায়া ভয়হরা বিশ্বের জননী,
 অতঙ্গে ভয়হর ভয়ঙ্করী ভবানী ॥ ১১১২ ঐ

ভৈরবী—তেতাল ।

যদি বাঁচি রে মন, সংসার চিররোগে ।
 সুবিচার মহৌষধি কর রে সেবন ॥
 ভস্ম কর অহঙ্কার, চূর্ণ কর মমতার,
 বিবেক রসেতে সাধুশীলে ঘরষণ ।
 অল্পপান গুন বলি, জগতে তুমি হবে বলী,
 গুরু নামাবলী আশু করবে লিখন ॥ ১১১৩

আশুতোষ দেব (ছাত্তুবাবু) ।

ভৈরবী—চিমে তেতাল ।

কি হবে উপায় তাই বল মা তারা ।
 ভবভয়, কাতর অতিশয়, বিষম বিষয় ফাঁদে,
 মন রইল বন্ধ, কি অন্ধ তত্ত্বপথ হারা ।
 জন্ম অবধি করিয়ে, তব পদ না আরাধিয়ে,
 দিনগত কলেবর, পাপে হইল ভরা,
 ভরসা কেবল ভবদারা ॥ ১১১৪

ঐ

ভৈরবী—চিমে তেতাল ।

কি হবে গো তারা আমার এবার ।
 আমি দীন-হীন ক্ষীণ অতি দুঃস্বাচার ॥
 হইয়া বিষয়বৃত্ত, কুপথে যে মনোরত,
 নাহি ভাবে পরমার্থ, তত্ত্ব একবার ।
 অগতির তুমি গতি, কি করিব স্তব স্তুতি,
 রবিস্মৃত দূত ভীতে আশু কর পার ॥ ১১১৫

ভৈরবী—আড়া ।

লঙ্কারূপা লঙ্কাতীত যদি না করিবে ।
থাক মা গো লঙ্কা লয়ে কেবা লঙ্কা পাবে ॥
তাজি ব্রীড়া কর ক্রীড়া সদা লয়ে শিব,
আসবে উন্নতা হয়ে গ্রাস কবো শব,
মান লয়ে যাবি গো কেবা ভাব দিবে ;
কার মনে ভয় নাই মা কালীতে কালী মিশাইবে ॥ ১১১৬

— আশুতোষ দেব (ছাত্তাবু) ।

ভৈরবী—ঠেকা ।

এই বলি চরণে তোমার ।
অঠর যন্ত্রণা আর দিবে কত বার ॥
মনের মতে হয়ে মত্ত, অপরাধ করিয়াছি কত,
নিকটে শমনাগত, ভরসা তোমার ॥ ১১১৭ ঐ

ভৈরবী—তিওট ।

শুন হরদারা, কৃপা কর তরা,
পাপী তাপিকে, পশুপালিকে গো ।
নাহি পুণ্যবল, কি হইবে বল,
হইয়ে বিকল, ভাবি কালিকে ।
কামাদি ষট, তারা অতি শঠ,
ঘটায় অঘট, রিপুনাথিকে ।
করুণাময়ি ত্রাণ, দেতি পদে স্থান,
তোষ এ সন্তান, জগদধিকে ॥ ১১১৮ ঐ

ভৈরবী—হুংরি ।

ভয় কি রে ভ্রান্ত মন তুই হুগা হুগা বল ।

অমরে অভয়দাত্রী হস্তী-দৈত্য-বল ।

শমনেরি বলহরা হুর্কলেরি বল,

তুনেছি তুলত নামে চতুর্কর্গ ফল ।

প্রাণ ভরা নাম করে মরণ মঙ্গল ;

প্রসাদ বিষাদ রে মন সতত চঞ্চল ।

স্থির নহে দাবানল কর রে শীতল ॥ ১১১৯

আশুতোষ দেব (ছাত্তুবাবু) ।

বিভাস—একতালা ।

জাগ জাগ কুলকুণ্ডলিনী ।

চতুর্দল বুতে, স্বয়ম্ভু সহিতে,

নিদ্রিত কি হবে জননি ।

পদে পদে পৃথক মূর্তি, সিংহাসিত নানা জ্যোতি,

চাও গো ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী, জ্ঞাননেত্রাবলোকনে ।

এসো গো শিরসি সরজোপরে,

বিরাজ কর গো শ্রীনাথ উরে,

জাক গো আনন্দা আনন্দ ভরে,

সদা সিদ্ধ-রসপায়িনী ॥ ১১২০

ঐ

কালেড়ো—চিমে তেতালা ।

কেও গজেন্দ্রগামিনী বামা যোগেন্দ্রমোহিনী ।

মগনা নগনা গলিত কুঞ্চিত কেশ ধাইয়াছে ধরণী ।

রবি শশী দহন, জিনিয়ে জিনয়ন,
অটু অটু হাসে যেন, ঘনে সৌকামিনী ।
কিস্কর নখর বালা, অরি ছিন্ন করি বালা,
কণ্ঠে পরে শিরমালা, এ কালকামিনী ॥ ১১২১
আঙতোষ দেব (ছাত্তুবাবু) ।

দোহিনী—কাণ্ডরানী ।

কিবা নাটিছে বিহাস্তরে রাণী ।
লক্ষ্মী গজানন গুহ, সূচাক চাককলী,
ভালেতে ভাসু শশী শোভিছে রণে নাটিছে ।
কোটী যোগিনী লয়ে, জিতারব বেশা হয়ে,
হাসিতে রজনী গেলিছে ।
কত শতাকণোদয় হিলোচনে,
গাইছে নারদাদিগণেতে আর পুজিছে ।
বিধাতা ধবয়ে তাল, ফু কু করয়ে ব্যাল,
বম্ বম্ পাল বাজিছে ।
ভৈরব কি ভীতিতে, ঈশ্বরে দয়া কর ভবেতে,
এই যাটিছে ॥ ১১২২ ঐ

আলের!—চৌহান ।

শিব শঙ্কু সদাম্বন্ধ শূন্যরাণী সর্কেশ্বর ।
ব্যোমকেশ বৈদ্যনাথ, কৃষ্ণভবাহন বকেশ্বর ।
বামদেব বহু নারদ বাসনি, প্রিয় বিশেষ্বর ভবভয়ভঞ্জন ।
ভক্তবৎসল দীননাথ হৃৎযমোচন, দক্ষদলন দিগম্বর ।

পরমযোগী পরমাস্ত্রা পশুপতি পরশুর,

গিরিজাপতি শঙ্কর ।

গিরিশঙ্কর গোপেশ্বর, আদিনাথ অমৃতাক্ষ,

আমৃতোষ অলকেশ্বর ॥ ১১২৩

আমৃতোষ দেব (ছাতুবাবু) ।

আসোরারি টোরি—হরিতাল ।

কেরে হর উরসি ।

শ্যামা মনোরমা গুণধামা,

হাসিছে ভাসিছে সুধারাশি ।

নবজলধর আভা, মুনি মনোশোভা ;

পদযুগে শোভে ভাস্ম শশী ॥ ১১২৪ ঐ

টোরি—তেওরা ।

রণে মত্তা দিগম্বরী, নাচিছে শবোপরি ।

হিহি অট্টহাসে আমরা মরি ॥

এলোকেশী ভালে শশী, অসিধারিনী ; রণমাঝে কে নাচিছে।

তাবিক তাবিক ধিক ধিক ধিক বাজিছে ভেরী ॥ ১১২৫ ঐ

বেলাগুল আলোয়া—হরি ।

ওরে মন নীলবরণী চরণ কেন ভাব না

কিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমেতে ধারণা,

মিছা অন্ত দেহ ভেবে দেখনা ।

মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে, মণিপূরে সাধ ধ্যানে,

অনাহতে বিগুহে মিলন ;

আজ্ঞাচক্র করি ভেদ দেখ না,
কুণ্ডলিনী কালী কালে মিশায় না ।
ঈড়া শূরুয়া পিঙ্গলা, যোগপথ করি আলা,
আছে মন আমারো কেন পাইতেছ আলা ;
নিরবধি তাহে কেন লুকাইয়ে থাক না,
কালে কোন কোন খুজে পাবে না ।
ইহা বই আরো ন হি, যোগপথের উপায় এহি,
ভাব পরাংপর সেই কালী ব্রহ্মময়ী ;
থাকিলে প্রবৃত্তি ভাবে নিবৃত্তি হবে না,
রামচন্দ্র স্থির হৈলে ফের আশা হবে না ॥ ১১২৬

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।

টোরি—আড়া ।

মম নয়ন অন্তরে সদাই লুকাও গো ।
ভাবিলে না পাই দেখা এই কি সম্ভবে গো ।
দেখিতে যতন করি, তোমায় ভুলে অস্ত্রে হেরি,
থাকিয়ে অন্তরে শ্যামা কর গো চ'তুরি ;
তুমিতো বিষম মেণে কে তোমাবে জানে গো ।
যেন সূর্য্য প্রতিবিন্ধ, প্রকাশয়ে যথা অশু,
অন্তথা অদৃষ্ট বস্তু দেখা নাহি যায় ;
রামচন্দ্রে দর্পণেতে দেখাও রাঙ্গাপদ গো ॥ ১১২৭

ঐ

বট ভৈরবী—বৎ ।

এখনো কি ব্রহ্মময়ী হয় নাই মা তোর মনের মত,
অবৃত্তি সহানের প্রতি যত্নণা আর দিবি কত ।

জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি, মসিল দিয়ে তশীল করিলি,
 হিসাব কোরে দেখ দেখি মা,
 আমার হৃৎখের বাকি কত ।
 ভুলাইয়ে ভবে আনিলি, বিবর বিষ খাওয়াইলি,
 বিবের জ্বালায় সদা জ্বলি, দুর্গা বলে ডাকব কত ॥ ১১২৮
 গৌরমোহন রায় ।

ললিত—একতারা ।

আনন্দময়ী হয়ে গো আমার নিরানন্দ করে না ।
 হুটী অভয় চরণ বিনা আমার মন অন্ত কিছু জানে না ॥
 ভবানী ভাবিবে, ভবে যাব চলে, এই ছিল মনে বাসনা,
 ভবের মাঝারে, ডুবলি আমারে, স্বপনেও ইহা জানি না ।
 আমি অচিনি, দুর্গানামে ভাষি, তবু হৃৎখরাশি গেল না ।
 আমি যদি মরি, ও হরহুন্দরী,
 দুর্গানাম কেহ লবে না ॥ ১১২৯

সঙ্গীতকার—চিমে স্তোতালা ।

কিনা অপরাধে মরি হায় হায় !
 কিনা রক্ত উৎপল অভা অতি মনোলোভা,
 কনক নুপুর শোভা পায় পায় ।
 ছিল নীলাশ্রবী এবে দিগম্বরী,
 তলো মতেশ্বরী ঐত্রজেশ্বরী,
 নামানুহ পানে মগনা সদা, শিব মোহিনী স্বরূপিণী :
 অষ্ট সতীতে কিনা ভাকিনী যোগিনী ভাবে,
 নাচিছে গাইছে মাদোল বাজিছে,

ধূং কিটি ধূং, বাজে থাক কেটে তাক,
 ধূম কেটে তাক খেলা, খেলা তুম তারে দেলা,
 নার দেব দেবে দে,
 তুম দেব দেব দেব দানিতা তারে দানি,
 অতুল রূপের আমি কি দিব তুলনা তায় ॥ ১১৩০

রূপচাঁদ পক্ষী ।

পরজ—আড়াঠেকা ।

তাই তারা তোমায় ডাকি ।
 পাছে শিববাক্য মিথ্যা হয়, শেষে দেও মা ফাঁকি ॥
 তন্ত্রেতে শিবের উক্তি, তাবা নাম নিলে মুক্তি,
 তবে কেন এ ভবেতে পড়ে আমি থাকি ।
 তাবিলী ব্রাহ্মণী বাণী, শুন ওগো ও ভবানী,
 অন্তকালে ও রাক্ষ চরণ যেন দেখি ॥ ১১৩১

তারিণী দেবী ।

[বাজরাজেশ্বরী ।]

বেহাগ—আড়া ।

কি কর দরশন ! (বাজরাজেশ্বরী) !
 রক্তবর্ণা ব্রিনযনা ভালে শশী স্নুশোভন ।
 কমলজ কমলাক্ষ, রুদ্র ঈশ বিরূপাক্ষ,
 পঞ্চ-প্রত-নির্মিত বসিবাব সিংহাসন ॥
 শোভা করে চাবি করে, পাশাঙ্কুশ ধনুশরে,
 প্রতি অঙ্গে প্রভা করে বিবিধ ভূষণ ।
 স্বজন পালন লয়, রাজকার্য্য এই হয়,
 প্রজাপতি প্রজা, তবু, ভিখারী শিবের ধন ॥ ১১৩২

শিবচন্দ্র সরকার ।

[ভুবনেশ্বরী ।]

বাহার—৪৭ ।

ভুবনেশ্বরী মা রূপে নাই সীমা ।
 রক্তবর্ণ পদ্মাসনা, ত্রিলোচনী সুভূষণা,
 প্রভাকরে উত্তমাস্ত্রে অর্দ্ধভাগ চন্দ্রমা ।
 পাশাকুশ বরাভয় চারি করে শে.ভয়,
 মণিময় অলঙ্কার, ন.হি তার উপমা ।
 মহাবিদ্যা অ.রাধিতে, সদাশিব সমাধিতে,
 করতলে ইষ্ট-সিদ্ধি, অষ্টসিদ্ধি অনিমা ॥ ১১৩৩

শিবচন্দ্র সরকার ।

[ভৈরবী ।]

ভৈরবী—ঠুংরি ।

জদি পদ্মাসনে করে মা ভৈরবী !
 চতুর্ভুজা অক্ষ পুণ্ড্রি মালাবর মা ভৈরবী !
 রক্তবর্ণা ত্রিনদা, মুণ্ডমালা সুভূষণা,
 ভালে খণ্ডশলী প্রতিপদে প্রভাকর রবি ।
 মনে মনে মনোযোগ, করি এই মনোযোগ,
 যদি হয় যোগাযোগ শিব হয়ে পদে রবি ॥ ১১৩৪ ঐ

[ছিন্নমস্তা ।]

সিদ্ধ খাণ্ডাজ—৪৭ ।

এ নারীকে নারি চিনিতে, কার বনিতে ।
 শিরশ্চেন্দ্র স্বয়ং করি, ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী,
 রক্তবর্ণা নগনা মগনা শোণিতে ॥

পদ্ম মধ্যে কর্ণিকার, কিবা সাধ্য বর্ণিবার,
 তিনঙ্গে শোভিত ত্রিকোণ বহ্নিতে ।
 কঠোপিত রুধির ত্রিধার,
 তার একধার ধরে নিজ অধরে, কি মাধুরী জানিতে ।
 আরোহণ শবোপর, রুধির পানে তৎপর,
 দুই ধার পিয়ে পাশে দ্বিযোগিনীতে ॥
 বিপতীত স্রবতে স্রবত রতি পতি,
 তত্পরি মূবতি কুপাণ পাণিতে ।
 ছিন্নমুণ্ড কবতলে, অস্তি মুণ্ডমালা গলে,
 স্রুশোভিত যজ্ঞ উপবীত ফণীতে,
 কলানাথ ফলিত কপালমালা দিনমণিতে ।
 আধকলা চন্দ্রাননে কি শোভিত,
 তস্মৈ তুমি স্ততঃসিক্তি, শিবে দে মা ইষ্টসিক্তি,
 অস্তে যেন যঃ প্রাণ স্তবধনীতে ॥ ১১৩৫

— রাজা শিবচন্দ্র রায় ।

[ধূমাবতী ।]

পরজ—একতালা ।

একা কে কাকর ধবজরথ আরোহিণী ।
 ধূমাবতী ভগবতী ধূমা বরনী ॥
 বিষ খাইতে নাহি কুলায়, বামা করে করি কুলায়,
 হেলায়ে দক্ষিণ কর, হেলায়ে সুবিস্তার বদনী ।
 জীর্ণ জীর্ণবপুঃ অবয়বা, বৃদ্ধ বিধবা কতই বয়ঃ বা,
 পবন হিল্লোলে স্তনদ্বয় দোলে, জগত জননী ।

অন্নদায় এ যে দেখি অন্নদায়,
 মৃত্যুঞ্জয় আর' বৈধব্য দশায়,
 পাংগল হল শি' (এই) অভিশ্রায়,
 গৃহিণী পাংগলিনী । ১১৩৬

শিবচন্দ্র সরকার ।

[বগল' ।]

কেদার'—ধামাল ।

রতন গৃহে কেবে বতন সিংহাসনোপরে,
 বোড়শী হু'শী শিবানী ।
 শীতাসব' শীতবর্ণা, য'র না সে রূপ বর্ণা,
 স্বর্ণালক'র ভূষিতা বালা চন্দ্র ভালিনী ।
 কে রে দমুজ বসনা ধরি, মুদগারে উর্জ করি,
 রবি শশী অনল সে ভীত ত্রিনয়নী ।
 তবার্জনা করে তঃখ বিমোচন শিবের,
 অভীষ্ট সিদ্ধি অটিবে প্রদায়িনী । ১১৩৭ ঐ

[মাতঙ্গী ।]

জয়চন্দ্রী—খাপতাল ।

খ্যামাসভঙ্গী, সুবসিমা' দংশনে ।
 মাতঙ্গী নব-বোড়শী রক্ত-পদ্মাসনে ।
 রক্ত অম্বর পরা, গলিত স্মৃচারি করা,
 পাল অঙ্কন ধরা চর্ম খড়্গের সনে ।
 অর্ধ শশী ভালিনী, সুবিশাল বিলোচনী,
 কাস ব্যালিনী জিনি বেকী বিশেষণে ;—

সকল গুণ সাবিকে, অমর আরাধিকে,

ত্রাহি অপরাধিকে, শিবতত্ত্ব উপাসনে ॥ ১১৩৮

শিবচন্দ্র সরকার ।

[কমলা ।]

মুলতান—আড়া ।

মদন-মখন মনোহারিণী ।

অতনী কুসুমসম সুবর্ণ বরনী ॥

চতুর্দন্ত চারি খেত, করীকরে বেষ্টিত,

রতন ঘটে অমৃত, অভিষেকে শিবানী ।

শোভে চারি করবরে, পদ্মদ্বয়ে অভয় বরে,

পাদপদ্ম পদ্মোপরে, পদ্মসদ্বিহারিণী ॥ ১১৩৯ ঐ

আলোরা—হুঁংরি ।

শ্যামাধন সাধন কর, সামান্য ধনে কি হবে ;

যিলে খুলে নিধন যে ধন, সে ধনে মন কাজ কি তবে ।

অমর-আরাধ্য ধন, বিরিকি বাঙ্কিত ধন,

শঙ্করের সঙ্কিত যে ধন, সঙ্কেতে সঙ্কিত হবে ।

ধনেশ্বর বল্বে ধনী, মহেন্দ্র মানিবে মানী,

সুরপুরে অরুণবনি, সুরধনী কোলে লবে ।

ধান্য ধন ধরণী ধন, হর হস্তী গোধন পো-ধন,

জ্ঞান-তুলেতে কর ওজন, এ সব ধনে পাষণ লবে ।

সিঁহের বস্ত্র পরশ পাথর, বাঙ্কা করে যত অবোধ নর,

তবে বলে তাহা ইতর, সাধক যে সে কেন ছোঁবে ।

রূপা সোণা মণিমাণিক, উপাসনা করে বণিক,
 এসব সম্পদ ক্ষণিক, ভাগিদারে ভাগ বসাবে ।
 চেকে রাখতে চাইনে সিদ্ধুক, চোঁকি দিতে চাইনে বন্দুক,
 তাঁর নামটী ভীমা ভয়ঙ্করী, ভয় করে যারে ভৈরবে ॥ ১১৪০

— প্যারিমোহন কবিরজ ।

[সাকার বর্ণন ।]

গৌরী—একতারা ।

কালী যে কেমন ধন কে জানে ।
 ধ্যানে কি জ্ঞানে বাক্য মনের অগোচর,
 আগমে যারে বাখানে ।
 চিন্ময় চিত্তস্বরূপা চিত্তক্ষেত্র-চারিণী,
 ব্রহ্মমাতা বরপ্রদা ব্রহ্মরত্ন-বাসিনী,
 সহস্র দলেতে সদা থাকেন ঈশান সনে ।
 প্রকৃতি পুরুষ রূপে লীলায় করেন নৃত্য,
 সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য কিছুতে নন্ লিপ্ত,
 কর্মকলে ভ্রমণে ভোগে মাত্র ভূতগণে ॥
 ঘটে পটে মঠে কাঠে যে ভাবে যে কল্পনায়,
 কর্মকলে কালে আসি কালী দেখা দেন তায়,
 পুরাতে সাধকের নাথ সাকারা হন স্বগুণে ।
 আন্তরিক অজ ইচ্ছা বাদবেশ্চ যে মায়ায়,
 মৃণালের তন্তু মধ্যে পলকেতে আসে যায়,
 পাষণ্ড প্যারী তবে সে কালী পাবে কেমনে ॥ ১১৪১ ঐ

মধুকানের হয় ।

এই বেলা মন নেবে ডেকে নীলাজবরগী মাকে ;
 নিলাম নিলাম কচ্ছে শমন, কখন নেবে নিলাম ডেকে ।
 কাল নিলে নিলামে ডেকে, কার শক্তি কে রাখবে ডেকে,
 লয়ে যাবে ডাকে ডাকে, তখন আর কি হবে ডেকে ।
 জাতি বজুগণে ডেকে, কায়াটা কাপড়ে ঢেকে,
 কাঁদবে সবে ডেকে ডেকে, সাড়া কেউ পাবে না ডেকে ।
 চুল পেকেছে দাঁত পড়েছে, পরমায়ুর মেখাদ গিয়েছে,
 পরোয়ানাঃ দেখ এসেছে, অতএব বলি তোকে ॥ ১১৪২

প্যারিমোহন কবিরাজ ।

বাহার—একতালা ।

কালী মুক্ত কর মা আমারে ।

সয়না কেশ আর শরীরে,

বহুকাল বন্দী আছি সংসার কারাগারে ॥

মায়া মোহ এমনি বেড়ি, সাধা কি যে এক পা নড়ি,

হাতে গলে দড়াদড়ি, দারাসুত পরিবারে ।

সাংসারিক কাজ খাটুনি, কারাবাসে টানা ঘানি,

কামাই নাই দিবা রজনী, অদৃষ্ট অমুসারে ।

বন্ধন মোচনের উপায়, কেবল আছে ঐ রাজা পায়,

যে ধরে হে অনালে পায়, শিব কন তত্ত্বসারে ।

কবিরাজের এই বাসনা, ব্রহ্মময়ী শবাসনা,

বিরিক্তি বাহিত পদে, লীন থাকি এবারে ॥ ১১৪৩ ঐ

মূলভান—একতাল ।

কালী বল মন আমার ।
 ভয়ানক ভব নদী নির্ভয়ে যদি হবে পার ॥
 সামান্য সরিতে নরে, না চেপে তরঙ্গী পরে,
 পার না হইতে পারে, দেখ প্রমাণ তার ।
 সে নদী সামান্য নয়, নৌকা নাই নিরাশ্রয়,
 পাছে কোন বিঘ্ন হয়, কর প্রতিকার ।
 কাল-কুমীর আছে কূলে, গেলে জোরে ধরে গেলে,
 কার শক্তি কে যাবে জলে, কে হইবে পার ।
 দয়াময়ীর দয়' যাবে, সেই জন যেতে পারে,
 পদতরী দেন তারে, কালী হয়ে কর্ণধার ।
 শয়নে স্বপনে, কালী জাগে যার মনে,
 কি চিন্তা মবণে রণে, শিববাক্য সার ।
 দ্বিজাধম প্যারী বলে, মা' আমার আসন্ন কালে,
 জিহ্বা যেন বিধমূলে কালী বলে অনিবার ॥ ১১৭৪

প্যারীমোহন কবিরঙ্গ ।

রামপ্রসাদী হর ।

আর কত কাল ভুগ্বে কালী, হয়ে আমি কৃষোর ঘড়া ।
 এই ভবকূপে কোনরূপে, নিবৃত্তি নাই ওঠা পড়া ॥
 আশীলক্ষ পাটে ঠেকে সর্কাসে পড়েছে কড়া ।
 আবার গলার কশা, শক্ত ফাঁসা, মায়ামোহ দড়ী দড়া ॥
 যুগে যুগে মলেম ভুগে, কিছুতে নাই নড়া চড়া ।
 শীতে কাঁপি জলে ভিজি রোদেতে হই বেগুণ পোষ ।

রোগে-ছিত্তে, কাল নিদ্রাতে, যখন থাকি হয়ে খোঁড়া ।

জীবাত্মা কাঁসারি বেটা, অমনি এসে দেয় মা জোড়া ॥

কি অপরাধ করেছি মা, এত কেন শাস্তি কড়া ।

কবি কয় তোর পায় পড়ি, আর করো না ফড়াছেড়া ॥ ১১৪৫

প্যারীমোহন কবিরত্ন ।

হাধির—একতালা ।

কালীপদ পঙ্কজে মতি যার,

ভব ঘোরে সে ঘোরে না আর ।

তাব মনের মল্য বিনাশেন বিমল,

অন্তরে থাকে না অজ্ঞান অন্ধকার ॥

রণে রাজস্বাবে, শ্মশানে মশানে শূন্যগারে,

শূন্যমার্গে হতাশনে, অজ্ঞাঘাতে উদ্ধাপাতে,

বিষপানে, বিষজী গমনে, বিদ্র নাইকো তার ।

দন্তী দন্তে শৃঙ্গী শৃঙ্গে নথী নখে,

নদী নদে হুদে শৈলে সমুদ্রকে,

রাক্ষসে কি খগে, পিশাচে পন্নগে,

প্যারী বলে সে পায় পারাবার ॥ ১১৪৬ ঐ

বসন্তবাহার—টিমে তেতালা ।

আমরি স্নানরী ভুবনমোহিনী ;

কিবা রূপ অপরূপ খেত সরোজবাসিনী,

খেত বরণী বীণাপাবি ।

রূপের তুলনা ভবে নাই আর,

মাকে অভূত্যা শোভা করে অমূল্য মণিহারে,
 মুনির মনোহাবী মনো হবের মনোহারিণী ।
 বেদ প্রকাশিনী বাণী বরদে বাক্য বাদিনী,
 জয়দে জননী জগদ্ধন্দিনী ।
 তুমি সুখদা মোক্ষদা সংসারের সার,
 কুরু কটাক্ষ নারায়ণি কালভয় নিবারিণী,
 এ দ্বিজ ব্রজমোহনের বসনা উল্লাসিনী । ১১৪৭

ব্রজমোহন রায় ।

ধাৰ্ম্মজ—আড়ধেমটা ।

মম স্ত্রধোদয়, যে দিনে উদয়,
 হবে গো জননী জানি সমুদয় ।
 এ ভব সংসার সকল অসার,
 হবে নৈরাকার, জলে জলময় ।
 সরসতীর হবে বেদে অবিচার,
 কমলার হবে কুভক্ষ্য আহার,
 অনাদির হবে জীবন সংহাব,
 পশ্চিমেতে হবে ভাস্কর উদয় ।
 পবনের যে দিন গতি রোধ হবে,
 ভূজঙ্ঘেতে যে দিন গরুড়ে দংশিবে,
 পতঙ্কেতে যে দিন মাতঙ্কে নংশিবে,
 সিংহিকার হবে শৃঙ্গালের ভয় ॥
 চন্দ্রের যে দিন হবে অসিত বরণ,
 ব্রহ্মার যে দিন হবে অনলে পতন,

জীবনেতে যাবে বরুণের জীবন,
 দয়াময়ীর হবে কঠিন হৃদয় ।
 দিবা ভাগে রাত্রি, রাত্রি ভাগে দিন,
 জলাভাবে নষ্ট সমুদ্রের মীন,
 আদ্যাশক্তি যে দিন হবে শক্তি হীন,
 যুধিষ্ঠিরে হবে পাপের সঞ্চয় ।
 ভূমিকম্প হবে কাশীতীর্থ ধামে,
 সাধু কষ্ট হবে বাধা কৃষ্ণ নামে,
 যদি বাজা হই হব সেই দিনে,
 দীন হীন দ্বিজ নরেশচন্দ্রে কয় । ১১৪৮

নবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।

মল্লাব—একতাল ।

কে ও রমণী নীরদ বরণী । স্বরহর হৃদে সমরে নাচিছে ।
 চরণ তরুণ অরুণ কিরণ, নগবে নলিনী প্রকাশ হতেছে ।
 শ্রীচরণ গুণে, ত্রিতাল ত্রিগুণে, স্রবীরে মধুব নুপুৰ বাজিছে ।
 শুনিয়ে সে প্রনি, কনক কিস্কিনী,
 ছলে সুরশ্রেণী শরণ লইছে ।
 গাভি সরোবর সলিল আশয়, ত্রিবলীৰ ছলে করিকর ধায়,
 কুণ্ড কুন্তবর বিশ্বমুলাধার, বাঁর পয়োধর ব্রহ্মাদি যাচে ।
 গাশির হার গলে সুশোভন, বর ভয় অসি শ্রীকরে ধারণ,
 কবাণ বদন করি দরশন, দেব হৃষ্ট মন, দানব কাঁপিছে ।
 হেবি বামার বাম উরু, জিনি রাম রত্না তরু,
 কাজে করি লাজে লুকায়েছে ।

কটিতট হেরি, স্মারক কেশরী, চির বনচারী বিধি করেছে ।
 স্মারক চাঁচর চিকুর কান্তি, চাহিতে চাতক জলদ জ্বালি,
 এ রণ শ্রান্তি, কর মা শান্তি, শ্রীশ মানস, আসন আছে ॥ ১১৪৯
 বাজা শ্রীশচন্দ্র রায় (নবদ্বীপাধিপতি) ।

কেদারা—টিমে তেতালা ।

দুর্গে দুর্গতি নাশিনী ।

দুস্তাবে নিস্তার তারা দল্লজ দলদলনী ॥
 দয়াময়ী হুংখহরা, দাফাযণী ভবদারা,
 দুস্তারে নিস্তার তাবা, দুঃহ দূরকারিণী ।
 দুবস্ত কুতান্ত ভয়ে, দুর্গে গো দহিছে হিয়ে,
 দয়া কব ভবপ্রিয়ে দুঃজটি মনোহারিণী ।
 দেহাশ্বেষ ছব জনে, এ দাসে ছয়দিকে টানে,
 দাত্তোদা গান্তীর্ঘা হীনে, দুর্গে গো কাম্পিত প্রাণী ।
 কহে দীন খগপতি, কি হবে দীনের গতি,
 দীনহারিণী দেও স্মৃতি, দরিত্র দুঃখহারিণী ॥ ১১৫০
 রূপচাঁদ পক্ষী ।

টোরি—কাওয়ালী ।

কিবে রূপ জগত-মোহিনী ।

জগদগ্রে প্রপন্ন-যমভয়-বারণ-কারণ

হলে মহিম মর্দিনী ॥

সৌদামিনী জ্বলি উজ্জল বরণী,

বদনে বলকে কত বেসর মণি,

বিবিধ আয়ুধ কবে, পদতরে কাঁপিছে ধরণী ।

(এ মা) একরূপে কত গুণ প্রকাশ করেছে তারা,
মহেশ মনোহরা, রিপুগণ ত্রাস করা,
স্বরভয় ভজিনী, সাধকজন্ম-মন-উল্লাসিনী ।
অনন্ত মহিমা বেদে শুনি কহে অকিঞ্চন,
তৃণ মহিষ নাশিতে এত আড়ম্বর কেন,
কটাক্ষেতে বিশ্ব লয় হয় গো তারিণী ॥ ১১৫১

দেওয়ান মহাশয় ।

ষট্ ভৈরবী—৮৭ ।

নির্কীর্ণ গেরাবু খেলায় গির্কানী দেখি সংশয় ।
শত্রু সঙ্গে বসে আজি হই বুকি মা পরাজয় ॥
যুগে যুগে তাস তেসে, খেলুতে তয় মা দশা দোষে,
বদরং যুড়ে এসে, পাপ-পঙ্খা ছকা হয় ।
ভক্তি-হৃদয় হাতে এলে, পাছে বাজি জ্বিতি বলে,
হাতের পিটু দেয় ফেলে, সাধ ক'রে সাত তুরূপ কয় ।
দেখালে বিবেক-বিস্তি, বলে কি জন্মেছে ভ্রান্তি,
খেলাতে না দেখে শাস্তি, ভবানী পেয়েছি ভয় ।
চিত্তশুদ্ধি রঙ্গের ফেরাই. যোগে যাগে যদি ফেরাই,
বাসনা পঙ্খাশ হেঁকে, হাতের পাঁচ কেড়ে লয় ।
মন ছিল যে রঙ্গের গোলাম, সে হলো বিপক্ষ গোলাম,
দেখে শুনে হাবা হলাম, এ ছুঃখ কি প্রাণে নয় ।
প্যাণী কয় তোর কৃপাবলে, তত্ত্বজ্ঞান রং পোলে,
চক্কা মেরে যাই মা চলে, রিপুদলে ক'রে জয় ॥ ১১৫২

প্যারীমোহন কবিরত্ন ।

সোহিনী—একতারা ।

আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় একতরে ।
 শিবের সর্বস্ব ধন মাংয়ের চরণ, যদি আঙে পারি হ'রে ॥
 আগা ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা,
 তবে মানব দেহের দক্ষা সারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে ।
 গুরুবাক্য দৃঢ় ক'রে, যদি যাইতে পারি ঘরে,
 ভক্তিমান হরকে মেরে, শিবত্ব পদ লব কেড়ে ॥ ১১৫৩

রামপ্রসাদ সেন ।

প্রসাদী হর—একতারা ।

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি ।

আমি তোমা বিনা নাহি খেলি ॥

এড়ি বেড়ি ভেড়ি চাইল, চাম্পাকলি ধূলাধূলি ।
 আমি কালীব নামে মারব বাড়ি, ভাঙ্গব যমের মাথার খুলি ।
 ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি তাইতে পাগল ভুলে গেলি,
 রামপ্রসাদের খেলা ভাঙ্গলি, গলে দিলি কাঁথা বুলি ॥ ১১৫৪

রামপ্রসাদ সেন ।

প্রসাদী হর—একতারা ।

কালী সব ঘুচালে গেটা । *

আগম নিগম শিবের বচন, মান কি না মানবি সেট ।
 অশান পেলে ভালবাস মা, ভুচ্ছকর মণি কোটা ।
 মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন,
 ঘুচল না আর সিদ্ধি ঘোটা ।

* এই গীত ও কবলাকান্তের “কালী সব ঘুচালি লেঠা” গীতটি প্রায় এক
 কবের ।

যে জন তোমায় ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা,
তার কটীতে কোঁপীন মেলে না, গায় ছাই আর মাথায় জটা ।
ভূতলে আনিয়ে মা গো, করলে আমার লোহা পিটা ।
আমি তবু কালী ব'লে ডাকি, লাবাস আমার বুকের পাটা ।
চাকলা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা,
এষে মায় পোয়ে এমন ব্যবহার, হৈহার কর্ম বুঝে কেটা ॥ ১১৫৫
রামপ্রসাদ সেন ।

রামপ্রসাদী হর—একতারা ।

মা পো তারা ও শঙ্করী ।

কোনু অবিচারে আমার উপর করলে হুখের ডিক্রীজারী ॥
এক আসামী ছয়টা প্যাঙ্গা, বলমা কিসে সামাই করি,
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছটারে বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি ।
নদের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তা'ব নামেতে নিলাম আরি,
ঐ যে পান বেচে খায় কুণ্ডপাষ্টি * তা'রে দিলে জমিদারী ।
হজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি ।
আমায় ফিকিরে ফিকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী ।
হজুরে উকীল যে জনা, ডিস্মিশে তাঁর আশয় ভারি,
করে আসনসজ্জি, সওয়ালবন্দী, যে রূপে মা আমি হারি ।
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি,
হিণ স্থানের মধ্যে অভয়চরণ তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারী ॥ ১১৫৬
রামপ্রসাদ সেন ।

[বারাগণী দর্শনে রচিত ।]

প্রসাদী হর—একতালা ।

অন্নপূর্ণার ধন্ত কালী ।

শিব ধন্ত, কালী ধন্ত, ধন্ত ধন্ত গো আনন্দময়ী ॥

ভাগীরথি বিরাজিত হয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ।

উত্তর বাহিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশি ॥

শিবের ত্রিশূলে কালী, বেষ্টিত কঙ্কণ আসি,

তন্মধ্যে মবিলে জীব শিবের শরীরে মিসি ॥

কি মহিমা অন্নপূর্ণাব, কেউ থাকে না উপবাসী

ও মা রামপ্রসাদ অভূক্ত তোমার চরণ ধুলার অভিলাষী ॥ ১১৫৫

রামপ্রসাদ সেন ।

ভংলা—একতালা ।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি ।

আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি ॥

কালী নাম মহামন্ত্র, আত্মপির শিখায় বেঁধেছি,

আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি ।

কালীনাম কল্পতরু জন্মে রোপণ করেছি ।

এবার শমন এলে জগৎ খুলে, দেখাব তাই ভেবে আছি ।

দেহের মধ্যে ছ'জন কুজ্ঞন, তাদের ঘরে দূর করেছি ।

রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা ব'লে যাত্রা ক'রে বসে আছি ॥ ১১৫৬

ঐ

প্রসাদী হর—একতালা ।

কাজ কিরে মন যেয়ে কালী

কালীর চরণ কৈবল্য রাশি ॥

সার্ক ত্রিশকোটি তীর্থ মায়ের ও চরণ বাসী ।
যদি সন্ধ্যা আন, শাস্ত্রমান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী ॥
জ্বৎকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী ।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবা নিশি ॥ ১১৫৯

রামপ্রসাদ সেন ।

প্রসাদী হর—একতাল ।

মা হওয়া কি মুখের কথা ।

(কেবল প্রসব কল্পে হয় না মাতা)

যদি না বুকে সন্তানের ব্যথা ॥

দশমাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা,
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না, এল পুত্র গেল কোথা ।
সন্তানে কুকর্ষ করে, ব'লে সারে পিতা মাতা,
দেখ কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয় না ব্যথা ।
দীন রামপ্রসাদে বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা ।
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা ॥ ১১৬০

রামপ্রসাদ সেন ।

প্রসাদী হর—একতাল ।

রত্নায় কালী কালী বল ।

আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে ॥

স্বরূপান করি নেবে, সুধা খাইরে কুতূহলে ।

সামার মন মাতালে মেতেছে আজ,

মদ মাতালে মাতাল বলে ॥

খালি মদ খেলেই কি হয়, লোকে কেবল মাতাল বলে ।

যা আছে কৰ্ম, কে জানে মৰ্ম,
জানে কেবল সেই পাগলে ॥
দেখা দেখি সাধয়ে যোগ, সিজ্ঞে কায়্য বাড়য়ে রোগ,
ও রে মিছে মিছি কৰ্মভোগ, গুরু বিনে প্রসাদ বলে ॥ ১১৬

— রামপ্রসাদ সেন ।

প্রসাদী হর—একতারা ।
এই সংসার ধোঁকার টাটি ।
ও তাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥

ও রে ক্ষিতি জল বহি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটি,
প্রথমে প্রকৃতি স্থলা, অলঙ্কারে লক্ষ কোটি ।
যেমন শরীর জলে স্রূয়া ছায়্য, অভাবেতে স্বভাব যেটি ॥
গর্ভে যখন যোগীতখন, ভূমে পড়ে খেলেন মাটি,
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়াব বেড়ী কিসে কাটি ।
রমনী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিবের বাটি,
আগে ইচ্ছা সুখে পান করে, বিবের আলায় ছটফটি ।
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটি,
ও মা যা ইচ্ছা তাই কব মা, তুমি গো পাষাণের-বেটি ॥ ১১৬২

— রামপ্রসাদ সেন ।

উক্ত গানের উক্তর ।
প্রসাদী হর—একতারা ।
এই সংসার সুখের কুটি ।

যার যেমন মন তেয়ি খন, মনের কররে পরিপাটি ।
ও হে মন অন্ন জ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি ।
ও রে শিবের ভাবে ভাব না কেন, জামা মায়ের চরণ

জনকরাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিল না অট।

সে যে এদিক ওদিক ছদিক রেখে, খেতে পেত দুধের বাটি ।

———— ১১৬৩ অচ্যুত গোস্বামী ।

বেহাগ—চিমে তেতাল।

ভুবন ভুলালে কের কামিনী ঐ রমণী ।

বামার করে করাল শোভিছে, ভালে করবাল যেন দামিনী ।

সম্মল জলদ শোণিত অঙ্গ, নাচে ত্রিভঙ্গে তাল বিভঙ্গে ।

মায়ের শিরে শিশু-শশী বোড়শী রূপসী, শশীমুখি কাশীবাসিনী ।

অট অট অট হাসিছে, নাশিছে দম্ভজ মাঠে ভাসিছে,

শ্রীহরেন্দ্র কহিছে, হৃদি প্রকাশিছে, তব রূপে ভবজননী । ১১৬৪

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহুর (কোচবিহার) ।

————
দ্বরট বাঁধা—একতাল।

মন কালী কালী বল ।

গত হল কাল, জীবে কত কাল,

কাল পেয়ে কাল নিকটে এল ।

কাল ভয়ে কালী হলো এ অঙ্গ,

কবে দংশিবে রে সে কাল ভূজঙ্গ,

কর সাধু সঙ্গ, কালী নাম প্রসঙ্গ,

কালে ইহকাল সঙ্গ হলো ।

কাল দণ্ড লয়ে কাল আসিবে,

কালের ভয় তখন কেবা নাশিবে,

কলুষনাশিনী সেই সবে শিবে,
কালিদাসে দিবেন চরণ কমল ॥ ১১৬৫

কালিদাস সরকার ।

হরট মরার—আড়াঠেকা ।

মনেরি বাসনা ছায়া, শবাসনা শোন মা বলি ।
অস্তিম কালে জিহ্বা যেন বলতে পায় মা কালী কালী ॥
হৃদয় মাঝে উদয় হয়ে মা, যখন করবে অন্তর্জলী ।
তখন আমি মনে মনে, তুলব জবা বনে বনে,
মিশা'য়ে ভক্তি চন্দনে, পদে দিব পুষ্পাজলি ।
অর্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্ধ অঙ্গ থাকবে স্থলে,
কেহ বা লিখিবে ভালে, কালী নামাবলী ;—
কেহ বা কর্ণকুহরে, বলবে কথা উচ্চৈশ্বরে,
কেহ বলবে হরে হরে করে করে দিয়ে তালি ॥ ১১৬৬

দাশরথী রায় ।

বেহাগ—কাওয়ালী ।

কিবা অপক্লপ মরি ছায় ছায় !

কিবা রক্তোৎপল আভা, অতি মনোলোভা,

ঘন নুপুর শোভা পায় পায় ।

নীলাশ্বরী কভু দিগম্বরী, হলে মহেশ্বরী, ত্রিজ্ঞেশ্বরী,
হরিনামামৃত পানে সদা, নগনা মগনা সদাশিব মোহিনী
সনাতনী, অষ্ট সখীতে কিবে ডাকিনী যোগিনী ভাবে,
নাচিছে গাহিছে, মাদল বাজিছে, ধাক্কেট তাক্ ধুম বেটে
তাক্ ধা, তেরে কেটে ধা তেরে কেটে ধা,

ঘন নুপুর শোভা পায় পায় ॥ ১১৬৭

রূপচন্দ্র সঙ্গী ।

জংলা—একতাল।

মন যদি মোর কুলে,
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে ।
এ দেহ আপনার নয় রিপু সঙ্গে টলে (চলে)
আনরে ভোলা অপের মালা ভাসাই গঙ্গাজলে ।
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে,
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে ॥ ১১৬৮
মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় (নাটোর) ।

পুয়বি—একতাল।

ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে ।
সে যে না যায় তীর্থ পর্ষটনে, কালী কথা বিনা না শুনে কাণে,
সদ্যা পূজা কিছু না মানে,
যা করেন কালী ভাবে সে মনে ।
যে জন কালীর চরণ করেছে হুল,
সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল, ভবান্বিত পাবে সে হুল,
বল সে মূল হারাবে কেমনে ।
রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জানে, লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে,
আঁখি চুপু চুপু রজনী দিনে,
কালী নামামৃত পীযুষ পানে ॥ ১১৬৯

ঐ

জয় কালী জয় কালী বলে যদি আমার প্রাণ যায় ।
দিয়ে হইব প্রাপ্ত কাজ কি বারানসী তায় ।

অনন্ত রূপিণী কালী কালীর অন্ত কেবা পার ।

কিকিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাক্ষা পার ॥ ১১৭০

মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় (নাটোর) ।

প্রসাদী হর—একতালা ।

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা ।

আমার কেউ নাই শত্রু হেথা ।

মা'র সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা ।

যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে,

এমন বাপের ভরসা যুথা ।

ভূমি না করিলে দয়া, যাব মা বিমাতা যথা,

বধন বিমাতা আমার কোলে লবে,

দেখা নাই আর হেথা সেথা ।

প্রসাদ বলে এই কথা বেদাগমে আছে গাঁথা ;

ও মা যে জন তোমার নাম করে,

তার হাড়মালা আর স্থূলি কাঁথা ॥ ১১৭১

রামপ্রসাদ সেন ।

প্রসাদী হর—একতালা ।

মা ! আমি কি আটাসে ছেলে ?

আমি ভয় করি না চোক রাক্ষালে ।

সম্পদ আমার ও রাক্ষাপদ, শিব ধরে যা হৃদকমলে ।

আমার বিষয় চাহিতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই হলে ।

আমি শিবের দলিল সৈমোহর, রেখেছি স্বদরে তুলে,

এবার কদ্ব নাশিশ বাপের আগে ডিক্রী লব এক সতলে ।

মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে,
তখন শাস্ত হবে ক্ষান্ত করে, আমায় যখন করবি কোলে ॥

১১৭২ রামপ্রসাদ সেন ।

কালী এরূপে আর গত হবে কত কাল ।
কি সকাল কি বিকাল,
সেত নাহি মানে কালাকাল ;
কালদণ্ডে নিয়ে কাল, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে চিরকাল ॥
জননী জঠরে ছিলাম যতকাল,
আশা ছিল ভবে এসে, সাধনে কাটাব কাল,
প্রতিবাদী হলো তাহে রিপু কাল,
অজ্ঞানে বিফলে গেল বাল্যকাল ।
গেল যুবকাল যুবতী সঙ্গে,
কাল কাটালে ন্দ রস রঙ্গে,
জঁড়িয়ে পীড়িতে গেল বুদ্ধকাল ॥ ১১৭৩

দাশবতী বাহ ।

সিদ্ধু ভৈরবী—একতাল ।

কালী-কল্লতরু-মূলে মন পাখী করবে বাসা ।
যুচিবে ভব পিপাসা, রবে না আর যাওয়া আশা ।
ক্ষুদ্র উদরেরি তরে, উড়িতেছ শূন্য ভরে,
আধার আধার করে, না পূরে প্রেত্যাশা ।
এখন উপায় কর, কালী পদ সার কর,
স্মর সেই মুরহর, সফল হইবে আশা ॥ ১১৭৪

কালীদাস সরকার ।

দিশু তৈরবী—একতারা ।

যে হয় পাবাণের মেয়ে, তার ক্ষদে কি দয়া থাকে ।
 দয়াহীন না হ'লে কি লাগি মারে নাথের বুকে ।
 দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাই মা তোয়াতে,
 গলে পর মুণ্ডমালা, পরের ছেলের মাথা কেটে ।
 মা মা বলে যত ডাকি, শুনেও ত মা শুন নাকি,
 সবাই এমনি লাগি থেকো, তবু দুর্গা বলে ডাকে ॥ ১১৭৫

— নবকিশোর মদক ।

চৌরী—আড়া ।

মুগরাঙ্কোপরে করে বিহরে ।
 বামা বিবিধ আয়ুধ ধরে অরি প্রাণ হরে ॥
 নবীন হেমবরনী, দিগুণ-তারিণী ত্রিনয়নী,
 কোটি রবি শশী শোভে চরণ-নখরে ॥ ১১৭৬

— কালীদাস ভট্টাচার্য্য ।

বেহাগ—একতারা ।

করে বামা বারিদবরনী, তরুণী, ভালে ধ'রেছে তরণি,
 কাহারো বরনী, আসিযে ধরনী, করিছে দম্ভজ জয় ।
 হেব হে ভূপ, কি অপরূপ, অমুরূপ, নাহি স্বরূপ,
 মদন নিধন করণ কারণ, চরণ শবণ লয় ॥
 বামা হাসিছে ভাসিছে, লাজ না বাসিছে,
 হৃহকার রবে বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয় ।
 বামা টলিছে চলিছে, লাগণ্য গলিছে,
 সম্মনে বলিছে, গগনে চলিছে,
 কোপেতে অলিছে, দম্ভজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময় ॥

কেরে, ললিত রসনা, বিকট দশনা,

করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা,

হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয় ॥ ১১৭৭

— ৬ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (কবিবর) ।

[যবন শাক্তের গান ।]

তৈরবী—মধ্যমান ।

যারে শমন এবার ফিরি ।

এসো না মোর আন্ধিনাতে দোহাই লাগে ত্রিপুরারি ।

যদি কর জোর জবরি, সাম্নে আছে জজ কাছারি ।

আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি ।

আমি তোমার কি ধার ধারি,

জামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি ।

বলে মৃজা হসেন আলী, যা করেন মা জয় কালী,

পুণ্যের ঘরে শূন্ত দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি ॥ ১১৭৮

— মৃজা হসেন আলী ।

সকলই করিতে পার কালী (গো মা) ।

কালী কং করালী মুণ্ডমালী ॥

কখন রক্ত সিংহাসন, কখন পাঠাও বন,

কখন বনে বনে বনমালী ।

শমন শঙ্কট ভয়, (নিবারিতে)

তোমা বই আর কেহ নয় ।

তার সাক্ষী মৃজা হসেন আলী ॥ ১১৭৯

— মৃজা হসেন আলী ।

গায়—ভৈরবী ।

কেন গো ধরেছ নাম দয়াময়ী তায়, (ও মা দয়াময়ী তায়,
আমায় কি দিবে ধন, নিজে তোমার নাই বসন,
বসন থাকিলে কেবা উলঙ্গিনী রয় ॥
জনম ভিখারী পতি, জনক নির্ভূর অতি,
একূলে ওকূলে তোমার দাতা কেহ নয় ॥
সৈয়দ জাফর তরে, কি ধন রেখেছ ধরে,
সম্পদ জুখানি পদ হরের জদয় ॥ ১১৮০

সৈয়দ জাফর (দরাব আলী খাঁ) ।

কালোন্ডা—জলদ তেতাল ।

শঙ্করী করুণা কর কিঙ্করে কেন বঞ্চনা ।
কামনা পূরাতে কালী, কল্পলতিকা কল্পনা ।
অতি অসাধ্য সাধন, বিনাশিতে দশানন,
পুঞ্জি জনাকী-জীবন, পুরিল মন বাসনা ।
গোকূলে গোপিনী যত, করে কাত্যায়ণী ব্রত,
দিয়ে নারায়ণ ধন, বুঢ়ালে ব্রজ ভাবনা ।
সুস্ত নিশ্চেষ্টের রণে, রণশায়ী দৈত্যগণে,
শবেরে শিবদ্ব দিলে, নাশিতে যম যজ্ঞণা ॥ ১১৮১

অগস্ত্যপ্রসাদ বসু ।

বাঁদাজ—একতাল ।

এই বেলা তারিণি ! তার ভবরাণি, এ ভব যজ্ঞণা আর সহে না
নিশ্চয় পবন, বহিছে সঘন, কি জানি কখন, রহে না রহে ।

জলবিশ্ব যেমন জল মধ্যে ভাসে,
 ভূবাঞ্চে ভূবার গো-শৃঙ্গে সরিষে,
 পৰ্ব্বতে যেমন পতিত জীবন,
 এ মা তেমতি জীবন রসিকের দেহে ॥ ১১৮২

— রসিকচন্দ্র রায় ।

সিদ্ধ—পোতা ।

অন্নদার ঘারে আজি পাতকী পেতেছে পাত ।
 পলাইতে পারিবে না, পরশিতে হবে ভাত ।
 চাই আমি সেই প্রসাদ, যাবে যাতে জন্মের সাধ,
 যে প্রসাদ পেয়ে শিব নাচে, হয়ে উৰ্দ্ধ হাত ॥ ১১৮৩

— আশুতোষ দেব ।

গুহরী—তেওতা ।

কাল ভয়বারিণী, কপালিনী কালরূপিণী, কাল কামিনী ।
 শঙ্কুভামিনী, গুস্তঘাতিনী, সমরবাসিনী সুরবন্ধিনী ।
 স্মর-হর-মন-মোহ-কারিণী ; সত্যবাদিনী এ ।
 তদ্যদায়িণী ত্রাসনাসিনী, ত্রাণকাষিণী তিমিরবরণী,
 ত্রিগুণধারিণী ত্রিদেব জননী, এলোকেশী তেজরূপিণী ।
 অন্নদায়িণী অমরপালিনী, অম্বরদলনী আদিকারিণী,
 আশুতোষ হৃদিবিলাসিনী, আশ্বরূপিণী এ ॥ ১১৮৪

— আশুতোষ দেব ।

বিতাস—আড়াঠেকা ।

করুণা করুণা কুরুমে করুণা ।
 করুণা দানে করুণা সুপণ্ডতা করো না ॥

যাত্রা কল্লম হুর্ণা বলে, স্ত্রীযাত্রার কুযাত্রা ফলে,
 তবে তোমার হুর্ণা ব'লে, কেউ আর তারা ডাকবে না ;
 বেলাগমে এই শুনি, হুর্ণে হুর্ণতিনাশিনী,
 এ মা সিংহলে সিংহবাসিনী, বুঢ়াও দাসের যজ্ঞণা ।
 কালীদেহে কাল জলে, কমলে কামিনী হ'লে,
 নানা রূপ দেখাইলে, ক'রে কত ছলনা ;—
 দ্বিজ কিশোর তোমার পুত্র, পুত্র বই আর নয় মা শত্রু,
 বুঢ়াও পুত্রের কর্তৃত্ব, শত্রু যেন হাঁসে না ॥ ১১৮৫

— কিশোরীমোহন শর্মা ।

বাঁধাজ—একতাল ।

তার কি শমনে ভয় মা যার স্ত্রীমা ।
 জীহরেন্দ্র ভূপে কয়, ভবে কি আর আছে ভয়,
 অস্ত্রে যাব তাঁর ধামে বাজাইয়ে দামা ॥ ১১৮৬
 হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর (কোচবিহার) ।

গায়া তৈরবী—৪৭ ।

তীর্থবাসী হওয়া মিছে, তীর্থবাসী হওয়া মিছে ।
 স্ত্রীমাচরণ বিনয়ে মন কোন্ তীর্থ কোথায় আছে ?
 শুনেছিবে লোকে বলে, অযোধ্যা নগরে গেলে,
 দেখিলে সে রামলীলে, সকল পাপ ঘুচে ।
 পুন হুনি লিখেন বেলে, সেই রাম পড়ে বিপদে,
 দ্বিরে রক্তজবা কালীপদে, তবে তো রাবণ বধেছে ।
 ষারকা মথুরা পুরী, জীবনাবন আদি করি,
 কৃষ্ণ বধা লীলাকারী লীলা করেছে ।

সেই কৃষ্ণের অঙ্গ যখন, কংশ রাজা বধে জীবন,
 মায়া রূপা হ'য়ে তখন কৃষ্ণের জীবন বাঁচিয়েছে ।
 শিবের কৃত কাশীক্ষেত্র, সকল তীর্থের সার তীর্থ,
 যে দেখেছে সেই তীর্থ, মুক্তি পেয়েছে ।
 শঙ্কুভাবে দিবানিশি, যার কৃত সেই কাশী,
 আপনি হ'য়ে স্বশানবাসী, শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে ॥ ১১৮৭
 কুমার শঙ্কুচক্ষু রায় (নবদ্বীপ) ।

নেংটা মায়ের এত আদর, জটে বেটা তো বাড়'লে ।
 নহিলে কেন ডাকিতে হবে, দিবানিশি মা মা ব'লে ॥
 শ্রীরাম অগতের গুরু, জটে বেটা তাঁর গুরু,
 আপনি বেটা বুঝলে নাকো, রইল জ্ঞানার চরণতলে ॥ ১১৮৮
 কুমার নরচক্ষু রায় ।

কপালে যা আছে কালি তাই যদি হবে,
 শ্রীদুর্গা, অয়দুর্গা ব'লে, কেন ডাকা তবে ।
 ললাটে লিখেছে বিধি, তাই বলবান যদি,
 শিব তবে সত্যবাদী, কেমনে সম্ভবে ॥ ১১৮৯ ঐ

ভৈরবী—ঠেকা ।

কবে সমাধি হবে জ্ঞানার চরণে ।
 অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে ।
 উপেক্ষিয়ে মহত্ত্ব, তামি চতুর্কিংশ তত্ত্ব ।
 সর্বভাষ্যাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে ।

জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে, পরমাঙ্গা আত্মতত্ত্বে,
 তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে, কুণ্ডলিনী আগরণে ।
 শীতল হইবে প্রাণ, আপনে পাইব প্রাণ,
 সমান উদান ব্যান, ঐক্য হবে সংঘমনে ।
 কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় তঞ্চ,
 পঞ্চ পঞ্চস্ত্রিয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে ।
 করি শিবা শিব যোগ, বিনাশিবে ভব রোগ,
 দূরে যাবে অন্ত কোভ, ক্ষরিত সুধার সনে ।
 মূলাধারে বরাননে, বড়দল লয়ে জীবনে,
 মণিপুরে হতাশনে, মিলাইবে সমীরণে ।
 কহে শ্রীনন্দকুমার *, কমা দে হরি নিস্তার,
 পার হবে ব্রহ্মচার, শিবশক্তি আরাধনে ॥ ১১৯০

দেওয়ান মহাশয় ।

স্কিট—আড়া ।

সকলের প্রাণ তুমি বেদাগমে শুনি ।
 তবে কেন মত ভেদ হও গো জননি ।
 কেহ হয় ধনেতে রত, কেহ নারীর অহুগত,
 কেহ হিংসাপরায়ণ, কেহ তত্ত্বজ্ঞানী ।

দেওয়ান নন্দকুমার দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । যত দিন
 দেওয়ান নন্দকুমার জীবিত ছিলেন, ততকাল পর্যন্ত দেওয়ান রঘুনাথ রায় যে
 সকল গীত রচনা করেন, তাহাতে নন্দকুমারের নামে “ভণিতা” দিতেন । তাঁহার
 মৃত্যুর পর “অকিকন” ভণিতা দিয়া গান রচনা করেন । “দেওয়ান মহাশয়”
 বসিলে রঘুনাথ রায় বুঝায় ।

সর্ব স্বরূপিনী তারা, সর্বের সর্ব কৃতি করা,
সর্বভাবে ব্রহ্মসারা, হুলালের বাণী ॥ ১১৯১

দেওয়ান রামহুলাল নন্দী (মুন্সী) ।

হুলতান—৪৭ ।

ও গো শিব, অশিব নাশিবে কবে পতিতে বিষম দায় ।
দারা স্মৃত ধন জন সকলি অনিত্য, নিত্যমাত্র চরণ তব,
ভব সদা হৃদে ধ্যায় ॥

মাগো অশ্ব নিয়ে ভুবনে কুকর্ষে রত সদায়,
স্বকর্ষে বিরতি মতি, রতি নাহি তব পায়,
পতিত পাবনী নাম ধর, দীন নিস্তার,
দীন নিস্তারিণী গো মা দিনে দিনে দিন যায় ॥ ১১৯২

ভুবনচন্দ্র রায় ।

সিন্ধু—মধ্যমান ।

দুর্গতিনাশিনী দুর্গে করুণা কর না ।

সহে না সহেনা আর সহেনা যাতনা ॥

হুঃখে হুঃখে হলেম সারা, আর কত হুঃখ দিবে তারা,
কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাতে, ভুবনে বারেক হের না ॥ ১১৯৩ ॥

বেশমসার—আড়া ।

চরমে পরমপদ পাইবে কি কহ আশা ?
ভবজান পরিহরি মদমত্তে জাহ্নবী হেরা,
মায়া মোহ এ সংসার, হৃদয় পরিবার,
(তবু) সবাস্ত অস্তে সার, হের একি চন্দ্র-দেব ।

মহাকাল মহাখল, ধরে লবে কুড়ল,
তাই বলি ভজ কালী, যেন ভুবন না হয় নিরাশা ॥ ১১৯৪
ভুবনচন্দ্র রায় ।

সোহিনী বাহার—জলদ ভেতলা ।
নিস্তার তারিণী তারা ভেবেরি বন্ধন ।
স্নেহ-মেঘে অঙ্ককার হেরি সর্বক্ষণ ।
মায়ী-বিন্দু বরিষণে, ঙ্ঠাগত হয় প্রাণে,
কুতান্তের পরশনে, কুস্তীর যেমন ।
বিপ্রদাস এই ত্রাসে, পড়েছে চরণ আশে,
যেন পাই অবশেষে, ও রাক্ষাচরণ ॥ ১১৯৫
বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ।

ভৈরবী—কাওয়ালী ।

এ মেয়ে সমবে এলো কে, হবে ত্রিলোক পালিকে ।
মরি কিবা আভা, কোটিচন্দ্র প্রভা,
মুনির মনোলোভা, নবীন বালিকে ॥
মরি হার কি রূপসী, বয়সে বোড়লী ;
বিগলিত কেনী মন্দ মন্দ ভাসি ;
তাহে অটহাসি, প্রকাশিত শশী,
করে ধরে অসি অম্বর বিনাশিকে ॥
শূরের চরণ কমলে কত মধুকরে ।
ভূন ভূন স্বরে মধুপান করে ;
বলে রামকুমার দেখরে শ্যামারে,
নাচে ভবোপরে ভঁখ আরাধিকে ॥ ১১৯৬

রামকুমার পত্রমবিশ ।

বাহার—৭৭ ।

মহারাজ ! কে কাল কামিনী সমরে,
 শবোপরে, না দেখি এমন কাল,
 শোণিতাক্ত অঙ্গ কাল, যেন কাদস্থিনী কাল,
 তড়িত ঘেরে ॥ (মায়ের)
 রক্তাবৃত পদকর, রক্তাবৃত কলেবর,
 রক্তোখিত মুণ্ডমালিকে, মা ;
 নয়নে আরক্ত শোভা, লোলিত আরক্ত জিহ্বা,
 চন্দনাক্ত রক্তজবা, চরণোপরে । (মায়ের)
 প্রচণ্ড কুপাণ করে, করে মুণ্ড অভয় ধরে,
 করে খণ্ড অশ্রু নরে, মা ;
 গ্রাসে গজ-রথীন্দল, গ্রাসে রথীমহাবল,
 ত্রাসে ক্ষিতি রসাতল, চরণভরে ॥ (মায়ের)
 নীলকণ্ঠ পরে ধরা, শিরে সুরধুনী ধরা,
 তৎপদ হৃদয়ে ধরা তার, মা ;
 হলধর হেরে অশান্ত, ঘুচাও কালী মনের ভ্রান্ত,
 হয় যেন মা জীবনান্ত, ও পদ হেরে ॥ (মায়ের) ১১৯৭
 হলধর চক্রবর্তী ।

মদ্য—কাওয়ালী ।

করালবদনী, কালী কপালিনী
 কালীকে কঙ্কণ করিতে, কেন কুপণতা করিতে ।
 অগত-জননী অগদীশ্বরী যা কর,
 যতেক জীবের জীবন রূপে বিহরে

অখিল ভুবনে যত চরাচর সুরনর,
কে জানে মহিমা তব, তুমি সব, সব তোমাতে ।
দম্ভজলনী দয়াময়ী দাক্ষায়ণী
অশরণ জনের শরণ পরমেশ্বর মোহিনী,
হেম ভূধর হৃদিতে ।

চতুরানন পঞ্চানন গুণ পার ।
ঐবং তব মায়ার শচীপতি হয় বার,
দশশত বদন প্রণত যার পায়,
কি ভর তোমার শিখ রামশঙ্করে হেরিতে ॥ ১১৯৮
— রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ।

তৈরবী—ঠেকা ।

এই সময় তারিণী তোমায় নিবেদন করে রাধি (গো মা) ।
অকৃতি অধম দেখে, অস্ত্রিবে দিও না কাকি ।
তাতে না থাকিলে জ্ঞান, পাছে হই মা অপমান ।
কণ্ঠগত হবে প্রাণ, যখন তখন বলে ডাকি ॥ ১১৯৯ অজ্ঞাত ।

—
জংলা—একতাল ।

নাই মন বিদেশ তোমার, দেখ হ্রিভুবন হয় যে জ্ঞামার ।
জলে স্থলে শূন্তে বনে, শ্যামা মা খে তোমার সনে,
ও তুই রাজার মেয়ের ছেলে হয়ে, কি ধার ধারিস্ রে ভাবনার ।
বেখানে সেখানে রবি, মায়ের অঞ্চল ধ'রে চাবি ।
ও তুই বা চাবি তাই খেতে পাবি, ভাবানী ভাব আপনার ॥ ১২০০
— কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায় ।

সপ্তম অধ্যায় ।

বাউলে, বৈরাগ্য ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীত ।

মনোরসাই—লোভা ।

দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মামুষ কঁাচা সোণা ।

তারে ধরি ধবি মনে করি,

ধরতে গেলাম, আর পেলাম না ॥

বহু দিন ভাব-তরঙ্গে, ভেসে'ছি কতই রঙ্গে,

সুহৃদের সঙ্গে হ'বে দেখা শুনা ।

তা'রে আমার আমার মনে করি,

আমার হ'বে আর হইল না ॥

সে মামুষ চেয়ে চেয়ে, ফিরতেছি পাগল হইয়ে,

মরমে জলছে আগুণ আব নিবে না ।

আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তা'র প্রাণ বাঁচে না ।

পথিক কয় ভেব না রে, ভূবে যাও রূপ-সাগবে,

বিরলে ব'সে কর যোগ-সাধনা ।

এক বার ধরতে পেলে মনের মামুষ,

ছে'ড়ে যে'তে আর দিও না ॥ ১২০১

আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

ও রে মন পাখী চাতুরী করবে বল কত আর ।

বিধাতার প্রেমের জালে পড়বে না কি এক বার ॥

সাবধানে ঘুরে ফিরে, থাক বাহিরে বাহিরে,

জাল কেটে পালাও উড়ে, ফাঁকি দিয়ে বার বার ।

তোমার এক দিন কাঁধে পড়তে হ'বে,
 সব চালাকি খুঁচে যা'বে,
 অন্ন জল বিনে বধন করবে ছুঁখে হাহাকার ॥
 যে দিন ব্যাধের বাণে, কাল সাপের দংশনে,
 জলিরে মরিবে প্রাণে, দেখবে চক্ষে অন্ধকার ।
 তখন আপনা হইতে পোষ মানিবে,
 তাড়াইলেও নাহি যা'বে,
 পিঞ্জরে বসে হরির গুণ গাইবে নিরস্তর ॥ ১২০২
 ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ।

তৈরবী—একতালা ।

শুরু যে ধন, ও দিয়াছে তো'রে, চিন্লে না তা'রে ।
 ও তুই ঘরে যাইয়ে দেখ্লে নারে (ও মন),
 কত রত্ন আছে ধরে ধরে ॥
 মাল ভরা তোর সিঁদুকেতে, চিন্লে না মন পরোক্ষেতে,
 চাবি তোর পরেরই হাতে ।
 এক বার খুঁজ্লে পরে মিলে চাবি,
 যদি ডুবতে পার রূপ সাগরে ॥
 সহজ মাহুয আছে ঢাকা, সাধন হইলে পা'বে দেখা,
 সে মাহুয ত্রিভঙ্গ বাঁকা ;
 সে মাহুয উল্ট কলে সদাই চলে,
 সে যে ত্রিবেণীতে উজান ধরে ॥ ১২০৩

সংগীত ।

বাউলে স্বর—খেন্টা ।

ঘরের মাঝে অনেক আছে ।

কোন ঘরামী ঘর বেঁধেছে, এক পা'ড়ে ছুই থাম দিয়াছে ।

সেই ঘরের ছাউনি আছে, চামের এক বেড়া আছে,

আর একটি বাতি আছে, নিবায় বাতি কু বাতাসে ।

ঘরের মাঝে খুপরি আছে,

তা'র খোপে খোপে মাছুর আছে ;

তা'র কেহ না যায় কা'রো কাছে,

যা'র যা'র ভাবে সে নে আছে ॥ ১২০৪ অজ্ঞাত ।

মন রে দিনান্তরে গৌর বলে ডাকলে না রে ।

চেয়ে দেখে রে মন শমন এসে ঘেরলো তো'রে ।

গৌর তজ্জের নয়, মজ্জের নয়, বেদের নয়, বিধির নয় ;

যে জন তাঁ'র অস্ত্র মাতাল হয়, নয়নে ধারা বয়,

দয়াল তা'রে দয়া করে ।

গৌর ধনীর নয়, মানীর নয়, জ্ঞানীর নয়, গুণীর নয় ;

যেমন মদ খেয়ে মাতাল হয়,

তেমনি-প্রায় হ'লে গৌর তা'রে দয়া করে ॥ ১২০৫

ঐ

ভবের ব্যাপারী ভাই, আমি তোমায় তা'ই জুধাই ।

ও রে কি কিনিলে, কি বেচিলে,

হিসাব তা'র কি আছে রে নাই ।

ও রে কি লালসে আছ রে বসে, করিয়াছ কি কামাই ।

ও রে চিটার দরে চিনি বেচে,
 কি লাভ হইল জান্তে রে চাই ।
 ও তো'র আসল গেল, দেনা হইল,
 ঠেকলে রে কি বিবম দায় ।
 ও তুই কিবা জবাব্ মহাজনকে দিবি,
 তার কি ভাবনা রে নাই ॥ ১২০৬ অজ্ঞাত ।

বাউলে হয় ।

মন-ব্যাপারী তোমার মত দেখি নাই এমন বেদিশা,
 তোমায় হঠাৎ লোক দেখলে ভাববে খেয়েছ কতই নেশা ।
 এই ভবের বাজারে কত রজাদি ধন,
 বিক্রি হ'চ্ছে মহাজনের ঘরে ;
 তুমি রক্ত ছেড়ে যত্ন করে নিতেছ দস্তা সীসা ।
 তুমি হ'য়ে জহরী, কাঁটা দাঁড়ির
 ফের বোর না, কেমন ব্যাপারী ;
 তুমি চোখে দেখে আপন খোবে নিতেছ অচল পরসা ।
 সবিল হ'চ্ছে তোমার নাও,
 চেয়ে দেখ মন-ব্যাপারী মূলে ঘেঁটে ঘাও ;
 যখন হিসাব দিবে বুক্বে তখন ধা'বে কত নাক-ঘসা ।

১২০৭ ঐ

বাউলে হয় ।

দেখ জহরা নয়ন খুলে, ভগবান কি করে রে ।
 ফেমন্ আজবুলি আজব নলী, আজব গড়ন গড়ে রে ॥

(ও মন) জল থাকে রে নিয় ভূমে, কাঠ লোহা পাহাড়ে ;
 (দেখ) সেই হু'জনে (রে মন) নৌকা গড়ে সদাগরি করে রে ।
 (দেখ) ভাতের বরাত ঘাটে মাঠে, ক্ষুধার বরাত পেটে,
 (দেখ) সেই হু'জনে পীরিত গুণে কত বেগার খাটে রে ।
 (ও মন) সূর্য্য দেয় রে দিন করিয়ে, জোনাক দেয় রে চাঁদ,
 বাতাস বয়, মেঘ বরষে, জগৎ ভাসায় জলে রে ।

(রে মন) শূন্তেতে বেড়ায় রে জল,
 মেঘ বিনা কে জানে রে,
 ও রে এই জহরা তুচ্ছ করি কোন্ জহরা মান রে । ১২০৮
 কালীনারায়ণ গুপ্ত ।

বাউলে হর ।

এতদিন কা'র বেগারে ছিলাম, এখন কি ধন নিয়ে যাই ।
 বসে রাজ দিনে । মনে মনে) ভাবি'ছি তা'ই ।
 এ দেহ পতন হ'বে, দেহের মালিক চলে যা'বে, উপায় কি হবে ।
 একে একে চলে যা'বে দেহের পঞ্চ তাই !
 ভেবে ভেবে হ'লেম সারা, ভজনহীনের কপাল পোড়া,
 ভুবলো রে ভরা ।
 এ দেহ পতন হ'লে পুড়ে করবে ছাই (যত বজ্রগুণে ।)
 এলেছিলাম ভবের হাটে,
 গেলাম ভূতের বেগার খেটে, ছিলাম কা'র ঘুটে ;
 ভবনদী পার হইতে কিছু সম্বল নাই । ১২০৯ অজ্ঞাত ।

বা'র গুরুপদে ঠিক আছে মন,
 তা'র সুখের ভাবনা কি ? ভাবনা কি ।
 সে যে সদানন্দে সদা থাকে নিরানন্দের আনে কি ।
 করে না অস্ত্র যোগ, হয় না তা'র অস্ত্র রোগ,
 সে যে ঐ রোগেতে রোগী হ'য়ে, সামান্য রোগ দেয় বাঁকি !
 করে সে অস্থরাগ, তুলিয়ে বনের শাক,
 অলবণে পাক করে খায়, তা'ই হয় ভাল তা'র মুখে ।
 দেখ রাগ ক'রে শাক খেয়ে ফকির রূপসনাতন হ'ল কি ।
 বা'র আছে মনে ঠিক, ঐ চরণ করে ঠিক,
 তার মনকসা ঠিক দিগে বলে মনকে বলে তোধের দিক ।
 নারাণে দিনকাণা, তা'তে ঠিক মিলে না,
 তার ঠিকের ঘরে হোগল বোগল পাত্তাভাতে চালে ঘি ।
 তার গুরুপদ ঠিক হল না পরকালের হ'বে কি ? ১২১০

অজ্ঞাত ।

সংসারের উজান স্রোতে যাও বেয়ে ।
 ও রে ও ভাই, ও রে ও ভাই, ও ভাই প্রেম-রসিক নেয়ে ॥
 চল কিনারা ঘেসে, হাল ধর রে কলে,
 দেখ বেন উল্টো স্রোতে যায় না কো ভেসে ;
 চালাও দিবানিশি জীবন-তরী,
 আর খেক না অলস হ'য়ে ।
 কুলে শ্রমেয় বাদাম, বদনে বল হরিনাম,
 আমনকে কেপাঈ ফেলে চল অবিজ্ঞান ;
 বধন ভক্তি-আয়ার আসবে বেগে,
 তখন লহবে বা'বে ল'য়ে ।

শুন শুন ও রে মন, কু-সঙ্গে করো না ভ্রমণ,
ভরাডুবি করে তা'রা, করবে পলায়ন,
থেকো সাধু মহাজনের সঙ্গে, সদা অকপট স্বদয়ে ॥ ১২১১
অজ্ঞাত ।

তোমরা ছ'ভাই পরম দয়াল হে গৌর, গৌর, নিতাই ।

তোমরা জীবের দশা, দশা মলিন দেখে,
না কি নাম এনেছ গোলক থেকে ।

তোমরা যা'রে তা'রে নাকি দাও কোল,
কোল দিয়ে বল হরিরোল ।

আমরা গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই,
কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই ।

গৌর আমি ত ভজনে খাট, ভুমি ত দয়াল বট ॥ ১২১২
ঐ

সিনকান্তি—ঠুংরি ।

গৌর পা'ব কি সাধনে ।

কাম কোথ লোভ মোহ ছয় রিপু ছয় দিকে টানে ।
কেহ বলে কৃষ্ণ রাধা, কেহ বলে আজ্ঞা খোদা,

ইহাতে নাইকো বাধা, যার যেই মনে ।

কেউ বলে মানি না মক্কা, পিঁড়ায় বসে পীরের দেখা,
ইহাতে বড়ই বাঁকা, কতই কুমন্ত্রণা জানে ।

কেউ বলে গয়া যা'ব, শ্রাদ্ধ করে পিণ্ড দিব,
পিঁড়লোক উদ্ধারিব, এই বাসনা মনে ।

রূপদে নাইকো মতি, কথা শুনে না সে এ দুর্জতি,
না হইল নিষ্ঠা রতি, বেড়ায় তীর্থপর্যটনে ॥ ১২১৩ ঐ

বাউলে হর—খেট্টা ।

আচ্ছা! এক রঙ্গভূমি এ সংসার ।

ইহাতে দেখ্‌চি যত চমৎকার ।

আজ রাজা অমীদার, কাল ভিক্ষাপাত্র সার

এখন আনন্দ উৎসব রঙ্গ, পরে হাহাকার ।

আবার এই কান্না এই হাসি, লোকের তবু এত অহঙ্কার ।

এই যে সব দৃশ্য মনোহর, থাক্‌বে না দণ্ড দুই পর,

যত গীত বাদ্য রং তামাসা, সুখের আড়ম্বর ।

যখন সময় হ'বে, সব কুরা'বে, তখন দেখ্‌বে কেবল অন্ধকার ।

পথিক কর শোন রে আমার মন,

পেয়েছিস্‌ ভাল অয়োজন,

এখন সাবধানে খেল খেলা করিয়ে যতন ।

নৈলে পটক্ষেপণ হইলে পরে,

পা'বে অজ্ঞযোগ আর তিরস্কার ॥ ১২১৪

আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

বাউলে হর—খেট্টা ।

বুঝ্‌বে কে পাগলের খেলা ।

পাগলে করচে পাগল, পাগলে পাগলে মেলা ॥

এক পাগল গৌরাঙ্গ, আর পাগল তার নঙ্গ,

নাচে গায় সঙ্কীর্ণনে বাজায় মৃদঙ্গ ।

নিতাই পাগল, অধৈর্য পাগল রে,

পাগল রে তার সঙ্গের চেলা ॥

পাগলের কারখানা, পাগল বৈ কেউ বলে না

এক পাগল রূপসনাতন আদি ছয় জনা ॥

তা'রা স্বর্ণ-শয্যা ত্যাগ করে রে, ভূমে শয়ন গাছের তলা ।
 পাগলে হাট বাজার, পাগল সকল দোকানদার,
 কেউ করে ছ'নো ব্যাপার, কেউ হারায় মূলে ।
 গোঁসাই স্বরূপচাঁদে বলে রে, হেলায় হেলায় গেল বেলা ॥ ১২১৫

অজ্ঞাত ।

পায় ধরে বলি তোমায় ।
 হরি-চিন্তা কর মন রে, দিন ত বুধা যায় ॥
 যখন যমে বাঁধবে রে কসে, তখন কর্বি কি উপায় ।
 (বাদী মন রে আমার) হায় হতাশে প্রাণ রে যা'বে,
 তখন বল্বি হায় রে হায় ।
 কু-চিন্তা কু-ভাবনা রে ভেবে, বসে র'লি কা'র আশায় ।

(পাষণ মন রে আমার ।)

একবার ছ'আঁখি মুদিয়া রে দেখ, তা'তে কেমন দেখা যায়
 উর্দ্ধ পদে হেট মুণ্ডে ছিলে গর্ভ যাতনায় ।

(অজ্ঞান মন রে আমার ।)

ও রে সেখানে কি বলে রে আইলে,
 এখন তা তো'র মনে নাই ॥ ১২১৬ ঐ

তধু, ঘটে পটে কাঠে জটে ধর্ম হয় না ভাই ।
 তীর্থাশ্রম মনের ভ্রম তা'তে কিছু নাই ॥
 কেউ বা করে কালী কালী, কেউ বা বলে বনমালী,
 কেউ খাঁড়া, কেউ ধরে কুলি, তা'য় না মেলে তা'ই,—
 কলিতার্থ না আনিলে, ফল হ'বে না ফলে ফুলে,
 প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নইলে, ছাই মাখিলে হ'বে ছাই ।

কামনার কামনা বুদ্ধি, ভাগ্য বিনে নাই তব্বুদ্ধি,
 কা'র কা'র করে বুদ্ধি, দেখিবারে পাই ;—
 ঘটে কিছু না থাকিলে, ছোটো না চড় চাপড় কিলে,
 কথায় লোকে বলে, মূলে সূধা হলেও কুধা চাই ॥ ১২১৭
 — বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ।

বাউলে হয় ।

ও যা'র হ'বার হয় তা'র প্রেম উথলে দুর্কীষাসে ।
 প্রহ্লাদ হ'লে নয়ন-জলে ভাসে,
 হরিনামের হ'লে নয়ন-জলে ভাসে ।
 প্রেমে নদেবাসী গৌর, ফুলাইল চৌর,
 মাতাইল গৌর, সেই বয়সে ;—
 ও রে বেলা গেল বাসনার আশুদে, তা'ই শুনে,
 লাল! আমার আর রইল না দেশে ।
 কথা কত শুনি এমন, চেতে নাক মন,
 সদাই অচেতন, মোহ-বশে ;—
 আমার হ'য়েছে রে প্রাণ, অশান পাষণ,
 ভেঙ্গে না সহস্র উপদেশে ॥ ১২১৮ ঐ

প্রসঙ্গী হয়—একতারা ।

এই দেহ রেল-রোডের কল ।

ভব-পথে করছে চলাচল ॥

কোথা জেমস্ ওয়াটের বুদ্ধি, এর অন্তর এনি কৌশল ।
 উদর বয়লারেতে জমছে বাষ্প, দিগে অন্ন আশুন জল ॥

আহারাদি কয়লার গাদি, পড়ছে তাহা অবিরল ।
 ভাঙ্গা ফুটো সারা, অয়েল করা ডাক্তারের কাজ কেবল ॥
 সম্মুখেতে লঠন তা'র চক্ষু দুটি সমুজ্জল ।
 ঐ যে খাস পানে, হাটে কলের, যুৎযুতানি অবিরল ॥
 স্নান স্নান শিরা যত, প্রহরী রয় প্রতিপল ।
 ধর্ম জ্ঞান গার্ড, কাম ক্রোধ, এ গাড়ীর আরোহীদল ॥
 লকমটিভ ডিপার্টমেন্ট এর, জননীর্ গর্ভস্থল ।
 আকিস বাড়ী, বাগান হয় ষ্টেশন, করিতে এ কল শীতল ॥
 জন্ম মৃত্যু টার্মিনাস্ দুই, ড্রাইভার তা'র মন প্রবল ।
 যাহার সঙ্গুণে, দীন জানে, স্বন্দ কলিশান কেবল ॥ ১২১৯
 অজ্ঞাত ।

ঐরাধার মন্দিরে রূপ, কি হইল রে ।
 কি হইল, কি হইল, কি হইল রে ॥
 আট কোটরী দশম দশা, আঠার মোকামে ।
 ঐ যে দেহের মধ্যে আছে রূপ,
 পা'ব কি সন্ধানে রে রূপ কি হইল রে ॥
 ডাইনে গঙ্গা বাঁয়ে যমুনা, মধ্যে ত্রিবেণীলহরী ।
 ধোয়ানে বসিয়া দেখ, অনঙ্গমঞ্জরী রে, রূপ কি হইল রে ॥
 ভুবন ভরি গৌর বলে, মিলামিলি করে ।
 বিজুলি-চটকে রূপ হের দু'নয়নে রে, রূপ কি হইল রে ।
 নরোত্তম বাউলে বলে, কাঁড়ি থানায় ঘুরে ।
 আমার দয়াল চাঁদের কুপা হইলে,
 অমূল্য ধন মিলে রে, রূপ কি হইল রে ॥ ১২২০ ঐ

মনমাসি তোয় ডাক। তরী কিনারে ডিঙাইয়া ধর ।
 নায়ের মাসি বোলজম, তারা কেহ নয় আপন,
 ছয় জনাতে ঠেকা বার, ৩৭ টানে দশজন ।
 আলেক মাসি ডাক দিবে বলে, হা'ল কাঁটা কিয়াইয়া ধর ।
 নায়ের বা'ন ছুটিল, নায়ের জাকন মরিল,
 পাপপুঞ্জে ভরা ভরি ভারি হইল ।
 আলেক মাসি ডাক দিয়া বলে, ৩৬৭ নামটি স্মরণ কর ॥ ১২২১

অজ্ঞাত ।

ককিরী করবি পার্বি রে মন ।
 ছেড়ে সব খুটীনাট ময়লা মাটি, ষাঁট হ'বি রূপচাঁদি যেমন ।
 ককিরী নয় সামান্ত, হ'তে হয় দীনদৈন্ত,
 আদর্শ ঐচৈতন্ত কর রে দর্শন ।
 পার যদি তেমনি করে, ডুবিতে প্রেমসাগরে,
 পা'বে অল্য নিধি, পরমতত্ত্ব সুজ্ঞান ॥ ১২২২ ঐ

কোথা দীনহুঃখি তোরা, আয় রে ঘরা,
 গৌরচাঁদের প্রেম-বাজারে ।
 হরিনাম, মধুকরী, (আয় রে তো'রা) হরিনাম,
 মধুকরী, মিঠাই পুরী, প্রেমের কুরী, খেয়ে যা রে ।
 যত সব যাচ্ছে দুখো, প্রেমের সুখো,
 নিতাই আমার যতন করে ।
 যে যত পাচ্ছে খেতে, (দেখুসে তোরা)
 যে যত পাচ্ছে খেতে, ইচ্ছে যতে, দিচ্ছে পাতে বঁাকা ধরে

অদ্বৈত দয়ার নিবি, নিরববি বসেছেন ভাণ্ডার করে ।
 নিচ্ছে যা'র যেমন সাধন, (দেখ্সে তোরা)
 নিচ্ছে যা'র যেমন সাধন, অমূল্য ধন বিনামূল্যে কোলা ভরে ।
 কত শোকার্ত তাপী, মহাপাপী পড়েছিল ধরা ধরে ।
 হ'ল পাপ তাপ নিবারণ (দেখ্সে তোরা)
 হ'ল পাপ তাপ নিবারণ, সোণার বরণ,
 গৌরচাঁদের চরণ হেরে ।
 দেখতে আনন্দ-বাজার, হাজার হাজার,
 লোক ধেয়েছে নদেপুরে ।
 গেল সব মনের দ্বন্দ্ব, (দেখ্সে তোরা)
 গেল সব মনের দ্বন্দ্ব, প্রেমের দ্বন্দ্ব, পূর্ণানন্দ ঘর বাহিরে ।
 বদনে হরি হরি গৌর হরি, সাক্ষ পাঙ্ক সঙ্গে করে ।
 আনন্দে মত্ত কিবা, (দেখ্সে তোরা)
 আনন্দে মত্ত কিবা, হাথ কি শোভা,
 দীন বাউলের হৃদ-মাকাবে ॥ ১২২৩ দীন বাউল ।

ঘবের মাল্লুঘ ঘরেই আছে, কেবল মিছে,
 তা'রে খুঁজে পাগল হ'লি ।
 চিরকাল আপন দোষে, (ও ভোলা মন)
 চিরকাল আপন দোষে, তার উদ্দেশে,
 দেশে দেশে, যুরে ম'লি ।
 মথুরা শ্রীবৃন্দাবন, নদনদী বন, তীর্থ ভ্রমণ ক'রে এলি ।
 যত যা, গুলি কাণে, (ও ভোলা মন)

যত যা গুলি কাণে, বল সেখানে,
তার কিছু কি দেখতে পেলি ॥
পড়ে মন আলায় ভোলায়, বুঝবার ছেলায়,
বলবুঝি সকল ছাড়া লি ।

আঁচলে মানিক বেঁধে, (ও ভোলা মন)
আঁচলে মানিক বেঁধে, কেঁদে কেঁদে,
সাঁতারে হাতড়াতে গেলি ॥

যদি তুই কোণ্ঠিস্ যতন, পেতিস্ রতন,
অযতনে সব খোয়া'লি ।

হায় এমন চখের কাছে, (ও ভোলা মন)
হায় এমন, চখের কাছে, মানিক নাচে,
দেখলিনে চোখ বুজে বলি ॥
ভেবে দীন বাউ'ব বলে, ভ্রমে ভুলে,
বুঝ'য় চিবনি কটা'লি ।

মানসে দেখ বে ভেবে, (ও ভোলা মন)
মানসে দেখবে হেবে, ভক্তিভাবে,
মানুষ পা'বে যুক্তি বলি ॥ ১২২৪ দীন বাউল ।

এসে আসাবে-প্রবাসে, আশাব বশে,
কর কি আসাব ভাবনা ।

যে কাজে, ভবে আসাব, (ও ভোলা মন) যে কাজে,
ভবে আসাব, হ'বে সুসাব, কেন রে সেই সাব ভাব না ॥
যে কালে বীধবে কালে, বিপদকালে,
তুগের পাঁপার র'বে না ।

সেইকালে জান্বে রে মন,
 (ও ভোলা মন) সেই কালে জান্বে রে মন,
 শমন কেমন, কেমন এ বিষয়-ভাবনা ॥
 এ যা'দের ভাব্ছ আপন, নিশীর স্বপন,
 সাথের সাথী কেউ হ'বে না ।
 যে সময় ধর্কে শমন, (ও ভোলা মন)
 যে নময়, ধর্কে শমন, মুদে নয়ন,
 আপন বলে কেউ ছোবে না ॥
 যত সব পয়সা কড়ী, কচ্ছ দেড়ী,
 ঘব বাড়ী সঙ্গে যা'বে না ।
 কেবল পাঁচকড়া কড়ি, (ও ভোলা মন)
 কেবল পাঁচ কড়া কড়ি, কলসী দড়ী,
 কাঠ খড়ী আব চট বিছানা ॥
 আশানের ধার শুধিয়ে, ছড়া দিয়ে, নেয়ে ধুয়ে বন্ধু জনা ।
 সিন্ধুকের তালা খুলে, (ও ভোলা মন)
 সিন্ধুকের তালা খুলে,
 দেখ্বে তুলে নগদ কিছু আছে কি না ।
 থেদে দীন বাউল বলে, মন বিফলে,
 মায়ায় ভুলে, আর থেক না ।
 পলকের নাই ভরসা, (ও ভোলা মন)
 পলকের নাই ভরসা, কিসের আশা,
 শেষেব উপায় তা'ই দেখ না ॥ ১২২৫

দীন বাউল ।

বাঁশের দোলাতে উঠে, কে হে বটে,
 অশান ঘাটে যাচ্ছে। চলে ।
 সঙ্গে সব, কাঠেব ভরা, (হায় কি দশা)
 সঙ্গে সব কাঠেব ভরা, লটবহরা,
 যাইত বেহারার কাঁদে তুলে ।
 ঐ শুন ঘরে পবে, সবাই কঁদে,
 ছেলেরা কঁদে বাবা বলে ।
 কোথা সে সব মমতা, (হায় রে দশা)
 কোথা সে সব মমতা, কও না কথা,
 এখন কি তা ভুলে গেলে ॥
 যুবে যে, দিল্লী লাহোব, ঢাকা-সহর,
 ঢাকা মোহর নিয়ে এলে, খেতে না পয়সা দিকি,
 (হায় রে দশা) খেতে না পয়সা দিকি,
 কও হে দেখি, তা'র কিছু কি সঙ্গে নিলে ॥
 রং বিরং, সাঁলেব জেঁড়া, গাড়ি ঘোড়া,
 চেন্ ঘড়ী সব কোথায় থ'লে ॥
 হ'বে যে, এমন দশা, (হায় কি দশা)
 হ'বে যে এমন দশা, দশম দশা,
 জীবদশায় ভুলে ছিলে ॥
 শত্রুতা প্রকাশিতে, যা'দের সাথে,
 হরষেতে সেই সকলে ।
 বল্ছে ভাই ভালই হ'ল,
 (ঐ দেখ সব) বল্ছে ভাই ভালই হ'ল,

বালাই গেল, হাড় জুড়া'ল, এত কালে ।
 খেদে দীন বাউলে কয়, এ সমুদয়,
 দেখে শুনেও লোক সকলে, একটি দিন এ ভাবনা,
 (হায় কি দশা) একটি দিন এ ভাবনা,
 কেউ ভাবে না, বিষয়-মদে থাকে তুলে ॥ ১২২৬

দীন বাউল ।

এ ঘোর ভব-সাগরের জলে ।
 বসে আছে জেলে জাল ফেলে ।
 এ যে, জগৎ-বেড়ে, (ভোলা মন, মন রে আমার)
 এ যে জগৎ বেড়ে, ধলো বেড়ে,
 জগতের জীব এককালে ।
 এ জালে নাই কারু পরিত্রাণ ;
 যত, বোয়াল কাতল, ছেলঃ চিতল ঘুচবে সবার প্রাণ ।
 ও তোর, পুঁটার জীবন, (ভোলা মন, মন রে আমার)
 ও তোর পুঁটার জীবন,
 আর কতক্ষণ বাঁচবি ডুরী টান দিলে ।
 যে ছয় বেটা সেই জেলের অধীন ;
 তা'রা, খুঁজে বেঁজে, জালের মাঝে, আনছে যত মীন ।
 জেলে, সকল জানে, (ভোলা মন, মন রে আমার)
 জেলে, সকল জানে, যা যেখানে, রয় না ছাপা ছক'লে ।
 যা'দের কিছু সাধন-বল আছে,
 তা'রা হিঁড়ে ছুটে, এ জাল কেটে পাশিরে বেতেছে ।
 ও তোর কোথায় সে বল, (ভোলা মন, মন রে আমার)

ও তোর কোথায় সে বল, আরো কেবল,

বাঁধিয়ে নিলি ফাঁস গলে ॥

বিপদ-কালে ঘটে রে অজ্ঞান,

এ দীন বাউল বলে কলেবলে কাটল না রে জ্ঞান ।

ও সেই কাল-নিবারণ (ভোলা মন, মন রে আমার)

ও সেই কাল-নিবারণ হরির চরণ,

কর স্মরণ এই কালে ॥ ১২২৭ দীন বাউল ।

বুখা ভবে খেলা'তে এলি তাস ।

ও তোর মন্ত্রী কচ্ছে সর্বনাশ ॥

এমন কাগজ পেয়ে,

অলপ্পেয়ে রে

কেন ডাক্লিনে ইস্তক-পঞ্চাশ ॥

হাতে রং থাকতে তুই খেলি এ কিরূপ,

এসে তোর সাক্ষাতে বিপক্ষেতে মাৰ্ভেছে তুরূপ,

কিসে বল রে এবার পিঠ পা'বি আর রে,

হাতের সকল ফেরাই দিলি পাশ ॥

হেসে বিস্তী কাবার কচ্ছে বিপক্ষে,

কিসে রাখবি কাগজ দেখিনে গোচ কিছুই তোর পক্ষে,

হায় হায় এমন খেলায় হারালি হেলায় রে,

করিস্ হাতের পাঁচের কি আশ্বাস ॥

ও যে টেকাতে পিঠ নেয় তুরূপ করে,

ও তুই এমন বেহুঁস, দশ দিলি ঘুস গোলাম না মেরে ।

এখন হাত থাকিতে বশ নে হাতে, রে

শেষে পা'বি সে আর অবকাশ ॥

যখন তিনকুড়ি সাত দেখা'তে ক'বে,
তখন কি দেখা'বি খাবি খা'বি চক্ষুঃস্থির হ'বে ।
এ দীন বাউল বলে, হরি বলে রে,
শেষে পুড়বে যে তোর বুকে বাঁশ ॥ ১২২৮

দীন বাউল ।

কেন দাবা খেলতে এলি বল ।
ক্রমে, কমে যে তোর এলো বল ॥
ছি ছি না জেনে চা'ল, হবি বেচা'ল রে,
ও তোর বিপক্ষ হ'ল প্রবল ॥
যে তুই বড়ের লোভে চাল্লি ছুই ঘোড়া,
ও তোর কপাল পুড়ে চাপায় পড়ে গেল রে মারা ।
পড়ে উঠ'না কিস্তী, মলো কিস্তী রে,
ঐ দেখ হাস্ছে তোর বিপক্ষদল ॥
যে ঘোর ছয় চক্রে মজ্জী পড়েছে,
এসে ধল্ল ঘেঁতে ঘাড় যেতে, আর কি পথ আছে ।
শেষে না পেয়ে পদ একি বিপদ রে,
দাবা পিলের সঙ্গে হয় বদল ॥
হায় হায় গজ ছুটি তোর বিপক্ষের ঘরে,
সহায় কেউ হ'ল না, জোর পেলে না, এল না কিরে ।
কেবল কিস্তী কিস্তী নাই সোয়াস্তি রে,
ও তোর রাজ্য যে হ'ল পাগল ॥
এবার বাঁচ'বি কিসে পঞ্চ-রঙের হাত ;
যখন শত্রু এসে ধরবে ঠেনে, করবে কিস্তি মাত ।

এ দীন বাউল বলে, কল কোশলে রে,
ও তুই এই বেলা চা'ল মাত্তে চল ॥ ১২২৯

দীন বাউল ।

আর কি এবার ভাবনা রে আছে ।
নখী ফুল-বেঞ্জে পেশ হ'য়েছে ॥
যা'বে, লোয়ার কোর্টের হুকুম কেটে রে,
আছে যে সহায় আমার পাছে ॥
যা'রে মাল মহলের কর্নেয় ম্যানেজার,
করে, জবরদখল, সোণার মহল, কর্ণে ছারেখার ।
দিল মিথ্যে সাক্ষ্য ছয় বিপক্ষ রে,
তাইতে, অস্তায় ডিক্কা পেয়েছে ॥
এবার সদর আশীল করেছি দাখিল ;
আপনি ঠাউও লিখে, দিলেন দেখে, শ্রীনাথ উকীল ।
কর্কেন মিত্র-জুজে, বিচার নিজে রে,
কিশের ব্যারিষ্টার আর তার কাছে ॥
হাকিম, দীনদরিদ্র, জানেন আমারে ;
দয়াল নাম যে প্রকার, নালিস এবার চোল্বে পাপরে ।
ও সে যে আদালৎ বুঝে হালৎ রে,
আমার ধর্মসাক্ষী রয়েছে ॥
আছে সব প্রিপেরার নৈরে আর ব্যস্ত ;
ঠেকে আনুবো মহল, করে বহল, সন্ত সাব্যস্ত ।
ঐবি-কোন্সিলের সে নজীর এসে রে,
আমার তমাদি-দোষ কেটেছে ।

বলে, দীন বাউলে ভাব্ছো কি রে মন ;
এবার গবর্ণমেন্ট আপীলান্ট, নাই তোমার মোচন ।
বমাল খরচার দাবী, পয়মাল হবি রে
আবার দায়মাল চার্জ রয়েছে ॥ ১২৩০

দীন বাউল ।

চল ভাই আর দেরি নাই ঐ টিকিটের ঘণ্টা প'ল ।
ত্বরায় যাই এন্ট্রেন্সে, দেখে শুনে তল্‌পী তোল ॥
প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে যত, বন্‌ছে টাইম্ ওভার হ'ল ।
হুড় হুড় হুড় আনু'ছে গাড়ী, হুড়োছড়ি লাগল ভাল ॥
ঝোলা ব্যাগে যাচ্ছে বেগে, যারা আগে টিকেট পেল ।
কেউ বা যেতে টিকেট বিনে, পোলিসম্যানে চালান দিল ।
কত জন কচ্ছে রোদন, হে গোবিন্দ একি হ'ল ।
কি দিয়ে কর্কো টিকেট হয় কে পকেট কেটে নিল ।
দীন দুখী দেখে টিকেট-মাষ্টার যা'রে সদয় ছিল ।
বিনে মূলে অনায়াসে, পাস পেয়ে সে পাসিয়ে গেল ॥
দীন বাউল ঐ সামিলে, দলে মিলে টিকেট পেল ।
হরি হরি কণ্ড সকলে, চারি দিকে অল বাইট হ'ল ॥ ১২৩১

ঐ

সামাল সামাল মন-মাঝিরে রে, হা'ল ঠিক যেন থাকে ।
উঠেছে হামাল ভারি ডরিও না দেখে ॥
হু হু কল কল কল, ঐ পাকে ডাক্‌ছে জল,
সাবধানে যুরিও রে কল, সলায় টিপ্‌ রেখে ॥
যে টান দেখছি কিনারে, কাটানে যেও না রে,
কোন টানে ভল্‌কা মেরে, কেল্‌বে বিপাকে ॥

শেষে পাবিনে সুমোর, এই বেলা বাঁধ রে কোমর,
 নৈলে তোর ভাসবে শুমোর, এলে বাণ ডেকে ॥
 একে তরঙ্গী জরা, ভরা তায় পাপের ভরা,
 দেখ যেন যায় না মারা, চড়াতে ঠেকে ॥
 ভক্তি-মান্ডলে, হরিনাম বাদ্যম তুলে,
 দীন বাউলে বলে দেও পাড়ি সুখে ॥ ১২৩২

— দীন বাউল ।

ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশী,
 সত্য পথের সত্য ভাবনা ।
 যে পথে চোর ডাকাতে কোন মতে,
 ছোবে না রে সোণাদানা ।
 সেই পথে মনসাধে চল বে পাগল,
 ছাড় ছাড় রে ছলনা ॥
 সংসারের বাঁকা পথে, দিনে রেতে,
 চোর ডাকাতে দেয় যাতনা ।
 দেখ আবার ছয়টি চোরে, ঘুরে ফিরে,
 লয় রে কেড়ে সব সাধনা ॥
 কখন কড় বাতাসে উড়ে এসে,
 জুড়ে বসে ঘোর ভাবনা ।
 পরাণে নয় এত কি, ঘোর পাতকী,
 সহ্যে যেন যম-যাতনা ॥
 ফিকিরচাঁদ ফকীর কয় তাই,
 কি কর ভাই মিছামিছি পর-ভাবনা ।

চল যাই সত্যপথে, কোন মতে,
এ যাতনা আর রবে না ॥ ১২৩৩

— প্রকুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ।

ভোলা মন কি করিতে কি করিলি,
শ্রুধা ব'লে গরল খেলি ।
সংসারে সোণার খনি, পরশমণি,
রতনমণি না চিনিলা ॥
কি ব'লে, অবহেলে, সোণা ফেলে,
আঁচলে কাচ বেঁধে নিলা ॥
আসিরে ভবের হাটে, বেড়া'স ছুটে,
লোভের মুটে তুই কেবলি ।
না বুকে ত মিঠে, বুঁটে
ভেবে মিঠে, মিঠে নিলা ॥
না জেনে ভাল মন্দ, এমনি দ্বন্দ্ব,
সাপের ফাল্গ গলায় দিলি ।
পাশরি পরমার্থ, পুরুষত্ব, তুচ্ছ প্রেমে মজে র'লি ॥
কিকিরচাঁদ ফকীর বলে, গেলি ভুলে,
যা করিতে ভবে এলি ।
এ জগৎ-চিত্তামণি, আছেন যিনি,
তায় না চিনি মাটি হ'লি ॥ ১২৩৪

ঐ

দোকানি ভাই দোকান সার না ;
কত করি বেচা কেনা ॥

ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল,
 দোকানের সব মাল মশলা চোর ছ'জন নিল ।
 (দোকানি) ও তোর ঘরের মাঝে
 (ও রে ও ও দোকানি) সিঁধ কেটেছে,
 তাও কি একবার দেখ না ॥
 পরেরে ঠকাতে গে নিজে ঠকিলি,
 যা ছিল তোর আদল টাকা সকল খোয়ালি,
 (দোকানি) ও তোর মহাজনের, (ও রে ও ও দোকানি)
 কি করিবি, তাগাদার দিন বল না ॥
 ফিকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা,
 (এখন) মহাজনের শরণ লয়ে জানাও গে ব্যাধা,
 (দোকানি) তিনি বড় দয়াল,
 (তাঁর মত আর দয়াল নাই রে)
 শুন্লে আওহাল, তোরে নিদয় হ'বেন না ॥ ১২৩৫
 প্রক্লেশ গান্ধুলী ।

কা'র হিসাব লিখছি' ব'লে মনের খোসে,
 আপনার কাজ মূলতুবি রেখে ।
 ও রে তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে,
 পরের চখে দেখছি' চোখে ।
 তবু তুই পরের বেঠিক, করছি' রে ঠিক,
 আপনার বেঠিক ঠিক না দেখে ॥
 লিখছি' পরের বাকী জায়, আপনার দিন যায়,
 তোর ঠিকানা নাই সে দিকে ।

পাগলেও আপনার ভাল বুঝে ভাল,
 আপনার ভাল না বুঝে কে ।
 শুনেছি লোকে শিখে লোকের দেখে,
 হাবা লোকে ঠেকে শিখে ।
 নিকেশে ঠেকবি যে দিন, বুঝবি সে দিন,
 সব্বে না তোর বাক্য মুখে ॥
 ফিকিরচান বলে খেদে, দিন থাকিতে,
 আপনার হিসাব নে রে দেখে ।
 যদি রে থাকে বেঠিক, কর তা ঠিক,
 তবেই নিকেশ দিবি মুখে ॥ ১২৩৬

প্রফুল্লচন্দ্র গান্ধুলী ।

এ যে বিষম নদী দেখে করে ভয় ।
 বা'ছ খেলা'তে এলাম এবার বা'ছ খেলান হ'ল দায় রে ।
 পাঁচ কাঠের জীর্ণ তরলী,
 ও তা'র নবদ্বন্দ্ব্রে ওঠে বারি দিবা রজনী ;
 ও সে জলের ভারে তরি গড়ায় রে,
 বুঝি গড়তে গড়তে ডুবে যায় রে ॥
 দশখানি দাঁড় পাতা আছে রে,
 ও তার ছয় দাঁড়ীতে জোরে টেনে লয় ভাটিয়ে রে,
 আবার মাঝি বেটা এমন বোকা রে,
 হা'ল ধরিতে দিশে নাহি পায় রে ॥
 আঠার ডওরাতে বসে রে,
 ঐ যে আঠার জন আছে তা'রা কেবল সুমায় রে,

তা'রা জাপে না যে কোন মতে রে,
 আমার ব'লে না দেয় সহপায় রে ॥
 আকাশে মেঘ দেখা যে দিল,
 ও রে অমনি দাক্ষণ বড় বাতাসে তুফান উঠিল,
 পাঁচ গুণারি টানে পাঁচ দিকে রে,
 পাকে পড়ে তরি মারা যায় রে ॥
 ফিকিরচাঁদ কয় মন রে বিনয়ে,
 কেন এত ভাবছি'ল বসে বিপদ-সময়ে,
 এখন কূলে যেতে চা'ল যদি রে,
 তবে বাদাম টেনে দে স্বরায় রে ॥ ১২৩৭

প্রকুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ।

ভাই রে কে তুমি এই অশান-শয্যায় ।
 সন্ন্যাসীর বেশে, হায় কে তোমায় দিল বিদায় ।
 ভাই রে, যদি হও মূলুকের বাদসা,
 তবে কে করিল এ হেন দশা,
 তোমার সৈন্তবল, কল কোশল,
 সে সকল এখন কোথায় ॥
 ভাই রে, তোমার সেই অতুল ধনরাশি,
 এখন কা'রে দিবে সাজ্জল সন্ন্যাসী,
 তোমার কৈ বাড়ী সে গাড়ী ছুড়ি এখন কে হাঁকায় ॥
 ভাই রে, যদি হও তুমি মান্তমান,
 কুল-মর্যাদায় সব কুলীন প্রধান,

তোমার সে মাছু, কোলিত্ত,
 প্রাধাত্ত এখন কোথায় ।
 ভাই রে, যদি হও দীনহীন কান্দাল,
 তবে ধনীর দ্বারে যত খেয়ে গাল, ভিক্ষা করেছ,
 কেঁদেছ, এখন সে জালা নিবায় ।
 কান্দাল বলি'ছে, কান্দাল ধনবান,
 শু'লে শ্রশানে হয় সকলে সমান,
 জাতি কুল বিচার, অহঙ্কার,
 কোন বিচার নাই তথায় ॥ ১২৩৮ হরিনাথ মজুমদার ॥

সংসার জালায় জলে সবাই মবতে চায় ।
 ম'লে এমন রতন কি পায়, তাই মাছুষে মরণ চায় রে ।
 বল শুনি মন সেই কথা আমায়,
 ও রে মাছুষ ম'লে শাস্তি পায় রে এমন স্থান কোথায়,
 জলে পুড়ে মাছুষ তথায় গেলে রে,
 সকল জালা অমনি নিবে যায় রে,
 ভাই বন্ধু সংসারের মাঝে,
 এ সব বন্ধু হ'তে বন্ধু আবার এমন কে আছে,
 সে কি এত ভালবাসে সবায় রে,
 মরে তা'র কাছে যেতে চায় রে ॥
 এত ভালবাসে রে যে জন,
 কেন তা'রে প্রাণের সহিত ভালবাসিস্ নে রে মন,
 তা'রে ভাল না বাসিলে মন রে,
 মাছুষ ম'লেও শাস্তি নাহি পায় রে,

কাকাল কাঁদে চক্ষে পড়ে জল,
ও মন মরতে চাও যে মরণের কাজ কি করিলি বল,
যে দু'দিন বেঁচে থাকিস্ মন রে,
ডাক দীননাথে সৰ্বদায় রে ॥ ১২৩৯

— হরিনাথ মজুমদার ।

দুনিয়ার আজব গাছে সদা বসে আছে দুই পাখী ।
কেহ বাসা ছেড়ে নাহি নড়ে,
দু'জনে মাথা মাখি ॥ ভালবাসায়,
এক পাখী কত ফল বিলায়,
সে ত খায় না সে ফল, আর এক পাখী বসে বসে খায়,
ও যে ফল বিলাচ্ছে, সে না খাচ্ছে,
অস্ত্রে হচ্ছে কলভোগী ॥ ইচ্ছামত,
পাখী নয় কাহারও স্বাধীন,
ও যে ফল খায় সে ফল চিনিতে হয়েছে স্বাধীন,
সে ফল দেখে শুনে নাহি চেনে,
ফল খেয়ে হারায় আঁখি ॥ নিজ দোষে,
মনোহুখে কাকাল কাঁদছে,
আমি স্বাধীন হ'য়ে না পারিলাম ফল নিতে বেছে,
আমি খেলাম যে ফল, এখন সে ফল,
কেবল পরলময় দেখি ॥ হার হল কি ॥ ১২৪০ ঐ

—
সবে হচ্ছে পার যাচ্ছে এক খেওয়ার ।
এ কি চমৎকার, কেহ কার ছোয়া পানী নাহি খায় ॥

এক খেওয়ারি তুলিয়ে নৌকায়,
 ও রে সকল জেতের পারে ল'য়ে যায়,
 ও রে এক আকার, সবাকার, তবু জাত-বিচার দেখায় ॥
 এক নদীতে হিন্দু মুসলমান,
 ও রে ঐঠার আদি করিছে জলপান, সেই জল তুলে,
 কেউ ছ'লে, অমনি ঢেলে ফেলে দেয় ॥
 এক বাতাসে সবে কচ্ছে বাস,
 সেই বাতাস আবার নিশ্বাস প্রশ্বাস, তবু বিশ্বাস নাই,
 এক সবাই, অবিশ্বাস কথায় কথায় ॥
 ও রে এক সূর্য্যের আলোক পায় সবায়,
 আবার আঁধাব নষ্ট এক চাঁদের জ্যোৎস্নায়,
 তবু অসম্ভব, ভিন্ন ভাব নাই ছুনিয়ায় ।
 কাঙ্গাল বলিছে সকলেই সমান,
 ও তা মুখে বলেন, কাজে না দেখান,
 বিনে তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ভেদ-জ্ঞান, কতু না যায় ॥ ১২৪১
 ——— হরিনাথ মজুমদার ।
 করিছ পরের কারণ, সদাই রোদন,
 আপন কাঁদন তু' কাঁদ না ।
 টোকাহীন হ'লে নাড়ী, যুক্তি করি,
 খুঁজবে ধাড়ি পাট বিছানা ;
 থাম্লে তোর ঘড়ঘড়ী বোল, বলবে সকল,
 লীম্ব ধ'রে বাইরে নে না ॥
 মন রে তোর আশ্রয়নে, বাইরে এনে,
 দেখবে কিছু আছে কি না ।

অকুমান মাত্র টোকা, পেয়ে ধোকা,

বলবে আছে নাম ডাক না ॥

কিছুক্ষণ কান্না কেঁদে, গাম্ছা কাঁধে,

খুঁজবে কোথা জ্ঞাতি জনা ।

আছে সব আত-বেহারা, এসে তারা,

হৃদয় তোমায় খোবে না ।

ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে, এ দিন পেলে,

ঘোচে তার ভব-ভাবনা ।

অস্ত্রিমে কলসী কাটা, বাঁশের মাচা,

বুঝি এর বা তাও মেলে না ॥ ১২৪২

— প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী ।

কার চোকে দিচ্ছ ধূলি, চতুরালী,

করে রে মন তাই বল না ।

সে যে হয় অগতহর্ষা,

বিচারকর্তা! অন্তর্যামী তাও জান না ।

সে যে তোর ক্ষণে জাগে, মনের আগে,

দেখছে রে সব ঘটনা ।

সে যে হয় মনেরই মন, যার যেমন মন,

সকলি তার আছে জানা ॥

ও রে যার মন নয় সোজা, আঁধি বোজা,

কেবল রে তার বিড়ম্বনা ॥

তুমি এই ভবে এসে লোভের বশে,

যখন কর যে ছলনা ।

সে তোর এ সব দেখেছে,
তার কাছে রে ছাপালে ছাপা থাকে না ।
আলোক আর আঁধারে স্থান দেখে সমান,
সে ত নয় রে টারাকানা ।
তার চকে ধূলা দিয়ে ছাপাইয়ে,
যাবে সেরে তা হবে না ॥
কান্দাল কয় যা ভেবেছি, যা করেছি,
সব জেনেছে সেই এক জনা ।
ভেবে আর নাই রে উপায় সব অমুপায়,
দয়াময়ের দয়া বিনা ॥ ১২৪৩

হরিনাথ মজুমদার ।

ভেবে ত দেখে না কেউ, কত যে ঢেউ.
উঠছে সদা দেল-দরিয়ায় ।
কখন হ'য়ে রাজা মারে মজা মনেতে মন মনকলা ধায় ।
কখন পাদস উজীর, কোটাল নাজীর,
আবার ফকীর হ'য়ে বেড়ায ॥
কখন ধনের আঙ্গাল, কখন কান্দাল,
অটালিকা বৃক্ষতলায় ।
ও রে তার মনের মাঝে হাসি কান্না ঘর-কন্যা এই সমুদায় ।
ও রে ভাই মনের কথা, যেথা সেথা,
বলে আবার লোকে ক্লেপায় ।
এ পাগল কে নয় রে ভাই,
মনের কথা বলে সবাই তা জানা যায় ॥

কাজাল কর যে জন মোরে, পাগল করে,

মনের কপাট ভেঙ্গে ফেলায় ।

যদি সেই পাগলকরা পড়ে ধরা,

তবে সকল পাগল হওয়ায় ॥ ১২৪৪

হরিনাথ মজুমদার ।

দেখ ভাই জলের বৃন্দুদ, কিবা অজুত,

হুনিয়ার সব আজব্ খেলা ।

আজি কেউ পাদশা হ'য়ে, দোস্ত ল'য়ে,

রংমহলে করছে খেলা ।

কাল আবার সব হারা'য়ে, ফকীর হ'য়ে,

সার করিছে গাছের তলা ।

আজি কেউ ধনগরিমায়, লোকের মাথায়,

মারছে জুত এড়িতোলা ।

কাল আবার কোপ'নী পরে, টুক'নী ধরে,

কঁধে কোলে ভিক্ষার কোলা ।

আজ রে যেখানে সহর, কত নহর,

রয়েছে সব বাজার মেলা ।

কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি,

করছে রে তরঙ্গ খেলা ।

কাজাল কর, পাদশা উজীর, কাজাল ফকীর,

সকলি ভাই ভোজের খেলা ।

মন তুমি যখন যা হও, ঠিক পথে রও,

যশ্বে কে ক'র না হেলা ॥ ১২৪৫

ঐ

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয় !

ভক্ত হ'তে যার, ইচ্ছা তার, আগে শাক্ত হ'তে হয় ॥

শক্তি হইলে প্রকাশ,

সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ,

মান অপমান, বলিদান, দিয়ে কর রিপু জয় ॥

রিপু হ'লে জয় জ্ঞানের বুদ্ধি,

তখন অনায়াসে হ'বে ভূতগুহি, সিদ্ধি হয় তখন,

নইলে মন অ-আ-ই-ঐ কর্তে হয় ॥

সিদ্ধি হ'লে মন বৈষ্ণব-লক্ষণ,

তখন হিংসা আদি হ'বে রে বারণ, বিবেকী যখন,

হ'বে মন, তখন রে ভক্তির উদয় ॥

কাকাল বলিছে ভক্ত হয় যখন,

ও রে ভেদজ্ঞান না থাকে তখন ;

যায় প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, জগৎ দেখে ব্রহ্মময় ॥ ১২৪৬

হরিনাথ মজুমদার ।

সেই প্রেম-রতন কি সহজে মিলয় ।

যে প্রেম-লাগি, বৈরাগী, সৰ্ব্বভ্যাগী, মৃত্যুঞ্জয় ॥

যে প্রেম লাগিয়ে নারদ সদাই,

মুখে হরি বলে, সুখী ওক-গোসাই,

যে রতন পেয়ে, বিব খেয়ে বালক-প্রহ্লাদ বেঁচে রয় ।

ঋব হ'য়ে যে প্রেম-অভিলাষী,

মাগের কোল ছেড়ে হয় অরণ্যবাসী,

যে প্রেম-লাগিয়ে, ভাবিয়ে গৌরান্দ সন্ন্যাসী হয় ॥

ও রে যে প্রেমে হইয়ে উন্মাদ,
 রাজা রামকৃষ্ণের হয় রাজস্ব-প্রমাদ,
 ছেড়ে অতুল ধন, পরিজন, লালাবাবু ফকীর হয় ॥
 শঙ্কর আচার্য্য নানক তুলসীদাস,
 যে প্রেম-মহিমা করেন প্রকাশ,
 যে প্রেম-মহিমার, রামমোহন রায়,
 এ বাদ্যলায় হ'লেন উদয় ॥
 কবির আর কবির ছুটী ভাই ছিল,
 তা'রা সংসার তাজে বৈরাগী হ'ল;
 পাদসা এদ্রাহিম, সেজে দীন, যে প্রেমেতে ককীর হয় ॥
 কাকাল বলি'ছে এ প্রেম যা'র আছে,
 ও রে সীসা সোণা সমান তা'র কাছে,
 বিষয়-অহঙ্কার, নাই রে তার,
 মান অপমান সমান হয় ॥ ১২৪৭
 হরিনাথ মজুমদার ।

মন না হ'লে সোজা, ফকীর-সাজা,
 কেবল রে ভাই বিড়ম্বনা ।
 ককীরের সাজা ধরে, নৃত্য করে, করুছ ধর্মের আলোচনা ।
 তুমি যে আপন কাজে বেঠিক নিজে,
 পরকে কি বুঝাও বল না ॥
 তুমি যে কত গান গাও, পরকে বুঝাও,
 নিজে কেন তা বোঝ না ।
 নিজে না বুঝলে পরে, অস্ত পরে, বুঝবে কেন, তা ভাব না ।

কাকাল কয় যুক্তি ধর, ভাল কর, ভাল হও রে সর্বজন,
নিজেনা হ'লে ভাল, পরকে
ভাল কর্কে ভাব, তা হ'বে না ॥ ১২৪৮

হরিনাথ মজুমদার ॥

যার ফুল নকল ক'রে গহনা গড়ে, দিচ্ছ রে মন কত বাহার ।
তিনি যে অগৎ গুরু, কল্পতরু, তাঁ'রে ভুল একি ব্যাভার ।
কখন হ'য়ে অন্ধ, বল মন্দ গুরু-মারা বিদ্যা তোমার ॥

ও রে ধীর আকাশে রং, দেখে রে রং,
করতে শিখে অগৎ-সংসার ।

আবার উল্লস সং বলিয়ে চং করিয়ে,
নাচাও তুমি, কি অহঙ্কার ॥

কাকাল কয় ধী'কে দেখে, লোকে শিখে,
না করে যে নামটি তাঁহার ।

ও রে তাঁ'র পদে প্রণাম, নেমক-হারাম,
তা'র মত কে আছে রে আর ॥ ১২৪৯

ঐ

(বল) তুই কেমন করে যা'বি রে তরে ।

ও তোর জীর্ণতরি তুকান ভারি, ও রে বুকি ভুবে যায় রে ॥

তরির নয় স্থানেতে ছিত্র ন'টা,

ঐ দেখে উঠছে তা'তে বারি সদা ভাই রে ॥

তরি হয়েছে রে ভুবু ভুবু ও তা দেখে প্রাণ কাঁপে রে ॥

যে দশ জন আছি দাঁড়ি,

তা'রা মনের লুখে গা'চ্ছে সারি বসে ।

ও রে মহাজনের মাল বলে রে,
 তাঁদের তিলেক ভাবনা নাই রে ।
 ও রে বড় বোকা মাঝিটে রে,
 সে ত জলের গতি বোকে না রে ভাই রে ।
 আবার হেলে পানি মানে না রে, এবার বুঝি প্রাণ যায় রে ।
 পাগল বলে নাই আর উপায়,
 বিনে রে সেই দীনদয়াময় ভাই রে ।
 ভবের নাবিক তিনি চিন্তামণি,
 ও তুই ডাক রে স্বরায় তাঁরে ॥ ১২৫০

পাগল ফকীর ।

বাউলে হর—খেঁট।

হার হার কি মজার দোকান পেতেছে নিতাই ।
 তোরা কেউ দেখতে যা'বি ভাই ।
 প্রেমরসে ভেজেছে বুরি, যে খেসে সে বুরছে তাই ।
 কাণে কাণে দোকান ভরা, হরিনাম-মনোহরা,
 তাপিত প্রাণ শীতল করা,
 স্নুধা পাবা যত খাই । যাতায়াত সহজ সোজা,
 বইতে নাই তার বোকা, হবে শমনের সাজা,
 খাজা গজার মুখে ছাই । ভাব-রসের কারবারী,
 না জানে দোকানদারি, যে খায় একতার তারি,
 প্রেমের বলিহারি যাই । সন্মুখে সামান মাল,
 ধস্তে ছুঁতে নাই বমাল, দোকানী এমনি সামাল,
 খুঁজলে হাতে প'তে নাই ॥ ১২৫১ অজ্ঞাত ।

কান্দাল কিরিরটাদের হয় ।

মনে না বিবেক হলে, ভেক লইলে,
কেবল রে তার বিড়ম্বনা ।
মনে তোর টাকা কড়ি, কোটাবাড়ী,
কিসে হবে সেই ভাবনা ।
বাহিরের তিলক কোলা, জপের মালা,
দেখে ত ভাই সে ছুল্বে না ॥
বাহিরে মুড়ো মাথা, ছেঁড়া কাঁথা,
মনের মধ্যে কুবাসনা ।
তাইতে মাগীর তরে, ভিক্ষা করে,
বেড়াও আসল ঠিক থাকে না ।
কান্দাল কয় কুবাসনা,
মনের মধ্যে থাকলে না হয় উপাসনা ।
যদি বৈরাগী হতে ইচ্ছা তবে,
ছাই কর ভাই কুবাসনা ॥ ১২৫২

— হরিনাথ মজুমদার ।

পাখী মোর সেই কথাটি বল না ।
মনে বড় আশা, তাই জিজ্ঞাসা, কন্ব করতে পারি না ॥
অতি প্রভাত কালেতে, ব'সে গাছের ডালেতে,
তুই উৰ্দ্ধমুখে ডাকিস্ কারে মনানন্ডেতে ।
টারে না ডাকিলে, প্রভাত কালে, সূধা পেলেও গিলিস্ না ॥
শক্তি নাই বলে তোরে, খেতে দেয় অকাতরে,
তোর এমন দরদি জন কোথা বল না আমারে ।

যে জন এমন দাতা, বল সে কোথা,

শুনব তা আজ ছাড়ব না ।

তোর গর্ভ সঞ্চারে, গাছের ডালের উপরে,

তুই এমন করে কর রে বাসা কে বলে তোরে ।

আবার ডিঘ হল, তায় তা দিলে, কে বলে হবে ছানা ॥

কিরিরচাঁদ কর কাঁদিয়ে, অশেষ পাণী বলিয়ে,

বলে না সে কথা পাখী গেল উড়িয়ে ।

তবে কোথায় যাব, কায় ডাকিব,

কেউ যে কথা বলে না ॥ ১২৫০ প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী ।

ভাব মন অধমতারণ, সত্যশরণ,

ঈশ্বর নামেতে পাষণ গলে ।

যিনি এই গগন তপন, পাতাল ভুবন,

শূন্য পবন, স্থলে জলে ।

কিবা আশ্চর্য্য কখন, নাই তাঁর চরণ,

সমভাবে বেড়ান চ'লে ॥

যিনি এই গাছগাছড়ায় দালান কোটায়,

পত্র-কুটির ঘরের চালে ।

তিনি হোর দেলের মাঝে, ব'সে আছে,

ভাল মন্দ কথা বলে ॥

যিনি সেই চীনতাতারে, ক্রম সহরে,

বর্ষা কান্দীর বিল নেপালে ।

তিনি হোর ভাতের প্রাসে, খাটের পাশে,

নাচিয়ে বেড়ান ল'রে কোলে ॥

যিনি তোর উপবীতে চাপদাড়িতে,
 বেদ পুরাণ কোরাণ বাইবেলে ।
 যিনি তোর খোল ধমকে, ঢোলে ঢাকে,
 আলখেল্লায় ফুরফুরি ঝোলে ॥
 যিনি সেই মজিদ গির্জায়, ব্রাহ্মসভায়,
 শ্রমশানে কি গাছের তলে,
 তিনি মোহন্ত-আখড়ায়, তুলসী-তলায়,
 সর্ব স্থানে ছুমণ্ডলে ॥
 যিনি সেই ব্রহ্মপুত্রে, পেঁড়ো-ক্ষেত্রে,
 ঘোষ-পাড়া কি বিদ্যাচলে ।
 তিনি জীবনাবনে, কাশীধামে,
 মক্কা মদিনা চিহ্নলে ॥
 যিনি সেই জাতি-হিংসায়, বিবাদ ঘটায়,
 যুদ্ধ বাদায় সন্ধি-স্থলে ।
 তিনি যে অধীনতা, স্বাধীনতা,
 যা বল তা সবার মূলে ॥
 যিনি সেই গড়ের মাঠে, মহুমেন্টে,
 রেলের রোডের ধুমকলে ।
 তিনি যেনেড়া মাথায়, জুলুঙ্গী খোপায়,
 টাকপড়ায় কি এলবার্ট চুলে ॥
 যিনি তোর ভাত বাজনে, চুণে পানে,
 দধি দুগ্ধ শাক অম্বলে ।
 তিনিই তোর ধুতি চাদর, জামার ভিতর,
 কোট পেটু লেন শাল রুমালে ॥

যিনি নাটক যাত্রায় ঢপ অপেরায়,
 কবিকঙ্কন কবির দলে ।
 তিনি পাঁচালী-ছড়ায় হাফ আখেড়ায়,
 বুঝুর খেমটা বাই মহলে ॥
 যিনি সেই কথকতায়, রসিকতায়,
 বক্তৃতায় কি পণ্ডিত-টোলে ।
 তিনিই যে ছেঁড়া ছালায় কোশীন কোলায়,
 গে'ধুড়ি কিয়া কললে ॥
 ফিকিরচাঁদ বলে তোরে করে ধরে,
 মূল হারালি ভুলের মূলে ।
 ধূয়ে ধন চালের বা'তায় জল যে হাতড়ায়,
 তাকেই লোকে পাগল বলে ॥ ১২৫৪

— প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী ।

অজব তুনিয়াব একি দেখি অজব কারখানা ।
 ও রে ফল গেয়ে ঘোরে যে গাছ দেখে না ॥
 হচ্ছে কত গাছের পাতা পড়ছে আবার খসিয়ে,
 ও রে আঙনেতে পুড়ছে ঘনি গোবর উঠছে হাসিয়ে,
 মরছে লোকে সর্বনাশ, অশানেতে হচ্ছে ছাই,
 তবু লোকে করছে মনে আমার মরণ হবে না হবে না ॥
 ইচ্ছা অজসারে যখন কার্য হয় সবাকার,
 তখন ইচ্ছা পরে ইচ্ছা আছে সম্মেহ আর নাহি তা',
 লোক এমন অবোধ ভাই, হাতের ফল বলে নাই,
 অহঙ্কার করি তাই বলে ঈশ্বর মানি না মানি না ॥

কৈদে বলে অতি দীন, বিদ্যাহীন কাক্সালে,
দৈখরে কি জানা যায় বিদ্যা বুদ্ধি কোশলে,
আমি অ'ছি কিরে নাই, আগে ঠিক কর তাই,
পরে দেখবে আছেন তিনি
ভাবতে কিছু হবে না হবে না ॥ ১২৫৫

হবিনাথ মজুমদার ।

ও রে ভাই সকল ফাঁকি, শেষ দশা কি,
মলে একবার ভেবে দেখলে ।
মানুষে করে যখন ধন উপার্জন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ।
তখন রে ধনের তরে মধুর স্বরে, সবাই ডাকে কর্ত্তা বলে ॥
যদি রে ধন উপার্জন না হয় কখন,
নিন্দা করে কথার ছলে ।
গৃহিণীর মুখ তলো ছেলে গুলো,
নাহি ডাকে বাবা বলে ॥
দিয়ে রে ছাই উদবে, সিঁদুক পূরে,
ধন দৌলত রেখেও মলে ।
অশানে লবে যখন, বাঁধবে তখন,
একখান ছেঁড়া চাটাই ফেলে ॥
তুমি যে গিন্নীর ঠাটে, খেটে খেটে,
সোণার শরীর মাটি করলে,
অশানে লবে যখন হয় ত তখন,
তিনি দেবেন গোবর গুলে ॥
কাক্সাল যে ভবের মুটে, খেটে খেটে,

জন্ম এখন এই শেষকালে,
বুড়ো বলদের মত, কষ্ট কত,
স্থান না পায় আর কোন স্থলে । ১২৫৬

হরিনাথ মজুমদার ।

চলতেছে আজব ঘড়ী দিবা রাত্টি নাই কামাই ।
ও যার ঘড়ী এমন, কারিকর তার কেমন ভাই ।
এক স্প্রিংয়ের জোরে ঘড়ীর ঘুরছে যে রে সকল কল,
সেই স্প্রিংয়ের জোর না থাকিলে যত কল সবই বিকল,
বুকের চপাশে দোলনা, টক্ টটক্ টক্ হয় বাজনা,
বেদম ভাবে চলছে কিন্তু দম দিবার তার চাবি নাই,
ও রে ভাই ।

সুতর মত ছোট খাঁট চাকার আবার কত চিহ্ন,
ও তার উপর উপর দেখলে তাতে পায় ন কেউ
কোন উদ্দেশ্য ;

ছুই কঁটা চলে বাইরে, এক কঁটা যায় ধীরে ধীরে,
একটা বাধায় পাকেতে গোল ভাল মন্দ ছুই এরাই,
ও রে ভাই ।

কিকির তোরে কিকির বলি যদি মোর কথা রাখিল,
তবে প্রেমতরে দিনান্তরে দয়াময় নাম টাইম দিল,
যে কারিকর বানাইছে, নষ্টের কি কথা আছে,
নিজের দোষে ভাজবে যখন তখন রাখবার উপায় নাই,
ও রে ভাই । ১২৫৭

কিকিরবাবু ।

কীর্তন ।

ভবপারের তরী তোদের লেগেছে তীরে ।

ও রে সকাঁতরে ডাকলে তাঁরে নেবে রে পারে ॥

জায়গার কমি নাই নায়েতে, জাতের বিচার নাই বসিতে,
(তোরা কে যাবি রে, ভবপারের তরীতে,
এমন হুযোগ আর পাবিনে) চলে নাও জ্ঞাত গতিতে,
এক হালের জোরে ॥

যদি নেয়ে মনে করে, ব্রহ্মাও নায় নিতে পারে,
(সামান্ত নয় রে এ তরী তরীর মত,
এই বিশ্ব-সংসার নিতে পারে) কিন্তু,
প্রেমিক ভিন্ন নেবে না রে, আস্তে হয় ফিরে ॥
ফিকির এখন ফিকির করে, না পেয়ে নাও কেঁদে মরে,
(আমার কি হল রে ভবপারে যাওয়া হল না,
আগে তাঁরে প্রেম না কোরে)

ও হে নয়াময় পার কর মোরে, ডাকি কাতরে ॥ ১২৫৮

— প্রকুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ।

বাউলের হয় ।

কে গো তুমি চিত্ হ'য়ে ভাস্ছে নদীর জলে ;

(জলের মধ্যস্থলে) ।

আমার মাথা খাও, কথা কও হাসির লহর তুলে ;

(তাকি গিয়েছ তুলে ?)

আরনা কিতে চিরুণ ভূরি, যাচ্ছে পড়ে গড়াগড়ি,

এখন যাচ্ছ কোথা তাড়াতাড়ি এলো খেলো চলে ;

(চেউয়ের সঙ্গে কূলে),

বিধুমুখে মুহুহাসি, গলায় দিতে শ্রোমের ফাঁসি,
এখন ছেড়ে দিয়ে হাসিখুসি, মুখভারী করিলে ;
(কেন কি ভাবিলে ?)

গরলমাখা ছুটি চোখে, মারতে শৌচা লোকের বৃকে,
এখন সে নয়ন খাচ্ছে কাকে, ঠুকরে ঠুকরে তুলে ;
(ও সেই পাপের ফলে) ।

যে রূপের ও রূপসি, গরব করতে দিবা নিশি,
এখন কোথায় গেল সে রূপরাশি, ঢাক হ'য়েছ তুলে ;
(যাবে ছদ্মিণে গ লে) ।

তোমায় দেখে স্মৃখী হলাম, এই উপদেশ পেলাম,
আহা ! সংসারের পরিণাম, কালের অভূত লীলে ;—
(তুমি দেখিয়ে গেলে) ॥ ১২৫৯

জামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বাউলের হর ।

বাড়ীর গিন্নি আজ্ চলে কোথায় উদাসিনী হয়ে ।
এই যে, জাতবেহারার কাঁধে চড়ে ঝাটুলীতে গুয়ে ॥
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গৃহস্থালী পাতাইলে,
আহা, ই ডী কলসী পাকাইলে, তেলে আর ঘিয়ে ।
সোণা রূপার গয়না গাঁটি, বাসন কোসন, ঘটা বাটি,
এই যে, ঝাট বিছানা, শীতল পাটি, রেখেছ সাজায়ে ॥
রেখে হাঁড়ি, কলসি জালা, ঘরেতে দিয়েছ তালা,
এই যে কুলো ডালা, থৈচালা, রেখেছ টাঙ্গায়ে ।
গৃহস্থালীর বস আসবাব, কিছুরতো রাখ নাই অভাব,
আহা, ক্রমে ক্রমে করেছ সব, কত কষ্ট স'য়ে ।

ঘরকন্নার জিনিস যত, রাখতে ধরে যথের মত,
 তুমি কাউকে ছুঁতে দিতে নাও, অপচয়ের ভয়ে ।
 কেউ যদি কিছু চাহিত, প্রাণ ধরে দিতে না তো,
 তুমি থাকতে বলতে সব “বাড়ন্ত” চক্কুলজ্ঞা খেয়ে ।
 সদাই বলতে আমার আমার, আজ কিছুই তো
 হলো না, তোমার,
 আহা, কেবল ম’লে পণ ছুই চার, চাবির বোঝা ব’য়ে ।
 পাগল বলে হরি হরি, এ সব কেন যাচ্ছ ছাড়ি,
 তোমার এত সাধের পাকা হাঁড়ী, যাওনা ছুটো নিয়ে ॥ ১২৬০
 শ্রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বাউলের হর ।

যদি ভাই খেয়ে মদ, করবে আশোদ,
 কাজ কি যেয়ে শু ড়ির বাড়ী ।
 বিলাতি ত্রাণ্ডি বিহার, কাজ কি তোমার,
 নষ্ট করে পরসা কড়ি ।

সহস্রার খোলাভাঁটী, পরিপাটী, গুরু খুলেছেন ক্লুপা করি ;
 সাম-রস, স্নমধুর-রস; সুরা-সরস, হংসঘন্ত্রে হয় তৈয়ারী ।
 সঙ্গে লও শম দমাদি, যথাবিধি, বস্তু মন চক্র করি ;
 এই তো ভাই যেমন শক্তি, দ্বিলাম যুক্তি, শক্তি কর ভক্তি নারী ।
 গুরুকে করিয়ে ধ্যান, কররে পান, প্রেমের চবক হাতে ধরি ;
 নেশা, ভাই, চড়বে যবে, মনে হবে, হাত বাড়িয়ে স্বর্গ ধরি ।
 করেছে ভাই উজান ভাটী, মৎস্ত হুটী, ধর তারে যত্ন করি ;
 গন্ধিয়ে ধরে না ঘিয়ে, খেচরী দিয়ে, চাট কর মাংস সঘরি ।

ও রে ভাই পিষা পিষা, পুনঃ পিষা, ধরায় দিবে গড়াগড়ি ;
 নেশা, ভাই, ছুটবে যখন, আবার তখন, পান করে ভান্ধিবে
 খোয়ারী ।

দেখিবে চতুর্দলে, কুতুহলে, ব্রহ্মা, সাবিত্রী-স্বন্দরী ;
 ডাকিনী শক্তি তথা, বিরাজিতা, রূপে ভুবন আলো করি ।
 দেখিবে মুদিত চ'খে, জীবাত্মাকে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করি,
 রেখেছে ত্রিকোণ ঘরে, অধীন ক'রে কন্দর্প-বায়ুতে ঘেরি ।
 তার পর শ্রুত্মা মুখে, দেখবে শ্রুতে, স্বয়ম্ভু লিঙ্গ উপরি ;
 নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী, ভুজঙ্গিনী, ব্রহ্মদ্বার ক্রম করি ।
 পাগল কয় নেশার ঠোকে, জাগাও মাকে, শ্রুত্মাতে বায়ু ভরি ;
 যদি হন জাগরিতা, জগন্মাতা, তবেই জনম সফল করি ॥ ১২৬১

শ্রীমচ্ছ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বাউলের হর—থেমটা ।

সাধের ঝাঁচা পড়ে রবে তোর ।

ক্ষেপা ভাংলো নাকো যুন্মের ঘোর ॥

মিছে দেহের গুমোর করো না ।

কোন দিন পাখী পালিয়ে যাবে তাওতো জান না ॥

(রে ক্ষেপা), ও রে তখন ঝাঁচা পড়ে রবে, থাকবে না

তার ঠিকানা তোর ।

যখন ঝাঁচার পতন করেছে, পালাবার পথ রেখে ঘরে

বসত ক'রেছে

(রে ক্ষেপা) ; ও রে সিঁধ কাটিতে ছুয়ার কাটে,

ঘরের ভিতর ঢুকবে চোর ।

ভাই বন্ধু মাতা পিতা'তে, বৈদ্যা এনে বসাইবে চারি ভিতেতে

(রে ফেপা) ;

ও তোর ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় করবে গলা, তখন হবে বাজী, ভোর ॥

১২৬২ ফিকিরচাঁদ ।

“তরু বলরে বল”—গানের উত্তর ।

বাউলের হর—খেট্টা ।

পরমেশের দয়ার লেশে,

পেয়েছি পুত্র পুষ্প ফলাদি তাঁর আদেশে ।

বালিকে গিরির মত, ক্ষুদ্রকে হস্ত শত,

বিশ্বময় দৃষ্ট যত তাঁর কৃত প্রকাশে ॥

আছি সদা মত্ত তাঁর উদ্দেশে, গগন ভেদ করে যাই উর্দ্ধদেশে,

পেলে সেই ঈশের দিশে, প্রেমাক্রমে দেহ ভাসে ।

কভু অনিলের সঙ্গে, হেলি ছলি সেই সঙ্গে,

সুখোদয় কত সঙ্গে, ব্যস্ত করি কিসে ।

সদা ত্যজিয়ে সুখ-বাসনা, আমি করি ঈশের উপাসনা,

সেই জন্তে যোগী জনা আমার তলা ভালবাসে ॥

সদা রই ঈশের আশে, নিযুক্ত নিজাবাসে,

চিন্তা রাত্রি দিবসে, ঈশে পাব কিসে ॥

চন্দ্র কয় শুনের তরু, কোন সিদ্ধি নহে বিনে গুরু,

ভজ আনাথ গুরু, কুল পাবিরে অনায়াসে ॥ ১২৬৩

চন্দ্রকান্ত স্থায়রত্ন ।

বাউলের হর—পোস্তা ।

মনপাখী, আমার বশ তো হ'লে না, হ'লো না ।

আমি রাধা কৃষ্ণ বলিতে বলি, সে বলি, তো বলে না ॥

আছে রিপু ছয় পক্ষ, হ'লো তাদেরি পক্ষ,
 সর্বদা বিপক্ষ আমার হয় না সাপক্ষ,
 আমি বলি আমার আমার, সেত আমার বলে না ।
 থাকে খাঁচাতে পাখী, কাটে খাঁচার শিক পাখি,
 কোন্ সময় পলাইবে দিয়ে যে ফাঁকি,
 আমি চা'ল ছোলা খাওয়ালাম কত, আপন কর্তে
 পারলাম না ।
 কহে দীন পঞ্চানন, পাখীর বিষয়-বনে মন,
 কোন্ সময়ে পলাইবে চিন্তা সর্বক্ষণ,
 হরিনাম কল্পবৃক্ষ-মূলে মোক্ষফলে ভোলে না ॥ ১২৬৪
 পঞ্চানন গোস্বামী ।

বাউলের হর—খেমটা ।

আগুন আছে ছেয়ের ভিতরে ।

আগুন বার কর ছাই নেড়ে ॥

যদি দৈবযোগে জন্মালে আগুন, কেউ কেউ বলেরে ভাই,
 পোড়া শোলার গুণ, আগুন ইস্পাতে মজুত ছিলরে ভাই,

আগুন মজুত আছে পাথবে ।

রয়না আগুন পাকা দালানে, মাটির কিংক
 তার নড়ে আগুনে ।

আগুন ব্রাহ্মণের গুরু বটে রে ভাই,

আগুন নামে সব হরে ॥ ১২৬৫ অজ্ঞাত ।

মিঞ—খেমটা ।

সে পুর চুকতে ভূর অমনি ভেসে যায় ।

তার নীচের তালায় আছে তালা, খোলা বড় বিঘম দায় ।

জারি জুরি কর কি মন, বুজুক কি খাটে না তায়,—

ও তা ধ্যানী জ্ঞানী সিদ্ধিকামি, নামী ধামির কণ্ঠ নয় ॥ ১২৬৬

অজ্ঞাত ।

বাউলের হুর ।

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মাহুষ যেখানে ।

আঁধার ঘরে অল্ছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে ॥

যেতে পথে কাম নদীতে, পাড়ি দিতে ত্রিবেণী

(ভোলা মন মন রে আমার)

কত সাধুর ভরা, যাচ্ছে মারা, পড়ে নদীর ঘোর তুফানে ॥

যত রসিক যারা, পার হয় তারা, কামনদীর ঐ ধারটী দিয়ে,

দেখ উজান নদী যাচ্ছে বেয়ে, যারা স্বরূপ সাধন জানে ॥ ১২৬৭

ঐ

“বল কি সন্ধানে যাই সেখানে”—হুর ।

এসেছে এক নতুন মাতাল এই নদীয়ায়, তোরা সব দেখ্লে রে
আয় ।

ও সে হরিনামের সুধা পানে, হরি ব'লে জগৎ মাতায় ।

ও ভাই খায়নাকো সে গুঁড়ির মদ, আপন মদ আপনি বানায়,

ও সে মন-ভাটিতে, প্রেমগুড়েতে, নয়নজলে সে মদ চুয়ায় ।

নিতাই চাঁদ অদ্বৈত, ইয়ারবাশী এরা সবায়,

তারা খায় আর নাচে, আবার যাঁচে, যদি কে সম্মুখে পায় ।

সে মদ খেয়ে খেয়ে অসার হয়ে, যখন পড়ে ভূমে লুটায়,

যখন রাধারি নাম-সুধা চাট, মুখে দিয়ে আবার লাফায় ॥

এ মদ খেলে পরে, একেকালে ইয়ার সবে জাত ভুলে যায়,

যখন কিবা ব্রাহ্মণ, কি হাড়ি ডোম, চণ্ডালাদি সবাই এক ঠাঁই ।

সে মদ খেয়ে তারা, চোখের তারা, কপালেতে তুলেছে ভাই,

প্যারিমোহন বলে, মোর কপালে,

এক ফোটা না মিল্লরে হয় ॥ ১২৬৮

— প্যারিমোহন গোস্বামী ।

বাউলের হর—খেম্টা ।

যা যা যা তেল দিগে যা আপন চরকাতে ।

ভোলা মন ভুলিস্ না তুই কথাতে ॥

চরকার আটটা পাবী, ছই ধারে ছই প্রধান খুটা,

মাজখানে চাকি, কতকাল ঘুরচে রে মন,

চরকা ঘোরে কেবল মালের জোরেতে ॥ ১২৬৯

— অজ্ঞাত ।

বাউলের হর—খেম্টা ।

ও গো সখি তোরা কি তাই পারবি,

ও যে বড় কঠিন পীরিতি ; শেষে রাস্তায় বসে কাঁদবি ।

সে যে ছুফানের উপর তুফান রে, শেষে জ্বালায় জ্বলে মরবি ।

সে যে আগে ছুখ মাঝে সুখ রে,

শেষে অমূল্য ধন পাবি, শেষে আঁচল টেনে মরবি ।

সে যে এক মরণে হুজুন মরে রে, দেখে চণ্ডীদাস আর রজকিনী,

কেশব সাঁই সে প্রেম জানে না, কেবল তার চাতুরী ॥ ১২৭০

— কেশব সাঁই ।

বাউলের হর—খেম্টা ।

দেখ না মন নেহার করে ।

আছে এক বস্ত্র চাপা, রসে ঢাকা, রসিক জনার অন্তরে ।

রসিকের পাগল দশা, দেখে জীবের নেকনজরে না ধরে,-

তাতে রতি মাশা তকাৎ হলে ঠেলে দেয় দূরে ।

ওরে বেদ বিধি পড়ে রত্ন সে দিন দেখিলাম সব তত্ত্ব করে,—

আবার ঐহিকর্তা রাখলে কলম

সহজ সহজ লিখতে না পেরে ॥ ১২৭১

ফিকিরচাঁদ ।

বাউলের হুর—খেমটা ।

দেল দরিয়ার খবর কররে মন ।

তোর কোথা বুল্কাবন, কোথা নিধুবন,

কোথায় রে তোর গুরুর আসন ।

যদি পদ্মা পাড়ি দিবি, তবে ঢাকা দেখতে পাবি,

মুখমুখাবাদ কররে অশ্বেষণ ।

আছে কলিতে কলিকাতা, তিন সহরে আঁটা,

সাঁতার দে যায় রসিক যে জন ॥ ১২৭২ অজ্ঞাত ।

কালান্ধা—আড়খেমটা ।

এলো প্রেমরসের কাঁসারি ।

আর সহি ভাঙ্গা ফুটা বদল করি ।

একটি নয় সহি ছিট্ট নটা, রসবিহনে অন্তর ফাটা,

জল থাকে না একটা ফোঁটা আঠায় যত সারি ।

সকলে ভরে গাগরি, দেখে খেদে ফেটে মরি,

জাগন্ত ঘরে হয় চুরি, সহিতে কি সহি পারি ॥ ১২৭৩

এ

ঝিঁঝিট—একতাল ।

সে দিন কেমন ভাবলি না মন যে দিন জীবন যাবে রে ।

কর যত ধন উপার্জন সে ধন কে তোর থাকে রে ॥

ভৃগুশয্যা ভগ্নবাসে, পড়ে থাক্‌বি পরের বশে,
 রক্তরসে পালংপোষে, কে আর হেসে শোবে রে ।
 জ্ঞানশূন্য বাক্য ছাড়া, পড়ে থাক্‌বি বোল্‌বে মড়া,
 ওরে অপেতে হও আশুসারা, যদি যমের হাত এড়াবি রে
 নীলাশ্বর আর বল্‌বে কত, যে মুখে খাও পঞ্চামৃত,
 সেই মুখেতে তব স্মৃত আশুন জ্বলে দেবে রে ॥ ১২৭৪
 ৮নীলাশ্বর মুখোপাধ্যায় ।

বাউলের হর—ধেম্‌টা ।

সৌরভেতে জগত মেতেছে ।

ও ভাই বলরে স্বরূপ, কি অপরূপ, কোন্‌ খানে
 কুল কুটেছে ।

আমার গোঁসাই বৃন্দাবনে লীলা করেছে,
 ও সে রাখালবেশে গোষ্ঠে গিয়ে রাজা হয়েছে,
 ও সেই ফুলের লাগি মহাযোগী সর্বব্যাপী হয়েছে ।
 ও সে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়, ফাস্তানে পূর্ণিমাতিথি
 জন্মগ্রহণ লয়,

অই নদে এসে কাল যুচে, নিতাই গৌর হয়েছে ॥ ১২৭৫
 অজ্ঞাত ।

বাউলের হর—একতাল ।

সংসারেরি যত সুখ, সকলি পড়িয়া রবে,
 জীবন জলবিষ প্রায়, জলে জল মিশাইবে ।
 তালার উপরে তালা, তেতালায় আর কেবা শোবে ।
 যখন শমন ধরিবে চলে, ধরনী লুটয়া রবে ।

সুদের সুদ গণিতেছ ভাল, আট বছরে দ্বিগুণ হল,
কেবা মাতা কেবা পিতা,
কেবা মলে তোর সঙ্গে যাবে ॥ ১২৭৬

— নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ।

বাউলের হর—ধেমটা ।

ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছ মনমতি-মনোহরা ।
জায়গা হয় না ঘরের মধ্যে থাকে না ঘর ছাড়া ।
মুহুর্ত জোড়া ঘর বেঁধেছে গো, ঘরামি এক ছোঁড়া ।
মুহুর্ত জোড়া ঘর বেঁধেছে, শুধুই চর্খের বেড়া ।
বাহান্ন গলি তিগ্নান্ন বাজার গো, ঘরের মধ্যে রক্ত পোরা,
মটকাতে মহাজন আছে, নামটি তার অধরা ।
ঘরে কেবা ঘুমায়, কেবা জাগে গো,
ঘরে কে দিচ্ছে পাহারা ।

তিন জনা তিন তারে খেলে, পবন আছে খাড়া ।
কেশবচাঁদ দরবেশে বলে, ঘরে বাস করা হ'ল সারা ॥ ১২৭৭
— কেশব সাঁই ।

বসন্ত—তেলনা ।

ওরে মন তোর কোম্পানীর কাগজে কেন মন ।
ভেবে দেখ সব অকারণ ॥
তুই এখনি করবি কুপোকাত শমন পাঠালে শমন ॥
সদা ফের আয়ের তরে, চাৰি দিয়ে ব্যয়ের ঘরে,
রেভিমণি ক্যাশে কেবল আকিঞ্চন ।
শুদ্ধ সুদের হিসাবে আছ অক্ষুণ্ণ ।
হলো আয়ু আয়ের ঘরে শনি কল্লে নাকো দরশন ॥

অৰ্দ্ধ পেটা খেয়ে পেটে, পৌদে পরে তসর কেটে,
অহোরাত্র খেটে অর্থ উপার্জন ।

কার জন্ত কর মর কি কারণ ।

তোর সম সংসারে আছে আর কে এমন কৃপণ ॥

শোন্‌রে মন ইষ্টুপিষ্ট, আর করো না ডিপজিট ।

আর কি না কলের ইট, আস্তাবলের কারণ ।

দীন দীন দরিদ্রে কর বিতরণ ।

যে ধনে হলো না পুণ্য, সে ধনে কি প্রয়োজন ।

কোথা রবে বৈঠকখানা, তোষাখানা বালাখানা,

ধরবে নানা খানা যখন করবে রোগে আকর্ষণ ।

তখন অন্তরে উঠিবে উদ্বেগ হতাশন ।

হেয়ে ব্যাকুল হবি যিপুল বিভব কারে করি সমর্পণ ॥ ১২৭৮

প্যারীমোহন কবিরঙ্গ ।

বেহাগ—পোস্তা ।

ওরে মন তোমার আজ বাদে কাল ভবের পটল তুলতে হবে ।

এখন উপার আছে ভেবে নে ভবানী ভবে ॥

কোথা থাকবে ঘড়ী বাড়ী, পড়ে গড়াগড়ি যাবে ।

গালপাটা কাটা গোঁকে, কে আদরে আতর মাখাবে ॥

পমেটম্ হেরারে দিবে, চেয়ারে কে বসে রবে ।

বিধুমুখে নিধুর টপ্পা, গান করবে কে শ্রাণ জুড়াবে ॥

বুকের ছাতি ফুলিয়ে, চাবুক মেরে, কে জুড়ি হাঁকাবে ।

আরামে আরামে গিয়ে খুশী হয়ে খাসী থাকবে ॥

রম টেনে রমণী সনে রমণে কে মজা নেবে ।
 ছুটি নয়ন করে রান্ধা র্যা টেনে কে কথা কবে ॥
 টানা পাখা টাঙ্গিয়ে দিয়ে বৈঠকখানায় হাওয়া থাকে ।
 ফুলের তোড়া সামনে রেখে সটকা টেনে সাধ মিটাবে ॥
 রোগ হ'লে ডাক্তারে যখন নাড়ী টিপে জবাব দিবে ।
 তখন কুইল ধরে উইল করে পরের হস্তে দিতে হবে ॥
 এখন একটা পয়সা ব্যয় কর না মহামায়ার মহোৎসবে ।
 যখন পাঁচ পাঁচ মিশাবে তখন পাঁচভূতে সব লুটে থাকে ॥
 খাটে তুলে ঘাটে তখন সুন্দরী কাটে সাধ মিটাবে ।
 প্যারীবলে যাবার সময় মা সাহেব কে সঙ্গে যাবে ॥ ১২৭৯
 ————— প্যাবীমোহন কবিরত্ন ।

মূলতান—ধেমটা ॥

দেহ মন কলের গাড়ি ব্যাপার কিবা পরিপাটি ।
 মূল হতে লাইন খুলে সাত ইন্টেনস ঘাটি ঘাটি ॥
 মাস্কটিক দণ্ডমূলে, কুণ্ডলিনী মুখ তুলে,
 কয় ঠিকানায় প্রভু ছলে, চন্দ্র আদি আছেন যুটি ।
 পথের কথা শোনরে পাছ, স্রষ্ট্রাতে বেল বসেছে,
 তার দুপাশে তার চলেছে ইড়া পিঙ্গলা এই দুটি ॥
 কৃপা বাস্প দিয়া ছাড়ি, জীওরু চালান গাড়ি,
 হংস হংস রব ছাড়ি, চলে গাড়ি ছুটো ছুটি ।
 শান্তি নিকেতনে যেতে, জীবাস্ত্রা চড়েন তাতে,
 চলে যান, আনন্দেতে, তেজে ভবের খাটাখাটি ।
 যথায় পঞ্চ কুণ্ডবরী, কলের মধ্যে লয় ভরি,
 তার পাশেতে লক্ষ্য করি, দেখরে এক ডাকাত খটী ।

ধর্ম কর্ত্ত জপ ত্রত, পথের সঙ্গি কত শত,
জীবাত্মা পাইয়া যত, চলে যান রে আপন বাটী ।
দীক্ষার সঞ্চল সাথে, নিবৃত্তি টিকিট হাতে,
তবেই যাবে মুক্তি পথে, গোপাল কহিছে বাঁটি ॥ ১২৮০

— রামগোপাল মুখোপাধ্যায় ।

বাউলের হর—শেষটা ।

ভবেব শোভা ফক্কিকার ।
এ ভবে চটক ভারি ভিতর ফোপরা নাইক সার ॥
তোমার বাড়ী গাড়ী ঘড়ি ছড়ি সখের বস্ত্র কতই আর ;
সে সব থাকবে পড়ে, রাখবে কেবা
দেখবে কে আব বাহার তার ।
তুমি যাদের জন্যে খেটে খেটে অস্থি চর্খ কর সার ;
বুদ্ধ হলে মরবে অলে দেখলে তাদের ব্যবহার ।
এ ভবে কত এলো, কত গেলো কেবা কবে সংখ্যা তার ;
জীবের জন্মে ধিক্, এ অলীক সংসারে সং সাজা সার ॥
আসবে কত যাবে কত, এই এক খেলা চমৎকার ॥ ১২৮১

অক্ষয়কুমার গুপ্ত ।

বাউলের হর ।

তোর মত মন্ বোকা চাষী আরত দেখি না ।
(তোর) দেহ জমি রৈল পড়ে আবাদ করি না ॥
শমনের পেয়াদা এসে, (যখন) করবে তল্লীল ধরবে কশে
মানুজারী করবি কিসে, কিছু ভাবলি না ।
ধাক্তে ঘরে ছটা এঁড়ে (তুই) করি না চাষ ও রে কু...
সালে তোর পাঁচজনায় পড়ে, তাওত বুঝলি না ।

কি দশা হবে তোর শেষে (তুই) সর্বস্ব খুয়ালি চাবে,
কাল কাটালি বসে বসে কথা শুন্লি না ॥ ১২৮২

অক্ষয়কুমার গুপ্ত ।

জীবন প্রদীপ জলছে রে ঘরে ।

কোন দিন নিবে যাবে ফন্ করে ॥

(তখন) অন্ধকারে মহাঘোরে বেড়াতে হবে ঘুরে ।

নটা দ্বার ঐ রয়েছে খোলা, সামান্ সামান্ জীবন প্রদীপ

সামান্ এই বেলা, আসবে যখন কালের বটকা,

আটকাবি কি প্রকারে ।

হুদিন বাদে দেখ্বিরে নিশ্চয়,

জীবন প্রদীপ নিবলে জাঁধার হবে সমুদয়,

থাকতে আলা নে এই বেলা,

নিজের আসল কাজ সেরে ॥ ১২৮৩

ঐ

দেহ গোপীযজ্ঞ বাজাও জোর করে ।

বাজারে খুব গুবগুবগুব, গোঁরাঙ্গ প্রেমের ভরে ।

মানস ভারে মিহি সুরে, সর্বদা ডাক রে তারে ;—

এ ভব ঘোর অকুল পাথার, অনানে যে নিন্তারে ।

রাধাকৃষ্ণ বাজাও স্পষ্ট, সকল কষ্ট যাক্ দূরে ;—

(ওরে) চামের ছাওয়া গোপীযজ্ঞ, ভাঙ্গবেরে হুদিন পরে,

এই বেলা তুই জ্ঞান কাটিতে, বাজায়ে নে যতন করে,

অবহেলে তরবি যদি, এ জলধি হুস্তরে ॥ ১২৮৪ ঐ

এই হরিনাম খাসা অধুরি ।
 (ও মন) টান দেখি ধীরি ধীরি ॥
 নেশাতে গা উঠবে মেতে পাবিরে মজা ভারী ।
 বসায় প্রবৃত্তি গুড়গুড়ী,
 গড় গড়ায়ে টানরে তামাক ভক্তি নল যুড়ি,
 প্রেমের কল্কে লাগিয়ে তাতে, দাঁওরে দম যতন করি ।
 বিচার করে দেখ মনে মনে,
 এমন ধারা মিঠে কড়া আরত পাবিনে,
 এ তামাক তুই খেলে পরে, একেবারে যাবি তরি ॥ ১২৮৫

— অক্ষয়কুমার গুপ্ত ।

কৃষ্ণপ্রেমের মশারী. যতন করি,
 বাটাও রে মন দেহ ঘরে ।
 শমন মশকের বাসা, সব ছরাশা,
 ভেঙ্গে যাবে একেবারে ।
 পেতে তুই ধর্ম গদি, নিরবধি,
 থাকরে শুয়ে মজা করে ;—
 পুণ্য বালিশে মাথা, দিলে ব্যথা,
 থাকবে না তোর ত্রিঃসারে ।
 দেখবি তুই বসে বসে, মশা এসে,
 বেড়াবে চারিদিকে ঘুরে ;—
 সাধ্য কি প্রবেশিতে, মশারীতে,
 আপশোবে পালাবে কিরে । ১২৮৬

ছুগ্ছে মিছে পাপের বিকারে ।
 কোন্ দিন অন্ধা পাবি ফন্ করে ।
 ভাল দেখে চিকিৎসকে এই বেলা ডাক চট করে,
 (ওরে) ডেকে গুরু-নেটিভ ডাক্তারে,
 ঘণ্টায় ঘণ্টায় রোগের ওষুধ খাও যতন করে,
 মন্ত্র-কিবার মিক্শারে রোগ তিনদিনে যাবে সেরে
 মিছে কেন মরবি বেথোরে,
 হরিনামের কুইনাইন তোর থাকতে রে ঘরে,
 এমন ওষুধ আর পাবি না ভেবে দেখ না অন্তরে ।
 দিবানিশি হচ্ছে মনে ভয়,
 হাতুড়ের হাতে পাছে মারা যেতে হয়,
 (তারা) শুনে না ধর্মের কাহিনী,
 পট করে দেবে মেরে । ১২৮৭

অক্ষয়কুমার গুপ্ত ।

মন যদি তুই বাঁচাবি মাথা ।
 তবে শোন আমার কাজের কথা ।
 (হরি) নামের ছাতা মাথায় দিয়ে যথা খুঁসি যাও তথা,
 এ ছাতা তুই দিলে মস্তকে,
 কিছু মাত্র পাপের রোদ্দ লাগবে না তোকে,
 বেড়াবি তুই মনের স্বখে, পাবি না কোন ব্যথা ।
 (কেন) থাকতে ঘরে এমন ছাতা, ভিজে মরিস্ সর্বদা ।

১২৮৮ এ

হরিনাম খাসা শুড়ুক, তুড়ুক তুড়ুক,
 টান দেখি মন দিবাশি ।
 নেশায় গা মেতে যাবে, মজা পাবে, মনে মনে হবি খুঁস
 ভক্তি কল্কেতে সেজে, টানলে তেজে,
 হয় রে মজা বেশী বেশী ;—
 প্রবৃতি হ'কো ধরে, যতন কবে,
 দম লাগাও তায় বসি বসি ।
 প্রেমের নল লাগিয়ে তাতে, বিধিমতে,
 টানলে যেন সুধারাসি—
 এ তামাক যে জন খাবে, তরে যাবে,
 ভাল হবে পাপের কাশি ॥ ১২৮৯ অক্ষয়কুমার গুপ্ত

কৃষ্ণপ্রেম খাসা চলে, ভক্তি ডেলে,
 বানিয়ে ফেল প্রেম খিচুড়ি ।
 যাবে তোর পাপ অরুচি হবে রুচি,
 তিন দিনেতে বাড়বে ভুঁড়ি ।
 তুইরে মন সাবধানে, যোগ আশুপে,
 চড়িয়ে দেনা দেহ হাঁড়ি ;—
 বিবেক ঝাল দিয়ে তাতে, বিধিমতে,
 ঘন ঘন দাওরে নাড়ি ।
 প্রবৃতি পটোল ভাজা, হলে মজা,
 হয়রে কিছু বাড়াবাড়ি ।
 প্রসঙ্গা ঘি দিতে চলে, যেন তুলে,
 যাস্নারে তুই ও আনাড়ি

ভক্তি লুন্ সযতনে, দাওরে এনে,
অপর কর্ম থাকুক পড়ি ;—
পেটুক দাস বাউল ভাষে, দেরি কিসে,
যাওরে বসে তাড়াতাড়ি । ১২৯০

অক্ষয়কুমার ওপ্ত ।

দেরে ঘবে কৃষ্ণপ্রেম ছবি ।

যদি কৃতান্তে ফাঁকি দিবি ॥

কোন চিন্তা থাকবে না তোর, নিশ্চিন্তে কাল কাটাবি ।

ছজন ডাকাত ফিরছে রে ছলে,

ফাঁক পেলে তোয় ফাঁকি দিখে, ফেলবে যে গোলে,

এই বেলা সামাল নৈলে হাতে হাতে ফল পাবি ।

ঘরে হলো পঞ্চভূতের বাস,

(এরা) ফিকিবে তোয় করবে ফকির করে সর্বনাশ,

(তুই) এ চাবি না দিলে ঘরে আসল কর্ম কাঁচাবি ॥ ১২৯১

ঐ

বাউলের হয়—খেম্টা ।

ভবের তাস খেলায় বসে ।

হার হল মন খুব কসে ॥

আশী লক্ষ দফা খেলায় কেবল ম'লাম তাস পিষে ।

৬ কি ঘটিল কাল এগ্নি কপাল, সুপ্পীট পেলাম না এসে ॥

ভক্তি রঙ্গের নাই কিছু জোর, কেবল কাটাবার দোষে ।

ওরে, ধর্ম বুদ্ধি নাই রে ফেরাই, পড় তা ফেরাই আর কিসে ।

পড়িয়ে কুবুদ্ধি টেকা, পাপের ছক্কা হয় শেষে ।

পাতের পাঁচ না এলো, পঞ্জা হলো পঞ্চ পাতকে মিশে ।

সম্মিত স্মৃতিবলী ।

আর কেমনে টেকি, ঘরের টেকি, হয় অনারি আভাসে,
কোরে সামাল সামাল, হ'লো বেহাল,
শ্রীরামগোপাল বলে আপ্শোবে ॥ ১২৯২

— রামগোপাল মুখোপাধ্যায়

দেহতত্ত্ব ।

বাউলের হর—শেষটা ।

বানিয়েছে পাঁচচুতে এই বাংলা ধান ।
খাড়া রয় চোন্দ পোয়া পরিমাণ ॥
বঁধেছে ঘর, কাটকুট তার কে করে গণন,
ঘরের সহস্র বন্ধন ; (হায় রে হায়)
(আবার) দুই খুঁটিতে ঘর তুলেছে কর্ব কত
(ভোলা মন) গুণ বাধান ॥
এক ছাওনে কাজ নেবোছে এমনি কারিকর,
ও সেই নয় দুয়ারী ঘর, (হায় রে হায়)
গৃহী নয় রে ইতর, ঘরেব ভিতর,
পরম পুরুষ (ভোলা মন) বিরাজমান ॥
এমন সাধের ঘরেব কিবা শোভা মনোহর,
ঘরের কারচুবি বিস্তর ;
এ ঘর বঁধে যার' ভাঙ্গে তারা,
(এ ঘরের) মাল্লু যখন পালিয়ে যান ॥ ১২৯৩

— বাউলের হর ।

হরি বল বল্‌বি আর কোন্ কালে ।
বাল্য আর যৌবনকালে, রসরঙ্গে কাটালে ॥

বাউলে সঙ্গীত ।

বিষয় বাড়ী, করে কেবল, গোঁপ দাড়ি সব পাকালে ।
পরের জমি, লয়ে তুমি, সকল লোককে ঠকালে ॥
নানা রকম ভেক ধরিয়ে, অনিত্য কাষ সাধিলে ।
শিকড় মাকড়, তুলিয়ে সব, টাকার পুটুলি বাঁধিলে ॥
যত্ন করে অর্থ দিয়ে, পাপের ভরা কিনিলে ।
নালা কাটিয়ে বন জল সব ঘরের ভিতর ভরিলে ॥
না ছেনে তত্ত্ব, খুঁড়ে গর্ভ, কালভুজঙ্গ ধরিলে ।
তুমি কলে বলে, আপনার জ্বালে, আপনি বন্ধ হইলে ॥
যমের বাড়ী, পিটন বাজী, খাবার কড়ি পাঠালে ।
সব বিপরীত, ভাবিয়ে হিত, বড়ই সুদ্রুত জোটালে ॥

১২৯৪ অঙ্কাত । *

বাউলের হর ।

জন্ম হবে শেষকালে ।

কলে বলে নানা ছলে, বিষয় নিলে কৌশলে ॥
মোকদ্দমা করে টাকা, খাওয়ালে সব উকীলে ।
পরের নিয়ে সুখী হয়ে, আছ এখন হালকিলে ॥

ধরে গলার নলি, মাথার খুলি,
ভাঙ্গবে যম তোর এক কীলে ।

টাকার জোরে, অহঙ্কারে, গেছে তোমার গা ফুলে ॥
ঠকালে ঠকতে হয় মন, দেখনা তা নেজ তুলে ।
বিষয় বাড়ী, টাকা কড়ি, যেতে হবে সব ফেলে ॥

* ১২৯৪ হইতে ১৩০৫ গীত কলিকাতা অঞ্চলের বাউলদাস বাবাজী নামক
কবি-বাউল রচিত এমন কেহ বলেন, কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না ।

তুমি বা কার, কেবা তোমার, ভেবে দেখ কার ছেলে ।
 যাদের অস্ত্র পরের বিষয়, কেড়ে বিকড়ে সব নিলে ।
 তারাই তোমার করিবে কি, দেখলে না তা চোক মেলে ।
 তুমি মলে, চিতার ফেলে, দেবে তোমার মুখ জেলে ।
 তোমায় দণ্ড করে, আদবে ফিরে, মুখে হরিবোল বলে ॥ ১২৯৫

অজ্ঞাত ।

বাউলের হয় ।

রংমহলে লুট করে ভাই ছয়জনে ।
 ও মন থেকে তুমি সাবধানে ॥
 ভক্তি কপাট এঁটে দিয়ে, মূলধন রাখ গোপনে ।
 ঘর চোরেতে যুক্তি করে, বেড়ায় ধনের সন্ধানে ॥
 অবকাশে রাখিবে ধন, কেহ যেন না জানে ।
 কেহ নহে মিত্র, সবাই শত্রু, লুণ্ঠবে পেলে পতনে ॥
 রবীন্দ্রত বশীভূত ঐ ছয়জনে ।
 গাঁট কাটা ঐ ছটা, তোমায় ধরিয়ে দেবে শমনে ॥
 সামাল সামাল, সকল বামাল, রাখবে অতি যতনে ।
 শুন মন, সকল ধন, রাখ হরিব চরণে ॥ ১২৯৬ ঐ

বাউলের হয় ।

গাঁট কাটা, ছয় বেটা, বড় বম্বেটে ।
 ওদের লক্ষ্য নাইক মেয়াদ খেটে ॥
 মিষ্ট কথায় আগে ভুলায়, পরেতে ভাই সব লোটে ।
 ওদের কথায় ভুলিষ্ নে মন, ভক্তি কপাট দে এঁটে ॥
 আপন বলে কথার ছলে, পথেতে নেয় গাঁট কেটে ।
 চোকে ধূল্য দিয়ে, পলাইয়ে, নিমিষেতে যায় ছুটে ॥

জারি জুরি করে চুরি, সদাই ওরা খায় পেটে ।
যতই জমায়, ততই চায়, কিছুতে কি খেদ মেটে । ১২৯৭
অন্ত্যাত ।

বাউলের হুর ।

কলিকালে হরি বিনে উপায় নাই,
ওমন হরি হরি বল সদাই ।
পুণ্য কৰ্ম, সৰ্ব্ব ধৰ্ম, সকল লোপ হবে,
জ্ঞেতের বিচার সব যাবে,
জামা জোড়া, মোজা পরা, একাকার হবে সবাই ।
পিতা মাতা সুহৃদ ভ্রাতা, অন্ন না পাবে,
মেগের বশে সব রবে,
খুড়া খুড়ী, পায়না মুড়ি, মেগের বেলা হয় মেঠাই ।

১২৯৮ ঐ

বাউলের হুর ।

কলিকালের আচার অতি চমৎকার ।
কোলে কোল মাখে সব আপনার ।
জুরাচুরি বাটপাড়ি ভিন্ন অস্ত্র কথা নাই,
মনের কথা আর না পাই,
প্রবঞ্চনা প্রতারণা কথায় চলে এ সংসার ।
মদ্য মাংস খাদ্যে কিছু বিচার করে না,
কেউ কার কথা শুনে না,
সবার ঘরে সবাই করে, কিছুতেই আর নাই বিচার ।

১২৯৯ ঐ

বাউলের হর ।

কলিকালে সবাই হলো নেশাখোর ।
 (ও মন) ঠক বাচতে হয় প্রাণ উজাড় ।
 টাকা কড়ি বেস্তাবাড়ী সকল গে পড়ে,
 ঘরে অন্ন না ঘোড়ে,
 ঘরের মটকা দিবে, কাক গ'লে যায়,
 ঘরের একটা দোর তার নাই আগড় ।
 বাবুর ছড়ি হাতে, বেরো পথে, আতর বে গায়,
 ও ফিট বাবুটি হয়ে,
 মায়ের মাথার তেল ঘোটে না,
 খেতে পায় না যেন চোর । ১৩০০ অজ্ঞাত ।

বাউলের হর ।

মন তুমি আর কর উপার্জন ।
 তোমার সঙ্গে ত যাবে না ধন ॥
 তোমার আহাৰ কারণ, মিছা ভাবা অকারণ,
 আহাৰ দিতেছেন যিনি, দিয়াছেন জীবন ॥
 আহাৰ বিনে, কেহ প্রাণে, মরেছে কি প্রাণীগণ,
 তুমি ত্যজ অভিমান, তোমার বাড়িবে সম্মান,
 সকল সম্মানে মিলবে আহাৰ, পাবে তব জ্ঞান,
 তোমার সকল কষ্ট হবে নষ্ট যদি স্তুতি নিন্দা হয় সমান ॥

১৩০১ ঐ

বাউলের হর ।

চিন্তা করে ধনের চিন্তা গেল না ।
 চিন্তা বাড়ে বই, আর কমে না ।

করে ধনেরি চিন্তে, আমি পাল্লেম না চিন্তে,
 ভবে এসে হলো নাকো হরির চিন্তে,
 উদর চিন্তে করে আমি, চিন্তামণি পেলেম না ॥
 এসে চিন্তা পাপরাশি, গলায় দিতেছে ফাঁসি,
 হেন শক্তি নাইকো আমার উঠিয়ে বসি,
 কারে কল্লি চিন্তে, যাকো দিন্টে, হরির চিন্তে হবে না ॥ ১৩০২

অজ্ঞাত ।

বাউলের হর ।

ঠক বাচ্তে হয় গ্রাম উজ্জড় ।

এখন কলি যে হয়েছে ঘোর ॥

মনে মনে সজ্ঞাপনে, ভেবে দেখ সবাই চোর,
 খুজলে পরে দেখতে পাবে, সকল ঘরে নেশা ধোর ।
 দোষ করিলে হয় নাকো দোষ, যাদের আছে টাকার জোর,
 হিন্দুতে গোমাস খাচ্ছে, যবনেতে খাচ্ছে শোর ।
 জাতি ধর্ম নাইক কর্ম, পাপে সব হয়েছে ভোর,
 জাত রাখতে চাচ্চ কি মন, জাত কি আর আছেবে তোর,
 হবিব চরণ করবে সাধন, যমের আর খাটবে না জোর ।
 হবিব চরণতলে, স্থানটী পেলে, বুচ্বে জালা সকল তোর ॥

১৩০৩ ঐ

ও মন-ময়রা তুই বল না, কেন ভিয়ান কল্লি না,
 সপের খুলি রাখলি ফেলে, তাতে হাত দিলি না ।
 রাণি তুই থলির ভিতর, সকল চিনি,
 কাঁথাতে ভুলে (বল) তুই ভিয়ান কল্লি না ।

ভিয়ান কল্লৈ মাল পেতিস্ কত,
 (ভাইরে) কেন চেঠা করে দেখলি না ॥
 থাক্তে তোর আয়োজন সকল,
 কেন অলসে হারালি বল আসল সখল,
 থাক্ছে ছয় জনেতে লুটে পুটে,
 (ভাইরে) তারা তারেতো কেউ মানে না ।
 এখন জ্বারেতে জল্‌তেছে আগুন,
 এই সময়ে কল্লৈ ভিয়ান হতো বিলক্ষণ,
 আগুন গেলে নিবে, কাজ হারাবে,
 (ভাইরে) রস গরম কর্তে পার্বি না ।
 ধরে করিস্ কি দিন অবসান হলো,
 হরি হরি বল না মুখে রজনী এলো,
 কেন অন্ধকারে, বুথা যুরে,
 (ভাইরে) মরবি মাল্‌ত পাবি না ॥ ১৩০৪ অঙ্কিত ।

বাউলের স্থর ।

ধাসমহলে গোল লেগেছে ।

মানে না আমলনামা, আমায় বাতিল করে তাড়িয়ে দিছে ॥
 মহলের ছজন প্রাজা, তারা কেউ নয়কো সোজা,
 মানে না বলে রাজা,

বেড়ায় কেবল কথা বেচে,—

যে সব জমি ছিল তাজা, তারা সব বলে হাজা,

বলিয়ে দেয় গো সাজা, গায়ের জ্বারে বেড়ায় নেচে ॥ ১৩০৫ ১৬

অষ্টম অধ্যায় ।

হরিনাম-সঙ্গীত ও সঙ্কীৰ্ত্তন ।

সিদ্ধ—স্বাপত্য ।

শ্রবণ মঙ্গলঃ ।

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলঃ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথাঃ ।

তস্মৈ কিব। স্ত্রৈ জীবনাস্তে হরিনাম বিনে সব বিকলঃ ;

কাল কলুষ নাশন তারণ কারণ, জগত্ কুশলঃ ।

দূর কর গর্ষ, হর সর্ষ কুভাব,—

উপসর্গ স্ত্রাব, ধর সর্গ স্ত্রাব,—

কর যজ্ঞ যাগ, যজ্ঞ নহে যোগ্য যোগেশ্বরের নাম কেবলঃ ;

ভক্তিভরে যেই জন, লয় নাম পায় ত্রাণ,

স্মরণে যন্নাম, গ্রহণে যন্নাম, চিন্তা নির্মলঃ ॥ ১৩০৬

গোবিন্দ অধিকারী ।

কাওয়ালী ।

হরি বল হরি বল হরি বল ভাই,

হরিনাম বিনা জীবের অস্ত গতি নাই ।

হরিনামে উদ্ধারিল জগাই আর মাধাই,

হরিনামের নৌকা ক'রে ভবপারে যাই ।

হরিনাম মহামন্ত্র এই কর সার,

হরিনাম বিনা জীবের অস্ত গতি নাই ॥ ১৩০৭

অস্ত্যাত ।

“গুরু দয়াল হ’লে হবে কি আমিও ভক্তি হীন”—হর ।

শুনরে পাষণ মন আমার, হরিনাম ভুল না ভুল না ।
 এই না ভবে মানব জনম হয়ে গেল, আর ত হবে না ॥
 হরিনামের যে মহিমা, বেদে নারে সীমা,
 অনন্ত অন্ত পেলো নাগো (নামের অন্ত পেলো না) ।
 ঐ নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল, ঐ নাম ক’রে সাধনা ।
 ঐ নামে অগাই মাধাই ত’রে গেল, ঐ নাম ক’রে সাধনা ॥
 ভবে এলেম কি করিতে, কি কর মন কি করিতে,
 ভুলিয়ে মায়ায় ঠেকো না—ঠেকো না ॥
 ঐ নামে পাষণ গলিত হইল, আমার মন তো গলে না ।
 কুকথা কও বদন ভ’রে, নাম নিতে মুখ চেপে ধরে,

হরির নাম মুখে আসে না ।

ওরে আমার আসা যাওয়া সার হইল,

গুরু ভজন হইল না ॥ ১৩০৮ অঙ্গীত ।

বাউলের হর—খেঁটা ।

হরি বলে ডাক্‌রে রসনা, ও তোর যাবে ভব-যন্ত্রণা ।
 হরি বলে ডাক্‌রে আমার মন, অস্তিমকালে জানবি
 হরি নামের কত গুণ,
 আবার হরি বলে যাবে চলে, বমে ছুঁতে পারবে না ।
 হরি ভব-কাণ্ডারী, নিজ গুণে পার করিতে রেখেছেন তবি
 আবার দুঃখী তাস্পী পারে যাবে,
 তাদের মাসুল লাগবে না ॥ ১৩০৯ ঐ

সারোরা—রাগতাল ।

হরিনাম সুধারসে কেন রসনা রসনা ।
 বিরস বিষয়-রসে কেন সতত বাসনা ॥
 দারাদুত আদি সবে, সকলেই পড়িয়ে রবে,
 সার মাত্র সঙ্গে যাবে, সেই নামের সাধনা ।
 বার বার গভায়াতে, নানা ক্রেশ পাও পথে,
 (এবার) মোহমদে অন্ধ হয়ে, হওনা যেন বঞ্চিত ।
 অতএব বাক্য ধর, হরিনাম মালা পর,
 হরিনাম করে কর, যুচিবে ভব-যন্ত্রণা ।
 সদা সাধুগণ সঙ্গে, মজ ঐ নাম রঙ্গে,
 অমুলেপ সদা সঙ্গে, নামের সুধা অঙ্ক ॥ ১৩১০

— বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ।

আমি আর কিছু ধন চাই না কেবল চরণ ভিখারী ।
 যে পদ বৈভব জানেন না বৈভব, ভবার্ণব তরণ তরী ॥
 যে চরণ করিলে স্মরণ, ঘটে না ঘটে না অকালে মরণ,
 আমায় দেওহে চরণ, অধমতারণ, বারিদবরণ বংশীধারী ।
 বৃন্দাবনে তুমি ব্রজনাথক, একমাত্র জীবের চরমদায়ক ।
 ঐ পদের আছে অনেক গ্রাহক, অনেকে দিয়েছ হরি ।
 কঠোর মনে এই করিরে প্রত্যাশা, সেই জন্মেতে

ঘরে ফিরে যুঁরে আসা,

এই বারেতে হরি পূর্ণ কর আশা ।

আমি আর যাওয়ার আশা কর্ত্তে নারি ॥ ১৩১১

— নীলকণ্ঠ অধিকারী ।

(একবার) ডাকরে বীণে তারে, স্মিলিত তারে,

ভবাব্ধি চুস্তারে নিস্তারে যে জন ।

অন্য রাগ ত্যজ, অহুরাগে মজ,

একবার মধুরসরে বাজ জীমধুসুন্দন ।

ওরে সপ্তসরে পূর্ণ করি তিন প্রায়,

জীরাগে জীকান্তে ডাকরে অবিরাম,

(ওরে) নামের ফলে পাবি অন্তে মক্ষমাম,

পূর্ণকাম হবে সসরে ।

তুমি বিনে বীণে নাই অন্য বল, ত্যজে কুণ্ঠবৃত্তি হরি হরি বল,

ভবে তরিবার সখল, আর কি আছে বল,

(ওরে) সার কেবল সেই জীহরির চরণ ।

(ওরে) বহুদিন তোমায় রেখেছি স্তুতারে,

তুমি রক্ষা মোরে কররে এই বারে,

ধরিবে বধন করে, শমন কিঙ্করে,

উচ্চসরে হরি বলিবে তখন । ১৩১২

নীলকণ্ঠ অধিকারী ।

বাউলে—তিওট, রূপক, লোভা, একতারা ।

হরি যে ভাবে তোমায় যে ভাবে তা'রে কৃপা কর সেই

ভাবে হে ।

তোমায় ভক্তিভাবে, ভক্তে ভাবে, ওহে সোপীকান্ত,

অভাব হওহে অভাবে ।

হে ব্রহ্মসনাতন, সনক সনাতন, শাস্তভাবে পেলো ভবচরণ ;

শিওপাল রাবণ ঐরী ভাবে, পেলোহে পতিত পাবন,

মম দশার কি হ'বে

হরি হে বলিরে ছলিলে, বামনরূপ ধারণ করে হে ।
 হরি কে জানিবে তব অন্ত, যা'র অনন্ত পা পায় অন্ত ।
 হরি ত্রিপাদ ভূমি দান নিতে, পদ বাহির কৈলে নাতি হতে ।
 ও পদপঙ্কজে, ভূঙ্গ হ'য়ে রঞ্জে থাকরে, পান কর মুখে,
 পরম সুখে, চরণপদ্মের মধু (আমি তাই বলি মন) ।
 বিষয়-কেতকী কণ্টকের বনে, সে বন মধু-বিহীন,

ইথে বিফল ভ্রমণ ভ্রম কেন মন,

অসার সংসারে, কে আপন আছে, ও মন ভেবে দেখ,

শ্রীহরি বিনা সকলি মিছে ।

অর্ধ নারায়ণ ক্ষেত্রে, অর্ধ গঙ্গানীরে মগ্ন রহে যেন ।

দৃষ্টি করি রবিসুতে, না আসিবে আমায় নিতে,

হ'য়ে অতি ভয়ে ভীত, দূরে থাকি দিবে ভঙ্গ ।

আমার চরমকালে, হৃদয় কমলে, নীলকমল দাঁড়াবে ॥ ১৩১৩

অজ্ঞাত ।

“জানি কার রূপসাগরে”—হর ।

না জানি হরি কেমন, নামটা এমন, মিঠা এত ।

দয়ালের নাম শুনে হয় মন উচাটন, দেখলে জানি

কেমন হতো ।

যে হ'তে নাম শুনেছি, সে হ'তে পাগল আছি,

বাঁচি কিম্বা মরি ও সুখ বলব কত ;

তাঁরে ধরি ধরি করে হিয়ে, ধরলে জীবন সফল হতো ।

তুনেছি লোকসুখেতে, এমন রূপ নাই জগতে,

যে দেখেছে সে হয়েছে অন্তঃগত ;

এবে দেখলে অঙ্গ সঙ্গমাগে, নয়ন করে অবিরত ॥ ১৩১৪ ঐ

বাখাম—একতাল্য ।

হেলাতে রতন হারাওনা মন হরি হরি বল বদনে ।

হরি বল হরি বল, বল শরনে স্বপনে আগরণে ॥

ঐহিকের সুখ হ'ল না বলিয়ে, তা বলে কি নাম রহিবে

ভুলিয়ে,

যার নামে, তার প্রেমে, হলেন শুকদেব সুখী, মারদ বৈরাগী,

মহাদেব যোগী,—বেড়ার আশানে মশানে যোগ ধ্যানে ।

মনে কর সেই দিন ভরস্কর, অবশ অবশ যে দিন হইবে তোমার,

সেই দিনে বদনে, যদি বলতে পার নাম, হরি পুরাবে

মনস্কাম,

তবে যাবি মোক্ষধাম, তোকে লবে না ছোবে না শমনে ।

যেতে হবে যেদিন ত্যজিয়া সংসার, কোথায় রবে

তোমার পুত্র পরিবার ;

সংসার অসার, আঁখি মুদলে অন্ধকার,

হরির পদ কর সার, যদি যাবি ভব পার,

রাখ রতি মতি হরির চরণে ।

চরণ বলে গতি নাই হরি বিনে, হরিনাম সুখা পিরাও

রে বদনে,

কলিতে, তরা'তে, হরিনাম ব্রহ্মচর,

যে (জন) জানেরে নিশ্চর, তার কি ভবে ভর,

তবে তরিতে পারবে তুকানে ॥ ১৩১৫ অঙ্কাত ।

হরি হরি বল ও রে আমার মন,

হরি দিনে কে আর আছে শমন-দমন ।

ভাবিলি না সে কাল-বরণ, কিসে হবে কাল নিবারণ,
সদা যেমন মন্ত বারণ, করেছ ভ্রমণ ।

মন্ত হয়ে রাজ্যসম্পদে, না মজিলি হরি পদে,
ঐতিকল তোর পদে পদে, দিবে যে শমন ।

যে পদে লক্ষ্মীর সম্পদ, ভাবিলি না সে হরিপদ,
ঘটালি আপন আপন, এ আর কেমন ।

কারে বল আপন আপন কররে মন !

কি আলাপন, সে নহে কখন আপন, যেমন স্বপন ।

আপন যে চিনিলি না তাঁরে, যে ভব হস্তরে তারে,
গোবিন্দ কয় ভাবলে তাঁরে, পালাবে শমন ॥ ১৩১৬

গোবিন্দ অধিকারী ।

খিঁকিট—মধ্যমান ।

শোন্‌রে বীণে ! কি শুন্‌বিনে মোরে শুনা বীণে,
ছেড়ে কু-বোল সদায় কেবল হরিবোল বিনে বলবিনে ।

যখন বন্ধন করবে তারে, তারে তারে ডাক্‌বি তাঁরে,
জান না ভব-হস্তরে, কে তারে আর তাঁরে বিনে ।

যতন ক'রে বীণে তোরে, রেখেছি এই করে ক'রে,
চিন্‌লিনে সে বেণুকরে, যে দীনেরে কৃপা করে ।

ধীরে ধ্যানে না পায় ভব, বীণে যদি তাঁরে ভাব,
হৃদন বলে তবে ভবপারে যেতে আর ভাবিনে ॥ ১৩১৭

মধুহৃদন কিম্বর ।

হরিসঙ্কীৰ্ত্তন ।

হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে,
বল মাধাই মধুর স্বরে ।

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
 হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ।
 ত্রিকুটচৈতন্ত রূপে শচীমায়ের উদরে ;
 (সে যে) ব্রজের বলাই, হরে নিতাই প্রেম বিলায়
 ঘরে ঘরে ।

(শিব) ত্যজে কাশী অশানবাসী, এই হরিনামের তরে ;
 (সে যে) আপনি হর, গঙ্গাধর, পঞ্চমুখে (হরির) নাম করে ।
 নারদ ঋষি, দিবানিশি, বীণায়জে গান করে ;
 থেকে অশ্বলোকে, চতুমুখে, বিরঞ্জি বাজা করে ।
 (হরি) নামের শুণে, গঠনবনে, শুকতরু মুঞ্জরে ;
 হরিনাম সুধারস পান করিলে, ভাসুবি সুধের সাগরে ।
 আমরা দুই ভাই অশেষ পাণ্ডী, বিখ্যাত এই সংসাবে ;
 হরিনামের তরী ঘাটে বাঁধা, ডাক্লে নিতাই পার করে ।
 জগাই বলে আরেরে মাধাই, গঙ্গাজলে স্নান ক'রে,
 আমি এই হরিনাম দিব তোরে, নাচাব কোলে ক'রে ।
 সত্য ত্রেতা ষাণ্মহা এসে, মিশ্লে কলির অন্তরে ;
 কবিরাজ জান্লে অরি, বাঁধলে বড়ী, চৌষট্টি রস-নিগড়ে
 অনন্ত বীর না পায় অস্ত, ব্রহ্মা না পায় ধ্যান করে ;
 সেই হরিনাম বকিত হলে কে তোরে রক্ষা করে ॥ ১৩১৮

অজ্ঞাত ।

কীর্ত্তন ।

আররে আর জগাই মাধাই আর ।
 হরি সঙ্কীৰ্ত্তনে নাচবি যদি আর ।

ওরে মার ধেরেছি, না হয় আরও খাব
 (মাধাই রে ওরে মাধাই)
 ওরে তবু হরির নামটা দিব আর ।
 ওরে মেরেছ কলসীর কান্ধা (মাধাই রে ওরে মাধাই)
 ওরে তাই ব'লে কি প্রেম দিব না আর ।
 ওরে আমরা হু'ভাই গৌর নিতাই
 (মাধাই রে ওরে মাধাই)
 ওরে হু'ভায়ে তরাব হু'ভাই আর ।
 ওরে তোদের স্নান করাব গঙ্গাজলে,
 (মাধাই রে ওরে মাধাই)
 ওরে হরির নামের মালা দিব গলে আর ।
 ওরে আর রে মাধাই কাছে আর
 (মাধাই রে ওরে মাধাই)
 ওরে হরি নামের বাতাস লাগুক গায় আর ॥ ১৩১৯
 অন্ত্যাত ।

কীর্তন ।

হরি বলু আর চলু ব্রজের পথে রে ।
 তোমরা বল, ও ভাই বল রে ॥
 আজ সুধামাধা হরিনামে, আজ সুধামাধা নামে,
 (নামে কতই সুধা রে) ব্রজাণ্ড বা'বে মেতে ।
 আজ হরিনামের স্বর লয়ে,
 আজ হরিনামের বিজয় নিশান ধরে রে,
 বাব ঘারেতে ঘারেতে ।

সেই ব্রহ্মার তুল্য নাম, নামের কি মহিমা রে,
এল পাণ্ডি ভরাইতে ॥ ১৩২০ ৷ অজ্ঞাত ।

কীর্তন ।

হরি বল হরি বল রে ও মন, দিন গেল বিফলে ।
মন রে এখনে না বল্ল হরি (ও মন) ;
হরি বল্বে কি আর দেহ গেলে ।
মনরে এ দেহ ফলের বিষ (ও মন) ;
বিষ ভাঙ্গলে মিশে যাবে জলে ।
মনরে ভাই বন্ধু দারা স্মৃত (ও মন) ;
তারো কেউ যাবে না নিদান কালে ॥ ১৩২১ ৷ ঐ

কীর্তন ।

হরিনাম দিবে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই ।
আমার নিতাই যদি মনে করে,
(নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে) ;
নায়ে পাবাণ গলাইতে পারে,
একলা নিতাই (যদি গৌর থাকতো কিনা হতো)
আমার নিতাই বা'রে দয়া করে,
(নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে) ;
নামে মহাপাতকী উদ্ধারে,
একলা নিতাই (যদি গৌর থাকতো কিনা হতো) ॥

১৩২১ ৷ ঐ

কীৰ্তন ।

মনের আনন্দে হরি গুণ গাও ।

গাওরে আনন্দে হরি গুণ গাও ॥

একবার গাওরে আনন্দময় নাম,

এ নাম বদন ভরে গাও,

হরি নাম বদন ভরে গাও ।

এ নাম দিনান্তে নিশান্তে গাওরে,

সদা সৰ্ব্বক্ষণে গাও, হরিনাম সৰ্ব্বক্ষণে গাও ।

এ নাম শয়নে স্বপনে গাওরে,

হরিনাম যথা তথা গাও,

হরিনাম যথা তথা গাও ।

এ নাম নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে, গেয়ে জগৎ মাতাও,

নামে জগৎ মাতাও ।

এ নাম গাইতে গাইতে পথে

(সংসারের দুৰ্গম পথে রে) আনন্দে চলে যাও ॥ ১৩২৩

অন্তাত ।

কীৰ্তন—একতালা ।

হরি বল বল ভাই দিন যায় বয়ে ।

ওরে দিন যায় বয়ে, তোর সময় যায় বয়ে ।

ওরে এ ভব-সমুদ্র মাঝে নিতাই চাঁদ নেয়ে,

ওরে কি কার্য্য করিলিরে ভাই মানব জনম পেয়ে ॥

১৩২৪ ঐ

কীৰ্তন ।

সাবের থাকতে চেতন হরি বল মন, দিন গেল দিন গেল ।

মন গেল দিন গেল রে মন, দিন গেল দিন গেল ॥

ওরে অগাই মাধাই পাশী ছিল, তারা হরির নামে তরে গেল ।

ওরে রূপসনাতন হুঁতাই ছিল, তারা বিষয় ছেড়ে

(তারা বিষয় ছেড়ে) ককীর হ'ল ।

(ওরে) রত্নাকর দম্ভ্য ছিল, সে যে হরির নামে

(সে যে হরির নামে) তরে গেল ।

ওরে অহল্যা পাবাণ ছিল, সেই চরণ পরশনে

(চরণ পরশনে) মানব হল ।

ওরে মনরে তোর পারে ধরি, এবার আমার নিয়ে

এবার আমার নিয়ে ব্রজে চল । ১৩২৫

অজ্ঞাত ।

সঙ্গীত ।

কোন্ ফুলের সৌরভ রে নিতাই,

এনে অগৎ মাতালি রে ।

পাছের নাম তার চম্পকলতা রে,

পাতার নাম তার কেম,

- ও রে এক ডালে তার রসের কলি,

আর এক ডালে প্রেম রে ।

গোসাই গোরাচাঁদে বলে রে,

ও সেই কৃষ্ণ প্রেমের নিগূঢ় কথা,

ও রে বার জ্বরে বন্ধ নাই,

সে খুঁজলে পাবে কোথা রে । ১৩২৬

গোসাই গোরাচাঁদ ।

কে রে হরিবোল বলে যায় ।

তোরা যা রে মাধাই জেনে আর ।

আমি কি বলিব এই হরি-ধ্বনি,

এ ধন ছিল কোন ধনীরা,

শুনে চক্ষে কেন বহে নীর পুলক শরীর ।

আমি কখনও শুনি নাই এ নাম কে আনিল নদীয়ায় ।

আমি কি বলিব এই যে হরিবোল, যেমন অমিয়ার উথল,

আমার শুনে অঙ্গ হয় নীতল বল মাধাই তুই বল ।

আমি কখনও শুনি নাই এ নাম, কে আনিল নদীয়ায় ।

এ নাম গোলোকে গোপনে ছিল, কে আনিল নদীয়ায় ।

এ নাম শিব গেয়েছে পঞ্চমুখে, কে আনিল নদীয়ায় ।

এ নাম ব্রহ্মা পায় চতুর্মুখে, কে আনিল নদীয়ায় ॥ ১৩২৭

অজ্ঞাত ।

তোরা কে নিবি লুট লুটে নে,

নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে ।

প্রেমের কর্তা ঐচ্ছিকন্য পাত্র হইল নিত্যানন্দ,

মুজীগিরি দিল অধৈতরে ।

ও রে হরিদাস ঋজুকি হয়ে প্রেম বিলাছে নগরে ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, ধীরে ভাবে নিরঙ্কর,

ধ্যান করিয়ে না পাইল বাঁহায়ে,

ও রে নারদ মুনি ময় হ'য়ে বীণা-বজ্রে গান করে ।

(নিতাই তাঁদের প্রেমের বাজারে)

রূপ-সমানন ছ'ভাই আসি প্রেমের বাজারে বসি,
আনন্দেতে বেচাকিনি করে,

ও রে রাক্ষস সস্তা ফেলে সোণা নিতেছে ওজন করে । ১৩২৮

অজ্ঞাত ।

হরি বলে আমার গৌর নাচে ।

নাচে রে অষ্টমত আমার হেমগিরি মাঝে,

(ভাবে ভোর হ'য়ে আমার গৌর নাচে রে—

হরিবোল বলে আমার গৌর নাচে রে)

(অকণ নরনে ধারা প্রেমে ঢুলু ঢুলু আঁধি ভোর)

গোরার রাক্ষা পায় সোণার নুপুর কণু বৃহৎ বাজে

(আমার গৌর নাচে) ।

ধেক রে বাপ নরহরি চাঁদ গৌরের কাছে—

গোরার রাধা-রসেব গড়া তহু ধুলার পড়ে আছে ।

(নদের কঠিন মাটি রে) । ১৩২৯ ঐ

হরি বল হরি বল বলে কে যায় নদের বাজার দিয়ে রে ।

ও রে সোণার নুপুর রাক্ষা পায় ।

ও রে নগর দিয়ে হেঁটে যায়, (দেখ রে)

হেলে পড়ে নিতাইর গায় ।

ও দেখ রে নুপুর পঞ্চম গায় ।

ও রে মালি কান্দা নিতাইর গায়,

(দেখ রে) রক্তে অঙ্গ ভেসে যায় ।

ও রে অগা বলে মাথাই ভাই,

এমন রূপ আর দেখি নাই,

এমন নাম আর শুনি নাই ।

(ও ভাই রে এমন নাম আর শুনি নাই) ॥ ১৩৩০

অজ্ঞাত ।

যা'দের হরি বলিতে নয়ন বরে,

(মাধা) তারা হু'ভাই এসেছে রে ।

যা'রা আচণ্ডালে প্রেম বিলায় তা'রা এসেছে রে ।

আগে মাধা, মাধা মেরেছিল,

পাছে তারা কেঁদেছে রে ।

জগা বলে (ও রে) মাধা ভাই,

এমন রূপ আর দেখি নাই রে,

মাধা বলে জগাই ভাই,

আজ হ'তে ডাকাতির আর কার্য নাই,

ইচ্ছা হয় তা'র সঙ্গে যাই রে ॥ ১৩৩১ ঐ

আমার মন যেন আজ করে রে কেমন আমার ধর নিতাই ।

নিতাই জীবকে হরিনাম বিল'হিতে,

আমার ব্রজের কথা প'লো মনে ।

হৃথের কথা ক'ব কা'রে, কথা রায় রামানন্দ জানে ।

আমার অষ্ট সখি ছিল সাথে ।

নিতাই খত দিয়াছি আপন হাতে,

সে ধার শুধ'ব কিসে নিতাই রে ॥ ১৩৩২ ঐ

স্থখে দীনবন্ধু হরির নাম তুই তুলিস্ না রে ।

এমন মধুর নাম তুই কোথায় পেলি ও রে রসনা রে ।

রসন, রসনা, ও রে রসনা রে ।

এ নাম ব্রহ্মা অপে ব্রহ্মজ্ঞানে,

যোগী অপে যোগ সাধনে ।

এমন মধুর নাম তুই পেলি কোথায় ও রে রসনা রে ।

এ নাম শিব অপেছে পঞ্চমুখে;

নারদ অপে বীণারবে ।

এমন মধুর নাম তুই পেলি কোথা ও রে রসনা রে ।

ঐ নামে শমন দমন, রোগ নিবারণ,

যম-ভয় আর র'বে না রে—(এমন মধুর নাম—)

এ নাম গোলোক গোপনে ছিল,—কে আনিল নদেপূরে ।

এমন মধুর নাম তুই কোথায় পেলি ও রে রসনা রে । ১৩৩৩

অজ্ঞাত ।

(মধুর) হরিনামের নাই তুলনা সদা হরি বল ।

ও নামে মহাপানী তরে গেল রে,

ও নামে অন্ধ, আঁড়র তরে গেল রে,

ও নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল রে ।

তবে অপার নামের মহিমা, সদা হরি বল ।

ও নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে,

তা'রে যমদূতে ছুঁতে পেলেন না, সদা হরি বল ।

যদি বিবয়েতে স্মৃথ হইত রে,

তবে লালাজি ককির হইত না, সদা হরি বল । ১৩৩৪

অজ্ঞাত ।

বাউলের হয়—খেম্টি।

হরি-প্রেমে মত্ত গৌর নিতাই মাতঙ্গেরি প্রায় ।
 পদভরে ক্ষিতি টলে, চক্ষের জলে পাপীকে গলায় ॥
 (তাদের) দিগ্দিগ্ নাহি জ্ঞান, হরি বলতেই হয় অজ্ঞান,
 ঐ ভাবে গলে টলে টলে, দুই জনেতে চলে যায় ।
 কাছে দেখে যে জনেরে, ঐ তাদের গলে ধরে,
 অমূল্য রতন, নাম ধন, যেচে তাদের বিলায় ।
 অমর সুখা করে করে, চিরমৃত পাপীর দ্বারে,
 কাঁদিয়ে ডেকে তা'দেরে, অঞ্চল পূরে নাম দেয় ।
 যে ধনেতে বসুমতী, হয়েছিল পুণ্যবতী,
 সে ধনের অভাবে এবে, দেখ ভারত মৃতপ্রায় ॥
 নিতাই গৌরের মত পাঠা'বে কি ধরাতলে । (পিতা গো)
 (যা'রা) ছড়াইত ভবধামে নামের বীজ হরি বলে ॥
 কি নামের সুবোল বলে, টলে টলে যেত চলে,
 ঘোর পাপীকে দেখলে পরে, কাঁদত তাদের ধরে গলে,
 কি মধুর বোল বলতো তারা, (শুনে) পাপী কেঁদে হ'ত সারা,
 প্রাণের বেগে ছুটে পড়ত তা'দের চরণতলে ॥
 (আর কিছু নয় আর কিছু নয়,
 সে প্রেমময়ের দেখবে বলে) ॥ ১৩৩৫

কোন মহিলা ।

একতালা ।

চল চল ভাই, গৌর-প্রেম-তীর্থধামে যাই ।
 এমন আনন্দধাম আর কোথাও নাই রে ॥

আনন্দ মনে, সঘনে বহনে, সকলে মিলে হরিগুণ গাই ;
 হরি আজ প্রাণভরে চৈতন্ত গোসাকী । (রে প্রাণের)
 কে নিবি রে আর, বলে গোরা রায়,
 যাচে হরি-প্রেম শুন রে সবাই ;
 গৌর-প্রেমতরঙ্গে ডুবে হৃদয় জুড়াই । (রে)
 (গোরা) হালে কাঁদে গায়, পাগলের প্রায়,
 মুখে হরি-প্রেম করে তা'র সদাই ;
 এস আজ গৌরভাবে নাচি আর গাই রে । (হরি বলে)
 (গৌর-প্রেমরসে মিশে এক হ'য়ে যাই রে) ॥ ১৩৩৬

— তৈলোৎকানাথ সাম্রায় ।

হরিনাম-ব্রহ্ম জপ রে তরবি যদি এ সংসারে ।

এ বারে এ বারে আমার মন রে !

তরবি যদি এ সংসারে ।

মন রে হরি হরি বল বারে বার, যদি ভবে হ'বে পার,
 হরিনাম নিরে ভবে দাও সঁতার মন রে আমার ;
 মন রে হরির নামে মোক্ষধামে, পাবও পলায় দূরে ॥
 যখন শমন এসে বঁধ্বে দশদ্বার, তখন দেখি চমৎকার,
 বুকে বসে ক'সে মারবে, পাপ মন রে আমার ।
 তখন সঙ্কটেতে কালের হাতে, মরবে আগুনে পুড়ে ।
 মন রে ভাই বন্ধু যত পরিবার, কেহ সঙ্গী নয় তোমার,
 “আমার আমার” কেবল অহঙ্কার মন রে আমার ;
 মন রে ভূমি বা কার ? কেবা তোমার ?
 আমার শব্দ দূর করে ॥ ১৩৩৭

অঙ্কিত ।

বিতাস—কাওয়ালী ।

মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল,
 হরি হরি হরি বলে ভবসিদ্ধি পাবে চল ।
 হরি হরি হরি বলে পাবি রে তুই মোক্ষফল ।
 জলে হরি স্থলে হরি, চক্ষে হরি স্বর্গে হরি,
 অনলে অনীলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল ।
 ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহারি, বল রে মন হরি হরি,
 হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তোর পিপাসার জল ।
 দুর্বলের বল হরি, অধম তারণ হরি,
 পতিত পাবন হরি, হরি ভকত বৎসল ।
 ভক্তি-রস পান করি, যে বলে হবি হবি,
 বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি, দেন তারে মোক্ষফল ।
 হরি বেদ, হরি বিধি, হরি মন্ত্র, হরি সিদ্ধি,
 হরি বল, হরি বুদ্ধি, হরি ভবসা কেবল ।
 পাষণ্ড দলন হরি, নাস্তিকের দর্পহারী,
 ষাঁহার পুণ্য প্রতাপে কাঁপে পাপী অশুর দল ।
 অগ্নে হরি, বস্ত্রে হবি, গৃহ পরিবারে হরি,
 দেহমন প্রাণে হরি, হরি সঙ্গের সম্বল ।
 নিশ্বাসে হরি, প্রস্বাসে হরি, শোণিত প্রবাহে হরি,
 নয়ন অঞ্জন হরি, হরি শক্তি হরি বল ।
 চিন্ময় অরূপ হরি, নহেন কভু দেহধারী,
 চিদানন্দ রূপ ধরি, করেন প্রাণ শীতল ।
 প্রবাসে কাননে হরি, পর্বত পাথরে হরি,
 আকাশ ভূতলে হরি, হরি ব্যাপ্ত সর্ব স্থল ।

গৃহে দেবালয়ে হরি, পথে কৰ্মক্ষেত্রে হরি,
 আহারে বিহারে হরি, হরি আশ্রয়ের সখল ।
 অখণ্ড অব্যয় হরি, ভক্ত-বাহা পূর্ণকারী,
 দীন জনে দয়া করি, দেন চরণ কমল ।
 সুখে হরি, দুঃখে হরি, বিপদে সম্পদে হরি,
 জনমে মরণে হরি, হরি পরম মঙ্গল ।
 হরি ভক্তি, হরি মুক্তি, হরি স্বর্গ, হরি গতি,
 হরি অগতির পতি, হরি ইহ পরকাল ।
 হরি পিতা, হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞানদাতা,
 হরি সৰ্ব্বজন ত্রাতা, শুদ্ধসত্ত্ব নিরমল ।
 নয়নে দেখে হে হরি, রসনায় বল হরি,
 হৃদয়-কমলে ভজ, হরির চরণ-কমল ॥ ১৩৩৮ অঙ্কিত ।

কীর্তন ।

নিতাই চৈতন্ত নামে, এই নামে শমন ভয় আর রবে না রে ।

(হয় না হয় লয়ে দেখ)

গৌর যারে দেখে আপন কাছে, তারে হরিনাম যাচে ;
 যার খেয়ে প্রেম যাচে, এমন দয়াল কে আর আছে,
 গৌর অগৎ ডুবিয়ে গেল, আমার হিয়া ডুবলো না রে ॥ ১৩৩৯

অঙ্কিত ।

বাউলে—কীর্তন ।

হরি বল বলরে ভাই, আর বেলা নাই,
 এই বেলা চল নিতাইর ঘাটে ।

ছেড়ে সব কুটীনাটী, দরগা আটী, পড় গিয়ে চরণ নিকটে,
কেন মন কর দেরি, প্রাণের অরি, শমন এসে বাধবে ক'সে ।
নিতাই হুই বাহ তুলে আচণ্ডালে ডাক্‌ছেরে সব পাণী জুটে,
পাণী তোর পাপের বোকা দে আমারে,

আমরা হু'ভাই হ'লেম যুটে ।

হ'লি মন কাণা খোঁড়া পথ চিন না,

সোজা হুয়ে যাওনা হেঁটে । ১৩৪০ অজ্ঞাত ।

বাউলে—কীৰ্তন ।

আমার মন যদি পার হ'বি, তবে হরিনামের নৌকা ধর ।

হরিনামের নৌকা ধর রে, ঐশ্বর্য কাণ্ডারী কর ।

অস্ত চিন্তা ত্যজ্য করে রে, চিন্তামণিকে চিন্তা কর ।

অগাই মাধাই পাণী ছিল রে, হরির নামে ত'রে গেল । ১৩৪১

এ

বাউলে—কীৰ্তন ।

হরি হরি ব'লে ভাসাওরে তরনী ।

ভবের হাটে এই হ'ল বিকিকিনি ।

ঐশ্বর্য কাণ্ডারী করি, ভবনদী দেও পাড়ি ;

তুমি এই কার্য করিও মাঝিরে, তোমার পরকালের ভাবনা কি
ছয়জন গুণ টেনে যায়, মন-মাঝি তার বৈটে বায় ;

জয়-রাধার নামে বান্দাম দিওরে, মাঝি শুকনায় ডোবে তরী ।

মন-মাঝি তোর পায়ে ধরি, কুপ-জলে ডুবা'ওনা তরী,

তুমি এই কার্য করিও মাঝি রে,

গলাজলে বেন ডোবে তরী । ১৩৪২

এ

কীর্তন ।

“ব্রহ্মনাম কি মধুর রে ভাই”—হর ।

হরি বল্ বল্ অগাই মাধাই,
তোরা নেচে নেচে তুটী ভাই ।

ঐ নাম মধুর বড়, ছোট বড়, কারো বলতে বীধা নাই ।
তোরা মন প্রাণ খুলে, স্নেহে তুই বাহু ডুলে,
স্নেহে বল হরি বল বল, রবে না গোল তম্বি অকূলে ;
হবি সন্ধানক্, নিরানক্ অন্তরে পাবে না ঠাই ।
শোনে হরিনামের গুণ, ঐ নাম অগুণে নিগুণ,
(নামে) পালার শমন, রিপুদমন, নিবে পাপাগুণ,
হরিনামায়ুত পান করিলে, ভবক্ষুধা দূরে যায় ।
এই হরির নামে হর ব্রহ্মার ব্রহ্মভাব উদয়,
শিব ত্যজে কাশী, স্বশানবাসী, হ'লেন যুড়াজয়,
নামে মুনিগুণে নিবিড় বনে, মহাস্নেহে কাল কাটায় ।
প্রজ্ঞান হরিবল ব'লে, পৰ্ব্বত অনলে জলে,
করীর পদ চাপনে বাঁচল প্রাণে, খেয়ে গরলে ভাই ॥ ১৩৪৩

অজাত ।

কীর্তন ।

আমার ছেড়ে দেও ছেড়ে দেও প্রাণের নিতাই ।

আমার ছেড়ে দেও ।

ধৈর্য ধরিতে মন স্থির নাহি বীধে (আমার ছেড়ে দেও)
কি উপায়ে বাঁচাতে আমার কি করিবে বিধি,
বিরহ-বিকারে আমার কি দিবে ঔষধি ।

(এ রোগ নিদানে নাই, কোম বিদানে নাই)
 (রোগের ঔষধি নাই নিধন বিনা)
 দংশিয়াছে কাল-সাপে, কি করিবে ওকা,
 এ জীবন হইল আমার বেগারেরি বোকা ।
 (এ ভার বহিতে যে পারি না, বুধা জীবন ভার আর)
 তুষের অনলে আমার সদা হৃদি জলে,
 পতঙ্গ হইয়ে পড়ি, হরি প্রেমানলে,
 (যদি জীবন দিলে আমার সে ধন মিলে)
 আমার জীবনে আর কি সুখ আছে,
 (হরি-ভক্তি বিনা কি সুখ আছে) ॥ ১৩৪৪

অজ্ঞাত ।

কীর্তন—কাওয়ালী ।

অমি মুক্তি চাইনে হরি ।
 পড়িয়ে বিপদে, তোমারি ঐপদে, ভক্তি ভিক্ষা করি ।
 আমি আসিব যাইব, চরণ সেবিব, হইব প্রেম-অধিকারী,
 আমার এই দেও প্রসাদ, সেবা অপরাধ,
 যেন ঘটা'ও না বংশীধারী ।

চিনি হওয়া চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল,
 আমি দেখিলাম চিন্তা করি ;—
 সাষ্ট' সামীপ্য করি লক্ষ লক্ষ
 মোক্ষ বাহ্য নাহি করি ।

সেই যমুনার কূলে, ঐরাস-মণ্ডলে, রহিবে রাস-বিহারী ।
 যেন অশ্বে অশ্বে আসি, হ'য়ে সেবা-দাসী, চামর ব্যঞ্জন করি ॥

— ১৩৪৫ নীলকণ্ঠ অধিকারী ।

কীর্তনের হয় ।

হরিনাম স্মৃধা সিক্কুনীরে,
ভাসিয়ে দে দেহ-ভরী, হরি বলেরে ।
ও তার যাবার সময়, কত রক্ত কুড়াইবেরে ।
ও তার কূলে পড়ে ধর্ম তীর্থে মোক্ষকামরে ।
ও ভাই সে জলধি, নিরবধি স্নানময়রে ।
ও তার ব্রহ্মা আদি দেবগণে স্নানে বিহরে ।
নবহল্লোড় বলে ভাই চল সত্বরে ।
ও তোর ভক্তি-কুস্ত লয়ে চল স্মৃধা আনিরে । ১৩৪৬

নবহল্লোড় ।

বাউলের হয়—ধেম্টি ।

হরি বল মন রসনা, মানব জনম আর হবে না ।
(হরি বল মন রসনা, হরি বল মন রসনা)
জননী জঠরে যখন, উর্দ্ধপদে ছিলে তখন ;
ব'লে এলে কর্বে সাধন, সেই কথা মনে পড়ে না ।
যখন শমন বাধবে হাতে, কি করিবে মাতা পিতে,
হরি ভজ একচিতে, শমন তোমার পাবে না ।

১৩৪৭ ফিকিরু চাঁদ ।

[গৌরাক্ষের উক্তি ।]

কীর্তন । “মনের বাহুব বেখানে”—হয় ।

নবদ্বীপ যেতে হলো ।

রাই রূপে অঙ্গ কাশিল ।

সঙ্গোপাঙ্গ লয়ে, হরি-সঙ্কীর্তন করিতে হলো ।

আমি যবে যবে হরিনাম বিলাইব এই ভাবনা হৃদয়ে গেলো ।

শ্রবণ গৌরীদাস হয়ে অধিকারে চল চল ।
 অভিরাম বসলো এসে কুঞ্জনগর খানাকুল ।
 শ্রুতধ্বনির শান্তিপুরে, অশেষ হস্তার ছাড়িল ।
 দাদা বলাই হবে নিতাই, ঘোর কলিকালে কলিকাল এলো ।
 তিন বাহা অভিলাষী, মনের কথা মনে রইল ।
 গোসাঞী রামকাল বলে রামচন্দ্রে অজলীলা সাক হলো ॥

— ১৩৪৮ রামলাল গোস্বামী ।

বাম করে ধরিয়ে গিরি, ভাসা'লে গোকুলপুরী ।
 এখন কার ভাবেতে (হারয়ে) অজ ছেড়ে, ভাব মুকা'লে
 ন'দে পুরী ।
 প্রেম-ঋণের দায় ঠেকে গোরা, হরি হ'য়ে বলছে হরি ।
 (এমন) কি ধন কর্ত্ত্ব করেছিলে, হাল হে বেহাল কর-আধারী
 (কানাইরে) বীকা আঁধি জোড়া ভুক, সেই ভাবে চিনিতে
 পারি ।
 সে কালরূপ কি অপরূপ, কটিতে কোপিনধারী ॥ ১৩৪৯

অজ্ঞাত ।

কীর্ত্তন ।

প্রাণ গৌরাদ হে, একবার এস গৌরাদ ।
 প্রভু ওখানে দাঁড়িয়ে কেন হে ।
 ও এস হে আমার শচীর দুলাল,
 ও এস হে আমার নদীয়ার চাঁদ,
 তোমার ভক্ত-বৃন্দ সঙ্গে করে হে,
 প্রিয় পদাবর কে সঙ্গে করে হে,

(আমি বলে য'লেম যে—বিবর আমার বলে য'লেম যে
তোমার সীতানাথের সঙ্গে এসে হে । ১৩৫০ অজাত

নাচে আর হরি বলে গৌর নিতাই,
গৌর নিতাই, নাচে অশেষ গৌসাই ।
হরি বল য'লে রে । (প্রেমে চলে চলে রে)
চুনরনে বহে ধারা ।
ওরে গৌর নিতাই নাচে অশেষ গৌসাই ।
ওরে এমন দয়াল প্রভু আর দেখি নাই ।
যেচে প্রেম বিলায় । ভেতের বিচার করে না । ১৩৫১

ঐ

আহবীর তীরে হরি বলে কে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে
নিতাই এসেছে আমার গৌর এসেছে,
নিতাই নইলে প্রেম বিলাইবে কে ? ১৩৫২ ঐ

কাহ্ন পরশ-মণি আমার ।
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম প্রবণ ।
নয়নের ভূষণ আমার সে রূপ দরশন ।
বহনের ভূষণ আমার তার গুণ গান ।
হৃদয়ের ভূষণ আমার সে পদ সেবন ।

ভূষণ কি আর বাকি আছে ।

আমি প্রীতিক চন্দ্রহার পরিয়াছি গলে । * ১৩৫৩

অজ্ঞাত ।

ধেনে আর মাধাইরে নগরে কে যায় হরি বোল ব'লে ।

(আরে শুণের ভাই মাধাই রে)

কত খোড়া যাচ্ছে দৌড়ে দৌড়ে, কাণা যাচ্ছে পথ চিনে ।

কত শুক তরু মঞ্জুরিল এই হরিনামের শুণে ।

কত অঙ্ক আতুর তরে গেল, এই হরি নামের শুণে ।

আমি কখন শুনি নাই এ নাম কে আনিল নদীরায় । ১৩৫৪

ঐ

গৌর প্রেমের ভরে মাতিল নিতাই, মাতিল নিতাই ।

নিতাই পৌরষ করিরে বলে আমার গৌর ছোট ভাই ।

নিতাই ধারে দেখে আপন কাছে, ধর প্রেম বলি বাচে ।

নিতাই কান্দাল বড় ভালবাসে,

নিতাইর কান্দাল প্রতি বড় দয়া । ১৩৫৫ ঐ

তাই তোমারে ডাকি, তোমার ডাকলে গৌর বড় সুখে থাকি ।

যুগে যুগে কলে লীলা, জলেতে ভাসল লীলা,

অগাই মাধাই উদ্ধারিলে, গৌর আমার দিলে কাকি । ১৩৫৬

ঐ

* এই গানটি চৈতন্য বরং রচনা করিয়াছিলেন কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন ।

নাচে শ্রীবাসের আকিনার গৌর রায়,

আজ আর আনন্দের সীমা নাই ।

আনন্দে কে কার পারে পড়ে ।

আনন্দে সবে চুলু চুলু আনন্দে বহে প্রেমধারা,

অন্ধ পঙ্ক নরে নৃত্য করে প্রেমানন্দে । ১৩৫৭ অজ্ঞাত ।

প্রেম কি পায় সকলে, অগাইরে প্রেম কি পায় সকলে ।

সে যে সাধনেরি ধন, সাধন বিনে সে ধন কি অমনি মিলে ।

বত বুঝতী শিত লয়ে কোলে, ডাকে বাছতুলে আর চাঁদ ব'লে,

চাঁদ তাই তুলে গগন ছেড়ে কি উদয় হয় কৃতলে । ১৩৫৮ ঐ

তারে মালি কেনে ওরে মাধাই, হরিনাম বলতেছিল রে ।

হরির নাম বলতেছিল, কইতেছিল, লইতেছিল রে ।

যে নাম পাণ্ডুর সদল দরিত্রের ধন—বলতেছিল রে ।

(সে নাম বলতেছিল রে)

যে নাম শুন্লে পাণ্ডুর পরাণ জুড়ায়—বলতেছিল রে ।

যে নামে রোগ শোক দূরে যায়—বলতেছিল রে ।

যে নামে মহাপাপী তরে যায়—বলতেছিল রে ।

যে নামে পাপাণ স্তব্ধ গলে যায়—বলতেছিল রে ।

যে নাম শুন্লে প্রাণ শীতল হয়—বলতেছিল রে ।

যে নাম পাণ্ডুর ভাগ্যে এসেছিল—বলতেছিল রে ।

যে নামে শমন ভয় দূরে যায়—বলতেছিল রে ।

যে নামে পাপ তাপ দূরে যায়—বলতেছিল রে ।

যে নামে সংসার আলা দূরে যায়—বলতেছিল রে ।

যে নামে শুক স্বপ্ন স্বপ্ন হয়—বলতেছিল রে।

যে নামে জ্ঞাত বিচার চলে যায়—বলতেছিল রে।

যে নামের বর্ণে বর্ণে সুখা করে—বলতেছিল রে।

(সে নাম বলতেছিল রে) । ১৩৫৯ অজ্ঞাত ।

ওবে বলুরে আমার মন (একবার) হরিবল ।

এ নাম বলবি মুখে যাবি শ্রুখে বল হরিবল ।

এ নামে সকল দুঃখ দূরে যায় বল হরিবল ।

এমন মধুর নাম পাবি কোথা বল হরিবল ।

আজ কাল বলে দিন গেল বল হরিবল ।

দিনান্তে নিশান্তে একবার বল হরিবল ।

বুখা অন্ন চলে গেল বল হরিবল । ১৩৬০

ঐ

আরে ও ব্রজের বালক (হরিনাম) কোথায় ছিল

কে আনিল বলুরে ।

এ নাম তোদের মুখে শুনে ডাল বলুরে ।

এ নাম তোমরা বল, আমরা শুনি বলুরে ;

নামের বর্ণে বর্ণে সুখা করে বলুরে ।

এ নাম গোলোকে গোপনে ছিল বলুরে ।

হরিনাম কোথায় ছিল কে আনিল বলুরে ।

এ নাম নিতাই ভিন্ন কেউ জানে না বলুরে । ১৩৬১

ঐ

এমন সুন্দর হরির নাম নিতাই কোথায় পেলো ।
 নিতাই কোথায় গেলি অবধৌত কোথায় গেলি ।
 নিতাই আনিরে গোলোকের ধন অগুণ যাতালি ।
 আমাদের তাঁড়ারে ধন অগুণে বিলালি ।
 (আমি তোর কেউ নইরে নিতাই) ॥ ১৩৬২ অজ্ঞাত ।

হরি বল্লব আর মদনমোহন হেরুব গো ।
 বাব ব্রজেন্দ্রপুর গোপীকান্দ হব নুপুর ।
 আমি ঐচরণে রুণুহু বাজিব গো । (গোপীর ঐচরণে)
 তোমরা সব ব্রজবাসী, পুরাও এই অভিলাষী,
 আমি নিতাই নিতাই স্তামের বাঁশী শুনিব গো ॥ ১৩৬৩ ঐ

ভব পারাবারে যেতে ভয় কি আছে রে ।
 (ঐ দেখ) সুধামাখা দয়াল নাম তরলী এসেছে (রে)
 (সময় বয়ে গেলরে)

(ঐ দেখ) পতিত পাবন দয়াল হরি কাণ্ডারী সেজেছে (রে)
 (ঐ দেখ) নাম-তরী লয়ে হরি লবে ডাকিছে (রে)
 (কে যাবি আর আররে ভবসিদ্ধ পারে) ॥ ১৩৬৪ ঐ

গৌর-শ্রেয় উৎখলিয়া যায়রে, কে নিবি শ্রেয় নিবি
 তোরা আর ।

উৎখলি শ্রেয়-সিদ্ধ হে, শ্রেয়ে দশ দিগ্ ভাসায় রে ।
 শান্তিপুর ছুঁ ছুঁ হে, শ্রেয়ে নৈদে ভেসে যায় রে ।
 চেউ আসিরে পাড় ভাঙ্গিরে হে,
 শ্রেয় লাগলো জীবের পায় হে ॥ ১৩৬৫ ঐ

জীবাসের আঙ্গিনার মাঝে আমার গৌর নাচে ।
 তোরা দেখুবি যদি স্বরায় আর দরশনের সময় যার,
 নাচে হরিবোল হরিবোল বলে রে (নাচেরে আরে ও)
 গৌর নিতাই নাচে হরি বোল বোল ব'লে ।
 (আমার) গৌর নাচে রঞ্জে ভঞ্জে, নিতাই নাচে প্রেম-তরঞ্জে ।
 হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলেরে ।
 ও তার সঙ্গে নাচে ভক্তগণ, জীর্ণপ, স্বরূপ, সোনাতন,
 নাচে হরিবোল হরিবোল বলেরে । ১৩৬৬ অজ্ঞাত

কীর্তন ।

আজ তোদের হরিনাম দিবরে জগাই মাধাই ।
 নেচে আয় আছুবীর তীরে ছুটি ভাই ।
 মাধাই কান্দা কেঁকে মালি নিতাইর গায়,
 মাধাই মালি মালি কলি ভাল রে
 (ওরে ও জগাই মাধাই)
 একবার হরিব'লে কোলে আয় ।
 মাধাই তোরা ছু'ভাই, আমরা ছু'ভাই রে,
 (হরিনামের শুণে)
 তোরা খালাস হবি ভবের দার । ১৩৬৭ জ

নবম অধ্যায় ।

খৃষ্টীয়ান ধর্মসঙ্গীত ।

[খৃষ্টের সঙ্গ ।]

কীর্জন ভাঙ্গা—ধররা ।

দেখে যা গো, তবে অপূর্ণ এক ফুল ফুটেছে,

ফুল ফুটেছে, ফুল ফুটেছে ।

দাঁড়দের বৈথলেহম পূরে,

সে ফুল ফুটেছে এক গোয়াল ঘরে গো !

মানব আকার ধরে, মোদের তরে, ধূলাতে পড়ে রয়েছে ।

ফুলে প্রেমের মধু পোরা ফুলের গঠন খানি । মনচোরা গো !

ও তার সৌরভেতে, স্বর্গদূতে আকাশ পথে গান ধরেছে ।

প্রভু বীণ ঐষ্ট বলে ফুলের নাম হলো এই ভূমণ্ডলে গো !

ও সেই ফুলের বলে, মানবফুলে নরকদায় এড়াইরে গেছে ।

এই দীন ধীন বলে ফুলের তুলনা নাই এ ক্ষতলে গো !

ও তার রূপের ছটার, জ্যোতিঃ প্রভায় ত্রিভুবন আলো করেছে ।

১৩৬৮ অঙ্কাত ।

[খৃষ্টের হৃৎসংযোগ ।]

বিজয়ধার—তাল রথজিতালী ।

দেখ, কে ঐ লম্বিত ক্রুশোপরে ! কবির বহে শরীরে,

আহা কণ্টককিরীট শিরে, হেরে স্বদয় বিদরে ।

জীব, যিনি বিশ্বের আধার, চরাচর বীর অধিকার,

উঁরে বধিতেছে ক্ষুদ্র নর ; দেখি তাঁর ব্যথা ভয়ঙ্কর,

লুকাইল বিভাকর, বহুমতী কাঁপে ধর ধর ;
 ভাব একবার ভবে কি ব্যাপার এমন দেখ মাই,
 দেখিবে না আর, কি হৈল হার, কি হৈল রে ।
 কিন্তু কে আছে বিশ্ব সংসারে, সংহারিতে পারে তাঁরে,
 তাঁহার স্বেচ্ছার প্রতিকূলে ; জীব, তিনি করিলে কটাক্ষ,
 লক্ষ লক্ষ শত্রুপক্ষ, কনায়্যুসে যায় রসাতলে,
 যীশু গুণাকর, করুণাসাগর, প্রভু প্রেমে দিতেছেন প্রাণ
 পাপী পরিহ্রাদ তরে ॥ ১৩৬৯ সম্বাদ ।

স্মিটি—তাল ধূম্রী ।

সবে বল “যীশু জয়,” যত দিন দেহে প্রাণ রয় ।
 কাঁপারে মেদিনী, স্বরগ পাতাল, শূণ্যভীর জয় নাদে,
 স্বাবর অঙ্গম, ভূধর সাগর, একতানে সবে গাও “যীশু জয়” ।
 বাঁহার করুণা স্বরগ-কবাট, হুরন্ত কলুবহারী
 ক্রুশ কাঠ বীর, মহিমা গরিমা, ঘরে ঘরে গাও তাঁরে “যীশু জয়” ।
 মরণযাতনা, পরলোক ভয়, যে জন সদা সংহারে,
 সবে মিলে তাঁরে, মাতি প্রেমানন্দে, প্রশংস ব’লে
 “যীশু মৃত্যুজয়” ।

কাঁপুক দেবল, শুদ্ধক বিদল, দেখুক স্বরগভূত,
 নরকযোগ্য মানবনিকর, গাহিছে পেয়ে প্রাণ, “যীশু জয়” ।

১৩৭০ সম্বাদ ।

সঙ্গীত ।

জয় প্রভু যীশু, জয় প্রভু যীশু, জয় জয় সত্যসনাতন ।
 জগতভারণ, করণকারণ, আইলে এ মর্ত্যভবন ।

অক্লান্ত মহিমা অঙ্গতে প্রকাশিলে, কে পারে করিতে বর্ণন ।
 সহস্র রসনা করিলেও ঘোষণা, শেষ নহিবে কখন ।
 ভক্তপ্রাণ, ভক্ত জ্ঞান, ভক্তের অমূল্য ধন ।
 পতিতপাবন, ভক্তভূষণ, ধন্য ঈশ্বরনন্দন । ১৩৭১ অজ্ঞাত ।

সরস্বতী—তাল ৪৭।

ডাকরে মন, বীণ বসে একবার ।

তিনি বিনা আর, কে করিবে পার,

এই ভীষণ তরঙ্গপূর্ণ ভবজলধি অপার ।

ভরে শুকায়েছে হৃৎ, ধর হরি কাঁপে বুক,
 ছুই চক্ষে বহে নীর অনিবার ; তাই বলি মন, শুন রে বচন,
 বীণের ঐচরণ কর স্মরণ, তিনি ভবের কর্ণধার ।
 আর বত মাঝি দেখ, তারা ভণ্ড প্রবঞ্চক,
 তাদের উপর মন, করো না নির্ভর ;
 পুণ্য, মান, ধন, চাহে সর্বজন, কেবল প্রভু বীণ বিনিমূলে,
 ভবপারে করেন পার ।

বীণ কাকালের মাঝি, বিশ্বাসেতে হন রাজি,
 তাঁর ক্রুণতরি অতি চমৎকার ;
 তোমার মতন, পাশী লক্ষ্য জন, (তার) নিরভয়ে ভবার্ণবে
 হ'য়ে গেছে রে উদ্ধার । ১৩৭২ ঐ

[বিজ্ঞাপনবার ।]

দ্বিবিট গাথা—তাল মধ্যমান ।

যেহি বিজ্ঞান দিন, শুভদিন, প্রক্লান্ত মন, ॥
 মহানন্দে করি আজ ঐষ্ট সন্তীর্ণন ।

এ দিতে ত দিনমণি, নিজ প্রাণে যে আশিষ,
 যত্ন পূর্ব্বক আমি, কৈলোঁ যে বিশ্বাস।
 অগাধ যে মন চিত্ত, নিভাবিলা ত দ্বিভা,
 অনিত্য বিষয় চিত্তা করি বিদ্বিষ্ট।
 এস হে শক্তিদানক, যুগাৎ যম নিরানন্দ,
 তব সেবার পূর্ণানন্দ, যেন হয় মন।
 ওহে বিশ্বব্রহ্মিনি আমি, ভারাক্রান্ত পাপী আমি,
 পাপ ভার লয়ে কুসি, কর শাস্তিদান।
 অদ্য ধর্ম্মবার ওণে, বন্ধা মোতা বর্ক অটো,
 অকর পরমার্থ ধনে, কর সম্পূর্ণরূপে। ১৩৭৩ অজ্ঞাত।

৮ট—চোতাল।

বীত গুণ যাও আজি, মন আনন্দ বরনে।
 তাজি ধন কুল মান, অনিত্য তত্ত্ববিধান,
 তাঁর নাম গুণ গান, মন, গাও আত্মিকনে।
 কর তাঁর গুণ গান, যিনি তারণ নিধান,
 নাহি বীর ধেমপরিমাণ—যে তারে অনাথগণ,
 নিজ প্রাণ বলিহানে, গাও মন, তাঁর গুণ,
 আনন্দে উর্দ্ধনরনে। ১৩৭৪

১৩ট—আড়াঠেকা।

বীত প্রেম আনন্দ রাখ, নিরানন্দ হবে মোক;
 হইবে দ্বা পরিচাপ, মোক হুণে হৃদিপাক।

সে ন কাহ্নে অস্তিত্ব, তিষ্ঠামি তিষ্ঠা কর,
 না তিষ্ঠা পাবে ধন, নিশ্চিত হইয়া থাক।
 সেরা জীবন বিবাহ, বীভত্রে যাব আত্মার,
 কাটিবে পাপের কাঁদ, শুইতিবে স্বীকৃত ভাক।
 কর সদা সাধুসক, যাও সদা মধুর-প্রসঙ্গ,
 এরূপে জীবন লাভ হইলে পাবে বর্গ-স্থখ। ১০১৫
 অজ্ঞাত।

পাহাড়ী—একতাল।

বীভ পন্ন ধন তাঁরে বহু কর আশার মন।
 প্রভু হাড়ি সে বর্গ সদন, আইলেন এ মর্ত্যভুবন,
 আহা, তোমারি কানন, তিনি মরের জন্য মরদে
 কবিতাছিলেন ধারণ।

আহা, তোমার পাপের কারণে,
 সেংশিবানী বাগানে, কত দুঃখ তাঁর প্রাণে;
 ও মন, তোমার মহাপাপের জন্যে তিনি ক্রূশে হলেন সমর্পণ।
 আবাহ, বিবাহ করে যে জন, পাইবে সে ঐষ্ট ধন,—
 সে ধন অমূল্য রতন! সে ধন অনন্তকাল থাকবে রে মন,
 তার কর নাহি হবে কখন। ১০১৬

পাহাড়ী—আড়াইকা।

চিত্র তব অমূল্যবী হব, প্রবে প্রাণেশ্বর
 যথা তব অমূল্য সেবা হব তব অমূল্য
 তোমার হাড়ি কোথা যাব? কোথা হের বাক্য!

তব সম কেবা আর তুখিবে হুখিতাভর ।
 শুনিলে তোমার রব বাতনা বেদনা সব
 উপশম হয় কিবা ! ওহে শোক ও দুঃখ-হর ।
 এ হেন বান্ধব জনে ছাড়িব না এ জীবনে ;
 চিরদিন হও নাথ, অনাথের প্রাণেশ্বর ॥ ১৩৭৭ অজ্ঞাত ।

[পবিত্রতা ।]

বাহার—তাল আড়াঠেকা ।

কবে এ হৃদয়, নাথ ! একেবারে তোমার হবে,
 তব ইচ্ছায় মন ইচ্ছা, সমভাবে মিলে যাবে ?
 অবাধ্যতা অবিখাস, নিঃশেষে হবে বিনাশ,
 সুচিবে ভবের জাল, পাপ-ভূবা দূরে যাবে ।
 ক্রুররূপ সর্বক্ষণ, করিব গো নিরীক্ষণ,
 ভুলে এ পোড়া নয়ন, পাপ-মূর্ত্তি না দেখিবে ।
 শুনিবে তব বচন, নিরন্তর এ শ্রবণ,
 তব পদ আলিঙ্গন ক'রে প্রাণ সুখী হবে ॥ ১৩৭৮ ঐ

দশম অধ্যায় ।

বিবিধ ধর্মসঙ্গীত ।

সকীর্তন ।

বল, ভাই হরি হরি, প্রেম করে ভাই হরি বল ।
নামে প্রাণ উথলে, পাবাণ গলে, প্রেমরসে নাম ঢল ঢল ।
অল্পরাপে বলুরে হরিনাম, প্রেমরসে প্রাণ ভাসবে অবিরাম,
হৃদয় মাঝে উদয় হবে ত্রিভঙ্গিম জ্ঞান,
ছান্দ বাসনা বাবে দূরে, কস্বে না আর হল ।

নামের গুণে প্রাণ হবে শীতল ।

হরিনাম কেন ভোল । ১০৭২

গিরিশঙ্কর ঘোষ ।

মলিত—আড়ার্চক ।

আগরে নিস্ত্রিত জীব, দুমাইবে আরও কত ।
চেতন হ'রে বেধ চেয়ে, শিররে কাল সমাগত ।
পেরেছ মল্লব্য কারা, ত্যজরে বিবর-মায়া,
ল'রে মিথ্যা শ্রুত জায়া, দিনে দিনে দিন গত ।
কুবাসনা পরিহরি, সধা বল হরি হরি,
বহিবে প্রেম-সহরী জন্মে অবিরত ।
পূর্ণ হবে সব কামনা, রবে না আর ভয় ভাবনা,
পাবে না ধম দাতনা, হরি গুণ পাও সতত । ১০৮
পরিব্রাজক ঐক্যপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী)

বাটন কীর্তন ।

তরী লেপেছে যাটে ; তরাঁতে জীব ভব-শঙ্কটে ।
অটল তরঙ্গী তার কাণ্ডারী হরি, বত পাতকী
পার করতে এবার এনেছেন তরী ;
কর কাতালে পার, বলে বে একবার, অমনি দীনবন্ধু,
ভবসিদ্ধ করেন তারে পার ;
একবার হরি বলে (বাহ তুলে) ভবের কূলে,
কে বাবি পার আররে ছুটে । ১৩৮১

— ঐক্যপ্রসন্ন সেন ।

[কাশীধামে অন্নপূর্ণার প্রতি ।]

আলোর বিভাস—একতাল ।

এই কি মা তোর অন্নপূর্ণা নামের মহিমা (ওপো)
নামের মহিমা গো কাশীধামের মহিমা ;
আমি ক্ষুধানলে মলেম অলে, দেখলি না কি মা ।
আমার ভবের কুখা মিটিয়ে দে মা চৈতন-প্রতিমা ।
দীনে দয়া ক'রে বুছিয়ে দে ঘোর মনের কালিমা ।
ও শিব, ভিক্ষা করে মা তোর দ্বারে কণ্ঠনীলিমা ।
তাঁরে অষ্টসিদ্ধি হুনি ভ'রে সব্ধি দিলি মা ।
আমি, কাকাল হ'লেও ঐক্যসিদ্ধি চাই না গো উমা ।
পরিত্রাণক বলে ভিক্ষা কেবল চরণ হুটি মা । ১৩৮২ ঐ

“আদি কার রূপ সাধরে ধাঁপ দিয়ে”—হর ।

যখনে, মম বে কেমন মাহুৎ রতন দেখিয়াছে ।

সে বে, অধর মাহুৎ দেয় না ধরা, ধরিতে মন হা'র যেনেছে ।

হাওয়ার আসে, হাওয়ার বসে, হাওয়ার মজে আপন রসে,
 হাওয়ার মাঝে লুকায়ে সে, বিরাজিছে ।
 তারে ধরে ধরে ধন্তে নারে, মন আমার পাগল হইরাছে ।
 দূর হ'তে মোহন বেশে, কখন বা কাছে এসে,

অপরূপ হৈসে হৈসে ডাকিতেছে ।

যে তার ডাক শুনেছে, সেই মজেছে, আপনায় সে হারিয়েছে ।
 সে মাছুষ ধরবে বলে, গেল সব বলে চ'লে,

তেতালার পবন তুলে ব'লে আছে ।

তবু না পেয়ে তবু, তাদের চিত্ত, ভেবে ভেবে মারা গেছে ।
 মন তুমি ভাব বুখা, সে তো নয় কথা কথ্য,
 কলে বলে কে কোথায় তাঁর পাইরাছে—
 পরিত্রাণক বলে প্রেম বিনা সে কার কাছে ধরা দিরাছে ।

১৩৮৩ শ্রীকৃষ্ণসেন সেন ।

[কান্দীধামে অরপূর্ণার প্রতি ।]

মরি মরি কি মাধুরী—স্বাথ মেটেনে তোরে ছেয়ে ।
 (আশ পাশে) রূপের ভালা, সুরবালা, তারা বেন চাঁদে ঘেরে ।
 কমল ভেবে চরণ ধিরে, মধুর আশে অলি ফিরে,
 মন বিকাশে, স্নেহে রবো, থাকবো রাঙ্গা চরণ ধরে ।
 প্রেমের ভরে হাসলে পরে, বদন-চাঁদে স্নেহা করে,
 স্বাথ মিটাবো স্নেহা খেয়ে, থাকবো সদা মা মা ক'রে । ১৩৮৪

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ।

[ভজন ।]

ভঁরায়ো—একতালা ।

জাগ মাতা জানকী । জগমগ জগমগ মন্দিরমে ।
 দেওতান সব ছুরারে ঠারে, চৌকী হুমানকী ।
 লছমন ভাইরা চাঁওর ডুলাওরে, সাজিয়া সীতারামকী ।
 কাণনকী কুণ্ডলকী শোভা, কোটি উদয় ভরুকী ।
 তুলসী দাস, ভোয়ারী দরশনকো,
 টুকরা সাম সামকী । ১৩৮৫ তুলসীদাস ।

[বুদ্ধদেব সঙ্কল্পে ।]

দেশ মিল—একতালা ।

চল যাই দেশ বিদেশে ঘরে ঘরে করি গান ।
 কে কোথায় আররে স্বরা নিবি যদি নুতন প্রাণ ।
 সুচলো ভব ভয় ! শুন ভাই অরা মরণ নাই ।
 নাইক আশি, স্বদে শান্তি বিরাজে সদাই ।
 এস বুদ্ধদেবের দিই সবে দোহাই ;
 জয় জয় সবাই মিলে গাই ।
 দিয়েছে পরম রতন করুণা নিধান,
 ধরে না প্রাণে স্নধা বইছে কাণে কাণ ;
 সুচলো ভব ভয় ॥ ১৩৮৬

গিরিশঙ্কর ঘোষ ।

বেহাগ—৮৭ ।

আমার এ সাধের বীণে—যজ্ঞে গাঁথা তারের হার ।
 যে বন্ধ জানে বাজার বীণে, উঠে স্নধা অনিবার ।

তালে মানে বাঁধলে ডুরি, তারে শতধার বয় মাধুরী,
 বাজে না আলগা তারে, টানে ছিড়ে কোমল তার ॥
 সাধের বীণের মরম যে জানে, সেত তার বাঁধে না টানে,
 দীনের কথা মধুর গাঁথা শুনে সে প্রাণে ;
 যে জোর ক'রে ডোর বাঁধবে টানে,
 বীণে নীরব বকে তার । ১৩৮৭

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

বাউলের সুর ।

মনের মাহুয খুজিয়া বেড়াই, পাই না তার অব্ধেষণ (২)
 মনের মাহুয বিনে রাত্র দিনে
 (গো) আমার বরে তুন্নয়ন ॥
 মনের মাহুয যদি পাব, হৃদকমলে বসাইব,
 নয়ন জলে ধোয়াব চরণ ।
 (ওগো) প্রেম-সুধা নিধি দিয়া গো তারে করাব ভোজন ।
 মনের মাহুয পাবার লাগি,
 শিব হয়েছে সর্কৃত্যাগী,
 করে সে স্থশানে গমন (গো)
 (ওগো) সে অধর ধরা যায় না ধরা,
 তারে ধর্চে গোপীগণ ॥
 মনের মাহুয কোথায় পাব,
 পেলে মনের কথা কব,
 জুড়া'ব তাপিতজীবন ।
 , আমার দেহ আত্মা, মন, প্রাণ গো তারে করবো সমর্পণ ॥

মনের মানুষ শচীর গোড়া, ন'দেতে পড়েছে ধরা,
করে তার করঙ্গ ধারণ ।

(ওগো) দ্বিজ গঙ্গাধর কর, গুরুর পদে (গো)

যেন থাকে আমার মন ॥ ১৩৮৮

গঙ্গাধর ।

“মনের মানুষ খুজিয়া বেড়াই”—হর ।

গুরু দয়াল হইলে হবে কি, আমি যে ভক্তিহীন (২)

গুরু দয়াল বটে সত্য, আমি হইলেম কুপদার্থ,
হয়েছি পদার্থ বিহীন ।

আমার গুরু দয়াল বটে সত্য, আমি নিজে যে কঠিন ।

ওগো আমি মন-কূলে নয়ন জলে চরণ ভজ্লেম না একদিন
যদি ভজ্জেতম গুরুপদে, তবে যেতেম নিরাপদে,

বিপদে হইতো শুভদিন (২)

(ওগো) জন্মাবধি গেল না আমার মনের মলিন ।

একদিনও রইলেম না শান্তে, শ্রীগুরুর চরণ চিন্তে,
কুচিন্তায় গেল রাত্র দিন ।

(ওগো) আমি বিষয়-জালায় জ্বলে ম'লেম,

সোণার তত্ত্ব হইল ক্ষীণ ॥ ১৩৮৯ অজ্ঞাত ।

চাঁল দিয়ে যুক্তি খাওয়া নয়,

মানুষ উড়তে গেলে মরতে হয় ।

যেমন তিলে তৈল ছুঁতে স্মৃত, বপু তেমনি আলোময় ।

(আর) ইক্ষুদণ্ড, বিনে দণ্ডে রস পেয়েছে কে কোথায় ॥

যে বুঝেছে সে মজেছে, সেতো কছু ভেদ নয়,
আর মরার কর্তব্য মরার বুকে
জীবে কি তার খবর পায় । ১৩৯০ নবকিশোর গুপ্ত ।

বাউলের ছয় ।

(এ) জীবনের নাইরে আশা ।
কর ঐশ্বর্য চরণ ভরসা ।
দেহের গৌরব কর মিছে, নিখাসের কি বিশ্বাস আছে,
কাল পরনে জাল পেতেছে,
ভান্সবে রে তোব সুখের বাসা ।
ভাই বহু দ্বারা শ্রুত, কেবল পথের পরিচিত,
বধন প্রাণ হবে গভ, কে তোরে করবে জিজ্ঞাসা ।
আপন আপন বল যারে, কেউ তো সঙ্গে যাবে না রে,
চারি জনাতে কাঁধে ক'রে, নদীর কূলে দিবে বাসা ।
গোসাই সন্দানন্দ বলে, গুরুর কৃপা না হইলে,
গুরু ভজন হইল নাহে, কেবল ভবে যাওয়া আসা । ১৩৯১

গোসাই সন্দানন্দ ।

ফিফটি—আড়া ।

ওরে বুদ্ধাবনের লোক ।

দেখারে আমাকে তোরা আলোকের আলোক ।
বহুপতি ব্রহ্মপতি, কছু নহে সে সূরতি,
দেখারে সে হুনিপতি, হুলোক, হ্যালোক । ১৩৯২
৮ 'প্যারিটার' বিজ্ঞ (টেক্টার ঠাহর) ।

বাসেন্দ্রী—বাড়ীঠেকা ।

কোথায় আনিলে আমার, কোথায় আনিলে ।
 আনিরে জলধি মাঝে তরঙ্গে তরী ডুবা'লে ।
 কোথা রইলে মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
 প্রাণ-প্রিয়ে রইলে কোথা, বন্ধু সকলে ।
 চতুর্দিক নিরাকার, নাহি দেখি পারাপার,
 প্রাণ বুঝি যায় এবার ঘূর্ণিত জলে । ১৩২৩

— রামরতন মুখোপাধ্যায় ।

[চেতনা ।]

সিদ্ধ তৈরবী—মধ্যমান ।

প্রাণনাথ কব কত, ভাল তোমায় বাসি যত ।
 তব রূপে হ'রেছে মন, জ্বদয়ে জাগে অবিরত ।
 হেরে তব রূপের ছটা, হোরেছে জ্ঞান বেধেছে লেটা,
 করছে আমার নটাপাটা, জ্ঞানহারী পাগলের মত ।
 তব রূপে মজেছে মন, আত্মপর নাহিক জ্ঞান,
 কতকণে হয় মিলন, নিশিদিন চিন্তাঘ্রিত ।
 ভালবেসে হ'ল এ দশা, ঘুচিল মা প্রেম-পিপাসা,
 বারি বারি ব'লে ডাকি, তৃষ্ণাযুক্ত চাতকি মত ।
 তৃষ্ণায় প্রাণ ওঠাগত, বুঝি এ হইবে হত,
 দরশন বারি দানে, কর নাথ সজীবিত ।
 কালী কহে করিলে যত্ন, কে পার সে পরম রত্ন,
 অমৃটে যে আছে বন্ধন, ঘোচে না যত্ন কর যত । ১৩২৪

— মুল্লী বেলাএং হোসেন ।

[বাধু কে ?]

খিঁচিট বাধার—বখাষান ।

সাধু সাধু বলে করি প্রশংসা তাহারে ।
 আশ্রম নিগম জানে যেই এ ভব সংসারে ।
 পূর্বাপর জন্ম বুঝাই, কহে যেই আদি অন্ত,
 একান্ত সে নহে ভ্রান্ত, ধন্ত দি সে সাধুবরে ।
 মন সাথে স্থব হুখে, চরে যে সমান দেখে,
 ভোগে কষ্ট নাহি তাকে, ভ্রক্ষেপ নাহি করে ।
 প্রাণকান্ডে ভাল বাসে, নিজের অন্তর বাসে,
 থাকে মহারাজ রসে, শান্তভাবে নিজ মন্দিরে ।
 কালী কহে জানি জানি, রমণী পৈলে গুণমণি,
 শূন্যেতে কাটে বামিনী, মিলন হইলে পরে । ১৩৯৫
 ————— মুকী বেলাএ৭ হোসেন ।

[পক্ষা-বন্দনা ।]

পক্ষা বাহার—বাঘাল ।

হর শির বিহারিণী, জ্বরধূনী, তরল তরঙ্গে,
 সঙ্গে, জ্বরাসুর বন্দিনী ।
 অসীমা, ভব মহিমা, মাত মন্দাকিনী,
 বিষ্ণু পদে উত্তর ভব, ওগো ভব ভাবিনী ।
 শতক বোজন থেকে, যদি পক্ষা রটে হুখে,
 তরে পাপ ভাপ শোকে, বসে গিয়ে দ্রবলোকে,
 নগর রাজার বশে, ধ্বংস ব্রহ্ম সাপে জননী,
 পরশি বারি, সেল ভরি, কহে দীন বগমণি । ১৩৯৬
 ————— রূপটান পক্ষী ।

গৌরী—একভাঙ্গা ।

পাগুলী মেয়ে এলি মাগো পাগলেন্নে রেখে বাসে ।
পাগল ভোলা জামাই আমার, শিখরেতে আছে ব'লে ।
আর তোরে ছেড়ে দিব মা, আর তুই যেতে পাবি না,
দিব ছেড়ে দশমীতে, শঙ্কর যদি নিতে আসে । ১৩২৭

রামচন্দ্র বসু ।

ভৈরবী—কণ্ডালী ।

নবমীর নিশি বুঝি যায় ।
দুর্ভাগ দশমী বাতে, বাজে যে স্বদর ।
সপ্তমী অষ্টমী দিনে, সূখে ছিন্ন নিশি দিনে,
ঘরে বাবে উমা আমার, কাঁদারে আমার । ১৩২৮

নগেন্দ্রনাথ সরকার ।

ইবন—খেট্টা ।

কোথায় গো মা কালী, ঘুচাও মনের কালী ।
জঠরে যজ্ঞা যে কালী, বলেছিলাম ভজ্ব কালী,
এখন তাতে দিবে কালী, বলে আছি মেখে কালী ।
ভাবছি বসে মা ত্রিকালী, হলো আমার কিনা কালী,
যেতে হবে আজ কি কালী, চিরজীবি নহে কেহ চির কালী ।

১৩২৯ নন্দলাল রায় ।

ললিত আড়া—খেট্টা ।

জানি হে জানি হে হরি, তুমি বিপদ কাণ্ডারী ।
তুমি যদি বধ প্রাণে, কি আছে উপায় তারি ।
বত আছে চরাচর সকলি তোমার কর ।
ইহ চন্দ্র আদি হর, ঐ চরণে আঁজাকারী ।

আমি অতি মুহুমতি, কি জানি মিনতি ভুতি ।

তোমার চরণে পতি, এই ভিক্ষা মাগি হরি । ১৪০০

— তিনকড়ি বিশ্বাস ।

হুলতান—আড়া ।

তার হীনে নিজগুণে জ্বিমধুহৃদন ।

ভনেছি দ্বিভঙ্গ তুমি পতিত পাবন ।

আমি অতি হৃহুতি, না জানি ভকতি ভুতি ।

পতি হীনে দেহি গতি, দুর্গতি হরণ ।

তুমি জিলোক তারণ, ভব ভয় নিবারণ,

দারিঙ্গ দুঃখ ভঞ্জন, শমন দমন । ১৪০১

গিরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ।

— ইমর কলাণ—চৌতাল ।

তুহি ভজ ভজরে মন কৃষ্ণবানুদেব ।

পরম নাম পরম পুরুষ পরমেশ্বর নারায়ণ ।

বুগে বুগে অপতপ করে ব্রহ্মা,

দেবনারদ মুনি বশিষ্ঠ সেবকাদি,

কর শ্রবণ সুর গাওত ধ্যাওত অষ্ট জাম,

পর হেরাও ত পরায়ণ ।

মাধব মুরারে বামন পদ্মনাভ চক্রপাণি,

মধুহৃদন পরমানন্দন বনোয়ারি ।

বংশীধারী পদপঙ্কজ গরুড়বাহন,

কেশব ভক্তবৎস ভগবান, প্রভু দীন তানসেনকা

তারায়ন । ১৪০২

— তানসেন ।

ভৈরব—চৌতাল ।

(পিয়ারে) প্যারে তুহি ব্রহ্মা, তুহি বিষ্ণু, তুহি রুদ্র, তুহি শক্তি,
তুহি গণেশ, তুহি সোর (স্বর), তুহি জল, তুহি থল,
তুহি পবন, তুহি আকাশ, তুহি অধুরা, তুহি পুরা ॥
তুহি শৈল, তুহি আলবেল ; তুহি রোত, তুহি হাঁসত,
তুহি উঠত বৈঠত, চলত তুহি চুর ॥
তানসেনকে প্রভু একহি, অনেক হোয়ত,
অগমে ব্যাপ রহে ছজুর ॥ ১৪০৩

তানসেন ।

“চিরদিন কারো কখন সমান না যায়”—হর ।
সব দিন নাহি বয়োবর যাতি হো ।
শুদিন কুদিন, বিপদ সম্পদ,
কভু স্থির নাহি রহতে হো ॥
দেখ লক্ষ্যপতি, দৈব হরল মতি,
ছলকে সীতা হরি, লইন হো ॥
কনক মুকুট পর বনচর বানর,
চরণ ছাত কত কৈল হো ॥ ১৪০৪

অজ্ঞাত ।

ময়ূর মুকুট পীতাম্বর সোহে ।
কেশব তিলক লাগায়ে হো ॥
কাণমে কুণ্ডল গল বিচমালা,
কোটাঁতা ছবি ছায়ে হো ॥ ১৪০৫

ঐ

পরজ—আড়া ।

তারা এবার আমারে কর পার ।
 তরকে পড়েছি শ্রামা না জানি সাঁতার ।
 একে দেহ জীর্ণতরী, তাহে পাপে হইল ভারি,
 কি ধরি কি করি ভব-জলধি অপার ।
 ভেবেছিলাম যাব কালী, হয়ে রব কালীবাসী,
 কাম-সিদ্ধ-নীরে আসি, পশিলাম আবার ।
 একুল ওকুল হারা আমি, মাকা মাকি মাঝি তুমি,
 কালীর ভরসা কেবল কালী কর্ণধার ॥ ১৪০৬

— কালীদাস ভট্টাচার্য্য ।

পরজ—আড়া ।

হুঁজনা ডুবালে আমায় ।
 লুটিল সর্ব্ব স্ব ধন মা, বাকি অস্ত্রে প্রাণ যায় ।
 হুঁজনা তিলিল করে, আপনা আপনি সারে,
 বাকি অস্ত্র বাঁধে মোরে, তেঁই মা ডাকি তোমায় ॥ ১৪০৭

ঐ

সিদ্ধ—ঠেকা জলদ ।

যেন মন জ্বলে না ।

আমার অস্ত্রে যেন কালী কালী বলে রসনা ।
 মা ও চরণ করেছি সার, যা কর মা এই বার,
 ভবনদী হইব পার, কি হইবে তার বল না ।
 মা এ দেহ সঁপেছি আমি, যা জান তা কর তুমি,
 কালিদাস কালী বিনে অস্ত্র কিছু জানেনা ॥ ১৪০৮ ঐ

জংলা—একতারা ।

শমন মিছে আশা কর ।

পাশা পালাইতে কি আশায় পার ॥

ছক রেখেছি বাধ্য ক'রে, সাধ্য নাই হারাইতে পার ।

জয় দুর্গা ব'লে পাণ্ডি ফেলে, দান মেয়েছি কচ্ছে বার ॥

রোধ ক'রে রয়েছি ব'সে, দুর্গানাম লয়ে মূল্যাক্ষয়,

কেমনে মরিবি হেরে, যারে ফিরে,

জিনিবে বাজি নীলাশ্বর ॥ ১৪০৯

নীলাশ্বর ।

—
আড়ানা বাহার—ঠেকা ।

কাল ভয়ে কি ভয় আছে আমার ।

কাল নিবারিণী কালি হৃদয়ে জাগিছে ॥

পদতলে চিরকাল, পড়ে যাব মহাকাল,

কি করিবে তুচ্ছ কাল কালান্ত কালীর কাছে ॥

শ্রামাপদে পঞ্চানন করে আশ্রয় সমর্পন,

সমনে জ্ঞান করে তৃণ, মরণে জয় করিয়াছে ॥ ১৪১০

— পঞ্চানন বন্দোপাখ্যায় ।

নাচে কেরে দিগন্তরী দিগন্তর হর-জুড়ি পরে ।

একি অপরূপ রূপের সিদ্ধ অর্দ্ধ ইন্দু শোভে শিরে ॥

চপলা জিনি ত্রিনয়নী, চপলা জিনি দন্তশ্রেণী,

চপলা যিনি নীলগামিনী, চপলা রূপে আলো করে ॥

অমিয়া জিনি মুখশোভা তায়, অমিয়া সম শ্রম জল তায়,

অমিয়া সম পিকভাসে গায়, অমিয়া রূপে সুধাক্ষয় ॥

কেশরী যিনি বিক্রম জ্ঞান, কেশরী যিনি কঙ্কালী কীর্ণ,
কেশরী যিনি নাদ লখন, গৌরমোহন হেরি হেরে । ১৪১১
গৌরমোহন রায় ।

[বিরহের ঐতি ।]

খেবটা ।

“কত ভাল বাস থেকে আড়ালে”—হর ।

নাইরে প্রাণবরত আমার এ ঘরে ।
ওরে, তাই বলি বিবহরে, তুমি রহ হৃদমন্দিরে ।
ওরে প্রাণ কেটে বর চোখে বারি, আমি শূন্য ঘরে
রইতে নারি,
(আরয়ে) ;—তুই যার বিরহ তারে তাকি,
তোরে রেখে যদি পরে ।
ছিল, ভালবাসা বেজন আমার, ওরে তুমিও বিরহ তাঁহার,
(আরয়ে) ; তোরে ভালবেসে কাছে বসে, আমার
হিয়ার বাধা কইরে ।
অনাথ কইরে প্রাণসখা, আমার, কেলে পেছে ঘরে একা,
(আরয়ে) ;—আমার কাছে থাকবে, অমন ক’রে,
তুই আর কেলে বাস্নে মোরে ।
কাকাল কর তুই যার বিরহ, সে ত কাঁদার আমার
অহরহ, দেখে ;
যদি তুমি থাক, তবে আমি, একদিন লাগাল পাব তাঁরে । ১৪১২
হরিনাথ মজুমদার ।

সামকেনী ভৈরব—আড়াইশী ।

অস্ত্রিমের সে দিনের উপায় কি হবে ।

দেহ ছেড়ে আত্মা-পাখী যবে টপ্পে যাবে ।

ধমনী হইবে স্তব্ধ, কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ,

চক্ষু হবে দৃষ্টিহীন, চন্দ্ৰমা পড়ে রবে ;—

গৃহে রোদনের রোল, স্বপ্নের হরিবোল,

সবে বাক্য কবে, ভূমি শুন্তে নাহি পাবে ॥ ১৪১৩

— অমৃতলাল বসু ।

যারে মন দিলে মন পাইতে পার তারে দিলে কৈ ।

আমি হলেম আমার মত তার মনের মত হলেম কৈ ॥

মনের আগুন মনে জানে বল্ব কার কাছে,

এমন বুকে, আগুন করে বারণ এমন বা কে আছে ।

যে বুঝিবে মন তারি কুপার ভাজন যোগ্য হলেম কৈ ।

দিলেম না মন রইলেম সদা বনিতা নিবাসে,

হৈল প্রায় কাল শেষ দেখ মন শেষ মজেছ কি রসে,

যে দেশে গেলে আশা পোরে, সে দেশে যাওয়া হলো কৈ ॥

সাধু যে জন দিয়াছে মন তারি চরণ পাশে,

ও সে রসের পাখার, দ্বিয়ে সঁতার প্রেম-তরঙ্গে ভাসে ;

এমন হয়েছ যে জন তার তুলনা আছে কৈ ।

দেখি ভেবে দিবে কবে, দেও যার দিন কি আছে,

চিন্তামণি বলে কান্তরে দেখ কৃতান্ত তোর পাছে ;

ও তোর আপন দোষে সব হারালি,

আমার বেশে আলি কৈ ॥ ১৪১৪

— কৃষ্ণকান্ত পাঠক ।

প্রেমের বাঁধন না রাখি অন্তরে যার তার জ্বলনা কৈ ।
 নয়ন মন তার দৃষ্টি কাছে সে বিনে প্রাণ বাঁচে কৈ ।
 আছে কিনা আছে যেন এদেহে জীবন,
 ও তার মনে মনে রূপের সনে হয়েছে মিলন ।
 মন করে আকর্ষণ সেইরূপ ছাড়া তার নয়ন কৈ ।
 বুচেছে তার লৌকিক আচার বিচার লোকের মাঝে,
 ও তার অন্তর মাঝে প্রেমের প্রচার সদায় আছে কায়ে,
 ঐ হাহাকার এ ভবে তার সে বিনে কে আছে কৈ ।
 লেগেছে দাগ দাগের মত তব অম্লরাগ,
 ও তার রাগের কারণ মনের কাছে দিন যামিনী আগে,
 সেরূপ রাখে অন্তরে তাইরে লোকের কাছে বলে কৈ ।
 গোসাই চিন্তামণি কর তোর ছিল না কপালে,
 কান্তরে তুই মানব জনম কাটালি বিকলে ;
 হারালি দিন এখনো রাগের অম্লগত হলি কৈ । ১৪১৫

কুকাকান্ত পাঠক ।

জানি কার রূপ সাগরে কাঁপু দিয়ে ও পৌর হয়েছে ।
 তারে ধরবে বলে, কাঁপু দিলে, থাই পেলো না ন'দে উঠেছে ।
 কারে জানি বাসুতো ভাল, সে মনের মত ছিল,
 সদা ওর মন ছিল সেই রূপের কাছে ;
 ও তার পেলো না কল, তাইতে বিকল, অন্তরে ওর দাগ লেগেছে ।
 সদা ওর মন পুড়ে যায়, নয় ছিন্ন ক্রমে বেড়ায়,
 তাপিত প্রাণ শীতল হয় স্থান কোথায় আছে ;
 তার প্রেমামলে বহু স্বদর, নয়নে নিশানা আছে ।

নাইকো ওর হৃথের অস্ত, হয়েছে পথ শ্রান্ত,
সদা তার আন্ত নয়ন ঝুঁতে আছে ;
কৃষ্ণকান্ত বলে শান্তি নাই তার,
যাবজ্জীবন তাবত আছে ॥ ১৪১৬ কৃষ্ণকান্ত পাঠক ।

যার যার যে রূপ উদয় হয় মনে,
সময়ে সে রূপের দেখা মিলে কই ।
সদানন্দ রূপ, রূপেরি স্বরূপ,
সে রূপ বিহনে সদানন্দ কই ॥
আমার আঁখির বাসনা, ঐ রূপ হেরি পলকে পলকে,
মনেরি বাসনা ঐ রূপ মনে মনে থাকে,
রসনার বাসনা সদা তা'রে চাকে,
শ্রবণের বাসনা শুনে শোনে কই ॥
অতি দূর কুল, আশা পারের পার,
সে রূপ রহিল আশা পারাপার,
বিনে নাবিক তরী. কিসে পাবি পার,
আশা পারাবারের নাবিক রৈল কৈ ॥
অন্ন স্নুখ যেমন অগ্নি জলচয়,
কর্মপাশে জীব সদা বদ্ধ রয়,
সে জন কেমন করয়ে দাহন,
বুঝিবে কেমন কেবা আছে কই ॥
চিন্তামণি বলে কৃষ্ণকান্ত তোরে বলি,
এ বার ভবে এসে কেবল কয়ে বয়ে গেলি,

সকলি করিলি, কাজে শূন্য হ'লি,
 ঐরূপের চরণে স্মরণ নিলি কই ॥ ১৪১৭

কৃষ্ণকান্ত পাঠক ।

“জানি কার রূপ সাগরে”—হয় ।

ধোঁজে তায় কোন স্বরূপে মনের মাহুঘ মিশে গেছে ।
 ও তায় পায় না দেখা, তাইতে একা,
 দেখার লেগে কাঁদতে আছে ॥

সে মাহুঘ পাবার আশে, ভ্রমিছে দেশে দেশে,
 শুদ্ধ রস প্রেমাবেশে রাগ নিয়াছে,
 নাহি ভঙ্গ রাগে মাখা অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গরাগ ধরেছে ।
 সকলই রাগের বিকার, অঙ্গে হয়েছে প্রচার,
 রাগেতে তার সনে তার মন মিশেছে ;
 যদি না মিশে মন, কেবা এমন,

কার লেগে কবে কে কঁদেছে ।

যেন এ অঙ্গ নয় গুর, ভাব-তরঙ্গে বিভোর,
 হেন ভাব-ভূষণে কায় কে গড়েছে ;
 ও তার মনে ব্যথা, কয় না কথা,

অন্তরে (প্রেম) কাঁটা ফুটেছে ।

যায় যেন যায় কি না যায়, চায় যেন চায় কি না চায়,
 হেঁটে যায় তাই যেন ধরায় পড়েছে ;
 কান্ত কয় যার লেগে মন, করে এমন,

তারে বিনে জীবন মিছে ॥ ১৪১৮ ঐ

বাউলের হৃদয়—একতারা ।

এত (কত) ভাল বাস, থেকে আড়ালে ।
 আমি কেঁদে মরি ধরতে নারি, ছুটি হাত বাড়ালে ।
 ছিলাম যখন মা'র উদরে,
 ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে,
 হায় রে, তখন আহাির দিয়ে,
 বাতাস দিয়ে, তুমি আমাদের বাঁচালে ।
 আবার যখন ভূমিষ্ঠ হ'লাম,
 মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলেম,
 হায় রে ; মায়ের স্তনের রক্ত হে দয়াময়,
 তুমি ক্ষীর ক'রে যে দিলে ।
 দিলে বহু বান্ধব দারাদুত,
 ও নাথ সে সব কৌশল তোমারি ত হায় রে ;
 ও নাথ খন ধাত্ত সহায় সম্পদ,

পেলেম তোমার দয়া বলে ।

ও নাথ তোমার দয়ায় সকল পেলেম,
 কিন্তু তোমায় এক দিন না দেখিলাম, হায় রে ;
 তুমি কোথায় থাক, কেনে এসে,

আমি কাঁদলে কর কোলে ।

আমি কাঁদলে বসে হতাস হ'য়ে,
 তুমি চো'খের অল দেও মুছাইয়ে হায় রে ;
 আবার কথা করে প্রাণের মাঝে,

কত উপদেশ দাও বলে ।

ও নাথ দেখা নাহি দেবে আমার,
এই ইচ্ছা যদি আছে তোমার হার
ও নাথ তবে কেন থাকের ক্ষেত

তুমি দেখালে কাদালে ॥ ১৪১৯

হরিনাথ মজুমদার ।

আর কত দিন রবে, মা গো আশির মাঝে বসে আর ।
না দেখিরে কেমন করে হিয়ে,
ও মা আমার দেখা দাও একবার ।
ও মা না চাহিতে দিচ্ছ তুমি আপনা হ'তে,
আমার প্রয়োজন বা'তে, (মরি হার রে)
লুকা'রে দাও দেখিনে চক্ষেতে,
ও মা এই বড় হুঃখ আমার ।
যেমন অন্ধ বালক মারের কোলে স্তনের দুই খায়,
মাঝে দেখিতে না পায়, (মরি হার রে)
আমি সেই রূপ দেখিনে তোমার,
সদার দেখতে প্রাণ কীদে আমার ।
ও মা অবোধ বালক কতু যদি আশি হাতে পায়,
তা'তে আপনার ধরতে চায় (মরি হার রে)
ধরতে আপনার না পায় কীদে গড়ায়,
মা সেই দশা হ'য়েছে আমার ।
কাদাল বলে ভেঙ্গে মা আশির আড়াল,
একবার কোলে নে ছাওয়াল (মরি হার রে)

মাগের স্বরূপ কেমন দেখুক কাকাল,
সে যে জনমে দেখে নাই মায় । ১৪২০

হরিনাথ মজুমদার ।

[নদীর প্রতি ।]

“তরু বল রে বল”—হু।

নদী বল রে বল, আমায় বল রে ।
কে তো'রে চালিয়ে দিল এমন শীতল জল রে ।
পাষাণে জন্ম নিলে, ধ'রলে নাম হিমশিলে,
কা'র প্রেমে গলে আবার হইলে তরল রে ;
ও রে যে নামেতে তুমি গল, (মরি হায় রে নদী)
ও রে, সেই নাম আমায় একবার বল,
দেখি আমার জগিহলে,
গলে কি না আমার কঠিন জদিহল রে ।
কা'র ভাবে গীরে ধীরে, গান কর গভীর স্বরে,
প্রাণ মন হরে কিবা শব্দ কল শল রে ;
নদী বে তোহ ভাবাবেধে, (মরি হায়, হায় রে নদী)
যখন যাত্রের বক্ষঃস্থল ভেসে,
জলধি বর্ষা এসে, ভাসায় বরাতল রে ।
ভক্তনি পবন সজ্জ, পুলক না ধরে অঙ্গে,
এ-তরঙ্গে তুমি কর ঢল মল রে ।
তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও,
(মরি হায়, হায় রে নদী) হ'রে নিকটে পাও তা'রে নাচাও,
উচ্চ রবে কা'র নম গাও, হইয়ে বিকল রে ।

সর্বত্র সমান স্বভাব, কোথা নাই গুণের অভাব,
 মরি রে তোমার অভাব, শক্তি কি অটল রে ;
 ভূমি স্রুণা ক'রে না দেও ফেলে (মরি হায়, হায় রে নদী) ।
 বত সড়া মড়া কর কোলে, ক'রুলে পরশ তোমার জলে,
 অঙ্গ হয় শীতল রে ।

যে সৃজন করে তোরে, তাঁর স্বরূপ তোমার নীরে,
 তাই নদী তোমার তীরে, দেখি অশানস্থল রে,
 ও রে, যোগী ঋষি আদর করে,
 ও রে, তোমার তটে সাধন করে,
 হরে থাকে তোমায় হেরে, অঙ্গ নিরমল রে ।
 মুচমন যত নরে, কিছু না বিচার করে,
 তব জলে ত্যাগ করে, মৃত আর মল রে,
 ও রে, হাতেও তোমার না যায় গৌরব,
 ভূমি মায়ের মত সখর সব,
 কালালের ডা-বান্ধব, অশান পলাজল রে । ১৪২১

হলিনাথ মজুমদার ।

[আঁখ-স্নেহ ।]

সিদ্ধ ভৈরবী-পোতা ।

গুন গুন এ ত জান ভেয়ের বাড়ি বন্ধ নাহ ।
 অধিক কি বলিব বস প্রাণের অধিক ভাগ ।
 হঠাৎ কোন বিপদ হ'লে, ডাক ও তাই রা'ন'লে,
 সবাই সেই এক পিতার গেলে তাইতে মুখে মা'লে তাই
 সঙ্গে না'বে না যে ধন, হ'লে তারি উপা'ন,
 তাই বলে আর সম্ভাবণ কর, না কর বড়াই ।

অস্বাভাবে তাই তোমার, করিতেছে হাংসকার,
কোন পর্যায়ে দাও বদনে ল'য়ে সূধা তাই সূধাই ।
দীনহীন তাই সকলে, যত্ন করে লয়ে কোলে,
তাকেই উপাসনা বলে, আদর পা'বে পিতার ঠাই ॥ ১৪২২
বিকুরাম চট্টোপাধ্যায় ।

সিদ্ধু তৈরবী—পোস্তা ।

অনাখিনী দীন হুখিনী ধারে ধারে কেঁদে যায় ।
মুখ ভুলে তা'র পানে ভুলে কেহ নাহি ফিরে চায় ॥
উদরে নাহিক অন্ন বলশূন্য অপ্রসন্ন,
বিবর্ণ হয়েছে বর্ণ জীর্ণ বস্ত্র নীর্ণ কায় ॥
ধাক্কাতে ধনী ভাই ভগিনী, কেউ না হয় হুঃখভাগিনী,
কটে কাটে দিন যামিনী, একি চক্ষে দেখা যায় ॥
যা'র আছে তা'র আরো দাও,
যা'র নাই তায় না ফিরে চাও,
কোন বিচারে একলা খাও সবাই ভাগী আছে যা'র ।
ধিক্ ধনে ধিক্ মানে, ধিক্ মনে ধিক্ জ্ঞানে,
ভগ্নী বেড়ার বনে বনে তুমি রাজ-অট্টালিকায় ॥
আছে যা'র দয়ালীনতা, দানে কর সার্থকতা,
পরিতুষ্ট হবেন পিতা সন্দেহ কি আছে তায় ॥ ১৪২৩

ঐ

ইমরী—কাওয়ালী ।

সুধামাখা নাম তোমার ।

ঐ নাম যখন মনে পড়ে সুধাময় হয় হৃদয় আমার ।

নাম ধ'রে বধন তাকি, প্রেমানন্দের করে আঁখি,
 সুখায় অন্ধান বেধি, দেখি প্রেমায় সুখার আধার ।
 প্রেম করে যে যা বলে প্রেম-সিদ্ধ সেই তোমার নাম,
 জাম বলুক জামা বলুক অথবা বলুক শিবরাম ;—
 যে জাতি বলুক যে ভাষায়, বঞ্চিত হ'বে না সে আশায়,
 সকল ভাবার শুক তুমি তোমার কাছে নাই জাতবিচার ।
 তোমার কি আর পিতা আছে নাম রেখেছে শিশুকালে,
 সকলের পিতা তুমি সবাই পালিত তোমার কোলে,—
 তোমার ডঙ্ক যে সেই তোমার পিতা,

সেই তোমারি অন্তরঙ্গতা,
 নাম রাখে সে মনের ভাবে, সেই ভাবে হও নবকুমার ।
 ১৪২৪ বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ।

রামপ্রসাদী হর, ত্রিখিট খান্দাজ—একতারা ।

প্রেম বিনে কি সে ধন মেলে ।

অগৎ সৃষ্ট পুই প্রেমের বলে ।

জ্ঞান-আলোকে দেখবে যদি, প্রেমের তৈল দাও রে ঢেলে,
 আছে ঘরের মধ্যে পরম নিধি, কোল আঁধারে সুরে ম'লে ।
 প্রেম বিনে তা মিলবে ত না, কি ধন মিলে প্রেম না হ'লে,
 তোমার ভাই বন্ধু কোথা থাকে, প্রেমের বাঁধন কেটে দিলে ।

প্রেমে হাসায়, প্রেমে কাঁদায়,

প্রেমে কঠিন পাবাণ গলে,

এ সব প্রেমের রাজ্য, প্রেমের কার্য,

প্রেম আছে সকলের মূলে ।

প্রেম আছে তাই অসৎ আছে, প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে,
ও রে প্রেম ল'রে যার তাঁরি কাছে, এই প্রেম পবিত্র হ'লে ।

প্রাণ ছাড় ত প্রেম ছেড় না, প্রেমের কাছেই সে কল কলে,

তিনি সব এড়ারে যেতে পারেন,

ধরা পড়েন প্রেমের কলে । ১৪২৫

— বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ।

[সংসার ও ধর্ম ।]

ভাল—ভেট ।

করে দেও হে নাথ ! সংসার ধর্মের সম্মিলন ।

করি একত্রে সংসার আর ধর্ম সাধন ।

যখন সংসারে করব বাস,

হয়েছি তোমার দাস, এই করে বিশ্বাস,

সংসার-মাকারে, হেরব তোমারে,

করব অন্তর বাহিরে তোমার দরশন । ১৪২৬

— কৃষ্ণবিহারী দেব ।

কংলা—ঠুংরি ।

প্রেমসিদ্ধ হে ! প্রেমময় ! এই তিচ্ছা চাই ।

যেন হে নাথ ! প্রেমার্ণবে, আমি ডুবে সঁতার ভুলে যাই ।

বাঁরা ডুবে তলিয়ে গেছেন, যেন তাঁদের কাছে যেতে পাই ।

যেন দিবা বিভাবরী আমি নিমেষের মত কাটাই । ১৪২৭ ঐ

[হিন্দী ।]

দুখ বাঁচান—ঠুংরি ।

সাবু সজ্জন কো ল'লল মিলে,

বব সজ্জিদানলকি কুপা ভ্যারে ।

সাধু বিনা রাহা কোনে বাতাওয়ে
 বোহি খবর নাহি এহন যে ।
 সাধু-সম হিতকারী ন কোরী,
 মাতর পিতর মিতর কি ভারী,
 আছা কো সোকে, চোর সবুজে,
 অকুচরণাধুজে, কো মিলারে । ১৪২৮

— কুজবিহারী দেব ।

[মহারাষ্ট্রীয় কবি কুকারামের গীত ।]

(বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বঙ্গভাষাতে অনুবাদিত ।)

ভক্তিভরে গান কর, শুদ্ধ কর মন ।
 হরি যদি পেতে চাও এই সে সাধন ।
 নম্র হও, থাক সদা সাধুপন্থার,
 কাণ পাতিও না কতু পর-চরচার । ১৪২৯

— কুকারাম ।

হে ঈশ্বর, এই কর তোমারে না ভুলি,
 তব গুণগান যেন করি প্রাণ ধুলি ।
 আর কিছু নাহি চাই, এই এক আশ,
 ধন সম্পদের তরে না রাখি প্রয়াস ।
 নির্দোষ করিতে লাভ বাসনা যে নাই,
 হৃদয় অনম হৃদে মুক্তি নাহি চাই ।
 বেঁচে থেকে করি মধু তব গুণগান,
 সাধুসক ভোগ করি এই চাহে প্রাণ । ১৪৩০ ঐ

[হিন্দী গীত ।]

ভরো—কারুণা ।

মনোরা ভজ লে সীতারাম ।

ভজ লে সীতারাম, মনোরা কাহে না অপ্তে নাম ;
দিন গিয়া জি হরিগুণ গাওয়ে, গুরু দিয়া যো নাম ।
রাম-গড়কে বৈঠে রামজি, সবকি মুজরা লিজে ।
যো য্যাচা নকরি করেগা, উনকু ত্যায়ছা দিজে ।
লারকা বালা লালন পালন, তেনকি হুধ পিওলায়ে ।
মরণকালে শরণ লেকে, বাবা কর্ণ বোলাওয়ে ।
এক নর ভুলে, হু নর ভুলে, ভুলে অগৎ সংসার ।
জান গুনকে যো নর ভুলে, উনকে নাহি পার ॥ ১৪৩১

তুলসীদাস ।

গুরু ভজলে মন, হরি ভজলে মন,

ও রে দেহে গুরু ভজলে মন ।

য্যাছা গুরু ত্যায়ছা চেলা, ত্যায়ছা ছায় সজ ।
ঘটমে রয়কে সব ঘট ব্যাপে, চিনতে নেই কোন জন ॥
খোড়া দিনকি জিন্সিগীরে মনা, ভবে আয়া একা ।
ইয়ে জিহ্মিকা কুছ নাই ভরসা, আয়া কি না আয়া ।
উল্টা বাঁশের বাঁশী কিরে মনা, ওছিমে আজব রং ।
কি না বাজন বাজে রে মনা, জানতা সাধুজন ॥ ১৪৩২

অজ্ঞাত ।

কালেকা—হুংরি ।

হরি সে লাগি রহে রে ভাই ।

কেরা কেরা বনত বনি বাই ॥

আরে, তেরা বিগড়ি বাত বনি বাই ।
 অঝা তারে, বঝা তারে, তারে সুজন কশাই ।
 সুরা পড়ারাকে গনিকা তারে, তারে মিয়া বাই ।
 দৌলত ছুনিয়া, মাল খাজানা, বাণিয়া বয়েল চরাই ॥
 এক বাতকে টাঠ্যা লাগে, খোজ খবর নেহি পাই,
 স্মারসি ভক্তি কর ঘর ভিতর, ছোড় কপাট চতুরাই ।
 সেবা বন্দী আঙুর অধীনতা, সহজে মিলি গোসাঞি ।

— ১৪৩০ অজ্ঞাত ।

গাহাড়ী—আজা ।

মোকা কাঁহা চুঁড়ো বন্দে, মায়তো তেরে পাশ মো,
 হৌয়ে মো বগড়ি বিগড়ি, ন ময় ছুড়ি গড়াস মো,
 ন হৌয়ে মো খাল রোমমে, ন হাড়ডি ন মাস মো ।
 ন দেবল মো ন মালজদমো ন কানী কৈলাসমো,
 ন হৌয়ে ময় আউধ দারকা, মেরা ভেট বিশ্বাস মো ।
 ন হৌয়ে মে জিন্না করম মো, ন যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস মো,
 খোজগো তো আ মেলোজা, পলভরকে তলাস মো ।
 সহরসে বাহার ভেরা হামারি, কুঠিয়া মেরি মৌরাস মো,
 কহত কবীর গুন ভাই সাধু (শাস্ত)
 সব সন্তান কি সাধমো । ১৪৩৪ কবীর ।

[সরস্বতীর প্রতি ।]

লগিত—আড়াঠেকা ।

ওই কে অমরবালা দাঁড়া'য়ে উঠরাচলে,
 সুমন্ত প্রকৃতিপানে চেয়ে আছে কুতূহলে,

চরণকমলে লেখা, আধ আধ রবি রেখা,
 সর্কান্নে গোলাপ-আভা, সীমন্তে শুকতারা জলে ।
 যোগে যেন পায় ক্ষুণ্ণ, সদয়া করুণা মূর্তি,
 বিতরেন হাসি হাসি, শান্তিসুধা ভ্রমণে ।
 হয় হয় প্রায় ভোর, ভাগ্যে ভাগ্যে সুম ঘোর,
 সুশ্রু-রূপিনী উনি, উবারাগী সবে বলে ।
 বিরল তিমিরজাল, শুভ্র অন্ধ লালে লাল,
 মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে ।
 তরুণ-কিরণাননা আগে সব দিগদশা,
 আগেন পৃথিবী দেবী স্মরণল কোলাহলে ।
 এস মা উবার সনে বীণাপাণি চন্দ্রাননে,
 রাসচরণ ছ'খানি রাখ হৃদয় কমলে । ১৪৩৫
 — বিহারীলাল চক্রবর্তী ।

কালোড়া—চুংরি ।

তন্মন্ সে যো ঈশ্বরকো জানে, মুখে প্রেমকে বাণী,
 কহে কবীরা শুন ভই সাধু ওহি সাঁচা জানী ।
 মানকা কিরাকে অনম গোয়াই না গোয়া মনকা ফের,
 হাতকে মানকা ডায়কে আব মনকে মানকা ফের ।
 মালা ফেরাকে হরিকো পাওয়ে, মায় ফেরাওয়ে কাড়,
 জেড়া পাখল পূজকে হরকো পাওয়ে, হাম পূজে পাহাড় ।
 গাই দোহাংকে কুস্তা পালে, বাছুর মরে ভুঁকা ;
 কসবিওঁকে কোরমা গোলাও, বাপকে নিয়ে রুখা ।
 গোরস গলি গলি কিরে, সুরা বৈঠে বিকার ;
 সতীকো না মিলে কটী, গস্তানী আচ্ছা খার ।

সতীকে না মিলে হুতি, গম্ভানী পরে খান্না ;
 কহে কবীরা দেখে ভাই সাধু ছনিয়াকি তামাসা ।
 বেহারি হোকে মাকো মারে, ঠাঁহারে পুত নেহারে ।
 পুত পুত বলি মা হুকারে, (কের) পুত দোহাতে মারে ।
 বেছ কোলা গিমাকো মারে, সে আর অভিলাবী,
 বস্ত কলিযুগ তেরে তামাসা, হুখ লাগে আর হাসি ।
 ঘরকি অরু প্রেম না পাওয়ে, পিত লাগাওয়ে দাসী ;
 বস্ত কলিযুগ তেরে তামাসা, হুখ লাগে আর হাসি । ১৪৩৬

কবীর ।

আলোয়া—আড়াঠেকা ।

কিবা অল কিবা স্থল আকাশ অনিলানল ;
 স্বভাবে এ ভবে সদা শোভে সমুদয় ।
 ঐক্যতির কার্য্য সব, স্বভাবে উত্তর ভব,
 ভেবে ভব ভাবী ভব পরাতন হয় ।
 ভবের ভাব বোকা ভার, মাস পক্ষ তিথি বার,
 যথাক্রমে বার বার হয় আর লয় ।
 কত কৃত হ'লো কৃত, কত কৃত আবিস্কৃত,
 ভেবে কৃত অভিকৃত, হ'তেছি বিস্ময় ।
 কৃতে কৃত কৃত অংশ, কৃতে কৃত হয় ধংশ,
 কৃতে কৃত অবশেষ, হেরি বিস্ময় ;
 সে কৃতের পতি যেই, কৃতাতীত হয় সেই,
 অতএব কৃতনাথে কর রে প্রত্যয় । ১৪৩৭

৮ ঐক্যরচনা ৩৫

[জীবন-বীজা বীশবাজি ।]

সামগ্রসারী হর—একতারা ।

ভবের বীশবাজি করে,
ও মন সাবধানেতে, যাও রে তরে ।
পরমাত্ম-দড়ির উপর পা ফেল রে ধীরে ধীরে,
কর অঙ্গ চালন, লোক ব্যবহার, বিচার-বীশটা করে ধরে ।
কর্তব্য কর্ণেতে নাচ, উৎসাহেতে বারে বার,
যেন মাথার কলসী ও রে মন—
যেন ধর্ম-কলস যায় না পড়ে, পাপ-পিছলে পাটা সরে ।
আত্মারামের দোহাই দিয়ে, বাজি কর ঘুরে ফিরে,
ও মন ওড়াবি মরণ-ভয়ে, ভেঙ্কি লাগবে শমনেরে । ১৪৩৮
গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় ।

[বাসন'-নদীর পার ।]

মধুরগন্ধীর হর—খেবুটা ।

যায় মারা বাসনা-অঙ্গে, মন-তরি আমার ।
ভবকাতারী হে কর পার ।
হে লোভ-মেঘে, কুমতি-বড়, হইরে সঞ্চার,
প্রবল ইন্দ্রিয় চেউ করিছে বিস্তার ।
তাহে তরি টলে বারে বার ।
হে বার্ষল্লপ-পাষণ-চড়াতে, খাইরে আছাড়,
বারে বার ছেড়ে গেলে নৌকারী মাঝার ।
অল উঠে ছিন্ন দিয়ে তার ।

হে ভাঙ্গিল বিচার-হাল, হিঁড়ে বৈর্য-পাল,
পাপরূপ পাকলা অলে ঘুরার অনিবার ।

তাহে ভর তরি বীচা ভার ।

হে শোচনা-কুতীর কোভ-হাঙ্গর-আকার,
ঘরি তরি অল তা'রা করিছে আহার ।

হই সারা তাহে একেবার ।

হে করুণা-বাতাসে নাথ করে হে উদ্ধার,
কমা-কুল দেও প্রভু চরণে তোমার ।

ভবকাঙারী হে কর পার । ১৪৩৯

পদ্মধর চট্টোপাধ্যায় ।

[অগতের ভালবাসা ।]

কালোঁড়া—খেঁটা ।

যদি চান্ মন অগতের ভালবাসা পেতে ।

খুলে দে রে প্রেমবার অগৎ-মাকোতে ।

বিতরি প্রেম-রতন, শাক্য বীণ চৈতন্ত ।

দেবতা বলিয়ে পণ্য, হলো ভূতলেতে ।

পশিলে পরশমণি, লোহা লোণা হয় অমনি,

প্রবাদ-বচন শুনি, লোকেরি বুধেতে—

প্রেমমণি হুদে বা'র, পরশেছে একবার,

রূপের কি হয় তা'র তুলনা টানিতে ? ১৪৪০ ঐ

দেবাদ—রাগভাল ।

যাচি হে হরি ও পদ-রাজীবে তব ।

দেহি স্তুতি স্তুতি দৈবী, স্তুতলস্পদ সব ।

দেহ বিমল ভকতি, জ্ঞান মুক্তি, বৈরাগ্য বিবেক জ্ঞান স্তুতি,

খণ্ডি পাপাচর, নাশ কালভর,

পার কর দীনে মোহমর ভব । ১৪৪১

— বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ।

বাগেলী—আড়াঠেকা ।

বিপাকে পড়িয়ে হরি যাব কার দ্বার ।

অসহায় অন্ধকারে কে করে নিস্তার ।

তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা,

তোমারই আশ্রিত আমি, তুমি হে ভরসা আমার ।

মোহমর পাপ নানি বিরাজ স্বরে আসি,

আঁধার জগতে দীপ, তুমি হে সবার ।

অন্তর বাহিরে যার, ত্রমে রিপু হুনিবার,

কোথায় নিষ্কৃতি শাস্তি ছুখ তার অনিবার ;—

যাচি নাথ পদাঙ্গুর, জাহি জাহি দয়াময়,

সংসারসঙ্কটে বিদ্ধ তোমারই চরণ সার । ১৪৪২ ঐ

বগনের তুত—ঠুংরি ।

অয় নারায়ণ বিয়বিনাশন ।

অয় মুরারি কেশব বিশ্বস্তর বামন ।

অয় কালীদমন, বিরটি ভীষণ, দেবকী নন্দন, দমুজদমন ;

অয় বিষ্ণু জগন্নাথ, রাম বিশ্বনাথ, কংসদৈত নিপাত, মধুসূদন ।

অর গোবিন্দ রমেশ, কৃষ্ণ স্বামীকেশ, নটেন্দ্র সুরেশ, স্মরমোহন ;
 অর বজেশ গোপাল, হুজুর বশাল, ব্রহ্ম সুরপাল, শীতবসন ।
 অর গিরিচক্রবর্তী, বিপিনবিহারী, শাঙ্গ পাণি হরি খগবাহন ;
 অর শ্রীনন্দভূত, বশোদাভূত, পরম-পুত হান্তবদন ।
 অর বসুদেবজার, ত্রিভঙ্গকার, অকুণ্ডমার, জগরচন,
 অর কঙ্কি হলধর, নবরসসাগর, বুদ্ধ অবতার, লক্ষ্মীরমণ ।
 অর কৌশলভূষণ, শঙ্খধারণ, পুতনাঘাতন, কেশীমর্দন ;
 অর শ্রীনাথ শ্রীবাস, জাহ্নবী প্রকাশ, পূর অভিলাষ, বাচি শরণ,
 অর স্থির পদ্মাসন, গরুড় কেতন, বিশ্ববিমোহন, গদাধারণ,
 রোগ শোক ঘোর, নাশ কর মোর, করি করঘোড়, মাগি চরণ ॥

— ১৪৪৩ তপোজ্ঞানাথ ঠাকুর ।

বারোয়া—একতালা ।

দীন বন্ধু হে ;—

সেই দিন দেখ্‌বো তোমার কেমন পরম বন্ধু তুমি ।
 যে দিনে শমন রাজা মোরে,
 শমন জাদি করে, কোন কেয়ে,
 ঘোরে ঘারে বন্দ হৈ আমি ।
 হরি তুমি অকপট, আমি হে কপট,
 কপট প্রেমে তুমি নও হে প্রেমী ।
 যদি অকপট প্রেমে (একবার)
 ডাকিতাম তোমার ভ্রমে,
 তবে এমন কপট প্রেমে ভ্রমে কি ভ্রমি ।
 হরি তুমি অতি সৎ আমি হে অসৎ,
 অসৎসঙ্গে বসন্ত, অসৎগামী ;

এখন বেরুণ নিরন্তর হতেছে অন্তর,
 আন সর্বান্তর, অন্তরবাহী ।
 তুমি অগতির গতি, তোমা বিনে গতি,
 নাহি অন্ত গতি ভারত তুমি ;
 কর যা ইচ্ছে তোমার, রাখ কিম্বা মার,
 দাস গোবিন্দ তোমার, তুমি হে স্বামী । ১৪৪৪

গোবিন্দ অধিকারী ।

বাবা—বেদটা ।

জীব কেন রে অচৈতন্ত ।
 বৈত জ্ঞান ত্যজ, জীববৈত ভজ,
 নিত্যানন্দে মজো পাবে চৈতন্ত ।
 জীবাস গদাধরের অতুল মাহাত্ম্য,
 প্রভু তুল্য কিন্তু নাহি প্রভুত্ব,
 প্রভুতে দাসত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব ।
 যে করয়ে তত্ত্ব সেই তত্ত্বজ্ঞানী, স্বপ্নদেহে তত্ত্ব ।
 প্রভুর প্রিয়োত্তম, ছয় গোঁসাই গুণবন্ত,
 দাদশ গোপাল চৌষটি মহন্ত, সাত মহাদান্ত ;
 ভক্তের আদি অন্ত, কে করিবে অন্ত,
 অনন্ত জ্ঞান জীব সামান্ত ।
 প্রভু জীবনবাস, পুরাও অভিলাষ,
 সুচাও অভিলাষ, লবয়ে কর বাস, দেহ জীবনে বাস ;
 দাসের এই আদ্য, তব দাসের দাস,
 কর গোবিন্দ দাসের বাসনা পূর্ণ । ১৪৪৫ ঐ

জন্মলা বিবিত—বীপভাল ।

কালী করতর উদয় কর জন্ম-কন্দরে,
 মম মানস সতত পদকমল বন্দ রে ।
 মম মানস-অবাদলে, দিবে ভক্তি-চন্দন,
 পুজিলে পদ, যাবে বিপদ, রবে না যায়বন্ধ রে ।
 অবস্ত তারিবে তারা পুজিলে পদধর রে ;
 দ্বীপুত্র বাছব যত পথের সঙ্কর রে ।
 দেহ কর নৈবেদ্য আগ্নে, বাধ্য কর বুদ্ধি রে,
 ছয় রিপুকে দেহ বলি, জ্ঞান-তীক্ৰ্ত্ত অগ্নি ধরে,
 বৈরাগ্য দিবে আলিয়ে দীপ, দেহ না আনন্দ নীরে ;
 আশা অগ্নে ভোজ্য দিবে, ভ্রষ্টা দিবে পঙ্ক রে ।
 তবে সে তারিবে তারা পুজিলে পদধর রে,
 তিলার্দ্ধ ক্রম হয় না ক্রম বলিছে রামস্বকরে । ১৪৪৬

৮ রামস্বকর সিংহ চৌধুরী ।

মনোহরসাই—হর ।

আমার বীণিস্ নে মা নন্দরাণী,
 কুছ ননীর তরে বন্ধন কসে, আহা মরি যায় গো প্রাণী ।
 (ছেড়ে দে মা নন্দরাণী)
 কুছ একটু নবনীর কারণ, হুল করে জননী গো করিলে বন্ধন,
 বন্ধন আলা সহে না মা যার জীবন,
 মাপো আবি যদি মরি প্রাণে (ওগো মা নন্দরাণী),
 তোমার কান্ডে হবে বনে বনে,

তুমি ননী দিবা কার বদনে (মা গো),

কে তোমার বলবে জননী ।

যত রাখাল এই ব্রজপুরে, চুরি করে ননী খায় মা সব ঘরে ঘরে,

মাগো কার মারে কারে মারে বন্ধন করে ;

(মাগো) পুত্র শত্রু হলে পরে, (ও গো মা নন্দরাণী)

কি তারে বেঁধে মারে,

তোর চরণে এই ভিক্ষা চাই,

ধড়াচুড়া পরায়ে দেও বনে চলে যাই,

মাগো, যমুনা পার হয়ে যাব,

(আমি) এই দেশে না মুখ দেখাব,

আমি পরের মাকে মা বলিব,

ভিক্ষা করে খাব ননী, (ছেড়ে দে মা নন্দরাণী) ।

তুই তো গো মা বড়ই পাবাপ,

পরের কথায় বেঁধে মার আপনার সন্তান,

(মাগো) ত্রিভুবনে পাবাণী নাই তোর সমান ।

(মাগো) আমার বড় করুণী, লহে না মা এত কষ্ট,

(মাগো) এখন বিদায় দেও আমারে,

আমি ধরি তোর চরণ হুখানি ।

(ছেড়ে দে মা নন্দরাণী আমার বীধিশূনে মা নন্দরাণী) ১৪৪৭

অজ্ঞাত ।

[রাজা রামমোহন রায় রচিত “মন একি ভ্রান্তি”

গীতের উত্তর ।]

ভ্রান্তিতে শান্তি আমার ।

আবাহনে বিসর্জনে কতি কিবা কার ।

সর্বত্র পুৱিত বার, ঐয়ে ববে ঐাণ বার,
 বলি বায়ু আর আর, জীবন-সংসার ।
 অগমাতা অগমরী, বধন কাতর হই,
 বলি এস ব্রহ্মরী, কর গো নিস্তার ।
 জড়জীব জড় করি, যাহার সাধন করি,
 ধ্যান জ্ঞান জল ফল, সকলি তাঁহার । ১৪৪৮

— দিগম্বর ভট্টাচার্য্য ।

[রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ৮ কৃষ্ণমোহন মজুমদার রচিত
 “তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন” গীতের উত্তর ।]
 বিভাস—আড়াঠেকা ।

মা আমার আমি তাঁর, তাঁরে বলিবে আপন,
 মহামায়া মায়ে আমি দেখিবে স্বপন ।
 রজ্জুতে হয় বধন, জমে অহি দরশন,
 অহি মিথ্যা, রজ্জু মিথ্যা, বল কি তখন ।
 নিশিতে বিহরি হুখে, যার পাখি দিকে দিকে,
 আবার ফিরিয়া আসে আমারি মতন ।
 বাতায়াতে সমাচার, নিত্য নিত্য এ সংসার,
 চিন্তারী-চরণ-চিন্তা, সংসার বন্ধন । ১৪৪৯ ঐ

[রাজা রামমোহন রায়ের “মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর”
 গীতের উত্তর ।]

রামকেশী—আড়াঠেকা ।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ।
 আধ নীয়ে গঙ্গাতীরে পাতকী হীন মর ।

কাটায়ে সংসার মায়া, আশীর্বাদী পুত্রজায়া,
নিরমাল্য বিশ্বপত্র মাথার উপর ।

চিন্ময়ী ধরেছ বৃকে, কালী কালী নাম মুখে,
কালী নাম সবে ডাকে করি উচ্চৈশ্বর ।

কালীনাম অবিচ্ছেদ, স্বর্গে মর্ত্তে নাহি ভেদ,
ব্রহ্মরক্ষু করি ভেদ উঠে দিগম্বর ॥ ১৪৫০

দিগম্বর ভট্টাচার্য্য ।

[ক্যাপার প্রতি ।]

বাউলের হর ।

ক্যাপা তুই আছিস্ আপন খেয়াল ধরে ।

যে অ'সে তোমার পাশে সবাই হাসে দেখে তোরে ।

অগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি,

তারা পায় না বৃকে তুই কি ঝুঁজে কেপে বেড়াস্ জনম

ভোরে !

ক্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে ।

তোর নাই অবসর নাইকো দোসর ভবের সাজে,

তোরে চিন্তে যে চাই সময় না পাই নানা কাজে !

ওরে তুই, কি শুনাতে এত প্রাতে মরিস্ ডেকে !

এথে বিষম জালা, ঝালাফালা দিবি সবায় পাগল ক'রে !

ক্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে ।

ওরে তুই কি এনেছিস্, কি টেনেছিস্ ভাবের জালে ।

তার কি মূল্য আছে কারো কাছে কোন কালে !

আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোমায়,
তুমি স্বপ্নিছাড়া, নাইকো লাড়া রয়েছে কোন নেশার ঘোরে !

ক্যাণা তুই আহিস্ আপন খেরাল ধ'রে ।
 এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চলে যাবে,
 বসে তুই আবেক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে ।
 ওরে ভাই ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে ।
 মিছে তুই আহিস্ আগি তারি লাগি না আনি কোন
 আশার জোরে !

ক্যাণা তুই আহিস্ আপন খেরাল ধ'রে । ১৪৫১

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

[রামবল্লভাদিগের গীত ।]

বাউলের হর—ধেমটা ।

কালী কৃষ্ণ গড্ (God) খোদা, কোন নামে নাহি বাধা,
 বাঙ্গীর বিবাদ বিধা, তাতে নাহি টলো রে ।
 মন কালী কালী গড্ খোদা বলো রে । ১৪৫২ অজ্ঞাত ।

[কর্ত্তাভজাদিগের গীত ।]

বাউলের হর—ধেমটা ।

স্বরূপের বাজারে থাকি ।

শোন্‌রে ক্ষেপা, সেড়াস্ একা, চিন্তে নারবি ধরবি কি ।

কালার সঙ্গে বোবার কথা কর,

কাল গিয়া শরণ মাগে কে পাবে নির্ণয়,

আর অন্ধ গিয়া রূপ নেহারে, তার মর্শ্বকথা ব'ল'বো কি ।

মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যার,

জ্যোত্বে ধরিতে গেলে হাবুড়ু খায় ;
সে মড়া নয়কো রসের গোড়া, তার রূপেতে দিয়া আঁখি ।

১৪৫৩ অজ্ঞাত ।

শিব-সঙ্গীত ।

[বৈদ্যনাথের প্রতি ।]

মিষ্টা বিষ্টি—কাওয়ালী ।

ভব ব্যাধির মর্হোষধি, বাবা বৈদ্যনাথ ।
অম্বুপান, গুণগান, নিদান বিহিত মত ।
যার থাকে কর্মভোগ, সে ভুঞ্জয়ে ভব-রোগ,
হ'লে তব মনোযোগ, আরোগ্য নিশ্চিত ।
তোমার স্মরণ মাত্র, রোগীতে হয় পবিত্র ;
কৃপা করিলে ত্রিনেত্র, তরে শত শত ।
ওহে প্রভু কৃষ্ণিবাস, ঝাড় খন্ডে তব বাস,
পুরাও জীবের আশ, তুমি বিশ্বতাৎ ।
তুমি ধ্বংসরি বৈদ্য, তব স্মৃতিত ঔষধ,
সংহি অগৎ আরাধ্য, কহে খগনাথ ॥ ১০৫০

রূপচাঁদ পুতী ।

ইমন—কল্যাণ ।

নমো নমো শশাঙ্কেশ্বর, নমো বাঘাধর ;
নমো নমো ব্রহ্ম বাহন ।
নমো গদাধর, নমস্তে শঙ্কর, নমো নমো বিজুতি ভূষণ ।
শিব শঙ্কু হর, নমো যোগীশ্বর, নমো নমো মদন শাসন ।
রক্ত ভূধর, অগৎ ঈশ্বর, কবীড়বা শবাসন ।

নমসি ইশান, বাহন বিধান, নীলকণ্ঠ নমো নমঃ ।

অতি হীন দাস, পদে তব আশ, দেখো নাহি অন্তে ভ্রম ॥ ১৪৫৫

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

[ব্রজভাষার সঙ্গীত ।]

বাঘান—কাওয়ালী ।

রঘুবর রাম কহ ভাই ।

এ অগমে আর কেহ নাই ।

এ কলি কলুষ ঘোর, ক্যা করগো ভাইয়া তোর,

সম্বোদসে কর সোর, কহ রঘুরাই ।

বিশ্বামিত্রকে চিত, করদিয়ে মোহিত,

তারকা রাচ্ছসী মারি, পাণ্ড পরশি তোরি,

কাঞ্চন কাঠ তরী, পাষণ মানরি ভাই ।

জনক জীউকে কোদণ্ড, করদিয়ে খণ্ড খণ্ড,

দুন্দুপ পাষাণ ভাগাই ;

ঈশীতা জীউকর করি, বর মালা গলে ডারি,

নারীকুল মঙ্গল গাই ।

পিতা সত্য কারণ, চৌদ বরষ বন,

পঞ্চবদনে পুন, নীতা খোকাই ;

পঙ্কিবর জটায়ু, সন্ধেণ বাতায়,

মরকট ঠাট ভিড়াই ।

পবনকে নন্দন, ভেজি অশোক বন,

সীতকে দরশন পাই ;

ধন্য ধন্য বহুধারী, স্বায়ং-নিধনকারী,

সুন্দর নর তোর গুণ গাই ।

সদা কহ রাম রাম, তারক অঙ্কে নাম,
দেহজি তুলসী দাম, সিংহার বানাই,
পাঁচ রত্ন কুল আকে, ঝালর বনায়েকে,
ধাড়ে হিলাও সুখে, পছি-বাতাই । ১৪৫৬

রূপচাঁদ পক্ষী ।

খাখাজ—মধ্যমান ।

লও তুমি কেবল কান্ধীবাসী, বিধেধর হে ;
যেখানে ভ্রমণ করি সেই বারাগনী ।
তব রাজ্য সম্পূর্ণ, নানা রত্নে পরিপূর্ণ ।
প্রকৃত অন্নপূর্ণা তুমি অম্বাও নিবাসী ।
স্থান-ভীর্ণ নাই দেখি, চিত্ত-ভীর্ণ সদা সুখী ।
ধন মান চাহি না'হে শাস্তি অভিলাষী । ১৪৫৭

৮ প্যারীচাঁদ মিত্র ।

কীরোদ সিঁহুনিরে, নিরোদ মাধুরী,
নীল জলে, নীল তরু, নীল লহরী ।
কুল বন, কল দল, হুলছে চাক গলে,
চকলা চপলা যেন, জলদ কোলে,
পীত ধড়া, বাকা চুড়া, কি শোভা হেরী । ১৪৫৮

অজ্ঞাত ।

আলাইরা—৮৭ ।

আমি সহজে মিলিত হই পানীর সনে ।
যদি ডাকে সে একবার আমার কাতর প্রাণে ।
দিবা নিশি ভেঙ্গে থাকি, আমার কখন কে ডাকে তাই দেখি,
ওনিলে ক্রন্দন আর থাকতে পারিনে ।

কে কোন্ ভাবে চায় আমারে, আমি জানি সব থেকে অন্তরে,
কণ্ট বিলাপে অহুতাপে কুলিনে।

অহঙ্কারী পাণ্ডী বারা, ওরে আমার দেখা না পায় তারা,

দীনজনের বন্ধু (ওরে ভগ্ন হৃদয়বাসী) আমি

সকলে জানে। ১৭৫৯ অজ্ঞাত।

প্রপদ।

খট—বাঁপতাল।

বেদ্যাধর রে বেদ্যাধর গুণিয়া না সৌ,

কারিয়ে গুণা চরলকে লরায়ে লরিয়ে।

বো গুণি গারিদেতা, কুহু আনা কহিয়ে,

দওরে গুণিকে চরণ গাহিয়ে।

মেরো তেরো নেওয়া নিরঞ্জনকে আগে,

চতারা ভাওয়ারা ওয়ি ঠোরা ধরিয়ে,

গুণা কওনা আগে গুণিকো জী লাগে,

কাহে প্রভু তানসেন তান তেরে। ১৪৬০

তানসেন।

[কর্ত্তাভাবার গীত।]

সতীমার ভজন।

আরে তোর দিলুকা ভিতর, আরে তোর দিলুকা ভিতর,

সোণার কেতাব, নয়ন বাগানখানা, আরে তোর দিলুকা

ভিতর।

বে মজেছে, সেই পেয়েছে, আর মজে নয়নে (কেপা মন

শোন্‌রে)।

ও তোর ডিমের ভিতর চোন্দ ভুবন ছা গেছে
তার উড়ে, রে ভাই ছা গেছে তার উড়ে ॥
আস্‌মান জোড়া ফকীর রে ভাই জমিন জোড়া কাঁথা,
আবার সেই ককিরের কউজ ম'লে কবর হবে কোথা ॥
(রে তার দিল্‌কা ভিতর) ॥ ১৪৬১

— আনন্দচন্দ্র দাস ।

ওমা সতী, কুমতি যুচাও আমার এই বারে ।
আমি হয়েছি পরাধীন, কিসে যাবে দিন, যুচাও কুদিন,
এখন দীনের দিন তোমা বই কে নিস্তারে ।
তুমি পিতার মা, পুত্রের মা, জগতে বলে মা, তুমি
আমার মা,
এখন মা বলে ডাকে জগৎ সংসারে ॥ ১৪৬২ ঐ

— হরট মন্ডার—একতারা ।

বুখা দিন গেল রে বীণে ডাকরে বীণে মধুর রবে,
জীহরি রব বিনে বীণে, রবিনে আর অস্ত রবে ।
কররে বীণে উপাসনা, করবিনে আর জুর্কাসনা,
করিলে যে নাম ঘোষণা, রবিতনয় দূরে যাবে ॥
(ওরে) না বলিলি হরিগুণ, তোর গুণে কি হবে গুণ,
ওরে বীণে তব গুণ, লোকে গাবে কোন গৌরবে ।
ডাকরে বীণে গুণে গুণে, নিজগুণে সে নিগুণে,
দীন হীন গোবিন্দের ঘেন, যেতে হয় না ঘোর রোরবে ॥ ১৪৬৩

— গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার ।

[বুদ্ধদেব ।]

খানি খিনি—একতাল ।

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই ।
 কোথা হস্তে আসি কোথা ভেসে যাই ।
 কিরে কিরে আসি কত কাদি হাসি,
 কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই ।
 কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন,
 আগিরে ঘুমাই, কুহকে যেন,
 এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর,
 অধীর অধীর যেমতি সমীর ;
 অবিরাম গতি নিয়ত যাই ।
 জানি না কেবা এসেছি কোথায়,
 কেন বা এসেছি কেবা নিয়ে যায় ।
 যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে ;
 চারি দিগে গোল, উঠে নানা রোল,
 কত আসে যায়, হাসে কঁাদে গায়,
 এই আছে আর তখনি নাই ।
 কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল,
 কে জানে কেমন কি খেলা হোলো,
 এবাহের বারি রহিতে কি পারি,
 যাই যাই কোথা কুল কি নাই ।
 করছে চেতন, কে আছে চেতন,
 কত দিনে আর ভাবিবে স্বপন ।

কে আছে চেতন সুমাও না আর,
দাক্ষণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তরোনাশ, হওহে প্রকাশ,
তোমা বিনা আর নাহিক উপায় ;—
তব পদে তাই শরণ চাই ॥ ১৪৬৪

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

বাগেশ্বী—আড়াঠেকা ।

নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক স্তম্বর ।
ভাসে ব্যোম, ছায়া সম, ছবিবিশ্ব চরাচর ।
অক্ষুট মন-আকাশে, অগৎ সংসার ভাসে,
উঠে ভাসে ডুবে পুন, অহং স্রোতে নিরন্তর—
সেই ধারা বহু হ'ল শূন্তে শূন্ত মিশাইল,
অন্ধন সগোচর বোধে প্রাণ বোকে যায় ॥ ১৪৬৫

নরেন্দ্রনাথ দত্ত ।

আমি শুধু রইছু বাকি ।

যা ছিল তা চল গেল, রইলো যা, তা কেবল কান্ধি ।
আমার বলে ছিল যারা, আরতো তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তারা, কোথায় তারা, বারে বারে কারে ডাকি,
বল দেখি মা শুধাই তোরে, আমার কিছু রাখলি নায়ে,
আমি শুধু আমার নিরে, কোন প্রাণেতে বেঁচে থাকি ॥ ১৪৬৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

হরট বাখা—একতাল ।

বল কালী কালী বল ।
গত হলো কাল, জীবৈ কত কাল,
কাল পেয়ে কাল নিকটে এলো ।

কাল ভয়ে কালী হলো এ অঙ্গ,
 কবে দংশীবেরে সে কাল ভুজঙ্গ,
 কর সাধু সঙ্গ, কালী নাম প্রসঙ্গ,
 কালে হই কাল, সঙ্গ হলো ।
 কাল দণ্ড লয়ে কাল আসিবে,
 কালের তর তখন কেবা নাশিবে,
 কলুবনাশিনী সেই সবে শিরে,
 কালীদাসে দিবেন চরণ-কমলে ॥ ১৪৬৭

কালিদাস ।

কিঁকিট—কাওয়ালী ।

অসার প্রেমেতে ভুলে কেন হও প্রবঞ্চিত ।
 বিপদ কালে দেখিবে কে তব সুস্থদ কত ।
 রূপ-গুণ-ধন-যৌবনে স্খলিত মধুর বচনে,
 বিমোহিত হয় যেই সেই অতি অবোধ চিত ।
 অদ্য সে প্রেমসী শোকে, করাঘাত হানে বুকে,
 কল্য সে বিবাহ তরে হইতেছে সুসজ্জিত ।
 নয়নান্তরাল হলে, কে কাকে আপনার বলে,
 সরল হৃদয়ে ভালবেসে হয় আনন্দিত ।
 প্রেমের আকার যিনি, তাঁরে ভালবাস তুমি,
 পাইবে অঙ্গর শান্তি, নিত্য সুখ অবিরত ॥ ১৪৬৮

বিহারীলাল চক্রবর্তী ।

রাসপ্রসারী হয় ।

তোর দুঃখে মা আমি দুঃখী ।
 মা তোর অবসর নাই তিলেক দেখি ॥

অনন্ত আকাশ ভরা সুবন কত গো আলোখী,
 এ সকলের ভার তোমার উপর, তুমি বটে মা ? একাকী,
 লোকে লোকে সবাই ডাকে, সবাইর ঘরে তুই রককী,
 মা তুই বড় বাপের বেটী বটস, তাই সে সহ্যে এত ক্লি।
 অচেতন চায় পরিবর্তন, ফল, ফুল, পাতা চাহে শাখী,
 ওমা জীবের তো অশেষ যজ্ঞা, দিবা রাত্রি যায় না বাকি।
 সকল গড়াও সকল সাজাও, কোথা কিছু রয় না বাকি,
 কেবল প্রসন্নের মন গড়াইতে মা তোমার অবসর হয় নাকি ?
 ১৪৬৯ প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

রাসপ্রসাদী হয় ।

তোরে প্রাণ খুলে ডাকনমাজ ডাকে ।

শরীর রোমাঞ্চ হয় অই হাকে ।

আল্লাহো আকবর বৈলে, কিরে উচ্ছে ডাকে উর্দ্ধমুখে,
 যেন বাইরের কথায় ধ্যান না ভাঙ্গে, তাই

কাণে আবুল দিয়ে রাখে ।

(একবার) অইমত প্রাণভরা ডাক, ওমা !

ভাক্তে শিখা না আমাকে,

যেন অম্নি কৈরে উচ্চসরে মা মা কৈরে ডাকি তোকে ।

ওমা আর এক দৃষ্ট যখন বেইর হয়,

নগর কীর্তন দিতে লোকে,

তোরে সম্মুখে সবাই স্মরে, শিহরে শরীর পুলকে ।

কিবা গার তোমার নাম খোল কর্তালে

মিশাইরে সোমে ফাকে,

কেহ বাহতুলে নৃত্য করে, কেহ ধূলার পড়ে অক্ষমুখে ।

অই মত চলাচলে, রাখি কি মা প্রসন্নকে ?

যেন একবার নাচি, একবার পড়ি,

একবার ডাকি উচ্চস্বরে । ১৪৭০ ঐ

“বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আশাধের”—হর ।

পুণ্য পাপের বিষম বিবাদ লোকসমাজে ।

লোকসমাজে লোকসমাজে বিশ্বামাজে, লোকসমাজে ॥

পাপ বলে আমি রাজ্য প্রতি ঘরে ঘরে ।

পুণ্য বলে রাজ্য আমার সাধুর জন্মগরে, পাপ যেতে নারে ॥

পাপ বলে রাধি আমি জীবসকলে সুখে ।

পুণ্য বলে তদিন বাদে শোকে তাপে হুঃখে, পড়ে ঘোর নরকে ॥

পাপ বলে মারামোহ আমার সেনাপতি ।

পুণ্য বলে রণস্থলে হরি আমার গতি, যিনি ত্রিলোকপতি ॥

পাপ বলে আমি ছাড়া কেবা হরি আছে ।

পুণ্য বলে তোমার দণ্ড হইবে যার কাছে, সময় আসিতেছে ॥

পাপ বলে এই বেলা যাও অরি মানে মানে,

আমার কথা শুনে ॥

মিটে গেল পাপ পুণ্যের বিবাদ বালাই ।

পরিত্রাজক বলে হরি হরি বল ভাই, সুখে থাকরে সদাই ॥

— ১৪৭১ ঐক্যপ্রসন্ন সেন ।

যমে কাকি দিতে, আগাব জীবে চিতে,
 আগাব রচিতে কবিতা গান ।
 তাই জীবে প্রাণে, সকল জীবের প্রাণে,
 উত্থলি উঠিবে হরিনাম ॥ ১৪৭২

মীরাবাই ।

ষট্—৪৭ ।

কোথায় আছ গো শঙ্করী' । (মা)
 পড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়,
 বন্ধন-জ্বালায় প্রাণেতে মরি ।
 তরী লয়ে যখন আসি মা সিংহলে,
 যাত্রাকালে মুখে দুর্গা দুর্গা বলে,
 দুর্গানন্দমর ফল এই কি মা ফলে,
 কুলে আসি শেষে ডুবালে তরী ॥ ১৪৭৩

লোকনাথ দাস ।

নারায়ণী—ক, ।

নমামি মহিষাসুর-মর্দ্দিনি ।
 নমামি নমামি কপালিন ॥
 মহিষ-মস্তক-নটন-ভেদ,
 বিনোদিনি মোদিনি মালিনি মানিনি,
 প্রণতজন-সৌভাগ্য জননি ।
 শঙ্খ-চক্র-শূলোদ্ধিত-পাণি, শক্তিশেল মধুর বাণি ;
 পঙ্কজ-নয়না পল্লব-বেণী ;
 পালিত-পির-গুহাম্পু রাণী ;

শঙ্করাঃ-শরীরিণি, সমস্ত দৈবত-রূপিণি ;

কঙ্কনালঙ্কৃতাজ্জ করা, কাতায়নি নারায়ণি । ১৪৭৪

— বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ।

মূলভাব—ছোট চোতাল ।

জয় গঙ্গে জয় জয় গঙ্গে ।

ত্রিঅগত জীবন জীবনভঙ্গে ॥

বলি কলিমল হর নিরমলভঙ্গে ।

নির্ভর অমি ভর ভীমতরঙ্গে ।

বিধি করকমলজ কমল-করঙ্গে ।

হরিপদচারিণী বিপদ বিভঙ্গে ।

মদন হৃদয় ভয় পরিভবদঙ্গে ॥ ১৪৭৫

— মদনমোহন তর্কালঙ্কার ।

বেহাগ—জলদ তেতাল ।

কি বুঝিবে জীবে তব লীলার কৌশল ।

ওহে নিন্ত্য নিরমল ।

মহা মোহ মদ্যপানে, অগৎ বিহ্বল ॥

ঋতি স্মৃতি মিমাংসায়, চতুর্বেদ বিধাতায়,

অস্ত্র নাহি পায় ন্যায়, সাক্ষা পাতঞ্জল ।

অঙ্কুশ আঘাতে করি, মারুখে চালায় করি,

বিশধর করে ধরি, খেলে মালদল ;—

দিবাকর নিশাকর, ভুলোক আলোক কর,

রাহ ভরে ধর ধর, কম্পিত দুর্বল ।

দেব দানব মানব, জীব জন্তু সব,

ভবে উত্তর পতনে এক বিন্দু জল ;—

তোমার লীলার লেশ, যোগে না পেয়ে উদ্দেশ,

দারুময় অধীকেশ, মহেশ পাগল ॥ ১৪৭৬

— মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

গৌড় সারঙ—আড়াঠেকা ।

কেন প্রভু দীনজনে হইলে নিদয় ।

না দিলে ভকতি হরি, কি দিয়ে তুবি তোমায় ॥

জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বলে, তনু-তরী সাজাইলে,

পাপ পুণ্য ছুটা, স্বজ্বিলে সাগর ;—

মোহপাল আশা-পবনে, ছুটা দাঁড়িব মিলনে,

ডুবালে পাপ ললিলে, পূর্ণচন্দ্রের হৃদয় ॥ ১৪৭৭

— রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ ।

রামকলী—কাওয়ালী ।

জয় নাবায়ণ ব্রহ্ম পরায়ণ ঐশ্বরি কমলাকান্তং ।

নাম অনন্ত কাঁহা লাগবর্ণ শেষ না পায়ো অস্ত্বং ॥

শিব সনকাদি আদি ব্রহ্মাদি নারদ ধ্যান ধরন্তং ।

রামরূপ ধর রাবণ মারে কুন্তকর্ণ বলবন্তং ।

বশুদেব গৃহে জনম লিয়ো ছায় নাম ধর যত্ননাথং ।

কৃষ্ণরূপ ধরে অশুর সংহারে কংসকো কেশ গহন্তং ।

অগস্ত্য অগমগ চিন্তামণি বৈঠ রহে মেহি চিন্তং ।

দশমশ্লোক ভাগবত লাগয়ে সুরদাস ভগবন্তং ॥ ১৪৭৮

— সুরদাস ।

[ব্রহ্ম নিরূপণ ।]

গৌরী—একতালা ।

কোথায় সে জন, জানে কোন জন, যে জন স্বজন লয় করে ।

নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে, মনীদের কি চার্জে মন্দিরে ॥

শূভমার্গে স্বর্গে, সাগরে সলিলে, ভূধরে ভূগর্ভে অনলে অনিলে,
বনে প্রস্তবণে, শব্দে ভূমণ্ডলে, আলোয় কি অন্ধকারে ।

পাতে পোতে পথে ঘাটে, ঘোঁটে ঘটে, তপে জপে যোগে
যাগে যোগী রটে,

সরলে কি শঠে, হোটেলে কি হাটে, পটে কি পাথারে
প্রান্তরে ॥

লওনে মার্কিনে, ক্রাস্কে কি চীনে, বন্দা বেঙ্গলে বোম্বে
হিন্দুস্থানে ;

নেপালে কি ভোটে, কাবুলে ওজরাটে, ব্রহ্ম-অণ্ডে কি অণ্ড-
বাহিরে ।

গয়া গঙ্গা বারাণসী ব্রহ্মাবনে, ঘোষপাড়া পেঁড়ে নদীয়ায়
মদীনে,

রিভার জর্ডেনে, গার্ডেন অব ইডেনে, অশানে সমাজে
কবরে ॥

ভারত অশক্ত সে ভাব ধারণে, সাংখ্যে হয় না সংখ্যা অদর্শনে,
দর্শনে,

বাইবেলে মিল্টনে, কোরাণে পুরাণে, বেদে কি তন্ত্র অন্তরে ।

তিনি কর্তা কি গৌরাঙ্গ, নানক আল্লা যীশু, কালী কি কানাই
বহু-শিশু বাসু,

কোন্ নামে কোন্ ডাকে, সাড়া দেন কাকে, স্বরূপ বলিতে
সেই পারে ॥

ব্রাহ্ম বলে ব্রহ্ম নিরাকারাকার, সহস্র শীর্ষ সাকারে স্বীকার,
সে যে কিম্বাকার, বর্ণে সাধা কার, ওকারে কি আছেন

ওকারে ।

কে বলিতে পারে পরেন কোন্ বাস, তাঁর কোঁচা কি
 পেটুলনে ইজেরে উল্লাস,
 ব্যালে কি বাকলে, গুধুড়ি কনলে, কোঁপীনে কি বাঘাঘরে ।
 আণ্ডি কি জিনে, স্তেরি জামপিনে, কুটা বিহুটে পলাণ্ডু
 লগুনে,
 মাল্পো মালসাভোগে, মোষে মেষে ছাগে, পাকা পাতা বাত
 আহারে ।
 বেণু বীণা-বোলে, থমকে কি খোলে, তোপে কি তাউসে
 জয়টাকে চোলে,
 নেড়া নেড়ী দলে, বাউলের পালে, শিঙ্গে কাড়া কাঁশী কাঁশরে ।
 কিরীটে কি ক্যাপে, বেণী বেণা, নোপে, কটা জটাজালে,
 গাল পাটা গোঁপে, চৈতন ফুরফুরে, খাসা খোদাহুরে, কিষা
 চাঁচর চিকুরে ।
 শক্ররূপে স্বর্গে শক্রাণী সন্তোগে, নরক নিকরে শূকরী
 সংযোগে,
 মহাহুঃখে মহানুখে রাগে রোগে, সমভাবে ভেবে পাই ষাঁরে ।
 পণ্ডিতে পামরে সন্ন্যাসী শবরে, কাঁকরে কি আছেন রত্নের
 আকরে,

প্যারী বলে এমন কে আছে সংসারে,
 যে নিগূঢ় নির্ণয় তাঁর করে ॥ ১৪৭৯

৮ প্যারীমোহন কবিরঙ্গ ।

[উপরোক্ত গানের উত্তর ।]

গৌরী—একতাল ।

জানিতে সে জন, চাহ যদি মন, ভজ সেই জন, ভক্তি করে ।
 গুরুদত্ত পথে, সাধুজন মতে, স্নেহ মনোরথে পরমাদরে ।
 বেদভেদ তত্ত্ব গীতা ভাগবত, ভক্তি-রসায়ন সিদ্ধি আদি যত,
 বিবিধ বিধান, বিধি ভক্তি যত, সাধন ভজন কর সাধরে ।
 কাশীনাথ তুচ্ছ করি কাশীধাম, পঞ্চমুখে সদা গায় যার নাম,
 সে বিভূ-চরণ, পরম কারণ, স্মরণ মনন, সদা কররে ।
 শুভক চণ্ডাল গেল ভক্তি করে, ভক্তকে বানরে ভজিল

যাহারে,

চরাচর সার, সেই বিশ্বাধার, সদা কর সার স্মরণ অন্তরে ।
 এব্রাহিম নবি আদি পরগাহরে, ঐকান্তিকী ভক্তি করি

পেল যারে,

বীতক্রোধ ভীতে, বারে বলে পিতে, সাবহিত চিতে ভজ

উঁহারে ।

সর্বত্র বিরাজমান ভগবান্, ঘটে পটে মঠে প্রকাশ সমান,
 সূর্য্য এক হয় প্রতিবিম্বের, তেন বিশ্বময় জেনো ঈশ্বরে ।
 ঈশ অনকান্তি জ্যোতি বিশ্বময়, জ্যোতি মধ্যে স্থিত কৃষ্ণ

এক হয় ;

স্বপক ভজনে, তাঁরে যেই জনে,

ভজ সেই পায়, দর্শন অন্তরে । ১৪৮০

চন্দ্রকান্ত ন্যায়রত্ন ।

হুট খাখা—একতারা ।

আমার এমন দিন কি হবে ।

হইয়ে সন্ন্যাসী, হব কান্দীবাসী, বারাণসী ধামে জীবন যাবে ।
বড় রিপু ভয় নাহিক তথায়, হবে অন্ন যথা আছে মৃত্যুঞ্জয় ;
রবির উদয় যেন তেজোময় ; পাপ তিমির তায় বিনাশিবে ।
তাজ সুখ বাসনা, শিব উপাসনা, পুরাব তথায় মনের বাসনা,
অন্নপূর্ণা মাকে ডাকিবে রসনা, যজ্ঞা সব ঘৃচিবে—
বসি অসি ঘাটে, জাহ্নবী নিকটে, শিবপূজা যেবা করে করপুটে,
কালিদাস কহে কান্দীখণ্ডে রটে, বিষমসঙ্কটে ত্রান পাইবে । ১৪৮১

কালিদাস ।

বাউলের হুর—খেষ্টা ।

ভক্তি ভাবে ডাকলে আমি রৈতে পারি কৈ ।
ওরে যে ডাকে আমারে আমি তারি হ'য়ে রৈ ।
যে জন বিশ্বাস করে, জীবন সঁপেছে মোরে,
কে আছে তার এ সংসারে বল আমি বৈ ।
আমি ভক্তের অধীন, আমার জানে সবে চিরদিন,
ভক্তকে দেখিলে আমি আনন্দিত হই ।
দারাসুত ধন প্রাণ ওরে যে করে আমার অর্পণ,
তাহার সকল ভার ম'থায় করে বই ।
ভক্তির জোরে এব প্রেঙ্কাদ হ'ল শমন জয়ী । ১৪৮২

অজ্ঞাত ।

হুট বদার—একতারা ।

কতদিনে হবে প্রেমের সফার ।

হরে পূর্ণকাম বল্ব হরিনাম,

নয়নে বহিবে প্রেম অক্ষধার ।

কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন,

কবে যাব আমি প্রেমের বুদ্ধাবন ;

(হরি প্রেমরসে মজে)

সংসার বন্ধন হইবে মোচন,

জ্ঞানাজনে যাবে লোচন আঁধার ।

কবে পরশমণি করি পরশন,

লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,

হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন,

লুটাইব ভক্তি পথে অনিবার ।

হায় ! কবে যাবে আমার ধরম করম,

(হরি প্রেমে মত্ত হয়ে)

কবে যাবে জাতি কুলের ভরম,

কবে যাবে ভয় ভাবনা সন্ম—

পরিহরি অভিমান লোকাচার ।

মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্তপদ ধূলি,

কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের স্কুলি,

পিব প্রেম-বারি ছুই হাতে তুলি,

অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনায় ।

প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব,

সজ্জনানন্দ সাগরে ভাসিব,

আপনি মাতিয়া সকলে মাতান,

হরি পদে নিত্য করিব বিহার । ১৪৮৩

— নীলকণ্ঠ অধিকারী ।

হুলতান—খয়রা ।

(সেই) প্রেম কি চাইলে মিলে ।

সেই প্রেম আপনি উদয় হয় শুভ যোগ হলে ।

হয় ভাবেরি উদয়, সেই ভাবে ডুবে র'তে হয়,

তবে দয়া হয় সময় হলে ।

নৈলে পাওয়া ভার, দোঁড়া দোঁড়ী সার,

কনকধারী গৌসাই বাউলে বলে ।

তুলার আশ্বিন মাসে, তিথি অমাবস্তে,

স্বাতি নক্ষত্রের জল পড়ে যাহাতে,

হয় বীশে বংশলোচন, গজে গজমতি,

না হয় কেন অস্ত্র মেঘের জলে । ১৪৮৪

অন্ত্যাত ।

তাল খেচাঁ ।

("তর বল'রে বল"—হয় ।)

ওরে মৃগ আমার বল ।

স্বাধীন মনে চর বনে এত পুণ্য কিবা ছিল ।

খেয়ে লতা পাতা ঘাস বনেতে কররে বাস ।

নাই বিলাস বারমাস অচ্ছল ;—

ওরে, বোগী তোরা মৃগ সবাই,

তোদের ঘেব হিংসা প্রভু নাই,

জাতীয় দল বেঁধেছ তাই আছে পরস্পর মিল ।

প্রয়োজন হলে পরে নাহি যাও ধনীর ঘারে,

খাও প্রান্তরে চরে কেবল ;—

ওরে ধন্ত তোদের স্বাধীনতা সদয় আছেন বিধাতা,
 শুনে ধনীর বাঁকা কথা চখে নাহি পড়ে জল ।
 ভূমির নাই খাজানা স্বাধীর নাই তাড়না,

কাণধরে আনু বলে না প্রবল—

ওরে তাড়া দিলে ব্যাধগণে, তখন বন ছেড়ে যাও অস্ত্র বনে,
 প্রাণ গেলেও কোনজনে ধন্যবতার নাহি বল ।

যদি মৃগ, বধ বনে বাণ দিয়ে অকারণে,

মৃগদল বধে প্রাণে চণ্ডাল ;—

কাকাল বলে কাতরেতে, প্রাণগেলেও মৃগ ব্যাধের হাতে,
 ধনীর বাক্যবাণ হতে ব্যাধের বাণ বরং ভাল ॥ ১৪৮৫

হরিনাথ মজুমদার ।

তাল—একতাল ।

(“ভাবতে গেলে মানুষ পাগল হয়”—হর ।

(শ্রামা পূজা) (কালী পূজা) শক্তি পূজা কথার কথা নয় ।
 যদি কথার কথা হতো, চিরদিন ভারত শক্তি পূজে,

শক্তিহীন হতো না । (ওরে)

কেবল ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায়, শক্তি পূজা
 হয় না ।

এক মনো বিলসল, ভক্তিগজাজল, শতদল দিলে হয়

সাধনা । (হৃদয়) ।

দিলে আতপ অন্ন, কি মিষ্টান্ন, মায়ে তাতে ভোলেন না ;—

কেবল জ্ঞানদীপ জ্বলে, একান্তধূপ দিলে ব্রহ্মময়ী পূর্ণ

করেন কামনা । (ওরে)

বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা, মা সে বলি লন না ;—
 যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ, বলিদান কর বিলাস
 বাসনা । (গুরে)
 কাকাল কর কাতরে, জাতি বিচারে, শক্তি পূজা হয় না ;—
 সকল বর্ণ এক হয়ে, ডাক মা বলিয়ে, নইলে মায়ের দয়া
 কছু হবে না । (গুরে) ॥ ১৪৮৬
 —————
 হরিনাথ মজুমদার ।

ঈরাণ—চৌতাল ।

বংশীধর পিণাকধর গঙ্গাধর গিরিধর ।
 জটাধর মুকুটধর রাজত হরিহর ।
 চন্দনধর ভসুম্ভর পিতাম্বর মৃগচন্দ্রাধর ।
 চক্রধর ত্রিশূলধর নরহর শঙ্কর ।
 সূর্য্যধর বিষ্ণুধর, গড়ুরাশন বৃকবাহন ।
 মানধর পরমেশ্বর ঈশ্বর—
 কহে মিক্রা তানসেন, তোমদৌ স্বরূপ একধিজে,
 কৃপা কর শির পর আভিকর । ১৪৮৭
 —————
 তানবো ।

ভৈরবী—একতাল ।

ভজ গোবিন্দ চরণাবিন্দ মন ।
 এ ভব যন্ত্রনা যাবে এড়াবে শমন ।
 আশী লক্ষ যোনি ভ্রমে, এসেছ মন ক্রমে ক্রমে,
 মানব অনম বহু ভ্রমে, পেয়েছ এখন ।
 যদি বল সময় আছে, সে কথা সকলি মিছে,
 কাল বেড়ায় পাছে পাছে, সদা সর্বক্ষণ ।

সকল কর্ণের ঠিক পাবে, দেখে তুমি ভেবে,
 কখন কালাকাল হবে, নাহি নিরুপণ ।
 বস্তু আছে এ রসনা, এই সময় বিবেচনা,
 নিদানে বলা হবে না, হবে অচেতন ।
 শ্রী পুরু সকলে আছে, শুনাইবে কাণের কাছে,
 শ্রবণ আগে বচন পাছে পলাবে তখন ।
 গলিত তখন হবে দেহ, স্থণাতে হোঁবে না কেহ,
 সেই সময়ে স্নেহ, করিবেন নারায়ণ ।
 কুসঙ্গে সদা মজে, রহিলে মন কি বুকে,
 কালাচাঁদ দাসে ভজে, শ্রীকৃষ্ণ চরণ । ১৪৮৮
 আন্ততঃ দেব (ছাত্তাবু)

[পরকাল সব্ধে ।]

সিন্ধু বিজয়—তেওরা ।

ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম ।

অপূর্ণ শোভন ভব জলধির পারে জ্যোতির্ময় ।
 শাক তাপিত জন সবে চল সকল দুখ হবে মোচন ।
 শান্তি পাইবে সদয় মাঝে প্রেম আগিবে অন্তরে ।
 কত বোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ না জানি কি ধ্যানে মগন ।
 স্তিমিত লোচন কি অমৃত রস পানে তুলিল চরাচর ।
 কি সুধাময় গান গাইছে সুরগণ, বিমল বিকুণ্ঠণ-বন্দনা ।
 কোটি চন্দ্রতারা উলসিতনৃত্য করিছে অবিরামে । ১৪৮৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

[কাশীতে অন্নপূর্ণা ।]

সিদ্ধ তৈরবী—আড়খন্ট ।

কেবা পারে মায়া বুঝিতে ।

অন্নদা হইয়ে মাগো অন্ন দিলে কাশীতে ।

জানিতে কে পারে মায়া, মহামায়ান মহাময়ি,
যারে দেন পদছায়া, তার কি ভুঁ রবিসুতে ।

দয়াময়ী নাম ধর, এ অধমে ত্রাণ কর,

দেহ কাঁপে থর থর, রাখ মা জ্বিপদেতে ।

বিশ্বনাথের এই মিনতি, দয়া কর ভগবতি ।

আমি অধম মুঢ়মতি, কি জানি গুণ কহিতে । ১৪৯০

বিশ্বনাথ দে ।

বাউলে হর ।

(শোন) মন রে, আমার কপাল মন্দ, পরকে মন্দ বলো না ।

অযোধ্যাতে রাম রাজা হইবে, ঐ নামে সে বনে যাইবে,

জানকীরে সঙ্গে করিয়ে,

কপালে বিধি লিখিলে, তারে খণ্ডাইতে কেউ পারবে না ।

ধর্ম কার্য্য ক'রে নল রাজা, কপাল গুণে পেলো সাজা,

বনে বনে ভ্রমণ করে ।

মন রে, বলি তোমারে, তুমি কুভাবনা ভেব না । ১৪৯১

অজ্ঞাত ।

পাগলা কানাইর হর ।

পাগলা কানাই বলে গড়া রথ নূতন ক'রে ।

চালা'তাম সাবেক বলে, এই শেষ কালে চলে না ।

আমি ঠেলে ঠেলে চালাবার চাই, যার চন্ডার সে চলে না
ঠেলে ঠেলে দিন গেছে আর ঠেলা এসে না,

ভাটিরথ চলে না ।

চড়নদার ছিল যারা, সব সরে পলো তারা,
হরেছি দিশেহারা নজরধরা, সরে যেতে পারলাম না ।

(যার কাছে যাই সেই রাগ করে)

ভাটিরধোঁকবো না, ইচ্ছরিপু ছজন তারা প্রবোধ মানে না,

ভাটি রথ চলে না ।

রথ নুতন যখন গড়া, তখন টনক ছিল দড়া, খুব জোরে
চলত ঘোড়া,

রথ দেখতে পরিপাটি (সারথি হয়েছে ভাটি)

দড়াতে আর নাইক জোর, পাগ্লা কানাইর হলো মিছে

টানাটানি সার, ও রথ চলবে না আর ॥ ১৪৯২

পাগ্লা কানাই ।

ঐ হর ।

কি মজার ফুল ফুটেছে ও রজের মাঝার ।

দেখতে ভরসার ভাসছে ফুল নিরাকার ॥

ফুল রয়েছে তদন্তরে, তদন্তরে নবির দৃষ্টি কার ।

লয়যোগে লিখা কুষ্টি, দৃষ্টি রাখে সৃষ্টিধর

কি চমৎকার সেই অমূল্য ফুল তোলে সাধ্য কার ॥

যোগেন্দ্র ইন্দ্র আদি ফুলের চতুর্দার,

ভরজের মাঝারে দিচ্ছেন তার ব্যাদ,

ফুলে বৃত্ত্য করে ভ্রমর অলি, ফুলে বসে আছে শশধর,
ফুলের পর লিখছেন বিধি, দেবতা আদি,

বোকা ভার, সাধা হয় কার ।

সেই পাগুলা কানাই হয়ে বিচার,

মিছে কাট কাছারী সার ।

গরল ফুলের চতুর্দলে, তাই খেয়ে যে জীর্ণ করে,

এমন সাধু কোথা করে, শুনে লাগে ভয় ;

যে স্থলে বার পুষ্প ফুটে বারমাস, দেখা যায় ;

অলগ্নে খেল্লো জুয়া, বতক ফুল পড়ে জুয়া,

লগ্নযোগে যদি এক ফুল রয়, ফুল যেন সেই চাঁদের

তুল্য অমূল্য ফুল ধ্বংসে যায় ।

সে ফুল কে পায়, না, হৃদয়জ্বরে দগ্না করে দিয়াছেন

যারে যেমন । ১৪৯৩

—

পাগুলা কানাই ।

পাগুলা কানাইয়ের ধূয়া ।

শোন ভাই আমি রথের কথা বলে যাই,

এক কামিলকর উত্তম ব্যক্তি দীনবন্ধু সাঁই ।

দিরে তিনশ বাট ঘোড়া, রথ করে খাড়া হুই চাকার পর

এমন রথ কভু দেখি মাই,

আছে কুড়ি চক্ক আর দশ ইক্ক, রথে বিরাজ

করেন চৌবাট্টি গোঁসাই ।

দয়াময় রথে কি কাব ক'য়েছে,

ষিঁদল চতুর্দল অষ্টদল শতদল গঠেছে,

কত বোম্বীজ দুনীজ আদি ধ্যানে ধনে রথে বিরাজ
করিতেছে ; এমন উত্তম উত্তম ব্যক্তি থাকতে,
বিলু হোঁড়া প্রধান হয়েছে ।

আর রথখানি ভাল কমি বেশি নাই,
হয় সাড়ে তিন হাত, এর চুড়ার পরে লেখা
আছে হউৎ মউৎ নিজের কর দৌলত ;
রথের পর ইহার মধ্যে শতদল, মন হিলোলে,
যুচ্ছে ঢাকা বাহবা মজার কল, ইহার
শতদলে সারথী ব'লে চুড়ার পরে
আলো করছে হুই মশাল, ও তা বিনে তৈলে
জলে, পাগুলা কানাই বলে, বাহবা দীনবজুর কল ॥
আর রথ ফেলে যে দিন সারথী যাবে,
তখন কি ছুতর দরশন দেবে, রথের
ভরসা নাই, পাগুলা কানাই বলে ভেবে
দেলে, তাই সকল এখন ছুতর কোথায় পাই । ১৪৯৪
পাগুলা কানাই ।

দেখ তাই রথ গড়েছে দীননাথ ছুতর ।
কত বুক আদি তরুলতা সেই রথের উপর ।
আবার সারথী এর মধ্যে ব'লে বখন
বলে ঢাকা ঘোর, (ও রে ঢাকা ঘোর)
ছুতরের কথায় চলে, বিনে দড়াতে চলে
ঢাকার এহা ঘোর ।

আর রথখানি গ'ড়েছে ভাল, ভাব্তে দিন বয়ে পেল,
(কি জানি হয়) শেবকালে রথ ভাঙ্গলে দেশী

ছুতর তালি দিতে পারবে না ।

তাই বলে পাগ্লাম কানাই রথখানি বাঁকা,
আমি নূতন রথে চড়েছি ভাই জোর চলে চাকা,
রথ পূরণ হ'লে আট নড়িলে হবে না এ থাকা,
রথ ভাঙ্গিলে পূরণ হ'লে তখন

কি খাটবে তালি সারথী উড়ে গেলে পড়ে রবে রথ ॥ ১৪৯৫
পাগ্লাম কানাই ।

বাউলে ।

দেখনা মন স্বকুমারি এ ছুনিয়াদারি ।

পড়িয়ে কোপ্নী ধ্বজা কি মজা উড়ালে ককিরী ॥

বড় দরদের ভাই বজ্রুজনা, পরে সাথের সাথী কেউ হবে না,
মন তোমারী ;

আবার একা পথে খালি হাতে, বিদায় করে দেবে তোরি ॥
সেই দিনে ।

ভূমি যা কর তা কর রে মন কিন্তু শেষের কথা

রেখ স্মরণ বরাবরি

ও তোর পিছে পিছে ফিরছে শমন ওরে কখন

হাতে দেবে ভূরি ॥ মন তোমারে ।

বড় আশার বাসা এ ঘর, কোথায় পড়ে রবে তোমার

ঠিক নাই তারি ;

সিরাজ সাঁই কর লালন ভেড়ো,
 ডুই করিস্ রে কার এতাদারি ভেড়ো ডুই । ১৪৯৬
 লালন সাঁই (লালন ককীর) ।

আমি একদিন না দেখিলাম তারে ।
 আমার বাড়ীর কাছে আশ্বিনগর এক পরশি বসত করে ।
 ওরে গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই
 কিনারা নই তরঙ্গী পারে ; মনে করি,
 দেখে তারি, আমি কেমনে দেখা যাই রে ।
 আমি বল্ কি পরশির কথা, ও তার
 হস্ত পদ স্বচ্ছ মাথা নাই রে, সে
 কণেক থাকে শূন্তের উপরে, আবার কণেক তাসে নীরে ।
 পরশি যদি আমার হত, তবে যম যাতনা
 সকল যেত দূরে ; আবার সে আর লালন
 একস্থানে রয়, আবার লক্ষ যোজন ফাঁক রে । ১৪৯৭

ঐ

আমার আপন খপর আপন আর হয় না ।
 আপনারে চিন্লে পরে, যায় অচেনারে চেনা ।
 সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়, যেমন
 কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না ;
 আমি ঢাকা দিল্লী হাতেরে ফিরি, আমার
 কোলের ঘোর ত যায় না ।

আত্মরূপে কর্তা হরি, মনে নিষ্ঠা হলি
মিলবে তারি ঠিকানা, আবার বেদ বেদান্ত
পড়বে যত, ওরে বেড়বে তত লটনা ॥
আপন আপন কে বলে মন, ওরে
যে জানে তার চরণ শরণ নে না,
আবার, লালন মলো মনের গোলে,
যেমন চোক থাকিতে কানা ॥ ১৪৯৮

লালন সাঁই ।

ঘোর সমর মাঝারে কে ওরে বামা ।
নাচিছে দহুজ সমাজে দামিনী সমা ॥
দশদিগ্ বসনা মগনা সদা রণমদে,
হুরন্ত দিতিস্মৃত দলে দলে পদে পদে,
পুরুষ সমাজ মাঝে, কে রমণী রণসাজে,
কুলবালা কুলে কালি কালী কালোপমা ।
আকুল দহুজকুল হেরে কাঁপিছে থর থরে,
কৃতান্ত সম অসি এলোকেশীর বাম করে,
ভীষণ দশন ছটা, নিনাদে বারিদ ঘটা,
প্রকট রসনা জটাজুট মনোরমা ॥
হরিণ নয়ন যুগ বদন সিধু স্রুধা করে,
অনন্ত স্রুধা মাঝে ডুবাইয়ে কলেবরে,
ভীষণ দশন চাপে বিষম রাহুর শাপে
কাঁপাইছে মুখশশী বামা নিরুপমা ।
দহন নয়ন ভালে, শোভিছে বাহে আশশী,

কালাস্ত কালে যেন ছুটিছে অনল রাশি ;
 কি তার বৃহল হাঁসি সিঁথায় সিন্দূর আসি,
 তরুণ অরুণ ধরাধর ঘোরতমা ।
 কি ভাব লহরী মাঝে কিশোরী ঘন সুধা পানে,
 প্রমত্ত পদ ভরে ঢুলু ঢুলু বিনয়নে ;
 মাতৈঃ বলিরে ছলে, হাসে ভাসে মহাকালে,
 জদয় সরসে সরোজিনী হররমা ।
 অধরে কুধির ধারা সাদরে বরে কর বরে,
 কি দৃষ্ট রণমাকে রণময়ী রণ করে ;
 মরণ বারণ তরে, চরণ শরণ করে, কর গো মা
 শিবের যাতায়াত পথ সীমা ॥ ১৪২৯

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ।

তোমাব উপমা কেবল মা তুমি ।
 সুদিলে নরন সুবন মোহন হেরি,
 তোমার অসীম, রূপ নিকুপম, চরাচরগামী ॥
 বেদান্তে বেদান্তে তুমি নিরাকার,
 নিরাকার উপমা কেবল নিরাকার,
 সাকারেতে আবার প্রসার সংসার
 তোমাতেই তুমি ।

এ মা উপমা সে তোমার কবির ভ্রান্ত চিতে,
 উমার আর উপমায়কি ভেদ জগতে, তুমি বিশ্বময়ী শিবে ;

শিবের মতে সোহং বেদে অহং ভেদে ;
 চিন্ময় শরীরে চিন্ময়ী জননী,
 হিরণ্ময়ীরূপে মহিমাবর্ধিনী, নিগুপ্ত,
 সংসারে নৃমুণ্ডমালিনী, তোমাতেই তুমি ॥ ১৫০০

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ।

[ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুদয় ।]

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

হুঃখিনী ভারত মাতার করিতে হুঃখ মোচন ।
 শুভদিনে অবতীর্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ॥
 মাঘের একাদশ দিনে, ব্রহ্মজ্ঞানে রামমোহনে,
 ব্রহ্মোপাসনা, করিলেন ভবে স্থাপন ॥
 প্রাণস্তু প্রাণম্ রূপে, দাঁড়ায়ে দেবেন্দ্র বৃকে,
 ব্রহ্মজ্ঞান প্রেমরস করিলেন অভিসিঞ্চন ।
 যুবক কেশবে ধরি, লীলার সময় হরি,
 কবিলেন ভারতক্ষেত্রে সর্ব ধর্ম সম্মিলন ।
 এই তিনটি স্নসন্ধান, ভারত মাতায় করি দান,
 করিলেন ধন্ত তারে দিয়ে স্বীয় শ্রীচরণ ।
 এই তিন জনের প্রিয়ধন, প্রাণেতে করি গ্রহণ,
 সৌভাগ্যশালী হইবে ভারত নর নারীগণ ।
 শুনে মা তোমার কথা, দূরে গেল মর্ষব্যথা,
 ইচ্ছা করি যথা তথা করি তব স্তব কীর্ত্তন ॥ ১৫০১

ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ।

বাউলে হয় ।

(“আবারে পখিল ক’রে যে জন পলায়”—হয় ।)

যার অস্ত্রে পাগল হয়ে বেড়াস্ বনে,

সে যে তোর ঘরের কোণে ,

তারে আদর করে আপন ঘরে ডেকে ল’বে সযতনে ।

এনে দেহ ঘরে, হিয়া পরে বশারে রাখ প্রেমরতনে ;

সে যে রক্তবণিক হীরা মণিক, বিলায় কত ভক্ত জনে ।

ওরে যে ধন লাগি, সর্বভাগী গৌর নিতাই ভক্তগণে ;

মুগ্ধ মোহ বশে কর্দমদোষে, হারান্ তায় অযতনে ।

তারে দিবানিশি কাছে বসি, চেয়ে দেখিস্ প্রেম্নরতনে ;

একবার চোখে চোখে দেখা হ’লে, মিশে যাবে প্রাণে প্রাণে ।

এমন হারানিধি পেয়ে যদি, ভুলে থাকিস্ সে রতনে ;

তবে আঁধার ঘরে, লয়ে কারে, সাধ মিটাবি প্রেম সাধনে ।

প্রেমদাসে বলে কোন কালে শান্তি নাই তার এ জীবনে ;

(ও সে) রতন ফেলে, করমকলে, জলে পুড়ে মরছে মনে ।

১৫০২ চন্দ্রনাথ দাস ।

(“জানি কার রূপ সাগরে”—হয় ।)

এমন আজব্ বিষয় ভাব্তে যে মন অবাক্ করে !

(ওরে) আকার বিকার নাই কিছু যার সে কেমনে

চিন্ত হয়ে ?

কি ভণে সে নিষ্ঠূর্ণ, মহাল জিহুবন, (বুঝি)

চিৎখন রূপেতে আছে চরাচরে ;

যার আদি অন্ত বুঝে না পাই জানব্ কি তার চিন্তা করে ।

যে বস্তুর নাই আধার, সে নাকি মূল্যধার,
(আবার) অল্পপেতে কেমনেইবা জ্যোতি ধরে ?
যার নাইকো আকার, করুছে বিহার, ভাবলে
জ্ঞান বুদ্ধি হরে ।

ভাবুকে ভাব যোগেতে, চাহিলে পায় দেখিতে,
(ওরে) যে সে কি তায় দেখতে পারে ইচ্ছা ক'রে,
সেই চিন্তামণি, প্রেমের ধনি, (আছে)

ভক্তজনের হৃদ-কুটীরে । ১৫০৩

চন্দ্রনাথ দাস ।

খিঁচিট—একতাল।

সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গী লয়ে ধূলা খেলা,
ধূলা কেড়ে কোলে নে মা এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা ।
কত ছাই মাটি দেখ্ গায় ভরেছে, গা দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে,
ধূয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পুছে দে মা গায়ের মলা ।
আমি নাকি অঞ্চলের নিধি, রাখ্ মা তোর অঞ্চলে বাঁধি,
চঞ্চল ছেলে কাছে রাখিস্ (মা) ছেড়ে দিস্নে রোদের বেলা ।
হুট ছেলে কষ্ট দেয় মা, মা বিনে কে কষ্ট নয় মা,
তুই বিনে মোর কে আছে মা, কে দেখে মা ছেলেবেলা । ১৫০৪

ঐ

কে যেন কি ভাবে আসে জানি না, কিছু বুঝি না,
সে ভাব জীবনে প্রায় বটে না,
চকিতে চপলা প্রায়, চিক্ দিয়ে চ'লে যায়,
হৃদি-বহ্ন বাজে বাজে বাজে না ।

মুদিত করিয়ে আঁখি, বিরলে বসিয়ে থাকি,
দেখি দেখি দেখি আর দেখি না ।

রূপ গন্ধ নাহি রস, কিসে বেন করে বশ,
নিমেঘে নিবায় সব যাতনা ।

হায় কি জীবনে মম, হবে হেন শুভদিন,
হৃদি মাছে আসি আর ফিরিবে না । ১৫০৫

চন্দ্রনাথ দাস ।

("ভূমি বিপদ তরুন দয়াল হরি"—হর ।)

এত কে পারে ভাল বাসিতে ?
ভাবিলে জন্ম, বিগলিত হয়,
অবিরল ধারা বহে সে আঁখিতে !
বারে বারে মাগো উপেক্ষি তোমারে,
কিছুতেই ছেড়ে যেতে চাওনা মোরে,
তাড়ালেও দেখি এস কিরে কিরে,
তোমার মতন এমন কে আছে জগতে ?
এত ভালবাসা সন্তান উপরে,
মা বিনে কি আর অস্ত্রে দিতে পারে,
জননীর প্রেম সন্তানের তরে,
প্রাণরূপে সদা আগে অবনীতে ।
ভয় পেয়ে পেয়ে সন্তান বধন,
বাকুল হয়ে করে মায়ের আবেষণ,
বাহু প্রসারিয়ে জননী তখন,
কোলে ফুলি ল'ন আশ্বাস বাণীতে ।

নয়নে নয়নে রাখ চিরকাল,
পলকের তরে থাক না আড়াল,
আহার যোগাও ইহ পরকাল,
প্রেমামৃত চেলে দেও যে মুখেতে ।
কি দিব তোমার প্রেমের তুলনা,
তুলনার কিছু অগতে মিলে না,
অতুল সে প্রেম নাহি তার সীমা,
অসীম অপার কে পারে বর্ণিতে ॥ ১৫০৬

চন্দ্রনাথ দাস ।

প্রসাদী—স্বর ।

সংসারের কি ধার ধারি মা, তোর সরকারে খাই খরচা বিনা ।
সিকি পয়সা উপায় নাহি, সরকারে তা আছে জানা,
তাই সদয় হ'য়ে ব্রহ্মময়ী মাপ্ করেছ বোল আনা ।
ব্রহ্মাণ্ড যার মায়ের ভাণ্ডার (তার) কিসের অভাব তাই বল না ;
তারে পূর্ণ স্রুতের অধিকারী করেছ গো অন্নপূর্ণা ।
বাঁধা খোরাক সরকারে যার, তার কি আছে ভয় ভাবনা ;
এমন হাবা ছেলে নইগো মা তোর,
ছেড়ে দিব ন্যায্য পাওনা ॥ ১৫০৭ ঐ

একাদশ অধ্যায় ।

বিবিধ সঙ্গীত ।

প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, ঘটনা ও স্থান বিষয়ক এবং
অন্যান্য ভাবের সঙ্গীত ।

[কস্তাদায় ।]

বাহার খাখা—কাওয়ালী ।

পাশ করা নয় বাঙ্গালীদের নাশ করা কেবল ।
পাশের জ্বালায় পাশ ফেরা দায়,
এ পাশ ধরায় কে আনুলে বল ।
বিশেষ যাদের কস্তাদায়, তাদের পাত্র মেলা দায়,
পাত্রের দায় জলপাত্র বিকায়, না থাকে সম্বল ।
মাই-না ছেড়ে মাইনর (Minor পরীক্ষা) দিয়ে, .
মুক্তার সাতনর বসে চেয়ে,
প্রবেশিকার ভয়ে চক্কে, কস্তাকর্তার আসে জল ।
এলের (L. A.) ছেলে নিতে হলে, পলাতে হয়
ভিটে তুলে,
এমের (M. A.) অর্ধ নাভি জলে দিতে হয়
জীবনের জলে । ১৫০৮
কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি ।

[বিবাহের পথ ।]

সিদ্ধ খাওয়াজ—৭৭ ।

বড় বেজার দর বাড়ালে বরের বিশ্ব বিদ্যালয় ।
 বাজালায় কল্লাদায় যত গৃহস্থ লোকেরা মারা যায় ॥
 না হ'তে এন্ট্রেন্স (Entrance) পাশ,
 চায় গো রূপার থাল গেলাস,
 বি, এ, সোণার ঘড়া গাড়ু, এম, এ তে সর্বস্ব চায় ।
 কল্লার বাপ বর কর্তারে, কহিছে মিনতি করে,
 তোমার এ গাঁট কসার চাপন, ক্ষুদ্র প্রাণে নাহি নয় ॥ ১৫০৯
 অমৃতলাল বসু ।

[মিস্ কার্পেন্টার্স সম্বন্ধে ।]

(“বৈচে থাক বিদ্যাসাগর”—হর ।)

অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
 ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে ।
 করে তুলছে তোলাপাড়ী, এবার নাইকো ছাড়াছাড়ী ।
 মিস্ কার্পেন্টার্স সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে ।
 কি মাস্তাজ, কি বোম্বাই, সবাই দেখেছে,
 এখন এসে কল্‌কাতাতে (এবার) বাজালিদের
 নে পড়েছে ।

উত্তরপাড়ার স্কুলে যেতে, বড়ই রগড় হ'ল পথে,
 এটকিন্সন উড়ো আর সাগর সন্ধেতে ।

নাড়াচাড়া দিলে ঘোঁড়া মোড়ের মাথাতে ;
গাড়ী উল্টে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্য গেছেন বেঁচে ।
— ধীরাজ । ১৫১০

[পরসার মাহাত্ম্য ।]

যার পরসা নাই, ওরে ভাই, সংসারে তার মরণ ভাল ।
পরসা ভিন্ন, হয় না পুণ্য, মাস্ত্র গণ্য কে করে বল ।
পরসা হীন হলে নরে, লোকে তারে নিন্দা করে,
প্রাণের সহোদরে, সমাদরে আলাপ করে না—
বন্ধুগণে তার না গণে, স্তূতাস্তূতে বশে থাকে না—
পিতা মাতা কনু না কথা, মর্ষে ব্যথা দেন তার প্রবল ।
নারকী নরের করে, পাপ পরসা হ'লে পরে,
পুণ্য হয় সংসারে, নরে কে না করে যশোগান—
অর্থ বশে, অনায়াসে, সভায় বসে, হয়ে মাস্ত্রমান—
কুলে শীলে দীন হলেও কুলীন বলে তারে সকল ।
দরিদ্র হইলে পতি, প্রাণ প্রেরসী রসবতী,
রোবাষিত হয়ে অতি, পতির পাশে ঘেমে না—
সন্ধ্যাই বলে বাঁচি ম'লে, পোড়া কপালে স্মৃৎ হলো না—
পাইনে বসন, পাইনে ভূষণ, অনশনে চিরদিন গেল ।
কত পুরুষ মেগের ভয়ে, গহনা গঞ্জনা দ্বারে,
রেতে থাকেন বাহিরে ওরে, চোরের মত হয়ে ভাই—
উঠে এসে গিল্লীর পাশে, যদি বলেন একটু আশ্বন চাই—
(গিল্লী তাবাক ধাব আশ্বন চাই)
চাইলে আশ্বন, হয়ে আশ্বন, বলে গরার পাপ কেন এসে ।

সেই পুরুষের পরসা হলে, অমনি গিন্নী ঘোমটা খুলে,
কাছে এসে হেসে বলে, কর্তারে জল খাবার দেও—
পিপ্তি প'ড়ে হবে পীড়ে, যদি না খাও আমার মাথা খাও—
কবি বলে, ভূমণ্ডলে, সয়সার পিরিত জেনো কেবল । ১৫১১

— ৮ প্যারিমোহন কবিরত্ন ।

ঐ হিন্দী গীত ।

রূপেয়া সাফ্ করে অঞ্জাল ।

(আরে) আরে হুনিয়া ভরুকে রূপেয়া সেরা মাল ।

রূপেয়া ওয়ালা সব্ সে বাড়িয়া সব্ চে উচা চাল ।

রূপেয়া সাফ্ করে অঞ্জাল ।

রূপেয়া লেকে হুনিয়াদারি দিলদরিয়া চাল ।

বুঁটা আদমি সাঁচ্চা হোয়ে রূপেয়া কো এ হাল,

রূপেয়া সাফ্ করে অঞ্জাল ।

ধর্মী কর্মী সবকোই জানি রূপেয়া কো কালাল ।

রূপেয়া লেকে বুড়তা গেড়কা জোয়ানি হোই ছাওয়াল ।

রূপেয়া সাফ্ করে অঞ্জাল ।

হামার হামার সবকোই বলে, সবকোই হোয়ে লাল ।

বাহবা রূপেয়া কোইকো নেহি, ইয়ে মেরে সওয়াল ।

রূপেয়া সাফ্ করে অঞ্জাল । ১৫১২

— অভুলকৃষ্ণ মিত্র ।

ওকালতী ।

বাহার—গোস্তা ।

সুখ নাই উকীল মহলে, ওকালতীর প্যাচ লেগেছে,

উকীলের গোলে ।

কোটে নাই মিছিল সামলা, ভাষে বসে সকল আমলা,
উকীলেরা বেঞ্চে সামলা, কিসে দিন চলে ।

এ কাজে আর নাইকো জুত, জুটেছে অনেক ভুত,
হয়েছে ঘোর বেজুত, কাঁদে সকলে ।

হরিষোসের গোয়াল যেমন, হাইকোর্টের লাইব্রেরী তেমন,
কেউ চুকচে, কেউ বেরুচ্ছে, নজীর বগলে ।

পূর্বে ছিল বিবম আর, এখন পেট চলা দার,
কৃষ্ণকিশোর রমাশ্রীসান্ন রায়েব আমলে ।

হাইকোর্ট সামলামর, উকীল সংখ্যা সহজ নয়,
দলে দলে পালে পালে বেড়াচ্ছে হলে ।

যাদের পশার হয়ে গেছে, আর তাঁদের সমান আছে,
তাঁদের নাই হাজা শুকো বার মাস চলে ।

* * * বাড়ি, করে যেমন কাড়ি কাড়ি,
তার চেয়ে বেশী খাতির পেলে মক্কেলে ।

যাদের না অন্ন ঘোটে, শাইনিং নাইকো মোটে,
জুটেছে সব জেলাকোর্টে বোম্বের দলে ।

কি হুঁদশা কব কার, কেউবা হচ্ছে ব্যবসাদার,
বালাধরচ চলা ভার, কবিরত্ন ঠিক বলে । ১৫১৩

— ৮ প্যারিমোহন কবিরত্ন ।

[রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাধুরের মৃত্যু উপলক্ষে ।]

বাগেশ্বী—আড়াঠেকা ।

দীনবন্ধু হুখিনি বনের ভাগ্যে এত দুঃখ লিখেছিলে ।

বনের উজ্জল মণি, কবিকুল চুড়ামণি,

সেই দীনবন্ধু হার কোথায় রহিলে !

বাহার লিপি কোশলে দেখাইতে রক্তস্থলে,
নব নব স্নুনাটক বঙ্গীয় কুলে ।
লেখনী কোশলে যার, ঐতিময় সবাংকার,
সেই দীনবন্ধু হায় ! শমন কোলে ।
চির নবীনা কামিনী, সালঙ্কারা তপস্বিনী,
ভাসে এবে অনাখিনী নয়ন জলে ॥ ১৫১৪ অজ্ঞাত ।

[কবির মধুসূদন দত্তের মৃত্যুতে ।]

বাগেশ্বরী—আড়াঠেকা ।

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে ।
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এতদিনে ॥
কুহকী কল্পনা বলে কে আনিবে রক্তস্থলে ;
কুমারী কৃষ্ণ কমলে, মোহিতে মনে ।
কে অপূর্ণ তান লয়ে, বীররসে মাতাইয়ে ;
শুনাইবে মেঘনাদে গভীর গর্জনে ।
বীরমদে অধুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিলে প্রমীলা সতী, কেলী বিপিনে ॥ ১৫১৫

হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ।

[জুবিলি সঙ্গীত ।]

রামপ্রসাদী সুর—তাল আড়বেষ্টা ।

ধন্য মা ভারতেশ্বরী, তোমার গুণে যাই মা বলিহারি,
তোমার গুণের রসে, ভারত ভাসে, জলে যেমন ভাসে তরী ।

(ধূয়া)

(তোমার) লক্ষণের মধ্যে এ গুণ, যে গুণে মা আমরা তরি,
 (তুমি) রাজ্যাধিকার আপুনি নিরে, ধর্ম্যধিকার দিলে ছাড়ি ।
 (তাইত) মোরা অধীন হয়েও, দাধীন রাজ্যে বসত করি,
 (কেমন) বুক ঠুকি করিয়ে গো মা, ধর্ম্মরাজ্যে চলি কিরি ।
 কুব্ প্রবাদি রাজ্যরাজ্যে, কত কথা শুনি পড়ি, (মাগো)
 তারা নাকি আপনা ধর্ম্ম মানায় লোকে শাসন করি ।
 তুমি কিগো পারতে না মা, সেরূপ নিতে ধর্ম্ম কাড়ি, (তবু)
 সেই অহরূপ করলে না মা, স্বরূপ ধর্ম্মের মর্ম্ম ছাড়ি ।
 মনের দীন যে ভারতবাসী, এ অন্য কি ভাবনা করি, (তুমি)
 মনের ধন যে মনে রেখেছ, এই গুণেই সব পাশরি ।
 ভারতের মনোরথ পূর্ণ, দেখে গো ভারতেধরী, (বলি)
 বেঁচে থাক মাগো তুমি, যুগযুগান্তর রাজ্য করি ।
 পূর্ববক ব্রাহ্মসমাজ, ব্রহ্মে এ প্রার্থনা করি (মাগো)
 যে ধর্ম্মে রক্ষিছ তুমি, সে হউক তোমার রক্ষাকারী ।
 (তোমার) রাজত্বকাল অর্দ্ধশত, গত দেখে আশা করি, (মাগো)
 শত বর্ষ পূর্ণ হলে আবার দ্বিগুণ আয়োজ করি ।
 (হবে) জুবিলিপূর্ণ বিশই জুন, তখন হবে গ্রীষ্মভারি, (তাই)
 ভারতবর্ষে মনের হর্ষে, জুবিলি বোলই কেজ্জরারি ॥ ১৫১৬

— কালীনারায়ণ গুপ্ত ।

[জুবিলি সঙ্গীত ।]

গায়ক—আম্বা ।

আমি কি কারণে ভারত-পগণে উঠিছে মধুর গান ;
 বাজিছে বা কেনে আমি একতানে ভারতবাসীর প্রাণ ।

মোহ নিদ্রাবেশে ছিল অচেতন,
 দেখিছিল কত দুঃখের স্বপন,
 কোন মন্ত্রবলে আপিয়া সকলে নাচিল ধরিয়া মথুর তান,
 হইয়ে এক প্রাণ—
 জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা ।
 দীন দুঃখী মোরা তনয় তোমার,
 কি দিয়ে ভেটিব তোমারে আর,
 ভুভদিন পেয়ে সকলে মিলিয়ে গাইব নাচিয়ে বিজয় গান,
 হইয়ে এক প্রাণ—
 জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা জয় মা,
 ভারতের প্রতি করুণা করিয়ে,
 তোমা বিনে দেশে দেখিবে চাহিয়ে,
 অথবা মোদের যা হবার হবে, তাহে ক্ষতি কিছু নাই,
 সুখময়ী তুমি সদা থাক স্নেহে, সবে মিলে জয় তোমার নাই,
 স্নেহে দুঃখে, এই চাই—
 জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা, জয় মা ॥ ১৫১৭

কুঞ্জলাল নাগ ।

[টেলিগ্রাফ ।]

বিতাস—আড়া ।

বলিহারি কি আশ্চর্য্য মানবের বুদ্ধি কোশল ।
 দেবশক্তি হস্তগত আর কি অক্লান্ত বল ।
 চঞ্চল চপলা বালা, দেবলোকে করে খেলা,
 বাধি ভারে তারে তারে নির্ঝিল বিচিত্র কল ।

বাক্যাবহে বাক্য বহে, এ দূত সে দূত নহে,
নিমিষে বৎসর চলে, যুগে লাগে অনুপল ।
যোজন অন্তরে থাকি, মুহূর্ত্তে সংবাদ রাখি,
ভুবনে কোথা কি ঘটে, অপূৰ্ণ বিজ্ঞান বলে ॥ ১৫১৮

রাধানাথ মিত্র ।

[রেলওয়ে ।]

ভৈরবী—একতাল ।

পুরাণ পুরাণ মতে বীর চাপি রণবধে,
অৰ্গ মর্ত্য পেচ্ছামত করিতেন বিচরণ ।
সাগর প্রান্তর নদী, উৎস, গিরি, গুহা আদি,
কিছুতে তাঁহার গতি নহে কভু নিবারণ ।
সে যুগের অস্ত ভাব, নবভাব আশির্ভাব,
স্বামী রাজী গজ হতে প্রভাবে বাম্প এখন ।
বাম্পধান দ্রুত গতি, হেরি চমকিত মতি,
ঘণ্টার দিনের পথ নিত্য করিছে গমন ॥ ১৫১৯ ঐ

[গ্যাসের আলো ।]

রাশপ্রসাদী—একতাল ।

কি বাহার গ্যাসের আলো ।
বিজ্ঞান প্রভাবে বটে ভাল কীৰ্ত্তি প্রকাশ হ'ল ।
রাজধানী কলকাতা সহর এতদিনে জাঁকাইল ।
পথে ঘাটে আস্তে যেতে, দিবা রাতে ভাবনা গেল ।
মরি কি কল কারখানা, তেল শুলতে কিছু লাগে না,
ধোয়াতে অলুছে আলো, বাতির চেয়ে দেখতে ভাল ।

সুচিকণ আলোক ছটায়, পূর্ণিমার চাঁদ লজ্জা পায় ।
দিন রাত্তির নাই তার ভেদাভেদ দেখে শুনে প্রাণ জুড়াল ।

— ১৫২০ রাখানাপ মিত্র ।

বেথুন বিদ্যালয়ে

[বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর দিন স্মরণার্থ সভাতে গীত ।]

ভজন—ঈপত্যাল ।

(“অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি”—হর) ।

দেখি এ সংসার মাঝে, আপন সুখের লাগি
ব্যস্ত অলুক্ষণ যত নরনারী ;

কিন্তু নিজ পরিবার, যে যার আপনার
সুখ অন্বেষণ করিছে তা’রি

দীন হীনের পানে, কে দেখে চাহিয়ে,
কে কাঁদে ভিখারীর হেরি’ অশ্রুধার ?

রুগ্ন অনাথ জনে, নিজ কোলে কে টানে
কে মুছায় বিধবার নয়ন-আসার ?

নিজের সুখের লাগি, জীবন যারা যাপিছে,
তাদের সে জীবন মরণ সমান ;

পরহিতে প্রাণ সঁপে ভুলে’ যে নিজ মঙ্গলে
তারেই জীবন্ত বলি, সেই মহাপ্রাণ । ১৫২১

আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

কালোড়া—জলৎ তেতালা ।

[বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে বঙ্গবাসীর বিলাপ ।]

ফুরাল বঙ্গের লীলা মহাশ্ময় সকলি,—

হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী !

হারারে মা বজ্রভূমি, পুত্ররত্নে আজ,
 বিশীর্ণ কিম্বৎ হুঃখে বঙ্গের সমাজ !
 কি মহা পরাণ লয়ে অগ্নেছিল বীর,
 কিবা বিদ্যা, মুক্তিপ্রদ, করুণা গভীর ;
 বিদ্যার সাগর খ্যাতি—আরো মনোহর
 বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর ;—
 তেমন সন্তান মাগো, কে আর তোমার !

কাঁদছে, হের গো, তাঁরে করিয়া স্মরণ,
 দরিদ্র কাঁদাল হুঃখী কত শত জন ;—
 “কেবা অন্ন দিবে আর, কে বুছাবে হুঃখ,
 দরিদ্র কান্ধালে দেখে কে চাহিবে মুখ ;
 কত রাজা রাণী আছে এ রাজ্য ভিতর—
 কান্ধালে ফেরিয়া কেবা করে সে আদর !”
 মানব দেহেতে সেই দয়া মূর্তিমান,—
 সার্থক তাঁহারই লগ্ন বশঃ কীৰ্ত্তিমান,—
 প্রাতে স্মরণীয় নিত্য বীর গুণগান !

আপনার বেশভূষা সামান্ত আকার,
 দেখিলে পরের হুঃখ নেত্রে জলভার ;
 সমাজ পীড়িত হুঃখ করিতে মোচন
 জীবন উৎসর্গ নিজ করিল যে জন ;
 সমাজ পীড়িত জনে কবিত্তে উদ্ধার
 আপনি কতই সহে নিন্দা তিরস্কার ;

ঋণে বদ্ধ অবশেষে—তবু দৃঢ় পণ,
সকলসাধন কিবা শরীর পাতন ;—
এ হেন পুরুষসিংহ জন্মে, মা, ক জন । ১৫২২
কবিবর হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ।

[স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত ।]

বাগেশী—আড়াঠেকা ।

অক্ষয় অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়ে ভারতভূমে,
ত্যাগিলে অনিত্য দেহ, চলি গেলে নিন্যধামে ।
সাহিত্য সমাজে তব বাড়িছে কত গৌরব,
সুসভ্য নব্য ভারত বাধা আশ্রি তব ঋণে,
নাহুতাণা বাক্সালার, নাহি ছিল অলঙ্কার,
সাজালে তাহারে কত রতন মণিকাঞ্চনে ।
চাকুপাঠ ধর্মনীতি, যত দিন রবে ক্ষিতি,
থাইবে অক্ষয় গীতি শিক্ষিত ভারত ভূমে ।
আহা কি সুপুত্র মার, ছিলে অক্ষয়কুমার ;
ধন্য জীবন তোমার ভুলিব না এ জীবনে ।
চির হুঃখিনী ভারত, প্রেমবিলা রক্ত কত,
অচিরে শমন এসে হরিল সে সব ধনে । ১৫২৩

চন্দ্রনাথ দাস ।

[হোমিওপ্যাথি আবিষ্কর্তা হানিমান সম্বন্ধে ।]

সাহানা—বাঁপড়াল ।

কেন আর হাহাকার মুহুরে নয়ন জল ।
জুড়াবে রোগের আলা, কীণদেহে পাবে বল ।

করিতে পাণীর গতি ; এলেকিলা ডাগিরঘী ;
 রোগীর যজ্ঞা নাশে নবগঙ্গা জুশীতল ।
 আনিয়াছে হানিমান, সিদ্ধ হয়েছে কৃতল ।
 দেশেতে আবদ্ধ নয়, এ নদী এ ধরায়,
 নাহি আবিলতা লেশ, কীর সম স্বাহ জল ।
 রোগের যজ্ঞা হয় পুষ্টিকর সুবিমল ।
 এ বারি করিয়ে পান, জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
 আগাও বিজয় ধনী, কাপাইয়া কুমণ্ডল ;
 “ধন্য হানিমান, ধন্য আশ্রয়ী জনম স্থল ॥” ১৫২৪
 শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী ।

[মহারানী স্বর্ণময়ী ।]

বিকিট—আড়া ।

দয়াময়ী স্বর্ণময়ী বঙ্গমহিলে ! ওগো পুণ্যশীলে ।
 দানে দেশকুল ভাল আলো করিলে ।
 সাধারণ উপকার, করিবারে অনিবার,
 অমৃত-বদান্য-শ্রোতে, বঙ্গ ব্যাপিলে ।
 অন্নদানে ক্ষুধাতুরে, বিদ্যালানে জ্ঞানার্থীয়ে ।
 চিকিৎসা দানে রোগীরে, জীবন দিলে ।
 ধন্য তব স্বামিকুল, ধন্য তব পিতৃকুল,
 কুল পায়গো অকুল, ভূমি কুল দিলে ।
 তব যশ পুণ্য মান, ব্যাপিল গো হিন্দুস্থান,
 অক্ষর কীর্তি সুনাম, ভাল রাখিলে ।

ধ্বংসেরি পুণ্যেরি বলে, থাকবে গো সদা মঙ্গলে,
ভাসবে পরকালে চিরশুধ-সলিলে ।
বন্ধেরি ধনাঢ্যগণ, কবেগো তোমার মতন,
ভিজা'বে জনম ভূমি দান-সলিলে ॥ ১৫২৫

— গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় ।

[৬ রামকৃষ্ণ পরমহংস ।]

(আমি) সাধে কাঁদি ।

স্বদয়-রঞ্জন, না হেরে নয়নে, কেমনে প্রাণ বাঁধি ।
বিদায় দি'ছি পাষণ প্রাণে, চা'ব কার মুখ পানে,
(মরি) ফুল ফুলহারে, সাজাইব করে, পোড়া বিধি
হ'ল বাদী !

ভাবে ভোরা মাতোয়ারা, হু নয়নে বহে ধারা,
তোলে তোলে নেচে কুতূহলে, এস গুণনিধি সাধি ।
চলে গেলে আর এলে না, জীবত হরিনাম পেলে না,
পার পাবে না ঋণে, দীনহীনে পদে কর অপরাধী ॥ ১৫২৬

— গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

[৬ কেশবচন্দ্র সেন ।]

বিভাস—একতাল ।

কি দিব কেশব, পরিচয় তব, ঘরে ঘরে সব জানে তোমায় ।
বক্তৃতার ভাব, নিত্য নব ভাব, মানব স্বভাব মোহিত তায় ।
সভাস্থলে কিবা বাক্যের বিভাস, প্রাণ স্তম্ভিতল স্মমধুর ভাব,
কত যে রূপক, কত অল্পপ্রাস, পুলকিত চিত্ত তব কথায় ।

বধাশক্তি করি বিদ্যা উপার্জন, রত শাস্ত্র-পাঠে ধর্মের কারণ,
 তাবুক প্রেমিক ভূমি হে যেমন, তব সহযোগী দেখা না যায় ।
 বর্ষ আন্দোলনে, পবিত্র জীবন, যে রত এ ত্রিতে সেই সাধু জন,
 প্রেমে আত্মবর্ষ করিয়া গ্রহণ, পরিজন সনে মগন তার ।
 কোরাণ বাইবেল পুরাণ বিধান ; পাঠ শেষে তব এ “নববিধান,”
 অল্পরাগী বাহে উল্লাসিত প্রাণ, তত্বপ্রেমে মত্ত কীর্তন গায় ॥ ১৫২৭

রাধামোহন মিত্র ।

[কালীপ্রসন্ন সিংহ ।]

সবেরি— একতারা ।

দেশহিতৈশী কালী সিংহ গুণগ্রাহী গুণাকর ।
 গিয়াছেন স্বর্ণধামে তোজে মনুজ কলেবর ॥
 আক্ষেপ অতি অল্প কালে, প্রসিল করাল কালে,
 বিবরচ্যুত চিন্তানলে, দৌঁছ ছিল অর অর ।
 এত বিখ্যাত অল্প দিনে, বাঙ্গালী মহলে আর দেখিনে,
 সুশ্রম মহীকহ রোপণ করে গিয়াছেন বিস্তর ।
 ভয়ানক ভুকান নীল-দর্পণে, অজ ওয়েলসের কোপাঙণে,
 লংকে করিল রক্ষা সমাজে অতি সত্বর ।
 কম্ লিখেছে কি হতোম পেঁচায়, টের পেয়েছেন
 অনেক বাছায়, অনেকের দোষ সুধ্রে গেছে,
 বারা ছিল দোষের সাগর ।
 বিবর গেলো এই এক দোষ, বুঝা করা আপশোব,
 সকলের সকলি বাবে, সংসারে কিছু দিনান্তর ।

মহাযশ মহাভারতে, রেখে গিয়াছেন ভারতে,
কবি কয় ভারতবর্ষে, জন্মাবে না তেমন নর ॥ ১৫২৮

— ৬ প্যারিমোহন কবিরত্ন ।

[কলিকাতায় কলের জল ।]

কালেংড়া—আড়ধেমুটা ।

বিপদ কলে কলের জলে, এ জলে অনেকে জলে,
গালে হাত ভাব্ছে বসে, ডাক্তার কবিরাজ সকলে ।
কলিকাতায় নাইকো রোগ, ডাক্তারের শনির ভোগ,
বাবুগিরির ঘোব গোলযোগ দানা পায় না আস্থাবলে ।
প্রকাণ্ড এমন সহরে, রোগ নাহিক কারও ঘরে ;
একটা দিন না মাথা ধরে ; সবাই আছে কুতূহলে ।
রাম নাম সভাবানী, শুনে কাঁপে মহাপ্রানী,
খোঁটাদের মুখে সে বাণী, শুনি না গলিজ মহলে ।
ভয়ানক গরমি গেল, ওলাউঠায় কেউ না ম'ল,
নিমতলা বন্ধ ছিল, তিন দিনে একটানা জলে ।
যারা হাতুড়ে রোজা, বিষ খাওয়ায় বোকা বোকা,
তাদের বিপদ নয়কো সোজা, কলের জলের নামে জলে ।
জানাচ্ছে ঈশ্বরের পদে, রাখ বিভু এ বিপদে,
রোগ পাঠাও জনপদে, হাত তুলে হাত তুলে কেবল কপালে ।
হেলু আকিসার এবারে, পুরস্কার পেতে পারে,
উপকারে উপচারে, দে'খে কবিরত্ন বলে ॥ ১৫২৯
৬ প্যারিমোহন কবিরত্ন ।

পিলু বারোয়া—৫৭ ।

নীলবে আসিছে সন্ধ্যা, মলিন মুখী ।
নদীতে ওঠে না ঢেউ, বনপথে নাই কেউ,
জলে ফুলমুখী লতা পড়েছে খুঁকি ।
এলায়ে প'ড়েছে বার, শূন্য মাঠ শুকুপ্রায়,
দূরেতে কি কেঁদে যায়, হতাশ হুখী ॥ ১৫৩০

অক্ষয়কুমার বড়াল ।

[প্রতাপ সিংহ ।]

কেন উবে কেন আজ তুমি ভারত মাকার ।
পার না করিতে দূর যদি তমোরাশি তার ।
কেন উবে হুহু হাসি, আস তবে উপহাসি,
তোমার মধুরালোক, কিন্তু তার ঘোর অন্ধকার ।
দিবস যাতনা পরে, দেখ ক্ষণকাল তরে,
সুয়ার নিবারি আর্ধ্য অব্যাহত আঁধি ধার ।
তুমি তারে ব্যথা দিতে নব হুখে আগরিতে,
কেন তবে—কেন তবে—কেন তবে অ'স আর ॥ ১৫৩১
দামোদর মুখোপাধ্যায় ।

[ব্রহ্মপুত্র নদের প্রতি ।]

কান্নাল বিকিরণেরে এখন হর ।

কেনরে করে নেত্র ব্রহ্মপুত্র আমারে বল বল ।
ও তোমার বে প্রতাপে, অগ্নি কাঁপে,
সে প্রতাপ সব কোথায় গেল ;—

আছ রমণীয় বেশে, মনোহ্রেশে,
নীল সাড়ী কে পরাইল । (ওরে ব্রহ্মপুত্র) ॥

ভারতের নারীর মত, অবিরত,
বন্ধ হ'য়ে এই কি হল,—

সর্বদাই মনোহ্রুখে, ঘোম্ট মুখে,
তাই বুকে চড়া পড়িল । (ভারতের হ্রুখে শোকে) ॥

ব্রাহ্মণের কূলে জন্ম, ব্রাহ্মধর্ম, বোঝে না তাই লজ্জা হলো ;—
তাইতে নীল বসন দিয়ে, মুখ ঢাকিয়ে, চড়ায় দেখাও বন্ধঃস্থল
(মূল শুকায়ে গেছে) ।

কাল কয় ওরে নদ, ধরি পদ ওরে একবার ও মুখ তুলে বল ;—
নদ আর নদীর ধারা, যাচ্ছে তারা, সাগরের দিকে কেবল !

(সকলের একই গতি) ॥ ১৫৩২

হরিনাথ মজুমদার ।

[নীলকরদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে ।]

হরটমদার—একতাল ।

নীল দর্পণে লংসাহেব যথার্থ যা তাই লিখেচে ।
নীলে নীলে সব নিলে প্রজার বল ভাই কি রেখেচে ॥
কারো * * কার, তাদের উপর অত্যাচার,
তাই নিয়ে বারবার, লিখে লিখে হরিশ মরেছে ।
ইডন্, গ্রান্ট্ মহামতি, ন্যায়বান উভয়ে অতি,
করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে ।
ইণ্ডিগো রিপোর্ট পোড়ে, কেনা অন্তরে পোড়ে,
তবু নীলিরা নোড়ে চোড়ে, পোড়ার মুখ দেখাইতেছে ।

বলতে হুখে বুক বিদরে, ওয়েল্‌স অবিরাম কোরে,
নির্দোষী লংকে ধোরে, একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে ॥

ওয়েল্‌স, পিকক্‌, আক্সনে, বসিয়া বিচারাসনে,

* * * * হাজার টাকা ফাঁদন কোরেছে ॥

নিদাক্ষণ সেনটেন্স শুনে, সিংহ বাহাহুর দয়াশুণে,
হাজার টাকা দিলেন শুণে, ওয়াল্টার ব্রেট তায় তাকে
হয়েছে ॥

ইংলণ্ডেশ্বরী শুন, পিউনির সকল গুণ,

আইনে যে সুনিপুণ এবার তা বেরিয়ে পড়েছে ॥

যে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এই বিধাতা,

সেই অবধি দেখি মাতা, রেস্‌ হেট্রেড্‌ খুব জেগেছে ॥

বেঞ্চে-বাস্তবের মত লক্ষ বক্ষ করে কত,

আবার বলে আমার মত, কেবা ভয় তেথা এসেছে ॥

কিছু শীল, সিটন আদি, এক এক বুদ্ধির কাঁদি,

তাদের লাগি আছো কাঁদি, হয় কি বিচার কোরে গেছে ॥

মহারানী তোমা প্রতি, এইক্ষণে এই মিনতি,

ওয়েল্‌স পাপে দেও মুক্তি, ধীরাজ এই বলিতেছে ॥ ১৫৩৩

ধীরাজ ।

—
আলোয়া—একতাল।

বুক কেটে যার। (হুখে) *

এই কি সে স্থান সেন-রাজধানী, বঙ্গের পরিমা আরম্ভের ধনি ।

বাণভট্ট আদি পণ্ডিত যথার, আৰ্য্যধর্ম তরে এসেছিল হার ।

* বিক্রমপুরের অভ্যন্তর রাজপাল সেন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়া ।

নৈষদ প্রভৃতি সুকাব্য কমল, বিকাশি যেখানে ছাড়ি পরিমল ।
 পূর্ণ করেছিল বাঙ্গালি-জন্ম, সেই পুণ্যভূমি এই কি সে হয় ॥
 হায় কিরে আজি নেহারি নয়নে, উপকথা সম বোধ হয় মনে ।
 কোথা সেই বল রাজার আলায়, বিচার-ভবন হিন্দু-সৈন্যালয় ।
 পূর্ববঙ্গভাগে এই কিরে ছিল, রাজকীর্তি সব রসাতলে গেল ।
 স্মরিতে তাঁদেরে আজি কিছু হায়, এ পোড়া নয়নে দেখিতে
 না পায় ॥

গজারি পাদপ বল কি কাহিনী, হাতী-বাঁধা খুঁটি ছিল
 নাকি তুমি ।

বিপ্র আশীর্বাদ করিয়া মাথায়, প্রাণ প্রাপ্ত হ'য়ে
 শোভিত শাখায় ॥

জাতীয় গৌরব স্বজাতীয় রাজা, ধনপূর্ণ দেশ শাস্ত্রযুক্তপ্রজা ।
 বল না পাদপ বল না আমায়, এ সুখের সব গেল যে কোথায় ॥
 তুমি নাকি ভাই হেরেছ নয়নে, বঙ্গরাজ-বালা হরষিত মনে ।
 সতীত্ব রতন রাখিতে হেথায়, পশেছিল সব অলস্ত চিতায় ॥
 বল না পরিখা জুড়াই শ্রবণ, কেবা করেছিল তোমায় স্বজন্ম ।
 কেমন মুরতি কেমন হিয়ায়, শোভিত সে রাজা বল না আমায় ॥
 বিনয় প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, তপ, দান, আদি নবগুণ উৎকর্ষ কারণ,
 ছিল বিভূষিত ষাঁহাব আজ্ঞায়, প্রতি হিন্দুজাতি কুল মর্যাদায় ॥
 আজি কেন সেই নম্রতার স্থলে, ঔদ্ধত্য বিকাশে প্রতি
 কূলে কূলে ।

আচার বিনয় হায়রে কোথায়, বল না বিরাজে বল না আমায় ॥
 বুঝেছি পরিখা বুঝেছি এবার, বাঙ্গালী সন্তান দেখিয়া অসার ।
 মনোহুখে তাই দলের চাপায়, আবরিছ তম্বু তোষ না কথায় ॥

তাবিয়ে যে চিত্ত হয় রে অবশ, বাঙ্গালীর চিতে নাহি কিরে রস
জড়সহ আজি সমবেদনায়, কেন রে কাঁদি না লুটিয়া ধরায় ।

মিজ, গুহ, বসু আদি যত ঘোষ, সেন, গুপ্ত আদি যত

দাস, রোষ ।

বন্দ্য, মুখ, চট্ট, গঙ্গ উপাধায়, আসি এই স্থানে লুটাও ধরায় ।

জাগাও পূর্বের স্মৃতি মনে মনে, তোমরা কি ছিলে সেই

গুভদিনে ।

দেখ একবার সেই তুলনায়, ভীক হ'লে কত তলে ডুবে যায় ।

নাহি সে গৌরব নাহি সে সম্মান,

পর পদাঘাতে সদা ম্রিয়মাণ ।

ন অন্ন ন বস্ত্র পেটের জ্বালায়,

পতিত বাঙ্গালী ঘুরিয়া বেড়ায় ।

তাই বলি আজি ওরে কুসন্তান,

প্রতি বর্ষে সবে মিলি এই স্থান ।

লইয়া বিভূতি বসিয়া চিতায়,

যোগ সিদ্ধি কর সেই সে উপায় । ১৫৩৪

অকুরচন্দ্র সেন ।

বাগেশ্বী—আড়াঠেকা ।

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,

গেছে দুঃখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া ।

সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা হুসন যাত্রী,

সম্মুখে শয়ান সিদ্ধ, দিগ্বিদিক হারাইয়া !

জলধি রয়েছে স্থির, ধু ধু করে সিদ্ধতীর,

প্রশান্ত স্থনীল নীর, নীল শূন্যে মিশাইয়া ।

নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রক্তনী আসিছে ধীরে, দুই বাহু প্রসারিয়া ।
সীমাহীন বারিরাশি, নীরবে যাইব ভাসি,
সীমাহীন শূন্য পানে, নীরবে রহিব চাহি ।
যে দিকে তরঙ্গ যায়, যে দিকে বহিবে বায়,
কে জানে কোথায় যাব, ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়া ॥ ১৫৩৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

[সরস্বতীর বন্দনা ।]

কোথা গো ভারতী মাতা জগৎ বন্ধিনি ।
তব কৃপাশুণে এসে, রক্তভূমি মাঝে এসে,
কাতরে ডাকি মা তোমায় বাক্যবাহিনী ॥
তব ইচ্ছা বিশ্বময়, হয়ে মানসে উদয়,
দাসে দাও পদাশ্রয়, আমি অতি নিরাশ্রয়,
তুষিতে এই সভাজনে কিছু না জানি ॥ ১৫৩৬

অজ্ঞাত ।

[রহস্য গীত ।]

তোমরা সবাই ভাল । (ওগো)
যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে, সেই আমাদের ভাল ।
আমাদের এই আঁধার ঘরে, সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো,
কেউবা অতি জল জল, কেউবা ম্লান ছিল ছিল,
কেউবা কিছু দহন করে, কেউবা স্নিগ্ধ জ্বালো ।
নূতন প্রেমে নূতন বধু আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অন্ন মধু, একটুকু জ্বাকালো ।

বাক্য যখন বিদায় করে, চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
 রাগের সঙ্গে অল্পরাগে সমান ভাগে ঢালো ।
 আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুখা, তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
 তোমরা কথা বলতে কবির কথা কুরালো । (মরি হায়)
 যে মুষ্টি নয়নে জাগে, সবই আমার ভাল লাগে,
 কেউবা দিব্যি গৌর বরণ, কেউবা দিব্যি কালো ॥ ১৫৩৭

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

“God save the Queen” গানের অনুবাদ ।

[ভারতেশ্বরীর কল্যাণ গান ।]

রাণীবে তারহে, চির'ঘু কর হে, হে ঈশ্বর !
 করহে জয়িনী, মহিমা শালিনী, সবার পালিনী, হে ঈশ্বর !
 কলহ ধামুক, জ্ঞানাদি বাড়ুক, শান্তি বিরাজুক,
 আশীষ নাথ ।

দেহ দয়া করি, ভিক্টোরিয়া পরি কুশলমান ।
 কৃষী, রাজগণ, জাতি সাধারণ, মালুক শাসন, ঘুঘুক নাম ।
 সদা নিজ করে, রক্ষা কর তাঁরে, অধীশ্বর !
 পূরব পশ্চিম, গা'ক হ'য়ে সম—
 “রাধ রাণী—প্রাণ, হে ঈশ্বর ॥” ১৫৩৮

— শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ।

[যীশুখ্রীষ্ট সসঙ্কে ।]

ভয়বী—ভূঁরী ।

অয় যীশু গুণনিধি ভক্ত চুড়ামনি দেব-মানব-কল-পাবন ।
 চরিত নিখল গুণের কোমল দীনজন-হৃৎ-নাশন ।

পাপ অপরাধ দেখি অগতে দহিল তব প্রাণ মন,
 বিষম সে ভার ঘোর ছাচার মন্তকে করিলে ধারণ ।
 পথে পথে বনে বনে, পতিত অধম সনে,
 ভ্রমিলে দীনের মতন ;
 পরহুখে জুখী হ'য়ে সব সুখ ত্যাগাগিয়ে,
 শিখা'লে চরম সাধন ।
 কুধা নিদ্রা গৃহ-নিবাস পবিছরি, সেবিলে পিতার চরণ ;
 (আহা) “তোমাব ইচ্ছা পূর্ণ হো'ক” বলে
 চিরদিন করিলে অস্ব-বিসর্জন ।
 সুকুমার শিশু যথা, মরিলে না কহে কথা,
 তেমনি তোমাব আচরণ ;
 (আহা) অনায়াসে শত্রু-করে, ধরা দিলে আপনারে,
 ক্রশাঘাতে বধিতে জীবন ।
 ধন্য তব পুণ্য-নাম অল্পপম গুণগ্রাম স্মরণে করে ছ'নয়ন ;
 তোমার চরিতামৃত, হউক মম শোণিত,
 বল বুদ্ধি জ্ঞান প্রাণ মন ॥ ১৫৩৯
 বৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ।

[ঈশ্বরভক্তদিগেব সম্বন্ধে ।]

মূলতান—একতাল ।

অয় ঈশ'-মুসা মহম্মদ শাক্য গৌর সুন্দর ।
 অয় ব্রহ্মানন্দ (হে) কেশবচন্দ্র সর্ব্ব ধর্ম্ম সঙ্কর ।
 জনক নানক গুরু যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি শিব যোগিবর,
 প্রজ্ঞাদ নারদ রাম বাহুদেব কবীর তুলসী শঙ্কর ।

অদ্বৈত নিতাই জগাই মাধাই জীবাস গঙ্গাধর ;
 দাস রঘুনাথ সেন রামপ্রসাদ মোহন পল লুথর ।
 রূপ সনাতন রাজা রামমোহন হরিদাস সাধু অঘোর ;
 রায় রামানন্দ দাউদ রাজেন্দ্র এব্রাহেম নরেশ্বর ।
 সাবিত্রী মৈত্রেয়ী গার্গী সীতা সতী যত সুরবালা অমর ;
 স্মরিয়া সকলে উঠ হরি ব'লে হ'বে নিরমল অন্তর ॥ ১৫৪০

— ত্রৈলোক্যনাথ সার্যাল ।

[কেশব বাবু সম্বন্ধে ।]

দেশ মল্লার—একতাল ।

হৃদয় মা এ কি করিলি !
 যে মনে ভারত ছিল ভাগ্যবস্ত,
 দিয়ে সে ধন কেন কেড়ে নিলি ।
 নাহি কি গো তোর কিছুই মমতা,
 লাগে না কি প্রাণে পুত্রশোক-ব্যথা,
 আচার্য্য কেশবে পাঠাঠিয়ে ভবে,
 কোথায় আবার তাতে লুকাইলি ।

বুগ্‌ যুগান্তরে তুই এক জন, জনমে এমন মানব-রতন,
 বিলাস ভগতে হরি প্রেমধন, ভক্তগণ সঙ্গে মিলি ;
 অহা কোথা গেল নব বৃন্দাবন,
 লীলা রস-রঙ্গ প্রেমের মিলন,
 গড়ে কত করে নিজ হাতে ধরে,
 কেন আবার শেষে ভেঙ্গে দিলি । ১৫৪১ ঐ

[ইংরাজের প্রতি ।]

ভৈরবী—একতালা ।

সেই এক দিন এই এক দিন, কি দিন আজ হে তোমার ।

শোভে আজ কিবা সৌভাগ্য-তপন ভালে তব চমৎকার ॥

সামান্য পসরা মস্তকেতে করে,

বেড়া'তে ভারত-সিন্ধুতীরে তীরে,

সেই তুমি আজ ভারত-অধিরাজ, আরাধ্য দেবতার ॥

লভিতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা ভারতে,

দাঁড়াইতে যা'দের আগে ষোড় করে,

আজ তাহাদের স্মৃত্ত তব পদানত, কালগতি বুঝা ভার ॥

অতি সাবধানে সঙ্কুচিত প্রাণে,

পদ বিক্ষেপিতে ভুমি যেই স্থানে,

সদস্ত্র তব গমনে তথায় কম্প আজ বসুন্ধার ॥

জগৎ-প্রধান জাতি সবে রণ,

করে যুগে যুগে যাহার কারণ,

তব করগত আজ সেই ভারত, ধরণীর রক্তসার ॥ ১৫১

দীননাথ ধর ।

[ভিক্টোরিয়ার প্রতি ।]

বাউলে কবির হর—আড়াঠেকা ।

ও মা ভিক্টোরিয়া বল্ব কিছু দুখের সমাচার ;

তোমার সোনার রাজ্য ভারতভূমে হচ্ছে বড় অত্যাচার ।

যখন ভারতভূমি ছিল গো মা কোম্পানির হাতে,

এই ধর্ম নিয়ে বিষম বিরোধ উঠল মা তা'তে ;

সাহেব "টোটা" কাটার হুকুম দিয়ে ঘটিয়েছিল মহামার ।

তা হইতে তুমি আপন হস্তে ল'য়ে রাজ্য ভার,
 দিলে টেঁড়া পিটে প্রজাগণে উভয়-ইন্তেহার ;
 মোদের রক্ষা করবে জাতি খ্যাতি ধর্ম কর্ম কুলচাঁদার ।
 এখন সে হুকুম ত রদ হ'ল মা সেই খেদে মরি,
 আছে সাম্নে জুজু স্বদয় খুলে বলতে ভয় করি ;
 এরা উচিত বল্লৈ রেগে ফুলে অম্নি ঢুকাষ কারাগারে,
 তোমার হাইকোটের জজ মহামতি নরেশ, বাহাদুর,
 ও সে এজলাসেতে আনলে টেনে হিন্দুদের ঠাকুর ;
 এমন উচ্চ বেকের হাকিম হ'খে ভাবলে না মা একটা বার ।
 মোদের ভাবতমুহুদ সুরেস্তনাথ উৎসাহী অতি,
 তিনি স্বার্থত্যাগী অম্লবাণী দেশ-হিতে ব্রতী ;
 দেশের আচার বিচার হুন্স দেখলে করে থাকেন হাহাকার ।
 তুমি এ ক্ষমতা দিযেছ মা এডিটারগণে,
 এরা বলতে পারবে উচিত কথা উঠবে যা মনে,
 স্তরে কি দোষে সুরেস্তনাথের প্রতি এ যথেষ্টাচার ।
 তোমার প্রতিনিধি লর্ড রিপন সদ্গুণেব আধার,
 তিনি দিতে চান মা প্রজাগণে উচিত অবিকার ;
 যত ক্ষুদ্রচেতা রুদ্র জুটে প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে তা'র ।
 ও মা তা'রা যেমন কোলের প্রজা আমারও তেমন,
 এতে বিভিন্ন ভাব দেখলে পরে হুখে পোড়ে মন,
 কেন এক জনে কুড়া'বে রক্ত অস্ত্র করবে চেটে হুমার ।
 আমরা কাতর প্রাণে তাই কান্দি মা চরণে ধরি,
 তুমি সামান্ত নয় ধরাধামে রাজরাজেশ্বরী ;

ও গো আমরা জানি মহারানী পক্ষপাত নাই তোমার ।
আমরা দুঃখী বটি রাজরানী নই গো ক্ষুদ্রাশয়,
ও মা রাজভক্তি আর কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ এ হৃদয় ;
ও মা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ কথা আছে প্রচার ॥ ১৫৪৫

অজ্ঞাত ।

ক্বিঞ্চিট—পোস্তা ।

তুনিয়াদারি কি ঝক্‌মারি বানায়ে বেহাল,
না পূরে মনেবই আশা হামেশা জঞ্জাল ।
ভাব কি ফকিরী মজা না বাথে কার তোয়াজা,
উড়া'য়ে বেগমী-ধ্বজা থুসী হামেহাল ॥
হায় কি আপ্সোস খোড়া, পা থাকতে হয়েছে খোড়া,
কোথা পাব টাকা তোড়া বাস্তব সদাকাল ॥
বলতে মুখে আসে হাসি, মনে কবি যা'ব কাশী,
পরিবার সব গলায় কাঁসী রয়েছে একপাল ।
এহ-দোমে হাত খালী, ছেড়ে গেলে দিবে গালী,
অমরের ভরসা কালী ইহ-পরকাল ॥ ১৫৪৬ অমর ।

[পঞ্জাবের পুরুষাঙ্গার সৈন্যগণের সমর গান ।]

ধাধাজ—একতারা ।

এক হুত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটা মন,
এক কার্ষ্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন ।
আশুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয় ॥

আমরা ডরাইব না, ঝটিকা-ঝঞ্ঝার,
 অমৃত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায় ।
 টুটে ত টুটুক এই নখব জীবন,
 তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন ।
 তা হ'লে আশ্রক বাধা, বাধুক প্রলয়,
 আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয় ॥ ১৫৪৫

— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

আড়ানা বাহার—তেওট ।

হে নিরদয় নীলকরগণ,
 আর সহে না প্রাণে এ নীল দাহন ।
 দাহনের স্নেকোশলে, খেত সমাজের বলে,
 লুটে'ছ সকল ধন কি আর আছে এখন ।
 দীন জনে হুঃখ দিতে, কাহার না লাগে চিতে,
 কেবল নীলের হেরি পাষণ সমান মন ।
 বুটন-স্বভাবে শেবে, কালী দিলে বন্ধে এসে,
 তরিলে জলধি-জল, পোড়া'তে স্বর্ণভবন ॥ ১৫৪৬

— ৬ দীনবন্ধু মিত্র ।

কবির সুর ।

নীল বানরে সোণার বান্ধ'লা কল্লের এবার ছারখার ।
 অসময়ে হরিশ ম'ল, লংয়ের ক'ল কারাগার,
 প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার ।
 রাম সীতার কারণে, স্ত্রীবে মিতাল করে বধে রাবণে,
 বত সওদাগরেরা সহায় এদের * * হু'ট এডিটার,

এখন স্পষ্ট লেখা বুটে গেল, জজ সাহেব এক অবতার ।

যত * * * রাজহ হ'ল, সাধুর পক্ষে গজাপার ॥ ১৫৪৭

৮ দীমবন্ধু মিত্র ।

[মাতার প্রতি প্রিন্স নেপোলিয়নের উক্তি ।]

কিঞ্চিট—সখামান ।

প্রাণ যায় মা আমার বিদেশে (ওগো মা, মা)

জুলুহস্তে মবি এখন, দেখা আর হ'ল না শেষে ।

ছেড়ে গেল সঙ্গিগণ, নিরুপায় হ'লেম এখন

শূলাঘাতে মম মৃত্যু, হ'ল অবশেষে ।

জন্ম মম করাসীতে, শেষে বাস ইংলণ্ডেতে,

মৃত্যু মম লেখা ছিল, অসভ্য জুলুর দেশে ।

জননী আমার তরে, বুথা চিন্তা শোক ক'রে,

প্রাণে কষ্ট দিও না মা, থেকে দুখিনীর বেশে ।

এক মাত্র ভগবান্, ক'রে সদা মনে ধ্যান,

শীতল ক'রো তাপিত প্রাণ, বলি পরিশেষে ॥ ১৫৪৮

রাজা মহিমারঞ্জন রায় ।

[তৃতীয় নেপোলিয়ান সম্রাটের উক্তি ।]

সিডান বৃক্ষে ।

খাষাজ কিঞ্চিট—একতারা ।

কেন উইমফেন, বল অকারণ, করিবারে রণ, এই সিডানে ।

বুথা বীরগণ, হইবে নিধন, সহিবে না তাহা মম পরাণে ॥

জয় আশা নাই, জেনেছি হে তাই, আত্ম-সমর্পণ করিবারে ঘাই,

করালীর মান, হ'লো অবধান, নিদয় বিবির, ঘোর বিধানে ।

নৃপ বোনাপাট, মম জ্যেষ্ঠতাত, ষাঁহার কারণে, করাসী বিশ্বাস্যত,

তাঁর সেই নাম, আমি নাশিলাম,
শত্রু পদে আল অস্ত্র প্রদানে ॥ ১৫৪৯

— রাজা মহিমারঞ্জন রায় ।

[শিশুর হাসি ।]

আসাবরী—আড়া ।

শিশু সুধাময় হাসি হাস আরবার ।
মুহূর্তের তরে শোক ভুলি একবার ॥
শিশুর পবিত্র হাসি, নিরখিতে ভালবাসি,
উহাই অনন্ত সুখ জীবনে আমার ।
হেলি হেলি হুলি হুলি, সুন্দর অলকগুলি,
উড়ে থাক্ বায়ুভরে ললাট-কপোল দিয়ে,
ভ্রমর-নয়ন ছুটি, হাসি-পূর্ণ ছুটি ছুটি,
বেড়া'ক নলিন মুখে কাস্তি শোভা বিকাশিয়ে ;
পড়ুক এ চিত্ত-নীরে, প্রতিবিন্ধ তা'র ।
হাস তবে চাকু ফুল হাস আরবার ॥ ১৫৫০

— দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।

[কোকিল ।]

সোহিনী বাহার—আড়া ।

কি সুখে বিহঙ্গবর ঢাল এত সুধারাশি ।
এ দুখ-মরত ভূমে, ঘন কুঞ্জবনে বসি ।
বুঝি এর দুখ সব, পশেনি হৃদয়ে তব,
ভুলি তাই কণ্ঠরব, গাওরে পিক উল্লাসি ।
নরের মধুর গীত, বিষাদ-তানে মিশ্রিত,
নির্মল সুখ-সঙ্গীত শুনিতে তা' অভিলাষী ।

হ'য়ে ব্যথিত অন্তর, এ গহনে পিকবর,
শুনিতে ও মধুস্বর, তা'ই এ বিজনে আসি ॥ ১৫৫১

—
বিজেন্দ্রলাল রায় ।

[অশ্রুজল ।]

কামি—কাঁপতাল ।

এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল ।
আকুল জীবনে সখে তুমি মানব-সঞ্চল ।
নিতান্ত ব্যথিত হ'লে, প্রাণের সুহৃদ বলে,
ধরিয়ে তোমার গলে করি প্রাণ সুশীতল ।
এসেছি ব্যথিত প্রাণে, আত্ম তব সন্নিধানে,
জলে যে হৃদয়ে বহি নিবাও সে চিতানল ।
এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল ॥ ১৫৫২ ঐ

—
[বিগত শৈশব ।]

জয়জয়ন্তী—আড়া ।

গিয়াছে কি সুখময় শৈশব আমার রে ।
লভিব কি সেই সুখ জীবনে আমার রে ।
আহা—কত সুখে সঙ্গীসনে, বেড়া'তাম ফুল মনে,
হেরিতাম প্রতিদিন নবীন সংসার রে ।
হার—কেহ নাই আছে কেহ, কিন্তু সে সরল স্নেহ,
অনারুত ভালবাসা ফিরিবে কি আর রে ।
হার—নাহি সে আনন্দ প্রীতি, কেবল মধুর স্মৃতি,
দেখায় সে দৃষ্ট হৃদে আনি বারবার রে ।

আহা—আর কি কিরবে হায়, সেই দিন পুনরায়,

ফেরে কি নদীর ঢেউ গেলে একবার রে ।

গিয়াছে কি সুখ-কাল শৈশব আমার রে ॥ ১৫৫৩

— ষিঙ্কেললাল রায় ।

[নিদ্রা ।]

আলোয়া—আড়া ।

এস শাস্ত্রীমহী দেবি ! দেও ক্রোড় সুকোমল ।

তাপিত মস্তক রাখি করি প্রাণ সুশীতল ।

কে জগতে তুমি বিনা, চুঃখেতে দিবে সাস্বনা,

দরিত্রের তুমি দেবি চির জীবন-সম্বল ।

চির অশ্রুভরা আঁধি, ক্ষণেক মুদিত রাখি,

প্রহরেক তরে মম মুছাও মা অশ্রুজল ।

যুঝে যে তুফান সহ, হৃদি-নদী অহরহ,

ক্ষণেক হউক শাস্ত্র প্রতিকূল উদ্গিদল ।

বায়ুশ্মি-তাড়িত মম, অস্ত্রমে মা পোত-মম,

তুমি পোতাশয় দেবি ধরিও এ বক্ষঃস্থল ।

এস শাস্ত্রীমহী দেবি দেও ক্রোড় সুকোমল ॥ ১৫৫৪

ঐ

[শিক্ষকের প্রতি ছাত্রগণের উক্তি ।]

বেহাগ—আড়া ।

কি আছে কি দিব গুরো আমরা (এ শিষ্যগণ) গুরুদক্ষিণা ।

শুলিকার প্রতিদান কি আছে মোরা জানি না ।

পূজিতে তব চরণ, মিলিয়াছে শিষ্যগণ,

কৃতজ্ঞতা উপহারে, পূজিব (আজি) বাসনা ।

যদিও উছলৈ শোক ; স্মরিয়ে তব বিয়োগ ;
উন্নতি লভিছ পুনঃ ভাবি (মনে) পাই সাঙ্কনা ।
শ্রীতি-মালা লও হে করে ; গেঁথেছি যতন ক'রে,
রে'খ মনে দয়া করি ; মিনতি (কভু) ভুল না ॥ ১৫৫৫

অঙ্গাত ।

[ভিক্টোরিয়া-গীতি ।]

বিশ্বাস খাড়ব—মধ্যমান ।

বিশাল-তড়াগ-নীবে, শোভে যথা কমলিনী ;
অয়ি মাতঃ ভিক্টোরিয়ে ! যুগপে তুমি তেমনি ।
রত্নাকরে রমা যথা, অথবা বিজলি-লতা,
জলদে যেমতি, তথা ইংলণ্ডে তুমি গো রাণী !
নীলনভে শশীমত, মহাবংশে উদভূত হ'য়েছ,
জননী তুমি, সে হেতু তোমার ;—
পূর্বব পুরুষগুণ, যুষ্টিয়া তোমার পুনঃ
কীর্ত্তিরাজী বরণিব, পুঁবিত যাহে ধরণী ॥ ১৫৫৬
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ।

[গ্যাসেব আলো ।]

ভৈরবী—একতাল ।

আভা যা'র নিরখিয়ে নিশাপতি লাজ পায়,
এ হেন গ্যাসেব আলো হেরিছ তব কুপায় ।
নিশাগম্য পথচয় এবে গো আলোকময়,
চাঁদের চাঁদনী-ছটা এবে আর কেবা চায় ? ১৫৫৭ ঐ

[রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ।]

ভৈরবী—একতাল।

বেগশালী বাষ্পরথ, ঘণ্টায় দিনের পথ
 ছুটে যায় ; এ ভারতে তুমি গো ছুটালে তায় ।
 মনের সমান ধায় ; যথায় তথায় যায় ;
 এ হেন তাড়িত যন্ত্র ভারতে তব কৃপায় !
 আরো আমাদের তরে নিয়ত যতন ক'রে,
 কতই সাধিছ হিত এক মুখে ক'ব কা'য় ?
 প্রতি লোমকূপ যদি কথা কয় নিরবধি,
 তথাপি করিতে শেষ নারিবে নারিবে তায় ॥ ১৫৫৮
 — শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর ।

[বাবু কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুসংক্ষেপে ।]

(প্রশান হৃদিতেরচিত্ত ।)

আর কি তেমন করে দাসের গলা ধরে,
 করবে নবনৃত্য দেখবো নয়ন ভরে ।
 আর কি ঐমন্দিরে, বেদীর উপরে,
 বসে উপদেশ দিবে মধুর স্বরে ।
 আর কি মধুমুখা প্রিয়-সম্বোধনে,
 বলবে হরি-কথা বিডন-উদ্যানে,
 আর কি পথে পথে, প্রেমানন্দে মেতে,
 মাতাইবে নগরবাসী নারীনরে ।
 আর কি তেমন কোরে কমল কুটীরে,
 সঙ্গিগণে লয়ে বসিবে দরবারে,

নব নব বিধি, ওহে গুণনিধি,
 হেসে হেসে আর কি শুনা'বে সবারে ।
 আর কি টাউন হলে উৎসবে উৎসবে,
 স্বর্গের সম্বন্ধ স্মৃগস্ত্রীর রবে,
 মত্ত সিংহ হ'য়ে জলন্ত উৎসাহে,
 আর তেমন করে শুনা'বে সবারে ।
 ভাই রে তোমার দেখা পা'ব না ত আর,
 মা তোমা'য় লেগেছেন ক্রোড়ে আপনার ;
 তাই করজোড়ে, বলি বিনয় করে,
 মায়ের সঙ্গে থাক হৃদয়-মাঝারে ॥ ১৫৫৯

কুঞ্জবিহারী দেব ।

[হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ।]

পাখাজ—লক্ষ্মী ঠুংরি ।

(লক্ষ্মী পরিত্যাগ কালে ওয়াজিদ আলী সাহার উক্তি ।)

যবে ছোড়ে চলে লক্ষ্মীনগরী ।
 কাছো হালে আদম পরা কেয়া গুজাবি ॥
 আদামা গুজাবি, সাদা মা গুজাবি
 যব হাম গুজাবি জুনিয়া গুজাবি ॥ ১৫৬০

ওয়াজিদ আলী সা ।

পাখাজ—লক্ষ্মী ঠুংরি ।

(এইসি) নেমকহারামে মুলুক বিগাড়া ।
 হজরত য়াতিহি লগুন কো ।

মহলে মহলে মে বেগম রোঁয়ে ।

গলি গলি রোঁয়ে পাপুরিয়া ॥ ১৫৬১ ঐ

— ওয়াজিদ আলী সা ।

খাযাব—লক্ষ্মী হুংরি ।

সাহাজাদে আলাম তেরে লিয়ে ;

মায় তো জঙ্গলা সেহারা বিয়াবানা ফিরে ।

তানাখাকা মালি, পাহনি কাকালি ।

কারা যোগেনাকা সামান ফিরি ।

পূরবা পশ্চিম, উত্তরা দক্ষিণ ।

দিল্লিসহরা মুলতানা কিবি ॥ ১৫৬২ ঐ

[গয়া বুদ্ধমন্দিরে বুদ্ধমূর্তি-সম্মুখে ।]

ইমন কলাপ—একতারা ।

কে জানে মতিনা তোমার বিভু ।

নাহি অস্ত নাহি অস্ত বলিলে কুরায় না কভু ॥

কা'রে কর বনবাসী, কা'বে কর সন্ন্যাসী,

কা'রে কর উদাসী, কা'বে যেমন রাখ ।

বুদ্ধ রাজপুল ছিল, কে তা'বে এমন কৈল ?

তুমি হে জগৎপতি, মাহাইলা বিশ্বভূমি ।

নিরঞ্জন নদীপ্রায়, তব প্রেম সঙ্গা ধায়,

আকাশে পাতালে গঙ্গা অপার করুণা প্রভু ॥ ১৫৬৩

অমরচঞ্জ দত্ত ।

[লক্ষ্মী গোমতী-তীর ।]

কিঞ্চিৎ খাষাঙ্গ—লক্ষ্মী কুঁরি ।

এ ভাবে নবাব তব কত দিন যা'বে বল ।

অভাব স্বভাব করি কত দিন র'বে বল ॥

কপোত কপোতীদল, উড়া'তেছ হে কেবল ।

অপরে ভুঞ্জিছে আঙ্গ ও ছত্র মঞ্জিল ॥

কত শত বর্ষ হয়, তব এই ভাবে যায়,

ভাবিষ্য গোমতী সতী ফেলে অশ্রুজল ॥ ১৫৬৪

অমরচন্দ্র দত্ত ।

[আগ্রার তাজ দর্শনে ।]

বাউলে হুর ।

প্রেমের এমন চিহ্ন দেখি নাইকো ভাই ।

তাজের তুলনা আপনি তাজ, আর তুলনা দিতে নাই ॥

ধন্য প্রেম তোমার মহারাজ,

ধন্য বাহু তুমি ধন্য, ধন্য মমতাজ,

বাহু তোর প্রেম স্মরণ করে মনে লয় ধরায় লুটাই ।

তাজে বাজে শব্দে বাজনা

হারমোনিয়াম হারি মানে, নাইকো তুলনা ;

দেখে পাশাণে প্রেমের লীলা অবাক হ'য়ে আছি তাই ॥ ১৫৬৫

ঐ .

[বৃন্দাবন ।]

বিশ্বাস—রাঁপতাল ।

হরি বলে ডাক রে মন, ডাক রে মন এক মনে ।

দয়ার ঠাকুর হরি দেখা দিবেন নিজগুণে ॥

হরিময় এই বৃন্দাবন, হরিময় কুঞ্জ-কানন,

হরি হৃদয়-রতন, ঢাক রে মন সযতনে ।

(এথা) হরি বলে হরিদাস, করিলে প্রেমে উদাস,

অর্ণপূরী দেখাইলা এই বৃন্দাবন ।

হরি হে আমারে তবে, দেখাও দেখাও সেই ভাবে,

অর্ণময় এই বিশ্ব রঞ্জিত প্রেম-কাঞ্ছনে ॥ ১৫৬৬

অমরচন্দ্র দত্ত ।

[জয়পুর-ঘাট ।]

কিষ্কিট—একতারা ।

কিবা মনোহর করি সাজায়েছ এই ধরা ।

মা তথাপি এ প্রাণ কেন তোমারে যে না দেয় ধরা ॥

শোভা দেখে মনে হয়,

সৌন্দর্যের পরিণয়,

দিয়েছ লাভব্যাসনে তাই এখানে এমনি ধারা ।

ফুলগুলি বদন তুলি,

চেয়ে আছ নয়ন খুলি,

ময়ূর ময়ূরী কত নাড়িয়ে পেকমধরা ।

গিরিশ্রেনী দাঁড়াই,

রয়েছে রক্ষক হ'য়ে,

যেন এ উদ্যানের নন্দন-বশিতে ফুল-চোরা ।

নির্বিরলী তই ধাবে,

নুপুরের ধ্বনি করে,

গিরি হ'তে সরোবরে বহিছে বিমল ধারা ।

জয় অগতেশ্বরী,

কি অপূর্ণ জয়পুরী,

আমি যেন এ জনমে তোমার না হই চরণছাড়া ॥ ১৫৬৭

ঐ

[হস্তিনাপুর দর্শনে ।]

ভয়রে!—ডিম্বে তেতলা ।

উঠ সবে ধাছকী ।

দেখ দেখ ভারত বীরশূন্য আজি,

কোথা পিতামহ তুমি দ্রোণ গুরু স্বামী,

ভীম বুকোদর অর্জুন ধনুঃশর লয়ে উঠিবে না কি ॥ ১৫৬৮

— অমরচন্দ্র দত্ত ।

[লাহোর সালিমার উদ্যান দর্শনে ।]

ঝিকিট ঝাঝাজ—একতলা ।

কিবা শোভা মনোলোভা হেরিহু কানন ।

থাকে থাকে থেকে থেকে উঠেছে কেমন ।

আহা আহা আহা মরি, এই কি স্বর্গের সিড়ি,

বৈকুণ্ঠের পথ—যা'হা পারে নাই দশানন ॥ ১৫৬৯ ঐ

— পাহাড়ী—আড়া ।

বিরলে বিজ্ঞান বনে কে মা তুমি বিষাদিনী ?

অবিরল নেত্রজলে ভাসিছে বদনখানি !

আর্য্যাবর্ত পুণ্যভূমি, তার অধিষ্ঠাত্রী তুমি ?

কোন দুঃখে স্নান মুখ নয়ন নীরবাহিনী !

অকৃতি সন্তানগণ, করেছে কি অযতন,

তাই গৃহবাস ত্যজে হইয়াছ প্রবাসিনী ? ১৫৭০

— রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ ।

[মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সখ্যে ।]

শিশু—পোতা ।

পরহুঃখ হেরি যা'র কাঁদে প্রাণ ।
সেই ত মল্লভ্যামাবে, দেবতা সমান ।
অনাথ দুর্বল জনে, স্নেহপূর্ণ নয়নে,
হেরিয়ে সঁপে যে প্রাণ, তা'র দুখ মোচনে,
সেই ত মানবকুলে পুরুষ প্রধান ॥
অধীনী কামিনীকুল-ক্লেশ-নিবাবণে,
লিখিয়ে মহাত্মা মিল প্রবদ্ধ যতনে,
হইল পুজিত সেই বিখ্যাত ধীমান ॥
হিন্দুকুল-কামিনীর বৈধব্য-যজ্ঞনা,
যুচা'তে কাতর স্বরে, কাঁদিলেক যে জনা,
দয়ার বিদ্যার সেই সাগর মহান ॥ ১৫৭১

গঙ্গাধর পাধ্যায় ।

[কৃষ্ণদাস পাল সখ্যে ।]

গৌরী—একতারা ।

হিন্দুহিতৈষী কে আর দেশের মাঝার ।
কৃষ্ণদাস বিনা আর, কে আছে বাঙ্গলার ॥
হরিশ-অসন করিয়ে উজ্জ্বল,
সতত সাধিছে দেশেরি মঙ্গল,
বিদ্যা বুদ্ধি বল, বিচার কৌশল,
মরি কি গভীর তার । সে বিনা বাঙ্গলার ॥

রাজ-অত্যাচার, কুবিন্দি প্রচার,
যাহাতে অনিষ্ট হয় গো প্রজার,
নিবারণ তা'র করে গো যাহার,
অমোঘ লেখনীধার । লেখনীকুপাণ-ধার ॥

হিন্দুর ধর্ম মান স্বাধীনতা,
জাতি-ব্যবহার সুনীতি সুপ্রথা,
রক্ষণ করিতে অন্তরেতে সদা,
জাগিছে যতন খা'র । সে বিনা বাঙ্গলার ॥ ১৫৭২
গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় ।

[হাইকোর্টের জজ ৬ দ্বারকানাথ মিত্রের শোকে
বঙ্গভূমির বিলাপ ।]

মূলতানী—আড়া ।

বিনায়ে বঙ্গ-অননী কাঁদি'ছে কাতর হবে ।
দ্বারকানাথেরি শোকে ব্যাকুল হ'য়ে অন্তরে ॥
কেন রে নির্দয় শমন, বাঙ্গলাব গৌরব-তপন,
অকালে ঢাকিলি আসি, মৃত্যু-মেঘাচ্ছন্ন করে ॥
হায় ! কে আর তেমন কবি, বিচাব আসনোপরি,
বসিবে উজ্জ্বল করি, সত্যোবি সন্ধানে—
নির্ভয়ে তেমন আর, কে করিবে সুবিচার,
মাণিয়ে সত্যেরি ভার, জায-তুলা ধরি করে ॥
হায় ! মৌহাদ্দ উদার গুণে, আদরেরি সঙ্গহণে,
কে আর বাঙ্গবগণে তুহিবে তেমনি -
জালিয়ে বুদ্ধির আলো, দেশেবি মুখ উজ্জ্বল,
কে আব তেমন বল, করিবে বঙ্গ-ভিতরে ॥ ১৫৭৩ ঐ

[বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবাস সম্বন্ধে ।]

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

হায় কি হলো রে বিচার,
 প্রিয় ভাই সুরেন আজি গেল কারাগার ।
 বলিতে বিদরে স্বদয়, পেল ন্যায় পরাজয়,
 এ বিচার কি আইনে কয় ওহে ধর্ম-অবতার ॥
 “ইংলিশম্যান” প্রিয়তমে, কি মন্ত্র শুনা’লে কাণে,
 তাতে অলে ক্রোধাঙ্গে আদর্শ হ’ল প্রচার ।
 নাহি কমা ন্যায়বিধি, বসে প্রতিশোধে যদি,
 কার কাছে বল কাঁদি, কে করিবে সুবিচার ॥
 এ সাধনা কি সিদ্ধি হবে, এ ভাব কি মনে তবে,
 নীরব ভারত র’বে, কাঁদিতে নারিবে আর ॥
 বলিতে দুখে কুকারি, তা’তে ভয় মনে করি,
 পাছে বা অবজ্ঞা বলি বাস হয় কারাগার ।
 নয়নের জলে হায়, এ আশ্রন নিভা দায়,
 জলিবে সহস্র শিখায়, ভারতের সঙ্গাগার ।
 এস বঙ্গবাসী চলে, যেতে হয় যাব ক্ষেলে,
 কত দহি তুহানলে মরণের কি ভয় আর ।
 কোথায় প্রভু লর্ড রিপণ, কারে বলি এ বেদন,
 দেখো মাগো ভিষ্টোরিয়ে ভারতে কি সুবিচার ॥ ১৫৭৪

অজ্ঞাত ।

[গঙ্গাসাগরে পুত্র ভাসান ।]

জংলাট—আন্ধা ।

ও রে যাতুমণি, কোন্ প্রাণে তোমাধনে,
সঁপিব সাগরে, এ হেন রতনে ।

মায়ের অন্তরে, এত কি সহে রে,
আর না হেরিব, এ পোড়া নয়নে ।

আরাধন করে, দেবতার বরে,
পেয়ে সে ধনে আমি, বঞ্চিত এখনে ।

ও রে দাক্ষণ বিধি, এ কি তব বিধি,
দিয়ে এছেন নিধি, ফিরিয়ে নিবি কেনে ।

পিতঃ রতনাকর, এই মিনতি ধর,
নাশিও এ পোড়া প্রাণে, প্রাণ-পুতলি সনে ।

মানস করিয়ে, স্মৃত সমর্পিয়ে,
কামনা প্রভু যেন রেখে তব মনে । ১৫৭৫

অজ্ঞাত ।

[গোলাপ ফুলের প্রতি ।]

ও রে শোভায় অতুল গোলাপের ফুল, কাছে আয় আমার ।
আমি হৃদিপরে তোরে ধরে দেখি দেখি একবার ॥

একে রূপ তুলনায় অতুল,

আবার গন্ধে তুমি আমারে যে করেছ বাতুল,

তোরে কে স্বজিয়ে, কেবা দিল,

রূপ গন্ধ চমৎকার । (একাধারে)

সুন্দর কে করিল তোরে,

ও রে গোলাপ কেমন সুন্দর তায় বল মোরে ;

যদি তুমি দেখে থাক তাঁরে,
 তবে দেখাও রে আমার । (তোর রূপের রূপ)
 গোলাপ রে মোর স্বপ্নরূপে,
 তুমি ব'সে সেই রূপের কথা কও যথু'র স্নেহে,
 আমি তোর মুখে, শ্রুতে শুনে,
 শুনে শুনি রে তাই বারেবার । (সেই রূপের কথা)
 কান্দাল কয় গোলাপ ফুল হেরে,
 ও কে যে জন সেই রূপের স্বরূপ চিত্তা না করে,
 ও তার গোলাপ তোলা কেবল জ্বালা,
 কাঁটা কোটা হয় রে সার । ১৫৭৬
 হরিনাথ মজুমদার ।

[মম্বরের প্রতি ।]

(“বিশের দোলাতে উঠে”—হর ।)

ও রে মম্বর বল রে মোরে,
 কেবা তোরে এমন করে সাজিয়েছে ।
 মরি কার এত সোহাগ, এ অম্বরাগ,
 রক্তের পোষাক পরিয়েছে ।
 তুমি রে কা'র সোহাগে, অম্বরাগে,
 প্যাকম্ ধ'রে বেড়াও নেচে ।

একে অপূর্ব পাখা, পালক ঢাকা চাঁদের রেখা তার শোভি'ছে,
 যে তোরে এমন করে চিত্র করে,
 সে চিত্রকর কোথায় আছে ।

ময়ূর তোরে সৰ্ব্বরঞ্জন, ক'রে যে জন,
 হুটী পা কুৎসিত করেছে,
 সে তোরে একাধারে, রঞ্জনকারী দৰ্পহারী গুণ দেখাচ্ছে ॥
 কাল্পাল কয় এ যার ময়ূর, গুণের ঠাকুর,
 সে যে আমার জগৎ মাঝে ;
 ও রে তার গুণের অন্ত, বেদ বেদান্ত,
 না পেরে নির্ভূঁষ বলেছে ॥ ১৫৭৭

— হরিনাথ মজুমদার ।

[হিমালয়ের প্রতি ।]

(“বাঁশের দোলাতে উঠে”—হর ।)

ও রে ভাই শিমগিরি, বিনয় করি,
 বল একবার আমার কাছে ।
 কেবা রে আদর করে. তোমার শিরে,
 সোহাগ ঝুঁটি বাঁধিয়াছে ।
 আবার সেই চূড়ায় চূড়ায়.
 কেবা তোমায় হিরার টোপর পরায়েছে ।
 যখন রে পড়ে আলোক, মারে বলক,
 চুণি মণি টোপর মাঝে ।
 ও রে তোমার মাথার উপর, এমন টোপর,
 কোন কারিগর গড়ায়েছে ।
 এত যে সোহাগ তোমার, তবু আবার হুটী নয়ন বরিতেছে,
 তাইতে বর বর নিরন্তর, নির্বরের জল পড়িতেছে ।

কাকাল কয় ও রে আঁখা, ও নয় কাঁদা,

প্রেমে গিরি গলিতেছে ।

অথবা ভারতের ছুখ, দেখে বে

বুক কেটে পাষণ গলিতেছে ॥ ১৫৭৮

হরিনাথ মজুমদার ।

[পাহাড়ের প্রতি ।]

(“তরু বলয়ে বল—হর ।)

পাহাড়, বলয়ে বল্ বল্ আমায় রে ;

নিত্য নূতন নূতন সাজে কে তোরে সাজায় রে

(পাহাড়, কে তোরে সাজায় রে) ।

কড় তৃণ, গুল্ম, লতায়, আচ্ছাদন করিস্ রে কায়,

সুবিমল স্ত্রীমল শোভায়, নয়ন জুড়ায় রে ;

যখন দেখি দূরে থাকি, মনে বড় হইরে স্থখী,

সর্বান্ন তুই রাখিস্ ঢাকি,

সুনীল ধুমায় রে (পাহাড় সুনীল ধুমায় রে) ।

মেঘের মাঝে লুকাস্ যখন, খুঁজে দেখা পাই না তখন,

ধরিস্ রূপ মেঘের মতন, চিন্তে পারা দায় রে ;

যখন সাক্ষ্য-স্বর্ধ্যকরে, লোহিত মেঘে গগন ঘেরে,

তখন কে তোয় সোহাগ ক'রে

আবীরে সাজায় রে (পাহাড় আবীরে সাজায় রে) ।

তোর উপরে উঠি যখন, মর্ত্যে দেখি স্বর্গের স্বপন,

নিঃসর্গের ক্রীড়া কানন, দেখে প্রাণ জুড়ায় রে,

নির্ঝরেতে বাদ্য করে, পানী গায় স্তূললিত স্বরে,
 কাদধিনী তোর শিখরে,
 ময়ূরে নাচায় রে (পাহাড় ময়ূরে নাচায় রে) ।
 দেখলে তোর অতিথিশালা, নিবে যায় রে সকল জালা ।
 ভাবাবেশে শান্তির গলা, ধরতে প্রাণ চায় রে ;
 শিলাতল শয্যা শীতল, বৃক্ষে দেয় স্তম্ভিষ্ট ফল,
 নির্ঝরিণী দিয়ে জল,
 আতিথ্য যোগায় রে, (পাহাড় আতিথ্য যোগায় রে)
 (তোর) প্রশান্ত গন্তীর মুরতি, দেখে মনে জন্মে প্রীতি
 তাইতে যোগী, ঋষি, যতি, থাকে তোর গুহায় রে ;
 ও রে পাহাড় উচ্চ শিবে, দিন রাত্‌ ডুই খুঁজিন্‌ কাঙ্গ,
 কাব প্রেমে তোব নয়ন ঝবে,
 নির্ঝর বলে যায় বে (পাহাড় নির্ঝর বলে যায় রে) ।
 মনে বড় হয় অভিলাষ, সদায় করি তোব সহবাস,
 (তুই) শান্তি পথের পাছ নিবাস, তপস্বীর আশ্রয় রে ,
 ওরে পর্বত বীর রচনায়, শোভিত হ'ন্‌ তুই নানা শোভায়,
 পাগল বলে বলুরে আমায়,
 দেখেছিন্‌ কি তায়রে (পাহাড়, দেখেছিন্‌ কি তায় রে) ॥ ১৫৭৯

[আৰ্য্যাস্তানের প্রতি ।]

এই কি সেই আৰ্য্যস্থান আৰ্য্যাস্তান ।

ও যার তপোবলে, যোগবলে, কাঁপিত দেবতার প্রাণ ॥ সদা,

ও যার হেরে বীৰ্য্য বল, স্বৰ্গ মৰ্ত্তা রসাতল,
 সভয়ে কাঁপিত গিরি সাগরের জল ;
 দিক্ দিগন্তরে শূন্তভরে, উড়িত বিজয় নিশান, (ও যার) ॥
 শিল্প আর বিজ্ঞান, যোগ-তত্ত্ব আশ্রয় জ্ঞান,
 করেছিল পৃথিবীর এক দিন চক্ষুদান ;
 ও যার বিদ্যাবলে, আকাশতলে চ'লে যেত পুষ্পবান ॥
 ও যার যুদ্ধে যুদ্ধস্থল, রক্তশ্রোতে টলমল ।
 রক্তময় হত যত নদ নদীর জল,
 বোসে বুকোপরে, শূন্তভরে, পাখী কর্তৃক রক্তপান ॥
 বিধির বিধান চমৎকার, এখন সেই আৰ্য্যকুমার,
 শৃগালের রব শুন্নে বাঁধে ঘরের দুয়ার ;
 দেখলে রক্তজবা, শুকায় জিহ্বা, চমকে উঠে সবার প্রাণ ॥
 কান্দাল বলে বিদ্যাবল, দেহবল কল কোশল,
 ধর্মবল বিনে রে ভাই সকলই বিফল ।
 সেই ধর্ম বিনে, দিনে দিনে সকল হারা'রে

শ্রদধান ॥ (ভারত) । ১৫৮০

হরিনাথ মজুমদার ।

প্রথমভাগ সমাপ্ত ।

প্রথম ভাগ
ভারতীয় সঙ্গীত যুক্তাবলীর

[প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতাগণের সংক্ষেপ পরিচয় ।]

(আভিধানিক নিয়মামুসারে ।)

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ।—ইনি এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক ছিলেন । পশ্চিম হালিসহর বাঙ্গালা ইহার জন্মস্থান । ইহার রচিত “আজ কেন চারিদিক হেরি মধুমর” সঙ্গীতটি অতি সুন্দর ।

৮ অমৃতলাল গুপ্ত ।—কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপকদিগের মধ্যে ইনি একজন । ইহার নিবাস ঢাকা—রঘুনাথপুর । স্কুলের ডেপুটি ইন্সপেক্টারের কার্য্য করিতেন । “দিবা অবসান হলো কি কর বসিয়া মন” সর্বজনপ্রিয় সঙ্গীতটি ইহারই রচিত । অনেকে অজ্ঞতা বশতঃ এই গীতটি রাজা রামমোহন রায়েব রচিত মনে করেন ।

অগ্নিনীকুমার দত্ত, এম, এ ।—ইহার নিবাস বরিশাল জিলা, বাটাজোর গ্রাম । ইনি বরিশাল ব্রহ্মমোহন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ । দেশহিতকর কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী । ইহার রচিত নব্য বঙ্গের প্রতি লক্ষ্য গীতগুলি অতি উপাদেয় ।

আদিনাথ দাস ।—ঢাকার অধীন মহেশ্বরদী পরগণা ইহার জন্মস্থান । এক সময়ে ইহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে সাদরে গীত হইত । ইহার “কত দয়া তব মানবে” গানটি ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ প্রচলিত ।

আনন্দচন্দ্র নন্দী ।—ইনি ত্রিপুরা জিলার কালীকচ্ছ গ্রামবাসী সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা ৮ দেওয়ান রামতুলাল মুন্সীর

পুত্র । সাধক বলিয়া ইহার বন্ধুগণ ইহাকে “আনন্দ স্বামী” উপাধি দিয়াছেন ।

আনন্দ চন্দ্র মিত্র ।—বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রাম ইহার জন্মস্থান । ইনি বঙ্গদেশের একজন সুকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইহার অনেক গানে “পথিক” ভণিতা আছে । ইহার রচিত “ভারত শ্রমশান মাঝে আমি রে বিধবা বালা” ; “গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্মজয়” ইত্যাদি সঙ্গীত ব্রাহ্ম, হিন্দু, সকলেরই মুখে শুনা যায় । ইনি সঙ্গীত রচনাতে বিশেষ পটু ।

আশুতোষ দেব (ছাত্তুবাবু) ।—কলিকাতার বিখ্যাত ধনী বণিক রামচন্দ্রলাল দে সরকারের পুত্র । ইনি ৩০।৩৫ বৎসর পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন । গান রচয়িতা বলিয়া তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল । ইনি অনেক শ্রামাবিষয়ক গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ।—“সংবাদ প্রভাকর” পত্রিকার সম্পাদক বলিয়া বঙ্গসাহিত্য সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন । ইহার রচিত কবিগান অতি সুন্দর । সুবিখ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীন বন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার শিষ্য । হান্তরস উদ্দীপক কবিতা রচনায় ইহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল । ১৮০৯ খৃঃ অব্দে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ইহার জন্ম হয় । ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন ।

উপেন্দ্রনাথ দাস ।—কলিকাতা নগর ইহার জন্মস্থান । হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল জীনাথ দাসের পুত্র । ইহার কোন কোন নাটক বঙ্গভাবার উৎকৃষ্ট সামগ্রী ।

ওয়াজিদ আলী সা (নবাব)।—ইনি স্বনামখ্যাত ব্যক্তি । অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন । ইহার লক্ষ্মী পরিত্যাগ কালে “যবে ছোড়ে চলে লক্ষ্মী নগরী” সর্বজন বিদিত গীতটি রচিত হয় । অযোধ্যাবাসীগণ এক সময়ে এই গীতটি অতিশয় উত্তেজনার সহিত গাহিত । ইনি শেষ জীবন কলিকাতা মেটেবুরুজে কাটাইয়াছেন । কয়েক বৎসর হইল ইহার মৃত্যু হইয়াছে ।

কবীরঃ—ইনি ভারতের একজন প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক । জাতিতে জোলা ছিলেন । কাশীর নিকট ইহার জন্মস্থান । ইহার শিষ্যগণ “কবীর-পন্থী” নামে পরিচিত । কবীরের ধর্ম উপদেশ অতি উত্তম । ইহার “তনম্নসে যো দৈবর কো জানে” গীতের ভাব অতি উচ্চ । ইনি অমুমান ১৩৮০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৪২০ খৃঃ অব্দের মধ্যে জন্মধারণ করিয়াছিলেন ।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য (সাধক)।—বর্দ্ধমানের অন্তর্গত অম্বিকাকালনা স্থানে খ্রীষ্টীয় ১৮০০ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । ইনি অতি উচ্চসাধক ও চরিত্রবান ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন । ইহার গুণে মোহিত হইয়া বর্দ্ধমানের রাজা তেজশ্চন্দ্র ইহাকে তাঁহার সভাপণ্ডিত ও গুরুপদে বরণ করেন । ইহার সাধনার সুবিধার নিমিত্ত, বর্দ্ধমানের অধীন কোটালহাট নামক স্থানে মহারাজ ইহাকে একখানা গৃহ নির্মাণ করিয়া দেন । মহারাজ প্রতাপচাঁদ ইহার শিষ্য ছিলেন । ইহার শ্রামবিষয়ক গীতগুলি অতি মনোহর । ইনি সুগায়ক ছিলেন । অনেকের

মুখে তাঁহার গান শুনা যায়। কথিত যে কমলাকান্ত কোন স্থানে বাইতে দম্ভ্যহস্তে পতিত হন। দম্ভ্যরা তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলে, তিনি “আমার আর কিছু নাই শ্রুতামা, তোমার কেবল হুটী চরণ রাক্ষা” গানটা করেন। এই গানে দম্ভ্যাগণ মোহিত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। একদিন কমলাকান্ত বপনে তাঁহার ইষ্টদেবীর মূর্তি দেখিয়া আনন্দিত হন, এবং নিদ্রাভঞ্জে না দেখিয়া এই গানটা রচনা করেন। “হার গো আমার কি হলো। যদি সরোজ মাকারে কাল কামিনী লুকালো। বধন নয়ন বুদে ছিলাম, তখন তারা ছিল, চাহিতে চকলা মেয়ে, পলকে মিশারে গেল” ।

কামিনী সেন বি, এ, (কুমারী)।—“আলো ও ছায়া” পদ্য ঐছ রচনা করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইহার রচিত গীতগুলি অতি মধুর। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপভাষ্য লেখক মুন্সেফ বাবু চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা। নিবাস বরিশাল জেলা। বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য করেন।

কালীনাথ রায়।—কলিকাতার নিকট টাকিগ্রামবাসী। ইনি একজন প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন কালে ইঁহা হঠতে বিশেষ সাহায্য লাভ করেন। ইহার রচিত “অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব বেই করিল রচনা” ; “ভুল না ভুল না মন নিত্য সত্য সদাঙ্গকে” ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীত অনেক প্রাচীন লোকের মুখে শুনা যায়। ইনি বহুদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

কালীনারায়ণ গুপ্ত।—ঢাকা জেলার অধীন ভাটপাড়া গ্রামবাসী। বিখ্যাত সিতিলিয়ান কে, জি, গুপ্তের পিতা। ইহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত আছে।

কালীবাবু।—ইহার নাম কালীনাথ দাস (শীল)।—প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে ঢাকা নগরে “সীতার বনবাস” যাত্রার পালা রচনা করিয়া পূর্ববঙ্গে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। সর্ব-সাধারণ ইহাকে “কালী বাবু” বলিত। ইহার কোন কোন সঙ্গীত পূর্ববঙ্গে অতিশয় প্রচলিত।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।—“বান্ধব”, “প্রভাত চিন্তা”, “নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব” প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া বঙ্গসাহিত্য সমাজে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইনি কেবল শুলেখক তাহা নহে, পূর্ববঙ্গের প্রধান বক্তা বলিয়াও প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুর ইহার জন্মস্থান। ইহার ব্রহ্মসঙ্গীত গুলির ভাব ও রচনা অতি সুন্দর। এক সময়ে ইনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এখন জয়দেবপুর রাজার মজীর কার্যে নিযুক্ত আছেন।

কালীদাস ভট্টাচার্য।—মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বালুচর ইহার নিবাস। গ্রাম্যবিষয়ক সঙ্গীত রচনাতে বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন।

কালীমেজা (মিরজা)।—ইনি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে মধ্যে মধ্যে গান করিতেন। পরিচ্ছদ ফিট্‌কাট্ ছিল বলিয়া লোকের নিকট হইতে “মেজা” উপাধি প্রাপ্ত হন।

কিশোরীলাল রায়।—ইহার বাসস্থান বগুড়া। ইনি এক জন চিন্তাশীল লেখক বলিয়া পরিচিত। ইহার মনোহরসাই ব্রহ্মসঙ্কীৰ্ত্তনগুলি অতি মনোহর।

কুঞ্জবিহারী দেব।—কলিকাতা নগরবাসী। কলিকাতা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিশেষ সংস্রষ্ট। ৮ কেশব বাবুর একজন ভক্ত। ইহার ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীৰ্ত্তন ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ আদরণীয়।

৮ কৃষ্ণকমল গোস্বামী।—শান্তিপুর—ভাজনঘাট। নামক স্থানে ইহার জন্ম। ইনি বহুকাল ঢাকা নগরে অবস্থান করিয়া “স্বপ্ন বিলাস”, “রাই উম্মাদিনী”, “বিচিত্র বিলাস” ইত্যাদি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক উৎকৃষ্ট সঙ্গীতপূর্ণ যাত্রা গান সকল রচনা করেন। ইহার রচিত যাত্রাগান বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূৰ্ববঙ্গের অনেক স্থানে গুনিতে পাওয়া যায়। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ইহার যাত্রার পক্ষপাতী। গীতের সুর ও রচনা অতি মধুর।

কৃষ্ণকান্ত পাঠক।—দক্ষিণ বিক্রমপুর ইহার জন্মস্থান। পাঠকতা ক্রমে ইহার ব্যবসায়। ইহার রচিত গীত ও নূতন সুর অতি মনোহর। “জানি কার রূপসাগরে কাপ দিয়ে ও গৌর হয়েছে” এবং ঐ প্রকারের আরো ২১৩টি গীত পূৰ্ববঙ্গবাসী সংগীতপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই অতি আদরের সামগ্রী। যদিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, গান করিবার এখনও বিলক্ষণ শক্তি আছে।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।—যশোহরের অধীন সেনহাটা গ্রামে জন্ম। “সত্তাবশতক” পুস্তক লিখিয়া ইনি বঙ্গীয় কবিগণের

মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনিই “ঢাকা প্রকাশ” পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। ইহার “অগ্নি সূথময়ী উষে কে তোমায়ে নিরমিল” সঙ্গীতটি অনেকের মুখে শুনা যায়।

(মহারাজা) কৃষ্ণচন্দ্র রায়।—নবদ্বীপের স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। ইনি অতি বিদ্যোৎসাহী ও সাধক ছিলেন। ইহার শ্রামা-বিষয়ক “অতি দুরারাম্য তারা” সঙ্গীতটি অতি সুন্দর। ১৬৯২ খৃঃ অব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। রায়গুণাকর ভারত-চন্দ্র ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ইহার সভাসদ ছিলেন।

কৃষ্ণমোহন মজুমদার।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সমকালীন ব্যক্তি। তাঁহার সহিত বিশেষ বন্ধুতা ছিল। ইহার রচিত “তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন” গীতের স্রায় বৈরাগ্যভাব উদ্দীপক গীত কম দৃষ্ট হয়। অনেকে এই গানটি ভ্রমবশতঃ রামমোহন রায়ের মনে করেন।

কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি।—বর্দ্ধমান জিলায় ইহার বাসস্থান। ইহার রচিত দেশাচার বিষয়ক সামাজিক গীতগুলি অতি হৃদয়গ্রাহী। ইনি নানা বিষয়ে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।—ইনি কলিকাতার নিকটবর্তী পাইকপাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ হরিভক্ত লালাবাবুর পিতামহ।

গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।—ইনি কলিকাতা নগরে একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া পরিচিত। নানা বিষয়ে কতকগুলি উৎকৃষ্ট গীত রচনা করিয়াছেন। কলিকাতার ধনী ব্যক্তিদের গৃহে ইহার বিশেষ আদর।

৬ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।—কলিকাতা জোড়াসাঁকোস্থিত প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারে জন্ম। ইঁহার রচিত “গাওহে তাঁহারি নাম রচিত ধীর বিশ্বধাম” গীতটি ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে বিশেষ প্রচলিত ছিল। “লক্ষ্য ভারত যশ গাইব কি ক’রে” সুন্দর জাতীয় সঙ্গীতটি ইঁহারই রচিত। অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।—বঙ্গীয় নাট্যসমাজে স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। কলিকাতার নাটককার ও অভিনেতাঙ্গির মধো ইনিই এখন সর্বশ্রেষ্ঠ। অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গীতি-নাট্য রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার সঙ্গীতগুলির সুর, ভাব, ও পদবিন্যাস অতি সুন্দর। নব্য বঙ্গ সমাজে ইঁহার গীত অতীব আদৃত। ঘরে ঘরে গিরিশ বাবুর গান শুনা যায়।

৭ গোবিন্দ অধিকারী।—ইঁহার জন্মস্থান জঙ্গীপাড়া কুষ্মনগর। বঙ্গদেশের এবজন অতি প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। “মানভঞ্জন” ও ঐক্যের লীলাবিষয়ক অসংখ্য অনেক যাত্রার পালা রচনা করিয়া ইনি অতি যোগ্যতার সহিত গান করিয়াছেন। অতিশয় অল্পপ্রসঙ্গপ্রিয় ছিলেন। ইঁহার কীর্তনের সুরের গীতগুলি বড়ই মনোরঞ্জনকারী। প্রায় ২০ বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। সঙ্গীতপ্রিয় লোকদিগের মুখে ইঁহার অনেক গান শুনা যায়। তৃতীয় ভাগ সঙ্গীত মুক্তাবলীতে ইঁহার উৎকৃষ্ট গীতগুলি সন্নিবিষ্ট হইবে।

গোবিন্দচন্দ্র দাস।—ঢাকা জিলা বাসী। “নব্যভারতে” ইঁহার অনেক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার সুরাপান বিষয়ক সঙ্গীতগুলি অতি সুদয়গ্রাহী।

গোবিন্দচন্দ্র রায়।—দক্ষিণ বিক্রমপুর ইহার জন্মস্থান। বহুকাল যাবৎ আশ্রানগরে বাস করিতেছেন। এখানেই যমুনাতীরে হৃদয় স্পর্শকাব্যী যমুনালহরী (“নিখুল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী স্নানং যমুনে ও”) গীতটী শুভক্ষণে রচিত হইয়াছিল। এই গীতটী গাহিতে গাহিতে ভারতের দুঃখে পাষণ মনও বিগলিত হইয়া যায়। ইহার রচিত “কতকাল পরে বল ভাষত রে” গীতটী কয়েক বৎসর পূর্বে বঙ্গবাসীর ঘরে ঘবে অতি আগ্রহেব সহিত গীত হইত। গোবিন্দ বাবু স্বভাব-কবি। এই দুইটী গীত রচনা কবিরাই ইনি অক্ষয় যশলাভ করিয়াছেন।

গৌরমোহন সবকার।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সমকালীন ব্যক্তি। “কি অদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি” সঙ্গীতটী ইহার গীত রচনার নিপুণতা প্রকাশ করিতেছে।

চন্দ্রমোহন শাপলা।—বরিশাল জিলার একজন প্রসিদ্ধ যাত্রাগান রচয়িতা। ইনি পূর্ববঙ্গে বিশেষ পরিচিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।—যোড়াসাঁকো নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ... ইহার “সরেজিনী নাটক” অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহার রচিত “ধন্য ধন্য ধন্য আজি নীন আনন্দকারী” ব্রহ্মসঙ্গীতটী ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে বিশেষ ভাবে গীত হইয়া থাকে। “এখনো এখনো প্রাণ সে নামে সহরে কেন” প্রণয় সঙ্গীতটীও অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

✓ জগন্নাথপ্রসাদ বসু ।—কলিকাতা অঞ্চল ইহাঁর বাসস্থান । ইনি একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কবি । ইহাঁর পৌরাণিক এবং প্রণয় সঙ্গীতগুলি এক সময়ে নিধুবাবুর গীতের ন্যায় প্রসিদ্ধ ছিল ।

তানসেন (মিক্কা)—ইনি যোগলসম্রাট আকবর বাদশাহার সমকালে জীবিত ছিলেন । ইহাঁর নাম ভারত খ্যাত । সঙ্গীত বিদ্যাতে নিপুণ বলিয়া সম্রাট ইহাঁকে বিশেষ আদর করিতেন । ইহাঁর রচিত রাগিণীতে “মিক্কা” শব্দ যুক্ত আছে । যখা, মিক্কা মোল্লার । মিবারের রাজা রাজারামের নামে তানসেন অনেক ঋপদ গীত রচনা করেন । তৎসম্মত অনেক ঋপদে রাজারামের নাম শুনা যায় । এপৰ্য্যন্ত এদেশে সঙ্গীত বিষয়ে তানসেনের ন্যায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মায় নাই । কথিত আছে, ইনি যখন দীপক ও মেঘমল্লার রাগিণীতে গান করিতেন, তখন অগ্নি অলিয়া উঠিত এবং মেঘ বর্ষণ হইত ।

তুকারাম—ইনি বোম্বাই প্রদেশের একজন অতি প্রসিদ্ধ সাধক ও সঙ্গীত-কবি । কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলি বঙ্গদেশে যেমন সর্বত্র গীত হয়, ইহাঁর সঙ্গীতও দক্ষিণ ভারতে সেইরূপ গীত হইয়া থাকে ।

তুঙ্গসীদাস ।—কাশীর অন্তর্গত রামনগরের নিকটবর্তী কোন গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি সাধক ও সাধক ছিলেন । হিন্দা ভাবাতে রামায়ণ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন । ইহাঁর রচিত গৌড়াগুলি বিশেষ উপদেশপ্রদ । ইনি ১০০০ বঙ্গাব্দে কাশী অসিদ্ধাটে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন । ইনি “রামচন্দ্র” নামে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন । প্রথম

জীবনে বড় দ্বৈগু ছিলেন । কোন ঘটনাতে দ্বী একদিন ইহাঁকে ভৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন “যদি তুমি ঈশ্বরের জন্য এইরূপ কাতর হইতে, না জানি কি ফল পাইতে” । তুলসীদাস এই ভৎসনা শুনিয়া “কোথায় ঈশ্বর” বলিয়া গৃহ ত্যাগ কবিলেন । তাঁহার চেষ্টনা হইল । ইনি পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন । “পাথর পূজনে হরি মিলেত মুই পূজ পাহাড়” ইত্যাদি বাক্য তাঁহার দোহাতে আছে ।

তৈলোক্যনাথ সাম্র্যাল ।—শান্তিপুরের নিকট ইহাঁর জন্মস্থান । ইনি বঙ্গদেশের বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের একজন অতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কবি । ইহাঁর অনেক সঙ্গীত নানা স্থানের ব্রাহ্মসমাজে গীত হইয়া থাকে । ইনি উপস্থিত বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করিতে বিশেষ পটু । ৬ কেশবচন্দ্র সেন ইহাঁর সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইতেন । ইহাঁর কোন কোন পুস্তক “চিরঞ্জীব শম্ভা” লিখিত বলিয়া বাহির হইয়াছে । ইহাঁর রচিত অধিকাংশ সঙ্গীত ও সঙ্কীৰ্ত্তন অতি হৃদয়গ্রাহী । ইনি যখন ভক্তিভাবে গান করেন, তখন শ্রোতাগণের মন বিগলিত হইয়া যায় ।

দরাব আলী খাঁ ।—ত্রিপুরা জিলা ইহাঁর জন্মস্থান । ইনি সৈয়দ জাফর নামে সাধারণের নিকট পরিচিত । ইনি যখন হইয়াও শক্তির উপাসক ছিলেন । ইহাঁর জামাবিষয়ক গীত বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহী ।

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ।—বিক্রমপুর ইহাঁর জন্মস্থান । ইনি “অবলাবান্ধব” পত্রিকা লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজে পরিচিত । স্বীজাতির সামাজিক উন্নতি বিষয়ে বহুযত্ন করিয়াছেন ।

দেশের “জাতীয় সঙ্গীত” সংগ্রহ করিয়া ইনিই সর্ব প্রথম শিক্ষিতদিগের হস্তে অর্পণ করেন। ইহাঁর রচিত কয়েকটা স্বদেশাহ্বারাগ উদ্দীপক সঙ্গীত অতি সুন্দর। “না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না” সঙ্গীতটা এক সময়ে উন্নতিশীল শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল।

দাশরথী রায়।—১৮০৪ খৃঃ অব্দে বর্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্তী বাঁদমুড়া গ্রামে জন্মধারণ করেন। ইনি রাঢ়িয় ব্রাহ্মণ। ইহাঁর পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত ও কবিতাপ্রিয় ছিলেন। দাণ্ড রায়ের পাঁচালী বাঙ্গালায় সর্বত্র প্রসিদ্ধ। উপস্থিত বিষয়ে যখন তখন সঙ্গীত রচনা করিতে ইহাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ইনি প্রথমতঃ কবির দল করিয়া গাহিতেন, তৎপরে পাঁচালীর দল করেন। পাঁচালীর দল করিয়াই দাস্রায় নামে খ্যাত হন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। ইনি হান্ত, করুণ ও বীভৎস রসের গীত রচনাতে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। প্রথম বয়সে আঁকা বাইয়ের দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। সত্যের অমুরোধে বলিতে হয়, যে দাণ্ডরায়ের সকল গীত স্মৃতি সঙ্গত নহে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম পুত্র। বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে একজন পণ্ডিত, দার্শনিক ও স্মৃতিবলিয়া পরিচিত। সঙ্গীত রচনা বিষয়ে পটু। ইহাঁর রচিত “কর তার নাম গান, যতদিন রহে দেহে প্রাণ”, “অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি” ইত্যাদি গান ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ প্রচলিত

ইহার “মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি” জাতীয় সঙ্গীতটি অনেকের মুখে শুনা যায় ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম, এ।—কুকনগর জিলা নিবাসী । নবদ্বীপের রাজার দেওয়ান ৮ কার্তিকচন্দ্র রায়ের পুত্র । ইনি বিলাত গমন করিয়াছিলেন । ইহার রচিত “আর্য্য গাঁথা” পুস্তক সুন্দর সঙ্গীতে পরিপূর্ণ । রহস্য-গীত রচনাতেও ইহার বিশেষ ক্ষমতা আছে । ইনি ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের কার্যে নিযুক্ত আছেন ।

৮ দীনবন্ধু মিত্র (রায়বাহাদুর)।—নদীয়া জেলার অন্তর্গত চৌবেড়ীয়া গ্রাম ইহার আদিম বাসস্থান । পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র । ১৮২৯ খৃঃ অব্দে জন্ম হয় । ডাক বিভাগে উচ্চ কার্য্য করিতেন । যে “নীলদর্পণ” নাটকের কোন অংশ অনুবাদ করতে পাদ্রী লং সাহেব কারাগারে গমন করেন, ইহার সেই প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রথম ঢাকা নগরে প্রকাশিত হয় । নীলদর্পণ নাটক প্রচার দ্বারা নীলকরদিগের অত্যাচার অনেক প্রশমিত হইয়াছিল । নাটক রচনা দ্বারা দীনবন্ধুর ঞ্চায় দেশের উপকার কেহই করেন নাই । ইনি সুরসিক লেখক ছিলেন । ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন ।

দীননাথ ধর ।—হুগলী জেলায় ইহার নিবাস । ইনি কয়েক বৎসর ঢাকা নগরে গবর্ণমেণ্টের উকীল ছিলেন । রসিকতাপূর্ণ কথা ও গল্পের জ্ঞান ইনি অনেকের নিকট বিশেষ পরিচিত । সঙ্গীত রচনাতেও ইহার ক্ষমতা মন্দ নহে ।

দীনবাউল ।—পাবনা জিলাবাসী । ইহার প্রকৃত নাম

গোলোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ইহার রচিত “বাউল সঙ্গীত” গুলি অতি হৃদয়গ্রাহী ও জনসাধারণ প্রিয় । ইহার “বাঁশের দোলাতে উঠে কেহে বটে আশান ঘাটে যাচ্ছ চলে” গীতটি সর্বত্র প্রচলিত ।

দীনেশচরণ বসু ।—ঢাকা জিলা ইহার জন্মস্থান । “কবি-কাহিনী” পদ্য পুস্তক লিখিয়া ইনি বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ কবি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন । ইহার সঙ্গীত গুলির ভাব এবং রচনা অতি সুন্দর ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি) ।—সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র । ১৭৩৯ শকে কলিকাতা নগরীতে জন্মধারণ করেন । সকল সম্প্রদায়ের নিকট ইনি ঈশ্বরভক্ত বলিয়া পরিচিত ও সম্মানিত । ৬ কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম সাধারণ ইহাকে “মহর্ষি” উপাধি প্রদান করেন । সকল প্রকার দেশহিতকর কার্যে এবং বিপন্ন ব্যক্তির উপকারার্থে অকাতরে অর্থদান করিয়া থাকেন । ইহার রচিত কয়েকটি গান গভীর উপদেশ ও ভাবপূর্ণ । ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান পরিচালক । ইহার “ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান” পুস্তক আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ উপদেশে গ্রন্থ ।

ধীরাজ ।—তেলিনীপাড়া ইহার জন্মস্থান । প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া সর্বত্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । ইহার রসিকতাপূর্ণ সঙ্গীতগুলি বড়ই চমৎকার ও আমোদপ্রদ । হংসের বিষয় ইহার অধিক সঙ্গীত পাওয়া যায় না । স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তরপাড়া স্কুল দেখিয়া মিস্কার্পেণ্টোরের

সহিত কলিকাতা আসিবার সময় যে গাড়ী উল্টিয়া পড়িয়া যান, তৎসম্বন্ধে এবং মিস্কার্পেন্টারকে লক্ষ্য করিয়া ধীরাজ যে গানটী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে হাস্য সঞ্চরণ করা যায় না। বর্দ্ধমানাধিপতি মহাতাপটাদ ইহাকে “ধীরাজ” উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। তদবধি ইনি “ধীরাজ” নামেই পরিচিত। উৎকল্লে প্রাণত্যাগ করেন।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।—হুগলীর অধীন বাঁশবেড়িয়া (বংশবাটী) গ্রাম-ইহার জন্মস্থান। ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান প্রচারক। প্রসিদ্ধ-স্কুল ও চিত্রাশীল লেখক বলিয়া বঙ্গদেশের সকল স্থানে বিশেষ পরিচিত ও আদৃত। “তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন; নিরখি জুড়াই নাথ! যুগল নয়ন” গীতটির ভাব ও রচনা অতি সুন্দর।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী।—১২০২ সনে বর্দ্ধমান জিলার অধীন নান্দাল গ্রামে জন্মধারণ করেন। ইনি বাল্যকালে পারস্ত ভাষা শিক্ষা করিয়া ছিলেন। জীবনের প্রথম অবস্থাতেই ইহার প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগরিত হয়। ৭১ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইহার রচিত শ্রামাবিষয়ক গীত গুলির রচনা সুললিত ও ভাব হৃদয়গ্রাহী।

নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।—বর্দ্ধমান জিলায় যামুদহ গ্রামে ইহার জন্ম। উচ্চ সাধক ও শক্তি উপাসক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কলিকাতা সহরে ভিখারীদের মুখে ইহার রচিত শ্রামাসঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়।

(গুরু) নানক।—১৪৬৯ খৃঃ অব্দে লাহোরের নিকটবর্তী

শুষ্কদাসপুর গ্রামে জন্মধারণ করেন। ইনি চৈতন্যের সমসাময়িক। শিখদিগের ধর্ম প্রবর্তক প্রথম গুরু। ইহঁার শিষ্যদিগকে “নানক-পন্থী” বলে। ইনি “নানক সা” নামে খ্যাত। ইহঁার রচিত ভজনগুলি অতি মনোহর। “গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে” সঙ্গীতের ভাব বড়ই উচ্চ ও উদার। ইনি জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন।

নিমাইচরণ মিত্র।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সমকাল-বর্ষী। ইহঁার রচিত “পর নিন্দা পর পীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজি না” এবং আরো কোন কোন গীত অতি উৎকৃষ্ট। অজ্ঞতা বশতঃ ইহঁার গানও অনেকে রাজা রামমোহন রায়ের মনে করেন।

নীলমণি ঘোষ।—ইনিও রাজা রামমোহন রায়ের সময়ের লোক। ইহঁার রচিত “শুন্ তো ভ্রান্ত অশান্ত মন, দিন তো ফিল্লি গেল বয়ে” এবং আরো কোন কোন গান বিশেষ বৈরাগ্য-ভাব উদ্দীপক।

নীলরতন হালদার।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের একজন বন্ধু ছিলেন। ইহঁার রচিত “ওহে পথিক মন, কোথায় কররে গমন” গীতটির ভাব অতি সুন্দর।

নীলাশ্বর মুখোপাধ্যায়।—বৈষ্ণব ষ্টেশনের নিকট চোৎখণ্ড আলিপুর গ্রাম ইহঁার জন্মস্থান। শক্তি-সাধক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। আলিপুরের ঘাটে যে কালীমূর্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপিও ঐ স্থানে দেখা যায়।

নীলকণ্ঠ অধিকারী।—বীরভূম জিলা কেন্দুবিলের নিকট ইহঁার জন্মস্থান। ইনি একজন অতি বিখ্যাত যাত্রার অধিকারী।

ইহার ধর্ম সঙ্গীতগুলি অতি মধুর ও ভক্তি-ভাবপূর্ণ। ইহার রচিত “কত দিনে হবে প্রেমের সঞ্চার” এবং আরো কোন কোন গীতের ভাব অতি গভীর ও প্রাণস্পর্শী।

পাগলা কানাই।—যশোহরের অন্তর্গত কিনাইদহ নামক স্থানে জন্মধারণ করেন। ইহার দেহতত্ত্ব বিষয়ক বাউলে গীত মধ্যযুগের প্রদেশে অতিশয় প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত।

প্যারিচাঁদ মিত্র।—ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে “টেকচাঁদ ঠাকুর” নামে খ্যাত ছিলেন। কলিকাতা মহানগরী ইহার বাসস্থান। সুবিখ্যাত লেখক ৮ কিশোরীচাঁদ মিত্র ইহার ভ্রাতা। ইহার সঙ্গীতগুলি বেশ ভাবপূর্ণ। “আলালের ঘরের ঢুলাল”, “মদ খাওয়া একি দায়, জাত রাখার কি উপায়”, “যৎকিৎকিৎ” ইত্যাদি পুস্তক লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর গত হইল ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্যারিমোহন কবিরত্ন।—১৭৫৬ শকে বর্জমানের অন্তঃপাতী সাহাজুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমাসঙ্গীত রচয়িতা প্রসিদ্ধ কমলাকান্ত ইহার খুল্ল প্রপিতামহ। প্যারিমোহনের সঙ্গীতে বিশেষ কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম, রহস্য এবং অন্যান্য সকল প্রকার গীত রচনাতেই ইনি বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্যারিমোহন একজন উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত-কবি ছিলেন। ঐক সময়ে কলিকাতার ধনীদিগের গৃহে ইহার বিশেষ আদর ছিল। ইহার রচিত “কোথায় সে জন, জানে কোন্ জন”, “যার পরসো নাই ওরে ভাই, সংসারে তার মরণ ভাল” ইত্যাদি গান

বাক্সালার সর্বত্র প্রচলিত ও প্রশংসিত। ইহার রহস্য গীতগুলি অতি হাস্যরস উদ্দীপক। দ্বিতীয় ভাগ সঙ্গীত মুক্তাবলীতে এই সকল গীত স্থান পাইবে। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে প্যারীমোহনের মৃত্যু হয়।

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।—শান্তিপুরবাসী। ইনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কার্য্য করেন। অনেককাল জামালপুর ঠেশেনে ছিলেন। ইহার “সঙ্গীতহার” পুস্তক অতি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্গীতধর্মে পরিপূর্ণ। পুণ্ডরীকাক্ষ্য বাবু একজন সুগায়ক বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে পরিচিত। ইহার পিতা সঙ্গীত বিদ্যাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মৃত্যুকালে পুণ্ডরীকাক্ষের হস্তে সেতার দিয়া তাঁহাকে বাজাইতে ও গান করিতে বলেন। বাজনা ও গান শুনিতে শুনিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

৮ প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলি।—কুমারখালী ইহার জন্মস্থান। কান্দাল কিকিরটানের গীতাবলীর মধ্যে “কিকির” ভণিতার অধিকাংশ গান ইহারই রচিত। ইহার অনেক গান পূর্ববাক্সালার সর্বত্র গীত হইয়া থাকে। “ওহে দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার কর আমারে” কীর্তনটা ঘরে ঘরে প্রচলিত। বড়ই ক্ষোভের বিষয় প্রফুল্ল বাবু অল্প বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার কণ্ঠ অতি মিষ্ট ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১২৪৫ সনে চব্বিশ পরগণা জেলার অধীন কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মধারণ করেন। ইহার পিতার নাম বাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে ইনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। ইনি অতি

প্রতিভাশালী ব্যক্তি । ইহার “বন্দে মাতরং” জাতীয় সঙ্গীতটী
শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আদৃত । “সাধের তরঙ্গী আমার
কে দিল তরঙ্গ” প্রণয় গীতটীও বঙ্গীয় যুবক যুবতী সমাজে
বিশেষ আদরনীয় । বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলি ঘরে ঘরে পঠিত
হয় । ইনিই বাঙ্গলার সর্ব শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখক ।

(সাদু) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ।—শান্তিপুর অদ্বৈত বংশে জন্ম-
ধারণ করেন । ইনি ব্রাহ্মসমাজের একজন অতি উৎসাহী
প্রচারক ছিলেন । ইহার ভণ্ডি ভাবগূণ সঙ্গীত শ্রবণে অনেক
কঠিন হৃদয় বিগলিত হয় । ইনি এখন ঢাকা নগরে অবস্থান
করেন । ঈশ্বর প্রেমিক বলিয়া অনেকে তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি
শ্রদ্ধা করিয়া থাকে । ইনিই ব্রাহ্মসমাজে সর্ব প্রথম সঙ্গীতের গীত
রচনা ও প্রচার করেন । ইহার গীতগুলি অতি সুন্দর ও সরল ।
গোস্বামী মহাশয়ের গীত তাহার মুখে শুনিতে বড়ই মধুর ।

৮ বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ।—বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বোলপুর ইহার
জন্মস্থান । ইহার শ্রাম্যসঙ্গীতগুলি উচ্চভাব বাঙ্গক । বর্দ্ধমানের
রাজা মহাতাপটাদেবের নামে যে সকল গীত দৃষ্ট হয়, কথিত যে
সেই সকল গীত তর্কবাগীশের সাহায্যে রচিত । বিপ্রদাস রাজা
মহাতাপটাদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন ।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ।—ইনি বহরপুর নগরে বাস করেন ।
ইহার রচিত ব্রাহ্মসঙ্গীতগুলি সাধারণের বিশেষ ৩: ব্রাহ্মসমাজের
অতি আদরের বস্তু । “এই বিশ্ব মাঝে যেখানে যা সাজে”,
“তরু বলুরে বল” ইত্যাদি গান সর্বত্র গীত হইয়া থাকে । ইহার
সঙ্গীতের ভাব অতি মধুর ও উচ্চ ।

বিহারীলাল চক্রবর্তী।—ইনি “সারদা মঙ্গল” পুস্তক লিখিয়া বঙ্গদেশের কবিদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার ধর্ম ও প্রেমসঙ্গীত অনেকের নিকট বিশেষ আদরণীয়। কলিকাতা নগর ইহার বাসস্থান। “নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার” প্রণয় সঙ্গীতটি অতি সুন্দর।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।—কলিকাতা ইহার বাসস্থান। ইনি নাট্যামোদী ব্যক্তিগণের নিকট সুপরিচিত। অভিনয় কার্যে বিশেষ পটু। ইহার রচিত গানগুলির ভাব ও রচনা বিশুদ্ধ।

৬ বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।—কলিকাতার নিকট বেহালা গ্রাম ইহার জন্মস্থান। ইনি বহুকাল আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন আচার্য্য ছিলেন। ইহার রচিত সঙ্গীতগুলি ঈশ্বর ভক্তিতে পরিপূর্ণ। ইনি সূর্য্য, চন্দ্র, পর্কত, সমুদ্র ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি উচ্চভাবপূর্ণ গীত রচনা করিয়াছেন।

(মুন্সী) বেলায়েৎ হোসেন।—কলিকাতা শিয়ালদহ ইহার বাসস্থান। ইনি মুসলমান হইয়াও বাঙ্গালা সঙ্গীত রচনা বিষয়ে যে প্রকার কবিশ্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। ইহার পরমার্থ ভাবপূর্ণ পদাবলীগুলি অনেকের নিকট বিশেষ আদরণীয়। শুধু ব্যক্তি বলিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে ইনি “কালীপ্রসন্ন” উপাধিতে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহার প্রণয় সঙ্গীতগুলিও উৎকৃষ্ট।

ভুবনচন্দ্র রায়।—ত্রিপুরা ছেলার অধীন শ্রামগ্রাম ইহার জন্মভূমি। ইহার কালীবিষয়ক সঙ্গীত পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধ। অল্পকাল হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

৮ ভৈরবচন্দ্র দত্ত ।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক । রাজার ন্যায় ইনিও বৈরাগ্যবিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট গীত রচনা করেন । ইহার রচিত “অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা” গীত অনেক প্রাচীন লোকের মুখে শুনা যায় ।

মতিলাল রায় ।—ইনি পশ্চিম বঙ্গের একজন অতি বিখ্যাত যাত্রার অধিকারী । জেলা বর্ধমানের অধীন ভাতালা গ্রামে ইহার জন্মস্থান । নিমাই সন্ন্যাস, রামবিদায়, বিজয় বসন্ত, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাণ্ডব নির্বাসন, সীতা-হরণ, ইত্যাদি বিষয়ে ইহার যাত্রার পালা আছে ।

৯ মধুকান (কিন্নর) ।—নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোপাল নগর গ্রামে ইহার জন্মস্থান । গান করা ইহার ব্যবসায় ছিল । ইনি বিখ্যাত চপ সঙ্গীত রচয়িতা মোহনদাস বাউলের শিষ্য । মধুসূদন কিন্নর ইহার পূর্ণনাম । খেয়াল ভাঙ্গা সুরে গান রচনা করিয়া মধুকান এক সময়ে এদেশের লোকের মন মোহিত করিয়াছিলেন । মধুসূদনের চপ সঙ্গীতের সুর অতি মিষ্ট । তাঁহার গীতের রচনা ও ভাব মধুর্য্য সামান্য ছিল না । ইহার চপ সঙ্গীত চারিভাগে বিভক্ত । কলঙ্ক ভঞ্জন, অক্ষর সংবাদ, মাথুর ও প্রভাস ।

মনোমোহন বসু ।—কলিকাতা নগরবাসী । নানা বিষয়ে নাটক লিখিয়া ইনি বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে অক্ষয় কীর্তি লাভ করিয়াছেন । ইহার হাফ-আকড়াই কবি সঙ্গীতগুলি অতি প্রশংসনীয় । অন্যান্য বিষয়েও ইহার অনেক উৎকৃষ্ট গীত আছে । ইহার “দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন”

জাতীয় সংসদীটী শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আদরণীয়। এই সঙ্গীতটী শিক্ষিতগণের মুখে যথা তথা শুনা যায়।

৮ মদন মাষ্টার।—কলিকাতার একজন অতি বিখ্যাত যাত্রার অধিকারী ছিলেন। ইনি নানা প্রকার সখের যাত্রার পালা করেন। ইহার দলে অনেকগুলি লোক ছিল। এখনও “বউ” মাষ্টারের দল বলিয়া একটা যাত্রার দল আছে।

(মহারাজা) মহাতাপ চাঁদ।—ইনি বর্ধমানের স্বনামধ্যাত রাজা। সঙ্গীতের উন্নতি বিষয়ে ইহার বিশেষ যত্ন ছিল।

৯ বিপ্লবাস তর্কবাগীশ ইহার সভাপতি ছিলেন, এবং রাজার সঙ্গীত রচনাতে সাহায্য করিতেন।

(রাজা) মহিমারঞ্জন রায়।—ইনি বঙ্গপুর জেলার অধীন কাকিনিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার। সঙ্গীত শাস্ত্রের উন্নতি বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। ইহার রচিত সঙ্গীতগুলি অতি সুন্দর। ইনি দেশহিতকর কার্যে মুক্তহস্ত।

(রাজা) মহেন্দ্রলাল খান।—মেদিনীপুরের অধীন নাড়াজোল নামক স্থানের সুবিখ্যাত জমিদার। সঙ্গীত রচনায় ইহার বিশেষ পারগতা আছে। ইনি কুমলীলা ও শারোদোৎসব বিষয়ে অতি সুন্দর সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।—বঙ্গীয় ১২৩৫ (১৮২৮ খৃঃ অব্দে) সালে বশোহরের অন্তর্গত কপোতাক্ষনদ তীরবর্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে সদরদেওয়ানী আদালতের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ৮ রাজনারায়ণ দত্তের গুণে, জাহ্নবী দাসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে ইহার বাদলা ভাবার প্রতি বীতরাগ ছিল।

মাজ্জাজে অবস্থান কালে একজন ইউরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। প্রৌঢ় বয়সে বিলাত হইতে বারিষ্টার হইয়া আইসেন। কবিতার কল্পনা রাজ্যে সর্বদা মগ্ন থাকিতেন বলিয়া বারিষ্টারি কার্যে কৃতকার্য হন নাই। বাঙ্গলা ভাষাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা ইনিই প্রথম সৃষ্টি করেন। ইহার সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ “মেঘনাদবধ কাব্য” ইহাকে বঙ্গবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ১২৮০ (১৮৭৩ খৃঃ অব্দ) সালে কবির মাইকেল ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কলিকাতা নগরে ইউরোপীয়দিগের সমাধি স্থানে যথোচিত সম্মানের সহিত ইহার দেহ প্রোথিত হইয়াছে। বিলাত যাইবার সময় বঙ্গভূমিকে সন্মোদন করিয়া “রেখো মা দাসের মনে, এ মিনতি করি পদে” সুন্দর কবিতাটি লিখিয়া গিয়াছিলেন।

মীরাবাই।—ইনি রাজপুতনার অন্তঃপাতী প্রসিদ্ধ উদয়পুরের রাণী। সর্বদাই ইনি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতেন। ইহার অনেকগুলি ভজন আছে। দ্বিতীয়ভাগ সঙ্গীত মুক্তাবলীতে প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

(দেওয়ান) রঘুনাথ রায়।—ইনি সাধারণতঃ “দেওয়ান মহাশয়” বলিয়া পরিচিত। বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তীচন্দ্র রায় বাহাদুর রঘুনাথ রায়ের পিতা ব্রজকিশোর রায় ও তাঁহার বংশধর দিগকে “মহাশয়” উপাধি দেন। ১১৫৭ সালে বর্দ্ধমান জেলার অধীন কালনার নিকটবর্ত্তী চুপীগ্রামে রঘুনাথের জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পরে রঘুনাথ বর্দ্ধমান রাজার দেওয়ান হন। ইনি বাল্যকালে পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। তেজশ্চন্দ্র

বাহাদুরের আদেশক্রমে তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ কলাবিতের নিকট ক্রপদ ও খেলাল শিক্ষা করেন। “অকিঞ্চন” ভণিতাযুক্ত গীতগুলি দেওয়ান মহাশয়ের রচিত। সঙ্গীতশাস্ত্রে এবং সঙ্গীত রচনাতে ইনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ১২৪৩ সালে ৮৩ বৎসর বয়সে জাহ্নবী তীরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহাঁর পৌত্র হরমোহন রায় বর্ধমানের রাজবাটীতে কার্যে নিযুক্ত আছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।—এই যুবক কবি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। সঙ্গীত রচনাতে কলিকাতার ঠাকুর বংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। ইহাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত এবং প্রণয় সঙ্গীত শিক্ষিত বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হয়। ইহাঁর সঙ্গীতে অনেক রকম নূতন সুর ও নূতন ভাব সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। ধন্য রবীন্দ্রনাথের লেখনী! কত যে সুন্দর জিনিশ ইহা হইতে বাহির হইয়াছে, এবং আরো কত যে বাহির হইবে কে বলিতে পারে। বিস্তৃত প্রণয় সঙ্গীত রচনা করিয়া রবীন্দ্র বাবু দেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ উত্তম সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়াই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ এমত নহে; সুগায়ক বলিয়াও বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

রমাপতি রায়।—হুগলী জেলার অধীন চন্দ্রকোণা ইহাঁর জন্মস্থান। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। ইহাঁর স্বর্গসঙ্গীতগুলি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

রসিকচন্দ্র রায়।—এনি যশোহর জেলার একজন প্রসিদ্ধ

পাঁচালীকার। ইহার ভবানীবিষয়ক গীত যশোহর ও বরিশাল জেলাতে বিশেষ প্রচলিত ও আদৃত। ইহার রচনা-মাধুর্য্যও কম নহে।

রাজকৃষ্ণ রায়।—ইনি বঙ্গের একজন খ্যাতনামা কবি। নাটক রচনাতেও বিশেষ পারদর্শী। ইহার রচিত প্রজ্ঞাদ চরিত্র গীত ও জাতীয় সঙ্গীত অতি সুন্দর। ইনি নিজে একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা বলিয়া পরিচিত; কলিকাতা মহানগরী ইহার নিবাস।

রাজমোহন আখলী।—ইহার নিবাস বিক্রমপুর—ঢাকা। ইনি পূর্ববঙ্গালায় একজন প্রসিদ্ধ শ্রামাবিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিছুকাল গত হইল পরগোক্ গমন করিয়াছেন।

রাধানাথ মিত্র।—ইনি অনেকগুলি উত্তম গীত-নাট্য রচনা করিয়া কলিকাতা নগরে অনেকের নিকট পরিচিত হইয়াছেন। ইহার রচনা অতি সরল ও প্রীতিপ্রদ। ইহার রচিত জাতীয়-সঙ্গীতগুলি উদ্দীপনা পূর্ণ।

(দেওয়ান) রামচুলাল মুন্সী।—ইনি ১১৯২ বঙ্গাব্দে ত্রিপুর জেলাব অধীন কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমতঃ গবর্ণমেন্ট আফিসে দেপুটী সেক্রেটারী কার্য্য করেন। অবশেষে ত্রিপুরা মহাবাজার দেওয়ানীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১২৫ সালে ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি শক্তি উপাসক শ্রামা-সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া পূর্ববঙ্গালাতে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহার রচিত “ওগো জেনেছি জেনেছি তারা, তু জান ভোজের বাজি” গীতটি অতি সুন্দর ও সর্বত্র প্রচলিত।

(কবিরঞ্জন) রামপ্রসাদ সেন।—সম্ভবতঃ ১৬৪০—১৬৪৫
 শকের মধ্যে হালিসহর পরগণার অন্তবর্তী কুমারহাট গ্রামে
 বৈদ্যকুলভূষণ রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার
 নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদ বাল্যকালে, পারস্য, সংস্কৃত
 হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অল্পবয়সে পিতৃ বিয়োগ
 হওয়াতে রামপ্রসাদ কলিকাতার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে
 মুহুরীগিরি কার্য গ্রহণ করেন। তিনি একদা তাঁহার প্রভুর
 জমাখরচের খাতার মধ্যে “আমার দেও মা তবীলদারী” গীতটী
 লিখিয়াছিলেন। তাঁহার উপরিস্থ কর্মচারি এই লেখা দেখিয়া
 রামপ্রসাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং প্রভুকে জানান। কিন্তু প্রভু
 রামপ্রসাদের গান দেখিয়া স্তম্ভীত হইলেন এবং রামপ্রসাদকে
 তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি প্রদান করেন।
 কখনওকখনও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদের ভক্তিভাব ও
 রচনাশক্তিতে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ১০০ বিঘা ভূমি
 নিকর ও “কবিরঞ্জন” উপাধি প্রদান করেন। কুমারহাটে আত্ম
 দাসই নামে একজন পাগল-কবি ছিলেন। ইনি রামপ্রসাদ
 গান গান রচনা করিলেই তাহার উত্তর প্রদান করিতেন।
 মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইহাদের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতে ভাল
 পাসিতেন। রাজা মধ্যে মধ্যে কুমারহাটে যাইয়া কবিতা শুদ্ধ
 করিতেন। কথিত যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলাও ইহার গানে
 মুগ্ধ হইয়া পুরস্কার দিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ স্বভাব-কবি
 ছিলেন। ইহার স্তামাবিবয়ক পদাবলী বঙ্গবাসী কখনও ভুলিতে
 পারিবে না। “তারা তোমার আর কি মনে আছে” গানটী

গাহিতে গাহিতে, অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত অবস্থায় তাঁহার
প্রাণবায়ু নির্গত হয়। তাঁহার মৃত্যু রোগে হয় নাই, তবে
মৃত্যু। রামপ্রসাদ সুগায়ক ছিলেন না; কিন্তু স্বরচিত
সঙ্গীতগানে তাঁহার এমন নৈপুণ্য ছিল যে, পাষণ্ডও দ্রব
হইত।

রাজা রামমোহন রায়।—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়
কলকাত্তা জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সম্মিলিত রাধা-
কৃষ্ণের গ্রামে (১৬৯৫ শকের শেষভাগে) ১৭৭৪ খৃঃ অন্ধে জন্মগ্রহণ
করেন। ব্রাহ্মধর্ম সংস্থাপক বলিয়া ইনি সভ্যজগতে পরিচিত।
প্রথম জীবনে রঙ্গপুরে গবর্ণমেন্টের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।
সংস্কৃত, পারস্য, আরবি, লাতিন, গ্রীক, ফ্রিঙ্ক, ইংরেজী প্রভৃতি
১১০টি ভাষাতে পণ্ডিত ছিলেন। জীবনের শেষ ১৬ বৎসর
কলিকাতা নগরে থাকিয়া হিন্দু, খৃষ্টীয়ান, মুসলমান প্রভৃতি
ধর্মসম্প্রদায়ের সহিত ধর্মালোচনা ও ধর্মালোচনে জীবন অতি-
বাহিত করেন। ১৮৩০ অন্ধে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়া
বিলাত গমন করেন। তৎকালীন মোগল সম্রাট তাঁহাকে
‘রাজা’ উপাধি প্রদান করেন। ১৮৩৩ খৃঃ অন্ধের ২৭ সেপ্টেম্বর
দুর্ভাগ্যে বৃষ্টল নগরে ভারতের পরম বন্ধু রামমোহন রায়
পরলোক গমন করেন। ইহার রচিত বৈরাগ্য ভাবোদ্ভীপক
ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি বাঙ্গলা ভাষার অতুল সম্পত্তি। হিন্দু, মুসলমান,
খৃষ্টীয়ান সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকই রাজার গীত শ্রবণ করিয়া
মোহিত হন। রামমোহন রায়ের ধর্ম মতের বিরোধী ব্যক্তিগণও
মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গানের প্রশংসা করিয়া থাকেন। রাজার গান

হুবধে কত লোকের যে আধ্যাত্মিক উপকার হইয়াছে তা সংখ্যা করা যায় না ।

৮ রামরতন মুখোপাধ্যায় ।—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত গমনো সঙ্গী ছিলেন । গমনকালে ভারত সাগরের তরঙ্গ দর্শনে পীত হইয়া “কোথায় আনিলে আমার” গানটা রচনা করেন । অনেকে এই গীতটী রাজার রচিত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে ।

এহারাজ রামকৃষ্ণ রায় ।—ইনি নটোরের প্রসিদ্ধ রাজবংশ-ভূক্ত । ইহার শ্রামাবিবয়ক গীতগুলি অতি হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তিভাব বাঞ্জক ।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ।—বিক্রমপুর ইহার আবাসস্থান । ইনি প্রসিদ্ধ কুলীন বংশোদ্ভব । স্নায়ু জীবনে বহু বিবাহের বিষময় দল দর্শন করিয়া, যাহাতে উক্ত দূষিত প্রথা এদেশ হইতে উঠিয়া যায়, তত্নস্ত বহু যত্ন ও কষ্ট সম্ব করিয়াছেন । ইহার রচিত কুলীন সম্মাগণের দুর্দশা বিবয়ক গীতগুলি পাষণ্ড হৃদয়কেও বিগলিত করে ।

রূপচাঁদ পক্ষী ।—কলিকাতা মহানগরী ইহার বাসস্থান । ইনি “পক্ষীরাজ” উপাধিতে আবাল বৃদ্ধের নিকট সুপরিচিত । ইহার রূপকুবগণ উড়িয়া প্রদেশে চিলকা হ্রদের নিকট বাস করিতেন । ১২২১ সালে গৌরহরিদাসের ঔরষে কবি রূপচাঁদ পক্ষী জন্মগ্রহণ করেন । ইনি বাল্যকালে ইংরেজী, বাংলা, পারস্য এবং উৎকল ভাষা শিক্ষা করেন । বাল্যকাল হইতেই বিবিধ রচনাতে ইহার অতিশয় অশক্তি ছিল । ইনি বাল্যকালে

“ঘেটুর” গান গাহিয়া সকলকে মোহিত করিতেন । কলিকাতা শাখারি টোলাবাসী রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং প্রসিদ্ধ কালাবত ছোট মিঞার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন । তৎপর ছট্টি খাঁ, কাম্মুখী এবং জীরামপুর নিবাসী কানাই দাস ও মিঞা গোলাম মাহাঈশের নিকট সঙ্গীত ও বাদ্য শিক্ষা করেন । “পক্ষীর জাতিমালা” নামক নূতন ধরণের সখের পাঁচালীর দল ইহা দ্বারা গঠিত হয় । এই দল ক্রমাতেই রাজা বৈদ্যনাথ, আশু-
তাব দেব (ছাত্তাবাবু) নিধুবাবু, মোহনচাঁদ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিরা ইহাকে “পক্ষীরাজ” উপাধি প্রদান করেন । সদবধি “রূপচাঁদ পক্ষী” নামে খ্যাত । রামায়ণ, কৃষ্ণমঙ্গল এবং রহস্য বিষয়ে ইহার অনেক উৎকৃষ্ট গীত আছে । ইনি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের নানা ভাষায় গীত রচনা করিতে পারিতেন । ইংরেজেরা রূপচাঁদ পক্ষীকে রহস্যভাবে ‘Bird of Paradise’ বলিতেন । রূপচাঁদ পক্ষী এখন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন ।

লালন ফকীর ।—কুষ্টিয়ার নিকট ইহার বাসস্থান । ইনি “লালন সাই” বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত । ইহার সহস্রাবধি বিষয়ক গীতগুলি ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ ।

শিবনাথ শাস্ত্রী এম. এ ।—ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক জন প্রধান প্রচারক ও পরিচালক । কলিকাতার নিকট মজিল-পুর গ্রাম ইহার জন্মস্থান । ইহার জাতীয় ও ধর্ম সঙ্গীত গুলিতে দেশ হিতৈষণা ও উচ্চ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় । ইহার রচিত “পুষ্পমালা” এবং আরও কোন কোন কবিতা গ্রন্থ

বঙ্গসাহিত্য সমাজে বিশেষ আদৃত । ইনি বাঙ্গলা ভাষাতে একজন অতি বিখ্যাত বক্তা বলিয়া সর্বত্র পরিচিত ।

(মহারাজা) শিবচন্দ্র রায়।—ইনি নবদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ রাজা । ইহার শক্তি উপাসনা বিষয়ক মালসী গীত অতি মনোহর ।

শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী।—কাণপুর জেলাতে ইহার জন্মস্থান । ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক ছিলেন । কয়েক বৎসর গত হইল ইনি লাহোর নগরে “দেব সমাজ” নামে এক নূতন ধর্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । উক্ত ভাষাতে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা । ইহার হিন্দী গীত সুললিত ও ভাবপূর্ণ । ইনি “সত্যানন্দ স্বামী” নামে অনেকের নিকট পরিচিত ।

শ্রীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।—ঢাকার অধীন বিক্রমপুর ইহার জন্মস্থান । অতি অল্প বয়সে “বন-কুসুম” নামক কবিতা পুস্তক লিখিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন । ইহার রচিত “কে তুলি গাইছ ওই আর্ধ্য গুণগান” ও মুদ্র-শাসন আইন সম্বন্ধীয় সঙ্গীত-ভাব ও রচনা প্রশংসার যোগ্য । ইনি অতিশয় যোগ্যতা সহিত লাহোর নগরস্থ “ট্রিবিউন” পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া দেশ বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন । পঞ্জাব ইহার নিকট অনেক বিষয়ে খবী । হুঃখের বিষয় ইনি বাত রোগে অকর্ম্ম হইয়া আছেন ।

(হুমার) শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।—গুপ্তিপাড়া—বর্তমান জেলা ইহার জন্মস্থান । গত কয়েক বৎসর যাবৎ ইনি কাশীধামে

স করিতেছেন । এখন পরিব্রাজক “কৃষ্ণানন্দ স্বামী” নামে
ব্রহ্ম পরিচিত । বঙ্গভাষাতে ইনি বর্তমান রক্ষণশীল নব্য
দুগ্ধের প্রধান পরিচালক বলিয়া দেশ বিদেশে খ্যাতিলাভ
রইয়াছেন । ইহার সঙ্গীতের রচনা ও ভাব অতি সুন্দর ।

(কুমার) শম্ভুচন্দ্র রায় ।—ইনি নবদ্বীপ রাজবংশ সম্ভূত ।
এই শ্রীমা সঙ্গীতের ভাব ও রচনা মন্দ নহে ।

(মিউজিক ডাক্তার) রাজা শরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ।—ইনি
সকাতা পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশে ১৮৪০ খৃঃ অব্দে
জন্ম গ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম ৮ হরকুমার ঠাকুর ।
রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । ইনি
ব্যকালে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন । ১৬ বৎসর
ক্রমকালে সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হন ।
লোচনা দ্বারা সঙ্গীতশাস্ত্রে ইহার এত পারদর্শিতা হইয়াছে

ইনি এই জন্য পৃথিবীর অনেক রাজা হইতে উপাধি
ভ করিয়াছেন । অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও
প্রসাদ মিশ্রের নিকট গদ ও রাগের আলাপ শিক্ষা করেন ।

১৮ বৎসর বয়সে ইংরেজী সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা করিতে
ভ হন । ১৮৭১ অব্দে বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন ।
এই সঙ্গীত শাস্ত্র জীবিত রাখিতে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন ।

এই শাস্ত্র সম্বন্ধে ইহার অনেক গ্রন্থ আছে । বাদ্যলা
তের মাত্রা ব্যবহার রীতির (Notation) ইনিই সৃষ্টিকর্তা ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়
। ইনিই ভারতবাসীর মধ্যে প্রথম সিবিলিয়ান হইয়া

আইসেন। এইক্ষণ সোলাপুর নগরে জয়ের কার্য করেন। ইহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি। “বিস্ময় স্থখে মন তৃপ্তি কি মানে”, “জয়দেব জয়দেব”, “তুমি জ্ঞান প্রাণ”, “গাও তাঁরে গাও সদা তরুণ ভানু” ইত্যাদি সঙ্গীতের তুলনা নাই। যেমন উচ্চ ও গভীর ভাবপূর্ণ ভেমে মধুর। ইহার রচিত “মিলে সব ভারত সন্তান একতান মু-প্রাণ” জাতীয় সঙ্গীতটির ন্যায় উদ্দীপনাপূর্ণ গীত বহু দৃষ্ট হয়। বোধ হয় এইটাই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম জাতীয় সঙ্গীত।

সুরদাস।—ইনি মথুরা নিবাসী মাথুর ব্রাহ্মণ। জন্ম ছিলেন। তুলসীদাস ও জ্ঞানদাসের সমসাময়িক।

হরলাল রায় বি. এ।—কলিকাতা হিন্দু কলেজের জটন শিক্ষক। ইহার “জয় ভব কারণ অগত জীবন” প্রভৃতি সঙ্গীতটি অতি সুশ্লীলিত। ব্রাহ্মসমাজে ঘরে ঘরে ইহা গীত হইয়া থাকে।

হরিনাথ মজুমদার।—কুমারখালি ইহার জন্মভূমি। ইহা কান্দাল কিকিরচাঁদ ককীরের দলের নেতা। ইহার সঙ্গীতগুলি অতি সরল ও সাধারণের উপযোগী। পূর্ব বাঙ্গালার নগর নগরে প্রায়ে প্রায়ে ইহার রচিত গীতগুলি ক্রমে প্রচলিত হইতেছে। “কান্দাল”, ইহার গানের ভগিতা। ৬ প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী ইহার দলের একজন প্রধান গায়ক ও সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। হরিনাথ বাবুর “কত ভাল বাস থেকে আড়ালে” মিস্টার ও ময়ূরের প্রভৃতি গীত অতি সুন্দর ও উচ্চ ভাবপূর্ণ।

বর্তমান সময়ে ইনিই পূর্ববঙ্গের প্রধান সঙ্গীত-কবি। সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ এমনত নহে, ধর্মসাধক বলিয়াও অনেকেই নিকট পরিচিত। ইহার রচিত “বিজয় বসন্ত” বঙ্গভাষার একখানি উৎকৃষ্ট করুণ-রসাত্মক পুস্তক।

হরিমোহন রায়।—ইনি কলিকাতাবাসী সুপ্রসিদ্ধ ৮ রম্য-সঙ্গীত রচয়িতার পুত্র। রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র। ইহার খাতার দল ছিল। পৌরানিক ও রামলীলা বিষয়ে ইনি অনেক সুন্দর গীত রচনা করিয়াছেন।

৮ হরিশ্চন্দ্র মিত্র।—ইনি পূর্ববঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ঢাকা নগর ইহার বাসস্থান। ইহার সঙ্গীতগুলি রচনা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী।

(কবিবর) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।—১২৪৫ সালে জগৎজ্বলার অধীন-ভূরশিষ্ট পরগণার অন্তর্গত গুলিটানামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয় ১৮৬২ খৃঃ অব্দ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন। ইহার রচিত “কবিতাবলী” ও অন্যান্য প্রায় বঙ্গীয় কবিতা মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইকেল দত্ত ও স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের মৃত্যু বিষয়ে ইহার লোপ-সঙ্গীত অতিশয় প্রাণস্পর্শী। ভারত বিধবার দুঃখ বিষয়ে ইনি যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া চক্ষের ল সম্বরণ করা কঠিন। বঙ্গের জীবিত কবিদিগের মধ্যে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। কান দেশহিতৈষী বলিয়াছেন, “হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীতে

সঙ্গীত মুক্তাবলী ।

করে সিঁটা বাজ' বীর গভীর নিনাদ, বাঙ্গালীর দুর্বল
চিরদিন সমান ভাবে বাজিবে এবং কে বলিতে পারে
হার পরিণাম ফল কি দাঁড়াইবে ।”

(মুজা) হোসেন আলী ।—প্রায় একশত বৎসর পূর্বে জীবিত
ন। ইনি ত্রিপুরা জেলার অমীন বরদাখাতের বিখ্যাত
নর । ইহার খ্যাম-সঙ্গীত ভক্তিভাব পূর্ণ ।



